

পুরাণপ্রকাশ ।



বিষ্ণুপুরাণ ।

ঐধরস্বামি-কৃত টীকা ও বিষ্ণু-বৈদ্যানাথ
নামক বাঙ্গালা অনুবাদ সমেত ।

তৃতীয় অংশ ।

ঐবরদাপ্রসাদ বসাক কর্তৃক
প্রকাশিত ।

কলিকাতা

সিমুলিয়া-ছেতুয়া দীঘী ব পূর্ব হরিপালেব লেন ৭ নং ভবনে
কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে
ঐকালীকুমার চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত ।

নির্ঘণ্ট ।

তৃতীয়াংশ ।

১ অধ্যায় ।

মহেশ্বর অবগাধ মৈত্রেয়ের প্রস্থ...	...	১
অতীত ছয় মনুর নাম	...	২
অরোচিষ নামক দ্বিতীয় মনুর অধিকারে যাঁহার দেবতা যাঁহার সপ্তর্ষি, যিনি ইন্দ্র ও যাঁহার মনুপুত্র ছিলেন, তাহার বিবরণ	ঐ
ওত্তমি নামক তৃতীয় মনুর অধিকারে যাঁহার দেবতা, ইন্দ্র, সপ্তর্ষি ও মনুপুত্র ছিলেন, তাহার বিবরণ	...	৩
ঐ রূপ তামস নামক চতুর্থ মহেশ্বরের বিবরণ	৪
ঐ রূপ রৈবত নামক পঞ্চম মহেশ্বর বিবরণ	...	ঐ
ঐ রূপ চাক্ষুষ নামক ষষ্ঠ মহেশ্বর বিবরণ	...	৬
ঐ রূপ বর্তমান বৈবস্বত নামক সপ্তম মনুর অধিকার- বিবরণ...	...	ঐ
বর্তমান মনুর নয়টি পুত্রের নাম	...	৭

২ অধ্যায় ।

ভবিষ্য মহেশ্বর বিবরণ জিজ্ঞাসা..	...	১১
সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞার বিবরণ	...	ঐ
সূর্য্যতেজ সহ্য করিতে না পারিয়া আপনার পরিবর্তে ছায়াধকে রাখিয়া সংজ্ঞার তপস্যার্থ গমন	...	ঐ

ছায়ার গর্ভে শটৈশ্যের প্রভৃতির জন্ম	...	১২
সংজ্ঞাগর্ভজাত ষড়মের প্রতি ছায়ার শাপ		ঐ
সংজ্ঞা বড়বারূপে তপস্যা করিতেছেন, জানিয়া		
হৃষ্যের তথায় গমন ও অশ্বরূপ ধারণপূর্বক		
অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ের উৎপাদন	...	ঐ
বিশ্বকর্মা কর্তৃক হৃষ্যের তেজোবিশাতন	...	১৩
হৃষ্যের তেজ চাঁচিয়া ত্রিশূল চক্র প্রভৃতি দেবোত্তম নিৰ্মাণ		ঐ
সাবর্ণি নামক অষ্টম মনুর অধিকারে যাঁহার দেবতা,		
সপ্তর্ষি, দেবরাজ ও মনুপুত্র হইবেন, তাঁহাদের নাম		১৪
ঐ রূপ দক্ষসাবর্ণ নামক মনুর অধিকার বিবরণ		১৫
ঐ রূপ ত্রক্সাবর্ণি নামক দশম মনুর বিবরণ	...	১৬
ঐ রূপ ধর্মসাবর্ণি নামক একাদশ মনুর বিবরণ	...	ঐ
ঐ রূপ স্যাবর্ণনামক দ্বাদশ মনুস্তর	...	১৭
ঐ রূপ টৈব্য নামক ত্রয়োদশ মনুর অধিকার বিবরণ		১৮
ঐ রূপ ভোত্য নামক চতুর্দশ মনুস্তর	...	১৯
প্রত্যেক সত্যযুগের প্রারম্ভে সপ্তর্ষিগণ কর্তৃক বেদ-		
প্রকাশ	...	ঐ
প্রত্যেক মনু সত্যযুগে স্মৃতিশাস্ত্র প্রণয়ন করেন		২০
কল্প পরিমাণ	...	ঐ
প্রলয়কাল পরিমাণ	...	ঐ
কল্প প্রারম্ভে যে রূপে সৃষ্টি হয়	...	২১
বিষ্ণু সত্য যুগে কপিলাদি রূপে জ্ঞানদান করেন		ঐ
বিষ্ণু ত্রেতা যুগে কক্রবর্ত্তি স্বরূপে দুর্ঘট দমন করেন		২২
বিষ্ণু দ্বাপর যুগে বেনব্যান রূপে বেদবিভাগ করেন		ঐ
বিষ্ণু কলিযুগে কল্কিরূপে ধর্মস্থাপন করেন	...	ঐ

৩ অধ্যায় ।

বেদব্যাস কর্তৃক বেদ বিভাগ বিষয়ক প্রশ্ন	...	২৪
বিষ্ণু প্রত্যেক দ্বাপর যুগে বেদব্যাস রূপে বেদ বিভাগ করেন	২৫
বৈবস্বত মহামুনে অষ্টাবিংশতি বেদব্যাস কর্তৃক কৃত অষ্টাবিংশতি বার বেদ বিভাগ	...	২৫
অষ্টাবিংশতি বেদব্যাসের নাম	...	২৬

৪ অধ্যায় ।

কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মাহাত্ম্য	৩২
কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদকে চারি ভাগ করিয়া চারি জন শিষ্যকে অধ্যয়ন করাইলেন	৩৩
ব্যাসশিষ্য ঠৈল ঋষেদ দুইভাগ দুই সংহিতা করিয়া ইন্দ্র প্রমতি ও বাস্কলকে অধ্যয়ন করান	...	৩৪
বাস্কল, অধীত সংহিতা চারি ভাগ করিয়া চারি জন শিষ্যকে দেন	৩৪
ইন্দ্রপ্রমতি কর্তৃক অধীত সংহিতার একাংশ বেদ-মিত্র কর্তৃক পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়	...	৩৫
ইন্দ্রপ্রমতির দ্বিতীয় শিষ্য শাকপূর্ণি স্বীয় সংহিতা তিনভাগ করিয়া তিনজন শিষ্যকে দেন	...	৩৬
নিকন্তের বিবরণ	৩৬
বাস্কলি কৃত ঋষেদের অপর তিন শাখা	...	৩৬

৫ অধ্যায় ।

যজুর্বেদ শাখা বিভাগ	৩৭
মহামেক নামক স্থানে ঋষিদিগের সভাপ্রবেশন	...	৩৭

বৈশম্পায়ন, সভায় উপস্থিত না হওয়াতে শাপগ্রস্ত হইয়া ভাগিমেয়কে বিনাশ করেন	...	৩৮
ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপক্ষয়ের জন্য শিষ্যগণের প্রতি বৈশম্পায়নের আজ্ঞা	৩৮
যাজ্ঞবল্ক্য নামক শিষ্যের প্রতি বৈশম্পায়নের ক্রোধ ও শিষ্য ত্যাগ	৩৮
যাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক ঐক ত্যাগ ও যজুর্বেদ উদ্দীপ্ত	...	৩৯
যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখার উৎপত্তি	...	৩৯
যাজ্ঞবল্ক্য রূত সূর্যাস্তব	৪০
অযাতযাম নামে যজুর্বেদের উৎপত্তি	৪৩
যাজ্ঞবল্ক্য প্রবর্তিত যজুর্বেদের কাণ্ড প্রভৃতি পঞ্চদশ শাখা	...	৪৩

৬ অধ্যায় ।

সামবেদের শাখা বিভাগ	৪৪
অথর্ব-বেদের শাখাবিভাগ	৪৫
বেদব্যাস পুরাণ প্রণয়ন করিয়া লোমহর্ষণকে অধ্য- য়ন করাইলেন	৪৭
লোমহর্ষণের তিন শিষ্য, ব্যাস প্রণীত পুরাণ অবলম্বন করিয়া তিনখানি পুরাণ প্রণয়ন করেন	৪৮
বিষ্ণুপুরাণ ঐ পুরাণচতুষ্টয়ের সারোদ্ধার	...	৪৮
অষ্টাদশ পুরাণের নাম	৪৮
পুরাণের লক্ষণ	৪৯
চতুর্দশ বিদ্যা	৪৯
অষ্টাদশ বিদ্যা	৪৯
ঋষিভ্রম	৫০

৭ অধ্যায় ।

কিরূপে যমের অধীন হইতে না হয় এই প্রশ্ন	...	৫১
কালিক্ৰিক ব্রাহ্মণ ও ভীষ্মের সংবাদ	..	৫২
যম ও যমদূতের কথোপকথন...	...	৫৪
যমগীতা সমাপ্তি	..	৬২

৮ অধ্যায় ।

বিষ্ণুর আরাধনা বিষয়ক প্রশ্ন...	...	৬৩
ঔর ও সগরের কথোপকথন	৬৪
বিষ্ণুর আরাধনার ফল	৬৪
বিষ্ণুর আরাধনার উপায়	৬৫
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণের ধর্ম	...	৬৭

৯ অধ্যায় ।

ব্রহ্মচর্য ও গুরুকূলে বাস বিবরণ	..	৭৩
গৃহস্থ ধর্ম	...	৭৪
বানপ্রস্থ ধর্ম	..	৭৬
ভিক্ষু নামে চতুর্থ আশ্রমের ধর্ম	..	৭৭

১০ অধ্যায় ।

নিত্য, তৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম অবগার্থ সগরের প্রশ্ন	...	৮১
বালকের জাতকর্ম ও আত্মীয়িক শ্রাদ্ধ	...	৮২
নামকরণ	৮২
উপনয়ন ও বিদ্যাভ্যাস	..	৮৩
বিবাহ	৮৪
বিবাহার্থ কন্যার লক্ষণ পরীক্ষা	...	৮৪
অষ্ট প্রকার বিবাহবিধি	..	৮৬

১১ অধ্যায় ।

সদাচারের লক্ষণ	...	৮৮
সদাচারের মধ্যে প্রাতঃকৃত্য	...	৮৯
মূত্রপুরীষোৎসর্গের নিয়ম	...	৮৯
মৃত্তিকাকর্ষণনিয়ম	...	৯১
ধনোপার্জন বিধি	...	৯২
স্নান বিধি	...	৯৩
তর্পণ বিধি	...	৯৩
সূর্য্যার্চ বিধি	...	৯৫
ইন্দ্ৰদেবতা পূজাবিধি	...	৯৬
অগ্নিহোত্র ও দ্বারদেবতা পূজাবিধি	...	৯৬
দিকুপাল পূজা বিধি	...	৯৭
বিশ্বদেব প্রভৃতির পূজাবিধি	...	ঐ
ভূতগণকে অন্নদান করিবার বিধি	...	ঐ
অতিথির আগমন প্রতীক্ষা	...	৯৯
অতিথিসংকার	...	১০০
অভ্যাগত পরিজ্ঞাত ব্যক্তির সংকার	...	১০১
অতিথি নিরাশ হইয়া যাইলে পাপ	...	১০১
পরিজ্ঞানের ভোজন দান	...	১০২
গৃহস্থের ভোজননিয়ম	...	১০৩
আচমন প্রভৃতি	...	১০৬
ভোজনাশ্ত্রে মস্ত্রপাঠ ও উদর পরিমার্জন	...	ঐ
ভোজনাশ্ত্রে সৎশাস্ত্রালোচনা প্রভৃতি	...	১০৮
সায়ংসন্ধ্যোপাসনা বিধি	...	ঐ
সায়ংকালে অতিথি সেবা	...	১০৯

শয়ন নিয়ম	...	১১০
পত্নীগমন বিধি	...	১১১
পর্ষদিবসে পত্নীগমন নিষেধ	...	১১২
স্ত্রী সহবাসের স্থান নিয়ম	...	ঐ
পত্নীগমনে দোষ		১১৩

১২ অধ্যায় ।

গৃহস্থের বিবিধ সদাচার বিধি	...	১১৫
----------------------------	-----	-----

১৩ অধ্যায় ।

পুত্রের জাতকর্ম ও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ	...	১২৫
প্রেত কৃত্য বিধি	...	১২৬
প্রেত দাহ বিধি	...	ঐ
প্রেত তর্পণ বিধি	...	ঐ
প্রেত দাহান্তে গৃহ প্রত্যাগমন নিয়ম	...	১২৭
দশপিণ্ড দান	...	ঐ
ভক্ষ্যস্থি চয়ন	...	ঐ
অশৌচ ব্যবস্থা	...	১২৮
প্রেতশ্রাদ্ধে শ্রাদ্ধগণ ভোজন বিধি	...	১২৯
একোদ্ভিষ্ট শ্রাদ্ধ বিধি	...	ঐ
সপিণ্ডীকরণ বিধি	...	১৩০

১৪ অধ্যায় ।

শ্রাদ্ধ করণের ফল	...	১৩৩
নবান্ন প্রভৃতি	...	ঐ
শ্রাদ্ধের বিশেষ বিশেষ কাল	...	১৩৪
সনৎকুমার কথিত শ্রাদ্ধকাল	...	১৩৫
পিতৃগীতা	...	১৩৮

১৫ অধ্যায় ।

শ্রীকৃতোজী ত্র্যক্ষণের লক্ষণাদি	..	১৪১
শ্রীক্রে নিষিদ্ধ ত্র্যক্ষণ	১৪২
শ্রীকৃতোস্তে স্ত্রীসহবাস নিষেধ	..	১৪৩
শ্রীক্রে ত্র্যক্ষণ সঙ্খ্যা	১৪৪
মাতামহ শ্রীক্রে বিধি	ঐ
শ্রীক্রে প্রকরণ	১৪৫
শ্রীক্রে কালে অতিথি সেবা	১৪৬
পিতৃপুত্র্যান ও প্রার্থনা	১৪৭
দক্ষিণা দান বিধি	১৪৯
পিতৃপিতৃদান নিয়ম	ঐ
ত্র্যক্ষণগণের নিকট আশীর্বাদ প্রার্থনা	১৫০
ত্র্যক্ষণ বিসর্জন বিধি	১৫১
শ্রীক্রে বসনে বন্ধুগণের সহিত একত্র ভোজন		১৫২
যোগি প্রশংসা	১৫৩

১৬ অধ্যায় ।

শ্রীক্রে মৎস্য মাংসাদি দানের ফল	১৫৪
শ্রীক্রে উপযুক্ত ধান্যাদি	১৫৫
শ্রীক্রে উপযুক্ত প্রভৃতি কর্তৃক শ্রীক্রে দর্শনে দোষ কখন		১৫৬
শ্রীক্রে উপযুক্ত অন্ন	১৫৭
কলাপোপবনে ইক্ষাকুর নিকট পিতৃগণের উক্তি		১৫৮

১৭ অধ্যায় ।

নগ্ন লক্ষণ	১৬০
ভীষ্ম ও বসিষ্ঠের সংবাদ	ঐ

অম্বরগণের নিকট পরাজিত দেবগণের বিষ্ণুর নিকট গমন ও স্তব	১৬১
মান্নামোহের উৎপত্তি	১৬৮
• ১৮ অধ্যায় ।	
অম্বরগণের নিকট মায়ামোহের গমন	১৭০
অম্বরগণের প্রতি মান্নামোহের উপদেশ ও অসৎ পথে আনয়ন	১৭১
আর্হত দর্শনের উৎপত্তি	১৭২
বৌদ্ধ ধর্মের প্রথম উৎপত্তি	১৭৩
অম্বরগণের বৈদিক ধর্মত্যাগ	১৭৬
অম্বরদিগের পরাজয়	১৭৭
নগ্নের লক্ষণ	ঐ
নগ্নাদি সংসর্গে দোষ	১৭৮
শতধনু নামক রাজার উপাখ্যান	১৮০
রাজার ও তৎপত্নীর পাষণ্ড দর্শন	১৮১
রাজার মৃত্যু	১৮২
মহিষী ঈশব্যার সহমরণ	ঐ
রাজার কুকুর যোনিতে উৎপত্তি	ঐ
ঈশব্যার কাশীরাজের মহিষীর গর্ভে জন্ম	ঐ
কাশীরাজদুহিতার বিবাহোদ্যোগ	১৮৩
কাশীরাজ দুহিতার কুকুরযোনি-প্রাপ্ত পতি দর্শন	১৮৩
রাজার শৃগালযোনিতে জন্ম	১৮৪
রাজার বৃকযোনিতে জন্ম	১৮৫
রাজার গৃধ্রযোনিতে জন্ম	১৮৬
রাজার কাকযোনিতে জন্ম	ঐ

রাজার ময়ূরযোনিতে জন্ম	১৮৭
জনকরাজার অশ্বমেধ যজ্ঞে ময়ূরের সহিত শৈব্যার স্থান	ঐ
রাজা শতধনুর জনকের পুত্ররূপে উৎপত্তি	১৮৮
জনক-পুত্রের সহিত শৈব্যার পরিণয়	ঐ
জনক-পুত্রের বিদেহ রাজ্য প্রাপ্তি	ঐ
জনকতনয়ের সংগ্রামে মৃত্যু, শৈব্যার সহমরণ ও স্বর্গপ্রাপ্তি	১৮৯
নগ্ন পাষাণাদির সহিত কিরূপ ব্যবহার কর্তব্য	১৯০

তৃতীয়াংশের নির্ঘণ্ট সমাপ্ত

নির্ঘণ্ট পত্র ।

চতুর্থ অংশ ।

প্রথম অধ্যায় ।

বংশবিস্তার বিষয়ক প্রশ্ন	১
মনুবংশ সংস্কারের ফল	২
ত্রক্ষার উৎপত্তি	২
ত্রক্ষা হইতে দক্ষাদির উৎপত্তি	২
ইলার গর্ভে যুধ হইতে পুরুষবার উৎপত্তি	৩
ইলার পুনর্জন্ম পুরুষাকৃতি প্রাপ্তি	৩
ইলা স্নহ্যাম নামে বিখ্যাত হইয়া তিনটি পুত্র উৎপাদন		
পূর্বক প্রতিষ্ঠান নগরের অধিপতি হন	৪
রাজা স্নহ্যাম স্বীয় গর্ভজাত পুত্র পুরুষবাকে প্রতিষ্ঠান		
নগর প্রদান করেন	৪
পৃথু গুপ্তর গোবধ করিয়া শূদ্র হন	৪
কাক্ষদিগের উৎপত্তি	৪
নাভাগের বৈশ্যতা প্রাপ্তি ও বংশবিস্তার	৪
নাভাগের ক্ষত্রিয় সন্তানদিগের বৈশাল নাম		
প্রাপ্তির কারণ	৬

রেবত রাজা ও রেবতীর উপাখ্যান	৭
বলদেবের সহিত রেবতীর বিবাহ	১৩
প্রথম অধ্যায় সমাপ্তি	১৪
দ্বিতীয় অধ্যায়		১৫
কুশস্থলী নগর ধ্বংস	১৫
মনুর নাসিকা হইতে ইক্ষাকুর উৎপত্তি	১৬
ইক্ষাকু পুত্র বিকুক্ষির শশাদ নাম প্রাপ্তি	১৬
বিকুক্ষির তনয় পরজয়ের ককুৎস্থ নাম প্রাপ্তির কারণ	১৮
ককুৎস্থের বংশ বিস্তার	২০
রাজা কুবলয়াশ্বের ধুকুমার নাম প্রাপ্তির কারণ	২০
ধুকুমারের বংশ	২০
মন্ত্রপুত্র জলপানদ্বারা ধুকুমারবংশীয় রাজা যুবনাশ্বের গর্ভসঞ্চারণ	২১
রাজা যুবনাশ্বের উদরে মাক্কাতার জন্ম	২২
সৌভরির উপাখ্যান	২৩
মাক্কাতার পঞ্চাশৎ কন্যার সহিত মহর্ষি সৌভরির বিবাহ	৩১
সৌভরির বিষয় ভোগ	৩২
সৌভরির ঐশ্বর্য্য দর্শনে মাক্কাতার বিস্ময়	৩৫
সৌভরির বৈরাগ্য	৩৯
দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্তি	৪১
তৃতীয় অধ্যায়		৪২
সৌভরির বন গমন ও মুক্তি	৪২
সৌভরিচরিত্র প্রবণের ফল	৪৩

মাক্কাভার পুত্র পুককুৎসের নাগলোকে গমন ও নর্থ-

দার সহিত বিবাহ ৪৪

সর্পবিষ নাশের মন্ত্র ৪৫

দিধিজয়ী রাবণ হইতে পুককুৎসের পৌত্র অনরণ্যের

মৃত্যু ৪৬

অনরণ্যের বংশ ৪৬

অনরণ্যবংশীয় রণজা সত্যত্রতের ত্রিশকু নাম প্রাপ্তি ৪৬

ত্রিশকুর বংশ ৪৬

ত্রিশকুর বংশে সগরের উৎপত্তি ৪৭

• সগর কর্তৃক পরাজিত হইয়া তালজঙ্গ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়-

গণের যবনত্ব শকত্ব পারদত্ব ও পঙ্কবত্ব প্রাপ্তি ৫০

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্তি ৫০

• চতুর্থ অধ্যায় ৫১

সগরের এক স্ত্রীতে বর্ষি সহস্র ও এক স্ত্রীতে এক মাত্র

পুত্রের উৎপত্তি ৫১

সগরপুত্রগণের দুর্ভুক্ততা ৫২

সগরের অশ্বমেধ যজ্ঞ ৫৩

অশ্বান্বেষণ ও সগরপুত্রগণের মৃত্যু ৫৪

সগরের পৌত্র অংশুমান্ কর্তৃক অশ্বানয়ন ৫৫

অংশুমানের পৌত্র ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গানয়ন ৫৭

ভগীরথের বংশ ৫৭

ঋতুপর্ণের পৌত্র সৌদাসের যুগ্ময়াগমন ও ব্যাত্র-

দ্বয় দর্শন ৫৭

সৌদাসের কল্যাণপাদ নামপ্রাপ্তির কারণ ৫৮

কল্যাণপাদের রাক্ষসভাব, ত্রাক্ষণভক্ষণ ও ত্রাক্ষণীর শাপ	৬১
বশিষ্ঠ হইতে বল্যাণপাদ-পত্নী মদয়ন্তীর গর্ভ ...	৬২
অশ্বকোর উৎপত্তি ও বংশ ...	৬৩
খট্বাকের তত্ত্বজ্ঞান ...	৬৪
রামাদির উৎপত্তি ...	৬৫
রামের বংশ	৬৮
অভিমন্যু হইতে রামের বংশীয় বৃহদ্বলের মৃত্যু	৬৯
চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্তি	৭০
পঞ্চম অধ্যায়	৭১
নিমির যাগানুষ্ঠান	৭১
বশিষ্ঠ ও নিমির পরস্পর শাপে দেহ ত্যাগ	৭২
মিত্রাবৰ্ণ হইতে বশিষ্ঠের পুনর্জন্ম	৭৩
নিমির বংশ ...	৭৪
সীতার উৎপত্তি	৭৬
কুশধ্বজের বংশ	৭৬
পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্তি	৭৮
ষষ্ঠ অধ্যায়	৭৯
চন্দ্রবংশ কথন	৮০
চন্দ্র কর্তৃক গুণপত্নী হরণ	৮১
চন্দ্র হইতে গুণপত্নীর গর্ভে বুধের জন্ম	৮২
বুধ হইতে ইলার গর্ভে পুরুষবার্ উৎপত্তি	৮৫
উর্কশীর সহিত পুরুষবার্ সহবাস	৮৫
উর্কশীর নিয়ম	৮৭
উর্কশীর স্বর্গে গমন	৮৯

উর্ধ্বশী-প্রাপ্তির নিমিত্ত রাজার বাগানুষ্ঠান ...	৯৪
যজ্ঞে অগ্নিত্রয়ের উৎপত্তি	৯৫
ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্তি	৯৫
সপ্তম অধ্যায়	৯৬
পুরুরবার বংশ	৯৬
জহুর জন্ম ও গঙ্গা পান	৯৭
জহুর বংশ	৯৭
জমদগ্নি ও বিশ্বামিত্রের জন্ম	১০১
সপ্তম অধ্যায় সমাপ্তি	১০২
অষ্টম অধ্যায়	১০৩
আয়ুর বংশ	১০৩
ধৃষন্তুরির জন্ম	১০৪
ধৃষন্তুরির বংশ	১০৫
অষ্টম অধ্যায় সমাপ্তি	১০৬
নবম অধ্যায়	১০৭
ইন্দ্রের সাহায্যার্থ ঈদত্যগণের সহিত রজির সংগ্রাম	১০৮
রজিপুত্রগণের ইন্দ্রত্ব প্রাপ্তি	১০৯
বৃহস্পতির কোশলে পুনর্বীর ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব প্রাপ্তি	১১০
ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশাবলী	১১১
নবম অধ্যায় সমাপ্তি	১১২
দশম অধ্যায়	১১৩
নহ্ষের বংশাবলী	১১৩
যযাতির জন্মপ্রাপ্তি	১১৪

পুত্রগণের প্রতি যযাতির শাপ	...	১১৫
যযাতির বিষয় ভোগ	১১৫
যযাতির বৈরাগ্য	১১৬
যযাতি-পুত্রগণের রাজ্যাভিষেক	১১৭
দশম অধ্যায় সমাপ্তি	১১৮
একাদশ অধ্যায়		১১৯
যযাতির প্রথম পুত্র যদুর বংশাবলী	১১৯
যদুবংশে কার্তবীৰ্য্য অজ্জুনের জন্ম	১২০
পরশুরাম হইতে কার্তবীৰ্য্যের মৃত্যু	১২৩
যদুবংশের বৃষ্ণি মধুপ্রভৃতি নামপ্রাপ্তির কারণ	১২৩
একাদশ অধ্যায় সমাপ্তি	১২৪
দ্বাদশ অধ্যায়		১২৫
যদুপুত্র ক্রোষ্ঠুর বংশাবলী	১২৫
অপুত্র স্ত্রৈণ জ্যামঘের চরিত	১২৬
জ্যামঘের বংশাবলী	১৩০
দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্তি	১৩২
ত্রয়োদশ অধ্যায়		১৩৩
সত্বতের বংশাবলী	১৩৩
স্যমস্তুলোপাখ্যান	১৩৪
কৃষ্ণের কলকক্ষালন	১৩৯
জাম্ববতীর সহিত কৃষ্ণের বিবাহ	১৪৩
সত্যভামার সহিত কৃষ্ণের বিবাহ	১৪৫
স্যমস্তুকের নিমিত্ত সত্রাজিতের মৃত্যু	১৪৬
স্যমস্তুকের নিমিত্ত শতধনুর মৃত্যু	১৫১

কৃষ্ণের পুনর্বার কলঙ্ক এবং কৃষ্ণের প্রতি বলদেবের ক্রোধ

ও অবিস্বাস	...	১৫২
অক্রুরের দ্বারকা পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন	...	১৫৪
গান্ধিনীর উপাখ্যান	...	১৫৫
অক্রুরের আনয়ন	...	১৫৭
অক্রুরের নিকট শ্রমশুক মণি প্রাপ্তি ও কৃষ্ণের কলঙ্ক		
ক্ষালন	...	১৬০
কৃষ্ণের আদেশে অক্রুরের প্রকাশ্য রূপে শ্রমশুক মণি-		
ধারণ	...	১৬৩
ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্তি	...	১৬৪
চতুর্দশ অধ্যায়		১৬৫
শিনির বংশাবলী	...	১৬৫
অনমিত্র-সন্তান পৃথ্বির বংশাবলী	...	১৬৫
অন্ধক বংশ	...	১৬৬
কুস্তির বংশ	...	১৬৯
শ্রুতদেবার বংশ	...	১৭০
শ্রুতকীর্তি ও শ্রুতশ্রবার বংশ	...	১৭০
শিশুপালের উৎপত্তি	...	১৭১
চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্তি	...	১৭২
পঞ্চদশ অধ্যায়		১৭৩
শিশুপালের মুক্তির কারণ	১৭৫
বলদেবের পত্নীগণের নাম ও বংশ	...	১৭৭
কৃষ্ণের জন্ম	১৭৯
যদুবংশীয়দিগের সংখ্যা	১৮১

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্তি	১৮৩
ষোড়শ অধ্যায়			১৮৪
তুর্কমুর বংশ	১৮৪
ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্তি	১৮৫
সপ্তদশ অধ্যায়			১৮৬
দ্রুহুর বংশ ও সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্তি	...		১৮৬
অষ্টাদশ অধ্যায়			১৮৭
বঘাতির চতুর্থ পুত্র অণুর বংশাবলী		১৮৭
অঙ্গ বৃক্ষ কলিক্স মুক্ত ও পুণ্ড্র নামের কারণ		১৮৮
অঙ্গের বংশ (ও চম্পানগরী স্থাপন)		১৮৯
কর্ণের উৎপত্তি		১৯০
অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্তি		১৯১
উনবিংশ অধ্যায়			১৯২
শুকপুত্র জনমেজয়ের বংশাবলী	...		১৯২
শুকবংশে দুহ্মন্তপুত্র ভরতের জন্ম		১৯৩
ভরতের বংশ		১৯৫
ভরতপুত্র বিতথের বংশ	...		১৯৬
হস্তিনাপুর স্থাপন	১৯৭
অজমীঢ়-তনয় বৃহদিসুর বংশ	১৯৮
ঐ ঐ নীলের বংশ	২০০
রূপ ও রূপীর উৎপত্তি	২০২
অজমীঢ়-তনয় ঋক্ষের বংশ	২০২
জরাসন্ধের উৎপত্তি	২০৩
উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্তি		২০৪

বিংশ অধ্যায়		২০৫
জঙ্ঘুর বংশ	২০৫
শান্তনুর রাজ্যে অনারুড়ির কারণ	...	২০৬
শান্তনুর বংশ	...	২০৯
পাণ্ডবগণের বংশ	...	২১১
বিংশ অধ্যায় সমাপ্তি	২১৩
একবিংশ অধ্যায়		২১৪
ভবিষ্য ভূপালগণের বংশ	...	২১৪
পরিষ্কিতের বংশাবলী	...	২১৪
একবিংশ অধ্যায় সমাপ্তি	২১৬
দ্বাবিংশ অধ্যায়		২১৭
ইক্ষাকুবংশীয় ভবিষ্যভূপালগণ	...	২১৭
দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্তি	২১৯
ত্রয়োবিংশ অধ্যায়		২২০
বৃহদ্রথ বংশোৎপন্ন মগধদেশীয় ভবিষ্য রাজগণ		২২০
ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্তি	২২১
চতুর্বিংশ অধ্যায়		২২২
প্রদ্যোতবংশীয় ভবিষ্য রাজগণ	...	২২২
শিশুনাগবংশীয় ভবিষ্য রাজগণ	...	২২৩
নন্দরাজ্য	২২৩
মৌর্যের বংশ (চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি)	২২৪
শুঙ্গভূপালগণ (পুষ্পমিত্র প্রভৃতি)	২২৫
কাণ্ণায়ন ভবিষ্য রাজগণ	২২৬

অদ্ভুত নামক ভবিষ্য রাজগণ	২২৬
শক, যবন, যুগ ও মৌর্য রাজগণ	২২৮
কেলিকিলা নগরীস্থিত যবনগণের সাম্রাজ্য		২২৮
ভবিষ্য বিবিধ রাজবংশ	২২৯
কলির প্রাদুর্ভাবে রাজগণের চরিত	২৩১
সত্যযুগ প্রারম্ভের সময়	২৩৫
কলির প্রাদুর্ভাবের সময়	২৩৬
পৃথিবীগীতা	২৪০
চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্তি	২৪৭

চতুর্থ অংশ সমাপ্তি ।

• বিষ্ণুপুরাণম্ ।

• তৃতীয়াংশঃ ।

• প্রথমোধ্যায়ঃ ।



• মৈত্রেয় উবাচ ।

কথিতা গুরুণা সম্যক্ ভূসমুদ্রাদিসংস্থিতিঃ ।

সূর্যাদীনাঞ্চ সংস্থানং জ্যোতিষামপি বিস্তরাৎ ॥ ১ ॥

• দেবাदीনাং তথা সৃষ্টিঞ্চ বীণামপি বর্ণিতা ।

চাতুৰ্বর্ণ্যস্য চোৎপত্তিস্তিৰ্য্যগ্‌বোনিগতস্য চ ॥ ২ ॥

• ধ্রুবপ্রহ্লাদচরিতং বিস্তরাচ্চ ত্বয়োদিতম্ ।

মন্বন্তরাণ্যশেষাণি শ্রোতুমিচ্ছাম্যনুক্রমাৎ * ॥ ৩ ॥

মন্বন্তরাধিপাংশৈশ্চ শক্রদেবপুরোগমান্ ।

ভবতা কথিতানেতান্ শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং গুরো ! ॥ ৪ ॥

মৈত্রেয় কহিলেন । আপনি আমার গুরু । আপনি আমার নিকট পৃথিবী সমুদ্র প্রভৃতির সন্নিবেশ, সূর্যাদির সংস্থান ও জ্যোতির্মণ্ডলের বিষয় বিস্তারিত রূপে বলিয়াছেন ।^১ দেব দাম্বব প্রভৃতির সৃষ্টি, ঋষিগণের সৃষ্টি, চাতুৰ্বর্ণ্যের উৎপত্তি, তিৰ্য্যক্-বোনি-গত জীবগণের উৎপত্তি, ^২ ধ্রুবচরিত ও প্রহ্লাদচরিত, এ সমুদায়ও আপনি বিস্তারিত রূপে কীৰ্ত্তন করিয়াছেন ।^৩ এক্ষণে আমার ইচ্ছা যে, আপনি সমুদায় মন্বন্তর ও শক্র প্রভৃতি সমুদায় মন্বন্তরাধিপের বিবরণ আনুপূৰ্ব্বিক বলেন, আমি শ্রবণ করি ।^৪

* শ্রোতুমিচ্ছাম্যনেষতঃ ইতি বা পঠনীয়ম্ ।

পরাশর উবাচ।

অতীতান্‌গিতানীহ যানি মন্বন্তরাণি বৈ।

তান্যহং ভবতে সম্যক্‌ কথয়ামি যথাক্রমম্ ॥ ৫ ॥

স্বায়ত্ত্বুবো মনুঃ পূৰ্ব্বো * মনুঃ স্বারোচিষস্তথা।

ঔত্তমিস্তামসশ্চৈব রৈবতশ্চাক্ষুষস্তথা ॥ ৬ ॥

যড়েতে মনবোহতীতাঃ সাম্প্র তন্তু রবেঃ সূতঃ।

বৈবস্বতোহয়ং যস্মৈতৎ সপ্তমং বর্ততেহন্তরম্ ॥ ৭ ॥

স্বায়ত্ত্বুবন্তু কথিতং কল্পাদাবন্তরং ময়া।

দেবান্তথষয়শ্চৈব যথাবৎ কথিতা ময়া ॥ ৮ ॥

অত উদ্ধৃৎ প্রবক্ষ্যামি মনোঃ স্বারোচিষস্য তু।

মন্বন্তরাধিপান্‌ সম্যক্‌ দেবর্ষীংস্তৎসূতাংস্তথা ॥ ৯ ॥

পারাবতাঃ সতুষিতা দেবাঃ স্বারোচিবেহন্তরে।

পরাশর কহিলেন। যে সকল মন্বন্তর গত হইয়াছে, যে সকল মন্বন্তর পরে উপস্থিত হইবে, সেই সমুদায় আমি তোমার নিকট যথাক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ কর।^১ প্রথম স্বায়ত্ত্বুব মনু, দ্বিতীয় স্বারোচিষ মনু, তৃতীয় ঔত্তমি নামক মনু, চতুর্থ তামস নামে মনু, পঞ্চম রৈবতনামক মনু ও ষষ্ঠ চাক্ষুষ নামে মনু।^২ এই ছয় জন মনু অতীত হইয়াছেন। এক্ষণে রবিস্মৃত বৈবস্বতনামক সপ্তম মনুর অধিকার চলিতেছে।^৩ কল্পের প্রথমে স্বায়ত্ত্বুবনামক যে প্রথম মনু হইয়াছিলেন, তদধিকারের বিষয় এবং তৎসময়ে যাহারা দেব ও ঋষি হইয়াছিলেন, তাহাও যথাক্রমে আমি বলিয়াছি।^৪ অতঃপর স্বারোচিষ মনুর অন্তর ও তৎকালীয় মন্বন্তরাধিপ দেবগণ, ঋষিগণ এবং তৎপুত্রাদির বিবরণ বলিতেছি।^৫

* স্বায়ত্ত্বুবো মনুঃ পূৰ্ব্বসু ইতি অপরাপ্তজন্ম্য পাঠঃ।

বিপশ্চিচ্চৈব দেবেভ্যে* মৈত্রেয়্যাসীন্নহাবলঃ ॥ ১০ ॥

উর্জঃ শুভ্রশুভা প্রাণো † দত্তোলিঞ্চাঋভশুভা ।

নিশ্বরশ্চোবরীবাংশ ‡ তত্র সপ্তর্ষয়োহভবন্ ॥ ১১ ॥

চৈত্রকিম্পুরুষাদম্শ্চ সূতাঃ স্বারোচিষস্য তু ।

দ্বিতীয়মেতৎ কথিতমন্তরং শৃণু চৌত্তমম্ ॥ ১২ ॥

তৃতীয়ে তন্তরে ব্রহ্মন্ § ঔত্তমিন্ নাম যো মনুঃ ।

সুশান্তিন্ নাম তত্রৈভ্যো মৈত্রেয়্যাসীৎ সুরেশ্বরঃ ॥ ১৩ ॥

সুধামানশুভা সত্যাঃ শিবশ্চাসন্ প্রতর্দনাঃ (॥) ।

• বশবর্তিনশ্চ পঞ্চমতে গণা দ্বাদশকাঃ সূতাঃ ॥ ১৪ ॥

মৈত্রেয়! স্বারোচিষ মন্বন্তরকালে পারাবতগণ ও ভূষিতগণ দেবতা ছিলেন এবং মহাবল বিপশ্চিৎ দেবরাজ হইয়াছিলেন ।^{১০} তৎকালে, উর্জ, শুভ্র, প্রাণ, দত্তোলি, ঋষভ, নিশ্বর ও উবরীবান্, ই-
হারা সপ্তর্ষি ছিলেন ।^{১১} স্বারোচিষের পুত্রগণের নাম চৈত্র, কিম্পুরুষ, অভূতি । এই তোমার নিকট দ্বিতীয় মন্বন্তরের বিবরণ কহিলাম ।
এক্ষণে উৎকৃষ্ট (তৃতীয় মন্বন্তরের বিবরণ বলিতেছি) শ্রবণ কর ।^{১২}
ব্রহ্মন্ ! তৃতীয় মন্বন্তরে ঔত্তমি নামে মনু ছিলেন । মৈত্রেয়! তৎ-
কালে সুশান্তি নামে ইন্দ্র দেবতাদিগের রাজা হইয়াছিলেন ।^{১৩} সে
সময়, সুধামগণ, সত্যগণ, শিবগণ, প্রতর্দনগণ ও বশবর্তিগণ এই
পঞ্চগণ ছিলেন । এই পঞ্চগণ প্রত্যেকেই দ্বাদশাত্মক ।^{১৪} এই •

* বিপশ্চিচ্চৈব দেবেভ্যঃ ইতি ভিন্নগ্রন্থস্য পাঠঃ ।

† উর্জাস্তভ্রশুভা প্রাণঃ ইতি ক পঠনীয়ম্ ।

‡ নিরশ্চচ্চান্বরীবাংশ অথবা নিশ্চলশ্চান্বরীবাংশ ইতি পাঠ্যম্ ।

§ দ্বিতীয়মেতদ্ ব্যাখ্যাতম্ অন্তবৎ শৃণু চৌত্তমিম্ ইত্যপি পঠনীয়ম্ ।

¶ তৃতীয়েতপ্যন্তরে ব্রহ্মন্ ইতি ৫৬৮৭ পঠিত্তি ।

॥ শিবশ্চাসন্ প্রতর্দনা ইতি বা পাঠঃ ।

বশিষ্ঠতনয়াস্তত্র সপ্ত সপ্তর্ষয়োহভবন্ ।
 অজঃ পরশুদিব্যাদ্যাস্তস্যোত্তমিনোঃ সুতাঃ ॥ ১৫ ॥
 তামসস্যান্তরে দেবাঃ সুরূপা হরয়স্তথা* ।
 সত্যাস্চ সুরিয়শ্চৈব† সপ্তবিংশতিকা গণাঃ ॥ ১৬ ॥
 শিবিরিন্দ্রস্তথা চাসীচ্ছতযজ্ঞোপলক্ষণঃ ।
 সপ্তর্ষয়শ্চ যে তেবাং তত্র নামানি মে শৃণু ॥ ১৭ ॥
 জ্যোতির্দ্ধামা পৃথুঃ কাব্যশ্চৈত্রোহগ্নিবনকস্তথা‡ ।
 পীবরশ্চর্ষয়ো হ্যেতে সপ্ত তত্রাপি চান্তরে ॥ ১৮ ॥
 নরঃ খ্যাতিঃ শান্তহয়ো জ্ঞানুজজ্ঞাদয়স্তথা ।
 পুত্রাস্ত তামসস্যাসন্ রাজানঃ সুমহাবলাঃ ॥ ১৯ ॥
 পঞ্চমে চাপি মৈত্রেয় ! রৈবতো নাম নামতঃ ।

মন্বন্তরে বশিষ্ঠের সাতটি পুত্র সপ্তর্ষি হইয়াছিলেন । এই ঔত্তমি
 মনুর পুত্রদিগের নাম অজ, পরশু, দিব্য প্রভৃতি ।^{১৫}

তামসনামক মন্বন্তর সময়ে হরিগণ স্বরূপগণ সত্যগণ ও সুধীগণ
 দেবতা হইয়াছিলেন । ইঁহারা প্রত্যেকে সপ্তবিংশতিসংখ্য ।^{১৬}
 এই সময় শিবিনামক রাজা শত যজ্ঞ করিয়া ইন্দ্র হইয়াছিলেন ।
 এই তামস মন্বন্তরে ঐহারা সপ্তর্ষি হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম
 বলিতেছি, শ্রবণ কর ।^{১৭} জ্যোতির্দ্ধামা, পৃথু, কাব্য, চৈত্র, অগ্নি,
 বনক ও পীবর, ইঁহারা তৎকালে সপ্তর্ষি হন ।^{১৮} নর, খ্যাতি,
 শান্তহয়, জ্ঞানুজজ্ঞ প্রভৃতি তামস মনুর পুত্রেরা মহাবল পরা-
 ক্রান্ত রাজা হইয়াছিলেন ।^{১৯}

* অরূপা হরয়স্তথা ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

† সত্যাস্চ সুরিয়শ্চৈব ইতি বা পঠনীয়ম্ ।

‡ চৈত্রোহগ্নিবনকস্তথা ইতি বা পাঠঃ ।

মনুর্বিভূশ তত্রৈন্দ্রো দেবাংশৈচবাস্তরে শৃণু* ॥ ২০ ॥

অমিতাভা ভূতরজো-বৈকুণ্ঠাঃ সস্মমেধসঃ† ॥

এতে দেবগণাস্তত্র চতুর্দশ চতুর্দশ ॥ ২১ ॥

হিরণ্যরোমা বেদশ্রীর্লঙ্কবাহুস্তথাপরঃ ॥

বেদবাহুঃ সূধামা চ পর্জন্যশ্চ মহামুনিঃ ॥ ২২ ॥

এতে সপুর্ষয়ো বিপ্র ! তত্রাসন্ রৈবতেহন্তরে ।

বলবন্ধুঃ সূসম্ভারুঃ‡ সত্যকাদ্যাশ্চ তৎসুতাঃ ॥ ২৩ ॥

নরেন্দ্রাঃ সূমহাবীৰ্য্যা বভূবুর্মুনিসতম ! ॥ ২৪ ॥

স্বারোচিষশ্চৌত্তমিষ্চ তামসো রৈবতস্তথা ।

প্রিয়ব্রতান্বয়া হ্যেতে চত্বারো মনবস্তথা ॥ ২৫ ॥

নৈত্রৈয় ! পঞ্চম মন্বন্তরে রৈবত নামে মনু ছিলেন । তৎকালে বিভু ইন্দ্রত্বপদ প্রাপ্ত হন এবং তখন ইহার দেবগণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর ।^{২০} অমিতাভগণ, ভূতরজোগণ, বৈকুণ্ঠগণ, সস্মমেধগণ, ইহার দেবগণ ছিলেন । ইহাদের মধ্যে প্রত্যেক গণে চতুর্দশ দেবতা ।^{২১} হিরণ্যরোমা, বেদশ্রী, উল্লবাহু, বেদবাহু, সূধামা, পর্জন্য ও মহামুনি ।^{২২} রৈবত মন্বন্তরে ইহার সপুর্ষি ছিলেন । রৈবত মনুর পুত্রগণের নাম বলবন্ধু, সূসম্ভারু ও সত্যক প্রভৃতি ।^{২৩} মুনিশ্রেষ্ঠ ! ইহার মহাপরাক্রমশালী রাজা ছিলেন ।^{২৪} স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস ও রৈবত, এই চারি জন মনু প্রিয়ব্রতের বংশে জন্ম পরিগ্রহ করেন ।^{২৫} রাজর্ষি প্রিয়ব্রত তপস্যা দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া

* দেবাংশৈচবাস্তরে শৃণু ইতি কোচৎ পঠিষ্ঠ ।

† অমিতাভা ভূতরজা বৈকুণ্ঠাঃ সস্মমেধস ইতি ঋচিৎ পাঠঃ ।

‡ বলবন্ধুঃ সূসম্ভারুঃ ইতি বা পাঠঃ ।

বিষ্ণুমারাদ্য তপসা স রাজর্ষিঃ প্রিয়ত্রতঃ ।

মন্বন্তরাধিপানেতান্ লক্ষবানাত্মবংশজান্ ॥ ২৬ ॥

বশ্ঠে মন্বন্তরে চাসীচ্চাক্ষুমাখ্যস্তথা মনুঃ ।

মনোজবস্তুথৈবেন্দ্রে দেবানপি নিবোধ মে ॥ ২৭ ॥

আদ্যাঃ প্রসূতা ভব্যশ্চ পৃথুগাশ্চ দিবৌকসঃ ।

মহানুভাবা লেখাশ্চ পঞ্চৈতেহপ্যষ্টকা গণাঃ * ॥ ২৮ ॥

সুমেধা বিরজাশ্চৈব হবিষ্মানুভমো মধুঃ ।

অতিনামা সহিস্কুশ্চ সপ্তাসন্নিতি চর্যয়ঃ ॥ ২৯ ॥

উরুঃ পুরুঃ শতদ্যুম্ন প্রমুখাঃ সুমহাবলাঃ † ।

চাক্ষুসস্য ননোঃ পুত্রাঃ পৃথিবীপতয়োহভবন্ ॥ ৩০ ॥

বিবস্বতঃ সূতো বিপ্র ! শ্রাদ্ধদেবো মহাদ্যুতিঃ ।

মন্বন্তরের অধিপতি এই সমুদায় সন্তান লাভ করিয়াছিলেন।^{২৬}

বশ্ঠ মন্বন্তর কালে চাক্ষুব নামে মনু হইয়াছিলেন। চাক্ষুব মনুর অধিকারকালে মনোজব ইন্দ্রত্বপদ প্রাপ্ত হন, এবং যাহারা তখন দেবতা হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর।^{২৭} আদ্যগণ, প্রসূতগণ, ভব্যগণ, পৃথুগণ ও লেখগণ, এই মহানুভব পঞ্চগণ তখন দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাদের আট আট ব্যক্তিতে এক এক গণ হইয়াছে।^{২৮} তৎকালে সুমেধা, বিরজা, হবিষ্মান, উত্তম, মধু, অতিনামা ও সহিস্কু, ইহারা সপ্তর্ষি ছিলেন।^{২৯} চাক্ষুব মনুর পুত্রগণের নাম উরু, পুরু, শতদ্যুম্ন প্রভৃতি। ইহারা মহাবল পরাক্রান্ত রাজা হইয়াছিলেন।^{৩০}

বিপ্র ! এক্ষণে সপ্তম মন্বন্তর চলিতেছে। অধুনা সূর্য্যের পুত্র

* যে চৈতেহপ্যষ্টকা গণাঃ ইতি বহবঃ পঠন্তি ।

† প্রমুখাঃ মহাবলাঃ ইত্যপরপুস্তকসঃ পাঠঃ ।

মনুঃ সংবর্ততে * ধীমান্ সাম্প্রতং সপ্তমেহন্তরে ॥ ৩১ ॥
 আদিত্য-বসু-রুদ্রাদ্যা দেবাশ্চাত্ৰ মহামুনে ! ।
 পুরন্দরস্তথৈবাত্ৰ মৈত্রেয় ! ত্রিদশেশ্বরঃ ॥ ৩২ ॥
 বশিষ্ঠঃ কাশ্যপোহুথাত্ৰিৰ্জমদগ্নিঃ সগৌতমঃ ।
 বিশ্বামিত্রো ভরদ্বাজঃ সপ্ত সপ্তর্ষয়োহভবন্ + ॥ ৩৩ ॥
 ইক্ষ্বাকুশ্চৈব নাভাগো ধৃষ্টঃ শর্যাতিরেব চ ।
 নরিষ্যন্তশ্চ বিখ্যাতো নাভ উদ্ভিষ্ট এব চ ॥ ৩৪ ॥
 করুষশ্চ পৃষধশ্চ বসুমান্ লোকবিশ্রুতঃ ।
 মনোর্বৈবস্বতস্যেতে নব পুত্রাশ্চ ধার্মিকারঃ ॥ ৩৫ ॥
 বিষ্ণুশক্তিরনোপম্যা সত্ৰোদ্রিক্তা স্থিতৌ স্থিতা ।
 মন্বন্তরেষুশেষেষু দেবত্বেনাধিতিষ্ঠতি ॥ ৩৬ ॥

শ্রদ্ধদেব মনু হইয়াছেন । ইনি অতীব দীপ্তিশালী ও বুদ্ধিমান ।^{১*}
 মহামুনে ! এই বৈবস্বত মন্বন্তরকালে আদিত্যগণ, বসুগণ ও
 রুদ্রগণ দেবতা আছেন । মৈত্রেয় ! এইক্ষণে পুরন্দর দেবগণের
 অধিপতি হইয়াছেন ।^{২*} অধুনাতন সপ্তর্ষিগণের নাম—বশিষ্ঠ,
 কাশ্যপ, অত্রি, জমদগ্নি, গৌতম, বিশ্বামিত্র ও ভরদ্বাজ ।^{৩*} ইক্ষ্বাকু,
 নাভাগ, ধৃষ্ট, শর্যাতি, বিখ্যাত নরিষ্যন্ত, নাভ,^{৪*} করুষ, পৃষধ
 ও লোকবিশ্রুত বসুমান্, বৈবস্বত মনুর এই নয়টী পুত্র । ইহারা
 পরম ধার্মিক ।^{৫*} বিষ্ণুশক্তি, সত্ৰোদ্রিক্ত ও অসীম । বিষ্ণুশক্তি
 হইতেই লোক সকল রক্ষিত হইতেছে এবং বিষ্ণুশক্তিই প্রত্যেক
 মন্বন্তরে দেবরূপে আবিভূত হন !^{৬*} এই স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরকালে

* মহামতিঃ । মনুঃ সংবর্ততে ইতি কেচিৎ পঠিতি ।

+ বিশ্বামিত্রভরদ্বাজৌ সপ্ত সপ্তর্ষয়োহত্র চ ইতি পুস্তকান্তরস্য পঠিঃ ।

অংশেন তস্য যজ্ঞেসৌ যজ্ঞঃ স্বায়ম্ভুবেহন্তরে ।
 আকুত্যাং মানসো দেব উৎপন্নঃ প্রথমেন্তরে ॥ ৩৭ ॥
 ততঃ পুনঃ স বৈ দেবঃ প্রাপ্তে স্বারোচিষেহন্তরে ।
 তুষিতায়াং সমুৎপন্নো হ্যজিতস্তুম্নিতৈঃ সহ ॥ ৩৮ ॥
 ঔত্তমে হন্তরে চৈব* তুষিতস্তু পুনঃ স বৈ ।
 সত্যায়ামভবৎ সত্যঃ সত্যৈঃ সহ সুরোত্তমৈঃ ॥ ৩৯ ॥
 তামসম্যান্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে পুনরেব হি ।
 হর্যায়াম্ হরিভিঃ সার্ক্ণং হরিরেব বভূব হ ॥ ৪০ ॥
 রৈবতেহপ্যন্তরে দেবঃ† সম্ভূত্যাং মানসোহভবৎ ।
 সংভূতো রাজসৈঃ সার্ক্ণং‡ দেবৈর্দেববরো হরিঃ ॥ ৪১ ॥

বিষ্ণুর অংশে আকৃতির গর্ভে যজ্ঞ উৎপন্ন হইয়াছেন । এই যজ্ঞই
 প্রথম মন্বন্তরকালে মানসদেব রূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন ।^{৩৭}
 অনন্তর স্বারোচিষ মন্বন্তর উপস্থিত হইলে উক্ত দুর্দ্ধগ মানসদেব
 তুষিতগণের সহিত তুষিতার গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন ।^{৩৮}
 তৎকালে তিনি তুষিত নামে বিখ্যাত হন । পরে যখন ঔত্তম
 মন্বন্তর উপস্থিত হয়, সে সময় ঐ তুষিত, সুরোত্তম সত্যগণের সহিত
 সত্যার গর্ভে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করেন এবং তখন তিনি সত্য নামে
 বিখ্যাত হন ।^{৩৯} পরে যখন তামস মন্বন্তর উপস্থিত হইল, তখন
 ঐ সত্য হরিগণের সহিত হরি নাম গ্রহণপূর্বক হর্যায়ার গর্ভে পুনর্বার
 উৎপন্ন হইলেন ।^{৪০} এই দেবতাশ্রেষ্ঠ হরি, রৈবত মন্বন্তর মনয়ে
 রাজসগণের সহিত সম্ভূতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন । তখন তিনি
 নানস নামে বিখ্যাত হন ।^{৪১} চাক্ষুষ মন্বন্তরে উক্ত পুরুষোত্তম

* ঔত্তমে হন্তরে চাপি ইতি বা পঠ্যতাম্ ।

† রৈবতস্যান্তরে দেবঃ ইতি অন্যে পঠন্তি ।

‡ সম্ভূতো মানসৈঃ সার্ক্ণম্ ইতি কেচিৎ পঠন্তি । ●

চাক্ষুবে চান্তরে দেবো বৈকুণ্ঠঃ পুরুষোত্তমঃ ।

বিকুণ্ঠায়ামসৌ যজ্ঞে বৈকুণ্ঠৈর্দৈবতৈঃ সহ ॥ ৪২ ॥

মম্বন্তরে তু সংপ্রাপ্তে তথা বৈবস্বতে দ্বিজ ! ।

বামনঃ কশ্যপাদ্বিষ্ণুরদিত্যাং সমভূব হ ॥ ৪৩ ॥

ত্রিভিঃ ক্রমৈরিমান্ লোকান্ জিত্বা যেন মহাত্মনা ।

পুরন্দরায় ত্রৈলোক্যং দত্তং নিহতকণ্টকম্ ॥ ৪৪ ॥

ইত্যেতাস্তনবস্তস্য সপ্তমম্বন্তরেষু বৈ ।

সপ্তাথবাভবন্ বিপ্র * ! যাভিঃ সংরক্ষিতাঃ প্রজাঃ ॥ ৪৫ ॥

• যস্মাদ্বিশ্বমিদং সর্বং তস্য শক্ত্যা মহাত্মনঃ ।

তস্মাৎ সংপ্রোচ্যতে † বিষ্ণুর্বিশোধাতোঃ প্রবেশনাৎ ॥ ৪৬ ॥

• সর্বৈ চ দেবা মনবঃ সমস্তাঃ :

সপ্তম্যৈো যে ননুস্মনবশ্চ । •

বৈকুণ্ঠনামক দেবগণের সহিত বিকুণ্ঠার গর্ভে বৈকুণ্ঠনাম গ্রহণ পূর্বক জন্মিলেন । ৪২

ব্রহ্মন্ ! অনন্তর বৈবস্বত মম্বন্তর উপস্থিত হইলে ঐ বৈকুণ্ঠ বিষ্ণু, কশ্যপ হইতে আদিত্যের গর্ভে বামনরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন । ৪৩ সেই মহাত্মা ত্রিপদ দ্বারা ত্রিলোক জয়করণপূর্বক নিষ্কণ্টক করিয়া দেবরাজকে প্রদান করিয়াছিলেন । ৪৪ ব্রহ্মন্ ! সপ্ত মম্বন্তরে বিষ্ণুর এই সপ্ত মূর্তি আবির্ভূত হইয়া প্রজা পালন করিয়াছেন । ৪৫ মহাত্মা বিষ্ণুর শক্তি সমুদায় জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে, এই কারণে যৌগিক বিষ্ণুনাম বিখ্যাত হইয়াছে, কারণ বিশ্ণুত্বের অর্থ প্রবেশ । ৪৬ সকল দেবতা, সমস্ত মনু, সমস্ত সপ্তর্ষি,

* সপ্তাথবাভবন্ বিপ্র ! হাত বা পট্টনীষম্ ।

• † তস্মাৎ সংপ্রোচ্যতে ইতি বা পাঠিঃ ।

ইন্দ্রশ্চ যো যস্ত্রিদশেশভূতো।

।বিষ্ণোরশেষাস্তু বিভূতয়জ্ঞাঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়োহংশে

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

সমুদায় মনুপুত্র, সমুদায় দেবরাজ ইন্দ্র, ইহার। সকলেই বিষ্ণুর
বিভূতি । ৪৭

বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয় অংশ প্রথম অধ্যায়

সমাপ্ত ।

বিষ্ণুপুরাণম্ ।

তৃতীয়াংশঃ ।

দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ ।



মৈত্রেয় উবাচ ।

প্রোক্তান্যেতানি ভবতা সপ্ত মন্বন্তরাণি বৈ ।

ভবিষ্যাণ্যপি বিপ্রর্ষে ! যমাখ্যাভুং ত্রমহঁসি * ॥ ১ ॥

পরশর উবাচ ॥

সূর্য্যস্য পত্নী সংজ্ঞাভুৎ তনয়া বিশ্বকর্মাণঃ ।

মনুর্যমো যমী চৈব তদপত্যানি বৈ যুনে ॥ ২ ॥

অসহন্তী তু সা ভর্তৃশ্বেজশ্ছায়াং যুযোজ্যবৈ ।

ভর্তৃঃ শুশ্রবণেহরণ্যং স্বয়ঞ্চ তপসে যযৌ ॥ ৩ ॥

মৈত্রেয় কহিলেন, ব্রহ্মর্ষে ! আপনি আমার নিকট গত সপ্ত মন্বন্তর বিবরণ কহিলেন, এক্ষণে কৃপা করিয়া ভবিষ্য সপ্ত মন্বন্তরের বিবরণ বর্ণন করুন ।^১

পরশর কহিলেন । বিশ্বকর্মার একটি কন্যা হইয়াছিল । ঐ কন্যার নাম সংজ্ঞা । ভগবান্ সূর্য্য সংজ্ঞাকে বিবাহ করিয়াছিলেন । যুনে ! সূর্য্য হইতে সংজ্ঞার গর্ভে তিনটি পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল । উক্ত তিন পুত্রের মধ্যে প্রথমীর নাম শ্রাদ্ধদেব (মনু) দ্বিতীয়টির নাম যম ও তৃতীয়টির নাম যমী ।^২ অনন্তর সংজ্ঞা ভর্তার তেজ সহ করিতে না পারিয়া (আপনার সন্তান) ছায়ানাম্নী একটি কন্যার স্রষ্টি করিলেন এবং ঐ ছায়াকে স্বামিশুশ্রবায় নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং

* ভবিষ্যাণি চ বিপ্রর্ষে ! যুসমাখ্যাভুং ত্রমহঁসি ইতি ত্রিনে পঠ্যন্তি !

সংজ্ঞেয়মিত্যাথাক্ষচ্ছায়ায়াম্যজত্রয়ম্।

শনৈশ্চরং মনুঞ্চান্যং তপতীং চাপ্যাজীজনৎ ॥ ৪ ॥

ছায়াসংজ্ঞা দদৌ শাপং যমায় কুপিতা যদা।

তদান্যেয়মসৌ বুদ্ধিরিত্যাসীদ্যমসূর্য্যয়োঃ ॥ ৫ ॥

ততো বিবস্বানাত্যাতে তয়ৈবারণ্যসংস্থিতাম্।

সমাধিদৃষ্ঠ্যা দদৃশে তামস্থাং তপসি স্থিতাম্ ॥ ৬ ॥

বাজিরূপধরঃ সোহপি তম্যাং দেবাবথাস্থিনৌ।

তপসার্থ আরণ্যে গমন করিলেন।* দিবাকর ঐ ছায়ানাগ্নী কন্যাকে সংজ্ঞা বোধ করিয়া তাহার গর্ভে দুইটি পুত্র ও একটি কন্যা উৎপাদন করিলেন। প্রথম পুত্রটির নাম শনৈশ্চর, দ্বিতীয়-টির নাম সান্নিধি (মনু)। কন্যাটির নাম তপতী। (সংবরণনামক রাজা এই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।)*

অনন্তর একদা ছায়া কুপিতা হইয়া (পাদপ্রহারোদ্যত যমকে) শাপ দিলেন (যে তোমার পা খসিয়া যাউক) তখন (নির্দয়তা হেতু) যম ও সূর্য উভয়েই বুকিতে পারিলেন যে, তিনি যমজননী সংজ্ঞা নহেন, আর কোন নারী হইবেন (কারণ জননী কখন স্বীয় গর্ভসম্ভূত পুত্রের প্রতি এতদূর নির্দয় হইতে পারেন না)।*

(তখন সূর্য্য নিবন্ধাতিশয় সহকারে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কুমি কে? সত্য করিয়া বল।) ছায়া কহিলেন, (আমি সংজ্ঞা নহি, আমার নাম ছায়া। সংজ্ঞা আমাকে আপনকার শুশ্রূষায় নিযুক্ত রাখিয়া গিয়াছেন।) সূর্য্য (এই কথা শ্রবণ করিয়া) সমাধি-হ্রষ্টি ধারা দেখিলেন যে, সংজ্ঞা অরণ্যগমন পূর্ব্বক ঘোটকীরূপ ধারণ করিয়া তপস্যা করিতেছেন।* তখন দিবাকরও অশ্বরূপ ধারণপূর্ব্বক সেই অশ্বরূপিণী সংজ্ঞাতে তিনটি পুত্র উৎপাদন করিলেন। তন্মধ্যে দুইটি পুত্র দেব অশ্বিনীকুমার নামে বিখ্যাত

জনয়ামাস রেবন্তং রেতসোহন্তে চ ভাস্করঃ ॥ ৭ ॥

আনিন্যে চ পুনঃ সংজ্ঞাং স্বস্থানং ভগবান্ রবিঃ ।

তেজসঃ শমনধ্বাস্য বিশ্বকর্মা চকার হ ॥ ৮ ॥

ভ্রমিমারোপ্য সূর্যন্ত তস্য তেজোবিশাতনম্ ।

রুতবানৃমং ভাগং ন ব্যশাতয়তাব্যয়ম্ ॥ ৯ ॥

যৎসূর্যাদৈবং তেজঃ শাতিতং বিশ্বকর্মা ।

জাজ্বল্যমানমপতৎ তদ্বৃমৌ মুনিসত্তম ! ॥ ১০ ॥

ত্বষ্টেব তেজসা তেন বিশেষাচ্চক্রমকম্পয়ৎ ।

• ত্রিশূলশ্চৈব রুদ্রস্য * শিবিকাং ধনদস্য চ ॥ ১১ ॥

শক্তিং গুহস্য দেবানামন্যেযাঞ্চ যদায়ুধম্ ।

হইলেন, তৃতীয়টী রেতের অবসানকালে জন্ম পরিগ্রহ করাতে রেবন্ত নাম ধারণ করিলেন।^১ ভগবান্ রবি সংজ্ঞাকে পুনর্বার স্বস্থানে আনয়ন করিলেন। বিশ্বকর্মা (কন্যার ঈদৃশ ক্লেশ দেখিয়া) সূর্যের তেজের হীনতা করিয়া দিলেন।^২ তিনি সূর্যকে ধরিয়া ভ্রমি যন্ত্রে আরোপণপূর্বক তাঁহার তেজ চাঁচিয়া ফেলিতে লাগিলেন, পরন্তু সূর্য্যতেজের অষ্টমাংশ অক্ষয় বলিয়া যাহা আর চাঁচিয়া ফেলিতে পারিলেন না।^৩ মুনিশ্রেষ্ঠ ! বিশ্বকর্মা সূর্য্য হইতে যে দৈবত্ব^৪ তেজ চাঁচিতে লাগিলেন, তাহা জ্বলিতে জ্বলিতে ভূতলে পতিত হইল।^৫ অনন্তর বিশ্বকর্মা ভূপতিত সেই সূর্য্যতেজ গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুর চক্র, রুদ্রের ত্রিশূল, কুবেরের শিবিকা নামে অস্ত্র প্রস্তুত করিলেন^৬ এবং তিনি ঐ তেজ দ্বারা কার্ত্তিকের শক্তি ও অন্যান্য সমুদায় দেবতার বিশেষ বিশেষ অস্ত্র নির্মাণ করিয়া দিলেন।^৭

* ত্রিশূলশ্চৈব রুদ্রস্য ইতি কচিং পাঠঃ ।

তৎ সৰ্ব্বং তেজসা তেন বিশ্বকৰ্ম্মা ব্যবৰ্দ্ধয়ৎ ॥ ১২ ॥
 ছায়াসংজ্ঞান্মুতো যোহসৌ দ্বিতীয়ঃ কথিতো মনুঃ ।
 পূৰ্ব্বজস্য সবর্ণোহসৌ সাবর্ণিস্তেন চোচ্যতে * ॥ ১৩ ॥
 তস্য মন্বন্তরং হ্যোতৎ সাবর্ণকমথাক্ষমম্ ।
 তৎ শৃণু মহাভাগ ! ভবিষ্যৎ কথয়ামি তে ॥ ১৪ ॥
 সাবর্ণিস্তু মনুর্যোহসৌ মৈত্রেয় ! ভবিতা ততঃ ।
 সূতপাশ্চামিতাভাশ্চ মুখ্যাশ্চাপি তদা সুরাঃ† ॥ ১৫ ॥
 ত্রেবাং গণস্তু দেবানামেকৈকো বিংশকঃ স্মৃতঃ ।
 সপ্তর্ষীনপি বক্ষ্যামি ভবিষ্যান্মু নিসত্তম ! ॥ ১৬ ॥
 দীপ্তিমান্ গালবো রামঃ রূপো দ্রৌণিস্তথাপরঃ ।
 মৎপুত্রস্তু তথা ব্যাস ঋষ্যশৃঙ্গশ্চ সপ্তমঃ ॥ ১৭ ॥

আমি পূর্বে তোমার নিকট বলিয়াছি যে, ছায়ার গর্ভে দিবা-
 করের যে দ্বিতীয় পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ পুত্র, জ্যেষ্ঠের সমান
 বর্ণ হওয়াতে, সাবর্ণি নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ইনিই অষ্টম
 মনু।^{১০} এই সাবর্ণি মনুর অন্তরের নাম সাবর্ণক মন্বন্তর ও অষ্টম
 মন্বন্তর। মহাভাগ! ভাবী এই অষ্টম মন্বন্তরের বিবরণ বলিতেছি,
 শ্রবণ কর।^{১১}

মৈত্রেয়! তাহার পর অর্থাৎ সপ্তম মন্বন্তরের অবসান হইলে
 সাবর্ণি নামে মনু হইবেন। তৎকালে সূতপোগণ, অমিতাভগণ ও
 মুখ্যগণ দেবতা হইবেন।^{১২} ইহাদের প্রত্যেক গণে একবিংশতি
 দেবতা থাকিবেন। যুনিশ্রেষ্ঠ! এ সময় যাঁহারা সপ্তর্ষি হইবেন,
 তাঁহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর।^{১৩} দীপ্তিমান্ গালব, রাম,
 রূপ, দ্রৌণপুত্র অশ্বখামা, মৎপুত্র বেদব্যাস ও ঋষ্যশৃঙ্গ।^{১৪} পাতাল-

* সাবর্ণিস্তেন কথ্যতে হাত বা পাঠঃ।

† মুখ্যাশ্চাপি তদা সুরাঃ ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

বিষ্ণুপ্রসাদাদনঘঃ পাতালান্তরগোচরঃ ।

বিরোচনসুতস্তেবাং বলিরিন্দ্রে ভবিষ্যতি ॥ ১৮ ॥

বিরজাশ্চাক্ষরীবাংশ্চ নির্মোহাদ্যাস্তথাপরে ।

সাবর্ণস্য মনোঃ পুত্রা ভবিষ্যন্তি নরেশ্বরঃ ॥ ১৯ ॥

নবমো দক্ষসাবর্ণো মৈত্রেয় ! ভবিতা মনুঃ ।

পারা মরীচিগর্ভাশ্চ স্নুধর্ম্মাণস্তথা ত্রিধা ॥ ২০ ॥

ভবিষ্যন্তি তদা দেবা একৈকো দ্বাদশো গণঃ ।

তেষামিন্দ্রে বহাবীর্য্যো ভবিষ্যত্যদ্ভুতো দ্বিজ ! ॥ ২১ ॥

সবলো দ্যুতিমান্ ভব্যো বসুর্মেধা ধৃতিস্তথা* ।

জ্যোতিয়ান্ সপ্তমঃ সত্যাস্তত্রৈতে চ মহর্ষয়ঃ ॥ ২২ ॥

ধৃতকেতুর্দীপ্তিকেতুঃ পঞ্চহস্তো নিরাময়ঃ । :

পৃথুশ্চবাদ্যাশ্চ তথা দক্ষসাবর্ণকাত্মজাঃ ॥ ২৩ ॥

তলবাসী বিরোচনতনয় নিষ্পাপ বলি, বিষ্ণুর রূপায় এই সময় ইন্দ্রত্বপদ পাইবেন ।^{১৮} বিরজা আক্ষরীবান্ ও নির্মোহ প্রভৃতিরা, সাবর্ণ মনুর পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ভূপতি হইবেন ।^{১৯}

মৈত্রেয় ! দক্ষসাবর্ণ নবম মনু হইবেন । পারাগণ মরীচিগর্ভ-গণ ও স্নুধর্ম্মগণ, এই ত্রিবিধ গণ^{২০} তৎকালে দেবতা হইবেন । ইঁহাদের প্রত্যেক গণে দ্বাদশ দেবতা থাকিবেন । ব্রহ্মন্ ! এই সময় মহাবীর্য্যশালী অদ্ভুত, ইন্দ্রত্বপদ প্রাপ্ত হইবেন ।^{২১} এই মন্ব-স্তরে সবল, দ্যুতিমান্ ভব্য, বসু, মেধা, ধৃতি, জ্যোতিয়ান্ ও সত্য, ইঁহারা সপ্তর্ষি হইবেন ।^{২২} ধৃতকেতু, দীপ্তিকেতু, পঞ্চহস্ত, নিরাম-য় ও পৃথুশ্চবা প্রভৃতি, ইঁহারা দক্ষসাবর্ণের পুত্র হইবেন ।^{২৩}

দশমো ব্রহ্মসাবর্ণির্ভবিষ্যতি মুনৈ! মনুঃ।

সুধামানো বিরুদ্ধাশ্চ শতসংখ্যাস্তথা সুরাঃ ॥ ২৪ ॥

তেষামিন্দ্রশ্চ ভবিতা শান্তিনাম মহাবলঃ।

সপ্তর্ষয়ো ভবিষ্যন্তি যে তদা তান্ শৃণুষ চ ॥ ২৫ ॥

হবিষ্মান্ স্কুরুতিঃ সত্যো হ্যপাংমূর্তিস্তথাপরঃ।

নাভাগোহপ্রতিমৌজাশ্চ সত্যকেতুস্তথৈব চ ॥ ২৬ ॥

সুক্ষেত্রশ্চোত্তমৌজাশ্চ হরিসেনাদয়ো দশ*।

ব্রহ্মসাবর্ণপুত্রাস্ত রক্ষিষ্যন্তি বসুন্ধরাম্ ॥ ২৭ ॥

একাদশশ্চ ভবিতা ধর্মসাবর্ণিকো মনুঃ।

বিহঙ্গমাঃ কামগমা নির্মাণরতরস্তথা ॥ ২৮ ॥

গণাস্তেতে তদা মুখ্যা দেবানাঞ্চ ভবিষ্যতাম্।

একৈকস্ত্রিংশকস্তেষাং গণশ্চেন্দ্রশ্চ বৈ বৃহঃ ॥ ২৯ ॥

মুনৈ! যিনি দশম মনু হইবেন, তাঁহার নাম ব্রহ্মসাবর্ণি। এই সময় সুধামগণ ও বিরুদ্ধগণ দেবতা হইবেন। ইহাদের প্রত্যেক গণের সংখ্যা এক শত।^{২৪} মহাবল পরাক্রান্ত শান্তি, দেবগণের রাজা হইবেন। এই সময় সপ্তর্ষি হইবেন, তাঁহাদের নাম কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।^{২৫} হবিষ্মান্ স্কুরুতি সত্য অপামূর্তি নাভাগ অপ্রতিমৌজা ও সত্যকেতু।^{২৬} সুক্ষেত্র উত্তমৌজা ও হরিসেন প্রভৃতি ব্রহ্মসাবর্ণের দশটি পুত্র পৃথিবী পালন করিবেন।^{২৭}

ধর্মসাবর্ণি একাদশ মনু হইবেন। বিহঙ্গমগণ কামগমগণ ও নির্মাণরতিগণ^{২৮} ইহারা তৎকালভাবী দেবগণের মধ্যে প্রধান হইবেন। এই সমুদায় দেবগণের মধ্যে প্রত্যেক গণে ত্রিশটি

* হরিসেনাদয়ো দশ ইতি পাঠান্তরম্।

- নিশ্চরশ্চাগ্নিতেজাশ্চ বপুষ্মান্ বিষ্ণুরাক্ষণিঃ * ।
 হবিষ্মাননঘশ্চৈত্রে ভাব্যাঃ সপ্তর্ষয়স্তথা† ॥ ৩০ ॥
 সৰ্ব্বগঃ সৰ্ব্বধৰ্ম্মা‡ দেবানীকাদয়স্তথা ।
 ভবিষ্যন্তি মনোস্তুস্য তনয়াঃ পৃথিবীশ্চরাঃ ॥ ৩১ ॥
 রুদ্রপুত্রস্ত সাবর্ণো ভবিতা দ্বাদশো মনুঃ ।
 ঋতধামা চ তত্রৈন্দ্রো ভবিতা শৃণু মে সুরান্ ॥ ৩২ ॥
 হরিতা লোহিতা দেবাস্তথা স্মননসো দ্বিজ ! ।
 সূকৰ্ম্মাণশ্চ তারশ্চ § দশকাঃ পঞ্চ বৈ গণাঃ ॥ ৩৩ ॥
 • তপস্বী স্মৃতপাশ্চৈব তপোমূর্তিস্তপোরতিঃ ।

করিয়া দেবতা থাকিবেন । এই সময় রুষ ইন্দ্র পদ প্রাপ্ত হই-
 য়েন ।^{১২} এতম্বস্তুরে নিশ্চর, অগ্নিতেজা, বপুষ্মান্, বিষ্ণু, আক্ষণি,
 হবিষ্মান্ ও অনঘ, ই হারা সপ্তর্ষি হইবেন ।^{১৩} এই মনুর সন্তান
 সৰ্ব্বগ সৰ্ব্বধৰ্ম্মা ও দেবানীক প্রভৃতি ভূপতি হইবেন ।^{১৪}

অনন্তর সাবর্ণ নামে রুদ্রপুত্র দ্বাদশ মনু হইবেন । সে সময়
 ঋতধামা ইন্দ্রপদ পাইবেন এবং যাঁহারা দেবতা হইবেন, তাঁহা-
 দের নাম কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ।^{১৫} ব্রহ্মন্ ! হরিতগণ,
 লোহিতগণ, স্মননোগণ, সূকৰ্ম্মগণ ও তারগণ এই পঞ্চগণের মধ্যে
 প্রত্যেক গণেই দশ জন করিয়া দেবতা থাকিবেন ।^{১৬} তপস্বী,
 স্মৃতপা, তপোমূর্তি, তপোরতি, তপোধৃতি, দ্যুতি ও তপোধন •

* বিষ্ণুরাক্ষণিঃ ইতি ঋচিৎ পাঠঃ ।

† ভব্যঃ সপ্তর্ষয়স্তথা ইতি পুস্তকান্তবস্যা পাঠঃ

‡ সৰ্ব্বভগঃ সধৰ্ম্মা ইতি বা পাঠঃ ।

• সূকৰ্ম্মাণঃ স্মৃতপাশ্চ ইতি অন্যে পঠন্তি ।

তপোধৃতিদ্যুতিশ্চান্যঃ সপ্তমস্ত তপোধনঃ ॥ ৩৪ ॥

দেববানুপদেবশ্চ * দেবশ্রেষ্ঠাদয়স্তথা ।

মনোস্তস্য মহাবীৰ্য্য ভবিষ্যন্তি সূতা নৃপাঃ † ॥ ৩৫ ॥

ত্রয়োদশো রৌচ্যনামা ‡ ভবিষ্যতি মুনে ! মনুঃ ।

সূত্রামানঃ সুধৰ্ম্মাণঃ সুকৰ্ম্মাণস্তথাপরাঃ ॥ ৩৬ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশদ্বিভেদাস্তে § দেবানাং যে তু বৈ গণাঃ ।

দিবস্পতির্মহাবীৰ্য্য ¶ স্তেষামিন্দ্রে ভবিষ্যতি ॥ ৩৭ ॥

নির্মোহস্তত্বদর্শী †† নিস্প্রকম্পো নিরুৎসুকঃ ।

ধৃতিমানব্যয়শ্চান্যঃ সপ্তমঃ সূতপা মুনিঃ ॥ ৩৮ ॥

সপ্তর্ষয়স্তি মে তস্য পুত্রানপি নিবোধ মে ।

(ই.হারা সপ্তর্ষি হইবেন) । ৩৪ দেববান্, উপদেব ও দেবশ্রেষ্ঠ
প্রভৃতি উক্ত মনুর পুত্রেরা পৃথিবীপতি হইয়া অতুলবিক্রমশালী
হইবেন । ৩৫

মুনে ! যিনি ত্রয়োদশ মনু হইবেন, তাঁহার নাম রৌচ্য । এই
সময়ে সূত্রামগণ, সুকৰ্ম্মগণ ও সুধৰ্ম্মগণ দেবতা হইবেন । ৩৬ এই
সকল দেবগণের প্রত্যেক গণে তেত্রিশ জন দেবতা থাকিবেন ।
যিনি ইঁহাদের ইন্দ্র হইবেন তাঁহার নাম দিবস্পতি । ৩৭ নির্মোহ,
তত্বদর্শী, নিস্প্রকম্প, নিরুৎসুক, ধৃতিমান্, অব্যয় ও নহর্ষি
সূতপা । ৩৮ ইঁহারা সপ্তর্ষি হইবেন । যাঁহারা এই মনুর পুত্র হই-

* দেববানুপদেবশ্চ ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

† ভবিষ্যন্তি মনোস্তস্য মহাবীৰ্য্য্যঃ সূতা নৃপাঃ ইতি বা পঠ্যতাম্ ।

‡ ত্রয়োদশো রৌচ্যনামা ইতি অন্যে পঠন্তি ।

§ ত্রয়স্ত্রিংশদ্বিভেদাস্তে ইতি বা পাঠঃ ।

¶ দেবস্যান্তি মহাবীৰ্য্য্যঃ ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

চিত্রসেনবিচিত্রাদ্যা ভবিষ্যন্তি মহীক্ষিতঃ ॥ ৩৯ ॥

ভৌত্যশ্চতুর্দশশ্চাত্র মৈত্রেয় ! ভবিতা মন্বঃ ।

শুচিরিদ্ভঃ সুরগণাস্তত্র পঞ্চ শৃণুষু তান্ ॥ ৪০ ॥

চাক্ষুষাশ্চ পবিত্রাশ্চ কনিষ্ঠা ভ্রাজিরাস্তথা ।

বচোরুদ্ধাশ্চ বৈ দেবাঃ সপ্তর্ষীনপি মে শৃণু ॥ ৪১ ॥

অগ্নিবাহুঃ শুচিঃ শুক্রো মাগধোহগ্নিধ্রু এব চ * ।

যুক্তাস্তথা জিতশ্চান্যো মনুপুত্রানতঃ শৃণু † ॥ ৪২ ॥

উরুর্গভীরব্রধাদ্যা মনোস্তস্য সূতা নৃপাঃ ।

• কথিতা মুনিশার্দূল ! পালয়িষ্যন্তি যে মহীম্ ॥ ৪৩ ॥

চতুষ্টয়াগান্তে বেদানাং জায়তে কিল বিপ্লবঃ ।

;

বেন, তাঁহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর । চিত্রসেন ও বিচিত্র
প্রভৃতি । রৌব্য মন্বন্তরে এই সকল মনুপুত্রেরা ভূপাল হইবেন ।^{৩১}

মৈত্রেয় ! যিনি চতুর্দশ মনু হইবেন, তাঁহার নাম ভৌত্য ।
এই চতুর্দশ মন্বন্তরে শুচি দেবরাজ হইবেন । এই সময় যে পঞ্চ-
গণ দেবতা হইবেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ।^{৩২} চাক্ষুষগণ,
পবিত্রগণ, কনিষ্ঠগণ, ভ্রাজিরগণ ও বচোরুদ্ধগণ, ইহারা দেবত্বপদ
পাইবেন । এই মন্বন্তরে যাঁহারা সপ্তর্ষি হইবেন, তাঁহাদের নাম
বলিতেছি ।^{৩৩} অগ্নিবাহু, শুচি, শুক্র, মাগধ, অগ্নিধ্রু, যুক্ত ও
অজিত । এই মন্বন্তরে যাঁহারা মনুপুত্র হইবেন, তাঁহাদের নাম
বলিতেছি, শ্রবণ কর ।^{৩৪} মুনিশ্রেষ্ঠ ! উরু, গভীর, ব্রধু প্রভৃতি
মনুপুত্রেরা পৃথিবী পালন করিবেন ।^{৩৫}

* মাগধো গৃধ্র এব চ ইতি অপরাপুস্তকস্য পাঠঃ ।

† যুক্তস্তথা জিতশ্চান্যো মনুপুত্রান্ ততঃ শৃণু ইতি কেচিৎ পঠন্তি

প্রবর্তয়ন্তি তানেন্ত্য ভুবি সপ্তর্ষয়ো দিবঃ ॥ ৪৪ ॥

ক্লতে ক্লতে স্মৃতেবিপ্র! প্রণেতা জায়তে মনুঃ ।

দেবা যজ্ঞভুজন্তে তু যাবন্মন্বন্তরন্ত তৎ ॥ ৪৫ ॥

ভবন্তি যে মনোঃ পুত্রা যাবন্মন্বন্তরন্ত তৈঃ ।

তদন্বয়োদ্বৈশ্চৈব তাবদুঃ পরিপাল্যতে ॥ ৪৬ ॥

মনুঃ সপ্তর্ষয়ো দেবা ভূপালাশ্চ মনোঃ স্মৃতাঃ ।

মন্বন্তরে ভবন্ত্যেতে শত্ৰুশ্চৈবান্ধিকারিণঃ * ॥ ৪৭ ॥

চতুর্দশভিরেতৈস্ত গতেম্বন্বন্তরৈদ্বিজ ! ।

সহস্রযুগপর্যন্তঃ কল্পো নিঃশেষ উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥

তাবৎপ্রমাণা চ নিশা ততো ভবতি সত্তম ! ।

প্রত্যেক চতুর্যুগাবমানে বেদবিপ্রান হইয়া থাকে, অর্থাৎ কলি-
যুগে বেদের লোপ হয় (পরে সত্যযুগপ্রারম্ভে) সপ্তর্ষিগণ ভূতলে
অবতীর্ণ হইয়া পুনরার বেদ প্রচার করেন ।^{৪৪} বিপ্র ! মনু প্রত্যেক
সত্যযুগে স্মৃতিশাস্ত্রপ্রণয়নকর্ত্তা হইয়া থাকেন, এবং এক এক
মন্বন্তর কাল পর্য্যন্ত যজ্ঞভাগী দেবতারা স্বর্গে বাস করেন ।^{৪৫}
যাঁহারা মনুপুত্র তাঁহারা সম্পূর্ণ এক মন্বন্তর কাল অবস্থিতি করিয়া
পাকেন । যাঁহারা মনুর বংশজাত তাঁহারাও তত্কাল পুণির্গা
পালন করেন ।^{৪৬} মনু সপ্তর্ষি দেবরাজ দেবগণ ও মনুপুত্র ভূপাল-
গণ, ইঁহারা প্রত্যেক মন্বন্তরে উৎপন্ন হন ও লয় পাইয়া থাকেন ।^{৪৭}
ব্রহ্মন্ ! এইরূপ চতুর্দশ মন্বন্তর অর্থাৎ সহস্র চতুর্যুগ অতীত
হইলে এক কল্প হইয়া থাকে ।^{৪৮} অনন্তর ঐরূপ পরিমিত সময়
রাত্রি হয় । সাধুশ্রেষ্ঠ ! ঐ রাত্রিকালে ব্রহ্মরূপী হরি সমুদ্রমধ্যে

ব্রহ্মরূপধরঃ শেতে শেবাহাবম্মুসংপ্লবে* ॥ ৪৯ ॥

ত্রৈলোক্যমখিলং ঐশ্বা ভগবানাদিকৃদ্বিভুঃ ।

স্বমাসংস্থিতো বিপ্র ! সৰ্বভূতো জনার্দনঃ ॥ ৫০ ॥

ততঃ প্রবুদ্ধো ভগবান্ যথা পূৰ্বং তথা পুনঃ ।

সৃষ্টিং করোত্যব্যাত্মা কণ্ঠে কণ্ঠে রজোগুণঃ ॥ ৫১ ॥

মনবো ভূভুজঃ সেন্দ্রা দেবাস্তে সপ্তর্ষয়স্তথা ।

সাত্ত্বিকোহংশঃ স্থিতিকরো জগতো দ্বিজসত্তম ! ॥ ৫২ ॥

চতুৰ্যুগেহ্যাসৌ বিষ্ণুঃ স্থতিব্যাপারলক্ষণঃ ।

যুগব্যবস্থাং কুরুতে যথা মৈত্রেয় ! তৎ শৃণু ॥ ৫৩ ॥

কুরুতে যুগে পরং জ্ঞানং কপিলাদিস্বরূপধৃক্ ।

দদাতি সৰ্বভূতানাং সৰ্বভূতহিতে রতঃ ॥ ৫৪ ॥

শেষশয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন ।^{৪৯} ব্রহ্মন্! ভগবান্ আদি
বিভু সৰ্বভূতাত্মা জনার্দন কণ্ঠাস্তে সমুদায় ত্রৈলোক্য সংহার
করিয়া আপনার মায়াতে অবস্থিত করেন ।^{৫০} অব্যাত্মা ভগবান্
হ'রি প্রত্যেক কণ্ঠাস্তেই প্রবুদ্ধ হইয়া রজোগুণ অবলম্বন পূৰ্বক
পূৰ্ণের ন্যায় পুনর্বার সৃষ্টি করেন ।^{৫১} ব্রহ্মন্! মনুগণ, মনুপুত্র
ভূপালগণ, ইন্দ্রগণ, দেবগণ ও সপ্তর্ষীগণ, ই'হারা বিষ্ণুর সাত্ত্বিক
অংশ এবং ই'হারাই জগৎ পালন করিয়া থাকেন ।^{৫২} মৈত্রেয়!
জগতের রক্ষার নিমিত্ত বিষ্ণু চারি যুগে যেপ্রকার যুগানুসারী
ব্যবস্থা করেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ।^{৫৩} তিনি প্রথমতঃ
সত্যযুগে সৰ্বভূতহিতার্থে মহর্ষি কপিলাদিরূপ ধারণপূৰ্বক সকল
প্রাণীকে পরম সত্য জ্ঞান দান করেন ।^{৫৪} ত্রেতায়ুগে সেই প্রভু

চক্রবর্তিস্বরূপেণ ত্রেতাযামপি স প্রভুঃ ।

দুষ্ঠানাং নিগ্রহং কুর্স্বন্ পরিপাতি জগন্ময়ম্ ॥ ৫৫ ॥

বেদমেকং চতুর্ভেদং কৃত্বা শাখাশতৈর্বিভূঃ ।

করোতি বহুলং ভূয়ো বেদব্যাসস্বরূপধৃক্ ॥ ৫৬ ॥

বেদাংস্তু দ্বাপরে ব্যাস্য কলেরন্তে পুনর্হরিঃ ।

কল্কিস্বরূপী দুর্যন্তান্ মার্গে স্থাপয়তি প্রভুঃ* ॥ ৫৭ ॥

এবমেব জগৎ সর্বং† পরিপাতি করোতি চ ।

হন্তি চাত্তেবুনন্তাত্মা নাস্ত্যাত্মাদ্যাতিরেকি যৎ ॥ ৫৮ ॥

ভূতং ভব্যং ভবিষ্যৎ‡ সর্বভূতাত্মহাত্মনঃ ।

চক্রবর্তিস্বরূপ ধারণপূর্বক দুষ্টগণের দণ্ড বিধান করিয়া ত্রিলোক রক্ষা করেন।^{৫৫} তিনি দ্বাপরযুগে বেদব্যাসরূপ ধারণপূর্বক এক বেদ চতুর্ভাগ করিয়া পশ্চাৎ শত শাখায় বিভক্ত করেন এবং পুনর্বীর উহা বহুল অংশে বিভক্ত করিয়া থাকেন।^{৫৬} তিনি বেদ-ব্যাস রূপে এইপ্রকার বেদ বিভাগ করিয়া পশ্চাৎ কলির অবসানে কল্কিরূপ ধারণপূর্বক দুর্যন্তদিগকে সৎপথাবলম্বী করিবেন।^{৫৭} অনন্তস্বরূপ বিষ্ণু এই রূপে সমুদায় সৃষ্টি করেন, পালন করেন ও অন্তকালে ধ্বংস করিয়া থাকেন, স্মৃত্যং সেই বিষ্ণু ব্যতীত দ্বিতীয় আর কেহই নাই।^{৫৮} বিপ্র! বর্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ কালে যে কোন বস্তুর সত্তা ছুট হয়, তৎসমুদায়ই সেই সর্বভূতস্বরূপ মহাত্মা বিষ্ণু হইতে আবির্ভূত হইয়াছে। এ কম্পেই হউক বা কম্পান্তরেই হউক সর্ব-কালীয় সর্ব ভূতেই তাঁহার অধিষ্ঠান

* মার্গে স্থাপয়িতুং প্রভুঃ ইতি বা পঠনীয়ম্ ।

† এবমেতৎ জগৎ সর্বম্ ইতি বা পাঠঃ ।

‡ ভূতং ভব্যং ভবিষ্যৎ বা ইতি পাঠান্তবৎ ।

তদত্রান্যত্র বা বিপ্র ! সম্ভাবঃ কথিতস্তব ॥ ৫৯ ॥

মম্বন্তরাণ্যশেষাণি কথিতানি ময়া তব ।

মম্বন্তরাধিপাংশৈচব * কিমন্যৎ কথয়ামি তে ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েহংশে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

আছে, এই বিষয় তোমার নিকট কহিলাম।^{১২} কোন্ মম্বন্তরে
কোন্ ব্যক্তি মনু হন ও কোন্ ব্যক্তিই বা মম্বন্তরের অধিপতি
হইয়া থাকেন, এ সমুদায়ও তোমার নিকট কথিত হইল, এক্ষণে
তুমি আর কি শ্রবণ করিতে বাসনা করিতেছ, বল।^{১৩} :

বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয় অংশ দ্বিতীয় অধ্যায়
সমাপ্ত ।

* মম্বন্তরাধিপাংশৈচব ইতি বা পঠনীয়ম্.

বিষ্ণুপুরাণম্ ।

তৃতীয়াংশঃ ।

তৃতীয়াধ্যায়ঃ ।

মৈত্রেয় উবাচ ।

জ্ঞাতমেতন্ময়া ত্বত্তো যথা পূৰ্ব্বমিদং জগৎ ।

বিষ্ণুৰ্বিশ্বেষ্যে বিষ্ণুতশ্চ ন পরং বিদ্যতে ততঃ ॥ ১ ॥

এতৎ তু শ্রোতুমিচ্ছামি ব্যস্তা বেদা মহাত্মনা ।

বেদব্যাসস্য রূপেণ যথা তেন যুগে যুগে ॥ ২ ॥

যস্মিন্ যস্মিন্ যুগে ব্যাসো যো য আসীন্মহাত্মনো ! ।

তং তমাচক্ষু ভগবন্! শাখাভেদাংশ্চ মে বদ ॥ ৩ ॥

পরশর উবাচ ।

বেদজ্ঞমস্য মৈত্রেয়! শাখাভেদৈঃ সহস্রশঃ ।

ন শক্যো ব্রিস্তরো বক্তুং সংক্ষেপেণ শৃণু তন্ ॥ ৪ ॥

মৈত্রেয় কহিলেন । এই জগৎ যে বিষ্ণুরূপ ও বিষ্ণুতেই যে এই জগৎ অবস্থিতি করিতেছে এবং সেই বিষ্ণু হইতে ভিন্ন যে আর কোন পদার্থই নাই, তাহা পূর্বে আপনকার নিকট জ্ঞাত হইয়াছি, পরন্তু ভগবান্ বেদব্যাস যে রূপে যুগে যুগে বেদ বিভাগ করেন, তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি ।^১ ভগবন্ মহাত্মনো ! যে যে যুগে যিনি যিনি বেদব্যাস হন ও যে রূপ শাখায় বেদ বিভক্ত হয়, তাহা আমার নিকট বলুন ।^২

পরশর কহিলেন । মৈত্রেয় ! বেদরূপ ব্রহ্মের সহস্রটি ভিন্ন ভিন্ন শাখা আছে ; সেই সমুদায় শাখার বিবরণ বিস্তারিত রূপে বর্ণন করা দুঃসাধ্য, অতএব সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর ।^৩

দ্বাপরে দ্বাপরে বিষ্ণুব্যাসরূপী মহামুনে ! ।

বেদমেকং স বৃহদা কুরুতে জগতো হিতঃ ॥ ৫ ॥

বীৰ্য্যং তেজো বলঞ্চাপ্পং মনুষ্যাণামবেক্ষ্য বৈ ।

হিতায় সৰ্বভূতানাং বেদভেদান্ করোতি সঃ ॥ ৬ ॥

যয়া স কুরুতে তন্ম বেদমেকং পৃথক্ প্রভুঃ ।

বেদব্যাসাভিধানা তু সা মূর্ত্তির্মধুবিদ্বিষঃ ॥ ৭ ॥

যস্মিন্ মন্বন্তরে যে যে ব্যাসাস্তাংস্তান্ নিবোধ মে ।

যথা চ ভেদঃ শাখানাং ব্যাসেন ক্রিয়তে মুনে ! ॥ ৮ ॥

• অষ্টাবিংশতি কৃত্বা বৈ বেদা ব্যস্তা মহর্ষিভিঃ ।

বৈবস্বতেহন্তরে ই্যস্মিন্ * দ্বাপরেষু পুনঃ পুনঃ ॥ ৯ ॥

• বেদব্যাসা ব্যতীতা যে অষ্টাবিংশতি সন্তম ! ।

চতুর্দ্বি যৈঃ কৃতো বেদো দ্বাপরেষু পুনঃ পুনঃ ॥ ১০ ॥

মহামুনে ! ব্যাসরূপী ভগবান্ বিষ্ণু জগতের হিতসাধনের জন্য প্রত্যেক দ্বাপর যুগে এক বেদ বহু অংশে বিভক্ত করেন ।^১ তিনি মনুষ্যের বীৰ্য্য তেজ ও বলের ন্যূনতা দেখিয়া সৰ্গ প্রাণীর হিতসাধনের জন্য বেদ বিভাগ করিয়া থাকেন ।^২ সেই প্রভু বিষ্ণু যে মূর্ত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক বেদ বিভাগ করেন, সেই মূর্ত্তির নামই বেদব্যাস ।^৩ মুনে ! যে যে মন্বন্তরে যিনি যিনি বেদব্যাস হন ও যে রূপে তিনি বেদের শাখাভেদ করেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ।^৪

এই বৈবস্বত মন্বন্তরের প্রত্যেক দ্বাপর যুগে মহর্ষিরা পুনঃপুন অর্থাৎ অষ্টাবিংশতিবার বেদ বিভাগ করিয়াছিলেন ।^৫ সাধুশ্রেষ্ঠ ! যে অষ্টাবিংশতিসম্ব্য বেদব্যাস অতীত হইয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকে

• * বৈবস্বতেহন্তরে তামস্ হিতি পাঠান্তরম্ ।

দ্বাপরে প্রথমে ব্যাসাঃ স্বয়ং বেদাঃ স্বয়মুবা ।

দ্বিতীয়ে দ্বাপরে চৈব বেদবাসঃ প্রজাপতিঃ ॥ ১১ ॥

তৃতীয়ে চোশনা ব্যাসশ্চতুর্থে চ ব্রহ্মপতিঃ ।

সবিতা পঞ্চমে ব্যাসো মৃত্যুঃ ষষ্ঠে স্মৃতঃ প্রভুঃ ॥ ১২ ॥

সপ্তমে চ তথৈবেন্দ্রো বশিষ্ঠশ্চাষ্টমে স্মৃতঃ ।

সারস্বতশ্চ নবমে ত্রিধামা দশমে স্মৃতঃ ॥ ১৩ ॥

একাদশে তু ত্রিষা ভরদ্বাজস্ততঃ পরম্ ।

ত্রয়োদশে চান্তরীক্ষে বপ্রী চাপি চতুর্দশে * ॥ ১৪ ॥

ত্রয়্যাক্ষণঃ † পঞ্চদশে ষোড়শে তু ধনঞ্জয়ঃ ।

কৃতঞ্জয়ঃ সপ্তদশে ঋণজ্যোৎসাদশে স্মৃতঃ ॥ ১৫ ॥

ততো ব্যাসো ভরদ্বাজো ভরদ্বাজাৎ তু গৌতমঃ ।

গৌতমাদুত্তমো ব্যাসো হর্যাত্মা যোহভিধীয়তে ॥ ১৬ ॥

অত্যেক দ্বাপর যুগে বেদকে চারি ভাগে বিভাগ করিয়াছিলেন।^{১০}

প্রথম এই মন্বন্তরের দ্বাপর যুগে ভগবান্ স্বয়ম্ভু-স্বয়ং বেদ বিভাগ করেন। দ্বিতীয় দ্বাপরে প্রজাপতি মনু বেদবাস হন।^{১১}

এইরূপ তৃতীয় দ্বাপরে উশনাঃ, চতুর্থ দ্বাপরে ব্রহ্মপতি, পঞ্চম দ্বাপরে সবিতা, ষষ্ঠ দ্বাপরে মৃত্যু,^{১২} সপ্তম দ্বাপরে ইন্দ্র, অষ্টম দ্বাপরে বশিষ্ঠ, নবম দ্বাপরে সারস্বত, দশম দ্বাপরে ত্রিধামা,^{১৩}

একাদশ দ্বাপরে ত্রিষা, দ্বাদশ দ্বাপরে ভরদ্বাজ, ত্রয়োদশ দ্বাপরে অন্তরীক্ষ, চতুর্দশ দ্বাপরে বপ্রী।^{১৪} পঞ্চদশ দ্বাপরে ত্রয়্যাক্ষণ, ষোড়শ দ্বাপরে ধনঞ্জয়, সপ্তদশ দ্বাপরে কৃতঞ্জয়, অষ্টাদশ দ্বাপরে ঋণজ্য।^{১৫} ঊনবিংশ দ্বাপরে ভরদ্বাজ, বিংশ দ্বাপরে গৌতম, এক-

* ব্রী চাপি চতুর্দশে ইতি বণাকরক্ষিতপুস্তকস্য পাঠঃ ।

† ত্রয়্যাক্ষণিরিতি বা পঠনীয়ম্ ।

অথ হর্য্যাত্নো বেণঃ স্মৃতো রাজশ্রবান্নয়ঃ ।

সোমশুশ্রায়নস্তস্মাৎ* তৃণবিন্দুরিতি স্মৃতঃ ॥ ১৭ ॥

ঋক্ষোহুদ্ভুদ্বার্গবস্তস্মাৎ বাল্মীকির্যোহভিধীয়তে ।

তস্মাদসম্পিতা শক্তিব্যাসস্তস্মাদহং মুনে ! ॥ ১৮ ॥

জাতুকর্ণোহভবন্নতঃ † কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্ততঃ ।

অষ্টাবিংশতিরিত্যেতে বেদব্যাসাঃ পুরাতনাঃ ॥ ১৯ ॥

একো বেদশচতুর্ধা তু যৈঃ কৃতো দ্বাপরাদিমু ‡ ।

ভবিষ্যে দ্বাপরে চাপি দ্রৌণিব্যাসো ভবিষ্যতি ॥ ২০ ॥

ব্যতীতে মম পুত্রেহস্মিন্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নে মুনৌ ।

ব্রহ্মমেকাক্ষরং ব্রহ্ম ওমিত্যেবং ব্যবস্থিতম্ ।

বিংশ দ্বাপরে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হর্য্যাত্না^{১৭} দ্বাবিংশ দ্বাপরে রাজ-
শ্রবান্ন বংশীয় বেণ, ত্রয়োবিংশ দ্বাপরে সোমশুশ্রায় পুত্র তৃণবিন্দু^{১৮}।
চতুর্বিংশ দ্বাপরে ভার্গবান্নয় ঋক্ষ—যিনি বাল্মীকি শব্দে অভিহিত
হইয়া থাকেন, পঞ্চবিংশ দ্বাপরে সম্পিতা শক্তি, ষড়্‌বিংশ দ্বাপর
যুগে আমি^{১৯} সপ্তবিংশ দ্বাপর যুগে জাতুকর্ণ, অষ্টাবিংশ দ্বাপর
যুগে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। এই অষ্টাবিংশতি মহর্ষি প্রাচীন বেদব্যাস
অর্থাৎ ইঁহারা পূর্বে বেদ বিভাগ করিয়াছিলেন।^{২০} ইঁহারা
প্রত্যেক দ্বাপর যুগের প্রথমে এক বেদকে চারিভাগ করেন। ঔবিষ্য
দ্বাপর যুগে দ্রোণপুত্র অশ্বখামা বেদব্যাস হইবেন।^{২১}

এই অষ্টাবিংশ বেদব্যাস মৎপুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অতীত হইলে
বেদাদির প্রকৃতি নিত্য একাক্ষর ব্রহ্মস্বরূপ ওঙ্কারমাত্র অবস্থিতি

* সে,মঃ শুশ্রায়নস্তস্মাৎ ইতি বা পাঠঃ ।

† জাতুকর্ণো ভবেন্নত ইতি বা পাঠান্তরম্ ।

‡ একে^১ বেদশচতুর্ধা বৈ কৃতো যৈর্দ্বাপরাদিমু ইতি অন্যে পাঠস্তি ।

বৃহত্ত্বাৎ হৃৎ হৃৎ তদ্ব্যক্ত্যভিধীয়তে ॥ ২১ ॥
 প্রণবাবস্থিতং নিত্যং ভূভুবঃ স্বরিতীর্ঘ্যতে ।
 ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ক্যাণং যৎ তস্মৈ ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ২২ ॥
 জগতঃ প্রলয়োৎপত্তৌ যৎ তৎ কারণসংজ্ঞিতম্ ।
 মহতঃ পরমং গুহ্যং তস্মৈ সূত্রব্রহ্মণে নমঃ ॥ ২৩ ॥
 অগাধাপারমক্ষয়াং জগৎসংমোহনালয়ম্ ।
 সংপ্রকাশপ্রবৃতিভ্যাং পুরুষার্থপ্রয়োজনম্ ॥ ২৪ ॥
 সাজ্জ্যাজ্ঞানবতাং নিষ্ঠা গতিঃ শমদমাত্মনাম্ ।
 যৎ তদব্যক্তমমৃতং প্রবৃত্তং ব্রহ্ম সাস্বতম্ ॥ ২৫ ॥

করিবে। অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মস্বরূপতা হেতু ও বেদাদির কারণতা হেতু
 এই ওঙ্কার ব্রহ্ম শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে।^{১১} ভূলোক ভুলোক
 ও স্বলোক, প্রণবরূপ ব্রহ্মেতে অবস্থিতি করিতেছে। ওঙ্কারই
 ঋক্‌ যজু সাম ও অথর্ক বেদস্বরূপ, অতএব ওঙ্কারস্বরূপ ব্রহ্মকে
 নমস্কার।^{১২} যিনি জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ, যিনি
 মহৎ হইতেও মহৎ ও পরম গুহ্য, সেই ওঙ্কারস্বরূপ পরম ব্রহ্মকে
 নমস্কার।^{১৩} তিনি অগাধ অর্থাৎ কালানুসারে আদ্যন্তরহিত, তিনি
 অপার অর্থাৎ সর্গগত, তাঁহার ক্ষয় নাই, তিনি জগতের সম্মোহন
 অর্থাৎ তমোগুণের আশ্রয়, তিনি সংকাশ (সত্ত্বগুণ) ও প্রবৃতি
 (রজোগুণ) দ্বারা জগতের ভোগ ও অপবর্গরূপ প্রয়োজন সং-
 সাধন করিতেছেন।^{১৪} তিনি সাজ্জ্যাদর্শনজ্ঞ ব্যক্তিদিগের প্রাপ্য
 জ্ঞানস্বরূপ, তিনি শম অর্থাৎ অন্তঃকরণ-ব্যাপারোপন, দম অর্থাৎ
 বাহ্যেন্দ্রিয়-ব্যাপারোপন, তৎস্বভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগের গতি অর্থাৎ
 আত্ম-অনাত্ম-বিবেক-কারণ হইয়াছেন। তিনি অতীন্দ্রিয়, তিনি
 অমৃত অর্থাৎ অবিনাশী, তিনি কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াও পরিণাম-
 রহিত নিত্য ব্রহ্ম।^{১৫} তিনি বিশ্বের আধার ও প্রকৃতি, তিনি স্বতঃ-

প্রধানমাত্মা যোনিশ্চ গুহাসমুদ্রঃ শস্যতে ।

অবিভাগং তথা শূন্যমক্ষরং বহুধাতুকম্ ॥ ২৬ ॥

পরমব্রহ্মণে তস্মৈ নিত্যমেব নমো নমঃ ।

যজ্ঞপং বাসুদেবস্য পরমাত্মস্বরূপিণঃ * ॥ ২৭ ॥

এতদ্বক্ষ্যত্রিধাভেদমভেদমপি স প্রভুঃ ।

সর্বভূতেষু ভেদোহসৌ ভিদ্যতে ভিন্নবুদ্ধিভিঃ ॥ ২৮ ॥

স ঋগুয়ঃ সামময়ঃ স চাত্মা স যজুর্ময়ঃ † ।

ঋগ্‌যজুঃসামসারাত্মা ‡ স এবাত্মা শরীরিণাম্ ॥ ২৯ ॥

স ভিদ্যতে বেদময়ঃ স বেদং §

সিদ্ধি অর্থাৎ উৎপত্তি-রহিত, তিনি গুহা অর্থাৎ হৃদয়-কন্দরে প্রকাশমান, তিনি অখণ্ড, তিনি দীপ্তিশালী ও মলিনতারহিত, তিনি ব্যাশূন্য, বেদে তাঁহাকে নানা-উপাধি-বিশিষ্ট বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে ।^{১২*} পরমাত্মস্বরূপ বাসুদেবের যে রূপ সেই পরম-ব্রহ্মকে নিত্য নমস্কার করি।^{১৩} এই ওঙ্কাররূপ ব্রহ্ম ভেদরহিত হইয়াও গুণত্রয় বিভাগ দ্বারা ভেদত্রয়ের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। সেই প্রভু অতিশয় ভাবে সর্ব ভূতে অবস্থান করিতেছেন, পরন্তু ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ন্যায় প্রতীয়মান হন।^{১৪} তিনি ঋক্বেদময়, তিনি সামবেদময়, তিনি যজুর্বেদময়, তিনি ঋক্, যজুঃ ও সামবেদের সারস্বরূপ যে ওঙ্কার, তৎস্বরূপঃ। তিনি বেদবিভাগকারীদিগের আত্মাস্বরূপ, তিনি সমুদায় জীবের আত্মা স্বরূপ।^{১৫} তিনি একমাত্র বেদময় হইয়াও বহুসংখ্য-শাখাদি-

* পরমাত্মস্বরূপিণ ইতি বা পঠিতব্যম্ ।

† সর্বাত্মা স যজুর্ময় ইতি বা পঠ্যম্ ।

‡ ঋগ্‌যজুঃসামসারাত্মা ইতি বা পঠনীয়ম্ ।

• স ভেদম্ ইতি বা পঠ্যতাম্ ।

করোতি ভেদৈর্বহুভিঃ সশাখম্ ।

শাখাপ্রণেতা স সমস্তশাখা,

জ্ঞানস্বরূপো ভগবাননন্তঃ ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েহংশে

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বিভক্ত হইয়া থাকেন । তিনিই বেদকে
বহু শাখায় বিভক্ত করেন । তিনিই বেদের শাখাপ্রণেতা,
তিনিই বেদের সমস্ত শাখাস্বরূপ । তিনি জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্ ও
অনন্ত । ৩০ ৷

বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয় অংশ তৃতীয় অধ্যায়

সমাপ্ত ।

বিষ্ণুপুরাণম্ ।

তৃতীয়াংশঃ ।



চতুর্থীধ্যায়ঃ ।

আদ্যো বেদশচতুষ্পাদঃ শতসাহস্রসংমিতঃ ।

ততো দশগুণঃ ক্লৃৎস্মো যজ্ঞোহয়ং সৰ্বকামধুৰ্ ॥ ১ ॥

ততোহত্র মৎসুতো ব্যাসৌহৃদ্যবিংশতিমেহন্তরে ॥

বেদমৈকং চতুষ্পাদং চতুর্দ্ধা ব্যভজৎ প্রভুঃ ॥ ২ ॥

যথা তু তেন বৈ ব্যস্তা বেদব্যাসেন ধীমতম্ ।

বেদাস্তথা সমন্তৈস্তৈর্ব্যস্তা ব্যাসৈস্তথা ময়া ॥ ৩ ॥

তদনেনৈব বেদানাং শাখাভেদান্ দ্বিজোত্তম ! ।

পরিশর কহিলেন । ঈশ্বর হইতে প্রকাশিত আদি বেদ এক-
লক্ষ-শ্লোকাত্মক । এই বেদ চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে । এই
চতুষ্পাদ বেদ হইতেই সমস্ত কামনাসিদ্ধিকারী অগ্নিহোত্র প্রভৃতি
সমুদায় দর্শ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে ।^১ এই অষ্টাবিংশতি-
তম দ্বাপর যুগে মদীয়পুত্র প্রভাবশালী ব্যাস কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, চতু-
ষ্পাদ বেদকে একীভূত হইতে দেখিয়া পুনরায় চারি ভাগে বিভক্ত
করিলেন ।^২ সেই ধীমান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-নামক বেদব্যাস যেরূপে
বেদ বিভাগ করিয়াছেন, সেইরূপ অন্যান্য সমস্ত বেদব্যাস মুনি-
গণ এবং আমিও বেদ বিভাগ করিয়াছিলাম ।^৩ দ্বিজোত্তম ! এই
প্রকারে বেদের শাখাভেদ হয় এবং সমস্ত চতুর্ভুগের লোকেরা

চতুষ্টয়ৈশ্বারচিতান্ সমস্তেষু বধায় ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং প্রভুম্* ।

কোহন্যো হি ভুবি† মৈত্রেয়! মহাভারতকৃদ্ভবেৎ ॥ ৫ ॥

তেন ব্যস্তা যথা বেদা মৎপুত্রৈঃ মহাত্মনা ।

দ্বাপরে হ্যত্র মৈত্রেয়! তন্মে শৃণু যথার্থতঃ ॥ ৬ ॥

ব্রহ্মণা চোদিতো ব্যাসো বেদান্ ব্যস্তং প্রচক্রে মে ।

অথ শিষ্যান্ স জগ্ৰাহ চতুরো বেদপারগান্ ॥ ৭ ॥

ঋগ্বেদগ্রাহকং ‡ পৈলং জগ্ৰাহ স মহামুনিঃ ।

বৈশম্পায়ননামানং যজুর্বেদস্য চাগ্রহীৎ ॥ ৮ ॥

জৈমিনিং সামবেদস্য তথৈবাত্মর্কবেদবিৎ ।

সুমনন্তস্য শিবোহভূদ্বেদব্যাসস্য ধীমতঃ ॥ ৯ ॥

তদনুসারে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।^১ মৈত্রেয়! এক্ষণ-
কার বেদব্যাস কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে সাক্ষাৎ প্রভু নারায়ণ বলিয়া বিবে-
চনা করিবে। তাহা না হইলে অন্য কোন ব্যক্তি মহাভারত
প্রণয়ন করিতে পারে?^২ মৈত্রেয়! বর্ত্তমান দ্বাপর যুগে নদীয়
পুত্র মহাত্মা ব্যাস, যে রূপে বেদ বিভাগ করিয়াছেন, তাহা যথাযথ
বলিতেছি, শ্রবণ কর।^৩

বেদব্যাস ব্রহ্মা কর্ত্তক আজ্ঞাপ্ত হইয়া বেদ বিভাগ করিতে
আরম্ভ করেন। তিনি প্রথমতঃ বেদপারগ চারি জন শিষ্য গ্রহণ
করিলেন।^৪ সেই মহামুনি পৈলকে ঋগ্বেদের, বৈশম্পায়নকে
যজুর্বেদের^৫ এবং জৈমিনিকে সামবেদের শিষ্য করেন। অত্মর্ক-
বেদজ্ঞ সুমনন্ত সেই ধীমান্ বেদব্যাসের নিকট অত্মর্কবেদের শিষ্য

* বিভূম্ ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

† কোহন্যোহস্তি ভুবি ইতি বা পঠ ।

‡ ঋগ্বেদগ্রাহকম্ ইতি বা পঠনীয়ম্ । ১

রোমহর্ষণনামানং মহাবুদ্ধিং মহামুনিম্ ।

সূতং জগ্ৰাহ শিষ্যং স ইতিহাসপুরাণয়োঃ ॥ ১০ ॥

এক আসীদযজুর্বেদস্তং চতুর্দ্ধা ব্যকল্পয়ৎ ।

চাতুর্হোত্রমভূদযস্মিংশ্লেষন যজ্ঞমথাকরোৎ ॥ ১১ ॥

আধ্বর্য্যবং যজুর্ভিস্তু ঋগ্ভিত্তিহোত্রং তথা মুনিঃ ।

ঔদোত্রং সামভিশ্চক্রে ব্রহ্মত্বঞ্চাপ্যথর্ষভিঃ ॥ ১২ ॥

ততঃ স ঋচমুদ্ভূত্য ঋথৈদং রুতবান্ মুনিঃ ।

যজুংষি চ যজুর্বেদং সামবেদঞ্চ সামভিঃ ॥ ১৩ ॥

রাজস্বথর্ষবেদেন সর্বকর্মাণি স প্রভুঃ ।

হইলেন।^{১০} অনন্তর তিনি সূতজাতীয় মহাবুদ্ধি মহামুনি রোম-
হর্ষণকে ইতিহাস ও পুরাণপাঠের শিষ্য করিলেন।^{১১} পূর্বে যজু-
র্বেদ অর্থাৎ আধ্বর্য্যব-ক্রিয়া-প্রধান বেদ * একপ্রকার ছিল। বেদ-
ব্যাস এই যজুঃপ্রধান বেদকে চারি ভাগ করিলেন। তাহাতে চাতু-
র্হোত্র[†] হইল। তিনি তদ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানের বিধি করিলেন।^{১২} এই
চাতুর্হোত্রের মধ্যে তিনি যজুর্বেদ দ্বারা আধ্বর্য্যব,* ঋক্বেদ দ্বারা
হোত্র, সামবেদ দ্বারা ঔদোত্র ও অথর্ববেদ দ্বারা ব্রহ্মত্ব সংস্থাপন
করেন।^{১৩} অনন্তর তিনি ঋক্ সমুদায় উদ্ধার করিয়া ঋক্বেদ-
সংহিতা, যজুঃ সমুদায় উদ্ধার করিয়া যজুর্বেদসংহিতা, ও নীতা-
ত্মক সাম সমুদায় উদ্ধার করিয়া সামবেদসংহিতা প্রণয়ন করি-
লেন।^{১৪} মৈত্রেয়! তিনি অথর্ববেদ দ্বারা যথাবিধানে ব্রহ্মত্ব
স্থাপন করেন এবং ঋক্সিয়দিগের শাস্তি পুষ্টি প্রভৃতি সমুদায় দৈন-
কর্ম এই অথর্ববেদ দ্বারাই করাইলেন।^{১৫}

* বায়ুপুরাণে কথিত আছে যে, যজুর্বেদে যে সমুদায় শাখা আছে, তদ্বারা যজ্ঞা-
নুষ্ঠান হইয়া থাকে। যাজ্ঞন হেতু তাহার নাম যজুর্বেদ হইয়াছে। ১১

† চারিজন ঋক্সি ও চারিজন হোতা কর্তৃক অহুস্তিত কর্ণের নাম চাতুর্হোত্র। ১২

কারয়ামাস মৈত্রেয়! ব্রহ্মব্রহ্ম যথাস্থিতি ॥ ১৪ ॥

সোহয়মেকো মহাবেদ-তরুন্তেন পৃথক্কৃতঃ ।

চতুর্দ্ধা তু ততো জাতং* বেদপাদপকাননম্ ॥ ১৫ ॥

বিভেদ প্রথমং বিপ্র! পৈল-ঋগ্বেদ-পাদপম্ ।

ইন্দ্রপ্রমতয়ে প্রাদাদ্ বাস্কলায় চ সংহিতে ॥ ১৬ ॥

চতুর্দ্ধা স বিভেদাথ বাস্কলির্দ্বিজ! সংহিতাম্ ।

বোধ্যাদিভ্যো দদৌ তাস্তু শিষ্যেভ্যঃ স মহামুনিঃ ॥ ১৭ ॥

বোধ্যাগ্নিমাঠরৌ তদ্বদ্যাজ্ঞবল্ক্যপরাশরৌ ॥

প্রতিশাখাস্তু শাখায়াস্তস্যাশ্চে † জগৃহ্মুনে! ॥ ১৮ ॥

ইন্দ্রপ্রমতিরেকাং তু সংহিতাং স্বস্মৃতং ততঃ ।

মাণ্ডুকেয়ং মহাত্মানং ‡ মৈত্রেয়াধ্যাপয়ৎ তদা ॥ ১৯ ॥

এই রূপে 'বেদরূপ মহাব্রহ্ম বেদব্যাস কর্তৃক বিভক্ত হইয়া বেদ-
রক্ষের কানন রূপে বিস্তীর্ণ হইল । ১৪

ব্রহ্মন্! প্রথমতঃ পৈল ঋগ্বেদরূপ ব্রহ্ম দুই ভাগে বিভক্ত
করিয়া ইন্দ্রপ্রমতি ও বাস্কল নামক শিষ্যদ্বয়কে দুই সংহিতা
অধ্যয়ন করাইলেন । ১৫ দ্বিজ! মহামুনি বাস্কলিও গুরুর নিকট
অধীত ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম শাখা চারি ভাগ করিয়া বোধ্য
প্রভৃতি শিষ্যগণকে দিলেন । ১৬ বোধ্য, অগ্নিমাঠর, যাজ্ঞবল্ক্য ও
'পরাশরনামক শিষ্যচতুষ্টয়ও উক্ত শাখার প্রত্যেক প্রশাখা অধ্যয়ন
করিলেন । ১৮

মৈত্রেয়! ইন্দ্রপ্রমতি যে সংহিতা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি
তাহার একাংশ স্বীয় পুত্র মহাত্মা মাণ্ডুকেয়কে অধ্যয়ন করাই-

* চতুর্দ্ধাথ ততো জাতম্ ইত্যপরপুস্তকস্য পাঠঃ ।

† শাখায়াস্তস্যাং তে ইতি কচিৎ পাঠঃ ।

‡ মাণ্ডুকেয়ং মহাত্মানম্ ইতি কচিৎ পঠন্তি !

তস্য শিষ্যপ্রশিষ্যেভ্যঃ পুত্রশিষ্যান্ ক্রমাদ্যযৌ ।
 বেদমিত্রস্ত সাক্ষিপঃ* সংহিতাং তামদ্বীতবান্ ॥ ২০ ॥
 চকার সংহিতাঃ পঞ্চ শিষ্যেভ্যঃ প্রদদৌ চ তাঃ ।
 তস্য শিষ্যাস্তু যে পঞ্চ তেষাং নামানি মে শৃণু ॥ ২১ ॥
 মুদালো গালবশ্চৈব† বাৎস্যঃ শালীয় এব চ ।
 শিশিরঃ পঞ্চমশ্চাসীম্নৈত্রৈয় ! স্রুমহামুনিঃ ॥ ২২ ॥
 সংহিতাত্রিতয়ঞ্চক্রে শাকপুর্নিরথৈতরম্ ।
 নিরুক্তমকরোৎতদ্বৎ চতুর্থং মুনিসত্তম ! ॥ ২৩ ॥
 ক্রোঞ্চো বৈতালিকস্তদ্বৎ‡ বলাকশ্চ মহামতিঃ ।

লেন ১^{২০} ঠৈল গৃহীত ঋগ্বেদসংহিতা এই রূপে শিষ্য প্রশিষ্য
 ও পুত্রশিষ্যে সঞ্চারিত হইল । বেদমিত্রনামক সাক্ষিপ, উক্ত
 ইন্দ্রপ্রমতির সংহিতা অধ্যয়ন করিলেন ১^{২০} পরে তিনি ত্রৈশাখা
 হইতে পাঁচখানি সংহিতা করিয়া পাঁচ জন শিষ্যকে পৃথক্ পৃথক্
 অধ্যয়ন করাইলেন । ইঁহার পঞ্চ শিষ্যের নাম বলিতেছি, অবগ
 কর ১^{২১} মুদাল, গালব, বাৎস্য, শালীয় ও শিশির । এই পাঁচ
 জন মহর্ষি বেদমিত্রের শিষ্য ১^{২২} ইন্দ্রপ্রমতির দ্বিতীয় শিষ্য
 শাকপুর্নি অধীত ঋক্ বিভাগ করিয়া তিনটী সংহিতা করিলেন ।
 পরে তিনি •বেদ-শব্দ-নিবর্চন-রূপ একখানি নিরুক্ত প্রণয়ন
 করেন ১^{২৩} ক্রোঞ্চ, বৈতালিক ও মহামতি বলাক এই তিন মহর্ষি
 উক্ত সংহিতাত্রয় অধ্যয়ন করিলেন । যিনি চতুর্থ অর্থাৎ যিনি
 নিরুক্ত অধ্যয়ন করেন, তিনি নিরুক্তরুৎ-নামে বিখ্যাত হইলেন ।

* বেদমিত্রস্ত শাকলা ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ

† মুদালো গোখলশ্চৈব ইতি বা পাঠঃ ।

‡ কৌঞ্চো বৈতালিকস্তদ্বৎ ইতি বা পাঠ্যম্ ।

নিরুক্তরুচতুর্থোহভূৎ বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥ ২৪ ॥
 ইত্যেতাঃ প্রতিশাখাভ্যোহপানুশাখা দ্বিজোত্তম ! ।
 বাস্কলিষ্ঠাপরাস্তিত্বঃ সংহিতা কৃতবানু দ্বিজ ! ॥ ২৫ ॥
 শিষ্যঃ কালারনির্গার্যস্তুতীয়শ্চ কথাজবঃ ।
 ইত্যেতে বহুধা প্রোক্তাঃ* সংহিতা যৈঃ প্রবর্তিতাঃ ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েহংশে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

ইনি বেদ ও বেদাঙ্গে উত্তম পারদর্শী ছিলেন ।^{২৪} ব্রহ্মন্ ! এই
 রূপে বেদব্রহ্মের শাখা হইতে প্রশাখা ও অনুশাখা নির্গত হইতে
 লাগিল ।

দ্বিজ ! বাস্কলিও অধীত ঋগ্বেদ হইতে অপর তিনটি সংহিতা
 করিলেন ।^{২৫} তিনি কালারনি, গার্য ও কথাজব নামক তিন জন
 শিষ্যকে ঐ তিন সংহিতা অধ্যয়ন করাইলেন । এই রূপে অনেক
 মহর্ষি অনেক প্রকারে বেদের সংহিতা প্রবর্তিত করিয়াছেন ।^{২৬}

বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয় অংশ শাখা-ভেদ-নামক
চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ।

ইত্যেতে বহুচঃ প্রোক্তা ইতি পাঠান্তরম্ ।

বিষ্ণুপুরাণম্ ।

• তৃতীয়াংশঃ ।

পঞ্চমোঃধ্যায়ঃ ।



পরশর উবাচ ।

যজুর্বেদতরোঃ শাখাঃ সপ্তবিংশত্বেহামতিঃ ।

বৈশম্পায়ননামাসৌ ব্যাসশিষ্যশ্চকার বৈ ॥ ১ ॥

শিষ্যোভ্যঃ প্রদদৌ তাশ্চ জগৃহস্তেহপান্নক্রমাৎ ।

• যাজ্ঞবল্ক্যস্ত তস্যাভূৎ ব্রহ্মরাতনুতো দ্বিজঃ ॥

শিষ্যঃ পরমধর্মজ্ঞো গুরুবৃত্তিপরঃ সদা ॥ ২ ॥

ঋষির্যোহদ্য মহামেরৌ সমাজে নাগনিষ্যতি ।

পরশর কহিলেন । মহামতি ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন, যজুর্বেদরূপ ব্রহ্মের সপ্তবিংশতি শাখা* প্রকাশ করিলেন ।^১ তিনি সেই সমুদায় শাখা ভিন্ন ভিন্ন শিষ্যকে প্রদান করেন । শিষ্যগণও যথাক্রমে উহা গ্রহণ করিলেন । ব্রহ্মরাতননয় পরম ধার্মিক ব্রাহ্মণ যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন । এই শিষ্য সর্বদা গুরুশুশ্রূষা করিতেন ।^২

ব্রহ্মন্ ! (একদা ঋষিগণের একটী সমাজাধিবেশনের আবশ্যকতা হওয়াতে) সমুদায় ঋষি পূর্বে প্রতিজ্ঞা করেন যে, মহামেরু নামক

* যজুর্বেদের প্রধান শাখাই সপ্তবিংশতিসংখ্য । ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে কথিত আছে, আপস্তম্ব, অশ্বযুর একশত এক শাখা প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ১ ॥

তস্য বৈ সপ্তরাত্রীতু ব্রহ্মহত্যা ভবিষ্যতি ॥ ৩ ॥
 পূৰ্বেমেবং মুনিগণৈঃ সময়োহভূৎ ক্লুতো দ্বিজ ! ।
 বৈশম্পায়ন একস্ত তং ব্যতিক্রান্তবাংস্তদা ॥ ৪ ॥
 স্বশ্রীযং বালকং সোহথ পদাম্পৃষ্ঠমঘাতয়ৎ ॥ ৫ ॥
 শিষ্যানাহ চ ভোঃ শিষ্যাঃ ! ব্রহ্মহত্যা পহং ব্রতম্ ।
 চরধ্বং মৎক্লুতে সৰ্ব্বে ন বিচার্যামিদং তথা ॥ ৬ ॥
 অথাহ যাজ্ঞবল্ক্যস্তং কিমেতিভগবন্ দ্বিজৈঃ ।
 ক্লেশিতৈরম্পাতেজোভিশ্চরিষ্যেহমিদং ব্রতম্ ॥ ৭ ॥
 ততঃ ক্রুদ্ধো গুরুঃ প্রাহ যাজ্ঞবল্ক্যং মহামতিঃ ।
 মুচ্যতাং যৎ ত্রয়াধীতং মত্তো বিপ্রাবমন্যক ! ॥ ৮ ॥

স্থানে প্রতিষ্ঠিত সমাজের অদ্যকার অধিবেশনে যে ঋষি উপস্থিত
 নাই হইবেন, তিনি সপ্ত রাত্রির মধ্যে ব্রহ্মহত্যাপাতকে পাতকী
 হইবেন । (অনন্তর সকল ঋষি সমাজে গমন করিলেন) কেবল
 একাকী বৈশম্পায়ন উপস্থিত হইতে পারিলেন না, স্মৃতরাং
 তাঁহার এই নিয়ম অতিক্রম করা হইল ।^৪ পরে তিনি ঐ শাপ
 বশত আপনার ভাগিনেয় বালককে মাড়াইয়া বিনাশ করিলেন ।^৫
 তখন তিনি শিষ্যগণকে কহিলেন, শিষ্যগণ ! তোমরা সকলে
 আমার নিমিত্ত ব্রহ্ম-হত্যা-জনিত-পাপ-নাশক ব্রত অনুষ্ঠান কর,
 'বিচার করিও না' ^৬ এই কথা শুনিয়া যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, ভগ-
 বন্ ! এই সকল ব্রাহ্মণ অধিক তেজস্বী নহেন, অতএব ইঁহাদিগকে
 বৃথা ক্লেশ দিবার আবশ্যকতা নাই । আমিই একাকী এই ব্রতচরণ
 করিব ।^৭ মহামতি শুরুর বৈশম্পায়ন (এই কথা শ্রবণ মাত্র) ক্রুদ্ধ
 হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে কহিলেন, রে ব্রাহ্মণাবমাননাকারিন্ ! তুমি
 আমার নিকট যাহা অধ্যয়ন করিয়াছ, সমুদায় পরিত্যাগ কর ।^৮

নিশ্বেজসো বদস্যোতান্ যন্তুং ব্রাহ্মণপুঙ্গবান্ ।
 তেন শিষ্যেণ ন্যার্থোহস্তু সমাজ্ঞাতঙ্গকারিণা* ॥ ৯ ॥
 যাজ্ঞবল্ক্যাস্ততঃ প্রাহ ভৈর্যতং তে ময়োদিতম্ ।
 সমাপ্যলং ত্বয়াধীতং যন্ময়া তদিদং দ্বিজ ! † ॥ ১০ ॥
 পরাশর উবাচ ।

ইতু্যুক্ত্বা রুধিরাক্তানি সরূপাণি যজুংষি সঃ ।
 হৃদয়িত্বা দদৌ তস্মৈ যযৌ চ স্বেচ্ছয়া মুনিঃ ॥ ১১ ॥
 যজুংযাথ বিস্মৃষ্টানি যাজ্ঞবল্ক্যেন বৈ দ্বিজাঃ ।
 জগৃহস্তিত্তিরা ভূত্বা ‡ তৈত্তিরীয়াস্ত তে ততঃ ॥ ১২ ॥

(তোমার এত দূর আশ্পর্ক!) যে, তুমি এই সকল প্রধান ব্রাহ্মণকে
 বিনশ্বেজ বলিতেছ! যে ব্যক্তি আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, এরূপ
 শিষ্য আমার প্রয়োজন নাই।^১ অনন্তর যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন,
 ব্রহ্মণ! আপনার প্রতি ভক্তি প্রযুক্তই আমি আপনাকে ঈদৃশ
 কথা কহিয়াছি। এক্ষণে আমারও আপনকার মত গুরুতে প্রয়ো-
 জন নাই। আপনকার নিকট আমি যাহা অধ্যয়ন করিয়াছি, এই
 (উদ্যোগ করিয়া দিতেছি) লউন।^২

পরাশর কহিলেন। অনন্তর মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য এই কথা বলিয়া
 রুধিরলিপ্ত স্নানকার যজুর্বেদ উদ্যোগ করিয়া দিয়া যথাভিলষিত স্থানে
 গমন করিলেন।^৩ যাজ্ঞবল্ক্য এখন যজুর্বেদ পরিত্যাগ করেন, তখন
 ব্রাহ্মণেরা তিত্তির পক্ষা হইয়া তাহা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এই
 জন্য উক্ত যজুর্বেদ-শাখা তৈত্তিরীয় নামে বিখ্যাত হইয়াছে।^৪

* সমাজ্ঞাতঙ্গকারিণা ইত্যপরে পঠান্তি ।

† ত্বয়া তদিনং দ্বিজ ! ইতি বা পাঠঃ ।

‡ জগৃহস্তিত্তিরাভূত্বা ইতি অন্যো পঠান্তি ।

ব্রহ্মহত্যাব্রতং চীর্ণং* গুরুণা চোদিতৈস্তু মৈঃ ।

চরকাধ্বর্য্যবশ্তে তু চরণান্মু নিসত্তম! † ॥ ১৩ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যোহপি মৈত্রেয় ! প্রাণায়াম-পরায়ণঃ ।

তুষ্ঠাব প্রয়তঃ সূর্য্যং যজুং ব্যভিলষংস্ততঃ ॥ ১৪ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ ।

নমঃ সবিত্রে দ্বারায় বিমুক্তেঃ সিতভেজসে ।

ঋগ্‌যজুঃসামভূতায় ত্রয়ীধামবতে নমঃ ॥ ১৫ ॥

নমোহগ্নীষোমভূতায় ‡ জগতঃ কারণানুনে ।

ভাস্করায় পরং তেজঃ সৌম্নম্মুরু বিভ্রতে ॥ ১৬ ॥

কলা-কাষ্ঠা-নিমেবাদি-কাল-জ্ঞানানুনে নমঃ ।

মুনিশ্রেষ্ঠ ! যাঁহার। গুরুর আজ্ঞানুসারে ব্রহ্মহত্যা-জনিত-পাপ-নাশক ব্রত আচরণ করিয়াছিলেন, আচরণ হেতু তাঁহাদের অবলম্বিত শাখা চরকাধ্বর্য্য নামে খ্যাত হইল।^{১*} মৈত্রেয় ! অনন্তর যাজ্ঞবল্ক্যও যজুর্বেদ পাইবার অভিলাষে প্রাণায়ামপূর্ব্বক প্রয়ত হইয়া সূর্য্যের স্তব করিতে লাগিলেন।^{১*}

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন। মুক্তির দ্বারস্বরূপ গুরুভেজাঃ সবিতাকে নমস্কার। ত্রয়ী অর্থাৎ বেদ যাঁহার তেজঃস্বরূপ সেই ঋক্‌যজুঃ ও সামময় সূর্য্যকে নমস্কার।^{১*} যিনি অগ্নীষোমীয় যাগস্বরূপ এবং আতপ বৃষ্টি দ্বারা জগতের কারণস্বরূপ, যিনি নিশাকরের পৃথিবীর সূম্নম নামক পরম তেজ ধারণ করেন, সেই ভাস্করকে নমস্কার।^{১*} যিনি কলা কাষ্ঠা নিমেষ প্রভৃতি কালজ্ঞানের কারণ, যিনি সকলের চিন্তনীয়, যিনি পরম অব্যয় ব্রহ্ম, সেই বিষ্ণুরূপী

* ব্রহ্মহত্যাব্রতং ভীর্ণম্ ইতি কচিৎ পাঠঃ ।

† চক্রধ্বর্য্যবশ্তে তু চরণান্মু নিসত্তমাঃ ইতি বা পাঠঃ ।

‡ নমোহগ্নীষোমভূতায় ইত্যপরে পঠিত্তি ।

ধ্যায় বিষ্ণুরূপায় পরমাক্ষররূপিণে ॥ ১৭ ॥

বিভর্তি যঃ সুরগণান্ আপ্যায়েন্দুং স্বরশ্মিভিঃ ।

সুধামৃতেন চ পিতৃন তস্মৈ তৃপ্তাত্মনে নমঃ* ॥ ১৮ ॥

হিমায়ু ঘর্ষরুকীনাং কর্তা হর্তা চ যঃ প্রভুঃ ।

তস্মৈ ত্রিকালরূপায় নমঃ সূর্যায় বেধসে ॥ ১৯ ॥

যোঃ হন্তি তিমিরাণ্যেকো জগতোহস্য জগৎপতিঃ ।

সত্বধামধরো দেবো† নমস্তস্মৈ বিবস্বতে ॥ ২০ ॥

সৎকর্মযোগ্যো ন জনো নৈবাপঃ শৌচকারণম্ ।

যস্মিন্নুদিতে তস্মৈ নমো দেবায় বেধসে‡ ॥ ২১ ॥

স্পৃষ্টো যদং শুভিলোকঃ ক্রিয়াযোগ্যোহভিজায়তে ।

দিবাকরকে নমস্কার।^১ যিনি স্বরশ্মি দ্বারা চন্দ্রকে পরিবর্তিত করিয়া সুধারূপ অমৃত দ্বারা পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করেন, সেই তৃপ্তিকারী দিবাকরকে নমস্কার।^২ যিনি যথাসময়ে হিম রুকি ও গ্রীষ্ম বিতরণ করেন, যিনি সময় অনুসারে এ সমুদায় সংহার করিয়া থাকেন, ত্রিকালস্বরূপ বিধাতা সেই প্রভু সূর্যকে নমস্কার।^৩ যিনি একাকী এই জগতের তিমিরপুঞ্জ নিরাস করেন, যিনি সত্ব-গুণাশ্রয় ও জগতের অর্ধীশ্বর সেই দেব দিবাকরকে নমস্কার।^৪ যিনি উদিত না হইলে মনুষ্যেরা (দিবাবিহিত) সৎকর্মানুষ্ঠান করিতে পারেন না, জলও শুচিতা-সম্পাদনের কারণ হয় না, সেই সর্ব-বিধায়ক দেব দিবাকরকে নমস্কার।^৫ মানবগণ যাঁহা করিয়া দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া ক্রিয়ানুষ্ঠানের যোগ্য হয়, পবিত্রতার কারণ বিশু-

* মমোৎসাহসোমভূতায় পরাসজ্জিকরায় চ, ইত্যাদ্যকঃ পাঠো বশাকবক্ষিত-পুস্তক এব লভ্যতে ।

† সত্বধামধরো দেব ইতি বা পঠিতব্যম্ ।

‡ নমো দেবায় শাশ্বতে হন্ত বা পাঠ্যম্ ।

পবিত্রতাকারণায় তস্মৈ শুদ্ধাত্মনে নমঃ ॥ ২২ ॥

নমঃ সবিত্রে সূর্য্যায় ভাস্করায় বিবস্বতে ।

আদিত্যায়াদিভূতায় দেবাদীনাং নমো নমঃ ॥ ২৩ ॥

হিরণ্যয়ো রথো যস্য * কেতবোহমৃতধায়িনঃ ।

বহন্তি, ভুবনালোকি-চক্ষুষং† তং নমাম্যহম্ ॥ ২৪ ॥

পরশর উবাচ ।

ইত্যেবমাদিভিস্তেন স্তূয়মানঃ স্তবৈরবিঃ ।

বাজিরূপধরঃ গ্রাহ ত্রিয়তামিতি বাঙ্কিতম্‡ ॥ ২৫ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যস্তদা গ্রাহ প্রণিপত্য দিবাকরম্ ।

যজুংষি তানি মে দেহি যানি সন্তি ন মে গুরৌ ॥ ২৬ ॥

জ্ঞান্না। সেই ভাস্করকে নমস্কার।^{২২} সবিতাকে নমস্কার, সূর্য্যকে নমস্কার, ভাস্করকে নমস্কার, বিবস্বান্কে নমস্কার, দেবগণের আদি আদিত্যকে নমস্কার।^{২৩} যাঁহার চক্ষুঃ সমুদায় ভুবন অবলোকন করিতেছে, যাঁহার রথ হিরণ্যয় অর্থাৎ তোজোময়, যাঁহার অমৃতপায়ী বেদরূপ বাহন সর্বদা ধাবমান হইতেছে, (যাঁহার কিরণ নিরন্তর জগতের রস আকর্ষণ করিতেছে) সেই মার্ত্তণ্ডকে নমস্কার।^{২৪}

পরশর কহিলেন । ভগবান্ রবি, যাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক এইরূপ নানাপ্রকার স্তুতি দ্বারা স্তূয়মান হইয়া বাজিরূপ ধারণপূর্ব্বক কহিলেন, (মহর্ষে! আমি তোমার স্তবে পরিতুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে) অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।^{২৫} তখন যাজ্ঞবল্ক্য সেই দিবাকরকে

* হিরণ্যয়ং রথো যস্য ইতি বা পঠনীয়ম্ ।

† বহন্তি ভুবনালোকে চক্ষুষন্তম্ ইতি বা পঠ্যতাম্ ।

‡ ত্রিয়তামভিবাঙ্কিতম্ ইতি অন্যো পঠন্তি ।

গরাশর উবাচ ।

এবমুক্তো দদৌ তস্মৈ যজুংষি ভগবান্ রবিঃ ।

অযাতযামসংজ্ঞানি যানি বেত্তি ন তদ্গুরুঃ ॥ ২৭ ॥

যজুংষি যৈরধীত্যানি তানি বিপ্রৈর্দ্বিজৌত্তম ! ।

বাজিনস্তে সমাখ্যাতাঃ সূর্য্যশ্বঃ সোহিবদদ্যতঃ ॥ ২৮ ॥

শাখাভেদাস্তু তেযাং বৈ দশ পঞ্চ চ বাজিনাম্ ।

কাণ্ডাদ্যাস্তু মহাভাগ ! যাজ্ঞবল্ক্যপ্রবর্তিতাঃ ॥ ২৯ ॥

ইতি ত্রিবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েংশে বাজিশাখা
নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

নমস্কারপূর্ব্বক কহিলেন, (ভগবান্ !) আমার গুরুও যাহা জ্ঞাত
হইতে পারেন নাই, ঈদৃশ যজুর্বেদ আমাকে দান করণী* ।

গরাশর কহিলেন । ভগবান্ রবি যাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক এইরূপ
প্রার্থিত হইয়া যাহা যাজ্ঞবল্ক্য-গুরু বৈশম্পায়নও জ্ঞাত নহেন
তদৃশ অযাত-যাম-নামক* যজুর্বেদ তাঁহাকে দান করিলেন । ২৭

দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! যে সকল ব্রাহ্মণ এই অযাত-যাম-নামক যজুর্বেদ
অধ্যয়ন করেন, তাঁহারা বাজিরূপ-সূর্য্য-প্রোক্ত সংহিতাধ্যায়িতা
হেতু বাজিশব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন, কারণ এই বেদ দান
করিবার নিমিত্ত] ভগবান্ প্রভাকর স্বয়ং বাজিরূপ ধারণ কুরিয়া-
ছিলেন । ২৮ মহাভাগ ! এই বাজি-প্রোক্ত যজুর্বেদের কাণ্ডপ্রভৃতি
ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চদশ শাখা আছে । এই সমুদায় শাখা মহর্ষি যাজ্ঞ-
বল্ক্য হইতেই প্রবর্তিত হইয়াছে । ২৯

বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয় অংশ বাজি-শাখা-প্রবর্তন-
নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ।

* যাহা জ্ঞান্য কেহ অভ্যাস কবে নাই, তাহার নাম অযাতযাম ॥ ২৭ ॥

বিষ্ণুপুরাণম্ ।

তৃতীয়াংশঃ ।

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।



পরশর উবাচ ।

সামবেদ-তরোঃ শাখাঃ ব্যাসশিষ্যঃ সজৈমিনিঃ ।

ক্রমেণ যেন মৈত্রেয় ! বিভেদ শৃণু তন্মম ॥ ১ ॥

স্বমন্তস্তস্য পুত্রোহভূৎ সুকর্মায়াপ্যভূৎ সূতঃ ।

অধীতবন্তাবেকৈকাং সংহিতাং তৌ মহামুনি ॥ ২ ॥

সাহস্রং সংহিতাভেদং সুকর্মা তৎসুতস্ততঃ ।

চকর তঞ্চ তৎচ্ছিব্যৌ জগৃহাতে মহামতী ॥ ৩ ॥

হিরণ্যনাভঃ কৌশল্যঃ পৌষ্পিঞ্জিঞ্চ দ্বিজোত্তম ! * ।

পরশর কহিলেন । মৈত্রেয় ! ব্যাসশিষ্য জৈমিনি যে প্রকারে সামবেদরূপ ব্রহ্মের শাখা বিভাগ করিয়াছেন, তাহা (বলিতেছি) শ্রবণ কর ।^১ জৈমিনির স্বমন্ত নামে এক পুত্র ও সুকর্মা নামে এক পৌত্র ছিলেন । মহামুনি এই দুই জনকে সামবেদের এক এক শাখা অধ্যয়ন করাইলেন ।^২ স্বমন্তপুত্র সুকর্মা যে সামবেদ-সংহিতা অধ্যয়ন করেন, তাহা ক্রমশঃ সহস্র শাখায় বিভক্ত হইয়াছে । ঐ সুকর্মা প্রথমতঃ উত্তম বুদ্ধিমান্ দুই জন ছাত্র গ্রহণ করিলেন ।^৩ এই দুই জন ছাত্রের নাম কৌশল্য হিরণ্যনাভ

* পৌষ্পিঞ্জিঞ্চ দ্বিজোত্তম ইতি বণাকরক্ষিতপুস্তকস্য ৷ৱাঠেঃ ।

উদীচ্য-সামগাঃ শিষ্যাস্তেভ্যঃ পঞ্চদশ সূতাঃ ॥ ৪ ॥
 হিরণ্যনাভাংতারতাঃ সংহিতা যৈদ্বিজৌত্তমৈঃ ।
 গৃহীতাস্তেহপি চোচ্যন্তে পণ্ডিতৈঃ প্রাচ্যসামগাঃ ॥ ৫ ॥
 লোকাক্ষিঃ কুথুমিশৈব কুসীদিল্লাজলিস্তথা * ।
 পৌষ্পিঞ্জিশিষ্যাস্তেদৈঃ সংহিতা বহুলীকৃতাঃ ॥ ৬ ॥
 হিরণ্যনাভশিষ্যশ্চ চতুর্বিংশতিসংহিতাঃ ।
 প্রোবাচ কৃতিনামাসৌ শিষ্যেভ্যঃ স মহামতিঃ ॥ ৭ ॥
 তৈশ্চাপি সামবেদোহসৌ শাখাভিবহুলীকৃতঃ ॥ ৮ ॥
 অথর্কীগামথো বক্ষ্যে সংহিতানাং সমুচ্চয়ম্ ।
 অথর্কবেদং স মুনিঃ স্তমন্তুরমিতদ্যুতিঃ ॥ ৯ ॥

ও পৌষ্পিঞ্জি । দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! হিরণ্যনাভের পঞ্চদশসংখ্য শিষ্য ছিলেন । এই পঞ্চদশ শিষ্য হইতে পঞ্চদশ সংহিতা হইয়াছে । ইহারা উদীচ্য সামগ নামে বিখ্যাত ।^৪ এইরূপ ঐ হিরণ্যনাভের অপর পঞ্চদশ শিষ্য ছিলেন । ঐ শিষ্যেরাও পঞ্চদশ সংহিতা গ্রহণ করেন । পণ্ডিতেরা এই পঞ্চদশ শিষ্যকে প্রাচ্য সামগ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন ।^৫

লোকাক্ষি, কুথুমি, কুসীদি ও লাজলি, ইহারা পৌষ্পিঞ্জির শিষ্য । ইহাদের হইতে ভিন্ন ভিন্ন সংহিতা হইয়াছে এবং ইহাদের শিষ্যেরা বহুসংখ্য সংহিতা করিয়াছেন ।^৬ কৃতি নামে হিরণ্যনাভের এক জন মহাবুদ্ধিমান শিষ্য ছিলেন । তিনি চতুর্বিংশতি শিষ্যকে চতুর্বিংশতি সংহিতা বলেন ।^৭ কৃতির এই সকল শিষ্য হইতেও সামবেদের অনেক শাখার বিস্তার হয় ।^৮

এক্ষণে অথর্কবেদের শাখা সকল ব্যক্ত করি ।^৯ অসীম-দীপ্তি-

শিষ্যমধ্যাপয়ামাস কবন্ধং সৌহৃপি তদ্ দ্বিধা ।
 কৃত্বাতু দেবদর্শায় তথা পথ্যায় দত্তবান্ ॥ ১০ ॥
 দেবদর্শস্য শিষ্যাস্তু মৌদো ব্রহ্মবলিস্তথা ।
 শৌক্তায়নিঃ * পিপ্পলাদস্তথান্যে মুনিসত্তম ! ॥ ১১ ॥
 পথ্যস্যাপি ত্রয়ঃ শিষ্যাঃ কৃত্বা বৈদ্বিজ ! সংহিতাঃ ।
 জাজলিঃ কুমুদাদিশ্চ তৃতীয়ঃ শৌনকো দ্বিজঃ ॥ ১২ ॥
 শৌনকস্ত দ্বিধা কৃত্বা দদাবেকাস্তু বভ্রবে ।
 দ্বিতীয়াং সংহিতাং প্রাদাৎ সৈন্ধবায়নসংজ্ঞিনে † ॥ ১৩ ॥
 সৈন্ধবা মুঞ্জকেশাশ্চ ভিন্না বেদা দ্বিধা পুনঃ ।
 নক্ষত্রকম্পো বেদানাং সংহিতানাং তথৈব চ ॥ ১৪ ॥
 চতুর্থঃ স্যাদাদ্ভিরমঃ শান্তিকম্পাশ্চ পঞ্চমঃ ।

শালী মহর্ষি সুমন্ত, কবন্ধনামক শিষ্যকে অথর্কবেদ অধ্যয়ন করাই-
 লেন। কবন্ধও অথর্কবেদকে দুই ভাগ করিয়া দেবদর্শ ও পথ্য
 নামক দুই জন শিষ্যকে দিলেন।^{১০} মৌদা, ব্রহ্মবলি, শৌক্তায়নি
 ও পিপ্পলাদ, ইঁহারা দেবদর্শের শিষ্য হন।^{১১} পথ্যের তিনটি
 শিষ্য—জাজলি, কুমুদাদি ও শৌনক। পথ্য এই তিন শিষ্যকে
 পৃথক্ পৃথক্ সংহিতাত্রয় দান করেন।^{১২} শৌনক আপনার অধীত
 সংহিতা দুই ভাগ করিয়া একটি শাখা বক্রকে ও একটি শাখা
 সৈন্ধবায়নকে অধ্যয়ন করাইলেন।^{১৩} সৈন্ধব অর্থাৎ সৈন্ধবায়ন-
 শিষ্য, মুঞ্জকেশ অর্থাৎ বক্রর শিষ্য, ইঁহারা স্ব স্ব সংহিতা দুই দুই
 শাখায় বিভক্ত করিলেন। নক্ষত্রকম্প, বেদকম্প, সংহিতা-

* শৌক্তায়নিরিত্তি কেচিৎ পঠন্তি।

† সৌধবায়নসংজ্ঞিনে ইতি বা পাঠঃ

শ্রেষ্ঠাস্তু থর্কর্ণানমেতে সংহিতানাং বিকল্পকাঃ ॥ ১৫ ॥
 আখ্যানৈশ্চাপুণ্যখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পশুদ্ধিভিঃ ।
 পুরাণসংহিতাং চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ ॥ ১৬ ॥
 প্রখ্যাতো ব্যাসশিষ্যোহভূৎ সূতো বৈ রোমহর্ষণঃ ।
 পুরাণসংহিতাং তস্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ ॥ ১৭ ॥
 স্মৃতিশ্চাশ্বিনবর্চশ্চ মিত্রয়ুঃ শাংশপায়নঃ * ।

কল্পে, * আঞ্জিরসকল্প ও শাস্তিকল্প, † এই পাঁচ অংশ, সংহিতা-
 সমুদায়ের বিকল্পক ও অথর্কবেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ।^{১৫}

অনন্তর পুরাণার্থ-বিশারদ ভগবান্ বেদব্যাস, আখ্যান, উপা-
 খ্যান, গাথা ও কল্পশুদ্ধির ‡ সংহিত পুরাণসংহিতা প্রণয়ন করি-
 লেন ।^{১৬} বেদব্যাসের অপর এক জন শিষ্য ছিলেন। তিনি
 সূতজাতীয় § ও রোমহর্ষণ নামে বিখ্যাত । ॥ মহামুনি ব্যাস তাঁহাকে
 পুরাণসংহিতা অধ্যয়ন করাইলেন ।^{১৭} লোমহর্ষণের ছয় জন শিষ্য
 ছিলেন । তাঁহাদের নাম—স্মৃতি, অশ্বিনবর্চা, মিত্রয়ু, শাংশ-
 -

* শাংশপায়ন ইত্যপি পাঠঃ ।

† মক্ষত্রকল্পে মক্ষত্রপূজার বিধি আছে । বেদকল্পে বৈতালিক ব্রহ্ম প্রভৃতি
 বিবরণ রহিয়াছে । সংহিতাকল্পে সংহিতার বিবরণ আছে । আঞ্জিবসকল্পে
 অভিচার বিধি নিবদ্ধ বহিয়াছে । শাস্তিকল্পে অশ্বগজাদির অষ্টাদশ মহাশাঙা
 বিধি আছে ॥ ১৫ ॥

‡ আখ্যান অর্থাৎ প্রবন্ধ বর্ণনীয় বাজাদির চরিত । উপাখ্যান অর্থাৎ প্রসঙ্গ-
 ভ্রমে উপস্থিত ব্যক্তিবিশেষের বিবরণ । গাথা অর্থাৎ যমগীতা পিতৃগীতা পৃথী-
 গীতা প্রভৃতি । কল্পশুদ্ধি অর্থাৎ বারাহাদি কল্পনির্গম ॥ ১৬ ॥

§ বায়ুপুরাণে সূতজাতির উৎপত্তিবিবরণ কথিত হইয়াছে যে, বেণপুত্র পৃথ-
 রাজার সন্তে উপ্তের আহবনীয় যুতের সহিত বৃহস্পতির যুত মিলিত হইয়া বৎসপুত্র
 সূতজাতির উৎপত্তি হয় । মহর্ষি যাস্তবল্য বলেন যে, ব্রাহ্মণের গর্ভে ক্ষত্রিয়ের
 গুণসে সূতজাতির উৎপত্তি হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

॥ যিনি মধুবচনবিন্যাস দ্বারা স্রোত্বর্গের লোমহর্ষণ অর্থাৎ লোমাপ কবির
 দিতেন, তাঁহার যৌগিক নাম লোমহর্ষণ ॥ ১৭ ॥

অকৃতব্রণোহথ সাবর্ণিঃ ষট্ শিষ্যাস্তস্য চাভবন্ ॥ ১৮ ॥

কাশ্যপঃ সংহিতাকর্তা সাবর্ণিঃ শাংশপায়নঃ ।

রোমহর্ষণিকা চান্যা তিসূণাং মূলসংহিতা ॥ ১৯ ॥

চতুর্থেয়েনাপ্যেতেন সংহিতানামিদং মুনে ! ॥ ২০ ॥

আদ্যং সৰ্ব্বপুরাণানাং পুরাণং ব্রাহ্মমুচ্যতে ।

অষ্টাদশ পুরাণানি পুরাণজ্ঞাঃ প্রচক্ষতে ॥ ২১ ॥

ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভাগবতং তথা ।

অথান্যং নারদীয়ঞ্চ মার্কণ্ডেয়ঞ্চ সপ্তমম্ ।

আগ্নেয়মষ্টমঞ্চৈব ভবিষ্যং নবমং তথা ॥ ২২ ॥

দশমং ব্রহ্মবৈবর্তং লৈঙ্গমেকাদশং স্মৃতম্ ।

বারাহং দ্বাদশঞ্চৈব স্কান্দঞ্চাত্র ত্রয়োদশম্ ॥ ২৩ ॥

পায়ন, অকৃতব্রণ ও সাবর্ণি ।^{১৮} কাশ্যপ অর্থাৎ অকৃতব্রণ, সাবর্ণি ও শাংশপায়ন, ইঁহারা রোমহর্ষণ হইতে প্রাপ্ত মূল সংহিতা অবলম্বন করিয়া প্রত্যেকে এক এক খানি পুরাণসংহিতা প্রণয়ন করেন ।^{১৯} মুনে ! ঐ চারি সংহিতার সারোদ্ধার করিয়া আমি এই বিষ্ণুপুরাণসংহিতা প্রণয়ন করিয়াছি ।^{২০}

কথিত আছে, ব্রাহ্মপুরাণ সমুদায় পুরাণের আদি । পুরাণ-বিৎ ব্যক্তিরা বলেন, পুরাণ সমুদায়ে অষ্টাদশসংখ্য ।^{২১} তন্মধ্যে প্রথম ব্রাহ্মপুরাণ, দ্বিতীয় পাদ্মপুরাণ, তৃতীয় বৈষ্ণবপুরাণ বা বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থ শৈবপুরাণ বা শিবপুরাণ, পঞ্চম ভাগবত পুরাণ, ষষ্ঠ নারদীয় পুরাণ, সপ্তম মার্কণ্ডেয় পুরাণ, অষ্টম আগ্নেয় পুরাণ বা অগ্নিপুরাণ, নবম ভবিষ্য পুরাণ,^{২২} দশম ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, একাদশ লৈঙ্গপুরাণ বা লিঙ্গপুরাণ, দ্বাদশ বারাহ পুরাণ বা বরাহ পুরাণ, ত্রয়োদশ স্কান্দ পুরাণ বা স্কন্দপুরাণ,^{২৩} চতুর্দশ বামন

চতুর্দশং বামনঞ্চ কৌর্ম্মং পঞ্চদশং স্মৃতম্ ।
 মাৎস্রঞ্চ গারুড়ৈশ্চৈব ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ ততঃ পরম্ ॥ ২৪ ॥
 সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ * বংশো মন্বন্তরাণি চ ।
 সর্বেষেতেষু কথ্যন্তে বংশানুচরিতঞ্চ যৎ ॥ ২৫ ॥
 যদেতৎ তব মৈত্রেয় ! পুরাণং কথ্যতে ময়া ।
 এতদ্বৈষ্ণবসংজ্ঞং বৈ পাদ্মস্য সমনন্তরম্ ॥ ২৬ ॥
 সর্গে চ প্রতিসর্গে চ বংশমন্বন্তরাদিষু ।
 কথ্যতে ভগবান্ বিষ্ণুরশেষেষেব সত্তম ! ॥ ২৭ ॥
 অঙ্গানি চতুরো বেদা মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ ।
 পুরাণং ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যা হ্যেতান্চতুর্দশ ॥ ২৮ ॥
 আয়ুর্বেদো ধনুর্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চৈব তে ত্রয়ঃ ।

পুরাণ, পঞ্চদশ কৌর্ম্ম পুরাণ বা কূর্ম্মপুরাণ, ষোড়শ মাৎস্যপুরাণ
 বা মৎস্যপুরাণ, সপ্তদশ গারুড় পুরাণ বা গরুড়পুরাণ, অষ্টাদশ-
 ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ।^{২৪}

এই সমুদায় পুরাণেই সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ মন্বন্তর ও বংশানু-
 চরিত, এই পঞ্চ বিষয় কথিত হইয়াছে ।^{২৫} মৈত্রেয়! এই
 আমি তোমার নিকট যে পুরাণ কীর্ত্তন করিতেছি, ইহার নাম
 বিষ্ণুপুরাণ । এই পদ্মপুরাণের পরেই প্রণীত হইয়াছে ।^{২৬} সাধো !
 এই বিষ্ণুপুরাণে সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ ও মন্বন্তর প্রভৃতি বর্ণনেন-
 সমুদায় অংশেই ভগবান্ বিষ্ণুর মাহাত্ম্য আছে ।^{২৭} চারি বেদ,
 ছয় বেদাঙ্গ, † মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র, বিদ্যা এই
 চতুর্দশ প্রকার ।^{২৮} আয়ুর্বেদ অর্থাৎ চিকিৎসাশাস্ত্র, ধনুর্বেদ

* সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ ইতি পাঠান্তরম্ ।

† শিখা, বরু, ব্যাকবণ, নিকুঞ্জ, জ্যোতিষোত্তর ও ছন্দঃ । বেদাঙ্গ এই ছয়প্রকার ।

অর্থশাস্ত্রং চতুর্থন্তু বিদ্যা হ্যষ্টাদশৈব তাঃ ॥ ২৯ ॥

ভ্বেয়া ব্রহ্মর্ষয়ঃ পূর্বং তেভ্যো দেবর্ষয়ঃ পুনঃ ।

রাজর্ষয়ঃ পুনস্তেভ্য ঋষিশ্রকৃতয়স্তয়ঃ ॥ ৩০ ॥

ইতি শাখাঃ প্রসজ্জ্যাতা শাখাভেদান্তথৈব চ ।

কর্তারশৈব শাখানাং ভেদহেতুস্তথোদিতঃ ॥ ৩১ ॥

সর্বমবন্তরেষুব শাখাভেদাঃ সমাঃ স্মৃতাঃ ।

প্রাজাপত্যা ঋতিনির্নিতা তদ্বিকম্পাস্ত্রিমে দ্বিজ ! ॥ ৩২ ॥

এতৎ তবোদিতং সর্বং যৎ পৃষ্ঠোহহমিহ ত্বয়া ।

মৈত্রেয় ! বেদসম্বন্ধং কিমন্যৎ কথয়ামি তে ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েহংশে শাখা-

ভেদো নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

অর্থাৎ যুদ্ধবিদ্যা, গন্ধর্ববেদ অর্থাৎ সঙ্গীতবিদ্যা, অর্থশাস্ত্র অর্থাৎ নীতিশাস্ত্র, এই বিদ্যাচতুর্কয় লইয়া অষ্টাদশ বিদ্যা হয়।^{২৯} ঋষি তিনপ্রকার ; প্রথম ব্রহ্মর্ষি, দ্বিতীয় দেবর্ষি, তৃতীয় রাজর্ষি।^{৩০}

এই তোমার নিকট বেদের শাখা, সম্ভা, শাখাভেদ, শাখা-কর্তা ও শাখাভেদের কারণ বর্ণন করিলাম।^{৩১} সমুদায় মন্বন্তরেই এই প্রকার বেদের শাখাভেদ হইয়া থাকে। প্রাজাপত্যা ঋতি অর্থাৎ কম্পের প্রারম্ভে ব্রহ্মা যে বেদ ব্যক্ত করেন, তাহা নিত্য।^{৩২} এই সমুদায় শাখাদিভেদ তাহার বিকম্পমাত্র অর্থাৎ কোন্ ঋতি কোন্ সম্ভাদায়ের কোন্ সময়ে যে অবলম্বনীয় হইবে, তন্নিরূপণই শাখাভেদের কারণ হইয়াছে।^{৩৩} মৈত্রেয় ! তুমি বেদসম্বন্ধে আমার নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে তৎসমুদায় কহিলাম, এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে বাসনা কর, বল।^{৩৪}

বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয় অংশ ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ।

বিষ্ণুপুরাণম্ ।

তৃতীয়াংশঃ ।

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।



মৈত্রেয় উবাচ ।

যথাবৎ কথিতং সৰ্ব্বং যৎ পৃষ্ঠোহসি ময়া দ্বিজ ! ।

শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং ত্বেকং তদ্ভবান্ প্রব্রবীতু মে ॥ ১ ॥

সপ্ত দ্বীপানি পাতালবীথ্যশ্চ * স্মমহামুনে ! ।

সপ্ত লোকা যেন্তরস্থা † ব্রহ্মাণ্ডমাশ্রিত্য সৰ্ব্বতঃ ॥ ২ ॥

স্থূলৈঃ সূক্ষ্মৈস্তথা সূক্ষ্মাং সূক্ষ্মৈঃ সূক্ষ্মতরৈস্তথা ।

স্থূলৈঃ স্থূলতরৈশ্চৈতৎ সৰ্ব্বং প্রাণিভিরাবৃতম্ ॥ ৩ ॥

অক্ষুলম্যাবৃতভাগোহপি ন সৌস্থি মুনিসত্তম ! ।

ন সন্তি প্রাণিনো যত্র কৰ্ম্মবন্ধনিবন্ধনাঃ ॥ ৪ ॥

মৈত্রেয় কহিলেন । ব্রহ্মন্ ! আমি আপনকার নিকট যাহা
যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, আপনি তৎসমুদায় যথাযথ বলিয়াছেন ।
একগুণে আমি একটি বিষয় জানিতে ইচ্ছা করি, আপনি অনু-
গ্রহ করিয়া বলুন ।^১ মহর্ষে ! সপ্তদ্বীপ, পাতাল, বীথি, স্বর্গাদি
সপ্তলোক প্রভৃতি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত সমুদায় স্থানই^২ অঙ্গমূক্ষ,
সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মানুসূক্ষ, স্থূল ও স্থূলতর প্রাণিগণ কর্তৃক সমাবৃত
রহিয়াছে ।^৩ মুনিশ্রেষ্ঠ ! যেখানে প্রাণিগণ স্ব স্ব অদৃষ্টের ফল-
ভোগের নিমিত্ত বিচরণ না করে ঐহিক যবোদরমাত্র স্থানও

* পাতালবীথ্যশ্চ ইতি কচিৎ পাঠঃ ।

† সপ্তলোকাশ্চ যেন্তরস্থা ইতি অন্যে পঠন্তি ।

সৰ্বৈ চৈতে বশং যান্তি যমস্য ভগবন্! কিল ।
 আয়ুষৌহন্তে ততো যান্তি যাতনাস্তৎপ্রচোদিতাঃ ॥ ৫ ॥
 যাতনাভ্যঃ পরিত্রক্টা দেবাদ্যাশ্বথ যোনিষু * ।
 জন্তবঃ পরিবর্তন্তে শাস্ত্রাণামেষ নির্ণয়ঃ ॥ ৬ ॥
 সৌহৃদমিচ্ছামি তৎ শ্রোতুং যমস্য বশবর্তিনঃ ।
 ন ভবন্তি নরা যেন তৎ কৰ্ম্ম কথয়ামলম্ ॥ ৭ ॥

পরশর উবাচ ।

অয়মেব মুনে ! প্রশ্নো নকুলেন মহাত্মনা ।
 পৃষ্ঠঃ পিতামহঃ গ্রাহ ভীষ্মো যৎ তৎ শৃণুযু মে ॥ ৮ ॥
 ভীষ্ম উবাচ ।

পুরা সমাগতো বৎস ! সখা কালিঙ্গকো দ্বিজঃ ।
 দ মামুবাচ পৃষ্ঠো বৈ ময়া জাতিস্মরো মুনিঃ ॥ ৯ ॥

কোথাও নাই ।^৪ ভগবন্! আয়ুঃশেষ হইলে এই সমুদায় প্রাণীই যমের অধীন হয়, পরে যমের আজ্ঞানুসারে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে ।^৫ পরে যখন তাহাদের পাপভোগ শেষ হয়, তখন তাহারা দেব মনুষ্য প্রভৃতি রূপে জন্ম পরিগ্রহ করে । শাস্ত্রে এই রূপই নিরূপিত আছে ।^৬ অতএব কিরূপ নির্মল কৰ্ম্ম করিলে মনুষ্যাগগকে যমের বশতাপন্ন হইতে না হয়, আশ্বনি (অনুগ্রহ করিয়া) বলুন, আমার শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হইয়াছে ।^৭

পরশর কহিলেন । মুনে ! মহাত্মা নকুল, পিতামহ ভীষ্মের নিকট এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন । তাহাতে ভীষ্ম যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর ।^৮

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! কালিঙ্গদেশীয় কোন ব্রাহ্মণ আমার

তেনাখ্যাতমিদন্ধেদম্ ইথৈধ্বতন্তুবিষ্যতি ।

তথাচ তদভূৎস ! যথোক্তং তেন ধীমতা ॥ ১০ ॥

স পৃষ্ঠশ্চ ময়া ভূয়ঃ শ্রদ্ধাধানবতা দ্বিজঃ ।

যদ্যদাহ ন তদ্যুৎ অন্যথা হি ময়া কৃচিৎ ॥ ১১ ॥

একদা তু ময়া পৃষ্ঠং যদেতদ্ভবতোদিতম্ ।

প্রাহ কালিঙ্গকো বিপ্রঃ স্মৃত্বা তস্য মুনের্বচঃ ॥ ১২ ॥

জাতিস্মরেণ কথিতো রহস্যঃ পরমো যম ।

যমকিঙ্করয়োহভূৎ সংবাদস্তং ব্রবীমি তে ॥ ১৩ ॥

কালিঙ্গ উবাচ ।

স্বপুরুষমভিবীক্ষ্য * পাশহস্তং

বদতি যমঃ কিল তস্য কৰ্ণমূলে । ;

সখা ! হলেন। একদা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি আমাকে কহিয়াছিলেন যে, আমি কোন জাতিস্মর মুনিকে জিজ্ঞাসা করিতে ^১ তিনি কহিলেন, ইহা বর্তমানে এইরূপ আছে, ভবিষ্যৎকালে এইরূপ হইবে। ফলতঃ সেই জ্ঞানী ব্যক্তি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই হইল। ^২ দ্বিজ ! আমি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া পুনর্বার জাতিস্মরতা বিষয়ে তাঁহাকে কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কোন অংশ অন্যথা হইতে দেখি নাই। ^৩ এক্ষণে তুমি যে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, একদা আমি ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিতে কালিঙ্গক ব্রাহ্মণ সেই মুনির বাক্য স্মরণ করিয়া কহিলেন। ^৪ একদা যম ও যমকিঙ্করের পরস্পর যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা অত্যন্ত গোপনীয়। সেই বিদ্য জাতিস্মর ব্রাহ্মণ আমাকে বলিয়াছিলেন। এক্ষণে আমি তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ^৫

পরিহর মধুসূদনপ্রপন্নান্

প্রভুরহমন্‌নৃণাং ন বৈষ্ণবানাম্ ॥ ১৪ ॥

অহমমরগণার্চিতেন ধাত্ৰা

যম ইতি লোকহিতাহিতে নিযুক্তঃ ।

হরিগুরুবশগোহস্মি ন স্বতন্ত্রঃ

প্রভবতি সংযমেন মমাপি বিষ্ণুঃ ॥ ১৫ ॥

কটক-মুকুট-কর্ণিকাভিভেদৈঃ

কনকমভেদমপীষাতে যথৈকম্ ।

‘সুর-পশু-মনুজাদি-কম্পনাভিঃ

হরিরখিলাভিরুদীৰ্য্যতে তথৈকঃ ॥ ১৬ ॥

ক্ষিতিজলপরমাণবোহনিলান্তে

পুনরপি যান্তি যথৈকতাং ধরিত্র্যা ।

কালিঙ্গ কহিলেন। যম পাশহস্ত স্বীয় দূতকে সমীপস্থ দেখিয়া তাহার কর্ণমূলে কহিলেন, মধুসূদনের শরণাপন্ন ব্যক্তিকে কখনই আনয়ন করিও না, কারণ আমি সমুদায় প্রেতের প্রভু, কিন্তু বৈষ্ণব প্রেতের প্রভু নহি।^{১৪} অমরগণ কর্তৃক পূজিত বিধাতা লোকের পাপ-পুণ্য-বিচারের জন্য ‘যম’ এই নাম দিয়া আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। হরিই আমার গুরু, আমি স্বাধীন নহি, কারণ হরি আমারও দণ্ড বিধান করিতে পারেন।^{১৫} স্ববর্ণ যেমন এক-রূপ হইয়াও বলয় মুকুট কর্ণভূষণ প্রভৃতি অলঙ্কারভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, তাহার ন্যায়, একমাত্র হরি দেব মনুষ্য পশু প্রভৃতি সমুদায় কম্পিত রূপভেদে নানারূপ প্রতীয়মান হন।^{১৬} বায়ুর ধ্বংসসময়ে পৃথিবীর সহিত পার্থিব পরমাণু ও জলীয় পরমাণু যেমন তাহাতে লীন হয়, তাহার ন্যায়, গুণকোভ

সুরপশুম্নজাদয়স্তথান্তে

গুণকল্পেষণ সনাতনেন তেন ॥ ১৭ ॥

হরিমমরগণার্চিতাজ্জি পদ্মং

প্রণমতি যঃ পরমার্থতো হি মর্ত্যঃ ।

তমপগতসমস্তপাপবন্ধং

ব্রজ পরিহৃত্য যথাগ্নিমাজ্যসিক্তম্ ॥ ১৮ ॥

ইতি যমবচনং নিশম্য পাশী

যমপুরুষস্তমুবাচ ধর্মরাজম্ ।

কথয় মম বিভো ! সমস্তধাতু-

র্ভবতি হরেঃ খলু যাদৃশোহস্য ভক্তঃ ॥ ১৯ ॥

যম উবাচ ।

ন চলতি নিজবর্ণধর্মতো যঃ

সমমতিরাত্মসুহৃদ্বিপক্ষপক্ষে ।

ন হরতি ন চ হন্তি কিঞ্চিদুদৈঃ

সিতমনসং তবৈহি বিষ্ণুভক্তম্ ॥ ২০ ॥

দ্বারা উৎপন্ন দেব মনুষ্য পশু প্রভৃতি, গুণকোভ-নিরুত্তি-কালে সনাতন বিষ্ণুতেই বিলীন হইয়া থাকে।^{১৭} দেবগণ যাঁহার পাদপদ্ম পূজা করিয়া থাকেন, সেই হরিকে যিনি ভক্তিপূর্বক নমস্কার করেন, তাঁহার কোন পাপই থাকে না। অতএব ঈদৃশ পুণ্য-আকে স্মৃতিভিষিক্ত হতাশনের ন্যায় পরিত্যাগ করিবে।^{১৮} পাশ-হস্ত যমকিন্ধর ধর্মরাজ যমের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, বিভো ! কিরূপে কিরূপ ব্যক্তিকে, নিখিল বিধাতা হরির ভক্ত বলিয়া জানিতে পারিব? ^{১৯}

যম কহিলেন । যিনি নিজ বর্ণের নির্দিষ্ট ধর্ম হইতে বি-

কলিকলুষমলেন যস্য নাভ্যা।

বির্মলমভেমলিনীকৃতোহস্তমোহে * ।

মনসি ক্লতজনাদর্শনং মনুষ্যাং

সততমবৈহি হরেরতীব ভক্তম্ ॥ ২১ ॥

কনকমপি রহস্যবেক্ষ্য বুদ্ধ্যা।

তৃণমিব যঃ সমবৈতি বৈ পরম্বহু ।

ভবতি চ ভগবত্যনন্যচেতাঃ

পুরুষবরং তমবৈহি বিষ্ণুভক্তম্ ॥ ২২ ॥

স্ফটিকগিরিশিলামলঃ ক্ব বিষ্ণু-

র্মনসি নৃণাং ক্ব চ মৎসরাদিদোষঃ ।

ন হি তুহিনময়ুখরশ্মিপুঞ্জো

ভবতি হ্রতাশনদীপ্তিজঃ প্রতাপঃ ॥ ২৩ ॥

লিত না হন, যিনি নিজের প্রতি, স্নহদর্শনের প্রতি ও বিপক্ষ
পক্ষের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখেন, যিনি কাহারো কিছু হরণ করেন
না, কোন জীব হিংসা করেন না, যাঁহার অন্তঃকরণ রাগাদিশূন্য ও
সাতিশয় বিশুদ্ধ, তাঁহাকেই বিষ্ণুভক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে।^{১০}
যাঁহার নির্মল অন্তঃকরণ কলিকলুষ দ্বারা মলিন না হয়, যিনি
মোহশূন্য মনে সর্বদা জনাদর্শনকে ধারণ করেন, তাঁহাকেই হরির
পরম ভক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে।^{১১} যিনি নির্জনে পরম্ব
স্বৰ্ণ দেখিয়াও তৃণবৎ জ্ঞান করেন, যিনি অনন্যচেতা হইয়া ভগ-
বানের চিন্তা করেন, সেই পুরুষশ্রেষ্ঠকে বিষ্ণুভক্ত বলিয়া বিবে-
চনা করিবে।^{১২} স্ফটিক গিরির ন্যায় নির্মল অর্থাৎ দোষ-স্পর্শ-
শূন্য বিষ্ণু ও মনুষ্যের মাৎস্যাদি দোষ, এ উভয়ের অনেক

বিমলমতিবিমৎসরঃ প্রশান্তঃ

শুচিচরিতোহখিলসত্ত্বমিত্রভূতঃ * ।

প্রিয়হিতবচনোহস্তমানমায়ো

বসতি সদা হৃদি তস্য বাসুদেবঃ ॥ ২৪ ॥

বসতি হৃদি সনাতনে চ তস্মিন্

ভবতি পুমান্ জগতোহস্থ সৌম্যরূপঃ ।

ক্ষিতিরসমতিরম্যমান্বনোহন্তঃ

কথয়তি চারুতয়েব শালপোতঃ ॥ ২৫ ॥

যমনিয়মবিধূতকল্মবাণাম

অনুদিনমচ্যুতসন্তুমানসানাম্ ।

অপগতমদমানমৎসরাণাং

ব্রজ ভট ! দূরতরেণ মানবানাম্ ॥ ২৬ ॥

অন্তর । হিমাংশু-কিরণ-সমূহে কখন অগ্নির উষ্ণতা থাকিতে পারে না । ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মাৎসর্য্যযুক্ত মনে কখনই হরি অবস্থান করেন না, সুতরাং মৎসরী ব্যক্তিকে বিধূতক্ত বলা যায় না ।^{২০} যে ব্যক্তি নির্মলচিত্ত, মাৎসর্য্যরহিত, প্রশান্ত, বিশুদ্ধচরিত, নিখিল প্রাণীর মিত্রস্বরূপ, প্রিয়বাদী ও হিতবাদী, যাঁহার অভিমান ও মায়া নাই, তাঁহার অন্তঃকরণেই বাসুদেব বাস করেন ।^{২১} সেই সনাতন বিষ্ণু হৃদয়ে বাস করিলে মনুষ্য সকলের নিকটেই সৌম্যমূর্ত্তি হয় । দেখ, রমণীয় শালবৃক্ষের চারা দেখিলেই লোকে বুঝিতে পারে যে, ইহার অভ্যন্তরে রমণীয় পার্থিব রস আছে ।^{২২} দূত ! যম ও নিয়ম দ্বারা যাঁহাদের পাপ-রাশি ধ্বংস হইয়াছে, যাঁহাদের অন্তঃকরণ নিরস্তুর অচ্যুতেই

* শুচিচরিতোহখিলসত্ত্বমিত্রভূতঃ ইতি বা পঠনীয়ম্ ।

হৃদি যদি ভগবান্নাদিরাস্তে
 হরিরগিশাঙ্গদাধরোহব্যয়ান্না *
 তদযমযবিষাতকর্তৃভিন্নং
 ভবতি কথং সতি চাক্ষকারমর্কে ॥ ২৭ ॥
 হরতি পরধনং নিহন্তি জন্তুন্
 বদতি তথানৃতনিষ্ঠুরাণি যশ্চ ।
 অশুভজনিতদূর্মদস্য পুংসঃ
 কলুষমতেহৃদি তস্য নাস্ত্যনন্তঃ ॥ ২৮ ॥
 ন সহতি পরমস্পদং বিনিন্দাং
 কলুষমতিঃ কুরুতে সতামসাধুঃ ।
 ন যজতি ন দদাতি যশ্চ সন্তং †

আসক্ত থাকে, যাঁহাদের অভিমান অহঙ্কার ও মাৎসর্য্য নাই, ঐদৃশ
 মনুষ্যের নিকটেও যাইও না।^{১৬} শঙ্খ-খড়্গ-গদাধারী অব্যয়
 অনাদি ভগবান্ন হরি যদি হৃদয়ে অবস্থান করেন, তাহা হইলে
 অশেষ-পাপ-নাশক সেই ভগবান্নই মনুদায় পাপ ধ্বংস করেন,
 কারণ সূর্য্যে কখন অন্ধকার থাকিতে পারে না।^{১৭}

যিনি পরধন হরণ করেন, যিনি জীবহিংসায় প্রবৃত্ত হন, যিনি
 মিথ্যা কথা কহেন, যিনি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করেন, যাঁহার মন
 নির্মল নহে, অশুভ কার্য্যে যাঁহার মন আসক্ত হইয়াছে, ঐদৃশ
 ব্যক্তির হৃদয়ে অনন্ত বাস করেন না।^{১৮} যিনি পরের সম্পদ সহ্য
 করিতে পারেন না, যাঁহার অন্তঃকরণ কলুষিত, যিনি সাধুদিগের
 নিন্দা করেন, যে অসাধু ব্যক্তি যাগ করেন না, সাধুকে দান করিতে

* হরিবপি শঙ্খগদাধরোহব্যয়ান্না ইতি বা পঠে।

† যশ্চ মর্ত, ইতি পাঠাভ্রম।

মনসি ন তস্য জনার্দনোহধমস্য ॥ ২৯ ॥

পরমসুহৃদি বান্ধবে কলত্রে

সুততনুয়াপিতৃমাতৃভৃত্যবর্গে ।

শঠমতিরূপঘাতি যোহর্থতৃষ্ণাং

তমধমচেষ্ঠমবেহি নাস্ত্য ভক্তয় ॥ ৩০ ॥

অশুভমতিরসৎপ্রতিসক্তঃ

সততমনার্য্যবিশালসঙ্কমতঃ ।

অনুদিনকৃতপাপবন্ধযত্রঃ

পুরুষপশুর্নহি বাসুদেবভক্তঃ ॥ ৩১ ॥

সকলমিদমহঞ্চ বাসুদেবঃ

পরমপুমান্ পরমেশ্বরঃ স একঃ । ;

প্ররক্ত হন না, ঈদৃশ অধম ব্যক্তির মনে জনার্দন বাস করেন না ।^{১২} যে ব্যক্তি প্রিয় সুহৃদের নিমিত্ত, বন্ধুর নিমিত্ত, স্ত্রীর নিমিত্ত, পুত্র কন্যার নিমিত্ত, পিতামাতার নিমিত্ত বা ভৃত্যবর্গের নিমিত্ত শঠতা অবলম্বন করিয়া অনায়াসপূর্ব্বক ধনোপার্জন করে, সেই নীচ-চেষ্ঠা-স্থিত ব্যক্তি বিষ্ণুভক্ত নহে, বিবেচনা করিবে * ১৩^০ যে ব্যক্তির অন্তঃকরণ অসৎ কার্য্যে স্তম্ভ থাকে, যে ব্যক্তি সতত অসৎ কার্য্যে প্ররক্ত হয়, যে ব্যক্তি দীর্ঘকাল নীচ সংসর্গে মগ্ন থাকে, যে ব্যক্তি নিয়ত পাপরাশিতেই লিপ্ত হইবার যত্ন করে, সেই পুরুষপশু বাসুদেবভক্ত নহে ।^{১৩}

ভগবান্ বাসুদেব পরমপুরুষ পরমেশ্বর অদ্বিতীয় । এই সমুদায়

* যে ব্যক্তি প্রিয় সুহৃদের নিকট, বন্ধুর নিকট, স্ত্রী পুত্র কন্যা পিতা মাতা ভৃত্য প্রভৃতির নিকট শঠতা অবলম্বন করিয়া অনায়াসপূর্ব্বক ধন লোভ করে, সেই অসৎ-চেষ্ঠা ব্যক্তি বিষ্ণুভক্ত নহে, বিবেচনা করিবে ।^{১০} (কেহ কেহ এইরূপ অর্থ করেন) ।

ইতি মতিরচলা* ভবতানন্তে

হৃদয়গতে ব্রজ তান্ বিহায়, দূরাৎ ॥ ৩২ ॥

কমলনয়ন !† বামুদেব ! বিষ্ণে !

ধরণিধরাচ্যুত ! শঙ্খচক্রপাণে !

ভব শরণমিতীরয়ন্তি যে বৈ

ত্যজ ভট ! দূরতরেণ তানপাপান্ ॥ ৩৩ ॥

বসতি মনসি যস্য সোহব্যয়াত্মা

পুরুষবরস্য ন তস্য দৃষ্টিপাতে ।

তব গতিরথবা মমাস্তি চক্র-

প্রতিহতবীৰ্য্যবলস্য সোহন্যলোক্যঃ ॥ ৩৪ ॥

জগৎ এবং আমিও বামুদেব হইতে ভিন্ন নহি। হৃদয়স্থিত সেই
অনন্তদেবের প্রতি যাহার এইরূপ নির্মল জ্ঞান হয়, ঈদৃশ মনুষ্যের
নিকটেও যাইও না।^{৩২}

হে কমলনয়ন ! হে বামুদেব ! হে বিষ্ণে ! হে ধরণীধর !
হে অচ্যুত ! হে শঙ্খচক্রপাণে ! আমাকে পরিত্রাণ কর। যে সকল
ব্যক্তি এইরূপ বাক্য বলেন, তাঁহারা নিষ্পাপ, অতএব সে
সকল ব্যক্তির নিকটে গমন করিও না।^{৩৩} যে সৎপুরুষের অন্তঃ-
করণে সেই অব্যয় হরি বাস করেন, সেই পুরুষ যত দূর পর্য্যন্ত
দৃষ্টিপাত করিবেন, তত দূর পর্য্যন্ত বিষ্ণুচক্রপ্রভাবে তোমার ও
আমার বল বীৰ্য্য প্রতিহত হইবে, সুতরাং তুমি বা আমি ঈদৃশ
পুণ্যস্বার নিকটেও যাইতে পারিব না, কারণ সেই ব্যক্তি আমা-
দের অধিকৃত নহেন। তিনি বৈকুণ্ঠধামে বাস করিবার উপযুক্ত।^{৩৪}

* ইতি মতিরমলা ইতি কচিৎ পাঠঃ ।

† বিমলনয়ন ! ইতি অন্যে পঠন্তি ।

কালিঙ্গ উবাচ ।

ইতি নিজ্জতটশাসনায় দেবো

রবিতনয়ঃ স কিলাহ ধৰ্ম্মরাজঃ ।

মম কথিতমিদম্ তেন তুভ্যং

কুরুবর ! সমাগিদং ময়াপি চোক্তম্ ॥ ৩৫ ॥

ভীষ্ম উবাচ ।

নকুলেতন্মমাখ্যাতং পূৰ্ব্বং তেন দ্বিজম্ভনা ।

কলিঙ্গদেশাদভ্যেত্য প্রীয়তা স্মমহাত্মনা ॥ ৩৬ ॥

ময়াপ্যেতদ্বথান্যায়ং সম্যগ্বেৎস ! তবোদিতম্ ।

• যথা বিষ্ণুস্মৃতে নান্যৎ ত্রাণং সংসারসাগরে ॥ ৩৭ ॥

কিঙ্করা দণ্ডপাশো বা ন যমো ন চ যাতনাঃ ।

সমর্থাস্তস্য যস্যাত্মা কেশবালম্বনঃ সদা ॥ ৩৮ ॥

কালিঙ্গ কহিলেন। কোরবশ্রেষ্ঠ ! দেব ধৰ্ম্মরাজ রবিতনয়, নিজ দূতকে এইরূপ আঞ্জা দিয়াছিলেন। যমদূতও আমাকে ঐ কথা বলিয়াছিল। এক্ষণে আমি তোমার নিকট কহিলাম।^{৩৫}

ভীষ্ম কহিলেন, নকুল ! পূৰ্বে কলিঙ্গদেশ হইতে অত্যাগত মহাত্মা ব্রাহ্মণ প্রীত মনে আমাকে এই বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন।^{৩৬} বৎস ! অধুনা আমি সেই বৃত্তান্ত যথাবিধানে তোমার নিকট কহিলাম। এক্ষণে জানিবে, এই সংসার সাগরে বিষ্ণু ব্যতীত পরি-ত্রাণ নাই।^{৩৭} যে যে ব্যক্তির অন্তঃকরণ সৰ্বদা কেশবে আসক্ত রহিয়াছে, তাঁহাদিগের যম, যম-কিঙ্কর, যম-দণ্ড, যম-পাশ বা যম-যাতনার ভয় নাই।^{৩৮}

পরাশর উবাচ ।

এতন্মুনে ! তবাখ্যাতং গীতং বৈবস্বতেন যৎ ।

তৎপ্রশ্নানুগতং সম্যক্ কিমন্যাং শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েহ'ংশে যমগীতা

নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

যমগীতা সমাপ্তা ।

পরাশর কহিলেন । মুনে ! এই তোমার নিকট যমগীতা কহি-
লাম্ । ইহা ব্যাসের প্রশ্নানুসারে কলিঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ ব্যাসের
নিকট কহিয়াছিলেন । এক্ষণে কি শ্রবণ করিতে বাসনা কর, বল । ৩৯

বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয় অংশ সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ।

যমগীতা সমাপ্তা ।

বিষ্ণুপুরাণম্ ।

তৃতীয়াংশঃ ।

• অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।



মৈত্রেয় উবাচ ।

ভগবন্ ! ভগবান্ দেবঃ সংসারবিজিগীষুভিঃ ।

সামাখ্যাহি * জগন্নাথো বিষ্ণুরাধ্যতে যথা ॥ ১ ॥

আরাধিতাচ্চ গোবিন্দাদারাধনপটৈর্নরৈঃ ।

যৎ প্রাপ্যতে ফলং শ্রোতুং তবেচ্ছামি মহামুনে!† ॥ ২ ॥

পরশর উবাচ ।

যৎ পৃচ্ছতি ভবানেতৎ সগরেণ মহাত্মনা ।

ঐর্ক আহ যথা পৃষ্ঠন্তন্মে কথয়তঃ শৃণু ॥ ৩ ॥

মৈত্রেয় কহিলেন । ভগবন্ ! যাঁহারা সংসার-মাগরের পারে গমন করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহাদিগকে কি রূপে ভগবান্ দেব জগন্নাথ বিষ্ণুর আরাধনা করিতে হইবে, বলুন । মহামুনে ! ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিলে কিরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও আপনকার নিকট শ্রবণ করিতে বাসনা করি ।

পরশর কহিলেন । তুমি যে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, মহাত্মা সগর ঐর্ককে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । তাহাতে ঐর্ক যেরূপ উত্তর করেন, তাহা তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর ।

* সামাখ্যাহি ইত্যপরে পঠন্তি ।

† তদেচ্ছামি মহামুনে ! ইতি বা পাঠঃ ।

সগরঃ প্রণিপত্যৈদমৌৰ্কং পপ্রচ্ছ ভার্গবম্ ।

বিষ্ণোরারাদনোপায়সম্বন্ধং মুনিসত্তম ! ॥ ৪ ॥

ফলক্ষ্যারাদিতে বিষ্ণৌ যৎ পুংসামভিজায়তে ।

স চাহ পৃচ্ছৌ যতেন তন্মৈত্রেয়াশ্লিলং শৃণু ॥ ৫ ॥

ঔৰ্ক উবাচ ।

ভৌমান্ মনোরথান্ স্বর্গান্ স্বর্গিবন্ধং তথ্যাম্পদম্ * ।

প্রাপ্নোত্যারাদিতে বিষ্ণৌ নিক্ষাণমপি চোত্তমম্ ॥ ৬ ॥

যদ্বাদিচ্ছতি যাবচ্চ ফলমারাদিতেহচ্যুতে ।

তৎ তদাপ্নোতি রাজেন্দ্র ! ভূরি স্বম্পমথাপি বা ॥ ৭ ॥

যৎ তু পৃচ্ছসি ভূপাল ! কথমারাদাতে হি সঃ ।

তদহং সকলং তুভ্যং কথয়ামি নিবোধ মে ॥ ৮ ॥

সগর ভৃগুবংশীয় ঔৰ্ককে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মুনি-
শ্রেষ্ঠ ! কি উপায়ে বিষ্ণুর আরাধনা হইতে পারে ?^৪ এবং বিষ্ণুব
আরাধনা করিলে মনুষ্যের কি ফল হয় ? মৈত্রেয় ! ঔৰ্ক এইরূপ
জিজ্ঞাসিত হইয়া মেরূপ উত্তর করিয়াছিলেন, তাহা তোমার
নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর ।^৫

ঔৰ্ক কহিলেন, বিষ্ণুর আরাধনা করিলে সমুদায় ঐহিক কামনা
পূর্ণ হয়, স্বর্গ ও ব্রহ্মলোকাদি প্রাপ্তি হয় এবং নির্বাণ মুক্তিও
লাভ হইয়া থাকে ।^৬ রাজেন্দ্র ! যে যে ফল যে পরিমাণে কামনা
করা যায়, তাহা অম্পই হউক আর অধিকই হউক, অচ্যুতের
আরাধনা করিলে অবশ্যই প্রাপ্ত হওয়া যায় ।^৭ রাজন্ ! কি রূপে
বিষ্ণুর আরাধনা করিতে পারা যায় ? এই কথা যে তুমি জিজ্ঞাসা
করিয়াছ, তদ্বিষয়ে আমি সমস্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর ।^৮

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ ।

বিষ্ণুরাধ্যতে, পাত্ৰা নান্যৎ ততোষকারণম্ ॥ ৯ ॥

যজন্ যজ্ঞান্ যজ্ঞতোনং জপতোনং জপন্ নৃপ ! ।

স্বংস্তথান্যং হিনস্তোনং সৰ্বভূতো যতো হরিঃ ॥ ১০ ॥

তস্মাৎ সদাচারবতা পুরুষেণ জনার্দনঃ ।

আরাধ্যতে স্ববর্ণোক্ত-ধৰ্ম্মানুষ্ঠানকারিণা ॥ ১১ ॥

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চ ধরণীপতে ! ।

স্বধৰ্ম্মতৎপরো বিষ্ণুন্ আরাধ্যতি নান্যথা ॥ ১২ ॥

পরাপবাদং পৈশুন্যম্ অনৃতঞ্চ ন ভাষতে ।

অন্যোদ্বৈগকরঞ্চাপি * তৌষ্যতে তেন কেশবঃ ॥ ১৩ ॥

• যিনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণ সমুদায়ের ও ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি আশ্রম চতুষ্টয়ের ধৰ্ম্ম ও আচার যথারীতি পালন করেন, তাঁহারই সেই পরম পুরুষ বিষ্ণুর আরাধনা করা হয়, এতদ্ব্যতীত বিষ্ণুর পরিতোষজনক অন্য পথ কিছুই নাই ।^১ যিনি যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাঁহার সেই বিষ্ণুর যাজন করা হয়, যিনি জপ করেন, তাঁহার সেই বিষ্ণুরই জপ করা হয়, যিনি কোন জীব হিংসা করেন, তাঁহার সেই বিষ্ণুরই হিংসা করা হয়, কারণ বিষ্ণু সৰ্বভূতময় ।^২ অতএব সদাচারযুক্ত হইয়া স্ব স্ব বর্ণোচিত ধৰ্ম্ম প্রতিপালন করিবে, তাহা হইলেই ভগবান্ জনার্দনের আরাধনা করা হইবে ।^৩ রাজন্ ! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র, ইঁহারা স্ব স্ব ধৰ্ম্মে রত থাকিলেই বিষ্ণুর আরাধনা করা হয়, সন্দেহ নাই ।^৪ যিনি সমক্ষে বা পরোক্ষে পরনিন্দা বা খলতা না করেন, যিনি মিথ্যা কথা না কহেন, যিনি ঈদৃশ কোন কার্য্য না করেন যে, তদ্বারা

* অন্তঃস্বৈগকরঞ্চাপি ইত্যপরে পঠিত্ব ।

পরপত্নী-পরদ্রব্য পরহিংসাসু যো মতিম্।

ন করোতি পুমান্ ভূপ ! তোষাতে তেন কেশবঃ ॥ ১৪ ॥

ন তাড়য়তি নো হন্তি প্রাণিনোহন্যাংশ্চ দেহিনঃ ।

যো মনুষ্যো মনুষ্যেন্দ্র ! তোষাতে তেন কেশবঃ ॥ ১৫ ॥

দেবদ্বিজগুরুণাং যো * শুশ্রবাসু সদোদ্যতঃ ।

তোষাতে তেন গোবিন্দঃ পুরুষেণ নরেশ্বর ! ॥ ১৬ ॥

যথাঅনি চ পুত্রে চ সর্বভূতেষু যন্তথা ।

কিতকামো হরিস্তেন সর্বদা তোষাতে সুখম্ ॥ ১৭ ॥

যস্য রাগাদিদোষেণ ন দুষ্ঠং নৃপ ! মানসম্ ।

বিশুদ্ধচেতসা বিষ্ণুস্তোষাতে তেন সর্বদা ॥ ১৮ ॥

বর্ণাশ্রমেষু যে ধর্মাঃ শাস্ত্রোক্তা নৃপতম ! ।

কোন জীবের উদ্বেগ জন্মিতে পারে, তাঁহার প্রতিই ভগবান্ বিষ্ণু পরিতুষ্ট হন।^{১৩} রাজন্ ! যিনি পরপত্নী-হরণে পরদ্রব্য-গ্রহণে বা পরহিংসা-করণে মতি না করেন, তাঁহার প্রতিই ভগবান্ বিষ্ণু পরিতুষ্ট হন।^{১৪} যিনি কোন জীবকে বা উদ্ভিদকে বিনষ্ট না করেন বা গ্রহণ না করেন, তাঁহার প্রতিই ভগবান্ বিষ্ণু পরিতুষ্ট হন।^{১৫} রাজন্ ! যিনি দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরুর শুশ্রূষাতে সর্বদা উদযুক্ত থাকেন, তাঁহার প্রতিই ভগবান্ বিষ্ণু পরিতুষ্ট হন।^{১৬} যিনি আপনার, পুত্রের ও সর্ব ভূতের হিত কামনা সমান ভাবে করেন, তাঁহার প্রতিই হরি সর্বদাই উত্তমরূপে পরিতুষ্ট থাকেন।^{১৭} রাজন্ ! যাহার হৃদয় রাগাদি দোষে দূষিত নহে, সেই বিশুদ্ধ-চিত্ত মনুষ্যের প্রতি বিষ্ণু সর্বদাই পরিতুষ্ট থাকেন।^{১৮} ভূপাল !

* দেবদ্বিজগুরুণাঞ্চ ইতি বা পঠ।

↑ ন দুষ্ঠং নৃপ ! মানসম্ ইতি পাঠান্তরম্ ।

তেষু তিষ্ঠন্ নরো বিষ্ণুমাধয়তি নান্যথা ॥ ১৯ ॥

• সগর উবাচ ।

তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি বর্ণধৰ্ম্মানশেষতঃ ।

তথৈবাত্মনধৰ্ম্মাংশ্চ * দ্বিজবর্য্য ! ব্রবীহি তান ॥ ২০ ॥

ঔর্য উবাচ ।

ব্রাহ্মণক্ৰত্বিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ যথাক্রমম্ ।

ত্বমেকাত্মনো ভূত্বা শৃণু ধৰ্ম্মান ময়োদিতান ॥ ২১ ॥

দানং দদাত্য যজেদ্ দেবান্ যজ্ঞৈঃ স্বাধ্যায়তৎপরঃ ।

নিত্যোদকী ভবেদ্বিপ্রঃ কুর্য্যচ্চাগ্নিপরিগ্রহম্ ॥ ২২ ॥

বৃত্ত্যর্থং যাজয়েচ্চান্যান্ অন্যানধ্যাপয়েৎ তথা ।

শাস্ত্রে যে সমুদায় বর্ণাশ্রমের ধৰ্ম্ম নির্দিষ্ট আছে, যে ব্যক্তি তাহাতে রত থাকেন অর্থাৎ যে মানুষ স্বীয় বর্ণের ও স্বীয় আশ্রমের বিহিত ধৰ্ম্ম অতিক্রম না করেন, বিষ্ণু তাঁহার প্রতিই পরিতুষ্ট হন, তাহার অন্যথা হয় না ।^{১৯}

সগর কহিলেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! এক্ষণে আমি আশ্রমধৰ্ম্ম ও বর্ণধৰ্ম্ম শ্রবণ করিতে বাসনা করি, অনুগ্রহ করিয়া সমুদায় বলুন ।^{২০}

ঔর্য কহিলেন । অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্রত্বিয় বৈশ্য ও শূদ্রদিগের ধৰ্ম্ম যথাক্রমে বলিতেছি, তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর ।^{২১} ব্রাহ্মণের কর্তব্য এই যে, দান করিবে, যজ্ঞ দ্বারা দেবতার আরাপনায় নিযুক্ত থাকিবে, বেদাদি অধ্যয়ন করিবে, নিত্য স্নান-তর্পণাদিতে রত হইবে এবং অগ্নিপরিগ্রহ করিবে ।^{২২} ব্রাহ্মণজাতি জীবিকার নিমিত্ত কাহারো যাজন করিবে, কাহাকেও বা অধ্যয়ন করাইবে, গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হইলে বা গুরুদাক্ষিণ্যের আবশ্যক হইলে

কুৰ্ঘ্যাৎ প্রতিগ্রহাদানং গুৰ্বৰ্থং ন্যায়তো দ্বিজঃ ॥ ২৩ ॥

সৰ্বভূতহিতং কুৰ্ঘ্যাৎ নাহিতং কশ্চিদ্দ্বিজঃ ।

মৈত্রী সমস্তভূতেষু * ব্রাহ্মণস্যোত্তমং ধনম্ ॥ ২৪ ॥

এবে রত্নে চ পারক্যে সমবুদ্ধিৰ্ভবেদ্বিজঃ ।

ঋতাবভিগমঃ পত্ন্যাং শস্যতে চাস্য পার্থিব ! ॥ ২৫ ॥

দানানি দদ্যাদিচ্ছাতো দ্বিজৈভ্যঃ ক্ষত্রিয়োহপি হি ।

যজ্ঞেচ্চ বিবিধৈর্ঘৈস্তৈরধীযীত চ পার্থিব ! ॥ ২৬ ॥

শস্ত্রাজীবো মহীরক্ষা প্রবরা তস্য জীবিকা ।

তস্যাপি প্রথমে কণ্ঠে পৃথিবীপরিপালনম্ ॥ ২৭ ॥

ধরিত্রীপালনেনৈব কৃতকৃত্যো নরাধিপঃ ।

ভবন্তি নৃপতেরংশা যতো যজ্ঞাদিকৰ্মণাম্ ॥ ২৮ ॥

ন্যায়ানুসারে প্রতিগ্রহ করিবে।^{১৩} ব্রাহ্মণের কর্তব্য এই যে, সৰ্ব প্রাণীর হিতসাধনে নিযুক্ত থাকিবে, কখন কাহারো অনিষ্টাচরণ করিবে না, কারণ সৰ্ব প্রাণীর প্রতি সদয় ব্যবহারই ব্রাহ্মণের পরম ধন।^{১৪} ব্রাহ্মণের কর্তব্য এই যে, পরকীয় রত্ন ও প্রস্তর সমান দেখিবে। রাজন্ ! ঋতুকালে পত্নীগমন করাও ব্রাহ্মণের প্রশংসনীয়।^{১৫}

ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য এই যে, ইচ্ছানুসারে ব্রাহ্মণকে দানাদি করিবে, বিবিধ যজ্ঞ দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনায় প্ররক্ত হইবে এবং গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিবে।^{১৬} যুক্ত উপস্থিত হইলে শস্ত্রধারণ করা ও পৃথিবী রক্ষা করাই ক্ষত্রিয়ের প্রধান জীবিকা। ইহার মধ্যে পৃথিবী পালন করাই প্রথম কণ্ঠে।^{১৭} ক্ষত্রিয় পৃথিবী পালন দ্বারাই কৃত-কৃত্য হন, কারণ পৃথিবীতে যে সমুদায় যজ্ঞানুষ্ঠান হয়, রক্ষাকর্তা

দুষ্টানাং ত্রাসনাদ্রাজা * শিষ্টানাং পরিপালনাৎ ।

প্রাপ্নোত্যভিমতান্ লোকান্ বর্ণসংস্থাকরো মূপঃ† ॥ ২৯ ॥

পাশুপাল্যাং বণিজ্যঞ্চ‡ কৃষিঞ্চ মনুজেশ্বর ! ।

বৈশ্যায় জীবিকাং ব্রহ্মা দদৌ লোকপিতামহঃ ॥ ৩০ ॥

তস্যাপ্যধ্যয়নং যজ্ঞো দানং ধর্মশ্চ শস্যতে ।

নিত্যনৈমিত্তিকাদীনাম্ অনুষ্ঠানঞ্চ কর্মণাম্ ॥ ৩১ ॥

দ্বিজাতিসংশ্রয়ং কর্ম তাদর্থাৎ তেন পোষণম্ ।

ক্রয়বিক্রয়জৈর্কোপি ধনৈঃ কারুদ্ধবেন বা ॥ ৩২ ॥

দানঞ্চ দদ্যাৎ শৃদ্রোহপি পাকযজৈর্যজেত চ ।

রাজা তদীয় ফলের অংশভাগী হইয়া থাকেন ।^{২৮} রাজা যদি বর্ণ সংস্থাপন পূর্বক দুষ্টির দমন ও শিষ্টের পালন করেন, তাহা হইলে আপনার অভীষ্ট স্বর্গাদি লোকে গমন করিয়া থাকেন ।^{২৯}

ভূপতে ! লোকপিতামহ ব্রহ্মা বৈশ্যজাতির এই রূপ জীবিকা স্থির করিয়াছেন যে, তাহার পশুপালনে নিযুক্ত থাকিবে, বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইবে ও কৃষিকর্ম করিবে ।^{৩০} অধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, এই ত্রিতয়ও বৈশ্যের ধর্ম বলিয়া নির্দিষ্ট আছে । এতদ্ব্যতীত তাহার অন্যান্য নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপও যথাবিধানে করিবে ।^{৩১}

শৃদ্রের কর্তব্য এই যে, দ্বিজগণের শুশ্রূষা করিবে, তাহাদের অধীন হইয়া থাকিবে । শুশ্রূষা-লব্ধ-বেতনাদি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবে । এ সমুদায়ের অভাবে বাণিজ্য দ্বারা বা কারুদ্ধ-করের ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্বাহে প্রবৃত্ত হইবে ।^{৩২} এত-

* দুষ্টানাং ত্রাসনাদ্রাজা অথবা দুষ্টানাং নাশনাদ্রাজা ইতি বা পঠনীয়ম্ ।

† বর্ণসংস্থাকরো মূপঃ ইতি বা পাঠঃ ।

‡ বণিজ্যঞ্চ অথবা বাণিজ্যঞ্চ ইতি বা পাঠঃ ।

পিত্রাদিকঞ্চ বৈ সৰ্ব্বং শূদ্রঃ কুৰ্ব্বীত তেন বৈ ॥ ৩৩ ॥

ভৃত্যাদিভরণার্থায় সৰ্ব্বেষাঞ্চ পরিগ্রহঃ ।

ঋতুকালেভিগমনং * স্বদারেষু মহীয়তে ! ॥ ৩৪ ॥

দয়া সমস্তভূতেষু তিতিক্ষানভিমানিতা ।

সত্যং শৌচমনায়াসো মঙ্গল্যং প্রিয়বাদিতা † ॥ ৩৫ ॥

মৈত্রস্পৃহা তথা তদ্বৎ অকার্পণ্যং নরেশ্বর !

অনসূয়া চ সামান্যা বর্ণানাং কথিতা গুণাঃ ॥ ৩৬ ॥

দ্ব্যতীত শূদ্রেরা দ্বিজ শুক্লাদিলক্ক ধন দ্বারা বৈশ্বদেব নামক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবে, দানাদি সংকার্যে রত থাকিবে এবং পিতৃশ্রাদ্ধাদি সমুদায় নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ করিতেও প্ররস্ত হইবে ।^{৩৩}

মহীমতে ! ভৃত্যাদির ভরণ পোষণের নিমিত্ত সমুদায় বর্ণেরই অর্থোপার্জ্জম করা কর্তব্য । সকল জাতিরই ধর্ম এই যে, ঋতুকালে স্বস্ত্রীতে গমন করিবে ।^{৩৪} সমস্ত প্রাণীর প্রতি দয়া (পরদুঃখ-নিবারণেচ্ছা) তিতিক্ষা (শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব জনিত ক্লেশমহিষুতা) অনভিমানিতা (আত্মশ্রেষ্ঠতারূপ অভিমানশূন্যতা) সত্য (যথার্থ কথন ও যথার্থ ব্যবহার) শৌচ (মৃস্তিকা জলাদি দ্বারা বাহ্য শুদ্ধি ও ধর্ম প্ররক্তি দ্বারা অন্তঃশুদ্ধি) অনায়াস (যাহাতে শরীর পীড়িত না হয়, একরূপ পরিমিত পরিশ্রম) মঙ্গল (মঙ্গলিক বেশভূষা ও চিহ্নধারণ) প্রিয়বাদিতা (সকলের প্রতি প্রিয় বাক্য প্রয়োগ)^{৩৫} মৈত্রী (সকলের প্রতি বন্ধুবৎ ব্যবহার) অস্পৃহা (যাহাতে সংসার যাত্রা নির্বাহ হয়, তদ্ব্যতীত অধিক লোভ না করা) অকার্পণ্য (যথা-শক্তি দানাদি) অনসূয়া (পরশ্রুণে দোষারোপ না করা) রাজন্ !

* ঋতুকালেভিগমনং ইতি বা পাঠঃ ।

† মঙ্গল্যং প্রিয়বাদিতা ইতি পাঠান্তরম্ ।

আশ্রমাণাঞ্চ সৰ্ব্বেষাম্ এতে সামান্যলক্ষণাঃ ।

শুণাং স্তথাপদ্ধৰ্ম্মাংশ্চ বিপ্রাদীনামিমান্ শৃণু ॥ ৩৭ ॥

ক্ষাত্ৰং কৰ্ম্ম দ্বিজস্যোক্তং বৈশ্যকৰ্ম্ম তথাপদি ।

রাজন্যস্য চ বৈশ্যোক্তং শূদ্রকৰ্ম্ম ন বৈ তয়োঃ ॥ ৩৮ ॥

সামর্থ্যে সতি তৎ ত্যাজ্যম্ উভাত্যামপি পার্থিব ! ।

তদেবাপিদি কৰ্ত্তব্যং ন কুর্যাৎ কৰ্ম্মসঙ্করম্ ॥ ৩৯ ॥

এই সময়দায় সমস্ত বর্ণেরই শ্রুণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।^{৩৬}
এই শ্রুণগুলি আশ্রম চতুষ্কয়েরই সাধারণ লক্ষণ। অতঃপর ব্রাহ্মণ
প্রভৃতি চতুর্বর্ণের আপদ্য অর্থাৎ স্ব স্ব ব্রহ্মি দ্বারা জীবিকা
নির্বাহ না হইলে কিরূপ ব্রহ্মি অবলম্বন করা কৰ্ত্তব্য, তাহা বলি-
তেছি, শ্রবণ কর।^{৩৭}

যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন প্রভৃতি ব্রাহ্মণ ব্রহ্মি দ্বারা
জীবিকা নির্বাহ না হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের ব্যবসায় অর্থাৎ প্রজা-
পালন শস্ত্র ধারণ প্রভৃতি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবে। তদ-
ভাবে বৈশ্যকৰ্ম্মে অর্থাৎ পশুপালন কৃষি বাণিজ্যাদিতে প্রবৃত্ত
হইবে। ক্ষত্রিয়ও আপৎকালে বৈশ্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতে
পারিবে, পরন্তু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কদাপি শূদ্রের ব্যবসায়ে
অর্থাৎ দাসব্রহ্মিতে প্রবৃত্ত হইবে না।^{৩৮} রাজন্! যদি কোন
রূপে কোন উপায় থাকে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য,
শূদ্রের কৰ্ম্ম অবলম্বন করিবে না কিন্তু বিপৎকালে উপায়ান্তর না
থাকিলে অগত্যা তাহাও অবলম্বন করিতে পারিবে। ষাহাতে
চতুর্বর্ণের ব্রহ্মির পরস্পর সাক্ষর্য্য না হয়, তদ্বিষয়ে সকলেই সৰ্ব্বতো-
ভাবে যত্নবান্ থাকিবে।^{৩৯}

ইত্যেতে কথিতা রাজন্ ! বর্ণধৰ্ম্মা ময়া তব ।
 ধৰ্ম্মমাশ্রমিণাং সম্যক্ ক্ৰবতো মে নিশাময় ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েহংশে বর্ণ-
 ধৰ্ম্মো নাম অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

ভূপতে ! এই আমি তোমার নিকট বর্ণচতুষ্টয়ের ধৰ্ম্ম কহি-
 লাম । এক্ষণে আশ্রম চতুষ্টয়ের ধৰ্ম্ম বলিতেছি, শ্রবণ কর ৪০

‘বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয় অংশ বর্ণ-ধৰ্ম্ম-নামক
 অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ।

। বিষ্ণুপুরাণম্ ।

। তৃতীয়োহংশঃ ।

। নবমাধ্যায়ঃ ।

ঔর্য উবাচ ।

বালঃ কৃত্তোপনয়নো বেদাহরণতৎপরঃ ।

গুরুগেহে বসেদুপ ! ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ॥ ১ ॥ .

শৌচাচারবতা তত্র কার্যং শুশ্রূষণং গুরোঃ ।

ব্রতানি চরতা গ্রাহ্যো বেদশ্চ কৃতবুদ্ধিনা ॥ ২ ॥

ঔভে সঙ্ক্যে রবিং ভূপ ! তথৈবাগ্নিং সমাহিতঃ । .

উপতিষ্ঠেৎ তথা কুর্য্যাৎ গুরোরপ্যভিবাদনম্ ॥ ৩ ॥

স্থিতে তিষ্ঠেৎ ব্রজেদ্ যাতি নীচৈরাসীৎ তথা সতি ।

শিষ্যো গুরৌ নৃপশ্রেষ্ঠ ! প্রতিকূলং ন সম্ভজেৎ ॥ ৪ ॥

ঔর্য কহিলেন । রাজন্ ! বাল্যকালে যখন উপনয়ন হইবে তখন ব্রহ্মচারী হইয়া সমাহিতচিত্তে বেদ অধ্যয়নার্থ গুরুগেহে বাস করিবে ।^১ সেখানে শুচি ও বিশুদ্ধাচার হইয়া গুরুশুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিবে এবং নিত্য প্রাজাপত্যাদি-ব্রতানুষ্ঠান-পূরক বুদ্ধি স্থির করিয়া গুরুর নিকট বেদ অধ্যয়ন করিবে ।^২ রাজন্ ! দুই সঙ্ক্য সমাহিত হইয়া অগ্নির উপাসনা ও সূর্য্যের উপাসনা করিতে থাকিবে এবং ঐ উপাসনার পর গুরুকে নমস্কার করিবে ।^৩ নৃপ-শ্রেষ্ঠ ! গুরু দণ্ডায়মান হইলে দণ্ডায়মান হইবে, গুরু গমন করিলে গমন করিবে, গুরু উপবেশন করিলে হীন ব্যক্তির ন্যায় উপ-

তেনৈবোক্তঃ পঠেদ্বৈদং নান্যচিত্তঃ পুরঃস্থিতঃ ।
 অনুজ্ঞাতঞ্চ ভিক্ষান্নমশ্নীয়াদুরুণা ততঃ ॥ ৫ ॥
 অবগাহেদপঃ পূর্বমাচার্য্যেণাবগাহিতাঃ ।
 সমিজ্জলাদিকঞ্চাস্য কল্যাং কল্যাণুপানয়েৎ ॥ ৬ ॥
 গৃহীতগ্রাহ্যবেদশ্চ ততোহনুজ্ঞামবাপ্য বৈ ।
 গার্হস্থ্যমাবসেৎ প্রাজ্ঞো নিষ্কান্নগুরুনিষ্কৃতিঃ ॥ ৭ ॥
 বিধিনাবাপ্তদারস্ত* ধনং প্রাপ্য স্বকর্মণা ।
 গৃহস্থকার্য্যমখিলং কুর্যাদ্ভূপাল ! শক্তিতঃ ॥ ৮ ॥
 নিবাপেন পিতৃনর্চেৎ যজৈর্দেবাংস্তথাতিথীন্ ।

বিষ্ণু হইবে, কখন প্রতিকূলাচরণ করিবে না ।^১ গুরু যতটুকু বেদ
 অধ্যয়ন করাইবেন, তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া অনন্যাচিত্তে ততটুকু
 অধ্যয়ন করিবে। গুরুর অনুজ্ঞা অনুসারে ভিক্ষা করিয়া সেই ভিক্ষান্ন
 ভোজনপূর্ব্বক জীবন ধারণ করিবে ।^২

স্নানের সময় আচার্য্য অগ্রে স্নান করিলে শিষ্য পশ্চাৎ স্নানে
 প্ররম্ভ হইবে এবং প্রতিদিন প্রাতঃকালে কুশ জল পুষ্প আহরণ
 করিয়া গুরুকে প্রদান করিবে ।^৩ শিষ্য এইরূপে আপনার অধ্যোতব্য
 বেদ অধ্যয়ন করিয়া কৃতবিদ্য হইয়া গুরুকে দক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক
 গুরুর অনুমতি লইয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে ।^৪

রাজন্ ! (জ্ঞানী ব্যক্তি এইরূপে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক)
 যথাবিধানে দারপরিগ্রহ করিবে । পরে স্বকর্ম্ম অর্থাৎ যাজন
 অধ্যাপন ঐভূতি দ্বারা ধনোপার্জন করিয়া যথাশক্তি সমুদায়
 গৃহস্থ-কার্য্য নির্বাহ করিতে থাকিবে ।^৫ পিণ্ডদানাদি দ্বারা পিতৃ-
 গণকে, যজ্ঞদ্বারা দেবগণকে, অন্নদ্বারা অতিথিগণকে স্বাধ্যায়দ্বারা

অনৈর্মুর্নীংশ্চ স্বাধ্যায়ৈরপত্যেন প্রজাপতিম্ ॥ ৯ ॥
 বলিকর্মণা চ ভূতানি বাকসত্যেনাখিলং জগৎ* ।
 প্রাপ্নোতি লোকান্ পুরুষো নিজকর্মসমজ্জিতান্ ॥ ১০ ॥
 ভিক্ষাভুজশ্চ যে কেচিৎ পরিত্রাট-ব্রহ্মচারিণঃ ।
 তেহপ্যত্রৈব প্রতিষ্ঠন্তে গার্হস্থ্যং তেন বৈ পরম্ ॥ ১১ ॥
 বেদাহরণকার্যেণ তীর্থস্নানায় চ প্রভো ! ।
 অটন্তি বসুধাং বিপ্রাঃ পৃথিবীদর্শনায় চ ॥ ১২ ॥
 অনিকেতা হ্যনাহার। যে তু সায়াংগৃহাশ্চ তে ।
 তেষাং গৃহস্থঃ সর্কেষাং প্রতিষ্ঠাযোনিরেব চ ॥ ১৩ ॥
 তেষাং স্বাগতদানাদি বক্তব্যং মধুরং নৃপ † ! ।

ঋষিগণকে, সম্ভান উৎপাদন দ্বারা প্রজাপতিকে,^১ বলিকর্ম অর্থাৎ ভূতপহার-প্রদান-দ্বারা ভূতগণকে, এবং সত্য বাক্য দ্বারা সমুদায় লোকেকে অর্চিত করিবে। লোকে এইরূপ ব্যবহার করিলে স্বীয়-কর্মদ্বারা উপার্জিত পুণ্যলোকে গমন করে।^২ যে সকল পরিত্রাজক বা ব্রহ্মচারী ভিক্ষাদ্বারা জীবন ধারণ করেন, গৃহস্থই তাঁহাদের অলম্বন, স্নতরাং গার্হস্থ্য আশ্রমই শ্রেষ্ঠ।^৩ ব্রাহ্মণেরা বেদসংগ্রহের নিমিত্ত অথবা পৃথিবী-দর্শনের নিমিত্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন।^৪ ইহাদের মধ্যে অনেকেই আহার-আহরণে বিরত ও গৃহ-রহিত। তাঁহারা ভ্রমণক্রমে সায়াংকালে যেখানে উপস্থিত হন তাহাই তাঁহাদের আবাস। গৃহস্থ এই সকল ব্যক্তির আশ্রয়স্বরূপ।^৫ রাজন্ ! এই সকল ব্যক্তি যখন গৃহে আগমন করিবে তখন গৃহস্থ, কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া মধুর বাক্য কহিবে

* বাকসত্যেনাখিলং জনম ইতি পাঠান্তবৎ ।

† বক্তব্যং মধুরং বচঃ ইতি বা পঠেদীয়ম্ ।

গৃহাগতানাং দদ্যাচ্চ শয়নাসনভোজনম্ ॥ ১৪ ॥

অতিথির্যস্য ভথাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ততে ।

স তন্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা* পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ॥ ১৫ ॥

অবজ্ঞানমহঙ্কারো দন্তশৈব গৃহে সতঃ ।

পরিতাপোপঘাতৌ চ পারুযাঞ্চ ন শস্যতে ॥ ১৬ ॥

যন্তু সম্যক্ করোত্যেবং গৃহস্থঃ পরমং বিধিম্ ।

সর্ববন্ধবিনিমুক্তো † লোকানাপ্নোত্যনুভবান্ ॥ ১৭ ॥

বয়ঃপরিণতৌ রাজন্ ! ক্লতক্লতেয়া গৃহাশ্রমী ।

পুত্রেষু ভার্য্যাং নিঃক্ৰিপ্য‡ বনং গচ্ছেৎ স হৈব বা ॥ ১৮ ॥

পৰ্ণমূলফলাহারঃ কেশশ্মশ্রুজটাধরঃ ।

এবং যথাশক্তি আহার আসন ও শয্যা প্রদান করিবে।^{১৪} অতিথি যদি হতাশ হইয়া গৃহ হইতে ফিরিয়া যায়, তাহা হইলে, সে স্থায়ী দুষ্কৃত প্রদানপূর্বক গৃহস্থের সঞ্চিত পুণ্য লইয়া গমন করে।^{১৫} অতিথির প্রতি অবজ্ঞা, অহঙ্কার-প্রকাশ, দন্ত, দান করিয়া পরি-
তাপ, প্রত্যাখ্যান ও নিষ্ঠুরতা, এই সমুদায় করিলে গৃহস্থের অখ্যাতি হয়।^{১৬} যে গৃহস্থ এই সমুদায় উত্তম বিধি অনুসারে কার্য্য করেন, তিনি সমুদায় সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরকালে উত্তম লোকে গমন করিয়া থাকেন।^{১৭}

রাজন্ ! গৃহস্থ এইরূপ সমুদায় গৃহস্থের কর্তব্য কর্ম্ম সমাধান করিয়া বয়ঃপরিণতি হইলে পত্নীকে পুত্রের নিকট অর্পণ করিয়া অথবা পত্নীর সহিত বনগমন করিবে।^{১৮} ভূপাল ! অনন্তর বনে বাস করিয়া, কেশ শ্মশ্রু ও জটাধারী হইয়া, ফল মূল ও বৃক্ষের পত্র

* স দত্ত্বা দুষ্কৃতং তন্মৈ ইতি বা পাঠ্যতাম্ ।

† সর্ববন্ধবিনিমুক্তোহসৌ ইতি বা পঠিতব্যম্ ।

‡ পুত্রে স্বভার্য্যাং নিঃক্ৰিপ্য ইতি পাঠান্তরম্ ।

ভূমিশায়ী তবেৎ তত্র মুনিঃ সৰ্ব্বাভিধিনৃপ ! ॥ ১৯ ॥
 চৰ্ম্মকাশকুশৈঃ, কুর্যাৎ পরিধানোত্তরীয়কে ।
 তদ্বৎ ত্রিসবনং স্নানং শস্ত্রমস্য নরেশ্বর ! ॥ ২০ ॥
 দেবতাভ্যর্চনং হোমঃ সৰ্ব্বাভ্যাগতপূজনম্ ।
 ভিক্ষা বলিপ্রদানঞ্চ শস্ত্রমস্য নরেশ্বর * ॥ ২১ ॥
 বন্যস্নেহেন গাত্রাণামভ্যঙ্গশাস্য শস্যতে ।
 তপস্যতশ্চ রাজেন্দ্র ! শীতোষ্ণাদিসহিষ্ণুতা ॥ ২২ ॥
 যন্ত্বেতাং নিহিতশ্চর্যাং † বানপ্রস্থশ্চরেম্মুনিঃ ।
 স দহত্যগ্নিবদ্ দোষান্ জয়েল্লোকাংশ্চ শাস্বতান্ ॥ ২৩ ॥
 চতুর্থশ্চাত্তমো ভিক্ষোঃ প্রোচ্যতে যো মনীষিভিঃ ।

আহারপূর্বক ভূমিতে শয়ন করিবেন । এবং মুনিরূপে অবলম্বনপূর্বক সকলের প্রতিই সাধু ব্যবহার ও পূজা করিতে প্ররম্ভ হইবেন ।^{১০} চৰ্ম্ম, কাশ বা কুশ দ্বারা পরিধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্র করিবেন । নরেশ্বর ! এইরূপ ত্রিসঙ্খ্যা স্নান করাও বনবাসীর পক্ষে প্রশস্ত ।^{১১} রাজন্ ? দেবতা পূজা করা হোম করা অভ্যাগত ব্যক্তি সমুদায়ের যথাবিহিত পূজা করা ভিক্ষুককে ভিক্ষা দান করা দেবতোচ্চেষে পূজোপহার প্রদান করা গৃহস্থের কর্তব্য ।^{১২} রাজেন্দ্র ! গাত্রে বন্য স্নেহ অর্থাৎ ইক্ষুদী প্রভৃতির তৈল মাখিবে এবং শীত ও গ্রীষ্ম সহ্য করিয়া তপস্যা করিতে থাকিবে ।^{১৩} যে ব্যক্তি বানপ্রস্থ হইয়া মুনিরূপে অবলম্বনপূর্বক প্রণিহিতহৃদয়ে এইরূপ ব্যবহার করেন, তিনি হতাশনের ন্যায় আত্মদোষ সমুদায় দক্ষ করিতে থাকেন এবং শাস্বত লোক অর্থাৎ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন ।^{১৪}

* তচ্চ ত্রিসবনস্নানং ইতি বা পাঠ্যম্ ।

† যন্ত্বেতাং নিয়তশ্চর্যাং ইতি বা পাঠঃ ।

তস্য স্বরূপং গদতো মম শ্রোতুং নৃপাইসি ॥ ২৪ ॥

পুত্রদ্রব্যকলত্রেষু ভ্যক্তস্নেহো নরাধিপ ! ।

চতুর্থমাশ্রমং স্থানং গচ্ছেন্নিধুঁতমৎসরঃ ॥ ২৫ ॥

ত্রৈবগিক্রাংস্ত্যজেৎ সৰ্বানারস্তানবনীপতে ! ।

মিত্রাদিসু সমো মৈত্রঃ সমস্তেষেব জন্তুযু ॥ ২৬ ॥

জরায়ুজাওজাদীনাং বাঙুনঃকৰ্ম্মভিঃ ক্ৰচিৎ ।

যুক্তঃ কুকীৰ্ত্তন দ্রোহং সৰ্বসঙ্গাংস্চ বর্জয়েৎ ॥ ২৭ ॥

একরাত্রস্থিতিগ্রামে পঞ্চরাত্রস্থিতিঃ পুরে ।

তথা তিষ্ঠেদ্ যথা প্রীতির্দেবো বাস্য ন জায়তে * ॥ ২৮ ॥

ভূপ ! পণ্ডিতেরা চতুর্থ আশ্রমকে তিস্কুর আশ্রম বলিয়া থাকেন । এক্ষণে তিস্কুর আশ্রমের স্বরূপ বলিতেছি, অবগত কর ।^{২৪} নরাধিপ ! বানপ্রস্থ-মুনি, পুত্র কলত্র ও সমুদায় দ্রব্যে মমতারহিত হইয়া মাৎসর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক চতুর্থ আশ্রমে প্রবেশ করিবে ।^{২৫} অবনীপতে ! তিস্কু ব্যক্তি ধর্ম্ম অর্থ ও কামরূপ ত্রিবর্গসাধন সমুদায় আরম্ভ অর্থাৎ বেদবিহিত যাগাদির অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া (ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবেন) এবং শত্রু, মিত্র ও ক্ষুদ্র বৃহৎ সমুদায় প্রাণীর প্রতিই সমান সদয় ব্যবহার করিবেন ।^{২৬} বাক্য, মন বা কর্ম্ম দ্বারা জরায়ুজ অওজ প্রভৃতি কোন প্রাণীরই কখন অনিষ্টাচরণ করিবেন না । সর্বদা যোগযুক্ত থাকিবেন ও সকলের সংসর্গ পরিত্যাগ করিবেন ।^{২৭} কোন গ্রামে এক রাত্রির অধিক ও কোন নগরে পঞ্চ রাত্রির অধিক বাস করিবেন না । ইহার মধ্যেও যেখানে মনের প্রীতি জন্মে ও দ্বেষহিংসাদির উদ্ভেদ না হয়, একরূপ স্থানে থাকিবেন ।^{২৮} যে সময় গৃহস্থের পাকাদির

প্রাণযাত্রানিমিত্তঞ্চ ব্যাক্ষারে ভুক্তবজ্জনে ।

কালে প্রশস্তবর্ণানাম্ ভিক্ষার্থং পর্য্যটেন্ গৃহান্ ॥ ২৯ ॥

কামঃ ক্রোধস্তথা দর্প-মোহ-লোভাদয়শ্চ যে ।

তাংস্ত দোষান্ পরিত্যজ্য পরিব্রাট্ নির্মমো ভবেৎ ॥ ৩০ ॥

অভয়ং সর্বসত্ত্বেভ্যো দত্ত্বা যশ্চরতে মুনিঃ ।

ন তস্য সর্বসত্ত্বেভ্যো ভয়মুৎপদ্যতে কচিৎ ॥ ৩১ ॥

রুত্বাগ্নিহোত্রং স্বশরীরসংস্থং

শারীরমগ্নিং স্বমুখে জুহোতি ।

বিপ্রস্ত ভিক্ষোপগতৈর্হবির্ভিঃ

চিত্তাগ্নিনা স ব্রজতি স্ম লোকান্ ॥ ৩২ ॥

মোক্ষাশ্রমং যশ্চরতে যথোক্তং

শুচিঃ সসঙ্কপিতবুদ্ধিযুক্তঃ ।

অগ্নি নির্বাণ হইবে, যে সময় সকলেই আহার করিবে, ঐদৃশ সময়ে প্রাণযাত্রা নির্বাহের নিমিত্ত ভিক্ষার উদ্দেশে প্রশস্ত বর্ণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদির গৃহে পর্য্যটন করিবে ।^{১২} পরিব্রাট্ ব্যক্তি কাম ক্রোধ লোভ মোহ অহঙ্কার প্রভৃতি সমুদায় দোষ পরিত্যাগ পূর্বক নির্মম হইবে ।^{১৩} যে মুনি সর্বপ্রাণীকে অভয় দান করিয়া বিচরণ করেন, কোন প্রাণী হইতে তাঁহার ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না ।^{১৪} যে ব্রাহ্মণ চতুর্থ আশ্রমে শারীরিক অগ্নিকে অগ্নিহোত্রস্বরূপ স্বশরীরে সংস্থাপন করিয়া ভিক্ষাস্বরূপ হব্য দ্বারা আত্মমুখে হোম করেন, তিনি সাগ্নিক ব্রাহ্মণদিগের প্রাপ্য উত্তম লেহকে গমন করিয়া থাকেন ।^{১৫} যে ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মভিন্ন সমুদায় মিথ্যা, সমুদায় জগৎ ব্রহ্মেরই সঙ্কল্পমাত্র, এইরূপ জ্ঞানযুক্ত হইয়া, যথোক্ত বিধানে পরম পবিত্র মুক্তির সাধন চতুর্থ আশ্রমের

ଅନିକ୍ଳନଂ ଜ୍ୟୋତିରିବ ପ୍ରଶାନ୍ତଂ

ସ ବ୍ରହ୍ମଲୋକଂ ଜୟତି ଦ୍ଵିଜାତିଃ ॥ ୩୩ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁପୁରାଣେ ତୃତୀୟେଽଂଶେ ଯତିଧର୍ମୋ
ନାମ ନବମୋଽଧ୍ୟାୟଃ ।

ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବେନ, ତିନି ଅନିକ୍ଳନ ଜ୍ୟୋତିଃସ୍ଵରୂପ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ
ଅର୍ଥାଂ ଶୋକମୋହାଦି-ବିବର୍ଜିତ ଶାନ୍ତିର ଆଶ୍ରୟ ବ୍ରହ୍ମଲୋକେ ଗମନ
କରିବେନ । ୩୩

ବିଷ୍ଣୁପୁରାଣ ତୃତୀୟ ଅଂଶ ଯତିଧର୍ମ-ନାମକ
ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ।

• বিষ্ণুপুরাণম্ ।

• তৃতীয়োহংশঃ ।

• দশমাধ্যায়ঃ ।

সগর উবাচ ।

কথিতঞ্চাতুরাশ্রম্যং চাতুৰ্বর্ণ্যক্রিয়া তথা ।

পুংসঃ ক্রিয়ামহং শ্রোতুমিচ্ছামি দ্বিজসত্তম ! ॥ ১ ॥

নিত্যাং নৈমিত্তিকীং কাম্যাং ক্রিয়াং পুংসামশেষতঃ ।

সমাখ্যাহি ভৃগুশ্রেষ্ঠ ! সৰ্ব্বজ্ঞো হ্যসি মে মডঃ ॥ ২ ॥

ভরু উবাচ ।

যদেতদুক্তং ভবতা নিত্যনৈমিত্তিকাপ্রিতম্ ।

সগর কহিলেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! আপনি আশ্রম-চতুষ্টয়ের ধর্ম ও চতুৰ্বর্ণের ক্রিয়া সমুদয় বলিলেন, এক্ষণে আপনার নিকট মনুষ্যের জাতকর্মপ্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ শ্রবণ করিতে বাসনা করি ।^১ ভৃগুশ্রেষ্ঠ ! আমি অবগত আছি যে, আপনি সৰ্ব্বজ্ঞ, অতএব আপনি মানবগণের নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম সমুদায় বিশেষ রূপে বলুন ।^২

ভরু কহিলেন, রাজন্ ! আপনি আমার নিকট যে নিত্য-নৈমিত্তিক-ক্রিয়াকলাপ-বিষয়ক প্রশ্ন করিলেন, তাহা আনুপূর্বিক

নিত্য কর্ম—প্রত্যহ্ন-পরিহারাদি-জন্য প্রতিদিন ক্রিয়মাণ সঙ্ঘাবন্দন গৌচ
আচমনপ্রভৃতি । নৈমিত্তিক কর্ম—গ্রহণকালাদিতে অবশ্যকর্তব্য স্নান দান প্রভৃতি ।
কাম্য কর্ম—স্বর্গভোগাদিরূপ-কসজসক দান পূজা যাগ প্রভৃতি । ২

তদহং কথয়িষ্যামি শৃণুযে কমনা নৃপ ! * ॥ ৩ ॥

জাতস্য জাতকৰ্ম্মাদিক্রিয়াকাণ্ডমশেষতঃ ।

পুত্রস্য কুর্কীত পিতা শ্রাদ্ধাভ্যুদয়াত্মকম্ ॥ ৪ ॥

যুগ্মাংস্তু প্রাণ্ধুধান্ বিপ্রান্ ভোজয়েন্নম্নজেশ্বর ! ।

যথাব্রতি তথা কুর্যাৎ দৈবং পিত্র্যাং † দ্বিজম্ভনাম্ ॥ ৫ ॥

দধা যবৈঃ সবদরৈর্মিথ্রান্ পিণ্ডান্ মুদা যুতঃ ।

নান্দীমুখেভ্যস্তীর্থেন দদ্যাদৈবেন পার্থিব ! ॥ ৬ ॥

প্রাজাপত্যেন বা সৰ্ব্বমুপচারং প্রদক্ষিণম্ ।

কুর্কীত তত্থাহশেষ-ব্রজিকালেষু ‡ ভূপতে ! ॥ ৭ ॥

ততশ্চ নাম কুর্কীত পিতৈব দশমেহহনি ।

বদিতেছি, একমনা হইয়া শ্রবণ করুন ।° পুত্র জন্মিবামাত্র পিতা তাহার জাতকৰ্ম্ম প্রভৃতি সমুদায় ক্রিয়াকাণ্ড ও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিবেন ।° আভ্যুদয়িক-শ্রাদ্ধ-কালে দুই জন ব্রাহ্মণকে পূৰ্ণ মুখে বসাইয়া ব্যবহার ও কুলাচার অনুসারে দেবপক্ষের ও পিতৃ-পক্ষের শ্রাদ্ধকৰ্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে ।° রাজন্ ! সম্ভট চিন্তে দধি যব ও বদর মিশ্রিত পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা বা অঙ্গুলি-মূলদ্বারা নান্দীমুখ পিতৃগণকে প্রদান করিবে ।° অথবা কনিষ্ঠাঙ্গুলিমূলদ্বারাই সমুদায় উপচারদ্রব্য প্রদান করিতে পারিবে । ভূপতে ! সমুদায় ব্রজিশ্রাদ্ধকালেই প্রদক্ষিণ করা বিধেয় ।¹

অনন্তর পুত্রোৎপত্তির দশম দিবসে পিতা নামকরণ করিবেন ।

আদি পদ থাকিতে পিতাকেই গর্ভাধান পুংসবম প্রভৃতি কৰ্ম করিতে হইবে । :

* শৃণু চৈকমনা নৃপ ! ইতি বা পাঠিঃ ।

† যথাব্রতি তথা কুর্যাৎ দৈবং পৈত্র্যম্ ইতি পাঠান্তরম্ ।

‡ তত্থাহশেষ-ব্রজিকালে ইতি বা পাঠান্তরম্ ।

দেবপূর্বং নরাধ্যং হি শর্ম্মবর্ণাদিসংযুতম্ ॥ ৮ ॥
 শর্ম্মেতি ব্রাহ্মণশ্লোকং বর্ম্মেতি ক্ষত্রসংজ্ঞয়ম্ ।
 শুশুদাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ ॥ ৯ ॥
 নার্বহীনং নবাশস্তং নাপশকযুক্তং তথা ।
 নামজল্যং জুগুপ্সং বা নাম কুর্ঘ্যাৎ সমাক্ষরম্ ॥ ১০ ॥
 নাতিদীর্ঘং ন হ্রস্বং বা নাতিগুরুক্ষরান্বিতম্ ।
 সুখোচ্চার্য্যন্ত তন্মাম কুর্ঘ্যাদ্ যৎ প্রবণাক্ষরম্ ॥ ১১ ॥
 ততোহনন্তরসংস্কারসংস্কৃতো গুরুবেশ্মনি ।

(পুরুষের নাম) পুরুষ-বাচক হইবে । নামের প্রথম দেবতার নাম ও শেষে শর্ম্মা বর্ম্মা প্রভৃতি থাকিবে ।^৮ ব্রাহ্মণের নামের অন্তে শর্ম্মা, ক্ষত্রিয়ের নামের অন্তে বর্ম্মা ও বৈশ্য শূদ্রের নামের অন্তে শুশু দাস প্রভৃতি বিন্যস্ত করা প্রশস্ত কম্প ।^৯ অর্থহীন অপ্রশস্ত অপভ্রংশ-শব্দ-যুক্ত অমজল্য ও জুগুপ্সিত নাম ব্যবহার করিবে না । নামের অক্ষরগুলি বিষম না হয় ।^{১০} পিতা, অনতিদীর্ঘ অনতিহ্রস্ব অনতি-সংযুক্তাক্ষর-বিশিষ্ট সুখোচ্চার্য্য কোমল অক্ষর যুক্ত নাম নির্দেশ করিবেন ।^{১১}

দুর্গাদাস শর্ম্মা এ স্থলে দাস শব্দটী পুরুষবাচক, দুর্গা কুলদেবতার নাম, শর্ম্মা এই পদ শেষে বিন্যস্ত হইয়াছে । অথবা ঐজ্ঞামেস্রমাথ শর্ম্মা ইত্যাদি স্থলে ঐ এইটী দেবতার নাম প্রথমে থাকিল ।^৮

পূর্বের শর্ম্মা বর্ম্মা প্রভৃতি নামেরই অংশ ছিল, যথা—সোম শর্ম্মা, বিষ্ণু শর্ম্মা, ইন্দ্র-বর্ম্মা, চন্দ্র গুপ্ত, শিব দাস ইত্যাদি । এক্ষণে ঐগুলি নাম হইতে পৃথক হইয়া উপাধিস্বরূপ হইয়াছে ; যথা—সোমনাথ শর্ম্মা, ইন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মা, চন্দ্রকুমার গুপ্ত, শিবনাথ দাস ইত্যাদি ।^৯

অর্থহীন—ছাটু, লাটু, ছকু, ছুনো, ধোপন প্রভৃতি । অপ্রশস্ত—দিগম্বর, রসিক-মাল প্রভৃতি । অপভ্রংশ-শব্দ-যুক্ত—বলাইচাঁদ, কানাইলাল, তিনকড়ি, মদের চাঁদ, গুয়ে, গোবরা ইত্যাদি । অমজল্য—ভূতনাথ, ঋণামপতি, রাহু, শমি প্রভৃতি । জুগুপ্সিত—বালগোষ্ঠাল, ঐশনাথ ইত্যাদি । বিষম অক্ষর—মহেস্রমাথ প্রভৃতি ।^{১০}

যথোক্তং বিধিমাশ্রিত্য কুর্যাদ্ বিদ্যাং পরিগ্রহম্ ॥ ১২ ॥

গৃহীতবিদ্যো গুরবে দত্ত্বা চ গুরুদক্ষিণাম্।

গার্হস্থ্যমিচ্ছন্ ভূপাল ! কুর্যাদ্দারপরিগ্রহম্ ॥ ১৩ ॥

ব্রহ্মচর্যেণ বা কালং কুর্যাৎ সংকল্পপূর্বকম্।

গুরোঃ শুশ্রূষণং কুর্যাৎ তৎপুত্রাদেৱথাপি বা ॥ ১৪ ॥

বৈখানসো বাপি ভবেৎ প্রব্রজেদ্বা যথেষ্টয়া।

পূর্বসঙ্কল্পিতং যাদৃক্ তাদৃক্ কুর্য্যাম্মহীপতে ! ॥ ১৫ ॥

বর্ষৈরেকগুণাং ভাৰ্য্যামুদ্বহেৎ ত্রিগুণঃ স্বয়ম্।

অনন্তর বালক তৎপরবর্তী সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া গুরুগৃহে গমনপূর্বক যথাবিধানে বিদ্যাভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইবে।^{১২} রাজন্ ! (গুরুকুলে অবস্থানপূর্বক) কৃতবিদ্য হইয়া গুরুদক্ষিণা প্রদান করিবে। পরে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবার অভিলাষে দারপরিগ্রহ করিবে।^{১৩} অথবা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্বক জীবন অতিবাহন করিবার সংকল্প করিয়া যাবজ্জীবন গুরুর বা গুরুপুত্রাদির সেবা করিতে থাকিবে।^{১৪} কিংবা ব্রহ্মপ সংকল্পপূর্বক বনবাসী হইবে অথবা প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া যথা ইচ্ছা ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে। মহীপতে ! যিনি যেরূপ করুন্ পূর্বে সংকল্প করিতে হইবে।^{১৫}

যিনি গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইবেন, তিনি যে কন্যা বিবাহ করিবেন, তাহার বয়ঃক্রম আপনার বয়ঃক্রমের তৃতীয়াংশ হইবে। অতিকেশা বা অঙ্গেকেশা, অতিকৃষ্ণবর্ণা বা অতিপিঙ্গলবর্ণা কন্যা

তৎপরবর্তী সংস্কার—নিষ্কমণ, অন্নপ্রাণন, চূড়াকরণ ও উপনয়ন ॥ ১২

মন্ত্র বলিয়াছেন যে, ত্রিংশৎ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে গুরুকুল হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যা বিবাহ করিবে, অথবা চতুর্বিংশতিবর্ষ বয়সের সময় অষ্টবর্ষীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে ; ইহার পূর্বে বিবাহ করিলে ধর্মহানি হয়। চতুর্বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করাই বিষ্ণুপুরাণের অভিপ্রায়।^{১৬}

নাতিকেশামকেশাং বা নাতিকৃষ্ণাং ন পিঙ্গলাম্ ॥ ১৬ ॥
 নিসর্গতে। বিকলাঙ্গীমধিকান্ধীং চ নোদ্ধহেৎ ।
 নাবিশুদ্ধাং সরোগাং বা কুলজাং বাতিরোগিণীম্ ॥ ১৭ ॥
 ন দুষ্টাং দুষ্টবাচাটাঃ* ব্যঙ্গিনীং পিতৃমাতৃতঃ ।
 ন শ্মশ্রুব্যঞ্জনবতীং নচৈব পুরুষাকৃতিম্ ॥ ১৮ ॥
 ন ঘর্ষরস্বরাং ক্ষামবাক্যাং কাকস্বরাং ন চ† ।
 নানিবদ্ধেক্ষণাং তদ্বৎ বৃত্তাক্ষীং নোদ্ধহেৎ স্ত্রিয়ম্ ॥ ১৯ ॥
 যন্তাশ্চ লোমশো জজ্ঞে গুল্ফৌ যন্তাস্তথোন্নতো ।
 গণ্ডয়োঃ কূপকৌ যন্তা হসন্ত্যাস্তাঞ্চ নোদ্ধহেৎ ॥ ২০ ॥
 নোদ্ধহেৎ তাদৃশীং কন্যাং প্রাজ্ঞঃ কার্য্যবিশারদঃ ।

(বিবাহ করা বিধেয় নহে।) ১০ স্বভাবতঃ গর্ত্তাবস্থায় বিকলাঙ্গী
 অধিকান্ধী অবিশুদ্ধা অর্থাৎ মহাপতকাদি-জনিত-রোগ-লক্ষণাক্রান্তা
 রুগ্নশরীরী উৎকট-রোগবতী দুক্ষূল-সম্ভূতা (কন্যার পাণিগ্রহণ
 করিবে না।) ১১ শূদ্রাদি কর্ত্তক পরিপালিতা কটুভাষিনী পিতা
 মাতা অনুসারে বিকলাঙ্গী শ্মশ্রু-চিহ্ন-বিগিষ্টা পুরুষাকারী ১৮
 ঘর্ষরস্বরা স্বভাবতঃ অতিক্রীণ-বচনা কাকস্বরা পক্ষ্মরহিতনয়না
 বহুপক্ষ্মদারা সমাচ্ছাদিতনয়না ললনাকে বিবাহ করা অনুচিত। ১৯
 যাহার জজ্ঞাঙ্ঘ্রয় লোমযুক্ত, যাহার গুল্ফ উন্নত, হাস্য করিবার কালে
 যাহার গণ্ডঘ্রয়ে গর্ত্ত হয়, এরূপ রমণীকে কখনই বিবাহ করিবে
 না। ২০ যাহার আকার কোমল নহে, যাহার নখ পাণ্ডুবর্ণ ; যাহার

* ন দুষ্টাং দুষ্টবাচাং বা ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

† কাকুস্বরাং ন চ ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ ।

কাকুস্বরা এরূপ পাঠে যে স্ত্রী কথা কহিবার সময় পূর্ব-বঙ্গদেশীয়দিগের ন্যায়
 লঘু উচ্চারণ কথা গুরু উচ্চারণ বা গুরু উচ্চারণ কথা লঘু উচ্চারণ করে তাহাঃ নাম
 কাকুস্বরা । ১২ ●

নাতিরুক্ষচ্ছবিং পাণ্ডুরজামরুণেক্ষণাম্ ॥ ২১ ॥

আপীনহস্তপাদাঞ্চ ন কন্যামুদ্বহেদুধঃ ।

ন বামনাং নাতিদীর্ঘাং নোদ্বহেৎ সংহতক্রবম্ ॥ ২২ ॥

ন চাতিচ্ছিদ্রদশনাং ন করালমুখীং নরঃ ।

পঞ্চমীং মাতৃপক্ষাচ্চ পিতৃপক্ষাচ্চ সপ্তমীম্ ॥ ২৩ ॥

গৃহস্থস্তদ্বহেৎ কন্যাং ন্যায়েন * বিধিনা নৃপ ! ।

ব্রাহ্মো দৈবস্তুধৈবাব্যঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ ।

নয়ন রক্তবর্ণ ঐদৃশ কন্যাকে কার্যদক্ষ বিজ্ঞ ব্যক্তির বিবাহ করা অকর্তব্য।^{১১} যাহার হস্ত পদ স্থূল, যাহার চক্ষু টেরা, যাহার শরীর অতিদীর্ঘ, যাহার জুয়ুগল পরস্পর মিলিত, পণ্ডিতেরা ঐদৃশ কন্যা বিবাহ করিবেন না।^{১২} যাহার দন্তমধ্যে অধিক ছিদ্র আছে, যাহার মুখ বিভীষণ, ঐদৃশ কন্যাকেও বিবাহ করা উচিত নহে।^{১৩} রাজন্! গৃহস্থ ব্যক্তি ন্যায়ানুগত বিধি অনুসারে মাতৃপক্ষে পঞ্চমী ও পিতৃপক্ষে সপ্তমী কন্যা বিবাহ করিবে।^{১৪} ব্রাহ্ম দৈব অর্ষ প্রাজাপত্য আসুর গাক্কর্ক রাক্ষস ও সর্দাধম পৈশাচ, এই

* গৃহস্থ উদ্বহেৎ কন্যাং ন্যায়েন ইতি বা পঠনীয়ম্ ।

উপযুক্ত পাত্র অ'জ্ঞান করিয়া সংগতি অলঙ্কৃত কন্যা দান করাকে ব্রাহ্ম বিবাহ বলে।^১ যক্ষাষ্ট্রক'মকালে পবে'হিতকে দক্ষিণা'স্বরূপ কন্যা দান করিলে দৈব বিবাহ বলা যায়।^২ গো'দ্রয় গ্রহণপূর্বক কন্যা দান করিলে অর্ষ বিবাহ হয়।^৩ ভোমরা উভয়ে একত্র ধর্ম্য'চরণ কর, এই বলিয়া কন্যা সমর্পণ করিলে প্রাজাপত্য বিবাহ বলা যায়।^৪ শুক্ল গ্রহণ করিয়া কন্যা দান করিলে আত্মর বিবাহ হয়।^৫ যুবা ও যুবতী নির্জনে মিলিত হইয়া পরস্পর মনঃ সমর্পণ করিলে গাক্কর্ক বিবাহ হইয়া থাকে।^৬ যুদ্ধ কন্যা হরণ করিয়া বিবাহ করিলে রাক্ষস বিবাহ বলা যায়।^৭ স্ত্রী-বেশে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া বিবাহ করাকে পৈশাচ বিবাহ বলে।^৮ দেবস বলেন, প্রথম চারিপ্রকার বিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে ধর্ম্ম্য। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে গাক্কর্ক ও রাক্ষস বিবাহ বিধেয়। বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে আত্মর বিবাহ করা কর্তব্য। পৈশাচ বিবাহ সর্দাপেক্ষা অধম ও পাপবহু।^{২৫}

গান্ধর্বরাক্ষসৌ চান্যৌ পৈশাচশচাচ্চমোহধমঃ ॥ ২৫ ॥

এতেষাং যস্য যো ধর্মো বর্ণস্যোক্তো মহর্ষিভিঃ ।

কুর্কীত দারাহরণং তেনান্ত্যং পরিবর্জ্যয়েৎ ॥ ২৬ ॥

সধর্মচারিণীং প্রাপ্য গার্হস্থ্যং সহিতস্তথা* ।

সমুদ্বহেদ্ দদাত্যেবা সম্যগুতা মহাফলম্ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েহংশে দশমোহধ্যায়ঃ ।

আটপ্রকার বিবাহ নির্দিষ্ট আছে।^{১০} এই সকল বিবাহের মধ্যে যে বর্ণের যে বিবাহ ধর্ম্য বলিয়া মহর্ষিরা বলিয়াছেন তদনুসারে দার পরিগ্রহ করিবে এবং পৈশাচ বিবাহ করা বিধেয় নহে।^{১১} এই রূপে গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশপূর্বক সধর্মচারিণী পত্নী পরিগ্রহ করিলে সেই বিবাহিতা নারী মহাফল প্রদান করে।^{১২}

বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয় অংশ দশম অধ্যায় সমাপ্ত ।

* সধর্মচারিণীং প্রাপ্য গার্হস্থ্যং সহিতস্তথা ইতি বা পাঠঃ

বিষ্ণুপুরাণম্ ।

তৃতীয়োহংশঃ ।

একাদশাধ্যায়ঃ ।

সগর উবাচ ।

গৃহস্থস্য সদাচারং শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং যুনে ! ।
লোকাদত্মাং পরত্মাচ্চ যম্মাতিষ্ঠন্ন হীয়তে ॥ ১ ॥

ঔর্য উবাচ ।

ঋয়তাং পুথিবীপাল ! সদাচারস্য লক্ষণম্ ।
সদাচারবতা পুংসা জিতৌ লোকাবুভাবপি ।
সাধবঃ ক্লীণদোষাস্তু, সচ্ছবঃ সাধুবাচকঃ ।
তেষামাচরণং যত্তু সদাচারঃ স উচ্যতে ॥ ২ ॥
সপ্তর্ষয়োহথ মনবঃ প্রজানাং পতয়ন্তথা ।
সদাচারস্য বক্তারঃ কর্তারশ্চ মহীপতে ! ॥ ৩ ॥

সগর কহিলেন, যুনে ! যাঁহুঁশ অনুষ্ঠান করিলে ইহলোকে ও পরলোকে ধর্ম্মহানি না হয়, গৃহস্থের তাঁহুঁশ সদাচার অবগণ করিতে ইচ্ছা করি ।

ঔর্য কহিলেন, মহারাজ ! সদাচারের লক্ষণ বলিতেছি, অবগণ করুন । সদা সদাচারশীল মনুষ্য ইহলোকে ও পরলোকে পূজিত হন ।^১ সৎ-শব্দের অর্থ সাধু । যাঁহার দোষস্পর্শ-পরিশূন্য তাঁহা-দিগকেই সাধু বলা যায় । সৎ অর্থাৎ সাধুদিগের যে আচার

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে, মুস্থে চ মানসে মতিমান্ নৃপ ।
 বিবুদ্ধশ্চিন্তয়েদ্ধৰ্ম্মম্ অর্থঞ্চাম্যাবিরোধিনম্ ॥ ৫ ॥
 অপীড়য়া তয়োঃ কামমুভয়োরপি চিন্তয়েৎ ।
 দৃষ্টাদৃষ্টবিনাশায় ত্রিবর্গে সমদর্শিতা ॥ ৬ ॥
 পরিত্যজেদর্থকামৌ ধৰ্ম্মপীড়াকরৌ নৃপ ! ।
 ধৰ্ম্মমপ্যমুখোদকং লোকবিদ্বিষ্টমেব চ * ॥ ৭ ॥
 ততঃ কল্যাং সমুখায় কুর্য্যান্মৈত্রং নরেশ্বর ! ।
 নৈক্যভ্যামিষুবিক্ষেপমতীত্যভ্যধিকং ভুবঃ ॥ ৮ ॥
 দূরাদাবসথান্মুত্রং পুরীষঞ্চ সমুৎসৃজেৎ ।

অর্থাৎ ব্যবহার তাহার নাম সদাচার ।^{১০} মহীপতে ! সপ্তর্ষিগণ
 মনুগণ প্রজাপতিগণ, ইঁহারাই সদাচারের বক্তা ও কর্তা ।^{১১}
 রাজন্ ! ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তনময়ে অন্তঃকরণ মুস্থ ও প্রশান্ত থাকে ।
 বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেই সময় জাগরিত হইয়া ধৰ্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্মের
 আঁরোধে অর্থচিন্তা করিবে ।^{১২} ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়ের অনিরোধে
 কাম চিন্তা করাও কর্তব্য । ধর্ম্ম অর্থ ও কামের মধ্যে কোনটাই
 প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ রূপে হানি না হয়, এই জন্য ত্রিবর্গের প্রতিই
 সমান দৃষ্টি রাখিবে ।^{১৩} ভূপতে ! বাহাতে ধর্ম্ম হানি হয়, ঐদৃশ
 অর্থ ও কাম পরিত্যাগ করিবে । যে ধর্ম্মদ্বারা অমুখ হইতে পারে,
 যে ধর্ম্ম সমাজবিরুদ্ধ তাড়ণ ধর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করা বিধেয় নহে ।^{১৪}

রাজন্ ! অতিপ্রত্যুষে গাত্রোপানপূর্ব্বক গ্রামের নৈক্যর্ত কোণে
 বাণ বিক্ষেপের সীমা অতিক্রম করিয়া অথবা যথাসাধ্য কিঞ্চিৎ দূরে
 বলত্যাগ করিবে ।^{১৫} ফলতঃ বাসস্থান হইতে দূরতর প্রদেশে

লোকবিদ্বিষ্টমেব চ ইতি বা পঠিতব্যম্ ।

পূর্ব্বকালে প্রায় সমুদায় বালকেই প্রত্যুষে বাণশিক্ষা করিত । বাণের গতি ১৫০
 হস্ত । বাস স্থান হইতে ১৫০ হস্ত দূরে শব্দ পরিত্যাগার্থ উপবিষ্ট হইলে বা বিজ্ঞ
 হইবার সভাবনা থাকে না ।^{১৬}

পাদাবসেচনোচ্ছিষ্টে প্রক্ষিপেন্ন গৃহাঙ্গনে ॥ ৯ ॥
 আত্মচ্ছায়াং তরুচ্ছায়াং গোসূর্যাধ্যানিলাংস্তথা ।
 গুরুদ্বিজাতীংশ্চ বুধো ন মেহেত কদাচন ॥ ১০ ॥
 ন ক্লৃষ্টে শস্যমধ্যে বা গোব্রজে জনসংসদি ।
 ন বর্জ্যনি ন নদ্যাদিতীর্থেষু পুরুষষভ ! ॥ ১১ ॥
 নাপ্সু ন বাস্ত্রসস্তীরে ন শ্মশানে সমাচরেৎ ।
 উৎসর্গং বৈ পুরীষস্য মূত্রস্য চ বিসর্জ্জনম্ ॥ ১২ ॥
 উদঙ্মুখো দিবোৎসর্গং বিপরীতমুখো নিশি ।

মল মূত্র পরিত্যাগ করাই বিধেয়। যে স্থলে পদচিহ্ন থাকাত্তে (মনুষ্যের গতিবিধির পথ অনুভূত হয়) তাদৃশ স্থানে বা গৃহ-প্রাঙ্গণে মূত্র বা পুরীষ ত্যাগ করা কোন মতেই কর্তব্য নহে।^১ আত্মচ্ছায়ার উপর গৃহচ্ছায়ার উপর এবং গো ব্রাহ্মণ ও তরুচ্ছায়ার উপর, বায়ু বা অগ্নির সম্মুখে, অথবা সূর্যাভিমুখে, প্রস্রাব ত্যাগ করা জ্ঞানী ব্যক্তির কখনই কর্তব্য নহে।^২ পুরুষশ্রেষ্ঠ! হলাদি-দ্বারা কৃষ্ট ভূমিতে শস্যযুক্ত ক্ষেত্রে গোষ্ঠ ও গোপ্রচারস্থানে জন-সমাজে পশিমধ্যে নদ্যাতির গর্ভে তীর্থস্থানে^৩ জলমধ্যে জলা-শয়ের তীরে অপবা শ্মশানে মূত্র ও পুরীষ পরিত্যাগ করা অকর্তব্য।^৪ রাজন্! যদি কোন ব্যাঘাত না জন্মে তাহা হইলে পশ্চিমের দিবাভাগে উত্তরমুখ হইয়া রাত্রিকালে দক্ষিণমুখ হইয়া

কৃষ্ট ভূমিতে মূত্র ত্যাগ করিলে ভূমধ্যস্থিত হৃষ্টিকান্দি নির্গত হইয়া দংশন করিতে পারে, শসের বীজ নষ্ট হইবারও সম্ভাবনা।^৫

জলাশয় প্রভৃতিতে মলমূত্রত্যাগ করিলে জল দূষিত হইয়া স্বাস্থ্যভঙ্গ করিতে পারে।^৬

ব্রাহ্মণের প্রথমতঃ সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী স্থান অর্থাৎ ব্রহ্মাবর্ত অধিকাংশ কয়। বাস করেন। আদিম নিবাসী অসত্যোরা কতক বন্দী হয়, কতক-গুলি পলায়ন করিয়া দাক্ষিণাত্য প্রদেশে অর্থাৎ বিষ্ণুপর্বতের দক্ষিণ ভাগে মহা-রণ্যে প্রবেশ করে। ক্রমশঃ বিষ্ণুপর্বত পর্য্যন্ত আৰ্য্য জাতির বসতি বিস্তার হও-

কুর্কীতানাপদি প্রাজ্ঞো মূত্রোৎসর্গঞ্চ পার্থিব ॥ ১৩ ॥

তৃণৈরাস্তীৰ্য্য বস্তুধাং বস্ত্রপ্রাবৃতমস্তকঃ।

তিষ্ঠেন্নাতিচিরং তত্র নৈব কিঞ্চিদুদীরয়েৎ ॥ ১৪ ॥

বল্লীকমূষিকোৎখাতাং মৃদমস্তর্জ্জলাং তথা *।

শৌচাবশিষ্টাং গেহাচ্চ নাদদ্যাংল্লেপসম্ভবাম্ ॥ ১৫ ॥

অন্তঃপ্রাণ্যবপন্নাক্ষং হলোৎখাতাক্ষং ভূমিপ †।

পরিত্যজেম্মদশ্চৈত্যাঃ সকলাঃ শৌচসাধনম্ ॥ ১৬ ॥

একা লিঙ্গে ণ্ডদে তিস্রস্তথা বামকরে দশ।

হস্তদ্বয়ে চ সপ্তান্যা হৃদঃ শৌচোপপাদিকাঃ ॥ ১৭ ॥

মলমুত্র পরিত্যাগ করিবেন।^{১৩} মৃত্তিকার উপর কতকগুলি তৃণ
রিছাইয়া বস্ত্রদ্বারা মস্তক আবৃত করিয়া (পুরীষোৎসর্গ করিবে)
কিন্তু সে স্থানে অধিক সময় বসিয়া থাকিবে না, তাহার মধ্যে কথাও
কহিবে না।^{১৪} অনন্তর (হস্তমৃত্তিকার জন্য) বল্লীক মূষিকমৃত্তিকা,
আর্দ্র মৃত্তিকা শৌচাবশিষ্ট মৃত্তিকা ও গৃহলেপ মৃত্তিকা গ্রহণ করা
বিধেয় নহে।^{১৫} কীটযুক্ত মৃত্তিকা এবং হলোৎখাত মৃত্তিকাও পরি-
ত্যাগ করিবে। এতদ্ব্যতীত সমুদায় মৃত্তিকাই শৌচসাধন হইতে
পারে।^{১৬} লিঙ্গে একবার ণ্ডহ্যদেশে তিনবার বাম হস্তে দশবার

যাতে হিমালয় অবধি বিস্তৃত পর্বত স্থানকে আৰ্য্যাবৰ্ত্ত বলে। বিক্ষিপ্তবর্তের
প্রান্তবর্তী অরণ্যে মুনিগণ তপস্যা করিতেন। আদিম অসভ্যেরা (রাক্ষসেরা)
মধ্যে মধ্যে দক্ষিণাভ্য হইতে রাত্রিকালে আসিয়া মুনিগণের উপর দৌরাত্ম্য করত।
তাহাতেই ভহারি শিলাচর নামে বিখ্যাত হয়। রাত্রিকালে বনমধ্যে দক্ষিণমুখ হইয়া
মলত্যাগার্থ বসিলে রাত্রিচরদিগের আগমন জানিয়া সাবধান হইতে পারা যায়।
দিবাভাগে শিলাচরের ভয় নাই, কিন্তু রাজারা উত্তরদিক হইতে যুগ্মার্থ অরণ্যে
প্রবেশ করিতেন। দিবাভাগে উত্তরমুখ হইয়া বসিলে দূর হইতে দেখিয়া সাবধান
হইতে পারা যায়।^{১৩}

* মৃদং মাস্তর্জ্জলাং তথা ইতি বা পাঠঃ।

• † হলোৎখাতাক্ষ পার্থিবঃ ইতি পাঠান্তরম্।

অচ্ছেদ্যাংগক্কেনেন জলেনাবুদ্ধদেন চ ।

আচামেত হৃদং ভূয়স্তথা দদ্যাৎ সমাহিতঃ ॥ ১৮ ॥

নিষ্পাদিতাজ্জিশৌচস্ত পাদাবভ্যক্ষ্য তৈব পুনঃ ।

ত্রিঃ পিবেৎ সলিলং তেন তথা দ্বিঃ পরিমার্জ্যয়েৎ ॥ ১৯ ॥

শীর্ষণ্যানি ততঃ স্থানি মুর্দ্ধানঞ্চ নৃপালভেৎ ।

বাহু নাভিঞ্চ তোয়েন হৃদয়ঞ্চাপি সংস্পৃশেৎ ॥ ২০ ॥

আচান্তুচ্চ ততঃ কুর্যাৎ পুমান্ কেশপ্রসাধনম্ ।

আদর্শাঞ্জনমাজ্জল্যদূর্বাদ্যালভনানি চ ॥ ২১ ॥

ততঃ স্ববর্ণধর্ম্মেণ বৃত্তার্থঞ্চ ধনার্জ্জনম্ ।

কুর্বাতি শ্রদ্ধাসম্পন্নো যজ্ঞেচ্চ পৃথিবীপতে ! ॥ ২২ ॥

সোমসংস্থা হবিঃসংস্থা পাকসংস্থাশ্চ সংস্থিতাঃ ।

.উভয় হস্তে সাত বার মৃত্তিকা দিলে শৌচ সমাধান হয়।^{১১} অন-
ন্তর গন্ধশূন্য কেনশূন্য বুদ্ধশূন্য নির্মল সলিল দ্বারা আচমন
করিবে (পরন্তু আচমনের পূর্বে) সমাহিত হইয়া পুনর্বার মৃত্তিকা
গ্রহণপূর্বক^{১২} পাদ শৌচ সম্পাদন করিয়া পাদ প্রক্ষালন করিবে।
পরে তিন বার কুলুকুচো করিয়া দুই বার মুখমার্জন করিবে।^{১৩}
তৎপরে মস্তকের সমুদায় স্থান, ইন্দ্রিয় সমুদায়, ব্রহ্মরন্ধ্র, বাহুদ্বয়,
নাভি ও হৃদয়, এই সমুদায় স্থান ক্রমশঃ সজল হস্ত দ্বারা স্পর্শ
করিবে।^{১৪} এইরূপে শৌচ সাধনপূর্বক (প্রাতঃস্নান করিয়া) কেশ-
সংস্কারে প্রবৃত্ত হইবে। আদর্শদ্বারা ও চক্ষুতে অঞ্জনলেপন ও সর্দ
শরীরে যথাস্থানে দুর্বা প্রভৃতি মাজ্জলিক দ্রব্য বিন্যাস করিবে।^{১৫}

তুপতে ! এই সমস্ত কার্য সম্পন্ন হইলে গৃহস্থ ব্যক্তি জীবিকা
নির্বাহের জন্য স্বজাতীয় ধর্ম্মানুসারে ধনোপার্জন করিবে, শ্রদ্ধা-
যুক্ত হইয়া বাগানুষ্ঠানেও প্রবৃত্ত হইবে।^{১৬} সোমসংস্থা (অগ্নি-

ধনে যতো মনুষ্যাণাং* যতেতাতো ধনাজ্জনে ॥ ২৩ ॥

নদীনদতড়াগেষু দেবখাতজলেষু চ ।

নিত্যক্রিয়ার্থং স্নায়ীত গিরিপ্ৰশ্রবণেষু চ ॥ ২৪ ॥

কূপেষুহৃততোয়েন স্নানং কুর্কীত বা ভূবি ।

স্নায়ীতোদ্ধৃততোয়েন অথবা ভুব্যসম্ভবে † ॥ ২৫ ॥

শুচিবস্ত্রধরঃ স্নাতো দেবর্ষিপিতৃতর্পণম্ ।

তেষামেব হি তীর্থেন কুর্কীত স্নসমাহিতঃ ॥ ২৬ ॥

ত্রিরপঃ প্রীণনার্থায় দেবানামপবজ্জয়েৎ ।

তথর্ষীণাং যথা ন্যায়ং সঙ্কল্পাপি প্রজাপতেঃ ॥ ২৭ ॥

পিতৃণাং প্রীণনার্থায় ত্রিরপঃ পৃথিবীপতে ।

ষ্টোম প্রভৃতি) হবিঃসংস্থা (অগ্ন্যাধেয় প্রভৃতি) পাকসংস্থা (অষ্টক।
প্রভৃতি) এই সমুদায় ধর্ম্য কর্ম্মই ধন হইতে সম্পন্ন হয় সুতরাং
ধনোপার্জন্যার্থ যত্ন করা মনুষ্যের অবশ্য কর্তব্য ।^{২০} (অনন্তর মধ্যাহ্ন
কালে) নিত্যক্রিয়ার নিমিত্ত নদী নদ তড়াগ অথবা দেবখাতে
কিংবা পর্কতপ্রশ্রবণে স্নান করা বিধেয় ।^{২১} (যে দেশে এতৎসমু-
দায় না থাকিবে সেখানে) কূপ হইতে জল তুলিয়া কূপপ্রাস্ত-
ভূমিতে অথবা কূপোদক হুহে আনয়ন পূর্বক স্নান করিবে । (যদি
এ সুবিধাও না ঘটে, বা পীড়া হয়, তাহা হইলে মস্ত্রস্নান দ্বারা শুচি
হইবে ।)^{২২} মধ্যাহ্ন স্নান হইলে পবিত্র বস্ত্র পরিধান পূর্বক স্না-
হিত হইয়া তন্তুস্তীর্থে দেবতর্পণ ঋষিতর্পণ ও পিতৃতর্পণ করিবে ।
^{২৩} দেবগণের প্রীতির নিমিত্ত তিনবার, ঋষিগণের প্রীতির নিমিত্ত
তিনবার, প্রজাপতির প্রীতির নিমিত্ত একবার জল প্রদান করা
কর্তব্য ।^{২৪} ভূপতে ! এইরূপ পিতৃলোকের তৃপ্তির জন্য তিনবার

* ধনোপাত্যে মনুষ্যাণাম্ ইতি কেচিৎ পঠিস্তি ।

† অথবা ভূবি সম্ভবে ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ ।

পিতামহেভাশ্চ তথা প্রীণয়েৎ প্রপিতামহান্ ॥ ২৮ ॥
 মাতামহায় তৎপিত্রে তৎপিত্রে চ সমাহিতঃ ।
 দদ্যাৎ পৈত্রেণ তীর্থেন কাম্যক্ষান্যৎ শৃণুয মে ॥ ২৯ ॥
 মাত্রে প্রমাত্রে তন্মাত্রে গুরুপত্ন্যৈঃ তথা নৃপ ।
 গুরুবে মাতুলাদীনাং স্নিগ্ধমিত্রায় ভূভুজে ॥ ৩০ ॥
 ইদঞ্চাপি জপেদমু দদ্যাদাত্তোচ্ছয়া নৃপ ।
 উপকারায় ভূতানাং কৃতদেবাদিতর্পণঃ ॥ ৩১ ॥
 দেবাসুরাস্তথা যক্ষা নাগা গন্ধর্ব্বরাক্ষসাঃ ।
 পিশাচা গৃহ্যকাঃ সিদ্ধাঃ কুষ্মাণ্ডাস্তরবঃ খগাঃ ॥ ৩২ ॥
 জলেচরা ভূমিলয়া বায়ুহারাশ্চ জন্তবঃ ।
 প্রীতিমেতে প্রয়াস্ত্বাশু মদন্তেনামুনাখিলাঃ ॥ ৩৩ ॥

. জল প্রদান করিবে । পিতামহ প্রপিতামহ^{২৮} মাতামহ প্রমাতা-
 মহ বৃদ্ধপ্রমাতামহ ইহাদিগকে তর্জ্জনী মূল দ্বারা জল প্রদান
 করিবে । পরে কাম্য তর্পণ বলিতেছি শ্রবণ করুন ।^{২৯} মাত্রে ইদম্
 (ইহা মাতার) প্রমাত্রে ইদম্ (ইহা প্রমাতার) বৃদ্ধপ্রমাত্রে ইদম্
 (ইহা বৃদ্ধ প্রমাতার) গুরুপত্ন্যৈ ইদম্ (ইহা গুরুপত্নীর) গুরুবে
 ইদম্ (ইহা গুরুর) মাতুলমিত্রায় ইদম্ (ইহা মাতুলমিত্রগণের)
 ভূভুজে ইদম্ (ইহা রাজার)^{৩০} এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া স্বেচ্ছানুসারে
 অভিলষিত বস্তু বাঞ্ছাবকে জল প্রদান করিবে । পরে সমুদায় প্রাণীর
 উপকারার্থে দেবাদি তর্পণ করিবে^{৩১} (তাহার মন্ত্র এই) দেবগণ
 অসুরগণ যক্ষগণ নাগগণ গন্ধর্ব্বগণ রাক্ষসগণ পিশাচগণ গৃহ্যকগণ
 সিদ্ধগণ কুষ্মাণ্ডগণ বৃক্ষগণ পক্ষিগণ^{৩২} জলজন্তুগণ ভূতলস্থ কীটাদি-
 গণ পবনাশন প্রাণিগণ, ইহারা সকলেই মদন্ত জল দ্বারা শীত্র
 পরিতৃপ্ত হউন ।^{৩৩} যে সকল প্রাণী বিবিধ নরকে বিবিধ যাতনা

নরকেষু সমস্তেষু বাতনাযু চ যে স্থিতাঃ ।
 তেষামাপ্যায়নাত্মৈতদীয়তে সলিলং ময়া ॥ ৩৪ ॥
 যেহবান্ধবা বান্ধবা বা যেহন্যজন্মানি বান্ধবাঃ ।
 তে সৰ্ব্বৈ তৃপ্তিমায়াস্ত য়ে চাস্মভ্যেকাজ্জিগঃ ॥ ৩৫ ॥
 যত্র কচন সংস্থানাং ক্ষুভ্রুষোপহতাত্মনাম্ ।
 ইদমপ্যাক্ষয়ঞ্চাস্ত ময়া দত্তং তিলোদকম্ ॥ ৩৬ ॥
 কাম্যোদকপ্রদানান্তে মমৈতৎ কথিতং স্বপ ।
 বদন্তু প্রাণয়তোতম্ননুষ্যঃ সকলং জগৎ ॥ ৩৭ ॥
 জগদাপ্যায়নোদ্ধৃতং পুণ্যমাপ্নোতি চানঘ ।
 দত্ত্বা কাম্যোদকং সম্যাগেতেভ্যঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ॥ ৩৮ ॥
 আচম্য চ ততো দদ্যাৎ সূর্য্যায় সলিলাঞ্জলিম্ ।
 নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে ।

ভোগ করিতেছে, তাহাদের তৃপ্তির উদ্দেশে আমি জল প্রদান করিতেছি।^{৩৪} যাঁহারা আমার বান্ধব, যাঁহারা আমার বান্ধব নহেন, যাঁহারা পূৰ্ব্বেজন্মে আমার বান্ধব ছিলেন এবং যিনি যিনি আমার দত্ত জল প্রত্যাশা করেন, তাঁহারা সকলেই মদন্ত জল দ্বারা পরিভূপ্ত হউন।^{৩৫} যিনি যে কোন স্থানে অবস্থান করুন, যদি ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে মদন্ত এই সতিলোদক অক্ষয় তৃপ্তিজনক হউক।^{৩৬}

রাজন্ ! কাম্যোদক প্রদানের পর যাহা বলিতেছি, তাহা দান করিলে মনুষ্য সমুদায় জগৎ প্রীত করিতে পারেন।^{৩৭} বিশেষতঃ সমুদায় জগৎ পরিভূপ্ত করাতে নির্মল পুণ্যরাশি উপার্জন করেন। ভূপতে ! পূৰ্ব্বোক্ত ব্যক্তিদিগের উদ্দেশে কাম্যোদক প্রদান করিয়া শ্রদ্ধান্বিত হইয়া^{৩৮} আচমন পূৰ্ব্বক সূর্য্যকে সলিলাঞ্জলি প্রদান

জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কৰ্মদায়িনে ॥ ৩৯ ॥
 ততো গৃহার্চনং কুর্যাদভীষ্টসুরপূজনম্ ।
 জলাভিষেকপুষ্পাণাং ধূপাদেশচ নিবেদনৈঃ ॥ ৪০ ॥
 অপূৰ্ণমগ্নিহোত্রঞ্চ কুর্য্যাৎ প্রাগুক্তক্রমেণ ততঃ ।
 প্রজাপতিং সমুদ্दिश्य দদ্যাদাহুতিমাদরাৎ ॥ ৪১ ॥
 ওহেভ্যঃ কাশ্যপায়াথ ততোহনুমতয়ে ক্রমাৎ ।
 তচ্ছেষং প্রণিকেহন্ত্যোহথ* পৰ্জ্জন্যায় ক্ষিপেত্ততঃ ॥৪২॥
 দ্বারে ধাতুর্বিধাতুশ্চ মধ্যে চ ব্রহ্মণঃ ক্ষিপেৎ ।
 গৃহস্থ পুরুষব্যাত্র ! দিগ্দ্দেবানপি মে শৃণু ॥ ৪৩ ॥
 ইন্দ্রায় ধৰ্ম্মরাজায় বরুণায় তথেন্দবে ।

করিবে । (মন্ত্ৰ) যিনি ব্রহ্মের ন্যায় দীপ্তিশালী, যিনি বিষ্ণু হইতে
 তেজঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি জগতের উৎপাদক, যিনি ঐহিক কৰ্ম
 সমুদায়ের কারণ, সেই বিশুদ্ধ বিবস্বান্ সবিতাকে প্রদান করি।^{৩৯}
 অনন্তর গৃহ দেবতা ও ইষ্টদেবতার পূজা করিবে। এই পূজাতে
 প্রথমতঃ জলাভিষেক পরে পুষ্প ধূপ দীপ প্রভৃতি নিবেদন
 করিতে হইবে।^{৪০} পরে প্রোক্ষণ পূৰ্ব্বক অগ্নিহোত্র সমাধান করিয়া
 প্রথমতঃ ব্রহ্মকে পরে প্রজাপতিকে আদরপূৰ্ব্বক আহুতি প্রদান
 করিবে।^{৪১} তৎপরে শুভ্র কাশ্যপ ও অনুমতিক্রমে ক্রমশ জল প্রদান
 করিয়া তদবশিষ্ট, জলাধার-সম্মিথিতে জলেতে ও মেঘেতে নিক্ষেপ
 করিবে।^{৪২} পুরুষশ্রেষ্ঠ ! দ্বারের উভয় পাশ্বে ধাতা ও বিধাতার
 উদ্দেশে ও মধ্যদেশে ব্রহ্মের উদ্দেশে জল প্রদান করিতে হইবে।
 পরে দিকপালদিগের পূজা বলিতেছি, শ্রবণ করুন।^{৪৩} গৃহের পূৰ্ব্ব
 দিকে ইন্দ্রকে, দক্ষিণ দিকে ধৰ্ম্মরাজকে, পশ্চিম দিকে বরুণকে,
 উত্তর দিকে ইন্দ্রকে হৃতশেষ অন্তরূপ বলি প্রদান করিবে।^{৪৪} পূৰ্ব্ব

* তচ্ছেষং মনিকেহন্ত্যোহথ ইতি বা পঠ্যতাই।

প্রাচ্যাदिषु बुधो दद्यात् छतशेषान्नकं बलिम् * ॥ ৪৪ ॥

প্রাণ্ডত্তরে চ দিগুভাগে ধ্বন্তুরিবলিং বুধঃ † ।

নির্বপেদ্ বৈশ্বদেবঞ্চ কৰ্ম কুর্যাদতঃ পরম্ ॥ ৪৫ ॥

বায়ব্যে বায়বে দিক্ষু সমস্তান্সু ততো দিশাম্ ।

ব্রহ্মণে চান্তুরিক্ষায় ভানবে প্রক্ষিপেদ্ বलिम् ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বেদেবান্ বিশ্বভূতানথো ভূতপতীন্ পিতৃন্ ।

যক্ষাণাঞ্চ সমুদ্दिशः ‡ बलिं दद्यान्नरेश्वरः ॥ ৪৭ ॥

ততোহন্যদন্নমাদায় ভূমিভাগে শুচৌ বুধঃ ।

দদ্যাদশেষভূতেভ্যঃ স্বেচ্ছয়া তৎ সমাহিতঃ ॥ ৪৮ ॥ *

দেবা মনুষ্যাঃ পশাবো বয়াংসি

সিদ্ধাঃ সমক্ষোরগদৈত্যসংঘাঃ ।

প্রেতাঃ পিশাচাস্তরবঃ সমস্তাঃ

যে চান্নমিচ্ছন্তি ময়া প্রদত্তম্ ॥ ৪৯ ॥

উত্তর দিকে ধ্বন্তুরি-বলি ও বৈশ্বদেব-বলি প্রদান করিয়া তৎপর-
বর্ত্তী কৰ্ম্ম অর্থাৎ গৃহদেবতা-বলি প্রদানানন্তর কৰ্ত্তব্য তদিতর
দেবতার বলি প্রদান করিবে ।** রাজন্ ! অনন্তর বায়ুকোণে
বায়ুকে, সমস্ত দিকে ব্রহ্ম অন্তুরিঞ্চ ও ভানুকে বলি প্রদান করিয়া**
বিশ্বদেবগণ, বিশ্বভূতগণ, ভূতপতিগণ, পিতৃগণ ও যক্ষগণকে উদ্দেশ
করিয়া বলি প্রদান করিতে হইবে ।** অনন্তর পণ্ডিত ব্যক্তির
কৰ্ত্তব্য এই যে, স্বেচ্ছানুসারে অন্য অন্ন গ্রহণ করিয়া সমাহিত চিন্তে
পবিত্র ভূমিতে অশেষ প্রাণীকে প্রদান করেন ।** (তাহার মন্ত্র
এই)—দেবগণ, মনুষ্যগণ, পশুগণ, পক্ষিগণ, সিদ্ধগণ, যক্ষগণ, উরগ-

* ছতশেষাদিকং বलिम् ইতি বা পঠিতবাম্ ।

† ধ্বন্তুরিবলিং বপেৎ ইতি পাঠান্তবাম্ ।

‡ যক্ষাণাঞ্চ সমুদ্दिशः ইতি বা পাঠঃ ।

পিপীলিকাঃ কীটপতঙ্গকাদ্যাঃ

বুভুক্ষিতাঃ কৰ্মনিবন্ধবন্ধাঃ।

প্রয়াস্ত তে তৃপ্তিমিদং ময়াম্নং

তেভ্যো বিশ্বক্ং পুথিনো ভবন্ত ॥ ৫০ ॥

যেবাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুঃ

নৈবান্নসিদ্ধিন তথান্নমস্তি ।

তত্তৃপ্তয়েহম্নং ভুবি দত্তমেতৎ

প্রয়াস্ত তৃপ্তিং মুদিতা ভবন্ত * ॥ ৫১ ॥

ভূতানি সৰ্বানি তথান্নমেতৎ

অহঞ্চ বিষ্ণুর্ন যতোহন্যদস্তি ।

তস্মাদহং ভূতনিকারভূতম্

অন্নং প্রযচ্ছামি ভবায় তেষাম্ ॥ ৫২ ॥

গণ, দৈত্যগণ, প্রেতগণ, পিশাচগণ, তরুগণ ও অন্যান্য যে সকল জীব মদন্ত অন্ন প্রত্যাশা করে তাহারা^{১০} এবং পিপীলিকা কীট পতঙ্গ প্রভৃতি যাহারা কৰ্মপাশে বদ্ধ ও ক্ষুধার্ত আছে, আমি তাহাদের সকলের নিমিত্ত এই অন্ন প্রদান করিলাম, ইহাতে সকলেই পরিতৃপ্ত ও সুখী হউন।^{১১} যাহাদের মাতা নাই, পিতা নাই, বন্ধু নাই, পাকাদিদ্বারা অন্ন প্রস্তুত করিবার উপায় নাই এবং খাদ্য দ্রব্যও নাই, আমি তাঁহাদের তৃপ্তির নিমিত্ত পৃথিবীতে এই অন্ন প্রদান করিলাম, এক্ষণে তাঁহারা এই অন্নে তৃপ্ত ও মুদিত হউন।^{১২} জগতীতলস্থ নিখিল প্রাণী, এই অন্ন এবং আমি, সকলই বিষ্ণুময়; কারণ বিষ্ণু ভিন্ন কোন বস্তুই বিদ্যমানতা নাই। এই যুক্তি অনুসারে সমুদায় ভূতসমূহ আমা হইতে ভিন্ন নহে, আমি

* প্রয়াস্ত লোকায় স্থায় তদ্বৎ ইতি বা পঠ্যতাহ।

চতুর্দশো ভূতগুণো য এব

তত্র স্থিতা যেহখিলভূতসংখ্যাঃ ।

তৃপ্ত্যর্থমন্নং হি ময়া বিসৃজ্যং*

তেষামিদং তে মুদিতা ভবন্ত ॥ ৫৩ ॥

ইত্যুচ্চাৰ্য্য নরো দদ্যাদন্নং শ্রদ্ধাসমম্বিতঃ ।

ভুবি ভূতোপকারায় গৃহী সৰ্ব্বাশ্রয়ো যতঃ ॥ ৫৪ ॥

শ্চণ্ডালবিহঙ্গানাং ভুবি দদ্যাৎ ততো নরঃ ।

যে চান্যে পতিতাঃ কেচিদপাত্ৰা ভুবি মানবাঃ ॥ ৫৫ ॥

ততো গোদোহমাত্রং বৈ কালং তিষ্ঠেদ্ গৃহাঙ্গণে ।

অতিথিগ্রহণার্থায় তদূৰ্দ্ধং বা যথেষ্টয়া ॥ ৫৬ ॥

সমুদায় জীব স্বরূপ হইতেছি, অতএব আমি সমুদায় জীবগণের
পুষ্টির উদ্দেশে অন্ন প্রদান করিলাম।^{১২} চতুর্দশপ্রকার জীবের
অন্তর্গত সমুদায় জীবকেই আমি তৃপ্তির জন্য অন্ন প্রদান করিলাম,
একগুণে তাঁহারা সকলেই প্রমুদিত হউন।^{১৩} গৃহস্থ ব্যক্তি এই মন্ত্র
উচ্চারণ করিয়া শ্রদ্ধাসম্বিত চিন্তে ভূতগণের উপকারের জন্য পৃথি-
বীতে অন্ন প্রদান করিবে; কারণ গৃহস্থই সকলের আশ্রয়।^{১৪} অন-
ন্তর কুকুর, চণ্ডাল, বিহঙ্গ এবং যে কোন মনুষ্য পতিত ও অপাত্র
আছে, তাহাদিগের তৃপ্তির জন্য ভূমিতে অন্ন প্রদান করিবে।^{১৫}
পরে অতিথি-গ্রহণের জন্য, গোদোহন করিতে যত সময় অতীত
হয়, তত ক্ষণ অর্থাৎ এক ঘটিকার চতুর্থাংশ-কালমাত্র অথবা ইচ্ছা-
নুসারে তাহা অপেক্ষা অধিক সময় গৃহের প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান

* ময়া নিসৃজ্যম্ ইতি বা পঠিতব্যম্ ।

চতুর্দশ প্রকার জীব—দেবতা আট প্রকার, ত্রিযাক্ষ যোনি পাঁচ প্রকার, মনুষ্য
এক প্রকার। অথবা কীট পতঙ্গ প্রভৃতি চতুর্দশ প্রকার ভূত। অথবা চতুর্দশ ভূবন-
স্থিত চতুর্দশ প্রকার জীব।^{১৬}

অতিথিং তত্র সংপ্রাপ্তং পূজয়েৎ স্বাগতাদিনা ।

তথাসনপ্রদানেন পাদপ্রক্ষালনেন চ ॥ ৫৭ ॥

শ্রদ্ধয়া চান্নদানেন প্রিয়প্রশ্নোত্তরেণ চ ।

গচ্ছতশ্চান্নযাতেন প্রীতিমুৎপাদয়েদ্ গৃহী ॥ ৫৮ ॥

অজ্ঞাতকুলনামানমন্যতঃ সমুপাগতম্ ।

পূজয়েদতিথিং সম্যক্ নৈকগ্রামনিবাসিনম্ ॥ ৫৯ ॥

অকিঞ্চনমসংবদ্ধম্ অন্যদেশাৎ সমাগতম্ * ।

অসংপূজ্যাতিথিং ভূঞ্জনং ভোক্তুকামং ব্রজত্যধঃ ॥ ৬০ ॥

স্বাধ্যায়গোত্রচরণমপৃষ্ঠ্য চ তথা কুলম্ ।

হিরণ্যগৰ্ভবুদ্ধ্যা তং মন্যেতাভ্যাগতং গৃহী ॥ ৬১ ॥

থাকিবে।^{৫৭} যদি অতিথি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে স্বাগত জিজ্ঞাসা দ্বারা আসনপ্রদান দ্বারা পাদপ্রক্ষালন দ্বারা^{৫৮} শ্রদ্ধাপূর্বক অন্ন দান দ্বারা প্রিয় প্রশ্ন ও প্রিয় উত্তর দ্বারা গমনকালে অনুগমন দ্বারা তাহার প্রীতি উৎপাদন করিবে।^{৫৯}

যাঁহার কুল ও নাম পরিজ্ঞাত নহে, যিনি দেশান্তর হইতে সমাগত হইয়াছেন, ঐদৃশ অতিথির পূজা করিবে, পরন্তু একগ্রামবাসী ব্যক্তিকে অতিথি করা বিধেয় নহে।^{৬০} যিনি অন্য দেশ হইতে উপাগত, যাঁহার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, যিনি অকিঞ্চন অর্থাৎ যাঁহার কিছুমাত্র পাথেয় নাই, ঐদৃশ ব্যক্তি যদি অতিথি হইয়া ভোজনান্তিলাসী হন, তাহা হইলে তাঁহার সেবানা করিয়া অথৈ ভোজন করিলে গৃহস্থকে নিরয়গামী হইতে হয়।^{৬১} গৃহস্থ ব্যক্তি অভ্যাগত ব্যক্তির গোত্র শাখা কুল বিদ্যা প্রভৃতির পরিচয় গ্রহণ না করিয়া হিরণ্যগৰ্ভ-বোধে তাঁহার অতিথিসৎকার করিবে।^{৬২}

* অকিঞ্চনমসংবদ্ধম্ অন্যদেশাৎ উপাগতম্ ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ ।

পিতৃর্থঞ্চাপরং বিপ্রমেকমপ্যাশয়েন্নৃপ ! ।
 তদ্দেশ্যং বিদিত্তাচারসংভূতিং পঞ্চযজ্ঞিয়ম্ ॥ ৬২ ॥
 অন্নপ্রাশনং সমুদ্ভূতং হস্তকারোপকল্পিতম্ ।
 নিবাপভূতং ভূপাল ! শ্রোত্রিয়ায়োপকল্পিয়েৎ ॥ ৬৩ ॥
 দদ্যাক্ত ভিক্ষাত্রিতয়ং পরিব্রাড্ ব্রহ্মচারিণাম্ ।
 ইচ্ছয়া চ নরো দদ্যাদ্ * বিভবে সত্যাবারিতম্ ॥ ৬৪ ॥
 ইতোতেহতিথয়ঃ প্রোক্তাঃ প্রাপ্ত্বা ভিক্ষবশচ যে ।
 চতুরঃ পূজয়ন্তে তান্ ন্যযজ্ঞর্গাং প্রমুচ্যতে ॥ ৬৫ ॥
 অতিথির্ন্যস্ত ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ততে † ।

রাজন্ ! অনন্তর পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে অন্য একটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। এই ব্রাহ্মণটি পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী ও তদ্দেশীয় হইবে। ইহার আচার ও কুল পরিজ্ঞাত থাকিবে।^{১২} রাজন্ ! হস্ত এই মন্ত্রদ্বারা রচিত পৃথক স্থাপিত অন্নপ্রাশন উদ্ভূত করিয়া শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে।^{১৩} বিদ্বান্ ব্যক্তি এই রূপে তিনপ্রকার ভিক্ষা প্রদান করিয়া যদি ঐশ্বর্য্য থাকে, তাহা হইলে ইচ্ছানুসারে পরিব্রাট্ ও ব্রহ্মচারীদিগকে অনিবারিত রূপে দান করিবে।^{১৪} শেষোক্ত এই তিনপ্রকার অতিথি ও পূর্বোক্ত ভিক্ষুগণ, সমুদায়ে চারিপ্রকার অতিথির যথাবিহিত সৎকার করিলে স্ত্রযজ্ঞরূপ ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারা যায়।^{১৫} যে অতিথি হতাশ হইয়া গৃহ হইতে ফিরিয়া যায়, সে আপনার পাপপুঞ্জ গৃহস্থকে প্রদান করিয়া

* ইচ্ছয়া চ ব্রূধো দদ্যাদ্ ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

† গৃহাদ্ যাতন্যতোমুখঃ ইতি বা পাঠঃ ।

অজ্ঞাত-কুলশীল অতিথি এক প্রকার। পিতৃতর্পণোদ্দেশে পরিজ্ঞাত দেশীয় ব্রাহ্মণ দ্বিতীয় প্রকার অতিথি। হস্তকারোপকল্পিত শ্রোত্রিয় তৃতীয় প্রকার অতিথি। পরিব্রাট্ ব্রহ্মচারি প্রভৃতি ভিক্ষাজীবীরা চতুর্থ প্রকার অতিথি।^{১৬}

স দত্ত্বা দুষ্কৃতং তস্মৈ পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ॥ ৬৬ ॥
 ধাতা প্রজাপতিঃ শক্ৰো বহুবিস্ময়গণোহর্যমা ।
 প্রবিশ্যাতিথিমেবৈতে* ভুঞ্জতেহন্নং নরেশ্বর ! ॥ ৬৭ ॥
 তস্মাদতিথিপূজায়াং যতেত সততং নরঃ ।
 স কেবলমঘং ভুঙ্ক্তে যো ভুঙ্ক্তে ত্বতিথিং বিনা ॥ ৬৮ ॥
 ততঃ সুবাসিনী-দুঃখি-গর্তিণী-বৃদ্ধ-বালকান্ ।
 ভোজয়েৎ সংস্কৃতান্নেন প্রথমং চরমং গৃহী ॥ ৬৯ ॥
 অভুক্তবৎসু চৈতেষু ভুঞ্জন্ ভুঙ্ক্তে হি দুষ্কৃতমা† ।
 মৃতশ্চ নরকং গত্বা‡ শ্লেষাভুগ্ জায়তে নরঃ ॥ ৭০ ॥
 অন্নাতাশী মলং ভুঙ্ক্তে অজপী পুষশোণিতম্ ।

গৃহস্থের পুণ্যরাশি গ্রহণপূর্বক প্রস্থান করে।^{১০} রাজন্! ধাতা
 প্রজাপতি ইন্দ্র অগ্নি সূর্য্য ও বসুগণ, ইহার অতিথিশরীরে অনু-
 প্রবিশ্ট হইয়া অন্ন ভোজন করেন।^{১১} অতএব অতিথি-সৎকার-
 বিষয়ে সকলেরই যত্ন করা কর্তব্য। যে ব্যক্তি অতিথি-নিরপেক্ষ
 হইয়া একাকী ভোজন করে, তাহার কেবল পাপরাশি উদয়স্থ করা
 হয়।^{১২} অতিথিসেবার পর গৃহস্থ ব্যক্তি, সুবাসিনী গর্তিণী দুঃখার্ভ
 বালক বৃদ্ধ, ইহাদিগকে সুসংস্কৃত অন্ন ভোজন করাইয়া পশ্চাৎ
 স্বয়ং ভোজন করিবে।^{১৩} যে গৃহস্থ এই সকল ব্যক্তিকে ভোজন না
 করাইয়া স্বয়ং অগ্রে ভোজন করে, তাহার দুষ্কৃত ভোজন করা হয়
 এবং পরকালে নিরন্নগামী হইয়া তাহাকে শ্লেষাভোগী হইতে হয়।^{১৪}
 যে ব্যক্তি স্নান না করিয়া ভোজন করে, তাহার মল ভক্ষণ করা

* প্রবিশ্যাতিথিমেতে বৈ উতি বা পাঠ্যতাম্ ।

† ভুঙ্ক্তেহতিদুষ্কৃতম্ ইতি বা পাঠঃ ।

‡ মৃতশ্চ নরকং প্রাপ্য ইতি পাঠান্তরম্ ।

১০ কন্যা বিবাহিতা হইয়াও পিতৃগৃহে বাস করে তাহাকে সুবাসিনী বলে। ৬৭

অসংস্কৃতান্নভুঙ্‌মূত্রং বালাদিপ্রথমং শক্লৎ ॥ ৭১ ॥
 তস্মাচ্ছৃণু রাঞ্জেজ্জ ! যথা ভুঞ্জীত বৈ গৃহী ।
 ভুঞ্জতশ্চ তথা পুংসঃ পাপবন্ধো ন জায়তে ॥ ৭২ ॥
 ইহ চারোগ্যমতুলং বলবৃদ্ধিস্থথা নৃপ ! ।
 ভবত্যানিষ্টশান্তিচ্চ * বৈরিপক্ষাভিচারিকা ॥ ৭৩ ॥
 স্নাতো যথাবৎ কৃত্বা চ দেবর্ষিপিতৃতর্পণম্ ।
 প্রশস্তরত্নপানিস্তু ভুঞ্জীত প্রয়তো গৃহী ॥ ৭৪ ॥
 কৃতজাপ্যো হুতে বহ্নৌ † শুদ্ধবস্ত্রধরো নৃপ ! ।
 দত্ত্বাহতিধিভ্যো বিপ্রৈভ্যো গুরুভ্যঃ সংশ্রিতায় চ ॥ ৭৫ ॥

হয়; যে ব্যক্তি জপ না করিয়া আহার করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহার
 রক্ত ও পুয় পান করা হয়, যে ব্যক্তি অসংস্কৃত অন্ন ভোজন করে,
 তাহার মুত্র খাওয়া হয়, যে ব্যক্তি বালক ব্রহ্ম প্রভৃতিকে আহার
 না করাইয়া অগ্রে আহার করে, তাহার বিষ্ঠা ভক্ষণ করা হয় ।^{১১}
 রাঞ্জেজ্জ ! যে রূপে গৃহস্থ ব্যক্তির ভোজন করা কুর্ভব্য ও যে রূপ
 ভোজন করিলে পাপস্পর্শ না হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ।^{১২}
 এরূপ আহারে ইহলোকে সমধিক আরোগ্য, বলবৃদ্ধি, অনিষ্টশান্তি,
 ও শত্রুপক্ষের অভিচার হয় ।^{১৩} গৃহস্থ ব্যক্তি স্নানানন্তর যথাবিধানে
 দেবতর্পণ ঋষিতর্পণ ও পিতৃতর্পণ করিয়া হস্তে প্রশস্ত রত্নাঙ্কুরীয়ক
 ধারণপূর্বক প্রয়ত হইয়া ভোজন করিবে ।^{১৪} প্রথমতঃ বিশুদ্ধ বস্ত্র
 পরিধানপূর্বক জপ ও হোম সমাপন করিয়া অতিথিগণকে ব্রাহ্মণ-
 গণকে গুরুগণকে ও আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে ভোজন করাইবে;^{১৫} পরে

* ভবত্যানিষ্টশান্তিচ্চ ইতি বা পাঠঃ ।

† কৃতজাপ্যো হুতে বহ্নৌ ইতি বা পাঠাঃ ।

শত্রুপক্ষের অভিচার হয় অর্থাৎ শত্রুপক্ষ ধ্বংস হয় । ১৩

পুণ্যগন্ধধরঃ শস্ত্রমালাধারী নরেশ্বর ! ।

নৈকবস্ত্রধরোহথার্দ্ৰপাণিপাদো নরাধ্বিপ ! ॥ ৭৬ ॥

বিশুদ্ধবদনঃ প্রীতো ভুঞ্জীত ন বিদিগ্ধমুখঃ ।

প্রাণ্‌মুখোদগ্‌মুখো বাপি ন চৈবান্যমনা নৃপ ! ॥ ৭৭ ॥

অন্নং প্রশস্তং পথ্যঞ্চ প্রোক্ষিতং প্রোক্ষণোদকৈঃ ।

ন কুংসিতাহতং নৈব জুগুপ্সাবদসংস্কৃতম্ ॥ ৭৮ ॥

দত্ত্বা তু ভুক্তং শিষ্যেভ্যঃ * ক্ষুধিতেভ্যস্তথা গৃহী ।

প্রশস্তশুদ্ধপাত্রেষু ভুঞ্জীতাকুপিতো নৃপ ! ॥ ৭৯ ॥

নাসন্দীসংস্থিতে পাত্রে নাদেশে চ নরেশ্বর ! ।

নাকালে নাতিসংকীর্ণে দত্ত্বাণঞ্চ নরোহম্ময়ে ॥ ৮০ ॥

পবিত্র গন্ধদ্রব্য ও প্রশস্ত মালা ধারণপূর্বক প্রীতিপ্রফুল্ল ও বিশুদ্ধ-
বদন হইয়া পূর্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া অনন্যচিন্তে ভোজন করিবে ;
পরন্তু একবস্ত্রধারী আর্দ্ৰপাণি বা আর্দ্ৰপদ হইয়া বিদিক্‌মুখে
ভোজন করা বিধেয় নহে ।^{১১} অন্ন প্রশস্ত পথ্য ও প্রোক্ষণোদকদ্বারা
প্রোক্ষিত হওয়া আবশ্যিক । কুংসিত ব্যক্তি কর্তৃক আনীত, য্মণিত
বা অসংস্কৃত অন্ন গ্রহণ করা বিধেয় নহে ।^{১২} এই অন্নের কিয়দংশ
শিষ্যগণকে ও ক্ষুধিত ব্যক্তিদিগকে দান করিয়া অকুপিত মনে এবং
প্রশস্ত ও বিশুদ্ধ পাত্রে ভোজন করিবে ।^{১৩} আসন্দীর উপরি সং-
স্থাপিত পাত্রে অতিসঙ্কীর্ণ স্থানে অযোগ্য স্থানে বা সন্ধ্যাকাল
প্রভৃতি অসময়ে ভোজন করিবে না । অগ্নিকে অগ্রভাগ না দিয়াও
ভোজন করা বিধেয় নহে ।^{১৪} রাজন ! অন্ন প্রশস্ত ও মস্ত্রদ্বারা

* দত্ত্বা ভুঞ্জীত শিষ্যেভ্যঃ ইতি বা পঠনীয়ম্ ।

অগ্নিকোণ, নৈঋত কোণ, বায়ুকোণ, জ্ঞানাকোণ, এই চারিটী বিদিক্‌ ।^{১১}
আসন্দী --- কাঁটনিম্মিত ত্রিপদী (টেপারী) ; চতুর্পদী (মেজ) প্রভৃতি ।^{১২}

মস্ত্রাভিমন্ত্রিতং শস্তং ন চ পর্যুষিতং নৃপ ! ।

অন্যত্র ফলমাংসেভ্যঃ শুকশাকাং তথৈব চ * ॥ ৮১ ॥

তদ্বদ্ বাদরিকৈভ্যশ্চ শুড়পকৈভ্য এব চ ।

ভূঞ্জীতোদ্ধৃতসারাগি ন কদাচিন্নরেশ্বর ! ॥ ৮২ ॥

নাশেষং পুরুষোহশ্নীয়াদন্যত্র জগতীপতে ! ।

মধুমদধিসর্পিভ্যঃ শত্রুভ্যশ্চ বিবেকবান্ ॥ ৮৩ ॥

অশ্নীয়াৎ তন্মনা ভূত্বা পূর্ব্বন্তু মধুরং রসম্ ।

লবণাম্নৌ তথা মধ্যে কটুতিক্তাদিকং ততঃ ॥ ৮৪ ॥

প্রাগ্দ্রবং পুরুষোহশ্নান্ বৈ † মধ্যে চ কঠিনাশনম্ ।

পুনরন্তে দ্রবাশী চ বলারোগ্যোন মুঞ্চতি ॥ ৮৫ ॥

অভিমন্ত্রিত হইবে । পর্যুষিত হইলে ভোজন করা কৰ্ত্তব্য নহে ।
ফল মাংস ও শাক শুক হইলে ভোজন করিবে না, কিন্তু শত্রু প্র-
ভৃতি কতকগুলি দ্রব্য শুক হইলেও ভোজন করা যাইতে পারে ।^{১১}
অপকু লেহ্য প্রভৃতি বা বদরিকাবিকার এবং শুড়পক দ্রব্য শুক
হইলে ভক্ষণ করা অনুচিত । যাহার মার উদ্ধার করিয়া লওয়া
হইয়াছে, ঈদ্রশ বস্তুও (ঘোল প্রভৃতি) কখন ভক্ষণ করা উচিত
নহে ।^{১২} জগতীপতে ! বিবেকী ব্যক্তি, মধু অন্ন দধি স্নাত ও
শত্রু ব্যতীত আর কোন বস্তু নিঃশেষ করিয়া ভক্ষণ করিবে না ।^{১৩}
ভোজনকালে অন্ন ব্যতীত অন্য বিষয়ে মনঃসংযোগ করা অনুচিত ।
প্রথমতঃ মধুর রস, মধ্যে লবণ ও অন্ন রস, শেষে কটু তিক্ত প্রভৃতি
রস আহার করিবে ।^{১৪} যে ব্যক্তি প্রথমতঃ দ্রব দ্রব্য, মধ্যে কঠিন
দ্রব্য, শেষে পুনর্বার দ্রব দ্রব্য আহার করে, তাহার বল ও আরোগ্য
পরিহীন হয় না ।^{১৫} এই রূপে অনিষিক্ত অন্ন ভোজন করিবে ।

* শুকশাকাদিকং তথা ইতি বা পঠনীয়ম্ ।

† পুরুষোহশ্নান্ বৈ ইতি বা পাঠঃ ।

অনিন্দ্যং ভক্ষয়েদিথং বাগ্‌যতোহন্নমকুৎসয়ন্ ।
 পঞ্চগ্রাসান্নাহামৌনং প্রাণাদ্যাপ্যায়নায় চ ॥ ৮৬ ॥
 ভুক্ত্বা সমাগথাচম্য প্রাণ্ডমুখোদণ্ডমুখোইপি বা ।
 যথাবৎ পুনরাচামেৎ পানী প্রক্ষাল্য মূলতঃ ॥ ৮৭ ॥
 সুস্থঃ প্রশান্তচিত্তস্ত কৃতাসনপরিগ্রহঃ ।
 অভীষ্টদেবতানান্ত কুর্কীত স্মরণং নরঃ ॥ ৮৮ ॥
 অগ্নিরাপ্যায়য়ত্বন্নং পার্থিবং পবনৈরিতঃ ।
 দত্তাবকাশং নভসা জরয়ত্বস্ত মে সুখম্ ॥ ৮৯ ॥
 অন্নং বলায় মে ভূমেরপামথ্যানিলস্য চ ।
 ভবত্যেতৎ পরিণতো মমাস্তুব্যাহতং সুখম্ ॥ ৯০ ॥

ভোজনকালে বাগ্‌যত হইয়া থাকিবে, কোন প্রকার ঘৃণা প্রদর্শন করিবে না। ভোজনান্তকালে মহামৌন অবলম্বনপূর্বক প্রাণাদির পরিতোষের জন্য পঞ্চ গ্রাস ভক্ষণ করিবে। ৮৬

ভোজনাবসানে আচমন করিয়া পূর্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া যথা-
 বিধানে মূলদেশ পর্য্যন্ত হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া পুনর্বার আচমন
 করিবে। ৮৭ অনন্তর আসনে উপবেশন পূর্বক সুস্থ ও প্রশান্তচিত্ত
 হইয়া ইষ্ট দেবতা স্মরণ করিবে। ৮৮ (পরে এই মন্ত্র পাঠ করিবে)
 বায়ু কর্তৃক পরিবর্দ্ধিত অগ্নি, আকাশ কর্তৃক দত্তাবকাশ মদীয়
 অন্ন জীর্ণ করুন। পরে সেই জীর্ণ অন্ন হইতে আমার শরীরস্থিত
 পার্থিব ধাতু পরিপুষ্ট হউক, তাহাতে আমার সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি
 হইতে থাকুক। ৮৯ অন্ন হইতে আমার শরীরস্থিত পৃথিবী জল
 অগ্নি বায়ু, এ সমুদায়ের বলাধান হউক এবং অন্নই ঐ ধাতুচতুষ্টয়

মহামৌন অর্থাৎ মুখে কথা কহিবে না, সঙ্কেতদ্বারাও কোন অভিপ্রায় প্রকাশ
 করিবে না। গ্রাণায় স্বাহা, অপানায় স্বাহা, সমানায় স্বাহা, উদানায় স্বাহা,
 ব্যানায় স্বাহা, এই পঞ্চ মন্ত্র পাঠ করিয়া পঞ্চ গ্রাস অন্ন ভক্ষণ করিবে। ৮৬

প্রাণাপানসমানানামুদানব্যানয়োস্তথা ।

অন্নং পুষ্টিকরঞ্চাস্তু মমাস্ত্বব্যাহতং সুখম্ ॥ ১১ ॥

অগস্তিরগ্নির্বড়বানলশ্চ

ভুক্তং মৃয়াম্ভে জরয়ত্বশেষম্ * ।

সুখঞ্চ মে তৎপরিণামসত্ত্ববং

যচ্ছত্ররোগো † মম চাস্তু দেহে ॥ ১২ ॥

বিষ্ণুঃ সমস্তেন্দ্রিয়দেহদেহি-

প্রধানভূতো ভগবান্ যথৈকঃ ।

সত্যেন তেনান্নমশেষমেতৎ

আরোগ্যদং মে পরিণামমেতু ॥ ১৩ ॥

• বিষ্ণুরক্তা তথৈবান্নং পরিণামশ্চ বৈ যথা ।

সত্যেন তেন বৈ ভুক্তং জীৰ্য্যত্বন্নমিদং তথা ॥ ১৪ ॥

রূপে পরিণত হইতে থাকুক, আমারও সুখ অব্যাহত হউক ।^{১০} এই অন্ন প্রাণ অপান সমান উদান ব্যান, এই পঞ্চ প্রাণের পুষ্টিকর হউক, আমিও অব্যাঘাতে সুখ লাভ করি ।^{১১} আমি যে সমুদায় অন্ন ভোজন করিয়াছি তাহা, অগস্ত্যসম্বন্ধি অগ্নি ও বড়বানল দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে জীর্ণ হউক এবং আমি তৎপরিণতিসত্ত্বত সুখও লাভ করি, আমার শরীরও নীরোগ হউক ।^{১২} যেমন একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণু, সমস্ত ইন্দ্রিয়, সমস্ত দেহ ও সমস্ত আত্মার প্রধান এবং আমার উপাস্য সেইরূপ সেই সত্য অনুসারে আমার এই সমুদায় ভুক্ত অন্ন পরিণামে আরোগ্যদায়ক হউক ।^{১৩} যেমন বিষ্ণু ভোক্তা ও অন্ন বিষ্ণুর পরিণাম, তাহার ন্যায় সেই সত্য অনুসারে আমার এই ভুক্ত অন্ন জীর্ণ হউক ।^{১৪}

* জরয়ত্বশেষম্ ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

† যচ্ছত্ররোগে মম ইতি বা পাঠঃ ।

ইতু্যক্ষাৰ্য্য স্বহস্তেন পরিম্ব্য তথোদরম্ * ।

অনায়াসপ্রদায়ীনি কুর্যাৎ কৰ্মণ্যতদ্ব্রিতঃ ॥ ৯৫ ॥

সচ্ছাস্ত্রাদিবিনোদেন সন্মার্গাদ্যবিরোধিনা ।

দিনং নয়েৎ ততঃ সঙ্ক্যামুপতিষ্ঠেৎ সমাহিতঃ ॥ ৯৬ ॥

দিনান্তসঙ্ক্যাং সূর্য্যেণ পূৰ্ব্বামৃক্ষৈর্যুতাং বুধঃ ।

উপতিষ্ঠেদ্ যথান্যায়ং সম্যাগাচম্য পার্থিব ॥ ৯৭ ॥

সৰ্বকালমুপস্থানং সঙ্ক্যায়োঃ পার্থিবব্যতে ।

অন্যত্র সূতকাশৌচবিভ্রমাতুরভীতিতঃ ॥ ৯৮ ॥

সূর্য্যেণাভ্যাদিতো যশ্চ ত্যক্তঃ সূর্য্যেণ চ স্বপন্ ।

অন্যত্রাতুরভাবাৎ তু প্রায়শ্চিত্তী ভবেৎ নরঃ † ॥ ৯৯ ॥

বৃহস্ব ব্যক্তি এই সকল মন্ত্র উচ্চারণপূৰ্ব্বক উদর মার্জ্জন করিয়া আলস্য পরিত্যাগপূৰ্ব্বক অনতিক্লেশসাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে।^{৯৫} সাধুসমাদৃত পথের অবিরোধী সৎশাস্ত্র পর্যালোচনাদ্বারা (কাব্য নাটক অলঙ্কার পুরাণ প্রভৃতি আলোচনা দ্বারা) অথবা সৎপথের অবিরোধী ক্রীড়াদ্বারা দিবসের শেষ অংশ যাপন করিবে। পরে সাংয়কাল উপস্থিত হইলে সমাহিত হইয়া সঙ্ক্যাবন্দনে প্রবৃত্ত হইবে।^{৯৬}

রাজন্ ! নক্ষত্র থাকিতে প্রাতঃসঙ্ক্যা ও সূর্য্য অর্দ্ধাস্তমিত হইলে সাংয়সঙ্ক্যা উপাসনা করিবে। সঙ্ক্যোপাসনা আরম্ভের সময় যথা-বিধি আচমন করিতে হইবে।^{৯৭} ভূপতে ! সূতকাশৌচ, সূতকাশৌচ, চিত্তভ্রম, পীড়া, অনিষ্টাশঙ্কা, এই কয়েকটি প্রতিবন্ধক ব্যতীত অন্য সকল দিনই সঙ্ক্যোপাসনা করিতে হইবে।^{৯৮} যে ব্যক্তি পীড়া ব্যতীত, সূর্য্যোদয়কালে বা সূর্য্যাস্তসময়ে শয়ন করিয়া

* পরিঃার্জ্জা তথোদরম্ ইতি পাঠান্তরম্ ।

† প্রায়শ্চিত্তীয়তে নরঃ ইতি বা পঠিতব্যম্ ।

তস্মাদনুদিতো সূর্যো সমুখায় মহীপতে ! ।

উপতিষ্ঠেন্নরঃ সঙ্ক্যামস্বপংশ্চ দিনান্তজাম্ ॥ ১০০ ॥

উপতিষ্ঠন্তি যে সঙ্ক্যাং ন পূর্বাং ন চ পশ্চিমাং ।

ব্রজন্তি তে দুরাত্মানস্তামিশ্রং নরকং নৃপ ! ॥ ১০১ ॥

পুনঃ পাকমুপাদায় সায়াসপ্যবনীপতে ! ।

বৈশ্বদেবনিমিত্তং বৈ পত্ন্যমন্ত্রং বলিং হরেৎ ॥ ১০২ ॥

তত্রাপি স্বপসাদিভ্যস্তথৈবান্নাপবর্জ্জনম্ ।

অতিথিঞ্চাগতং তত্র স্বশক্ত্যা পূজয়েদ্ বুদ্ধঃ ॥ ১০৩ ॥

পাদশৌচাসনপ্রস্রস্বাগতোক্ত্যা চ পূজনম্ ।

ততশ্চান্নপ্রদানেন শয়নেন চ পার্থিব ! ॥ ১০৪ ॥

দ্বিবাতিথৌ তু বিমুখে গতে যৎ পাতকং নৃপ ! ।

থাংকেন, তিনি পাতকী হন।^{১০০} মহীপতে! এই কারণে গৃহস্থ ব্যক্তি, সূর্য্যোদয়ের পূর্বে শয্যা হইতে উত্থানপূর্ব্বক সঙ্ক্যা উপাসনা করিবে। দিনাবসানে সঙ্ক্যাকালেও শয়ন না করিয়া সঙ্ক্যাবন্দনে প্রবৃত্ত হইবে।^{১০১} রাজন্! যে সকল দুরাত্মা পূর্ব্বসঙ্ক্যা ও সায়াংসঙ্ক্যা উপাসনা না করে, তাহারা অন্ধকারময় নরকে প্রবিষ্ট হয়।^{১০২} অবনীপতে! সায়াংকালে পত্নীদ্বারা অন্ন পাক করাইয়া বৈশ্বদেবকর্ম্মসিদ্ধির নিমিত্ত মন্ত্র ব্যতিরেকে পুনর্ব্বার বলি প্রদান করিবে।^{১০৩} এ সময়েও জ্ঞানবান্ ব্যক্তি চণ্ডাল প্রভৃতি অকিঞ্চন ব্যক্তিকে অন্ন প্রদান করিবে। যদি সায়াংকালে অতিথি অভ্যাগত হয়, তাহা হইলে, যথাশক্তি তাহার পূজা করি কর্তব্য।^{১০৪} (সায়াংকালে অতিথি অভ্যাগত হইলে) পাদোদক-প্রদানদ্বারা আসনদান দ্বারা নম্রতাপ্রকাশ দ্বারা কুশলপ্রশ্ন দ্বারা অন্নপ্রদান দ্বারা শয়নার্থ শয্যা দান দ্বারা তাহার পূজা করিবে।^{১০৫}

তদেবার্কটগুণং পুংসাং সূর্য্যোচ্চে বিমুখে গতে ॥ ১০৫ ॥
 তস্মাৎ স্বশক্ত্যা রাজেন্দ্র ! সূর্য্যোচ্চমতিথিং নরঃ ।
 পূজয়েৎ পূজিতে তস্মিন্ পূজিতাঃ সৰ্ব্বদেবতাঃ ॥ ১০৬ ॥
 অন্নশাকান্নাদানেন স্বশক্ত্যা প্রীগয়েৎ পুমান্ ।
 শয়নপ্রস্তুতমহীপ্রদানৈরথবাপি তম্ ॥ ১০৭ ॥
 রুতপাদাদিশৌচশ্চ ভুক্ত্বা সায়ং ততো গৃহী ।
 গচ্ছেদক্ষু টিতাং শয্যামপি * দারুময়ীং নৃপ ! ॥ ১০৮ ॥
 নাবিশালাং নবাত্মাং নাসমাং মলিনাং ন চ ।
 † ন চ জন্তুময়ীং শয্যামধিতিষ্ঠেদনাস্তৃতাম্ † ॥ ১০৯ ॥

রাজন্ ! দিবাভাগে অতিথি সমাগত হইয়া বিমুখ হইলে যে পরি-
 মাণে পাতক হয়, সূর্য্যাস্তগমনের পর অতিথি বিমুখ হইয়া গমন
 করিলে তাহার অষ্টগুণ পাতক হইয়া থাকে ।^{১০৫} রাজেন্দ্র ! এই
 কারণে সূর্য্যাস্তগমনের পর সমাগত অতিথিকে যথাশক্তি পূজা
 করিবে । রাত্রিকালে উপস্থিত অতিথির পূজা হইলে সমুদায়
 দেবতার পূজা করা হয় ।^{১০৬} গৃহস্থ ব্যক্তি দুঃস্থ হইলে ভোজনार्থ
 শাক অন্ন ও জল প্রদান দ্বারা এবং শয়নার্থ শয্যা, প্রস্তুত বা ভূমি
 প্রদান দ্বারা যথাশক্তি অতিথির প্রীতি উৎপাদন করিবে ।^{১০৭}

রাজন্ ! গৃহস্থ ব্যক্তি সায়ংকালীন আহারাবসানে পাদাদি
 প্রক্ষালন করিয়া হিঙ্গুরহিত গজদন্তময় পর্য্যঙ্কে অথবা কাষ্ঠময়
 পর্য্যঙ্কে শয়নার্থ গমন করিবে ।^{১০৮} এই পর্য্যঙ্ক রূহৎ না হয়, ভগ্ন
 না হয়, বন্ধুর না হয়, কীটপূর্ণ (ছারপোকায়ুক্ত) না হয় এবং উহার
 শয্যা ছিন্ন মলিন ও অনারুত না হয় । ঐদৃশ শয্যায় শয়ন করা
 গৃহস্থের কর্তব্য ।^{১০৯} শয়নকালে পূর্ব দিকে বা দক্ষিণ দিকে

* গচ্ছেৎ শয্যামক্ষু টিতানপি ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ ।

† অধিতিষ্ঠেদনাস্তৃতাম্ ইতি বা পঠমীরম্ ।

প্রাচ্যাং দিশি শিরঃ শস্তং যাম্যাম্বনধবা নৃপ ! ।
 সদৈব স্বপতঃ পুংসো বিপরীতন্তু রোগদম্ ॥ ১১০ ॥
 ঋতাবুপগমঃ শস্তঃ স্বপত্ন্যামবনীপতে ! ।
 পুন্নাম্মাক্ষে শুভে কালে জ্যেষ্ঠযুগ্মাস্তু রাত্রিষু ॥ ১১১ ॥
 নান্নাতান্তু স্ত্রিয়ং গচ্ছেন্নাতুরাং ন রজস্বলাম্ ।
 নানিষ্ঠাং ন প্রকুপিতাং নাপ্রশস্তাং ন গৰ্ভিণীম্ ॥ ১১২ ॥
 নাদক্ষিণাং নান্যকামাং নাকামাং নান্যযোষিতম্ ।

মন্তক করা প্রশস্ত । পশ্চিমশিরা বা উত্তরশিরা হইয়া শয়ন করিলে রোগ জন্মিয়া থাকে ।^{১১০} অবনীপতে ! ঋতুকালে স্বপত্নী-তে গমন করা প্রশস্ত হইতেছে । পুংনামক নক্ষত্রে যুগ্ম রাত্রিতে শুভ সময়ে ঋতু কালের শেষ অংশে গমন করা কর্তব্য ।^{১১১} পত্নী যদি স্নাতা হয় অর্থাৎ যদি তাহার ঋতুস্নান না হইয়া থাকে এবং যদি পীড়িতা বা রজস্বলা হয় অথবা যদি সে কামার্তা না হইয়া থাকে কিংবা যদি তাহার অপবাদ ঘটিয়া থাকে, অথবা যদি সেই পত্নী কুপিতা বা গৰ্ভিণী হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাতে গমন করা অকর্তব্য ।^{১১২} যে কামিনী অনুকূলা নহে, যে কামিনী অন্য পুরুষে আসক্তা, যে কামিনী অকামা, যে কামিনী পরস্ত্রী, যে কামিনী ক্ষুধার্তা, যে কামিনী অধিক ভোজন করিয়াছে, তাহাতে গমন করা উচিত নহে এবং আপনিও যদি প্রাতে-

পুংনামক নক্ষত্র দশটী, যথা অশ্বিনী কৃর্ভিকা রোহিণী পুনর্বসু পুষ্যা হস্তা অশু-রাধা শ্রবণা পূর্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ । ভগবতী গীতায় বখিত হইয়াছে যে, “ঋতুস্নাতা ভবেবারী চতুর্থেহহনি তদ্দিনাৎ । আষাঢ়শদিনং রাজন্ ! ঋতুকাল উদাহৃতঃ ॥ নারী চতুর্থ দিবসে ঋতুস্নাতা হইয়া থাকে । সেই চতুর্থ দিন অবধি ষোল দিন পর্য্যন্ত ঋতুকাল । এই ষোড়শ দিনের মধ্যে শেষ অংশে গমন করিলে সন্তান বলিষ্ঠ হয় ও প্রায়ই গর্ভ নষ্ট হয় না ।

ভগবতী গীতা প্রভৃতি অনেক গ্রন্থে কথিত হইয়াছে যে, ঋতুকালের অযুগ্ম রাত্রিতে গমন করিলে কন্যা জন্মে, যুগ্ম রাত্রিতে পুত্র উৎপন্ন হয়, অতএব যুগ্ম রাত্রিতে গমন করাই পুস্ত্রার্থী ব্যক্তির কর্তব্য । ১১১

ক্ষুৎক্ষামামতিভুক্তাং বা স্বয়ংধৈতিভূতৈর্যুতঃ ॥ ১১৩ ॥

স্নাতঃ স্রগংকধৃক্ প্রীতো ন ধাতঃ ক্ষুধিতোহপি বা *।

সকামঃ সানুরাগশ্চ ব্যবায়ং পুরুষো ব্রজেৎ ॥ ১১৪ ॥

চতুর্দশ্যষ্টমী চৈব অমাবাস্যাথ, পূর্ণিমা।

পর্য্যায়োতানি রাজেন্দ্র ! রবিসংক্রান্তিরেব চ ॥ ১১৫ ॥

তৈলস্রীমাংসসন্তোগী পর্য্যস্বৈতেষু বৈ পুমান্।

বিস্মৃতভোজনং নাম প্রয়াতি নরকং নৃপ ! ॥ ১১৬ ॥

অশেষপর্য্যস্বৈতেষু তস্মাৎ সংযমিভিবু দৈঃ।

ভাব্যং সচ্ছাস্ত্রদেবেজ্যাধ্যানজপ্যপরৈর্নরৈঃ ॥ ১১৭ ॥

নান্যযোনাবযোনৌ বা নোপযুক্তৌষধস্তথা।

দেবদ্বিজগুরুগাঞ্চ ব্যবায়ী নাশ্রমে ভবেৎ† ॥ ১১৮ ॥

কুল, অন্য রমণীতে আসক্ত, অকাম, পরপুরুষ, ক্ষুধার্ত্ত বা অতি-
ভুক্ত হয়, তাহা হইলেও স্ত্রীগমন করা অকর্তব্য।^{১১৩} স্নাত মাল্য-
ধারী গন্ধদ্রব্যধারী প্রীত সকাম ও সানুরাগ হইয়া পত্নীগমন
করিবে, ক্ষুধিত বা চিন্তাশ্রিত হইয়া গমন করা অবিধেয়।^{১১৪}
রাজেন্দ্র ! চতুর্দশী অষ্টমী অমাবস্যা পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি, এই কয়েক
টীকে পর্য্য বলে।^{১১৫} যে ব্যক্তি এই সকল পর্য্য দিবসে তৈলমর্দন,
মাংসভোজন ও স্ত্রীসন্তোগ করে, তাহাকে বিধূত্র-ভোজন-নামক
নরকে গমন করিতে হয়।^{১১৬} জ্ঞানবান্ ব্যক্তির এই সমুদায় পর্য্য-
দিবসে জিতেন্দ্রিয় হইয়া সংশাস্ত্র অনুশীলন, দেবপূজা যাগ ধ্যান
ও জপ করিবে।^{১১৭} গো-ছাগাদি যোনিতে অযোনিতে (মুখ
হস্তাদিতে) দেবালয়ে ব্রাহ্মণের আলয়ে শূরুর আলয়ে অথবা
ঔষধপ্রয়োগ দ্বারা (বৃষ্য বাজিকরণ রসায়ন প্রভৃতি দ্বারা) স্ত্রী-

* স্নীতো ন ধাতঃ ক্ষুধিতোহপি বা ইতি পাঠান্তরম্।

ব্যবায়ী নাশ্রমে ভবেৎ ইতি বা পাঠঃ।

চৈত্যাচত্বরতীর্থেষু গোষ্ঠে নৈব চতুষ্পথে ।

নৈব শ্মশানোপবনসলিলেষু মহীপতে ! ॥ ১১৯ ॥

প্রোক্তপর্কসংশেষেষু নৈব ভূপাল ! সঙ্ক্যায়োঃ ।

গচ্ছেদ্যবায়ং মতিমান্নমুত্রোচ্চারপীড়িতঃ ॥ ১২০ ॥

পর্কস্বভিগমোহধন্যো দিবা পাপপ্রদো নৃপ ! ।

ভুবি রোগাবহো* নৃণাম প্রশস্তো জলাশয়ে ॥ ১২১ ॥

পরদারান্ন গচ্ছেচ্চ মনসাপি কদাচন ।

কিমু বাচাস্থিবন্ধোহপি নাস্তি তেষু ব্যবায়িনাম্ ॥ ১২২ ॥

মৃতো নরকমভ্যতি হীয়তেহত্রাপি চাযুধঃ ।

পরদারগতিঃ পুংসাম্ উভয়ত্রাপি ভীতিদা † ॥ ১২৩ ॥

পুরুষ ব্যবহার করিবে না।^{১১৮} ভূপতে ! মান্য প্রধান বৃক্ষতলে, প্রাঙ্গণে, তীর্থে, গোষ্ঠে, চতুষ্পথে, শ্মশানে, উপবনে বা জলমধ্যে স্ত্রীর সহিত ব্যবহার করা বিধেয় নহে।^{১১৯} রাজন্ ! বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পূর্কাক্ত সমুদায় পর্কদিবসে, প্রত্যুষে, সঙ্ক্যাকালে অথবা মল মুত্র-যুক্ত হইয়া স্নানসহবাস করিবে না।^{১২০} পর্কদিবসে স্ত্রীগমন করিলে ধনহানি হয়, দিবাভাগে পাপ হইয়া থাকে, ভূতলে স্নানস্নোগ করিলে খ্যাতিলোপ হয়।^{১২১} বাক্যদ্বারা বা মনোদ্বারাও কখন পর-স্ত্রীগমন করিবে না, কারণ পরস্ত্রীগমন করিলে অস্থিহীন হইতে হয় অর্থাৎ পরস্ত্রীগামী লম্পট ক্রিমি কীট প্রভৃতি যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করে।^{১২২} পরস্ত্রীগমন ইহলোকে ও পরলোকে ভয়প্রদর্শন করিয়া থাকে কারণ ইহলোকে ঐচ্ছন ব্যক্তির আয়ুষ্কষ্ট হয়, ও পরলোকে সে নরক গমন করে।^{১২৩} জনবান্ ব্যক্তি এই সমুদায়

* ভুবি রোগপ্রদঃ ইতি বা পঠ্যতাম্ ।

† উভয়ত্রাপি সীদতি ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

ইতি যদ্বা স্বদ্বারেষু ঋতুমৎসু নরো ব্রজেৎ ।

যথোক্তদোষহীনেষু সকামেষুনৃতাৱপি ॥ ১২৪ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েংশে গৃহস্থধর্মো
নাম একাদশোহধ্যায়ঃ ।

বিবেচনা করিয়া পূর্বোক্ত দোষহীন সকাম পত্নীতে ঋতুকালে
বা অন্য সময় ইচ্ছানুসারে গমন করিবে ।^{১২৪}

বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয় অংশ গৃহস্থ-ধর্ম-নামক
একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

বিষ্ণুপুরাণম্ ।

তৃতীয়োঃশঃ ।

দ্বাদশাধ্যায়ঃ ।

ওঁক উবাচ ।

দেবগোত্রাক্ষগান্ সিদ্ধ-ব্রহ্মাচার্যাংশুথার্চয়েৎ ।

দ্বিকালঞ্চ নমেৎ সঙ্ক্যাময়ীনুপচরেৎ তথা ॥ ১ ॥

সদানুপহতে বস্ত্রে প্রশস্তাশ্চ তথৌষধীঃ* ।

গারুড়ানি চ রত্নানি বিভূষাৎ প্রয়তো নরঃ ॥ ২ ॥

প্রস্নিদ্ধামলকেশাশ্চ সুগন্ধিষ্ঠারুবোশধৃক্ । ∴

সিতাঃ সুমনসো হৃদ্যা বিভূত্যাচ্চ নরঃ সদা ॥ ৩ ॥

কিঞ্চিৎ পরম্বৎ ন হরেন্নাম্পমপ্যাপ্রিয়ং বদেৎ ।

প্রিয়ঞ্চ নানুতং ক্রয়ান্নানাদোষানুদীরয়েৎ ॥ ৪ ॥

ওঁক কহিলেন । গৃহস্থ ব্যক্তি, দেবতা গো ব্রাহ্মণ সিদ্ধপুরুষ
ব্রহ্ম আচার্য্য ও অগ্নি ই'হাদিগের পূজা করিবে এবং দুই সঙ্ক্য
সঙ্ক্য দেবীকেও নমস্কার করিতে হইবে।^১ গৃহস্থ, সন্ন্যাসী প্রভৃতি
হইয়া অশ্লিষ্ট বস্ত্রবৃগল, প্রশস্ত মহৌষধি ও গারুড় রত্নধারণ
করিবে।^২ কেশগুলি সন্ন্যাসী তৈলাদিদ্বারা চিকণ ও পরিষ্কার
রাখিবে। গন্ধদ্রব্য যুক্ত মনোহর বেশধারণ করিবে। উত্তম শুক্ল
পুষ্প ধারণ করাও কর্তব্য।^৩ কখন কিছুমাত্র পরদ্রব্য ইংগণ করিবে
না, কাহাকে কিছু মাত্র অপ্রিয় কথা কহিবে না। মিথ্যা প্রিয়
বাক্য প্রয়োগ করাও উচিত নহে। অন্যের দোষ কীর্তন করাও

নান্যশ্রির তথা বৈরং রোচয়েৎ পুরুষেশ্বর ! ।

ন দুষ্টিং যানমারোহেৎ কুলচ্ছায়াং ন সংশ্রয়েৎ ॥ ৫ ॥

বিদ্বিষ্ট-পতিভোজ্যভ-বহুবৈরাতিকীটকৈঃ * ।

বন্ধকী-বন্ধকীভর্তৃ ক্ষুদ্রানৃতকথৈঃ সহ ॥ ৬ ॥

তথাতিব্যয়শীলৈশ্চ পরিবাদরতৈঃ শঠৈঃ ।

বুধো ন মৈত্রীং কুর্ন্বীত নৈকপস্থানমাশ্রয়েৎ ॥ ৭ ॥

নাবগাহেজ্জলৌঘস্য বেগমগ্নে নরেশ্বর ।

প্রদীপ্তং বেশ্মা ন বিশেষন্নরোহেচ্ছিখরং তরোঃ ॥ ৮ ॥

ন কুর্গ্যাদ্ভুতসংঘর্ষং ন কুক্ষীয়াচ্চ নাসিকাম্ ।

নাসংবৃতমুখো জুস্তেৎ শ্বাসকাশৌ চ বর্জয়েৎ ॥ ৯ ॥

অনুচিত ।* পুরুষশ্রেষ্ঠ ! পরস্রী দেখিয়া লোভ প্রকাশ করিবে না, কাহারো সহিত শত্রুতাও করিবে না । জীর্ণ বা ভগ্ন যানে আরোহণ অথবা নদীতীরস্থিত বৃক্ষচ্ছায়া উপবেশন করাও কর্তব্য নহে ।† পণ্ডিত ব্যক্তি, সহজ শত্রুর সহিত, পতিত বা উন্মত্ত ব্যক্তির সহিত, যাহার অধিক শত্রু ঈদৃশ লোকের সহিত, কুদেশস্থিত মনুষ্যের সহিত, বেশ্মা ও তাহার উপপতির সহিত, যাহারা অস্পন্দ লাভে ন্যায়পথ পরিত্যাগ করে তাহাদৃশ ক্ষুদ্রাশয় ব্যক্তির সহিত, মিথ্যা বাদীর সহিত ‡ অতিব্যয়শীল মনুষ্যের সহিত, পরনিন্দাপরায়ণ লোকের সহিত ও শঠের সহিত মিত্রতা করিবে না, একপথেও চলিবে না ।§ রাজন্ ! নদীজলের বেগ মগ্ন হইলে (ভাঁটা পড়িলে) জ্ঞান করা অনুচিত । গৃহে আগুন লাগিলে সেই প্রজ্বলিত গৃহে প্রবেশ বা বৃক্ষের অগ্রভাগে আরোহণ করিবে না ।¶ দস্তে দস্তে ঘর্ষণ করিবে না, নাসিকা কুঞ্চিত করাও অবি-

নৌচৈর্হসেৎ * সশক্ধং ন মুঞ্চেৎ পবনং বুধঃ ।
 নখান্ন বাদয়েচ্ছিন্দ্যান্ন তৃণং ন মহীং লিখেৎ ॥ ১০ ॥
 ন শ্মশ্রু ভক্ষয়েন্নৌঘং ন মৃদীয়াদ্বিচক্ষণঃ † ।
 জ্যোতীংব্যমেধাঃ শস্তানি নাভিবীক্ষেত চ প্রভো ।
 নগ্নাং পরস্ত্রিয়ৈব সূর্য্যধ্বাস্তমনোদয়ে ॥ ১১ ॥
 ন হুংকুর্যাচ্ছবৈব শবগন্ধো হি সোমজঃ ॥ ১২ ॥
 চতুষ্পথান্ চৈত্যতরুন্ শ্মশানোপবনানি চ ।
 দুষ্কৃত্রীসন্নিকৰ্ণং বর্জয়েন্নিশি সৰ্ব্বদা ॥ ১৩ ॥
 পূজ্যদেবধ্বজজ্যোতিঃছয়াংনাতিক্রমেদ্ বুধঃ ।
 নৈকঃ শূন্যাটবীং গচ্ছেন্ন চ শূন গৃহে বসেৎ ॥ ১৪ ॥

দেয় । মুখ আরত না করিয়া জন্তাত্যাগ করা কর্তব্য নহে । উচ্চৈঃ-
 স্বরে শ্বাস ও কাশ পরিত্যাগ করিবে না ।^{১০} অতি উচ্চ হাস্য ও শব্দ-
 পূৰ্ণক বায়ুপরিত্যাগ করিবে না । নখবাদ্য বা নখদ্বারা তৃণচ্ছেদন
 করিবে না । নখদ্বারা ভূমিতে লিখিবে না ।^{১১} শ্মশ্রু চক্ষণ বা
 লৌঘর্দন করা বিচক্ষণ ব্যক্তির কর্তব্য নহে । প্রভো ! অপবিত্র
 হইয়া সূর্য্য প্রভৃতি প্রশস্ত জ্যোতিঃপদার্থ দর্শন করিবে না ।^{১২}
 উল্লঙ্গপরস্ত্রী দর্শন ও উদয়াস্তের সময় দিবাকর দর্শন করা অবিদেয় ।
 শব দর্শন করিয়া বা শবগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিবে না ।
 কারণ, শবগন্ধ সোমের অংশ ।^{১৩} রাত্রিকালে চতুষ্পথ চৈত্য রক্ষ,
 শ্মশান, উপবন ও দুষ্কৃত্রীসন্নিকর্ষ, এ সমুদায়ের সংসর্গ পরিত্যাগ
 করিবে !^{১৪} পূজ্য ব্যক্তি, দেবতা, ধ্বজা ও তেজঃপদার্থ, ইঁ হাঁ-
 দিগের ছায়া অতিক্রম করা বিজ্ঞ ব্যক্তির কর্তব্য নহে । শূন্য গৃহে

* নৌচৈর্হসেৎ ইতি বা পঠ্যতাম্ ।

† ন শ্মশ্রুপ্রক্ষিপলৌঘং ন মৃদীয়াদ্বিচক্ষণঃ ইতি অমো পঠতি ।

কেশাঙ্কিকটকামেধ্য-বহ্নিভস্মতুবাংস্তথা ।

স্নানাদ্রাং ধরণীশ্চৈব দূরতঃ পরিবর্জয়েৎ ॥ ১৫ ॥

নানার্য্যানাশ্রয়েৎ কাংশ্চিৎ ন জিহ্মান্ রোচয়েদ্ বুধঃ ।

উপসর্পেত ন ব্যালান্ চিরং তিলৈশ্চ চোশ্বিতঃ ॥ ১৬ ॥

অতীব জাগরস্বপ্নে তদ্বৎ স্নানাসনে বুধঃ ।

ন সেবেত তথা শয্যাং ব্যায়ামঞ্চ নরেশ্বর ॥ ১৭ ॥

দংক্ষিণঃ শৃঙ্গিশ্চৈব প্রাজ্ঞো দূরেণ বর্জয়েৎ ।

অবশ্যায়ঞ্চ রাজেন্দ্র ! পুরোবাতাতপৌ তথা ॥ ১৮ ॥

ন স্নায়াম্ন স্বপেন্নম্নো ন চৈবোপস্পৃশেদ্ বুধঃ ।

মুক্তকচ্ছশ্চ নাচামেৎ দেবাভ্যর্চাঞ্চ বর্জয়েৎ ॥ ১৯ ॥

হোমদেবার্চনাদ্যাসু ক্রিয়াস্বাচমনে তথা ।

বাস করা বা একাকী জনশূন্য অরণ্যে গমন করা অনুচিত ।^{১৪}

কেশ, অস্থি, কণ্টক, অপবিত্র বস্তু অগ্নি, ভস্ম, তুষ ও স্নানজল দ্বারা আর্দ্র ভূমি পদদ্বারা স্পর্শ করিবে না ।^{১৫} অনার্য্য ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিবে না, কুটিল লোকের সংসর্গ পরিত্যাগ করিবে ।

হি-শ্র জন্তুর সমীপবর্তী হওয়া উচিত নহে । নিদ্রা ভঞ্জে পর অধিক ক্ষণ শয্যায় থাকিবে না ।^{১৬} অধিক ক্ষণ শয়ন, অধিক ক্ষণ নিদ্রা, অধিক ক্ষণ জাগরণ, অধিক ক্ষণ অবস্থান, অধিক ক্ষণ উপ-

বেশন, অধিক ক্ষণ ব্যায়াম ও অধিক ক্ষণ জীমংসর্গ করিবে না ।^{১৭}

রাজেন্দ্র ! প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, দংক্ষীর ও শৃঙ্গীর সমীপবর্তী হইবে না । সম্মুখবায়ু, সম্মুখ রোদ্র এবং নীহার পরিত্যাগ করিবে ।^{১৮} উলঙ্গ হইয়া স্নান ও আচমন করিবে না, নিদ্রাও যাইবে না । কাছা খুলিয়া আচমন বা দেবপূজা করা বিহিত নহে ।^{১৯} হোম দেবপূজা প্রভৃতি

ক্রিয়াতে, আচমনে, পুণ্যাহ বাচনে ও জপ কার্য্যে একবস্ত্র হইয়া

ক্রিয়াতে, আচমনে, পুণ্যাহ বাচনে ও জপ কার্য্যে একবস্ত্র হইয়া

নৈকবস্ত্রঃ প্রবর্তেত দ্বিজবাচনিকে জপে ॥ ২০ ॥
 নামমঞ্জুসশীলৈশ্চু সহাসীত কদাচন ।
 সম্ভূতসম্নিকর্ষো হি ক্ষণাদ্ধর্মপি শস্যতে ॥ ২১ ॥
 বিরোধং নোত্তমৈর্গচ্ছেন্নাবরৈশ্চ সদা বুধঃ * ।
 বিবাদশ্চ বিবাহশ্চ সমুশীলৈর্নৃপৈষ্যতে ॥ ২২ ॥
 নারভেত কলিং প্রাজ্ঞঃ শুষ্কবৈরং ন কারয়েৎ† ।
 অপাংপহানিঃ সোঢ়ব্য্য বৈরেণার্থাগমং তাজেৎ ॥ ২৩ ॥
 স্নাতো নাস্তানি নির্মার্জ্জেৎ স্নানশাট্য ন পাণিনা ।
 ন চ নিধূনয়েৎ কেশানাচামৈনৈব চোপ্মিতঃ ॥ ২৪ ॥
 পাদেন নাক্রমেৎ পাদং ন পূজ্যাভিমুখং নয়েৎ ।

প্রস্তুত হইবে না।^{২০} স্বার্থপর ব্যক্তির সহিত কখনই একত্র অন্ন-
 স্থান করিবে না। ক্ষণাক্ষের জন্যও সুশীল ব্যক্তির সংসর্গ প্রশং-
 সনীয়।^{২১} জ্ঞানী ব্যক্তি উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট লোকের সহিত বিরোধ
 করিবে না। রাজন্! বিবাদ ও বিবাহ সমকক্ষ লোকের সহিত
 করাই কথঞ্চিৎ শ্রেয়ঃ।^{২২} বস্তুতঃ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি কাহারো সহিত
 বিবাদ করিবে না, ব্রথা শত্রুতা করাও অনুচিত। অম্প ক্রতিও
 সহ্য করিবে, তথাপি কাহারো সহিত শত্রুতা করিয়া ধনোপার্জন
 করা বিধি বিহিত নহে।^{২৩} স্নানের পর পরিধেয় বস্ত্রদ্বারা বা
 হস্তদ্বারা গাত্র মার্জন করিবে না। কেশ ঝাড়াও উচিত নহে।
 স্নানের পর উঠিয়া মুখপ্রক্ষালন করিবে না। পদদ্বারা পদ আক্র-
 মণ করা কর্তব্য নহে। পূজ্য ব্যক্তির অভিমুখে পদ স্থাপন করিয়া
 অবস্থান করিবে না। গুরু লোকের সম্মুখে বিনয়ান্বিত হইয়া

* নাপিরৈশ্চ সদা বুধঃ ইতি বা পঠিতব্যম্।

† শুষ্কবৈরঞ্চ বর্জয়েৎ ইতি গ্রন্থান্তরস্য পাঠিঃ ।

বীরাসনং গুরোরগ্রে * তাজেত বিনয়ান্বিতঃ ॥ ২৫ ॥

অপসব্যং ন গচ্ছেচ্চ দেবাগারচতুষ্পথান্।

মঙ্গলাপূজ্যাংশ্চ ততো বিপরীতান্ন দক্ষিণান্ ॥ ২৬ ॥

সোমায়্যার্কায়ুবাযুনাং পূজ্যানাঞ্চ ন সন্মুখম্।

কুর্যাৎ স্তীবন-বিমূত্রসমুৎসর্গঞ্চ পূণ্ড্রতঃ ॥ ২৭ ॥

তিষ্ঠন্ন মুত্রয়েৎ তদ্বৎ পস্থানং নাঃ বমুত্রয়েৎ।

শ্লেষ্যবিমূত্ররক্তানি সৰ্ব্বদৈব ন লজ্জয়েৎ ॥ ২৮ ॥

শ্লেষ্যসিংহানকোৎসর্গো নান্নকালে প্রশস্যতে।

বলিমঙ্গলজপাদৌ ন হোমে ন মহাজনে † ॥ ২৯ ॥

যোষিতে। নাবমন্যেত ন চাসাং বিশ্বসেদ্ বুদ্ধঃ।

ন চৈবেবুর্ভবেৎ তাস্ম নাধিকুর্যাৎ কদাচন ॥ ৩০ ॥

ধাকিবে, উচ্চাসনে বসিবে না।^{১২*} দেবাগার চতুষ্পথ মাজ্জলিক দ্রব্য

ও পূজ্য ব্যক্তি, এ সমুদায়কে প্রদক্ষিণ না করিয়া গমন করিবে না।

এতদ্বিপরীত বস্তু বা ব্যক্তিকে প্রদক্ষিণ করিবে না।^{১৩*} জ্ঞানবান্

ব্যক্তি, চন্দ্র অগ্নি সূর্য্য জল বায়ু পূজ্য ব্যক্তি, এতৎসমুদায়েঃ অভি-

মুখে নিস্তীবন বা মুত্র পুণ্ড্র পরিত্যাগ করিবে না।^{১৪*} দণ্ডায়মান

হইয়া প্রস্তাব ত্যাগ করিবে না, পথেও প্রস্তাব করা কর্তব্য নহে।

শ্লেষ্ম স্নেহ মুত্র রক্ত, এ সমুদায় কখনই লজ্জন করিবে না।^{১৫*} আহা-

রের সময় শ্লেষ্ম ত্যাগ করা বা হাঁচা কর্তব্য নহে। এইরূপ দেবপূজা

মাজ্জলিক কার্য্য জপ হোম প্রভৃতি কার্য্যকালে বা মহাজনসমীপে

শ্লেষ্ম ত্যাগ করিবে না হাঁচিবেও না।^{১৬*} স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করিবে

না, তাহাদের প্রতি অবজ্ঞাও করিবে না। স্ত্রীলোকের প্রতি

* নোচ্চাসনং গুরোরগ্রে ইতি পাঠাধরম্

† ন মহাজনৈঃ ইতি বা পাঠঃ।

মাঙ্গল্য-পুষ্প-রত্নাজ্য-পূজ্যাননভিবাদ্য চ ।

ন নিক্রামেদা হাৎ প্রোক্তঃ সদাচারপরো নৃপ * ॥ ৩১ ॥

চতুষ্পাথান্ নমস্কর্যাৎ কালে হোমপরো ভবেৎ ।

দীনানভ্যাক্ষরেৎ সাধূন্ উপাসীত বহুশ্রুতান্ ॥ ৩২ ॥

দেবর্ষিপূজকঃ সম্যক্ পিতৃপিতৃণোদকশ্রদঃ ।

সৎকর্তা চাতিথীনাং যঃ স লোকান্নুত্তমান্ ব্রজেৎ ॥ ৩৩ ॥

হিতং মিতং প্রিয়ং কালে বশ্যাশ্চা যোহভিভাবতে † ।

স যাতি লোকানাঙ্লাদ-হেতুভূতান্ নৃপাক্ষরান্ ॥ ৩৪ ॥

ধীমান্ হ্রীমান্ ক্ষমায়ুক্ত আন্তিকো বিনয়াম্বিতঃ ।

বিদ্যাভিজ্ঞনবৃদ্ধানাং যাতি লোকান্নুত্তমান্ ॥ ৩৫ ॥

ঈর্ষ্যান্বিত হইবে না, তাহাদের প্রতি কোন বিষয়ে কর্তৃত্ব ও প্রদান করিবে না ।^{১০} সদাচারপরায়ণ বিদ্বান্ ব্যক্তি, মাঙ্গলিক বস্তু, পুষ্প, রত্ন, ধূত, পূজ্য ব্যক্তি, এ সমুদায়কে নমস্কার না করিয়া গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইবে না ।^{১১} চতুষ্পাথ দেখিলে নমস্কার, যথাকালে হোম, দীন ব্যক্তিকে উদ্ধার ও বিদ্বান্ সুশীল ব্যক্তির সম্মান করিবে ।^{১২} যিনি দেবগণের ও ঋষিগণের পূজা করেন, যিনি পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ ও তর্পণ করিয়া থাকেন, যিনি অতিথিসৎকার করেন, তিনি পরলোকে উত্তম স্থান প্রাপ্ত হন ।^{১৩} যিনি বিজিতেন্দ্রিয়, যিনি যথা-সময়ে মিত বাক্য হিত বাক্য ও প্রিয় বাক্য বলেন, তিনি দেহাবসানে প্রীতিদায়ক অক্ষয় লোকে গমন করেন ।^{১৪} যিনি ধীমান্ হ্রীমান্ ক্ষমাবান্ আন্তিক ও বিনীত, তিনি সৎকুলসম্ভূত বিদ্যাবৃদ্ধ ব্যক্তির প্রাপ্য উত্তম লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।^{১৫} সূর্য্যগ্রহণ

* সদাচারে পরো. মরঃ ইতি পুস্তকাৎ বলা পাঠঃ ।

† যো হি ভাষতে ইত্যন্যে পাঠস্তি ।

অকালগর্জ্জিতাদৌ তু পর্বতশোচকাদিষু ।

অনধ্যায়ং বুধঃ কুর্যাদুপরাগাদিকে তথা ॥ ৩৬ ॥

শমং নয়তি যঃ ক্রুদ্ধান্ সর্ববন্ধুরমৎসরী ।

ভীতাশ্বাসনক্লং সাধুঃ স্বর্গস্তস্যাপ্পাকং ফলম্ ॥ ৩৭ ॥

বর্ষাতপাদিকে চ্ছত্রী দত্তী রাত্র্যটবীষু চ ।

শরীরত্রাণকামো বৈ সোপানকঃ সদা ব্রজেৎ ॥ ৩৮ ॥

নোদ্ধং ন তির্যগদুরং বা নিরীক্ষন্ পর্য্যটেদবুধঃ ।

যুগমাত্রং মহীপৃষ্ঠং নরো গচ্ছেদ্বিলোকয়ন্ ॥ ৩৯ ॥

দৌষহেতুনশেষাংস্ত বশ্যায়া যো নিরস্যতি ।

তস্য ধর্মার্থকামানাং হানির্নাপ্পাপি জায়তে ॥ ৪০ ॥

কালে চন্দ্রগ্রহণ কালে পর্বদিবসে অশৌচ সময়ে ও অকালে মেঘ
গর্জন হইলে, ইত্যাদি সময়ে পণ্ডিত ব্যক্তি অধ্যয়ন করিবেন না ।^১
যিনি কুপিত ব্যক্তির ক্রোধ শান্তি করেন, যিনি সকলের বন্ধু ও
মাৎসর্যবিহীন, যে সাধু ভীত ব্যক্তিকে আশ্বাস প্রদান করেন,
তঁাহার পক্ষে স্বর্গলাভ অতি সামান্য ফল বলিতে হইবে ।^২ যিনি
শরীর রক্ষা করিতে অভিলাষী, তিনি বর্ষার সময় ও রৌদ্রের সময়
ছত্র ব্যবহার করিবেন, রাত্রিতে গমন বা বনমধ্যে প্রবেশের সময়
দণ্ডপাণি হইয়া চলিবেন এবং যখন যেখানে গমন করুন, কখনই
পাদুকাবিহীন হইয়া যাইবেন না ।^৩ পাশ্ব বা উর্দ্ধ বা দূর্বতর
প্রদেশ নিরীক্ষণ করিতে করিতে যাওয়া পণ্ডিতের কর্তব্য নহে ।
গমন কালে সন্মুখবর্তী চারি হস্ত ভূমি দেখিতে দেখিতে যাই-
বেন ।^৪ যে ব্যক্তি আপনাকে বশীভূত করিয়া পুরোক্ত সমুদায়
ও অন্যান্য দোষের মূল পরিহাব করেন, তঁাহার কিছুমাত্র ধর্ম অর্থ
কাম ও মোক্ষের ব্যাঘাত হয় না ।^৫ কোন ব্যক্তি অনিষ্টাচরণ

পাপেহপ্যাপঃ পুরুষেহপ্যাতিধত্তে প্রিয়াণি যঃ ।

মৈত্রীদ্রবাস্তঃকরণস্তস্য মুক্তিঃ করে স্থিতা ॥ ৪১ ॥

যে কামক্রোধলোভানাং বীতরাগা ন গোচরে ।

সদাচারস্থিতাস্তেষামনুভাবৈধূতা মহী ॥ ৪২ ॥

তস্যাং সত্যং বদেৎ প্রাজ্ঞো যৎ পরপ্রীতিকারণম্ ।

সত্যং যৎ পরদুঃখায় তত্র মৌনপরো ভবেৎ ॥ ৪৩ ॥

প্রিয়ং যুক্তং হিতং মৈতদিতি মত্বা ন তদ্বদেৎ ।

শ্রেয়স্তত্র হিতং বাক্যং যদ্যপ্যত্যন্তমপ্রিয়ম্ ॥ ৪৪ ॥

প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্র চ ।

করিলে যিনি তাহার প্রত্যপকার না করিয়া মঙ্গলের চেষ্টা করেন, কেঁদন ব্যক্তি নিষ্ঠুর বাক্য বলিলে যিনি তাহাকে প্রিয় ও হিত বাক্য বলেন, যিনি সমুদায় প্রাণীর প্রতি বন্ধুবৎ ব্যবহার করেন এবং সেই বন্ধুতানিবন্ধন তাহার অন্তঃকরণ সৰ্বদা দ্রবীভূত হইয়া আছে, মুক্তি তাহার হস্তগত বলিতে হইবে।^{১১} যে ব্যক্তি সদা সদাচার-পরায়ণ, যে ব্যক্তি বীতরাগ ও মিথ্যা মায়া বশীভূত নহেন, যিনি কাম ক্রোধ ও লোভকে পরাজয় করিয়াছেন, তাহার সত্য দ্বারা ই পৃথিবী অবস্থিতি করিতেছে।^{১২} অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তি সৰ্বদা সত্য কথা কহিবেন। সত্যই সৰ্ব সাধারণকে প্রীত করে, পরন্তু যে স্থলে সত্য কথা কহিলে কাহারো অনিষ্ট হয়, সে স্থলে মৌন অবলম্বন করা কর্তব্য।^{১৩} যে স্থলে প্রিয় বাক্য বলিলে হিতজনক ও যুক্তিসঙ্গত না হয়, সে স্থলে প্রিয় বাক্য কহিলে না, কারণ হিত বাক্য যদিও সাতিনয় অপ্রিয় হয়, তাহা হইলে তাহাও বলা শ্রেয়ঃ।^{১৪} যে কার্য ইহলোকে বা পরলোকে প্রাণিগণের

* পাপেহপ্যাপঃ পুরুষেহপ্যাতিধত্তে ইতি বা পাঠঃ ।

কৰ্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েহংশে সদাচারো
নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

উপকারজনক হয়, মতিমান্ ব্যক্তি সেই কার্যেই মনোদ্বারা
বাক্যদ্বারা ও ব্যবহারদ্বারা প্রবৃত্ত হইবেন ।*

বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয় অংশ সদাচার-নামক
দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

~~~~~

## বিষ্ণুপুরাণম্ ।

তৃতীয়োঃশঃ ।

•ত্রয়োদশাধ্যায়ঃ ।

ঔরু উবাচ ।

সচেলস্য পিতুঃ স্নানং জাতে পুত্রে বিধীয়তে ।  
জাতকৰ্ম ততঃ কুর্যাৎ \* শ্রাদ্ধমভ্যুদয়ে চ যৎ ॥ ১ ॥  
যুগ্মান্ দৈবাংশ্চ পিত্র্যাংশ্চ সম্যক্ সব্যক্রমাদ্ দ্বিজান্ ।  
পূজয়েন্তোজয়েন্মৈব তন্নন্য নান্যমানসঃ ॥ ২ ॥  
দধ্যাক্ষতৈঃ সবদরৈঃ প্রাণ্ডমুখোদণ্ডমুখোহপি বা ।  
দেবতীর্থেন বৈ পিণ্ডান্ দদ্যাৎ কায়েন বা নৃপ ॥ ৩ ॥  
নান্দীমুখঃ পিতৃগণন্তেন শ্রাদ্ধেন পার্থিব ।

ঔরু কহিলেন । পুত্র জন্মিবামাত্র পিতা যদি সন্নিহিত থাকেন, তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ সেই বস্ত্রেই স্নান করিবেন । পরে পুত্রের জাতকৰ্ম ও অভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন ।<sup>১</sup> তিনি পূর্বে উৎপন্ন অন্য পুত্রের প্রতি মনোনিবেশ না করিয়া তন্নন্য হইয়া বাম দিক্ হইতে দেবপক্ষে ও পিতৃপক্ষে যুগ্ম যুগ্ম ব্রাহ্মণ স্থাপনপূর্বক পূজা করিবেন ও ভোজন করাইবেন ।<sup>২</sup> রাজনু ! গৃহস্থ ব্যক্তি প্রাণ্ডমুখ ও উত্তরমুখ হইয়া দধি আতপতণ্ডুল ও কুল-দ্বারা নির্মিত পিণ্ড, দেবতীর্থদ্বারা বা প্রজাপতি তীর্থদ্বারা প্রদান করিবেন ।<sup>৩</sup> ভূপতে ! এই শ্রাদ্ধদ্বারা নান্দীমুখ পিতৃগণ পরিতৃপ্ত

\* জাতকৰ্ম তথা কুর্যাৎ ইতি বা পঠ্যতাম্ ।

প্রীয়তে তত্ত্ব কৰ্ত্তব্যং পুরুষৈঃ সৰ্ব্ববুদ্ধিষু ॥ ৪ ॥

কন্যাপুত্রবিবাহেষু প্রবেশে নববেশ্মনঃ ।

নামকৰ্ম্মণি বালানাং চূড়াকৰ্ম্মাদিকে তথা ॥ ৫ ॥

সীমন্তোন্নয়নে চৈব পুত্রাদিমুখদৰ্শনে ।

নান্দীমুখং পিতৃগণং পূজয়েৎ প্রয়াতো গৃহী ॥ ৬ ॥

পিতৃপূজাবিধিঃ প্রোক্তো বৃদ্ধাবেশসমাসতঃ ।

ক্রয়তামবনীপাল ! প্রেতকৰ্ম্মক্রিয়াবিধিঃ ॥ ৭ ॥

প্রেতদেহং শুভৈঃ স্নানৈঃ স্নাপিতং স্রগ্বিভূষিতম্ ।

দংক্ষু আমাদবহিঃ স্নাতাঃ সচেলাঃ সলিলাশয়ে ॥ ৮ ॥

যত্র তত্র স্থিতায়ৈতদমুকায়ৈতি বাদিনঃ ।

দক্ষিণাভিমুখা দদ্যুর্বান্ধবাঃ সলিলাঞ্জলিম্ ॥ ৯ ॥

ধাকেন অতএব গৃহস্থ ব্যক্তি সমুদায় অভ্যুদয়-কার্য্যেই এই নান্দী-  
মুখ প্রাক্ক করিবেন ।<sup>১</sup> কন্যার বিবাহ কালে, পুত্রের বিবাহ কালে,  
নুতন গৃহপ্রবেশকালে, বালকের নামকরণ সময়ে, চূড়াকৰ্ম্ম সময়ে ।<sup>২</sup>  
সীমন্তোন্নয়ন কালে, পুত্রমুখ দর্শন সময়ে এবং অন্যান্য অভ্যুদয়  
কালে গৃহস্থ ব্যক্তি পবিত্র হইয়া নান্দীমুখ পিতৃগণের পূজা করি-  
বেন ।<sup>৩</sup> ভূপতে ! পূর্বে প্রাচীন মতানুসারে সজ্জপে পিতৃপূজার ক্রম  
বলিয়াছি, এক্ষণে প্রেত কৰ্ম্মের বিধান (বলিতেছি) শ্রবণ করুন ।<sup>৪</sup>

(কোন ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করিলে তাহার বন্ধুগণ) সেই মৃতদেহ  
স্নান করাইয়া মালাঘারা বিভূষিত করিয়া গ্রামের বাহিরে দক্ষ  
করিবে । পরে সেই বস্ত্রের সহিত জলাশয়ে অবগাহনপূর্ব্বক স্নান  
করিয়া<sup>৫</sup> দক্ষিণমুখ হইয়া ‘যত্র তত্র স্থিতায় অমুকায় এতৎ’ (যে কোন  
স্থানে থাকুন, অমুককে এই জল দিলাম) এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সলি-  
লাঞ্জলি প্রদান করিবে ।<sup>৬</sup> (যদি দিবাতাগে দাহ হয় তাহা হইলে)

প্রবিষ্টিশ্চ সমং গোভিগ্রামং নক্ষত্রদর্শনে ।  
 কটধর্মাংশুতঃ ক্ষুয়ুভূমৌ অস্তরশায়িনঃ \* ॥ ১০ ॥  
 দাতব্যোহনুদিনং পিণ্ডঃ প্রেতায় ভুবি পার্থিব ।  
 দিবা চ ভক্তং ভোক্তব্যম্ অমাংসং মনুজ্বষভ ! ॥ ১১ ॥  
 দিনাদি তাবদিচ্ছাতঃ কর্তব্যং বিপ্রভোজনম্ ।  
 প্রেতসৃপ্তিং তথা যাতি বন্ধুবর্গেণ ভুঞ্জতা ॥ ১২ ॥  
 প্রথমেহহ্নি তৃতীয়ে-চ † সপ্তমে নবমে তথা ।  
 বস্ত্রত্যাগং বহিঃ স্নানং কুত্বা দদ্যাৎ তিলোদকম্ ॥ ১৩ ॥  
 ততোহনু বন্ধুবর্গস্ত ভুবি দদ্যাৎ তিলোদকম্ ।  
 চতুর্থেহহ্নি চ কর্তব্যং ভস্মাচ্ছিচয়নং নৃপ ॥ ১৪ ॥

গৌপ্রবেশ সময়ে অর্থাৎ সায়ংকালে নক্ষত্র দর্শন করিয়া গ্রামে  
 প্রবেশ করিবে । পরে ভূমিতে হৃণ শয্যায় শয়ান থাকিয়া ( প্রতি-  
 দিন ) প্রেতরূতা করণে প্ররুস্ত হইবে ।<sup>১০</sup> রাজন্ ! (যে পর্য্যন্ত  
 অশৌচ থাকিবে সেই পর্য্যন্ত প্রতিদিন ) প্রেতের উদ্দেশে ভূমিতে  
 এক একটা পিণ্ড প্রদান করিতে হইবে । মহাত্মন্ ! দিবাভাগে এক-  
 বার মাত্র মাংসবর্জিত অন্ন ভোজন করিবে ।<sup>১১</sup> এই অশৌচের কএক  
 দিন ইচ্ছানুসারে সপিণ্ড ও সমানোদক জ্ঞাতিদিগকে ভোজন  
 করাইবে, কারণ বন্ধুবর্গ ভোজন করিলে মৃত ব্যক্তি পরিতৃপ্ত হইয়া-  
 থাকে ।<sup>১২</sup> অশৌচের প্রথম তৃতীয় সপ্তম ও নবম দিবসে বস্ত্রত্যাগ  
 ও বহির্দ্দেশে স্নান করিয়া প্রেতের উদ্দেশে সতিলোদক প্রদান  
 করিবেন ।<sup>১৩</sup> তাহার পরেই তাহার বন্ধুগণকে ভূমিতে সতিলোদক  
 প্রদান করিতে হইবে । রাজন্ ! অশৌচের চতুর্থ দিবসে ভস্ম ও

\* ভূমৌ অস্তরশায়িন ইতি পাঠান্তরম ।

† প্রথমেহহ্নি তৃতীয়ে বা ইতি বা পাঠ্যতাম ।

তদূর্দ্ধমঙ্গম্পর্শশ্চ সপিণ্ডানামপীযাতে ।

যোগ্যাঃ সর্বক্রিয়াণাস্তু সমানসলিলাস্তথা ॥ ১৫ ॥

অনুলেপনপুষ্পাদিভোগাদন্যত্র পার্থিব ! ।

শয্যাসনোপভোগশ্চ সপিণ্ডানামপীযাতে ।

ভস্মাস্থিচয়নাদূর্দ্ধং সংযোগো ন তু যোষিতা ॥ ১৬ ॥

বালে দেশান্তরেষু চ পতিতে চ মুনৌ হতে ।

সদ্যঃশৌচং তথেষ্টাতো জলাগ্ন্যুদ্বন্ধনাদিষু ॥ ১৭ ॥

মৃতবন্ধোদ্রোহানি কুলস্যান্নং ন ভুঞ্জতে ।

দানং প্রতিগ্রহো যজ্ঞঃ স্বাধ্যায়শ্চ নিবর্ততে ॥ ১৮ ॥

বিপ্রসৈযতদ, দ্বাদশাহং রাজন্যস্যাপাশৌচকম্ ।

অস্থি চয়ন করা বিধেয়<sup>১০</sup> অনন্তর সপিণ্ডদিগের অঙ্গস্পর্শ করিবে ।  
যাঁহার সমানোদক তাঁহার অশৌচের মধ্যে পঞ্চযজ্ঞ প্রভৃতি  
সমুদায় কর্ম করিতে পারেন<sup>১১</sup> কিন্তু তাঁহার অক্ চন্দন প্রভৃতি  
ভোগ্য বস্তু ভোগ করিতে পারিবেন না । ঐ সময় শয্যা আসন  
প্রভৃতি ভোগ বিষয়ে তাঁহার এবং সপিণ্ডগণও অধিকারী । ভস্ম  
ও অস্থি চয়নের পর স্ত্রীসহবাস পরিত্যাগ করা কর্তব্য ।<sup>১২</sup>

বালক মৃত হইলে, দেশান্তরস্থিত ব্যক্তি পরলোক গমন করিলে,  
পতিত ব্যক্তি মরিলে, গুরু স্বর্গারোহণ করিলে, কেহ ইচ্ছাপূর্বক  
দেহত্যাগ করিলে, জল অগ্নি বা উদ্বন্ধনাদি দ্বারা অপমৃত্যু হইলে,  
শ্রবণের পরক্ষণেই অশৌচ নিবর্ত্তি হয় ।<sup>১৩</sup> যাঁহার মৃত্যুশৌচ হয়,  
দশ দিবস পর্য্যন্ত তাঁহার গোত্রের অন্ন ভোজন করা বিধেয় নহে ।  
অশৌচ কালের মধ্যে দান প্রতিগ্রহ যজ্ঞ অধ্যয়ন, এ সমুদায় কর্ম  
করিবেন না ।<sup>১৪</sup> ব্রাহ্মণের বৈরূপ অশৌচ হয়, কহিলাম । ক্ষত্রিয়ের  
দ্বাদশ দিন, বৈশ্যের পঞ্চদশ দিবস, শূদ্রের এক মাস অশৌচ  
হইয়া থাকে ।<sup>১৫</sup>

অর্দ্ধমাসশ্চ বৈশ্যস্য মাসঃ শূদ্রস্য শুদ্ধয়ে ॥ ১৯ ॥  
 অযুজো ভোজয়েৎ কামং দ্বিজানাং ততো দিনে ।  
 দদ্যাদ্ দর্ভেষু পিণ্ডঞ্চ প্রেতারোচ্ছিষ্টসন্নিধৌ ॥ ২০ ॥  
 বার্ষ্যায়ুধপ্রত্যোদাস্তু দণ্ডশ্চ দ্বিজভোজনাৎ ।  
 প্রফ্যোহনন্তরং বর্ণৈঃ শুদ্ধোরংস্তে ততঃ ক্রমাৎ ॥ ২১ ॥  
 ততঃ স্ববর্ণধর্ম্মা যে বিপ্রাদীনামুদাহতাঃ ।  
 তান্ কুর্কীত পুমান্ জীবেন্নিজধর্ম্মার্জ্জনৈস্তথা ॥ ২২ ॥  
 হতাহনি চ কর্তব্যমেকোদ্দিষ্টমতঃ পরম্ ।  
 আস্থানাদিক্রিয়াদৈবনিয়োগরহিতংহি তৎ ॥ ২৩ ॥  
 একোহর্ষস্তত্র দাতব্যস্তথৈবৈকং পবিত্রকম্ ।  
 প্রেতায় পিণ্ডো দাতব্যো ভুল্লবৎসু দ্বিজাতিষু ॥ ২৪ ॥  
 প্রশ্নশ্চ তত্রাভিরতির্থজমানৈর্দ্বিজম্ননাম্ ।

অনন্তর অশৌচান্তে আদ্যশ্রাদ্ধ দিবসে তিনটি বা পাঁচটি যত ইচ্ছা অযুগ্ম ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে । এই ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্টের সমীপে দর্ভের উপর মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে পিণ্ডদান করিবে ।<sup>১০</sup> পরে ব্রাহ্মণ ভোজন হইলে, ব্রাহ্মণ জলকে, ক্ষত্রিয় অস্ত্রকে, বৈশ্য প্রত্যোদকে, শূদ্র যথিকে জিজ্ঞাসা করিয়া শুদ্ধ হইবেন ।<sup>১১</sup> অনন্তর চতুর্বর্ণের মধ্যে যে বর্ণের যে ধর্ম্ম নির্দিষ্ট আছে, তিনি তাহার অনুষ্ঠান করিবেন এবং স্ব ধর্ম্মোপার্জিত ধনদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে প্ররুস্ত হইবেন ।<sup>১২</sup> পরে প্রতিমাসে মৃত তিথিতে একোদ্দিষ্ট করিবে । এই মাসিক শ্রাদ্ধে আবাহনাদি ক্রিয়া ও বৈশ্বদেব ব্রাহ্মণ মন্ত্রণ নাই ।<sup>১৩</sup> এই মাসিক একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে একটি অর্ঘ্য ও একটি পবিত্র দান করিবে । পরে অযুগ্ম ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া প্রেতাদ্দেশে পিণ্ড দান করিবে ।<sup>১৪</sup> অনন্তর যজমান

অক্ষয়ামুকস্যোতি বক্তব্যং বিরতো তথা ॥ ২৫ ॥

একোদ্ভিষ্টময়ো ধর্ম ইখ্যমাবৎসরাৎ স্মৃতঃ ।

সপিণ্ডীকরণং তস্মিন্ কালে রাজেন্দ্র ! তচ্ছৃণু ॥ ২৬ ॥

একোদ্ভিষ্টবিধানেন কার্য্যং তদপি পার্থিব ! ।

তিলগন্ধোদকৈর্যুক্তং\* তত্র পাত্ৰচতুষ্টয়ম্ ॥ ২৭ ॥

পাত্ৰং প্রেতস্য তত্রৈকং পাত্ৰত্রয়যুতং তথা ।

সেচয়েৎ পিতৃপাত্ৰেষু প্রেতপাত্ৰং নৃপ ! ত্রিষু ॥ ২৮ ॥

ততঃ পিতৃভ্রূষাপন্নৈ তস্মিন্ প্রেতে মহীপতে ! ।

শ্রাদ্ধধর্ম্মেরশেষেষু তৎপূর্ব্বানর্চয়েৎ পিতৃন ॥ ২৯ ॥

পুত্রঃ পৌত্রঃ প্রপৌত্রো বা ভ্রাতা বা ভ্রাতৃসন্ততিঃ † ।

সপিণ্ডসন্ততির্বাপি ক্রিয়ান্না নৃপ ! জায়তে ॥ ৩০ ॥

‘অভিরম্যতাম্’ এই কথা বলিলে ব্রাহ্মণেরা ‘অভিরতাঃ স্মঃ’ এই উত্তর করিবেন । পরে ব্রাহ্মণেরা ‘অমুকস্য অক্ষয়ামিদমুপতিষ্ঠতাম্’ এই বাক্য বলিবেন ।<sup>১৫</sup> এইরূপ এক বৎসর প্রতিমাসে একোদ্ভিষ্ট করিবে । রাজন্ ! এক বৎসর অতীত হইলে যে সপিণ্ডীকরণ করিতে হইবে তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন ।<sup>১৬</sup> ভূপতে ! এই সপিণ্ডীকরণও একোদ্ভিষ্ট বিধানানুসারে করিতে হইবে । ইহাতে তিল গন্ধ ও উদকযুক্ত চারিটা পাত্ৰ স্থাপন করিবে ।<sup>১৭</sup> এই পাত্ৰচতুষ্টয়ের মধ্যে একপাত্ৰ প্রেতের ও তিন পাত্ৰ পিতৃলোকের । অনন্তর প্রেত-পাত্ৰস্থ জলাদিদ্বারা পিতৃপাত্ৰত্রয় সিক্ত করিবে ।<sup>১৮</sup> মহীপতে ! পরে সেই প্রেত পিতৃভ্রূষাপন্ন হইলে স্বধাকারাদি দ্বারা তদবধি উদ্ধীন তিন পুরুষের অর্চনা করিবে ।<sup>১৯</sup> রাজন্ ! পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতৃপুত্র বা অন্য কোন সপিণ্ডতনয় সপিণ্ডী-

\* তিলগন্ধোদকৈর্যুক্তং ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

† বন্ধুর্বা ভ্রাতৃসন্ততিঃ ইতি পাঠান্তরম্ ।

তেষামভাবে সর্বেষাং সমানোদকসন্ততিঃ ।

মাতৃপক্ষস্য পিণ্ডেন সংবদ্ধা যে জলেন বা ॥ ৩১ ॥

কুলদ্বয়েহপি চোচ্ছিন্নে স্ত্রীভিঃ কার্য্য ক্রিয়া নৃপ ! ।

সংঘাতান্তর্গতৈর্বাপি কার্য্য্য প্রেতস্য বা ক্রিয়া \* ॥ ৩২ ॥

উৎসন্নবন্ধু-স্বাক্থানাং কারয়েদবনীপতিঃ ।

পূর্বাঃ ক্রিয়া মধ্যমাশ্চ তথা চৈবোত্তরাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৩৩ ॥

ত্রিপ্রকারাঃ ক্রিয়া হেতাস্তাসাং ভেদং শৃণু মে ।

আদাহ-বার্ঘ্যায়ুধাদি-স্পর্শাদ্যন্তাস্ত বাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৩৪ ॥

তাঃ পূর্বা মধ্যমা মাসি মাস্যেকোদ্দিস্তসংজিতাঃ ।

প্রেতে পিতৃত্বমাপনৈ সপিণ্ডীকরণাদনু ॥ ৩৫ ॥

ক্রিয়ন্তে বাঃ ক্রিয়াঃ পিত্র্যাঃ প্রোচ্যন্তে তা নৃপোত্তরাঃ ।

করণে অধিকারী হইবে ।<sup>১০</sup> যদি কোন সপিণ্ডসন্ততি না থাকে, তাহা হইলে, সমানোদকসন্তান, তদভাবে মাতামহসপিণ্ড, তদভাবে মাতামহসমানোদক সন্তান সপিণ্ডীকরণ করিবে ।<sup>১১</sup> যাহার পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয়ই উচ্ছিন্ন হইয়াছে, স্ত্রীলোক তাহার কার্য্য করিতে পারিবে । তদভাবে সমানপ্রবর সহাধ্যায়ি প্রভৃতি প্রেতকৃত্য করিবে ।<sup>১২</sup> যাহার বন্ধু ও উত্তরাধিকারী নাই, রাজা তাহার আদ্য, মধ্যম ও অন্তিম প্রেতক্রিয়া করাইবেন।<sup>১৩</sup> এই তিন-প্রকার ঔর্দ্ধ-দেহিক ক্রিয়ার ভেদ বলিতেছি, শ্রবণ করুন । দাহ অবধি বারি আয়ুধ প্রভৃতি স্পর্শ পর্য্যন্ত যে ক্রিয়া<sup>১৪</sup> তাহার নাম আদ্য ক্রিয়া । মাসিক একোদ্দিস্ত শ্রাদ্ধের নাম মধ্যক্রিয়া । প্রেত, পিতৃত্ব প্রাপ্ত হইলে সপিণ্ডীকরণের পর<sup>১৫</sup> যে সকল শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহার নাম অন্তিমক্রিয়া । পিতা মাতা সপিণ্ড সমানো-

পিতৃমাতৃসপিণ্ডৈশ্চ সমানসলিলৈস্তথা ॥ ৩৬ ॥

তৎসংযান্তুর্গতৈশ্চৈব রাজ্ঞা বা ধনহারিণা ।

পূর্বাঃ ক্রিয়াস্তু কর্তব্যাঃ পুত্রাদৈর্যেব চোত্তরাঃ ॥ ৩৭ ॥

দৌহিত্রৈর্বা নরশ্রেষ্ঠ ! কার্য্যাস্তত্তনয়ৈস্তথা ।

মৃতাহনি চ কর্তব্যাঃ স্ত্রীণামপ্যুত্তরাঃ ক্রিয়াঃ ।

প্রতিসংবৎসরং রাজন্ ! একোদ্দিষ্টবিধানতঃ ॥ ৩৮ ॥

তস্মাদুত্তরসংজ্ঞা যাঃ ক্রিয়াস্তাঃ শৃণু পার্থিব ! ।

যদা যদা চ কর্তব্য্য বিধিনা যেন বানঘ ! ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েহংশে প্রতৌর্দ্ধ-  
দেহিক নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

দক ৩৩ শিষ্য গুরু সহাধ্যায়ী বন্ধু রাজা বা অন্য যে কোন উত্তরাধিকারী, ইহারা পূর্ব ক্রিয়া করিবে, পরন্তু পুত্রপৌত্রাদি ব্যতীত অন্য কেহ অস্তিম ক্রিয়া করিতে পারে না। ৩৭ পুত্রাদি না থাকিলে, দৌহিত্র বা দৌহিত্রতনয়ও ঐ অস্তিমক্রিয়া করিতে পারে। রাজন্ ! প্রতিবৎসর বৃত্ত তিথিতে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের বিধানানুসারে কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেরই অস্তিম ক্রিয়া করিবে। ৩৮ রাজন্ ! যাহাকে অস্তিম ক্রিয়া বলা যায়, তাহা যে যে সময় যে যে বিধানানুসারে করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ৩৯

বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয় অংশ প্রতৌর্দ্ধদেহিক-নামক

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

## বিষ্ণুপুরাণম্ ।

তৃতীয়োঃশঃ ।

চতুর্দশোঃধ্যায়ঃ ।

ঔর্য উবাচ ।

ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রনাসত্য-সূর্য ঋষিস্মারুতান্ ।

বিশ্বেদেবানুযিগগান্ বয়াংসি মনুজান্ পশূন ॥ ১ ॥

সরীসৃপান্ পিতৃগগান্ যচ্চান্যদ্ভূতসংজ্ঞকম্ \* : :

শ্রাদ্ধং শ্রদ্ধাযিতঃ কুর্ক্বন্ তর্পরত,খিলং হি তৎ ॥ ২ ॥

মাসি মাস্যাসিতে পক্ষে পঞ্চদশ্যাং নরেশ্বর ! ।

তথার্ককাস্ম কুর্ক্বীত কাম্যান্ কালান্ শৃণু মে ॥ ৩ ॥

শ্রাদ্ধার্হমাগতং দ্রব্যং বিশিষ্টমথবা দ্বিজম্ ।

ঔর্য কহিলেন । শ্রাদ্ধযুক্ত হইয়া, পিতৃশ্রাদ্ধ করিলে, ব্রহ্মা ইন্দ্র  
রুদ্র, অশ্বিনীকুমার, সূর্য্য, অগ্নি, বসুগণ, মরুদ্গণ, বিশ্বদেবগণ,  
ঋষিগণ, পক্ষিগণ, মনুষ্যগণ, পশুগণ, সবীষপগণ, পিতৃগণ ও অন্যান্য  
সমুদায় ভূতগণ পরিতৃপ্ত হন ।<sup>১</sup> রাজন্ ! প্রতিমাসে কৃষ্ণপক্ষের অমা-  
বস্যা তিথিতে এবং অষ্টমীতে এই শ্রাদ্ধ করা কর্তব্য । এক্ষণে কাম্য  
শ্রাদ্ধের কাল বলিতেছি, শ্রবণ করুন ।<sup>২</sup> যখন শ্রাদ্ধের উপযুক্ত  
দ্রব্য গৃহে উপস্থিত হইবে, অথবা যখন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পাইবে,

\* যচ্চাম ৎ ভূতসংজ্ঞকম্ ইতি পুস্তকান্তবস্যা পাঠঃ ।

অগ্রহাষণ মাসেব পূবং দ্বী তিনটী কৃষ্ণাষ্টমীকে অষ্টকা বলে ৩

শ্রাদ্ধং কুর্ক্বীত বিজ্ঞায় ব্যতীপাতেহয়নে তথা ॥ ৪ ॥  
 বিষুবে চৈব সংক্রান্তে গ্রহণে শশিসূর্য্যয়োঃ ।  
 সমস্তেষুেব ভূপাল ! রাশিষুর্কে চ গচ্ছতি ॥ ৫ ॥  
 নক্ষত্রগ্রহপীড়াসু দুর্ক্বেষুণ্ডাবলোকনে ।  
 ইচ্ছাশ্রাদ্ধানি কুর্ক্বীত নবশস্যাগমে তথা ॥ ৬ ॥  
 অমাবস্যা যদা মৈত্র ! বিশাখাস্বাতিযোগিনী ।  
 শ্রাদ্ধৈঃ পিতৃগণস্তুপ্তং তদাপ্নোত্যর্থবার্ষিকীম্ ॥ ৭ ॥  
 অমাবস্যা যদা পুষ্যে রৌদ্রে চক্ষের্ পুনর্ব্বসৌ ।  
 দ্বাদশাদং তদা তৃপ্তিং প্রয়ান্তি পিতরোহর্চিতাঃ ॥ ৮ ॥  
 বাসবাজৈকপাদৃক্ষে পিতৃণাং তৃপ্তিমিচ্ছতাম্ ।  
 বারুণে চাপ্যমাবস্যা দেবানামপি দুর্লভা ॥ ৯ ॥

কিংবা যখন উত্তরায়ণ বা দক্ষিণায়নের শেষ হইবে, তখন ( ইচ্ছানু-  
 সারে) শ্রাদ্ধ করিবে।\* বিশেষতঃ বিষুবসংক্রান্তিতে সূর্য্যগ্রহণকালে  
 চন্দ্রগ্রহণকার্ণে প্রত্যেক সংক্রান্তিদিবসে\* গ্রহ নক্ষত্র দূষিত হইলে  
 দুঃস্বপ্ন দর্শন করিলে নূতন শস্য গৃহে আসিলে কাম্য শ্রাদ্ধ  
 করিবে।\* যে সময় অমাবস্যা তিথিতে অনুরাধা, বিশাখা ও স্বাতী  
 নক্ষত্রের যোগ হয়, সে সময় শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ আট বৎসর  
 পরিতৃপ্ত থাকেন।\* যে সময় অমাবস্যা তিথিতে পুষ্যা, আর্দ্রা বা  
 পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের যোগ হয়, তৎকালে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ দ্বাদশ  
 বৎসর পরিতৃপ্ত থাকেন।\* যিনি দেবগণের ও পিতৃগণের তৃপ্তি জন্মা-  
 ইতে অভিলাষ করেন, তাঁহার পক্ষে অমাবস্যা তিথিতে জ্যেষ্ঠা,

উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন ও বিষুব সংক্রান্তি পৃথক বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, ইহাতে  
 শ্রাদ্ধ করিলে সমধিক ফল হয় । ৪ । ৫

ধান্য ও সব ব্যতীত অন্য নূতন শস্য গৃহে আসিলে কাম্যশ্রাদ্ধ করিবে ; কারণ  
 ধান্য ও সব নূতন আসিলে নিত্যশ্রাদ্ধ (মহার) করিতে হয় । \*

নবম্বন্ধেষু মাংসস্য যদৈতেষুবনীপতে ! ।

তদা তৃপ্তিপ্রদং শ্রাদ্ধং পিতৃণাং শৃণু চাপরম্ ॥ ১০ ॥

গীতং সনৎকুমারেণ যদৈলায়ু মহাত্মনে ।

পৃচ্ছতে পিতৃভক্তায় শ্রদ্ধয়া বনতায় চ \* ॥ ১১ ॥

বৈশাখমাসস্ত তু যা তৃতীয়া

নবম্যসৌ কার্ত্তিকশুরুপক্ষে ।

নভস্যমাসস্য তমিষ্পক্ষে

ত্রয়োদশী পঞ্চদশী চ মাঘে ॥ ১২ ॥

এতা যুগাদ্যাঃ কথিতাঃ পুরাণৈ-

রনন্তপুণ্যাস্তিথয়শ্চতস্রঃ ॥ ১৩ ॥

পূর্বভাদ্রপদ ও শতভিষা নক্ষত্রের যোগ অতীব দুর্লভ।<sup>১০</sup> অবনী-  
পতে ! অমাবস্যার সময় পূর্বোক্ত নয়টি নক্ষত্রের যোগ হইলে  
যদি শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহা হইলে, পিতৃলোক সাতিশয় তৃপ্ত হন,  
পরন্তু এতদ্ভিন্ন অন্য যে দিন শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণের সমধিক  
তৃপ্তি হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন।<sup>১১</sup> যখন পিতৃভক্ত শ্রদ্ধা-  
বনত মহাত্মা পুরুষবা সনৎকুমারের নিকট এই বিষয় জিজ্ঞাসা  
করিয়াছিলেন, তখন তিনি বলেন যে<sup>১২</sup> বৈশাখ মাসের শুরু-  
পক্ষের তৃতীয়া, কার্ত্তিক মাসের শুরুপক্ষের নবমী, ভাদ্র মাসের  
কুরুপক্ষীয় ত্রয়োদশী এবং মাঘ মাসের পূর্ণিমা<sup>১৩</sup> এই চারি মাসের  
চারিটি তিথি যুগাদ্যা। পূর্বতন মহর্ষিরা বলিয়াছেন যে, এই চারি  
দিবস শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করিলে অনন্ত ফল হয়।<sup>১৪</sup> বৈশাখ মাসের

\* প্রত্নবানতায় চ ইতি বা পঠনীয়ম্ ।

রত্নগর্ভ ও ত্রিধরস্বামী উভয়েই ব্যাখ্যা করেন যে, মাঘ মাসের পঞ্চদশী অর্থাৎ  
অমাবস্যা তিথি যুগাদ্যা। ইহাতে শ্রাদ্ধ করিলে অনন্ত ফল হয়। আমি সরল ভাবে  
যে রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছি, অনুবাদ করিলাম। পঞ্জিকাতেও মাঘী পূর্ণিমাকে যুগাদ্যা বলে।<sup>১৫</sup>

চন্দ্রক্ষয়ে মাধবমাসি যত্র

দিনক্ষয়ে বৈ বিষুবদ্বয়ঞ্চ ।

মন্বন্তরাদ্যাস্তিথয়ন্তথৈব

ছায়াগতশ্চ ব্যতিপাতযোগঃ ॥ ১৪ ॥

উপসংপ্লবে চন্দ্রমসৌ রবেশ্চ

ত্রিসৃষ্টকাস্বপায়নদ্বয়ে চ ।

পানীয়মপ্যত্র তিলৈর্বিমিশ্রং

দদ্যাৎ পিতৃভ্যঃ প্রয়তো মনুষ্যঃ ।

শ্রাদ্ধং কৃতং তেন সমাঃ সহস্রং

রহস্যমেতৎ পিতরৌ বদন্তি ॥ ১৫ ॥

মাঘাসিতে পঞ্চদশী কদাচিৎ

উপৈতি যোগং যদি বারুণেন ।

ঋক্ষেণ কালঃ স পরঃ পিতৃণাং

নহ্যম্পপুণ্যৈর্নৃপ ! লভাতেহসৌ ॥ ১৬ ॥

কালে ধনিষ্ঠা যদি নাম তস্মিন্

অমাবস্যা, দিনক্ষয়যুক্ত বিষুৎসংক্রান্তিদিব্য, মন্বন্তরের আদ্য তিথি, ছায়াগত ব্যতিপাতযোগ,<sup>১\*</sup> চন্দ্রগ্রহণ, সূর্য্যগ্রহণ, তিনটি অষ্টকা, উক্তরায়ণকাল ও দক্ষিণায়নকাল, এই সকল সময় যে ব্যক্তি বিষ্ণু-জ্ঞাচার হইয়া পিতৃগণকে তিলমিশ্রিত জল প্রদান করে, তাহার সহস্র বৎসর শ্রাদ্ধ করিবার ফল হয়। পিতৃগণ এই গোপনীয় বিষয় বলেন।<sup>২\*</sup> যদি কদাচিৎ মাঘ মাসের অমাবস্যা তিথিতে শততিষা নক্ষত্রেণ যোগ হয়, তাহা হইলে তাহা পিতৃগণের পক্ষে পরম উৎকৃষ্ট সময়। রাজন্! ঈদৃশ যোগ পাওয়া অম্প পুণ্যের কর্ম নহে।<sup>৩\*</sup> রাজন্! ঐ মাঘমাসের অমাবস্যা দিবসে যদি

ভবন্তি ভূপাল ! তদা পিতৃভ্যঃ ।  
 দত্তং জলান্নং প্রদদাতি তৃপ্তিং .  
 বর্ষায়ুতং তৎকুলজৈর্মমুখৈঃ ॥ ১৭ ॥  
 তত্রৈব চেদ্ভাদ্রপদাস্তু পূর্বাঃ  
 কালে তদা যৎ ক্রিয়তে পিতৃভ্যঃ ।  
 শ্রাদ্ধং পরাং তৃপ্তিমুপেত্য তেন  
 যুগং সমগ্রং পিতরঃ স্বপন্তি ॥ ১৮ ॥  
 গজ্ঞাং শতক্রমথবা বিপাশাং  
 সরস্বতীং নৈমিষগোমতীং বা ।  
 অত্রাবাগাহার্চনমাদরেণ  
 কৃত্বা পিতৃণাং ছুরিতং নিহন্তি ॥ ১৯ ॥  
 গায়ন্তি চৈতৎ পিতরঃ সর্দৈব  
 বর্ষামঘাতৃপ্তিমবাপ্য ভূয়ঃ ।  
 মাঘাসিতান্তে শুভতীর্থতোয়ৈঃ

ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের যোগ হয়, তাহা হইলে, সেই দিবস কুলজ মনুষ্যেরা অন্ন জল প্রদান করিলে, পিতৃগণ দশসহস্র বৎসর পরিতৃপ্ত থাকেন ।<sup>১৭</sup> ঐ মাঘ মাসের অমাবস্যাতে যদি পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রের যোগ হয়, তাহা হইলে, পিতৃশ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ সম্পূর্ণ এক যুগ পরিতৃপ্ত হইয়া নিদ্রা যান ।<sup>১৮</sup> গজা, শতক্র, বিপাশা, সরস্বতী ও নৈমিষারণ্যের মধ্যবর্ত্তী গোমতী, এই সকল নদীতে অবগাহন করিয়া আদরপূর্বক পিতৃলোকের অর্চনা করিলে সমুদায় পাপক্ষয় হয় ।<sup>১৯</sup> পিতৃলোক সর্বদাই এই গান করেন যে, বর্ষাকালের, মঘাতৃপ্তি ( অপর পক্ষের মঘা-ত্রয়োদশী-শ্রাদ্ধ-জনিত তৃপ্তি ) লাভ করিয়া পুনর্ব্বার মাঘমাসের

যাস্যামি তৃপ্তিঃ\* তনয়াদিদত্তৈঃ ॥ ২০ ॥

চিত্তঞ্চ বিভক্তঞ্চ নৃণাং বিশুদ্ধঞ্চ

শস্ত্রশ্চ কালঃ কথিতো বিধিশ্চ ।

পাত্রং যথোক্তং পরমা চ ভক্তিঃ

নৃণাং প্রয়চ্ছন্ত্যভিবাঞ্ছিতানি ॥ ২১ ॥

পিতৃগীতাস্তথৈবাত্র শ্লোকাস্তাংশ্চ শৃণুযু মে ।

ঋত্বা তথৈব ভবতা ভাব্যং তত্রাদৃতাঙ্গুনা† ॥ ২২ ॥

অপি ধন্যঃ কুলে জায়াদস্মাকং মতিমান্ নরঃ ।

অকুর্দ্বান্ বিভিশাঠ্যং যঃ পিণ্ডান্ নো নির্বপিষ্যতি‡ ॥ ২৩ ॥

রত্নবস্ত্রমহীযানসর্বভোগাদিকং বসু ।

বিভবে সতি বিপ্রৈভ্যো যোহস্মানুদ্दिष্য দাস্যতি ॥ ২০ ॥

অনাবস্যাতে পুত্রপৌত্রাদি কর্তৃক প্রদত্ত শুভ তীর্থসলিলদ্বারা পবিতৃপ্ত হইব ।<sup>১০</sup> (শ্রাদ্ধকালে) বিশুদ্ধ চিত্ত, বিশুদ্ধ মন, প্রশস্ত কাল, কথিত বিধি, যথোক্ত পাত্র ও পরম ভক্তি, এই সমুদায় হইতে বাঞ্ছা পূর্ণ হয়।<sup>১১</sup> এ স্থলে কতকগুলি পিতৃ-গীতা শ্লোক বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনি এই পিতৃগীতা শ্রবণ করিয়া তদ্বিষয়ে যত্নপূর্বক তদনুকূপ ব্যবহার কবিবেন।<sup>১২</sup>

ধিনি বিভিশাঠ্য না করিয়া আমাদের পিণ্ডদান করেন, এরূপ ধন্য কোন জ্ঞানী ব্যক্তি যদি আমাদের বংশে জন্মগ্রহণ করেন, (তাহা হইলে আমরা কৃতকৃত্য হই।)<sup>১৩</sup> সেই সম্ভাবনের যদি ঐশ্বর্য্য থাকে, তাহা হইলে, তিনি আমাদের উদ্দেশে ব্রাহ্মণগণকে রত্ন, বস্ত্র, ভূমি, যান, ধন ও সর্বপ্রকার খাদ্য দ্রব্য দান করি-

\* যাস্যামহাশ্রম ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

† তত্র তৃত্যঙ্গুনা ইতি পুস্তকান্তবদ্য পাঠঃ ।

‡ পিণ্ডান্ নির্বপিষ্যতি ইতি বা পঠিতব্যম্ ।

অগ্নেন বা যথাশক্ত্যা কালেহগ্নিন্ ভক্তিনব্রধীঃ ।

ভোজয়িষ্যতি বিপ্রাণ্যান্ তন্মাত্রবিভবো নরঃ ॥ ২৫ ॥

অসমর্থোহন্নদানস্য ধান্যমানং স্বশক্তিতঃ ।

প্রদাস্যতি দ্বিজাগ্রোভ্যঃ স্বপ্পাণ্পাং বাপি দক্ষিণাম্ ॥ ২৬ ॥

তত্রাপ্যসামর্থ্যযুতঃ করাণীগ্রস্থিতাংশ্তিলান্ ।

প্রণম্য দ্বিজমুখ্যায় কস্মৈচিদ্রূপ ! দাস্যতি ॥ ২৭ ॥

তিলৈঃ সপ্তাৰ্দ্ধভিবাপি সমবেতান্ জলাঞ্জলীন্ ।

ভক্তিনব্রঃ সমুদ্दिश्य ভুব্যস্মাকং প্রদাস্যতি ॥ ২৮ ॥

যতঃ কুতশ্চিৎ সংগ্রাপ্য গোভোঃ বাপি গবাহ্বিকম্ ।

অভাবে প্রীণয়ন্নস্মান্ শ্রদ্ধায়ুক্তঃ স দাস্যতি \* ॥ ২৯ ॥

নেনু ।<sup>১\*</sup> যদি তাছশ বিষয় বিভব না থাকে, তাহা হইলে, যথা-  
কালে ভক্তিনমু হইয়া যথাশক্তি অন্নদ্বারা প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ-  
গণকে ভোজন করাইবে ।<sup>২\*</sup> যদি অন্নদানেও অসমর্থ হয়, তাহা-  
হইলে, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে স্বশক্তি অনুসারে আম ধান্য অথবা  
যৎকিঞ্চিদাত্র দক্ষিণা প্রদান করিবে ।<sup>৩\*</sup> রাজন্! যদি কোন ব্যক্তি  
ইহাতেও অসমর্থ হয়, তাহা হইলে, করাগ্রদ্বারা কতকগুলি তিল  
গ্রহণ করিয়া কোন প্রধান ব্রাহ্মণকে নমস্কারপূর্বক দান করিবে ।<sup>৪\*</sup>  
অথবা ভক্তিনব্র হইয়া সাতটি বা আটটি তিলমিশ্রিত জলাঞ্জলি  
আমাদের উদ্দেশে ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে ।<sup>৫\*</sup> অথবা যদি ইহা-  
তেও অপারগ হয়, তাহা হইলে, যে কোন স্থান হইতে গবাহ্বিক  
তৃণ সংগ্রহপূর্বক শ্রদ্ধায়ুক্ত হইয়া আমাদের প্রীতির উদ্দেশে  
গাভীকে প্রদান করিবে ।<sup>৬\*</sup> যদি কিছুই সম্ভবিত না হয়, তাহা

\* শ্রদ্ধায়ুক্তঃ প্রদাস্যতি ইতি বা পঠনীয়ম্ ।

যতগুলি তৃণদ্বারা একটি গাভীকে একটি দিন তৃপ্তি হয়, তাহাকে গবাহ্বিক  
বলে ।<sup>৭\*</sup>

সৰ্বাভাবে বনং গত্বা কক্ষামূলপ্রদর্শকঃ

সূর্যাদিলোকপালানামিদমুচ্চৈঃ পঠিষ্যতি ॥ ৩০ ॥

ন মেহন্তি বিভং ন ধনং ন চান্যৎ

শ্রাদ্ধোপযোগ্যং স্বপিতৃনু নতোহস্মি ।

তৃপ্যন্তু ভক্ত্যা পিতরো মমৈতৌ

ভুজৌ ক্লুতৌ বহ্ন্যানি মারুতস্য ॥ ৩১ ॥

ঔরু উবাচ ।

ইত্যেতৎ পিতৃভির্গীতং ভাবাভাবপ্রয়োজনম্ ।

যঃ করোতি ক্লুতং তেন শ্রাদ্ধং ভবতি পার্থিব ! ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েহংশে শ্রাদ্ধ-

কম্পো নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

হইলে, বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কক্ষামূল প্রদর্শনপূর্বক অর্থাৎ উক্ত-  
বাহু হইয়া আদিত্যপ্রভৃতি লোকপালগণের সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে এই  
মন্ত্র পাঠ করিবে যে, °° আমার (স্ববর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি) বিস্ত্র নাই,  
(ধান্য তিল যব প্রভৃতি) ধন নাই, আমার পিতৃশ্রাদ্ধোপযোগী  
আর কোন বস্তুও নাই, অতএব আমি পিতৃগণকে নমস্কার করি-  
তেছি । আমার একমাত্র ভক্তিদ্বারা পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হউন, আমি  
এই বাহুদ্বয় আকাশে নিক্ষেপ করিলাম । °°

ঔরু কহিলেন, রাজনু ! ধন থাকিলে কি করিতে হইবে, ধন  
না থাকিলেই বা কিরূপ করিতে হইবে, তাহা এই পিতৃগণ বলিয়া-  
ছেন । যিনি উক্তরূপ করেন, তাঁহার শ্রাদ্ধ করা হয় । °°

বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয় অংশ শ্রাদ্ধকম্প-নামক

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

• বিষ্ণুপুরাণম্ ।

• তৃতীয়োঃশঃ ।

পঞ্চদশোঃধ্যায়ঃ ।

ঔরু উবাচ ।

ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ শ্রাদ্ধে যদুগ্ধাংস্তান্ নিবোধ মে ।

ত্রিণাচিকেতস্ত্রিমধুস্ত্রিসুপর্ণঃ ষড়ঙ্গবিৎ ॥ ১ ॥

বেদবিৎ শ্রোত্রিয়ো যোগী তথা বৈ জ্যেষ্ঠসামগঃ ।

ঋত্বিক্ স্বশ্রীয়দৌহিত্রজামাতৃশ্বশুরস্তথা ॥ ২ ॥

ঔরু কহিলেন । শ্রাদ্ধকালে যাদুগ্ধ শৃগসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতে হইবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন । শ্রাদ্ধের ব্রাহ্মণ ত্রিণাচিকেত, ত্রিমধু, ত্রিসুপর্ণ ও ষড়ঙ্গ-বেদাধ্যায়ী হইবেন ।<sup>১</sup> এই ব্রাহ্মণের বেদবিৎ, শ্রোত্রিয়, যোগী ও জ্যেষ্ঠসামগ হওয়া আবশ্যক । ঋত্বিক্, ভাগিন্যয়, দৌহিত্র, জামাতা, শ্বশুর,<sup>২</sup> মাতুল,

শ্রাদ্ধকর্তা ও শ্রাদ্ধভোক্তা উভয়ের পরিত্যাজ্য বিষয় ও পার্শ্বশ্রাদ্ধ প্রয়োগ, পঞ্চদশ অধ্যায়ে কথিত হইতেছে । বেদের অন্তর্গত দ্বিতীয় কটীকস্থ তিন অম্ব-বাকের নাম ত্রিণাচিকেত । যঁহারা তাহা অধ্যয়ন ও তাহার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগকেও ত্রিণাচিকেত বলা যায় । যে ব্রাহ্মণ, মধুবাতা খাতায়তে ইত্যাদি তিনটী ঋকবেদের মন্ত্র পাঠ করেন, তাঁহার নাম ত্রিমধু । যিনি ব্রহ্মণেশ্বরমাম্ ইত্যাদি অম্ববাকত্রয় পাঠ করেন, তিনি ত্রিসুপর্ণ । যিনি শিক্কা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত জ্যোতিঃশাস্ত্র ও ছন্দোগ্রন্থ, এই ছয় বেদাদি অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহাকে ষড়ঙ্গ-বেদাধ্যায়ী বলা যায় ।<sup>১</sup>

যিনি বেদাধিবিচারে সমর্থ তাঁহাকে বেদবিৎ বলা যায় । যিনি বেদোক্ত সমুদায়ের অনুষ্ঠান করেন, তিনি শ্রোত্রিয় । যিনি যোগাত্মক করেন, তিনি যোগী । ঋক-বেদের অন্তর্গত মুক্তমানস দিব ইত্যাদি সামগানের নাম জ্যেষ্ঠসাম । যিনি তাহা গান করিতে পারেন, তাঁহাকে জ্যেষ্ঠসামগ বলা যায় ।<sup>২</sup>

মাতুলোহথ তপোনিষ্ঠঃ পঞ্চাশ্চভিরতস্তথা ।

শিষ্যাঃ সম্বন্ধিনশ্চৈব মাতাপিতৃরতশ্চ যঃ ॥ ৩ ॥

এতান্ নিয়োজয়েৎ শ্রাদ্ধে পূর্বোক্তান্ প্রথমং নৃপ ! ।

ব্রাহ্মণান্ পিতৃপুৰুষার্থমনুকম্পেয়ানন্তরান্ ॥ ৪ ॥

মিত্রভ্রুক্ কুনখী ক্লীবঃ শ্যাবদন্তস্তথা দ্বিজঃ ।

কন্যাদূষয়িতা বহ্নিবেদোজ্বাঃ সোমবিক্রয়ী ॥ ৫ ॥

অভিশস্তস্তথা স্তেনঃ পিশুনো গ্রামযাজকঃ ।

ভূতকাধ্যাপকস্তদ্বৎ ভূতকাধ্যাপিতশ্চ যঃ ॥ ৬ ॥

পরপূর্বাপতিশ্চৈব মাতাপিত্রোস্তথোজ্বাকঃ ।

তপোনিরত, আহবনীয়াদি-পঞ্চাশ-নিরত, শিষ্য, সম্বন্ধী, অথবা মাতাপিতার প্রতি অনুরক্ত ব্রাহ্মণ, ° এই সমুদায় ব্রাহ্মণকে পিতৃলোকের ভূতির জন্য শ্রাদ্ধে নিযুক্ত করিবে। পরন্তু পূর্বোক্ত (জ্যেষ্ঠসামগ পর্য্যন্ত) ব্রাহ্মণ নিমজ্ঞন করাই মুখ্য কম্প। যদি তাহা না পাওয়া যায়, তাহা হইলে, অনুকম্প-স্বরূপ শেষোক্ত ব্রাহ্মণ (নির্যোগ) করিবে।° মিত্রভ্রোহী, কুনখী, ক্লীব, শ্যাবদন্ত, কন্যাদূষক, (অধিকারী হইয়াও) অগ্নিত্যাগী ও বেদত্যাগী, সোম-বিক্রয়ী, ° সত্য হউক বা মিথ্যাই হউক, যাঁহার উপর মহাপাত-কিন্তু-দোষের আরোপ হইয়াছে, চোর, পিশুন, গ্রামযাজক, যিনি বেতন গ্রহণপূর্বক অধ্যাপন বা অধ্যয়ন করেন, ° যিনি পরপূর্ব-পতি, যিনি মাতাপিতা পরিত্যাগ করেন, যিনি শূদ্রসন্তান প্রতি-

যাঁহার নথ কুৎসিত উঁহার নাম কুনখী। যাঁহার দন্ত স্বাভাবিক কৃষ্ণবর্ণ, তাঁহাকে শ্যাবদন্ত বলা যায়। অবিবাহিতা নারীর নাম কন্যা। যিনি সোমলতা বিক্রয় করেন, তিনি সোমবিক্রয়ী। °

যে ব্যক্তি পরোক্ষে পরের দোষকীর্তন করে, তাঁহার নাম পিশুন। গ্রামের মধ্যে স্বর্গ জাতির নিকট সংগৃহীত ধনে যে পূজা হয়, যিনি তাহার পৌরোহিত্য করেন, তিনি গ্রামযাজক। °

বৃষলীমূতিপোষ্ঠা চ বৃষলীপতিরেব চ ।

তথা দেবলকশৈশ্বর আক্ষে নার্বীন্তি কেতনম্ ॥ ৭ ॥

প্রথমেহি বুদ্ধঃ শস্তান্ শ্রোত্রিয়াদীন নিমন্ত্রয়েৎ ।

কথয়েচ্চ তদৈবৈবাং নিয়োগান্ পৈত্র্যদৈবিকান্\* ॥ ৮ ॥

ততঃ ক্রোধব্যবায়াদীন আয়াসঞ্চ দ্বিজৈঃ সহ ।

যজমানো ন কুবীত দোষস্তত্র মহানয়ম্ ॥ ৯ ॥

আক্ষে নিযুক্তো ভুক্ত্বা তু ভোজয়িত্বা নিযুক্ত্য চ ।

ব্যবায়ী রেতসো গর্তে মজ্জয়ত্যাশ্বনঃ পিতৃন ॥ ১০ ॥

তস্মাৎ প্রথমমত্রোক্তং দ্বিজাণ্যানাং নিমন্ত্রণম্ ।

পালন করেন, যিনি শূদ্রাণীর ভর্তা, যিনি দেবলক । এই সকল  
ব্রাহ্মণকে আক্ষে নিমন্ত্রণ করিবে না ।<sup>১</sup>

বিজ্ঞ ব্যক্তি আক্ষের পূর্ব দিবস প্রশস্ত শ্রোত্রিয় প্রভৃতি ব্রাহ্মণ  
নিমন্ত্রণ করিবেন । ঐ নিমন্ত্রণ-কালে তিনি দেবপক্ষের ব্রাহ্মণ বা  
পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণ তাহা বলিয়া দিবেন ।<sup>২</sup> আক্ষের দিবস যজমান,  
ও ব্রাহ্মণ, ক্রোধ, ক্রাসহবাস এবং শারীরিক পরিশ্রম করিবে না,  
কারণ তাহাতে মহাদোষ ঘটয়া থাকে ।<sup>৩</sup> পূর্বদিন আক্ষে নিমন্ত্রণ  
করিয়া বা নিমন্ত্রিত হইয়া, পর দিন আক্ষে ভোজন করিয়া বা  
ভোজন করাইয়া ক্রাসহবাস করিলে, তাহার পিতৃগণ রেতঃকুণ্ডে  
নিমগ্ন হন ।<sup>৪</sup> এই কারণে আক্ষের পূর্ব দিন প্রধান ব্রাহ্মণকে

\* পিতৃদৈবিকান্ ইতি বা পঠ্যতাম্ ।

যে কন্যা একবার অন্যকে সম্প্রদান করা হইয়াছিল, সেই কন্যাকে যিনি বিবাহ  
করেন, তাঁহাকে পরপূর্বাপতি বলা যায় । যে ব্রাহ্মণ বেতন গ্রহণ করিয়া তিন বৎসর  
দেবপূজা করেন, তাঁহার নাম দেবহুক । তিনি হব্য কব্যাदिতে রহিত হইয়া থাকেন ।<sup>১</sup>

অথবা নিমন্ত্রণ কালে এই বলিয়া দিবেন যে, আপনি শুচি ও অক্রোধ হইয়া  
ভোজন করিবেন ।<sup>২</sup>

অনিমন্ত্য দ্বিজান্ গেহম্ আগতান্ ভোজয়েদ্ যতীন্ ॥১১॥

পাদশৌচাদিনা গেহম্ আগতান্ পুন্ডয়েদ্ দ্বিজান্ ।

পবিত্রপানিরাচান্তান্ আসনেষুপবেশয়েৎ ॥ ১২ ॥

পিতৃণামযুক্তো যুগ্মান্ দেবানামিচ্ছয়া দ্বিজান্ ।

দেবানামেকমেকং বা পিতৃণাঞ্চ নিয়োজয়েৎ \* ॥ ১৩ ॥

তথা মাতামহশ্রাদ্ধং বৈশ্বদেবসমন্বিতম্ ।

কুর্কীত ভক্তিমস্পন্নস্তত্ত্বং বা বৈশ্বদেবিকম্ ॥ ১৪ ॥

শ্রাণ্ডমুখান্ ভোজয়েদ্বিপ্রান্ দেবানামুভয়াত্মকান্ ।

পিতৃপৈতামহানাঞ্চ † ভোজয়েচ্চাপ্যদঙ্মুখান ॥ ১৫ ॥

নিমন্ত্ৰণ করিতে হইবে। অনিমন্ত্রিত সংযতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ যদি গৃহে উপস্থিত হন, তাহা হইলে, শ্রাদ্ধে তাঁহাকেও ভোজন করা-ইতে পারিবে।<sup>১১</sup>

ব্রাহ্মণ, গৃহে আগমন করিবামাত্র পাদ-প্রক্ষালন-প্রভৃতি-দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে। পরে সেই ব্রাহ্মণ আচমনপূর্বক পবিত্র-পানি হইলে তাঁহাকে নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করাইবে।<sup>১২</sup> পিতৃ-পক্ষে অযুগ্ম ও দেবপক্ষে যুগ্ম ব্রাহ্মণ, যে কয়েকটি পারে, নিযুক্ত করিবে। অথবা পিতৃপক্ষে একটি ও দেবপক্ষে একটি ব্রাহ্মণ বসাইবে।<sup>১৩</sup> এইরূপ ভক্তিযুক্ত হইয়া বিশ্বদেব ব্রাহ্মণযুক্ত মাতামহ-শ্রাদ্ধ করিবে। অথবা পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে একটীমাত্র বিশ্ব-দেব কল্পনা করিবে।<sup>১৪</sup> পিতৃগণের ও মাতামহগণের দেবপক্ষের ব্রাহ্মণগণকে পূর্বমুখে বসাইয়া ভোজন করাইবে। পিতৃপক্ষের ও মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণদিগকে উত্তরমুখে বসাইবে।<sup>১৫</sup> রাজনৃ !

\* পিতৃণাঞ্চ বিণেবয়েৎ ইতি পাঠান্তরম্ ।

† পিতৃমাতামহানাঞ্চ ইতি বা পাঠঃ ।

পৃথক্ তয়োঃ কেচিদাহঃ শ্রাদ্ধস্য করণং নৃপ ! ।  
 একত্রৈকেন পাকেন বদন্ত্যন্যে মহর্ষয়ঃ ॥ ১৬ ॥  
 বিষ্ণুর্নার্থং কুশান্ দত্ত্বা সংপূজ্যার্ষ্যবিধানতঃ ।  
 কুর্যাদাবাহনং প্রাত্তো দেবানাং তদনুজ্ঞয়া ॥ ১৭ ॥  
 যবান্বনা তু দেবানাং কুর্যাদর্ষ্যং বিধানবিৎ\* ।  
 অগ্নিগন্ধধূপদীপাংশ্চ দত্ত্বা তেভ্যো যথাবিধি ॥ ১৮ ॥  
 পিতৃণামপসব্যং ভৎ সর্ষমেবোপকম্পয়েৎ ।  
 অনুজ্ঞাঞ্চ ততঃ প্রাপ্য দত্ত্বা দর্ভান্ দ্বিধাকৃতান্ ॥ ১৯ ॥  
 মন্ত্রপূর্বং পিতৃণামু কুর্যাদাবাহনং বুধঃ ।  
 তিলাম্বনা চাপসব্যং দদ্যাদর্ষ্যাদিকং নৃপ ! ॥ ২০ ॥

কোন কোন মহর্ষি বলেন যে, পিতামহবর্গের ও মাতামহবর্গের  
 পৃথক্ শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। কেহ বা বলেন, একত্র এক পাকেই  
 উভয়বর্গের শ্রাদ্ধ হইতে পারে।<sup>১৩</sup>

বিজ্ঞ ব্যক্তি প্রথমতঃ ব্রাহ্মণগণকে আসনের নিম্নিত্ত কুশ প্রদান  
 করিয়া অর্ঘ্য প্রদানপূর্বক পূজা করিবে। পরে ব্রাহ্মণদিগের অনু-  
 মতি লইয়া দেবগণের আবাহনে প্ররুত্ত হইবে।<sup>১৪</sup> পরে বিধানজ্ঞ  
 ব্যক্তি যব-সহিত উদকদ্বারা যথাবিধানে দেবগণের অর্ঘ্য প্রদান  
 করিবে। তাঁহাদিগকে মালা গন্ধ ধূপ দীপ দান করিবে।<sup>১৫</sup> অন-  
 স্তর বাম দিকে পিতৃগণকেও তৎসমুদায় প্রদান করিতে হইবে।  
 তৎপরে ব্রাহ্মণের অনুজ্ঞা লইয়া দুই ভাগে দর্ভ প্রদান করিবে।<sup>১৬</sup>  
 অনস্তর পণ্ডিত ব্যক্তি, (উশস্ত্র জ্বা ইত্যাদি) মন্ত্র পাঠপূর্বক পিতৃ-  
 গণের আবাহন করিবে। রাজন্! পরে বাম দিকে সতিলোদক-  
 দ্বারা অর্ঘ্যাদি প্রদান করিতে হইবে।<sup>১৭</sup>

কালে তত্রীতিথিং প্রাপ্তমন্নকামং নৃপাধ্বগম্ ।

ব্রাহ্মণৈরভ্যগুজ্জাতঃ কামং তমপি পূজয়েৎ ॥ ২১ ॥

যোগিনো বিবিধৈরুপৈর্নরাণামুপকারিণঃ ।

ভ্রমন্তি পৃথিবীমেতামবিজ্ঞাতস্বরূপিণঃ ॥ ২২ ॥

তস্মাদভ্যর্চয়েৎ প্রাপ্তং কালে তত্রীতিথিং বুধঃ \* ।

শ্রাদ্ধক্রিয়াফলং হন্তি নরেন্দ্রাপূজিতোহতিথিঃ † ॥ ২৩ ॥

ভুত্ৱাদ্ব্যঞ্জনক্ষারবর্জ্জম্নং ততোহনলে ।

অনুজ্ঞাতো দ্বিজৈস্তৈস্ত্রিঃকুব্জঃ পুরুষর্ষভ ! ॥ ২৪ ॥

অগ্নয়ে কব্যবাহায় স্বাহেত্যাদৌ নৃপাহুতিঃ ।

সোমায় বৈ পিতৃমতে দাতব্য্য তদনন্তরম্ ।

এই সময় যদি যদৃচ্ছাক্রমে সেই স্থানে কোন পণ্ডিত অতিথি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, ব্রাহ্মণদিগের অনুমতি লইয়া যথা-সাধ্য তাঁহার পূজা করিবে ।<sup>২১</sup> যোগীরা লোকের উপকার-সাধনের উদ্দেশে নানারূপ ধারণপূর্বক এই পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেন । তাঁহাদের স্বরূপ জানিতে পারা দুঃসাধ্য ।<sup>২২</sup> রাজেন্দ্র ! এই কারণে জ্ঞানী ব্যক্তি শ্রাদ্ধসময়ে অভ্যাগত অতিথির পূজা করিয়া থাকেন । যদি সে সময় অতিথির পূজা না হয়, তাহা হইলে শ্রাদ্ধেরও ফল হয় না ।<sup>২৩</sup> পুরুষশ্রেষ্ঠ ! ব্রাহ্মণগণকর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া শাক প্রভৃতি ব্যঞ্জন রহিত ও লবণ রহিত অন্নদ্বারা তিনবার অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে ।<sup>২৪</sup> রাজন্ ! তন্মধ্যে ‘অগ্নয়ে কব্যবাহায় স্বাহা’ কব্যবাহ অগ্নিকে প্রদান করিতেছি, এই বলিয়া প্রথম আহুতি, ‘সোমায় পিতৃমতে স্বাহা’ পিতৃমান্ সোমকে প্রদান

\* শ্রাদ্ধকালেহতিথিং বুধঃ ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ ।

† নরেন্দ্রাপূজিতোহতিথিঃ ইত্যন্যো পাঠঃ ।

বৈবস্বতায় চৈবান্য তৃতীয়া দীর্ঘতে ততঃ ॥ ২৫ ॥

হুতাবশিষ্টমম্প্যাপ্পং পিতৃপাত্রেষু নির্বপেৎ ।

ততোহত্র মিষ্টমত্যাৰ্থমভীষ্টমতিসংস্কৃতম্ \* ॥ ২৬ ॥

দত্ত্বা জুঘধমিচ্ছাতো বাচামেতদনিষ্ঠুরম্ ।

ভোক্তব্যং তৈশ্চ তিষ্ঠিতৈর্মৌর্নিভঃ স্মৃথৈঃ স্মৃথম্ ॥ ২৭ ॥

অক্রুধ্যতা চাত্বরতা দেহং তেনাপি ভক্তিতঃ ।

রক্ষোয়মন্ত্রপঠনং ভূমেরাস্তরণং তিষ্ঠৈঃ ॥ ২৮ ॥

কুত্বা ধোয়াঃ স্বপিতরস্ত এব দ্বিজগতুমাঃ ।

পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ ।

মম তৃপ্তিং প্রয়ান্তুদ্য বিপ্রদেহেষু সংস্থিতাঃ ॥ ২৯ ॥

করিতেছি, এই বলিয়া দ্বিতীয় আহুতি, ‘বৈবস্বতায় স্বাহা’ যথাক্রমে  
প্রদান করিতেছি, এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তৃতীয় আহুতি প্রদান  
করিবে।<sup>১৫</sup> তৎপরে হুতাবশিষ্ট লইয়া অম্প অম্প পিতৃপাত্র  
সমুদায়ে ছড়াইয়া দিবে। অনন্তর অত্যন্ত অভীষ্ট অতিসংস্কৃত  
মিষ্ট অন্ন (ব্রাহ্মণদিগকে)<sup>১৬</sup> দান করিয়া কোমল ভাবে বলিবে  
যে, ‘ইচ্ছাতো জুঘধম্’ যথেষ্ট রূপে ভোজন করুন। ব্রাহ্মণেরাও  
তদগতচিত্ত ও মৌনী হইয়া প্রসন্ন মুখে ভোজন করিবেন।<sup>১৭</sup>  
শ্রদ্ধাকর্ত্তাও ক্রোধহীন ও দ্বন্দ্বহীন হইয়া তক্তিপূর্বক (ভক্ষ্য-  
দ্রব্য) প্রদান করিতে থাকিবেন। অনন্তর রক্ষোয়মন্ত্র পাঠ ও  
ভূমিতে তিল আস্তীর্ণ<sup>১৮</sup> করিয়া সেই সকল ব্রাহ্মণকে আপনার  
পিতৃলোকস্বরূপ ভাবনা করিবে। (পরে এই মন্ত্র পাঠ করিবে।)

আমার পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহ, ইহারা ব্রাহ্মণশরীরে  
অধিষ্ঠানপূর্বক পরিতৃপ্ত হউন।<sup>১৯</sup> আমার পিতা পিতামহ ও প্র-

পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ ।

মম তৃপ্তিং প্রয়াস্তু ঘ্নি-হোমাপ্যায়িতমূর্ত্তয়ঃ ॥ ৩০ ॥

পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ ।

তৃপ্তিং প্রয়াস্তু পিণ্ডেন ময়া দত্তেন ভূতলে ॥ ৩১ ॥

পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ ।

তৃপ্তিং প্রয়াস্তু মে ভক্ত্যা যন্ন্যৈতদিহাকৃতম্ ॥ ৩২ ॥

মাতামহস্তৃপ্তিমুপৈতু তস্য

পিতা তথা তস্য পিতা তথান্যঃ \* ।

বিশ্বে চ দেবাঃ পরমাং প্রয়াস্তু

তৃপ্তিং প্রণশ্যন্তু চ যাতুধানাঃ ॥ ৩৩ ॥

যজ্ঞেশ্বরো হব্যসমস্তকব্য-

ভোক্তব্যয়াত্মা হরিরীশ্বরোহত্র ।

তৎসন্নিধানাদপযান্তু সদ্যো

রক্ষাংস্যশেষাণ্যমুরাশ্চ সৰ্ব্বৈঃ ॥ ৩৪ ॥

পিতামহ, ইঁ হারা অগ্নি ও হোমদ্বারা আপ্যায়িত হইয়া পরিতৃপ্ত হউন।<sup>৩০</sup> আমার পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহ, ইঁ হারা ভূতলে মদন্ত পিণ্ডদ্বারা পরিতৃপ্ত হউন।<sup>৩১</sup> এই শ্রাদ্ধে আমি বাহা করিতে অসমর্থ হইয়াছি তদ্বিষয়ে, আমার পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহ, ইঁ হারা (একমাত্র) আমার ভক্তিদ্বারা পরিতৃপ্ত হউন।<sup>৩২</sup> আমার মাতামহ প্রমাতামহ ও রক্ত প্রমাতামহ, এবং বিশ্বদেবগণ, ইঁ হারা পরম তৃপ্তি লাভ করুন, নিশাচরগণ এখনই হউক।<sup>৩৩</sup> এখানে সমস্ত হব্য-কব্য-ভোক্তা অব্যয়াত্মা যজ্ঞেশ্বর

তৃপ্তেষু তেষু বিকিরেদন্নং বিপ্রেযু ভূতলে \* ।  
 দদ্যাচ্চাচমনার্থায় তেভ্যো বারি সক্রৎ সক্রৎ ॥ ৩৫ ॥  
 স্তুতৃপ্তৈস্তৈরনুজ্ঞাতঃ সর্কেণান্নেন ভূতলে ।  
 সতিলেন ততঃ পিণ্ডান্ সম্যাগ্ দদ্যাৎ সমাহিতঃ ॥ ৩৬ ॥  
 পিতৃতীর্থেন সতিলান্ দদ্যাৎ জলাঞ্জলীন্ ।  
 মাতামহেভ্যস্তেনৈব পিণ্ডাংশ্চীর্থেন নিবপেৎ ॥ ৩৭ ॥  
 দক্ষিণাশ্রবণৈধ্বৈব শ্রযত্নেনোপপাদয়েৎ ।  
 অবকাশেষু চোক্ষেষু জলতীরেষু চৈব হি ॥ ৩৮ ॥  
 দক্ষিণাশ্রেষু দর্ভেষু পুষ্পধূপাদিপুঞ্জিতম্ ।  
 অপিত্রে প্রথমং পিণ্ডং দদ্যাদুচ্ছিষ্টসন্নিধৌ ॥ ৩৯ ॥

হরি\* (সমিহিত আছেন) । সেই ঈশ্বরের সম্মিধানহেতু ক্রণকাল-  
 মধ্যেই সমুদায় ব্রাহ্মণ ও সমুদায় অম্মর পলায়ন করুক ।<sup>৩৫</sup>

অনন্তর ব্রাহ্মণগণ পরিতৃপ্ত হইলে কতকগুলি অন্ন ভূতলে ছড়া-  
 ইয়া দিবে । পরে আচমনের নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণকে এক এক গণ্ডূষ জল  
 দিতে হইবে ।<sup>৩৬</sup> পরে উক্তম পরিতৃপ্ত ব্রাহ্মণগণ অনুজ্ঞা প্রদান  
 করিলে সমাহিত হইয়া তিল ও ব্যঞ্জনাদিসহিত উক্তম অন্ন-  
 দ্বারা ভূমির উপর পিণ্ড দান করিবে ।<sup>৩৭</sup> তৎপরে পিতৃতীর্থ দ্বারা  
 তিলসহিত জলাঞ্জলি প্রদান করিতে হইবে । মাতামহদিগকেও  
 সেই পিতৃতীর্থদ্বারা পিণ্ড দান করিবে ।<sup>৩৮</sup> এই সকল কার্যে যত্ন-  
 পূর্বক দক্ষিণা প্রদান করা কর্তব্য । ইহার মধ্যে প্রথমতঃ জল-  
 তীরে বা অন্য কোন উক্তম পরিকৃত স্থানে<sup>৩৯</sup> ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্টের  
 নিকট দক্ষিণাশ্র কুশসমূহ বিস্তার করিয়া স্বীয় পিতৃকে পুষ্প ধূপ

\* তৃপ্তেষু তেষু বিকিরেদন্নম্ ইতি পাঠান্তরম্ ।

পিতৃতীর্থ অর্থাৎ হস্তাশ্র ।<sup>৩৭</sup>

পিতামহায় চৈবান্যৎ তৎপিত্রৈ চ তথাপরম্।

দৰ্ভমূলে লেপভুজঃ প্রীণয়েল্লিপযমুণৈঃ ॥ ৪০ ॥

পিপৈশ্চৈর্মাতামহাংস্তদ্বদাক্ষমাল্যাদিসংযুতৈঃ।

পূজয়িত্বা দ্বিজাগ্র্যাণাং দদ্যাচ্চাচমনং ততঃ \* ॥ ৪১ ॥

পিত্রৈভ্যাঃ প্রথমং ভক্ত্যা † তন্মনস্কো নরেশ্বর !।

সুস্বধেত্যাশিষা যুক্তাং দদ্যাচ্ছক্ত্যা চ দক্ষিণাম্ ॥ ৪২ ॥

দত্ত্বা চ দক্ষিণাং তেভ্যো বাচয়েদ্বৈশ্বদেবিকান্।

প্রীয়ন্তামিতি যে বিশ্বেদেবাস্তেন ইতীরয়েৎ ‡ ॥ ৪৩ ॥

তথৈতি চোক্তে তৈর্বিত্রৈঃ প্রার্থনীয়াস্তথাশিষঃ।

পশ্চাদ্বিসর্জয়েদেবান্ পূৰ্ব্বং পৈত্র্যান্ মহামতে ॥ ৪৪ ॥

দীপ প্রভৃতিদ্বারা অর্চিত পিণ্ড প্রদান করিবে।<sup>৩০</sup> তৎপরে পিতা-মহকে একটি ও প্রপিতামহকে একটি (পিণ্ড দিবে)। অনন্তর হস্তে লিপ্ত অন্ন ঘর্ষণ করিয়া দিয়া লেপভোগী পিতৃগণকে প্রীত করিবে।<sup>৪০</sup> পরে এইরূপে গন্ধমাল্যপ্রভৃতি-সংযুক্ত পিণ্ডদ্বারা মাতামহগণের পূজা করিয়া ব্রাহ্মগণকে আচমনীয় জল প্রদান করিতে হইবে।<sup>৪১</sup> রাজন্ ! তৎপরে তন্মনা হইয়া ভক্তিপূর্বক সুস্বধা এই আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া পিতৃসম্বন্ধী ব্রাহ্মগণকে যথাশক্তি দক্ষিণা প্রদান করিবে।<sup>৪২</sup> অনন্তর দক্ষিণা-প্রদান হইলে বৈশ্বদেবিক ব্রাহ্মগণের নিকট বলিতে হইবে যে, ইহা দ্বারা বিশ্বদেবগণ প্রীত হউন। ঐ ব্রাহ্মদিগের নিকট ইহার উত্তরও লইতে হইবে।<sup>৪৩</sup> মহামতে ! ব্রাহ্মণেরা তথাস্ত্ৰ এই কথা বলিলে তাঁহাদের নিকট আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। প্রথমতঃ পিতৃসম্বন্ধী ব্রাহ্মদিগকে পশ্চাৎ দেব-

\* দদ্যাচ্চাচমনং ততঃ ইতি বা পঠনীয়ম্।

† পৈত্রৈভ্যাঃ প্রথমং ভক্ত্যা ইতি বা পঠিতব্যম্।

‡ ইতীরয়ন্ ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

মাতামহানামপ্যেবং সহ দেবৈঃ ক্রমঃ স্মৃতঃ।  
 ভোজনে চ স্বশক্ত্যা চ দানে তদ্বিসৰ্জনে ॥ ৪৫ ॥  
 আপাদশৌচনাং পূৰ্ব্বং কুর্যাদ্বেদ্বিজমশ্নু।  
 বিসৰ্জনস্ত প্রথমং পৈত্রমাতামহেষু বৈ ॥ ৪৬ ॥  
 বিসৰ্জ্যেৎ প্রীতিবচঃ সম্মানাত্মর্চিতাংস্ততঃ।  
 নিবর্তেতাভ্যনুজাত আদ্বারান্তাদনুব্রজেৎ ॥ ৪৭ ॥  
 ততস্ত বৈশ্বদেবাখ্যাং\* কুর্য্যান্নিত্যক্রিয়াং বুধঃ।  
 ভুঞ্জীয়াচ্চ সমং পূজ্য-ভূত্যবক্ষুভিরাত্মনঃ† ॥ ৪৮ ॥

পক্ষের ব্রাহ্মগণকে বিসৰ্জন করিবে।<sup>৪৫</sup> দেবগণের সহিত মাতা-  
 মহেব শ্রাদ্ধ কনিবার সময়ও এইরূপ ক্রম অবলম্বন কবিতোঃ হইবে।  
 ভোজন, যথাশক্তি দান ও বিসৰ্জন বিষয়ে (পিতৃশ্রাদ্ধেব ন্যায়  
 ক্রম জানিবে।)<sup>৪৬</sup> (ইহাং তাং ম্য এই য়ে) কি পিতৃপক্ষের  
 শ্রাদ্ধ কি মাতামহপক্ষের শ্রাদ্ধ, উভয় স্থলেই তথ্রে দেবপক্ষের  
 ব্রাহ্মণের পাদ শৌচপ্রভৃতি সমুদায় কৰ্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে,  
 পবস্ত পিতৃপক্ষায় ও মাতামহপক্ষীয় ব্রাহ্মণের বিসৰ্জন (ও  
 দক্ষিণাদান) পূৰ্বে করিতে হইবে।<sup>৪৭</sup>

অনন্তর প্রীতিবাক্য প্রয়োগ ও সম্মানপূৰ্ব্বক পূজিত ব্রাহ্মগণের  
 বিসৰ্জন করিবে। বিসৰ্জনকালে দ্বারপাশ্চ অনুগমন কবিত্যা  
 তাঁহাদের অনুমতি লইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইবে।<sup>৪৮</sup> তৎপরে বিজ্ঞ  
 ব্যক্তি বৈশ্বদেবনামক নিত্যক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে। পরে সংযত-  
 চিত্ত হইয়া মান্য ব্যক্তি, বক্ষু ও ভূতাপ্রভৃতির সহিত একত্র  
 ভোজনে প্রবৃত্ত হইবে।<sup>৪৯</sup>

\* ততশ্চ বৈশ্বদেবাত্যাম্ হতি কেচিৎ পঠন্তি।

† ভূত্যবক্ষুভিরাত্মন ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

এবং শ্রাদ্ধং বুধঃ কুর্য্যাৎ পৈত্ৰ্যং মাতামহং তথা ।  
 শ্রাদ্ধৈরাপ্যায়িতা দদ্যুঃ সৰ্ব্বকামান্ পিতামহাঃ \* ॥ ৪৯ ॥  
 ত্রীণি শ্রাদ্ধে পবিত্রাণি দৌহিত্রং কুতপস্তিলাঃ ।  
 রজতস্ব তথাদানং কথাসন্দর্শনাদিকম্ ॥ ৫০ ॥  
 বর্জ্যানি কুর্ক্বতা শ্রাদ্ধং কোপোহধ্বগমনং ত্বরা ।  
 ভোক্তুরপ্যত্র রাজৈন্দ্র ! ত্রয়মেতন্ন শাস্ততে ॥ ৫১ ॥  
 বিশ্বদেবাঃ স পিতরস্তথা মাতামহা নৃপ ! ।  
 কুলঞ্চাপ্যায়তে পুংসাং সৰ্ব্বং শ্রাদ্ধং প্রকুর্ক্বতাম্ ॥ ৫২ ॥  
 সোমাধারঃ পিতৃগণো যোগাধারশ্চ চন্দ্রমাঃ ।

পণ্ডিত ব্যক্তি এইরূপে পিতৃশ্রাদ্ধ ও মাতামহশ্রাদ্ধ করিবেন, কারণ পিতামহগণ শ্রাদ্ধদ্বারা আপ্যায়িত হইলে সমুদায় কামনা পূর্ণ করিয়া দেন ।<sup>৪৯</sup> শ্রাদ্ধস্থলে দৌহিত্র, কুতপ, তিল, এই তিনটি অতীব পবিত্র । রজত গ্রহণ, রজত দর্শন ও রজত কথা শ্রবণ এতৎসমুদায়ও পবিত্রতাজনক ।<sup>৫০</sup> রাজৈন্দ্র ! যিনি শ্রাদ্ধ করিবেন, তাঁহার কর্তব্য এই যে, ক্রোধ, পথগমন ও কোন বিষয়ে ত্বরা পরিত্যাগ করেন । যিনি শ্রাদ্ধে ভোজন করেন, তাহার পক্ষেও ঐ তিনটি কার্য প্রশংসনীয় নহে ।<sup>৫১</sup> মহারাজ ! যিনি সমুদায় শ্রাদ্ধ করেন, তাঁহার প্রতি বিশ্বদেবগণ পিতৃগণ মাতামহগণ ও তত্ত্বংশীয় সকলেই পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন ।<sup>৫২</sup> ভূপতে ! চন্দ্র পিতৃগণের আধার এবং চন্দ্রের আধার যোগ, অতএব শ্রাদ্ধকালে শ্রেষ্ঠ যোগীকে

\* সৰ্ব্বকামং পিতামহাঃ ইতি বা পঠ্যতাম্ ।

অমাবস্যার দিন গাভী তৃণ ভক্ষণ করিলে তাহা হইতে যে ঘৃতভোগ্য হয়, তাহার নাম দৌহিত্র । অথবা দৌহিত্র কন্যার পুত্র । কেহ কেহ বলেন, দৌহিত্র শব্দের অর্থ খড়্গপাত্র । ছাগলোমজাত শালের নাম কুতপ ; অথবা কুতপ শব্দের অর্থ দিবলের অঙ্কম মুহূর্ত । ৫০

শ্রেষ্ঠযোগিনিরোগস্ত তস্মাদ্ ভূপাল ! শস্ততে ॥ ৫৩ ॥

সহস্রস্তাপি বিপ্রাণাং যোগী চেৎ পুরতঃ স্থিতঃ ।

সৰ্ৱান্ ভোক্তৃংস্তারয়তি যজমানঃ তথা নৃপ ! ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েংশে শ্রাদ্ধ-

কম্পো নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

নিয়োগ করা প্রশস্ত ।<sup>১০</sup> রাজন্ ! সহস্র ব্রাহ্মণের মধ্যে যদি এক-  
জনমাত্র যোগী থাকেন, তাহা হইলে তিনি সমুদায় ভোক্তাকে  
এবং যজমানকে উদ্ধার করেন।<sup>১১</sup>

বিষ্ণুপুরাণ-তৃতীয়াংশ-শ্রাদ্ধকম্প-নামক পঞ্চদশ

অধ্যায় সমাপ্ত ।

# বিষ্ণুপুরাণম্ ।

তৃতীয়োহংশঃ ।

ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

ঔরু উবাচ ।

হবিষ্যমৎশ্রমাংসৈস্তু শশস্তু শকুনস্তু চ ।

শৌকরচ্ছাগলৈরৈনৈ-রৌরবৈর্গবয়েন চ ॥ ১ ॥

ঔরভ্রগব্যাশ্চ তথা মাসবৃদ্ধা পিতামহাঃ ।

প্রয়াত্তি তৃপ্তিং মাংসৈস্তু নিত্যং বাত্মীণসামিষৈঃ ॥ ২ ॥

“ঔরু কহিলেন, শ্রাদ্ধের সময় ব্রাহ্মণদিগকে হবিষ্য করাইলে পিতৃগণ একমাস পরিতৃপ্ত থাকেন, মৎস্য দিলে দুই মাস, শূশমাংস দিলে তিন মাস, পক্ষিমাংস দিলে চারি মাস, শূকরমাংস দিলে পাঁচ মাস, ছাগমাংস দিলে ছয় মাস, এগনামক হরিণমাংস দিলে সাত মাস, রুরুমৃগমাংস দিলে আট মাস, গবয়মাংস দিলে নয় মাস, মেঘমাংস দিলে দশ মাস, গোমাংস দিলে এগার মাস, পিতৃগণ পরিতৃপ্ত থাকেন । পরন্তু যদি বাত্মীণস-মাংস দেওয়া যায়, তাহাই হইলে পিতৃলোকের তৃপ্তির আর শেষ নাই ।<sup>১</sup> রাজন্ ! গণ্ডা-

গব্য-শব্দ থাকিতে কেহ কেহ গোমাংস না বলিয়া পায়স অর্থ করেন । এ অর্থ অর্থোক্তিক ; কারণ পায়স বা দুগ্ধ কখন মাংসমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না । বিশেষতঃ যখন গবয়মাংস শূকরমাংস তক্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছেন, তখন গোমাংস তক্ষণে বাধা কি ? ফলতঃ কনির পূর্বে গোমাংস তক্ষণ প্রচলিত ছিল । মহাত্মারতে ষোড়শ-রাজিক-স্থলে কথিত আছে, রক্তিদেব প্রতিদিন দুই সহস্র গো-হত্যা করিয়া তাহার মাংস ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইতেন । বশিষ্ঠ বাল্মীকির আশ্রমে গমন করিলে তাঁহাকে একটী বৎসভরী ভোজনার্থ দেওয়া হয় । অমমেজয়ও

খঞ্জমাংসমতীবাত্র কালশাকং তথা মধু ।  
 শস্তানি কৰ্ম্মণ্যাত্যন্ততৃপ্তিদানি নরেশ্বর ! ॥ ৬ ॥  
 গয়ায়ুপেত্য যঃ শ্রাদ্ধং করোতি পৃথিবীপতে ! ।  
 সফলং তস্য তজ্জন্ম জায়তে পিতৃতুষ্টিদম্ ॥ ৪ ॥  
 প্রসান্তিকাঃ সনীবারীঃ \* শ্যামাকা দ্বিবিধাস্তথা ।  
 বনৌষধীপ্রধানাস্তু শ্রাদ্ধার্হাঃ পুরুষবর্ষভ ! ॥ ৫ ॥  
 যবাঃ প্রিয়ঙ্গবো মুদগা গোধূমা ব্রীহয়ন্তিলাঃ ।  
 নিষ্পাবাঃ কোবিদারাশ্চ সৰ্ষপাশ্চাত্র শোভনাঃ ॥ ৬ ॥  
 অকুতাঐয়ণং যচ্চ ধান্যজাতং নরেশ্বর ! ।

বের মাংস, কৃষ্ণশাক ও মধু, এই সমুদায় দ্রব্য শ্রাদ্ধকৰ্ম্মে অত্যন্ত  
 প্রশস্ত ও যার পর নাই তৃপ্তিদায়ক ।° ভূপতে ! যে ব্যক্তি গয়াতে  
 গমনপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করে ( পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হওয়াতে ) তাহার  
 জন্ম মার্থক হয় । তাহার পিতৃগণ পরিতুষ্ট থাকেন ।° পুরুষশ্রেষ্ঠ !  
 দেবধান্য, নীবারধান্য, ষ্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ এই দুই প্রকার শ্যামাক  
 ধান্য ও পশ্চাদুক্ত প্রধান বনৌষধি, এই সমুদায় দ্রব্য শ্রাদ্ধের  
 উপযোগী ।° যব, প্রিয়ঙ্গু, মুদগ, গোধূম, ব্রীহি, তিল, শিন্দী,  
 কোবিদার ও সৰ্ষপ, এই সমুদায় ওষধি শ্রাদ্ধের উপযোগী ।°

\* প্রসান্তিকাঃ সনীবারা ইতি বা পাঠঃ ।

বেদব্যাসকে একটী বৎস ভোজনার্থ দিয়াছিলেন, বেদব্যাস কয়া করিয়া তাহাকে  
 হাড়িয়া দিলেন । এই রূপ গোমাংস ভক্ষণের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় । ২

\* বাপ্রীণস—জীববিণেয । স্মৃতিকারেয়া বলেন, জলপানের সময় যাহার কৰ্ণজয়  
 জলে মগ্ন হয়, বার্ক্য বশতঃ যাহার ইন্দ্রিয় সমুদায় ক্ষীণ হইয়াছে, যাহার সৰ্ব্বাঙ্গ  
 ষ্বেতবর্ণ, জৈদৃশ প্রাচীম অজাপতিকে যাজ্ঞিকেরা বাপ্রীণস বলিয়া থাকেন । বেদে  
 আছে, যে পক্ষীর গ্রীবাদেশ কৃষ্ণবর্ণ, মস্তক রক্তবর্ণ ও পক্ষ সমুদায় ষ্বেতবর্ণ, জৈদৃশ  
 পক্ষীকে বাপ্রীণস বলা যায় । ২

দেবধান্য—আরণ্য-ব্রীহিসদৃশ, দেধান ।°

শিন্দী—শিহু । কোবিদার—চমরিক-মামক ফলবিণেয ।°

রাজমাসানগুংষ্টৈচব মসুরাংশ বিবর্জয়েৎ ॥ ৭ ॥  
 অলাবুং গৃঞ্জনঐষব পলাণ্ডুং পিণ্ডমূলকম্।  
 গাক্কারকং করন্তাণি লবণান্যৌষরাণি চ ॥ ৮ ॥  
 আরক্তাশ্চৈব নির্যাসাঃ প্রত্যক্ষলবণানি চ।  
 বর্জ্যান্যেতানি বৈ শ্রোক্ষে যচ্চ বার্চা ন শস্ততে ॥ ৯ ॥  
 নক্তাহতং ন চোৎসৃষ্টং তৃপ্যতে ন চ যত্র গোঁঃ।  
 দুর্গন্ধি ফেনিলঞ্চায়ু শ্রোক্ষযোগ্যং ন পার্শ্বিষ ! ॥ ১০ ॥  
 ক্ষীরমেকশফানাং যদৌষ্ট্রমাবিকমেব চ।  
 'মার্গঞ্চ মাহিষঐষব বর্জয়েৎ শ্রোক্ষকর্মণি ॥ ১১ ॥  
 বণ্ডাপবিদ্ধচাণ্ডালপাষণ্ডোন্নতরোগিভিঃ।

রাজন্! অকৃতগ্রন্থ ধান্য. অকৃষ্ণ মাস, সূক্ষ্ম শারী ধান্য ও  
 মসুর-বিদল, 'এ সমুদায় (শ্রোক্ষে) পরিত্যাগ করিবে।' অলাবু, গৃঞ্জন,  
 পলাণ্ডু, পিণ্ডাকৃতি মূলক, গাক্কার, করন্ত, ঐষব-ভূমিজাত লবণ '৮  
 স্বভাবতঃ ঐষৎ রক্তবর্ণ রক্তনির্যাস, যে লবণ মিশ্রিত হইলেও  
 দেখিতে পাওয়া যায় ও যে বস্তু লোকে নিন্দিত, শ্রোক্ষকালে এ সমু-  
 দায় বস্তু পরিত্যাগ করা কর্তব্য।' রাজিতে আনীত জল, অপ্রতি-  
 ক্ষিত কুপাদির জল, গোগণ যে জল তৃপ্তিপূরক পান না করে, এবং  
 দুর্গন্ধজল ও ফেনিল জল, এ সমুদায় শ্রোক্ষযোগ্য নহে।' একশফ  
 জন্তর দুগ্ধ, উষ্ট্রদুগ্ধ, মেঘদুগ্ধ, মৃগদুগ্ধ, মাহিষদুগ্ধ, এ সমুদায় শ্রোক্ষে  
 পরিত্যাগ করা কর্তব্য।' বণ্ড, অপবিদ্ধ, চাণ্ডাল, পাষণ্ড, উন্নত,

অকৃতগ্রন্থ ধান্য — মষণসাগম হইলে সাগি ব্রাহ্মণের। বাহাদারা যাগ না  
 করেন। ৭

গৃঞ্জন—হরিৎবর্ণ মূলক। গাক্কার—এক প্রকার শাক অথবা কাজিক। করন্ত—  
 অবিকণিত লাজ অথবা এক প্রকার শাক। ৮

একশফ—মাহিষের দুগ্ধ যোড়া, অথ প্রকৃতি। ১১

কুকবাকু-শ্ব-নগৈশ্চ বানরগ্রামশুকরৈঃ ॥ ১২ ॥  
 উদক্যা স্মৃতকাশৌচি-মৃতহারৈশ্চ বীক্ষিতে ।  
 শ্রাদ্ধে মূরা ন পিতরো ভুঞ্জতে পুরুষষভ ! ॥ ১৩ ॥  
 তস্মাৎ পরিগ্রিতে কুর্য্যাদ্ভ্রাঙ্কং শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ ।  
 উর্য্যং চ তিলবিক্ষেপাদ্ যাভুধানান্ নিবারয়েৎ ॥ ১৪ ॥  
 ন পুতি নৈবোপপন্নং কেশকীটাদিভিন্ৰপ ! ।  
 নচৈবাভিষবৈর্মিশ্রমন্নং পর্য্যুষিতং তথা ॥ ১৫ ॥  
 শ্রদ্ধাসমন্বিতৈর্দত্তং পিতৃভ্যো নামগোত্রতঃ ।  
 যদাহারান্তে তে জাতান্তদাহারত্বমেতি তৎ ॥ ১৬ ॥  
 শ্রয়ন্তে চাপি পিতৃভির্গীতা গাথা মহীপতে ! ।  
 ইক্ষ্বাকোর্মণুপুত্রস্য কলাপোপবনে পুরা ॥ ১৭ ॥

চিররোগী, কুকুট, কুকুর, নগ, বানর, গ্রামশুকর,<sup>১২</sup> রজস্বলা নারী,  
 জননাশৌচবিশিষ্ট, মরণাশৌচবিশিষ্ট, মৃতহারক, ইহারার শ্রাদ্ধ-  
 দর্শন করিলে দেবগণ ও পিতৃগণ শ্রাদ্ধ ভোজন করেন না।<sup>১৩</sup>  
 অতএব উত্তম পরিহৃত স্থানে শ্রাদ্ধস্থিত হইয়া শ্রাদ্ধ করিবে।  
 ভূমিতে তিল নিক্ষেপ করিয়া নিশাচরগণকে নিরাকৃত করিবে।<sup>১৪</sup>

শ্রাদ্ধের অন্ন দুর্গন্ধি, কেশযুক্ত, কীটযুক্ত, কাঞ্জিক-মিশ্রিত ও  
 পর্যুষিত না হয়।<sup>১৫</sup> শ্রাদ্ধস্থিত হইয়া নামগোত্র উল্লেখপূর্ব্বক  
 পিতৃগণকে (নির্দোষ) অন্ন দান করিলে, পিতৃগণ যদাহার হই-  
 য়াছেন, অন্নও তজ্রূপে পরিণত হয়।<sup>১৬</sup> মহীপতে ! শুনিয়াছি, পূর্ব্ব-  
 কালে (হিমালয়-পাশ্ব-স্থিত) কলাপনামক উপবনে পিতৃগণ  
 মনুপুত্র ইক্ষ্বাকুকে এই গীতা বলিয়াছিলেন যে,<sup>১৭</sup> আমাদের বংশে

যগু—মপুংসক । অপবিত্র—উৎপত্তির পরেই মাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত । পাষণ্ড—  
 বৈদিককর্ম্ম-পরিভাষা । ১২

মৃতহারক—শবনির্হরণ-হুতি অর্থাৎ মৃতদোহরাস্ । ১৩

অপি নন্তে ভবিষ্যন্তি কুলে সন্মার্গগামিনঃ \* ।

গয়ামুপেত্য যে পিণ্ডান্ দাস্ত্যন্ত্যাক্রমাদরাৎ ॥ ১৮ ॥

অপি নঃ স্বকুলে জায়াদ্† যো নো দদ্যাৎ ত্রয়োদশীম্ ।

পায়সং মধুসপির্ভ্যাং বর্ষাস্থ চ মঘাস্থ চ ॥ ১৯ ॥

গৌরীং বাপ্যদ্বহেৎ কন্যাং‡ নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ ।

যজেত বাশ্বমেধেন বিধিবদক্ষিণাবতা ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েহংশে আচার-  
কীৰ্ত্তনং নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

সৎপথবর্তী এমত কোন পুত্র জন্মে যে, যে পুত্র গয়ায় গমন করিয়া আদরপূৰ্ব্বক আমাদের উদ্দেশে পিণ্ডদান করে।<sup>১৮</sup> আমাদের কুলে এমন কোন সন্তান জন্মায় যে, সে ব্যক্তি, আমাদের উদ্দেশে ভাদ্রমাসের মঘাসংযুক্ত ত্রয়োদশী তিথিতে যত্ন-মধু-সংযুক্ত পায়স প্রদান করে।<sup>১৯</sup> (আমাদের বংশে এমন কোন পুত্র উৎপন্ন হয় যে, ) গৌরী কন্যা বিবাহ করে বা নীল বৃষ উৎসর্গ করে অথবা যথাবিধি দক্ষিণা প্রদানপূৰ্ব্বক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়।<sup>২০</sup>

বিষ্ণুপুরাণ-তৃতীয়াংশ-আচার-কীৰ্ত্তন-নামক

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ।

\* সন্মার্গগামিন ইতি বা পঠমীয়ম্ ।

† অপি নঃ স কুলে জায়াদ্ ইতি বা পঠ্যতাম্ ।

‡ গৌরীং বাপ্যদ্বহেৎ ত্যর্ধ্যাহ ইতি পাঠান্তরম্ ।

অক্টমবর্ষীয়া কন্যার নাম গৌরী, নবম বর্ষীয়া কন্যার নাম রোহিণী, দশম বর্ষীয়া কন্যার নাম কন্যা, তাহার পর রজশ্বলা বলা যায়। গৌরী কন্যা দান করিলে স্বর্গগমন করে, রোহিণী কন্যা সম্প্রদান করিলে বৈকুণ্ঠে যায়, কন্যা দান করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়, রজশ্বলা সম্প্রদান করিলে রৌরব মরকে গমন করে। ২৫

যাহার সর্বাঙ্গ লোহিত বর্ণ, মুখ ও পৃচ্ছ পাণ্ডুরবর্ণ, স্কন্ধ ও শূল শ্বেতবর্ণ, তাহার নাম নীল বৃষ। ২০

## • বিষ্ণুপুরাণম্ ।

তৃতীয়োহংশঃ ।

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

~~~~~  
পরশর উবাচ ।

ইত্যাহ ভগবান্নৌর্কঃ সগরায় মহাত্মনে ।

সদাচারান্ পুরা সম্যক্ মৈত্রেয় ! পরিপৃচ্ছতে ॥ ১ ॥

ময়াপ্যেতদশেষেণ কথিতং ভবতে দ্বিজ ! * ।

সমুল্লঙ্ঘ্য সদাচারং কশ্চিন্মাপ্নোতি শোভনম্ ॥ ২ ॥

মৈত্রেয় উবাচ ।

যণ্ডাপবিদ্ধপ্রমুখা বিদিতা ভগবন্ ! মম ।

উদক্যাদ্যাশ্চ যে সর্বে, নগ্নমিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥ ৩ ॥

পরশর কহিলেন, মৈত্রেয় ! পূর্বে মহাত্মা সগর সদাচারের লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান্ ঔর্ক পূর্বোক্ত সমুদায় বলিয়াছিলেন । ব্রহ্মন্ ! আমিও তোমার নিকট সমুদায় কহিলাম । কেটন ব্যক্তি সদাচার উল্লঙ্ঘন করিয়া শ্রেয়োলাভ করিতে পারে না ।^২

মৈত্রেয় কহিলেন, ভগবন্ ! ক্লীব কাহাকে বলে, অপবিদ্ধ কাহাকে বলে, উদকী (রাজস্বলা স্ত্রী) কাহাকে বলে, ইত্যাদি সমুদায় আমি অবগত আছি, পরন্তু নগ্ন কাহাকে বলে তাহা আমি জানি না, এক্ষণে জ্ঞাত হইতে অভিলাষ করি * কাহার নাম নগ্ন ?

* তবতো দ্বিজ ! ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

কো নমঃ কিং সমাচারো নমসংজ্ঞাং নরো লভেৎ ।

নমস্বরূপমিচ্ছামি যথাবদাদিতং ত্বয়া ॥ ৪ ॥

পরশর উবাচ ।

ঋগ্‌যজুঃসামসংজ্ঞেয়ং ত্রয়ী বর্ণারতিদ্বিজ ! ।

এতামুজ্জতি যো মোহাৎ স নমঃ পাতকী স্মৃতঃ ॥ ৫ ॥

ত্রয়ী সমস্তবর্ণানাং দ্বিজসংবরণং যতঃ ।

নমো ভবতুজ্জিতায়াম্ অতন্তশ্রামসংশয়ম্ ॥ ৬ ॥

ইদঞ্চ শ্রয়তামন্যস্তীয়ায় স্মমহাত্মনে ।

কথয়ামাস ধর্মজ্ঞো বসিষ্ঠো মৎপিতামহঃ ॥ ৭ ॥

ময়াপি তস্য গদতঃ শ্রুতমেতন্মহাত্মনঃ ।

নমসম্বন্ধি মৈত্রেয় ! যৎ পৃষ্ঠোহহমিহ ত্বয়া ॥ ৮ ॥

দেবাসুরমভূদ যুদ্ধং দিব্যমকং পুরা দ্বিজ ! ।

মনুষ্য কিরূপ আচরণ করিলে নম এই উপনাম প্রাপ্ত হয় ?
নগ্নের লক্ষণই বা কি ? এসমুদায় আপনি যথাবিধানে বলুন,
আমি শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি ।*

পরশর কহিলেন, দ্বিজ ! ঋক্‌ যজুঃ ও সামবেদ, এই ত্রয়ী
অর্থাৎ বেদত্রয়, সমুদায় বর্ণের আরতিস্বরূপ । যে ব্যক্তি মোহ-
বশত এই ত্রয়ীরূপ ব্রতি পরিত্যাগ করে, সেই পাতকীকে নম বলা
যায় ।* ব্রহ্মন্ ! ত্রয়ীই সমস্ত বর্ণের সংবরণ স্বরূপ, অতএব এই
ত্রয়ীরূপ সংবরণ পরিত্যাগ করিলে নম হয়, সন্দেহ নাই ।* আমার
পিতামহ ধর্মজ্ঞ বশিষ্ঠ, মহাত্মা তীষ্মাকে এই বিষয়ে যাহা বলিয়া-
ছিলেন, তাহা শ্রবণ কর ।* মৈত্রেয় ! তুমি যে আমার নিকটে নম
বিষয়ক কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, ইহা মহাত্মা মৎপিতামহ যখন
বলেন, তখন শুনিয়াছি ।*

তস্মিন্ পরাজিতা দেবা দৈত্যৈর্হৃদ-পুরোগমৈঃ ॥ ৯ ॥

ক্ষীরোদস্যোত্তরং কূলং গত্বাহতপ্যন্ত বৈ তপঃ ।

বিষ্ণোরারাদনার্থায় জগুশ্চেমং স্তবং তথা ॥ ১০ ॥

দেবা উচুঃ ।

আরাধনায় লোকাণাং বিষ্ণোরীশস্য যাং গিরম্ ।

বক্ষ্যামো ভগবানাদ্যন্তরা বিষ্ণুঃ প্রসীদতু ॥ ১১ ॥

যতো ভূতান্যশেষাণি প্রসূতানি মহাত্মনঃ ।

যস্মিংশ্চ লয়মেব্যন্তি কন্তং সংস্তোতুমীশ্বরঃ ॥ ১২ ॥

তথাপ্যরাতিবিধং স-ধ্বস্তবীৰ্য্য ভবार्ধিনঃ ।

ত্বাং স্তোয্যামস্তবোক্তীনাং যার্থার্থং নৈব গোচরে* ॥ ১৩ ॥

ব্রহ্মন্ ! পূর্বকালে এক সময় দিব্য এক বৎসরপর্য্যন্ত দেবগণের ও অস্বরগণের পরস্পর যুদ্ধ হইয়াছিল । এই যুদ্ধে হৃদ প্রভৃতি দৈত্য-গণ দেবগণকে পরাজয় করেন ২ অনন্তর (পরাজিত দেবগণ) ক্ষীর সমুদ্রের উত্তর কূলে গমন করিয়া বিষ্ণুর আরাধনার নিমিত্ত তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ও এইরূপ স্তব করিতে লাগিলেন । ৩

দেবগণ কহিলেন, আমরা লোকনাথ বিষ্ণুর আরাধনার নিমিত্ত যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিব, তদ্বারা সেই অনাদি ভগবান্ বিষ্ণু প্রসন্ন হউন । ৪ যে মহাত্মা হইতে সমুদায় প্রাণী উৎপন্ন হই-তেছে, যাঁহাতে সকলেই লয়প্রাপ্ত হইবে, তাঁহার স্তব করিতে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হইবে ? ৫ ঈশ্বর ! যদিও আপনকার তত্ত্ব স্ততি-বাক্যেরও অগোচর, তথাপি আমরা শত্রুরূপ পরাভবদ্বারা হীনবীৰ্য্য হইয়া আপনাদের মঙ্গলাকাজ্জক্য আপনকার স্তব করিতে প্রবৃত্ত

* নেশ ! গোচরে ইতি গ্রন্থান্তরস্য পাঠঃ ।

অনৈকান্তিকত্ব—যে উদ্দেশে যাঁগাদি করা যায় যদি তাঁহার ফললাভে সংশয় থাকে তাহা হইলে সেই ফলকে অনৈকান্তিক বলি যায় । ১৬

ত্বমূর্খী সলিলং বহির্বায়ুরাকাশমেব চ ।

সমস্তমন্তঃকরণং প্রধানং তৎপরঃ পুমান্ ॥ ১৪ ॥

একং তবৈতদ্ভূতাত্মন মুর্ত্তামুৰ্ত্তময়ং বপুঃ ।

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং স্থানকালবিভেদবৎ ॥ ১৫ ॥

তত্রেশ ! তব যৎ পূৰ্ব্বং ত্বম্ভাতিকৰ্মলোদুবম্ ।

রূপং সর্গোপকারায় তস্মৈ ব্রহ্মাত্মনে নমঃ ॥ ১৬ ॥

শাক্রাঙ্করুদ্রবশ্বশ্বিমরুৎসোমাদিভেদবৎ * ।

বয়মেব স্বরূপং যৎ তস্মৈ দেবাত্মনে নমঃ ॥ ১৭ ॥

দন্তপ্রায়সমম্বোধি তিতিক্ষাদমবর্জিতম্ ।

যজ্ঞপং তব গোবিন্দ ! তস্মৈ দৈত্যাভ্যুনে নমঃ ॥ ১৮ ॥

নাতিজ্ঞানবহা যস্মিন্ নাভ্যস্তিমিততেজসি ।

‘হইলাম।’^{১০} ‘আপনি পৃথিবী, আপনি সলিল, আপনি অগ্নি, আপনি বায়ু, আপনি আকাশ, আপনি (মন বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিন্তাশাসক) সমুদায় অন্তঃকরণ, আপনি প্রকৃতি, আপনি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন পুরুষ স্বরূপ।’^{১১} ভূতাত্মন! আপনকার একমাত্র মুৰ্ত্ত ও অমুৰ্ত্ত রূপ, আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদায় স্থান ও কাল বিভেদ করিতেছে।^{১২} ঈশ্বর! সৃষ্টিসাধনের নিমিত্ত আপনকার নাভিকমল হইতে সমুৎপন্ন যে প্রথম মুৰ্ত্তি, তিনিই হিরণ্যগৰ্ভ। আপনিই সেই হিরণ্যগৰ্ভস্বরূপ। আমরা হিরণ্যগৰ্ভরূপী আপনাকে নমস্কার করি।^{১৩} আমরা ইন্দ্র সূর্য্য রুদ্র বশু অগ্নি মরুৎ সোম প্রভৃতি বিবিধ ভেদে যাঁহার স্বরূপ হইতেছি, সেই আপনি সমুদায় দেবতাস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার।^{১৪} গোবিন্দ! আপনকার যে মুৰ্ত্তি দন্তময় বিবেকশূন্য ক্রমা ও দান্ততা-বিবর্জিত, সেই দৈত্যস্বরূপ আপনাকে নমস্কার।^{১৫} যাহাদের হৃদয়রূপ

* বশ্বিমরুৎসোমানিভেদবৎ ইতি পাঠান্তরম্ ।

শব্দাদিলোভি যৎ তস্মৈ তুভ্যং যক্ষাত্মনে নমঃ ॥১৯॥

কৌর্য্যমায়াময়ং যোরং যচ্চ রূপং তবাসিতম্ ।

নিশাচরাত্মনে তস্মৈ নমস্তে পুরুষোত্তম ! ॥ ২০ ॥

স্বর্গস্থধর্ম্মি-সদ্ধর্ম্মফলোপকরণং তব ।

ধর্ম্মাখ্যং তথা রূপং নমস্তস্মৈ জনার্দন ! ॥ ২১ ॥

হর্ষপ্রায়মসংসর্গি গতিমদামনাদিষু ।

সিদ্ধাখ্যং তব যজ্ঞপং তস্মৈ সিদ্ধাত্মনে নমঃ ॥ ২২ ॥

অতিতিক্ষাধনং ক্রুরমুপভোগময়ং হরে * ।

দ্বিজিহ্বং তব যজ্ঞপং তস্মৈ সর্পাত্মনে নমঃ † ॥ ২৩ ॥

নাড়ী, সমধিক জ্ঞানের আধার নহে সুতরাং যাহাদের তেজ
স্তিমিতপ্রায়, যাহারা শব্দ রূপ রস প্রভৃতি বিষয় লোভে আক্রান্ত,
তাঁহারা যক্ষরূপী আপনাকে নমস্কার ।^{১৯} পুরুষোত্তম ! আপনকার
যে রূপ ক্রুরতা ও মায়ায় অদ্বিতীয় আধার, যে মূর্ত্তি যোর তমো-
ময়, আপনি সেই নিশাচরাত্মক হইতেছেন, আপনাকে নমস্কার ।^{২০}
জনার্দন ! স্বর্গস্থিত ধার্ম্মিকদিগের যাগাদি উত্তম ধর্ম্মের ফলস্বরূপ
যে অদ্ভুত, তাহা আপনকারই রূপভেদ হইতেছে, অতএব সেই
অদ্ভুতকে নমস্কার ।^{২১} যাহারা অগ্নি জল প্রভৃতি গমনীয় স্থানে
গমন করেন, অথচ কিছুতেই সংশয় হন না, যাহারা সর্বদা প্রীতি-
ময়, তাঁহারা সিদ্ধগণ আপনকারই রূপ হইতেছে, আপনি সিদ্ধ-
স্বরূপ, আপনাকে নমস্কার ।^{২২} হরে ! অক্ষমাই যাহাদের সর্বস্ব,
যাহারা ক্রুর, যাহারা উপভোগে পরিতৃপ্ত হয় না, জৈত্ব দ্বি-
জিহ্বগণ আপনকারই স্বরূপ হইতেছে, অতএব আপনি নাগাত্মক,
আপনাকে নমস্কার ।^{২৩} আপনকার যে মূর্ত্তি জ্ঞানময়, প্রশান্ত,

* উপভোগসহং হরে ! ইতি পাঠান্তরম্ ।

† তস্মৈ নাগাত্মনে নমঃ ইতি বা পাঠান্তরম্ ।

অববোধি চ যচ্ছান্তমদোষমপকলুষম্ ।

ঋষিরূপাত্মনে তস্মৈ বিষ্ণে রূপায় তে নমঃ * ॥ ২৪ ॥

ভক্ষয়ত্যথ কম্পান্তে ভূতানি যদবারিতম্ ।

ত্বদ্রূপং পুণ্ডরীকাক্ষ তস্মৈ কালাত্মনে নমঃ ॥ ২৫ ॥

সংভক্ষ্য সৰ্ব্ভূতানি দেবাদীন্যবিশেষতঃ ।

নৃত্যাত্মন্তে চ যদ্রূপং তস্মৈ রুদ্রাত্মনে নমঃ ॥ ২৬ ॥

প্রবৃত্ত্যা রজসো যচ্চ কর্ম্মণাং কারকাত্মকম্ † ।

জনার্দন ! নমস্তস্মৈ ত্বদ্রূপায় নরাত্মনে ‡ ॥ ২৭ ॥

‘অষ্টাবিংশতিধোপেতং যদ্রূপং তামসং তব ।

উন্মার্গগামি সৰ্ব্বাত্মন ! তস্মৈ পশ্বাত্মনে নমঃ ॥ ২৮ ॥

দোষক্ষার্ষ-পুণ্ডরীকাক্ষ ও পাপরহিত, সেই ঋষিরূপ বিষ্ণুমূর্ত্তিকে নমস্কার করি ।^{২৪} পুণ্ডরীকাক্ষ ! আপনকার যে মূর্ত্তি, কম্পান্তে অব্যবহৃত রূপে সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করে, সেই কালরূপী আপনাকে নমস্কার করি ।^{২৫} আপনকার যে মূর্ত্তি, দেব মনুষ্য প্রভৃতি সমুদায় জীবসমূহকে বিশেষ রূপে ভক্ষণ করিয়া পরিশেষে মৃত্যু করেন, আপনি সেই রুদ্রমূর্ত্তি, আপনাকে নমস্কার ।^{২৬} জনার্দন ! বাহারা রজোগুণে পরিচালিত হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, আপনি সেই সজ্জীব্যরূপ, আপনাকে নমস্কার ।^{২৭} সৰ্ব্বাত্মন ! বাহারা অষ্টাবিংশতি প্রকার বধবিশিষ্ট, বাহারা তমোময় ও উন্মার্গগামী,

* বিষ্ণুরূপাত্মনে নমঃ ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

† কারকাত্মকম্ ইত্যন্যো পঠন্তি ।

‡ ত্বদ্রূপায় নরাত্মনে ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

নৃত্যাত্মন্তে চ এই স্থলে যদি নৃত্যপাতি চ এইরূপ পাঠ থাকে তাহা হইলে এইরূপ অর্থ হইবে যে, আপনকার যে মূর্ত্তি, দেব মনুষ্য প্রভৃতি সমুদায় জীবসমূহ বিশেষ-রূপে সংহার করিয়াও পরিতৃপ্ত না হন, আপনকার সেই রুদ্র মূর্ত্তিকে নমস্কার করি ।^{২৬}

যজ্ঞাদ্ভূতং যজ্ঞপং জগতঃ সিদ্ধিসাধনম্।

ব্রহ্মাদিভেদৈর্ষজ্জেদি তস্মৈ মুখ্যাত্মনে নমঃ ॥ ২৯ ॥

তির্য্যগ্ভানুষদেবাদিব্যোমশালাদিকঞ্চ যৎ।

রূপং তবাদেঃ সর্বস্য তস্মৈ সর্বাাত্মনে নমঃ ॥ ৩০ ॥

প্রধানবুদ্ধাদিময়াদশেষাৎ

যদন্যদস্মাৎ পরমং পরাত্মনৃ।

রূপং তবাদ্যং ন যদনাতুল্যং

তস্মৈ নমঃ কারণকারণায় ॥ ৩১ ॥

শুক্রাদি-দীর্ঘাদি-ঘনাদি-হীনম্

অগোচরে যচ্চ বিশেষণানাম্।

আপনি সেই পশুমূর্ত্তি, আপনাকে নমস্কার।^{১৮} আপনকার যে মূর্ত্তি জগতের সিদ্ধিবিধায়ক-যজ্ঞাদ্ভূত-স্বরূপ, যাহা ব্রহ্মলতা গুল্ম তৃণ প্রভৃতি ভেদে বিভিন্ন, আপনি সেই উদ্ভিদাত্মক, আপনাকে নমস্কার।^{১৯} আপনি সকলের আদি কারণ। তির্য্যক্ মানুষ দেব প্রভৃতি এবং আকাশ শব্দ প্রভৃতি সমুদায়ই আপনকার মূর্ত্তি, সুতরাং আপনি সর্বস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার।^{২০} পরমাত্মনৃ! আপনকার যে মূর্ত্তি প্রকৃতি মহত্তত্ত্ব অহঙ্কারতত্ত্ব প্রভৃতি প্রপঞ্চাত্মক অশেষ জগৎ হইতে পৃথক্ ও শ্রেষ্ঠ, আপনকার যে মূর্ত্তি সকলের আদি, অন্য কোন মূর্ত্তিই যাহার সত্ত্বশ নহে, সেই কারণ-কারণ (পরম ব্রহ্ম) মূর্ত্তিকে নমস্কার করি।^{২১} ভগবন্! আপনকার যে মূর্ত্তি, শুক্ল কৃষ্ণ প্রভৃতি রূপ রহিত, যে মূর্ত্তি হ্রস্বতা দীর্ঘতা প্রভৃতি পরিমাণ-বিহীন, যে মূর্ত্তি ঘনতা তরলতা প্রভৃতি গুণ-বিরহিত, যাহা সমুদায় বিশেষণের অগোচর, যাহা পবিত্র হইতেও

অষ্টাবিংশতিপ্রকার বধ, তদ্বিংশবধ একাদশপ্রকার, তুষ্টিবধ নয়প্রকার, সিদ্ধিবধ আটপ্রকার। ২৮

শুদ্ধাতিশুদ্ধং পরমর্ষিদৃশ্যং

রূপায় তস্মৈ ভগবন্ নতাঃ স্ম ॥ ৩২ ॥

যন্নঃ শরীরেষু যদন্যদেহে-

ষশেষজন্তুঃ জমব্যয়ং যৎ ।

যস্মাচ্চ নান্যদ্ব্যতিরিক্তমস্তি

ব্রহ্মস্বরূপায় নতাঃ স্ম তস্মৈ ॥ ৩৩ ॥

সকলমিদমজস্য যস্য রূপং

পরমপদাত্মবতঃ * সনাতনস্য ।

তমনিধনমশেষবীজভূতং

প্রভুমমলং প্রণতাঃ স্ম বাসুদেবম্ ॥ ৩৪ ॥

পরাশর উবাচ ।

স্তোত্রস্যাস্যাবসানে তু † দদৃশুঃ পরমেশ্বরম্ ।

অতিপবিত্র, মহর্ষিরা (জ্ঞানচক্ষু দ্বারা) যে মূর্ত্তি দর্শন করিয়া থাকেন, সেই (পরব্রহ্ম) মূর্ত্তিকে নমস্কার করি।^{৩২} যিনি আমাদের শরীরে অবস্থিতি করিতেছেন, যিনি অন্যান্য সমুদায় শরীরে ও সমুদায় পদার্থে অবস্থান করেন, যিনি জন্মরহিত ও ক্ষয়রহিত, যাঁহা হইতে ভিন্ন অন্য কোন বস্তুই নাই, আপনি সেই ব্রহ্মস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার।^{৩৩} যিনি উৎপত্তিরহিত, এই সমুদায় প্রপঞ্চ যাঁহার রূপ-ভেদমাত্র, পরম পদ ব্রহ্মই যাঁহার আত্মা, যিনি নিত্য অক্ষয় নির্মল প্রভু, যিনি সমুদায় জগতের বীজস্বরূপ, সেই বাসুদেবকে নমস্কার করি।^{৩৪}

পরাশর কহিলেন । অনন্তর দেবগণ এইরূপ স্তব করিয়া শঙ্খ-

* পরমপদাত্মবতঃ ইতি বা পাঠ্যতাম্ ।

† স্তোত্রস্যাস্যাবসানে তে ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ ।

শঙ্খচক্রগদাপাণিং গরুড়স্থং সুরা হরিম্ ॥ ৩৫ ॥
 তমুচুঃ সকলা দেবঃ প্রণিপাতপুরঃসরম্ ।
 প্রসীদ দেব দৈত্যৈভ্যস্ত্রাহীতি শরণার্থিনঃ * ॥ ৩৬ ॥
 ত্রৈলোক্যং যজ্ঞভাগাশ্চ দৈত্যৈহুঁদপুরোগমৈঃ ।
 হুতং নো ব্রহ্মণোহপ্যাজ্ঞামুল্লজ্য পরমেশ্বর ॥ ৩৭ ॥
 যদ্যপ্যশেষভূতস্য বয়ং তে চ তবাংশকাঃ ।
 তথাপ্যবিদ্যাভেদেন ভিন্নং পশ্যামহে জগৎ ॥ ৩৮ ॥
 স্ববর্ণধর্মাভিরতা বেদমার্গানুসারিণঃ ।
 ন শক্যাস্তেহরয়ো হন্তুমস্মাভিস্তপসাস্বিতাঃ ॥ ৩৯ ॥
 তমুপায়মমেয়াত্মন † অস্মাকং দাতুমহসি ।

চক্র-গদা-পাণি-গরুড়ারূঢ় পরমেশ্বর হরিকে দেখিতে পাইলেন ।^{৩৫}
 পরে সমুদায় দেবতাই তাঁহাকে নমস্কার করিয়া কহিলেন, নাথ !
 প্রসন্ন হউন ; আমরা শরণাপন্ন হইয়াছি, আমাদেরকে দৈত্যগণ
 হইতে রক্ষা করুন ।^{৩৬} পরমেশ্বর ! হুদপ্রভৃতি দৈত্যগণ ব্রহ্মার
 আদেশ অতিক্রম করিয়া আমাদের অধিকৃত ত্রিলোক ও যজ্ঞভাগ
 হরণ করিয়াছে ।^{৩৭} যদিও আপনি অশেষ জীবস্বরূপ ও আমরা
 আপনকারই অংশমাত্র, তথাপি আমরা মায়াবলে জগতীশ্ব সমু-
 দায় বস্তু পরস্পর পৃথক্ দেখিতেছি ।^{৩৮} আমাদের শক্রগণ (হুদ
 প্রভৃতি) স্বস্ববর্ণধর্মে অভিরত, বেদমার্গানুসারী ও তপঃসম্পন্ন,
 স্মৃতরাং আমরা তাহাদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইতেছি
 না ।^{৩৯} অপরিমেয়স্বরূপ ভগবন্ ! যাহাতে আমরা সেই সমু-

* প্রসীদ নাথ ! ইতি বা পাঠ্যম্ ।

† তমুপায়মশেষং অম্ ইতি বা পঠনীয়ম্

যেন তানসুরান্ হন্তুং ভবেম ভগবন্ ! ক্রমাঃ ॥ ৪০ ॥

পরশর উবাচ ।

ইত্যুক্তো ভগবাংস্তেভ্যো মায়ামোহং শরীরতঃ ।

তমুৎপাদ্য দদৌ বিষ্ণুঃ * প্রাহ চেদং সুরোত্তমান্ ॥৪১॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

মায়ামোহোহয়মখিলান্ দৈত্যাংস্তাম্মোহয়িষ্যতি ।

ততো বধ্যা ভবিষ্যন্তি বেদমার্গবহিষ্কৃতাঃ ॥ ৪২ ॥

স্থিতৌ স্থিতস্ম মে বধ্যা যাবন্তঃ পরিপহ্নিনঃ ।

ব্রহ্মণো যেহধিকারস্য দেবদৈত্যাদিকাঃ সুরাঃ ॥ ৪৩ ॥

তদাচ্ছত ন ভীঃ কার্য্য মায়ামোহোহয়মগতঃ ।

গচ্ছুর্ভদ্যোপকারায় ভবিতা ভবতাং সুরাঃ ॥ ৪৪ ॥

দায় অসুরকে বিনাশ করিতে সমর্থ হই, আপনি আমাদের পক্ষে
এরূপ কোন উপায় করিয়া দিউন ।^{৪০}

পরশর কহিলেন । দেবগণ এই কথা বলিলে ভগবান্ বিষ্ণু
স্বীয় শরীর হইতে মায়ামোহ উৎপাদন করিয়া তাহাদিগকে
প্রদান করিলেন এবং (এই বাক্য) কহিলেন ।^{৪১}

শ্রীভগবান্ কহিলেন । এই মায়ামোহ, সমুদায় দৈত্যকে
মোহিত করিবে পরে তাহারা বেদবহিষ্কৃত হইলে তোমরা অন্য-
রাসে তাহাদিগকে বধ করিতে পারিবে ।^{৪২} দেবগণ ! যাহাতে
সম্মিরক্ষা হয়, তদ্বিষয়ে ব্রহ্মা নিযুক্ত আছেন । যে সকল দৈত্য
বা দেবতা প্রভৃতি ব্রহ্মার অধিকারের প্রতিকূলাচরণ করে, তাহারা
সকলে আমারই বধ্য ।^{৪৩} দেবগণ ! এক্ষণে তোমরা গমন কর,
ভয় করিও না ; এই মায়ামোহ তোমাদের অগ্রে অগ্রে গমন করুক ।
ইহা হইতে তোমাদের উপকার হইবে ।^{৪৪}

* সমুৎপাদ্য দদৌ বিষ্ণুঃ : ইতি বা পাঠ্যতাম্ ।

পরাশর উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বাঃ প্ৰণিপতৈত্যনং যযুর্দেবা যথাগতম্ ।

মায়ামোহোহপি তৈঃ সাক্ষীং যযৌ যত্র মহাসুরাঃ ॥৪৫॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েংশে মায়া-

মোহোৎপত্তির্নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

পরাশর কহিলেন । বিষ্ণু এইরূপ কহিলে দেবগণ তাঁহাকে
প্রণাম করিয়া যথাস্থানে গমন করিলেন । মায়ামোহও তাঁহাদের
সহিত গমন করিয়া যেখানে অসুরগণ অবস্থিতি করিতেছে, সেই
স্থানে উপস্থিত হইল ।

বিষ্ণুপুরাণ-তৃতীয়াংশ-সপ্তদশ

অধ্যায় সমাপ্ত ।

বিষ্ণুপুরাণম্ । .

তৃতীয়োহংশঃ ।

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

তপস্যভিরতান্ সোহথ মায়ামোহো মহাসুরান্ ।

মৈত্রেয় দদৃশে গত্ত্বা নৰ্মদাতীরসংশ্রয়ান্ ॥ ১ ॥

ততো দিগম্বরো মুণ্ডো * বহির্পত্রধরো ! দ্বিজ । .

মায়ামোহোহসুরান্ শঙ্কুমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥

মায়ামোহ উবাচ ।

ভো দৈত্যপতয়ো ক্রত যদর্থং তপাতে তপঃ ।

ঐহিকং বাথ পারত্র্যং তপসঃ ফলমিচ্ছথ ॥ ৩ ॥

পরশর কহিলেন । মৈত্রেয় ! অনন্তর মায়ামোহ, দৈত্যগণের নিকট গমন করিয়া দেখিল যে, তাহার নৰ্মদাতীর আশ্রয়পূরক তপস্যা করিতেছে ।^১ ব্রহ্মন্ ! পরে সেই মায়ানোহ দিগম্বর, মুণ্ডিত-মস্তক ও বহির্পত্রধারী হইয়া অসুরগণকে এইরূপ মনোহর বাক্যে বলিতে আরম্ভ করিল ।^২

মায়ামোহ কহিল, অহে দৈত্যপতিগণ ! তোমরা কিজন্য তপস্যা করিতেছ, বল । এই তপোভূতান্ধারা তোমরা ঐহিক ফল কামনা কর ? না পারলৌকিক ফল প্রত্যাশা কর ?^৩

* ততোদ্যগম্বরোনুভূতঃ ঠতি বা পঠমায়ম্ ।

অমুরা উচুঃ ।

পারত্ৰ্যফললাভায় তপশ্চর্য্য মহামতে ! ।

অস্মাভিরিয়মারুহা কিং বা তেহত্র বিবন্ধিতম্ ॥ ৪ ॥

মায়ামোহ উবাচ ।

কুরুধ্বং মম বাক্যানি যদি মুক্তিমভীপ্সথ ।

অহঁধ্বং ধর্ম্মমেতঞ্চ মুক্তিদ্বারমসংবৃতম্ ॥ ৫ ॥

ধর্ম্মোবিমুক্তেরহোহয়ং নৈতদস্মাৎ পরঃ পরঃ ।

অত্রৈবাবস্থিতাঃ স্বর্গং বিমুক্তিং বা গমিষ্যথ ।

অহঁধ্বং ধর্ম্মমেতঞ্চ সর্ব্বৈ যুয়ং মহাবলাঃ ॥ ৬ ॥

পরশর উবাচ ।

এবং প্রকারৈবহঁভিষু ক্তিদর্শনবাক্তিতৈঃ ।

মায়ামোহেন দৈত্যাস্তে বেদমার্গাদপাকৃত্যঃ ॥ ৭ ॥

অম্বরগণ কহিলেন, মহামতে ! আমরা পারত্রিক-ফল-লাভের প্রত্যাশায় তপস্যা করিতে প্ররক্ত হইয়াছি। এ বিষয়ে যদি তোমার কিছু বক্তব্য থাকে, বল ।*

মায়ামোহ কহিল, যদি তোমরা মুক্তি কামনা করিয়া থাক, তাহা হইলে আমার উপদেশানুসারে চল এবং আমি যে ধর্ম্ম (বলিব) তাহা মান্য কর । এরূপ করিলে তোমাদের পক্ষে মুক্তি-দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে ।* এই ধর্ম্মই মুক্তির উপযুক্ত । ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কোন ধর্ম্ম নাই । এই ধর্ম্মে অবস্থান করিলে স্বর্গ বা মুক্তি, যাহা ইচ্ছা কর, পাইতে পারিবে । তোমরা সকলেই মহাবল । তোমরা এই ধর্ম্মই মান্য কর ।*

পরশর কহিলেন । এই রূপে মায়ামোহ বিবিধ-মুক্তি-প্রদর্শন-দ্বারা পরিবর্তিত বাক্যসমূহে (বিমোহিত করিয়া) দৈত্যগণকে

ধৰ্ম্মায়ৈতদধৰ্ম্মায় সদেতন্ন সদিত্যপি ।

বিমুক্তয়ে ত্বিদং নৈতদ্বিমুক্তিং সংপ্রযচ্ছতি ॥ ৮ ॥

পরমার্থোহয়মত্যর্থং পরমার্থো নচাপ্যয়ম্ ।

কার্যমেতদকার্যঞ্চ নৈতদেবং স্ফুটন্তি দম্ ।

দিথাসসাময়ং ধৰ্ম্মো ধৰ্ম্মোহয়ং বহুবাসসাম্ ॥ ৯ ॥

ইত্যনৈকান্তবাদঞ্চ মায়ামোহেন নৈকথা ।

তেন দর্শয়তা দৈত্যাঃ স্বধৰ্ম্মাস্ত্যাজিতা দ্বিজ ! ॥ ১০ ॥

অহংথেমং মহাধর্মং মায়ামোহেন তে যতঃ ।

প্রোক্তান্তমাশ্রিতা ধর্ম্মমাহঁতাস্তেন তেহভবন্ ! ॥ ১১ ॥

ত্রয়ীধর্ম্মসমুৎসর্গং মায়ামোহেন তেহসুরাঃ ।

কারিতান্তম্ময়া হ্যাসংস্তথান্যো তৎপ্রবোধিতাঃ * ॥ ১২ ॥

বেদমার্গ হইতে বিচ্যুত করিল।^১ এইটী ধর্ম্ম, এইটী অধর্ম্ম, এইটী সৎ, এইটী অসৎ, এইটী মুক্তির কারণ, এরূপ করিলে মুক্তিলাভ হয় না,^২ এই কার্য অত্যন্ত পরমার্থ, এই কার্য পরমার্থ নহে, এইটী সৎকার্য, এইটী দুষ্কর্ম্ম, এই বিষয় এরূপ নহে, ইহা স্পষ্ট এইরূপই হইবে, ইহা দিগম্বরদিগের ধর্ম্ম, ইহা বহুব্রহ্ম সমুৎসার ধর্ম্ম,^৩ এইরূপ অনেকপ্রকার বলিয়া অনৈকান্তিকত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক মায়ামোহ-দৈত্যগণকে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করাইল।^৪ মায়ামোহ দৈত্যদিগকে বলিয়াছিল যে, তোমরা এই মহাধর্ম্ম (অহঁত) মান্য কর। এই হেতু যাহারা এই ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছিল, তাহারা অহঁত নামে বিখ্যাত হইয়াছে।^৫ মায়ামোহ, এই রূপে অসুরগণকে বেদধর্ম্ম পরিত্যাগ করাইল। অসুরগণও মায়া-মোহনয় হইয়া অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে নিজ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে

* তথান্যো চ প্রবোধিতাঃ ইতি পাঠান্তরম্ ।

তৈরপ্যন্যে পরে তৈশ্চ তৈরপ্যন্যে পরে চ তৈঃ *।

অট্‌প্পরহোতিঃ সন্ত্যক্তা তৈর্দৈতৈঃ প্রায়শ্চর্যী ॥১৩॥

পুনশ্চ রক্তাস্বরধৃগ্‌য়ামোহোহঞ্জিতেক্ষণঃ।

অন্যানাহাসুরান্ গত্বা মৃদ্বপ্পমধুরাক্করম্ ॥ ১৪ ॥

মায়ামোহ উবাচ।

স্বর্গার্থং যদি বাঞ্ছা বো নির্ঝাণার্থমথাসুরাঃ।

তদলং পশুযাতাদি-দুষ্টধর্ম্মৈর্নিবোধত ॥ ১৫ ॥

বিজ্ঞানময়মেবৈতদশেষমবগচ্ছথ †।

বুধাশ্বং মে বচঃ সগ্যথু বৈরেবমুদীরিতম্ ‡ ॥ ১৬ ॥

লাগিল।^{১২} (যাহারা মায়ামোহময় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল) তাহারাও অন্য দৈত্যাদিগকে, অন্য দৈত্যোপাওঁ অপর ব্যক্তিদিগকে, অপর ব্যক্তির। আবার আর আর ব্যক্তিকে, আর আর ব্যক্তিরও অন্যান্য লোককে অল্প দিনের মধ্যেই বৈদিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করাইল।^{১৩}

অনন্তর মায়ামোহ রক্তাস্বর পরিধানপূর্ব্বক নয়নে অঞ্জল লেপন করিয়া অন্য অসুরদিগের নিকট গমন করিল এবং মৃদু মধুর ও সংক্ষিপ্ত বাক্যে কহিল।^{১৪}

মায়ামোহ কহিল, অসুরগণ! যদি তোমরা নির্ঝাণ মুক্তি বা স্বর্গ কামনা কর, তাহা হইলে পশুহিংসাপ্রভৃতি দুষ্ট ধর্ম্মে কোন কলোদয় হইবে না, জানিবে।^{১৫} এই সমুদায় জগৎ বিজ্ঞান-ময় বলিয়া অবগত হও। আমার বাক্যে উত্তমরূপ প্রণিধান কর। এ বিষয়ে বুধগণ এইরূপ বলিয়াছেন যে,^{১৬} এই জগৎ অনাধার।

* তৈরন্যে চ তথা চ তৈঃ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

† অশেষমবগচ্ছত ইতি বা পঠমীয়ম্।

‡ বুধৈরেব মিহোদিতম্ ইতি বা পাঠ্যম্।

জগদেতদনাধারং ভ্রান্তিজ্ঞানার্থতৎপরম্ * ।

রাগাদিদুর্ঘটমত্যাগং ভ্রাম্যতে ভবসঙ্কটে ॥ ১৭ ॥

পরশর উবাচ ।

এবং বুধ্যত বুধ্যধ্বং বুধ্যতৈবমিতীরয়ন্ ।

মায়ামোহঃ স দৈতেয়ান্ ধৰ্ম্মমত্যাগয়ন্নিজম্ ॥ ১৮ ॥

নানাপ্রকারবচনং স তেবাং যুক্তিযোজিতম্ † ।

তথা তথা চ তদ্ধৰ্ম্মং ‡ ততাজুস্তে যথা যথা ॥ ১৯ ॥

তেইপ্যন্যেবাং তথৈবোচুরন্যৈরন্যে তথোদিতাঃ ।

মৈত্রেয় ! ততাজুর্ধৰ্ম্মং বেদস্মৃত্যুদিতং পরম্ ॥ ২০ ॥

অন্যান্যপান্যপাষণ্ড প্রকারৈর্বহুভির্দ্বিজ ! ।

ইহা ভবসঙ্কটে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে । ইহা ভ্রান্তিজ্ঞানময় ও রাগাদি দোষে সাতিশয় দূষিত ।^{১৭}

পরশর কহিলেন । মায়ামোহ, “এবং বুধ্যত, এবং বুধ্যধ্বম্, এবং বুধ্যত” এইরূপ জ্ঞাত হও, এইরূপ অবগত হও, এইরূপ বুঝিয়া রাখ, কথা বলিয়া দানবগণকে নিজ ধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করাইল ।^{১৮} মায়ামোহ, দৈত্যগণের নিকট এইরূপে নানাপ্রকার যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিতে লাগিল যে, তাহারা স্ব স্ব ধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিতে প্ররুদ্ধ হইল ।^{১৯} (যাহারা স্বধৰ্ম্মপরিত্যাগী হইল) তাহারা অন্যের নিকট কহিল । অন্যেও অপরের নিকট কহিতে আরম্ভ করিল । মৈত্রেয় ! দৈত্যেরা এই রূপে বেদোক্ত ও স্মৃত্যুক্ত ধর্ম্ম ধৰ্ম্ম হইতে বহিস্কৃত হইল ।^{২০} ব্রহ্মন্ ! সাতিশয় মোহজনক মায়ামোহ, অন্যান্য বহুবিধ পাষণ্ডরূপ ধারণ করিয়া

* ভ্রান্তিজ্ঞানার্থতৎপরম্ ইতি পাঠান্তরম্ ।

‡ যুক্তিযোজিতম্ ইতি বা পাঠঃ ।

‡ তথা তথা বদন্ ধৰ্ম্মম্ ইতি পাঠান্তরম্ ।

দৈতেয়ান্ মোহয়ামাস মায়ামোহোহিতিমোহকৃতং ॥২১॥
 স্বপ্নেপনৈব হি কালেন মায়ামোহেন তেহস্মরাঃ ।
 মোহিতাস্তত্যজুঃ সৰ্বাং ত্রয়ীমার্গাপ্রিতাং কথাম্ ॥২২ ॥
 কেচিদ্ধিনিন্দাং বেদানাং দেবানামপরে দ্বিজ ! ।
 যজ্ঞকৰ্ম্মকলাপস্য তথ্যান্যে চ দ্বিজম্মনাম্ ॥ ২৩ ॥
 নৈতদ্যুক্তিসহং বাক্যং হিংসা ধৰ্ম্মায় নেষ্যতে ।
 হবীংম্যনলদগ্ধানি ফলায়েত্যৰ্ভকোদিতম্ ॥ ২৪ ॥
 যজ্ঞৈরনৈকৈর্দেবত্বম্বাপ্যেভ্ৰেণ ভুজ্যতে ।
 শম্যাদি যদি চেৎ কাষ্ঠং তদ্বরং পত্রভুকু পশুঃ ॥ ২৫ ॥
 নিহতস্য পশোৰ্বজ্ঞে স্বৰ্গপ্রাপ্তির্যদৌষ্যতে ।

অন্যান্য দৈত্যগণকেও মোহিত করিল।^{২১} এই রূপে মায়ামোহ-
 কর্তৃক মোহিত অমুরগণ, অল্প কালের মধ্যেই বেদবিষয়ক সমুদায়
 কথা পরিত্যাগ করিল।^{২২} দ্বিজ! তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ
 বেদের নিন্দা করিতে লাগিল। কেহ কেহ বা দেবগণের নিন্দা
 করিতে প্ররক্ত হইল। কোন দৈত্য, যজ্ঞাদি কৰ্ম্মকলাপের, কেহ
 বা ব্রাহ্মণের নিন্দা করিতে আরম্ভ করিল।^{২৩} (তাহারা এইরূপ
 কুতর্ক উপস্থিত করিতে লাগিল যে) যে কার্যে কোন প্রাণীর হিংসা
 হয়, সাহাতে পরপীড়া হয়, ঈদৃশ কার্য ধৰ্ম্মজনক, এই বাক্য
 কখনই যুক্তিসহ হইতে পারে না। যত অনলে দগ্ধ হইলে ফল
 প্রদান করে, ইহা বালকের বাক্য।^{২৪} অনেক যজ্ঞদ্বারা দেবতা
 হইয়া ইজ্ঞের সহিত্যদি শমী কাষ্ঠ প্রভৃতি কাষ্ঠ ভোজন করিতে
 হয়, তাহা হইলে তাহাদের অপেক্ষা পশুও শ্রেষ্ঠ কারণ পশুরা
 কোমল-পত্রাদি ভক্ষণ করিয়া থাকে।^{২৫} যজ্ঞস্থলে পশুবধ করিলে
 যদি সেই পশু স্বৰ্গলাভ করে, তাহা হইলে, যজ্ঞমান কি জন্য

স্বপিতা যজমানেন কিন্নু তস্মান্ন হন্যতে ॥ ২৬ ॥ •

তৃপ্তয়ে জায়তে পুংসো ভুক্তমনো ন চেৎ ততঃ ।

দদ্যাদ্ আন্ধং অন্ধয়ান্নং ন বহেয়ুঃ প্রবাসিনঃ ॥ ২৭ ॥

জনশঙ্কেয়মিত্যেতদবগম্য ততো বচঃ * ।

উপেক্ষ্য শ্রেয়সে বাক্যং † রোচতাং যন্ময়েরিতম্ ॥ ২৮ ॥

ন হ্যাপ্তবাদা ন ভাসো নিপতন্তি মহাসুরাঃ ।

যুক্তিমদ্বচনং গ্রাহ্যং ময়ানৈশ্চ ভক্ষদ্বিধৈঃ ॥ ২৯ ॥

মায়ামোহেন তে দৈত্যাঃ প্রকারৈর্বহুভিস্থতা ।

ব্যুৎথাপিতা যথা নৈমাং ত্রয়ীং কশ্চিদরোচয়ৎ ॥ ৩০ ॥

আপনার পিতাকে বলিদান না করেন ২৬ আন্ধকালে এক ব্যক্তি ভোজন করিলে যদি অন্য (মৃত) ব্যক্তির তৃপ্তি হয়, তাহা হইলে প্রবাসগত ব্যক্তির নিকট কি জন্য (পুত্রাদিদত্ত অন্ন) উপস্থিত না হয়? ২৭ (ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যাগাদি-বিষয়ক সমুদায় বাক্য যুক্তিহীন ।) ইহা কেবল লোকের অন্ধার উপর নির্ভর করিতেছে । তোমরা ইহা বিবেচনা করিয়া দেখ । ইহাতে উপেক্ষা করাই শ্রেয়ঃ হইতেছে । আমি বাহা কহিলাম, তাহা তোমরা হৃদয়ঙ্গম কর । ২৮ অসুরগণ ! (যদি বল আপ্ত বাক্যই প্রমাণ ; এ কথাও অগ্রাহ্য, কারণ) আপ্তবাক্য কিছু আকাশ হইতে পতিত হয় না । তোমরা আমি বা অন্য ব্যক্তি, সকলেরই উচিত যে, যুক্তিসঙ্গত বাক্য গ্রহণ করে । ২৯ মায়ামোহ, এই রূপে অসুরগণকে নানা প্রকারে ঈদৃশ বিকৃতিভাবাপন্ন করিয়া দিল যে, তাহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিই আর বেদে অন্ধা করিল না । ৩০

* অবগম্য ততোঃ বচঃ ইতি পাঠান্তরম্ ।

† উপেক্ষ্য শ্রেয়সী ইতি বা পাঠ্যতাম্ ।

ইশ্বমুখ্যার্গযাতেষু তেষু দৈত্যেষু তেহমরাঃ ।

উদযোগং পরমুং কৃত্বা যুদ্ধায় সমুপস্থিতাঃ ॥ ৩১ ॥

ততো দেবাস্থরং যুদ্ধং পুনরেবাভবদ্বিজ ! ।

ইতাশ্চ তেহসুরা দেবৈঃ সন্মার্গপরিপন্থিনঃ ॥ ৩২ ॥

স্বধর্মকবচস্তেবামভূদ্ যঃ প্রথমং দ্বিজ ! ।

তেন রক্ষাভবৎ পূর্বং নেশুমর্ফে চ তত্র তে ॥ ৩৩ ॥

ততো মৈত্রেয় ! সন্মার্গবর্তিনো যেহভবন্ জনাঃ ।

নশাস্তে তৈর্যতস্ত্যক্তং ত্রয়ীসংবরণং বৃথা ॥ ৩৪ ॥

ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থস্তথাশ্রমাঃ ।

পরিব্রাড্ বা চতুর্থোহত্র পঞ্চমো নোপপদ্যতে ॥ ৩৫ ॥

যন্তু সন্ত্যজ্য গার্হস্থ্যং বানপ্রস্থো ন জায়তে ।

এই রূপে দৈত্যগণ কুপপগামী হইলে দেবগণ পরমযত্নপূর্বক উদ্যোগ করিয়া যুদ্ধকরণার্থ তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন।^{৩১} ব্রহ্মন্ ! অনন্তর পুনর্বীর দেবাস্থরের মহাসংগ্রাম আরম্ভ হইল। দেবতারা (তখন অনায়াসে) সৎপথপরিপন্থী অস্থরগণকে বিনাশ করিলেন।^{৩২} পূর্বে অস্থরগণের স্বধর্মরূপ যে কবচ ছিল, তদ্বারাই তাহারা রক্ষা পাইত।^{৩৩} এক্ষণে তাহাদের সেই ধর্মরূপ কবচ পরিত্যক্ত হওয়াতে তাহারা বিনষ্ট হইল।^{৩৪}

মৈত্রেয় ! এই সময় অবধি যে সকল মনুষ্য মায়ামোহ-প্রবর্তিত ধর্মের অনুবর্তী হইয়াছে, তাহাদিগকে নগ্ন বলা যায়, কারণ তাহারা অন্যায়পথবর্তী হইয়া বেদরূপ আবরণ পরিত্যাগ করিয়াছে।^{৩৫} ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও পরিব্রাট, এই চতুর্বিধ ব্যক্তির চতুর্বিধ আশ্রম আছে। পঞ্চম আশ্রম নাই।^{৩৬} মৈত্রেয় ! যে ব্যক্তি গার্হস্থ আশ্রম পরিত্যাগের পর বানপ্রস্থ বা

পরিব্রাড্ বাপি মৈত্রেয় ! স নশ্নঃ পাপকৃৎনরঃ ॥ ৩৬ ॥
 নিত্যানাং কৰ্ম্মণাং বিপ্র ! তস্য হানিরহনিশম্ ।
 অকুৰ্ব্বন্ বিহিতং কৰ্ম্ম শক্তঃ পততি তদ্দিনে ॥ ৩৭ ॥
 প্রায়শ্চিত্তেন মহতা শুদ্ধিং প্রাপ্নোত্যনাপদি ।
 পক্ষং নিত্যক্রিয়াহানেঃ কৰ্ত্তা মৈত্রেয় ! মানবঃ ॥ ৩৮ ॥
 সংবৎসরং ক্রিয়াহানির্যস্য পুংসোহভিজায়তে ।
 তস্যাবলোকনাং সূর্য্যো নিরীক্ষ্যঃ সাধুভিঃ সদা ॥ ৩৯ ॥
 স্পৃষ্টে স্নানং সচেলস্য শুদ্ধিহেতুর্মহামতে ! ।
 পুংসো ভবতি তস্যোক্তা ন শুদ্ধিঃ পাপকৰ্ম্মণঃ ॥ ৪০ ॥
 দেবর্ষিপিতৃভূতানি যস্য নিঃশ্বস্য বেষ্মানি ।
 প্রয়াণ্ড্যমর্চিতান্যত্র লোকে তস্মান্ন পাপকৃৎ * ॥ ৪১ ॥

পরিব্রাট না হয়, সেই পাপাত্মাকে নগ্ন বলা যায়।^{১৩৬} ব্রহ্মন্ !
 যে ব্যক্তি শক্তি থাকিতে একদিনমাত্র বিধিবিহিত ক্রিয়ার অনু-
 ষ্ঠান না করে, সে তদ্দিনেই পতিত হয় এবং তাহার পূৰ্ব্বকৃত
 সমুদায় নিত্য কৰ্ম্মের হানি হয়।^{১৩৭} মৈত্রেয় ! বিপৎকাল ব্যতীত
 যে মনুষ্য এক পক্ষ নিত্যক্রিয়া না করে, সেই ব্যক্তি উৎকট প্রায়-
 শ্চিত্ত করিলে শুদ্ধ হইতে পারে।^{১৩৮} এক বৎসরকাল যে মনুষ্যের
 নিত্যক্রিয়ার অনুষ্ঠান না হয়, তাহাকে দর্শন করিলে সূর্য্য
 দর্শন করা সাধুদিগের নিয়ত কর্তব্য।^{১৩৯} মহামতে ! ঐদৃশ
 ব্যক্তিকে স্পর্শ করিলে বস্ত্রের সহিত স্নান করিয়া শুদ্ধ হইতে
 পারা যায়। কিন্তু সেই পাপাত্মার শুদ্ধি কিছুতেই হইতে পারে
 না।^{১৪০} এই পৃথিবীমধ্যে যাহার গৃহে দেবগণ পিতৃগণ ও ভূতগণ,
 অর্চিত না হওয়াতে নিশ্বাস পরিত্যাগপূৰ্ব্বক প্রতিগমন করেন,

দেবাদিনিষ্ঠাসহতং শরীরং যস্য বেষ্ম চ ।

ন তেন সঙ্করং কুর্যাৎ গৃহাসনপরিচ্ছদৈঃ * ॥ ৪২ ॥

সম্ভাষণানুশ্রবাদি সহাস্যাঐব কুর্ষতঃ † ।

জায়তে তুল্যতা পুংসন্তেনৈব দ্বিজ ! বৎসরম্ ॥ ৪৩ ॥

অথ ভুঙ্ক্তে গৃহে তস্য করোত্যাগ্যাং তথাসনে ‡ ।

শেতে চাপোকশয়নে স সদ্যস্তৎসমো ভবেৎ ॥ ৪৪ ॥

দেবতাপিতৃভূতানি তথানভ্যর্চ্য যোহতিথীন ।

ভুঙ্ক্তে স পাতকং ভুঙ্ক্তে নিষ্কৃতিস্তস্য কীদৃশী ॥ ৪৫ ॥

ব্রাহ্মণাদ্যাশ্চ যে বর্ণাঃ স্বধর্ম্মাদন্যতো মুখম্ ।

যান্তি তে নগ্নসংজ্ঞাস্তু হীনকর্ম্মস্ববস্থিতাঃ ॥ ৪৬ ॥

তাহা হইতে আর পাতকী নাই ।^{৪২} যাহার শরীর ও গৃহ, দেবগণ, পিতৃগণ ও ভূতগণের দীর্ঘনিষ্ঠাসদ্বারা মলিন হয়, তাহার সহিত এক গৃহ এক আসন বা এক পরিচ্ছদ দ্বারা সংনগ্ন করিবে না ।^{৪৩} যে ব্যক্তি উক্তপ্রকার পাতকীর সহিত একবৎসরকাল সম্ভাষণ, কুশল প্রার্থনা বা একত্র উপবেশন করে, সে তাহার সঙ্গী হয় ।^{৪৪} যে ব্যক্তি ঐদৃশ পাতকীর গৃহে ভোজন করে, যে ব্যক্তি তাহার সহিত একাসনে উপবিষ্ট হয়, যে ব্যক্তি তাহার সহিত এক শয্যায় শয়ন করে, সে তৎক্ষণাৎ তৎসদৃশ পাতকী হয় ।^{৪৫}

যে ব্যক্তি দেবগণের, পিতৃগণের, ভূতগণের ও অতিথিগণের অর্চনা না করিয়া স্বয়ং ভোজন করে, সে ব্যক্তির পাতক ভোজন করা হয় । ঐদৃশ বনুস্যের নিষ্কৃতি নাই ।^{৪৬} ব্রাহ্মণপ্রভৃতি বর্ণ-চতুষ্টয় যদি স্ব স্ব ধর্ম্ম হইতে বিমুখ হয় অথবা যদি হীনবৃত্তি

* গৃহাসনপরিচ্ছদৈঃ ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

† সাহায্যং চৈব কুর্ষতঃ ইত্যন্যো পঠন্তি ।

‡ করোত্যাগ্যাং তথাসনে ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

চতুর্গাং যত্র বর্ণানাং মৈত্রেয়াত্যন্তসঙ্করঃ ।

তত্রাস্যা সাধুয়ত্তীনাং উপঘাতায় জায়তে ॥ ৪৭ ॥

অনভ্যর্চ্য ঋষীন দেবান্ পিতৃন্ ভূতাতিথীংস্তথা * ।

যো ভুঙ্ক্তে তস্য সস্তাষাং পতন্তি নরকে নরাঃ ॥ ৪৮ ॥

তস্মাদেতান্ নরো নগ্নাংস্ত্রয়ীসন্ত্যাগদূষিতান্ ।

সর্বদা বর্জয়েৎ প্রাজ্ঞ আলাপস্পর্শনাদিষু ॥ ৪৯ ॥

শ্রদ্ধাবদ্ধিঃ কৃতং যত্রাং দেবান্ পিতৃর্পিতামহান্ ।

ন প্রীণয়তি তচ্ছ্রদ্ধাং যদেভিরবলোকিতম্ ॥ ৫০ ॥

ক্রয়তে চ পুরা খ্যাতে রাজা শতধনুভূবি ।

পত্নী চ শৈব্যা তস্য ভূদতিধর্মপরায়ণা ॥ ৫১ ॥

অবলম্বন কর, তাহা হইলে, নগ্ন এই উপাধি প্রাপ্ত হয়।^{৪৬} মৈত্রেয় ! এক গৃহে যদি বর্ণচতুষ্টয় অবস্থান করে, তাহা হইলে, সেই একত্রাবস্থান হইতে সাধুচরিত ব্যক্তিদিগের সাধু চরিতের উপঘাত হইয়া থাকে।^{৪৭} যে ব্যক্তি, ঋষিগণকে, দেবগণকে, পিতৃ-গণকে, ভূতগণকে ও অতিথিকে অর্চিত না করিয়া স্বয়ং ভোজন করে, তাহার সহিত সংভাষণদ্বারা লোকে নিরয়গামী হয়।^{৪৮} অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তি, বেদপরিভ্যাগদ্বারা দূষিত এই সমস্ত নগ্ন ব্যক্তির সহিত কখন আলাপাদি করিবেন না, তাহাদিগকে স্পর্শও করিবেন না।^{৪৯} শ্রদ্ধাবান্ লোকে যখন যত্নপূর্বক শ্রাদ্ধ করেন, তখন যদি ইহারা অবলোকন করে, তাহা হইলে সেই শ্রাদ্ধদ্বারা দেবগণ ও পিতৃপিতামহগণ প্রীত হন না।^{৫০}

তিনিয়াছি, পূর্বকালে শতধনু নামে ভূমণ্ডলে বিখ্যাত এক রাজা ছিলেন। তাহার পত্নীর নাম শৈব্যা। শৈব্যা সাতিশয়

* অনভ্যর্চ্যান্ দেবাংস্ত পিতৃভূতাতিথীংস্তথা ইতি পাঠান্তরম্ ।

পতিব্রতা মহাভাগা সত্যশৌচদয়ান্বিতা ।

সৰ্বলক্ষণসম্পন্না বিনয়েন নয়েন চ * ॥ ৫২ ॥

স তু রাজা তয়া সাদ্ধ্বং দেবদেবং জনার্দনম্ ।

আরাধ্যামাস বিভুং পরমেণ সমাধিনা ॥ ৫৩ ॥

হোমৈর্জপৈস্তথা দীনৈরুপবাসৈশ্চ ভক্তিততঃ ।

পূজাভিচ্চানুদিবসং তন্মনা নান্যমানসঃ ॥ ৫৪ ॥

একদা তু সমং স্নাতৌ তৌ তু ভার্যাপতী জলে ।

ভাগীরথ্যাঃ সমুত্তীর্ণৌ কার্তিক্যাং সমুপোষিতৌ ॥ ৫৫ ॥

পাষণ্ডিনমপশ্যেতামায়ান্তং সংমুখং দ্বিজ ! ।

চাপাচার্যস্য তস্যাসৌ সখা রাজ্ঞো মহাত্মনঃ ॥ ৫৬ ॥

অতস্তদৌরবাং তেন সহলাপমথাকরোং ।

ধর্মপরায়ণা ৫১ পতিব্রতা মহাভাগ্যবতী সত্যনিষ্ঠা শৌচপরায়ণা
দয়াপরতন্ত্রা সৰ্বলক্ষণসম্পন্না ও বিনয়ান্বিতা ছিলেন ৫২ সেই
রাজা, পত্নীর সহিত পরম সমাধি অবলম্বনপূর্বক দেবদেব বিভু
জনার্দনের আরাধনা করিতে প্ররস্ত হইলেন ৫৩ তিনি প্রতিদিন
তন্মনা হইয়া ভক্তি সহস্রারে হোমদ্বারা জপদ্বারা দানদ্বারা উপ-
বাসদ্বারা ও পূজাদ্বারা (বিষ্ণুর আরাধনা করিতে লাগিলেন ।
তিনি কখন) অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করিতেন না ৫৪ একদা
তঁাহারা স্ত্রী পুরুষে কার্তিকী (পূর্ণিমাতে) উপবাস করিয়া একত্র
হইয়া ভাগীরথীসলিলে স্নানপূর্বক উদ্ভিত হইয়া ৫৫ সম্মুখবর্তী
সমাগত কোন পাষণ্ডকে অবলোকন করিলেন । দ্বিজ ! এই পাষাণ্ড,
মহাত্মা রাজার চাপাচার্য্যের সখা ছিল ৫৬ রাজা সেই গৌরব
হেতু সেই পাষাণ্ডের সহিত আলাপ করিলেন, পরন্তু তঁাহার পত্নী

* সম্পন্ন সম্পন্না বিনয়েন চ ঠিতি বা পঠ্যতাম্ ।

নতু সা বাগ্‌যতা দেবী তস্য পত্নী যতব্রতা * ॥ ৫৭ ॥

উপোষিতাস্মীতি রবিং তস্মিন্ দৃষ্টে দদর্শ চ ॥ ৫৮ ॥

সমাগম্য যথান্যায়ং দম্পতী তৌ যথাবিধি ।

বিষেণাঃ পূজাদিকং সৰ্ব্বং কৃতবন্তৌ দ্বিজোত্তম ! ॥ ৫৯ ॥

কালেন গচ্ছতা রাজা যমারাসৌ সপত্নজিৎ ।

অস্বারুরোহ তং দেবী চিতাস্থং ভূপতিং পতিম্ ॥ ৬০ ॥

স তু তেনাপচারেণ স্বা জজ্ঞে বসুধাধিপঃ ।

উপোষিতেন পাষণ্ডসন্তাষো যঃ কৃতোহভবৎ ॥ ৬১ ॥

সাপি জাতিস্মরা জজ্ঞে কাশীরাজমুতা শুভা ।

সৰ্ববিজ্ঞানসংপূর্ণা সৰ্বলক্ষণপূজিতা ॥ ৬২ ॥

তাং পিতা দাতুকামোহভূৎ বরায় বিনিবারিতঃ ॥

পতিব্রতা দেবী শৈব্যা বাগ্‌যতা হইয়া থাকিলেন ।^{৫৭} তিনি উপোষিতা ছিলেন, বিবেচনা করিয়া (কথা कहিলেন না এবং) সেই পাষণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত হওয়াতে সূর্য্য দর্শন করিলেন ।^{৫৮}

দ্বিজোত্তম ! অনন্তর সেই দম্পতি, যথারীতি সমাগত হইয়া বিধানানুসারে বিষ্ণুর পূজা প্রভৃতি সমুদায় কর্ম সম্পন্ন করিলেন ।^{৫৯} কিছু কাল পরে শত্রুবিজয়ী ভূপাল কলেবর পরিত্যাগ করিলেন । দেবীও সেই ভূপতির চিতায় অস্বারূঢ় হইলেন ।^{৬০} রাজা উপোষিত হইয়া যে পাষণ্ডের সহিত সন্তাষণ করিয়া ছিলেন, সেই (নগ্ন-সংসর্গ-জনিত পাপদ্বারা কুকুরঘোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিলেন ।^{৬১} তাঁহার পত্নীও কাশীরাজের দুহিতা রূপে জন্মিলেন । ইনি সৰ্ব-বিজ্ঞান-সম্পন্না সৰ্ব-স্বলক্ষণ-যুক্তা শোভনা ও জাতিস্মরা হইলেন ।^{৬২} অনন্তর কাশীরাজ, কোন বরে কন্যা সম্প্রদান

তথৈব তন্ময়া বিরতো বিবাহারম্ভতো নৃপঃ ॥ ৬৩ ॥
 ততঃ সা দিব্যায়া দৃষ্ট্যা দৃষ্ট্বা শ্বানং নিজং পতিম্ ।
 বৈদিশাখ্যং পুরং গত্বা তদবস্থং দদর্শ তম্ ॥ ৬ ॥
 তং দৃষ্ট্বেব মহাভাগং শ্বানং ভূতং পতিং তথা ।
 দদৌ তস্মৈ বরাহারং সৎকারপ্রবণং শুভম্ * ॥ ৬৫ ॥
 ভুঞ্জন্ দত্তং তয়া সোহন্নমতিমিচ্ছমভীপ্সিতম্ ।
 শ্বজাতিললিতং কুর্কন্ বহু চাটু চকার বৈ ॥ ৬৬ ॥
 অতীব ত্রীড়িতা বালা কুর্কতা চাটু তেন সা ।
 প্রণামপূর্ব্বমাহেদংদয়িতং তং কুযোনিজম্ ॥ ৬৭ ॥

করিতে অভিলাষী হইলে ঐ কন্যাই তাঁহাকে বিবাহের জ্ঞানোজ্জ্বল করিতে নিষেধ করিলেন । (কন্যার প্রার্থনাশ্রবণে রাজাও তাঁহার বিবাহানুষ্ঠানে) বিরত হইলেন । ৬৩ কাশীরাজদুহিতা দিব্য-চক্ষুদ্বারা দেখিলেন যে, তাঁহার পতি সারমেয় হইয়া বিদিশা নগ-রীতে অবস্থান করিতেছেন । তখন তিনি সেই স্থানে গমন করিয়া তদবস্থ ভর্তাকে দেখিতে পাইলেন । ৬৪ তিনি মহাভাগ ভর্তাকে তাদৃশ কুকুর হইতে দেখিয়া সৎকারপূর্ব্বক তাঁহাকে উত্তম অশ্বার প্রদান করিলেন । ৬৫ তাঁহার ভর্তাও তৎকর্তৃক প্রদত্ত অভি-লষিত অতিমিষ্ট অন্ন ভোজন করিতে করিতে শ্ব-জাতি মূলত ভঙ্গী দ্বারা অশেষ চাটুকারণিতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন । ৬৬ স্বামী চাটুকারণিতা প্রকাশ করাতে বালা কাশীরাজদুহিতা অতীব লজ্জিতা হইলেন । তিনি কুযোনিজাত ভর্তাকে প্রণাম করিয়া কহিতে লাগিলেন । ৬৭

পত্ন্যুবাচ ।

স্বর্গ্যাতাং তন্মহারাজ ! দাক্ষিণ্যললিতং ত্বয়া ।

যেন স্বযোনিমাপনো মম চাটুকরো ভবান্ ॥ ৬৮ ॥

পাবণ্ডিনং সমাভাব্য তীর্থস্নানাদনন্তরম্ ।

প্রাপ্তোহসি কুৎসিতাং যোনিং কিং ন স্মরসি তৎপ্রভো ॥ ৬৯ ॥

পরশর উবাচ ।

তরৈবং স্মারিতে তত্র পূর্বজাতিকৃতে তদা ।

দখ্যো চিরমথাবাপ নির্বেদমতিদুর্লভম্ ॥ ৭০ ॥

নির্বিল্গচিত্তঃ স ততো নির্গম্য নগরাং ততঃ ।

য়কপ্রপতনং কৃত্বা শার্গালীং যোনিমাগতঃ ॥ ৭১ ॥

কাশীরাজদুহিতা কহিলেন, মহারাজ ! আপনি শুরুর সখা বলিয়া সম্ভাবহেতু যে প্রীতি সম্ভাষণ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করুন । সেই কারণে আপনি স্বযোনি প্রাপ্ত হইয়া আমার নিকট চাটুকরিতা প্রকাশ করিতেছেন ।^{১০} প্রভো ! আপনি তীর্থস্নানের পর পাবণ্ডকে দেখিয়া যে সম্ভাষণ করিয়াছিলেন, তাহাতেই কুৎসিত যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন, ইহা কি আপনকার স্মরণ হয় না ?^{১১}

পরশর কহিলেন । কাশীরাজদুহিতা এইরূপ স্মরণ করিয়া দিলে কুকুর, পূর্ব জন্মের নিমিত্ত অনেক জ্ঞান চিন্তা করিতে লাগিল পরে সেই কুকুর, অতিদুর্লভ নির্বেদ প্রাপ্ত হইল ।^{১২} অনন্তর সেই কুকুর নির্বিল্গ-হৃদয় হইয়া সেই নগরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল । পরে পরমতপশ্চ হইতে মরুভূমিতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করাতে শৃগাল যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিল ।^{১৩} পরে দ্বিতীয়

তত্ত্বজ্ঞান আপদ্ বা ঈর্ষ্যাদ হেতু আপনার প্রতি যে অবমাননা হয় তাহার নাম নির্বেদ ।^{১০}

নির্বিল্গ--নির্বেদযুক্ত ।^{১১}

সাপি দ্বিতীয়ে সংপ্রাপ্তে বর্ষে দিবোন চক্ষুষা ।
জ্ঞাত্বা শৃগালং তং দ্রষ্টুং যযৌ কোলাহলং গিরিমে ॥ ৭২
তত্রাপি দৃষ্ট্বা তং প্রাহ শার্গালীং যোনিমাগতম্ ।
ভর্ত্তারমতিচার্ব্বাকী তনয়া পৃথিবীপতেঃ * ॥ ৭৩ ॥

পত্ন্যুবাচ ।

অপি স্মরসি রাজেন্দ্র স্বযোনিস্থস্য বন্ধ্যয়া ।
প্রোক্তং তে পূর্বচরিতং পামণ্ডলাপসংশ্রয়ম্ ॥ ৭৪ ॥
পুনস্তয়োক্তস্তজ্জ্ঞাত্বা সত্যং সত্যবতাং বরঃ ।
কাননে স নিরাহারস্তত্যজ স্বং কলেবরম্ ॥ ৭৫ ॥
ভূয়স্ততো বৃকং জাতং গত্বা তং নির্জনে বনে । —

৭২সর উপস্থিত হইলে কাশীরাজ দূহিতা দিব্য-চক্ষুধারা দেখিলেন যে, তাঁহার পতি শৃগাল যোনিতে উৎপন্ন হইয়াছেন । তখন তিনি তাহাকে দেখিবার নিমিত্ত কোলাহল পর্বতে গমন করিলেন । ৭৩ রমণীয়াকৃতি সেই রাজকুমারী সেখানে উপস্থিত হইয়া শৃগাল যোনি প্রাপ্ত ভর্ত্তাকে দেখিয়া কহিতে লাগিলেন । ৭৪

কাশীরাজতনয়া কহিলেন, মহারাজ ! পূর্বজন্মে আপনি যে কুঙ্কর যোনিতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং সে সময় আমি যে আপনকার নিকট পাষাণের সহিত আলাপ বিষয়ক পূর্ব জন্ম-বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছিলাম, তাহা স্মরণ হয় ? ৭৫

পরাশর কহিলেন । পরম সত্যনিষ্ঠ রাজা শতধনু, পত্নীর নিকট তাদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্বক সমুদায় অবগত হইয়া অনাহারে সেই কাননে মধোই (শৃগাল-) দেহ পরিত্যাগ করিলেন । ৭৬ অনন্তর তিনি পুনর্বার বৃক হইয়া জন্মিলেন । তখন অনিন্দিতা কাশীরাজ-

* তনয়া পৃথিবীকিতঃ ইতি পাঠান্তরম্ ।

আরয়ামাস ভর্তারং পূৰ্ণবৃত্তমনিন্দিতা ॥ ৭৬ ॥

ন ত্বং বৃকো মহাভাগ ! রাজা শতধনুৰ্ভবান্ ।

ঋা ভূত্বা ত্বং শৃগালোহভূবৃকত্বং সাম্প্রতং গতঃ ॥ ৭৭ ॥

পরশর উবাচ ।

আরিতেন যদা ত্যক্তশ্চেনাত্মা গৃধ্ৰতাং গতঃ ।

অবাপ সা পুনশ্চৈনং বোধয়ামাস ভাবিনী * ॥ ৭৮ ॥

নরেন্দ্র ! অৰ্য্যতামাত্মা হ্যলং তে গৃধ্ৰচেষ্ঠয়া ।

পাষাণালাপজাতোহয়ং দোষো যদাগৃধ্ৰতাং গতঃ ॥ ৭৯ ॥

ততঃ কাকত্বমাপন্নং সমনন্তরজন্মনি ।

উবাচ তস্মী ভর্তারমুপলভ্যাত্মযোগতঃ ॥ ৮০ ॥

তনয়ী নির্জ্জন অরণ্যে প্রবেশ পূৰ্বক বৃকরূপী ভর্তাকে পূৰ্ববৃত্তান্ত
স্মরণ করিয়া দিলেন ।^{১০} (ও কহিলেন,) মহাভাগ ! আপনি বৃক
নহেন । আপনি শতধনু নামক রাজা । আপনি পূৰ্বে কুক্কুর, পরে
শৃগাল হইয়া জন্মিয়াছিলেন, এক্ষণে বৃক হইয়া জন্মিয়াছেন ।^{১১}
কাশীরাজ-দুহিতা এই কথা স্মরণ করিয়া দিলে রাজা, বৃকদেহ
পরিত্যাগ করিলেন । তৎপরে তিনি গৃধ্ৰ হইয়া জন্মিলেন । সন্তাব-
বর্তী রাজকুমারী পুনর্যার গৃধ্ৰের নিকট উপস্থিত হইয়া সমুদায়
পূৰ্ব বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইলেন ।^{১২} (ও কহিলেন) রাজন্ ! আপনি
গৃধ্ৰের ন্যায় চেষ্ঠা করিবেন না, আপনি কে ? তাহা স্মরণ করিয়া
দেখুন । আপনি পাষাণালাপ জনিত পাপে ঈদৃশ গৃধ্ৰ হইয়া-
ছেন ।^{১৩} পরে (রাজা গৃধ্ৰ শরীর পরিত্যাগ করিয়া) কাকযোনি
প্রাপ্ত হইলেন । তস্মী কাশীরাজ-দুহিতা যোগবলে কাকরূপ
ভর্তাকে চিনিতে পারিয়া কহিলেন ^{১৪} প্রভো ! পূৰ্বে সমুদায়

অশেষা ভূভূতঃ পূৰ্ব্বং বশ্যা যস্মৈ বলিং দদুঃ ।

স ত্বং কাকত্বমাপ্নো জাতোহদ্য বলিভুক্তপ্রভো! ॥৮১

পরশর উবাচ ।

এবমেব চ কাকত্বে স্মারিতঃ স পুরাতনম্ ।

তত্যাজ ভূপতিঃ ঞ্জাণান্ ময়ূরত্বমবাপ চ ॥ ৮২ ॥

ময়ূরং তং ততঃ সা বৈ * চকারানুগতং শুভা ।

দতৈঃ প্রতিক্ষণং হৃদৈয়স্বপ্তং তজ্জাতিভোজনৈঃ † ॥৮৩

ততস্ত জনকো রাজা বাজিমৈধং মহাক্রতুম্ ।

চকার তস্যাবভূখে স্নাপয়ামাস তং তদা ॥ ৮৪ ॥ •

সন্নৌ স্বয়ঞ্চ তম্বঙ্গী স্মারয়ামাস চাপি তম্ ।

রাজা বশীভূত হইয়া যাঁহাকে বলি প্রদান করিত, এক্ষণে সেই আপনি কাক হইয়া বলিভুক্ত হইলেন । ৮১

পরশর কহিলেন । কাশীরাজতনয়া কাকরূপী ভর্তাকে এইরূপ পূর্বজন্ম-বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া দিলে তিনি প্রাণত্যাগকরিয়া ময়ূর-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিলেন । ৮২ সুন্দরী বাল্য কাশীরাজনন্দিনী (ভর্তাকে ময়ূর হইয়া জন্মিতে দেখিয়া) প্রতিক্ষণে ময়ূরজাতির ভক্ষ্য পরমরমণীয় বিবধং দ্রব্য প্রদানদ্বারা তাঁহার তৃপ্তি সম্পাদন পূর্বক আনুগত্য করিতে লাগিলেন । ৮৩

অনন্তর জনক নামক রাজা অশ্বমেধ নামক মহামন্ত্ৰের অনুষ্ঠান করিয়া তাহাতে সেই ময়ূরটিকে স্নান করাইলেন । ৮৪ কাশীরাজ-নন্দিনীও (সেই ময়ূরের সহিত) স্নান করিয়া, রাজা কিরূপে কুন্তুর

* ময়ূরত্বং ততঃ সা বৈ ইতি পাঠান্তরম্ ।

† বাল্য তজ্জাতিভোজনৈঃ ইতি বা পাঠান্তম্ ।

যথাসৌ স্বশৃগালাদ্যা যোনী-জ্ঞানো পার্থিবঃ ॥ ৮৫ ॥

স্বতজস্মক্ৰমঃ সোহথ তত্যাজ স্বং কলেবরম্ ।

জজ্ঞে চ জনকস্যৈব পুত্রোহসৌ সুমহাত্মনঃ ॥ ৮৬ ॥

ততঃ সা পিতরং তস্মৈ বিবাহার্থমচোদয়ৎ ।

স চাপি কারয়ামাস পিতা তস্মাঃ স্বয়ংবরম্ ॥ ৮৭ ॥

স্বয়ংবরে ক্রতে সা তং সংপ্রাপ্তং পতিমাত্মনঃ ।

বরয়ামাস ভূয়োহপি ভর্তৃভাবেন ভাবিনী ॥ ৮৮ ॥

বুভুজে চ তয়া সার্কং স ভোগান্ নৃপনন্দনঃ ।

পিতর্যুপরতে রাজ্যং বিদেহেষু চকার বৈ ॥ ৮৯ ॥

ইরাজ যজ্ঞান্ সুবহূন্ দদৌ দানানি চার্থিনাম্ ।

পুত্রীনুৎপাদয়ামাস যুযুধে চ সহারিভিঃ ॥ ৯০ ॥

শৃগাল প্রভৃতি হইয়া জন্মিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়াছিলেন ।^{৮৫} ময়ূরতাপ্রাপ্ত রাজাও যথাক্রমে পূৰ্ব পূৰ্ব জন্ম বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিলেন । পরে তিনি সেই মহাত্মা জনক রাজারই পুত্ররূপে উৎপন্ন হইলেন ।^{৮৬}

অনন্তর কুশাদ্রী কাশীরাজদুহিতা পিতার নিকট বিবাহ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন । কাশীরাজও কন্যার নিমিত্ত স্বয়ংবর সভার আয়োজনে প্ররুদ্ধ হইলেন ।^{৮৭} যখন স্বয়ংবর সভা হইল, তখন সুহৃদয়া রাজকন্যা, স্বীয় ভর্তাকে উপস্থিত দেখিয়া পুনর্বার ভর্তৃভাবে বরণ করিলেন ।^{৮৮} জনক রাজার পুত্রও কাশী-রাজ-তনয়ার সহিত বিবিধ ভোগ্য বস্তু ভোগ করিতে লাগিলেন । পরে জনক রাজার মৃত্যু হইলে তিনি বিদেহ দেশে রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন ।^{৮৯} তিনি বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ষাচকগণকে বহুসম্রাধন দান করিতে লাগিলেন । তিনি শক্রগণের সহিত সংগ্রাম ও

রাজ্যং ভুক্ত্বা যথান্যায়ং * পালয়িত্বা বসুন্ধরাম্ ।
 তত্যাজ স প্রিয়ান্ প্রাণান্ † সংগ্রামে ধর্ম্মতো নৃপঃ ॥১১॥
 ততশ্চিত্তাস্থং তং ভূয়ো ভর্ত্তারং সা শুভেক্ষণা ।
 অস্বারুরোহ বিধিবদ্ যথাপূর্ব্বং মুদা সতী ॥ ১২ ॥
 ততোহ্বাপ তয়া সার্কিং রাজপুত্রা স পার্থিবঃ ।
 ঐন্দ্রানতীত্য বৈ লোকান্ লোকান্ কামদুহোহক্ষয়ান্ ॥১৩॥
 স্বর্গাক্ষয়ত্মতুলং দাম্পত্যমতিদুল্লভম্ ।
 প্রাপ্তং পুণ্যফলং প্রাপ্য সংশুদ্ধিং তাং দ্বিজোত্তম ! ‡ ॥১৪॥
 এষ পাষণ্ডসম্ভাব-দোষঃ প্রোক্তো ময়া দ্বিজ ! ।
 তথাস্থমেধাবভৃথস্নানমাহাত্ম্যমেব চ ॥ ১৫ ॥

(কাশীরাজ-দুহিতাতে) পুত্র উৎপাদন করিলেন ।^{১০} তিনি ন্যায়ানু-
 সারে রাজ্য শাসন ও পৃথিবী পালন করিয়া অস্পেকাল মধ্যেই ধর্ম্ম-
 যুদ্ধে প্রিয় জীবন পরিত্যাগ করিলেন ।^{১১} স্থলোচনা সতী রাজ-
 কন্যা, প্রীত মনে পূর্ব্বের ন্যায় পুনরায় যথাবিধানে মৃত পতির
 চিতায় আরোহণ করিলেন ।^{১২} অনন্তর রাজা সেই রাজকন্যার
 সহিত, ইন্দ্রলোক অতিক্রম পূর্ব্বক বিবিধ কামপ্রদ অক্ষয় লোক
 প্রাপ্ত হইলেন ।^{১৩} দ্বিজোত্তম ! তিনি (অশ্বমেধ যজ্ঞে স্নান পূর্ব্বক)
 পরিশুদ্ধ হইয়া তুলনারহিত অক্ষয় স্বর্গ, অতি দুর্লভ দাম্পত্যমুখ
 ও পূর্ব্বার্জিত সমুদায় পুণ্যের ফল প্রাপ্ত হন ।^{১৪}

ব্রহ্মন্ ! এই আমি তোমার নিকট পাষণ্ডের সহিত সম্ভাবণের
 দোষ ও অশ্বমেধ যজ্ঞে স্নানের মাহাত্ম্য বর্ণন করিলাম ।^{১৫} অতএব

* রাজ্যং কৃষা যথান্যায়ং ইতি পাঠান্তরম্ ।

† তত্যাজাণ্ড প্রিয়ান্ প্রাণান্ ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

‡ সংসিদ্ধিং তাং দ্বিজোত্তম ! ইতি বা পাঠঃ ।

তস্মাৎ পাবণ্ডিভিঃ পাপৈরালাপস্পর্শনে তাজেৎ ।

বিশেষতঃ ক্রিয়াকালে যজ্ঞাদৌ চাপি দীক্ষিতঃ ॥১৬॥

ক্রিয়াহানির্গৃহে যস্য মাসমেকং প্রজায়তে ।

তস্যাবলোকনাৎ সূর্য্যং পশ্যেত যতিমান্ নরঃ ॥ ১৭ ॥

কিং পুনর্যৈশ্চ সংত্যক্তা ত্রয়ী সর্ষ্বাত্মনা দ্বিজ ।।

পরায়তোজিভিঃ পাপৈর্বেদবাদবিরোধিভিঃ ॥ ১৮ ॥

পাবণ্ডিনো বিকর্ম্মস্থান্ বৈড়ালব্রতিকান্ শঠান্ ।

হৈতুকান্-বকরুতীংশ্চ বাঙুাত্রেণাপি নার্চ্চয়েৎ ॥ ১৯ ॥

পাবণ্ড পাপাত্মাদিগের দ্বিত্ত আলাপ বা তাহাদিগকে স্পর্শ করিবে না, বিশেষতঃ যে সময় কোন নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে বা যজ্ঞে দীক্ষিত থাকিবে, (তৎকালে তাহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করা অতীব কর্তব্য)^{১৬} বাহার গৃহে এক নাস কাল নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান না হয়, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহাকে দর্শন করিলেও সূর্য্য দর্শন করিবেন।^{১৭} বিশেষতঃ পরায়তোজী বেদবিরোধী যে সকল পাপাত্মা, সর্ষ্বতোভাবে বেদ পরিত্যাগ করিয়াছে, (তাহাদিগকে দর্শন করিলে তৎক্ষণাৎ সূর্য্য দর্শন করিয়া শুদ্ধ হওয়া অতীব কর্তব্য)^{১৮} পাবণ্ড, বিকর্ম্মস্থ বিড়াল-ব্রতী শঠ হৈতুক ও বকরুতি, এই সকল মনুষ্যকে বাক্যদ্বারাও অর্চনা

যে ব্যক্তি অধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট, তাহার নাম পাবণ্ড। যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ কর্ম্ম করে, তাহার নাম বিকর্ম্মস্থ। যে ব্যক্তি পার্শ্বিকের চিত্র ধারণ করিয়া গঙ্গাপানে পাপাত্মকীয় করে, তাহার নাম বিড়ালব্রতী। যে ব্যক্তি সম্মুখে প্রিয়বাক্য বলে, পরোক্ষে অনিষ্টাচারে প্রবৃত্ত হয় এবং ধর্ম্মের অনুরোধ রাখে না, তাহাকে শঠ বলা যায়। যে ব্যক্তি হৈতু প্রদর্শন পুঙ্কক সংক্ষেপে সংক্ষেপে, তাহাকে হৈতুক বলা যায়। যে ব্যক্তির নীচদৃষ্টি ও ভ্রুবিধা পাউলে সে ব্যক্তি পরের অনিষ্ট করে, যে ব্যক্তি মিত্র আর্থ সাধনেই তৎপর ও শঠ এবং সে ব্যক্তি কপট। অবলম্বন পুঙ্কক

দূরাদপাস্তঃ সম্পর্কঃ * সহাস্যাপি চ পাপিভিঃ ।
 পাবণ্ডিভিদুরাচারৈস্তস্মাৎ তান্ পরিবর্জ্যয়েৎ ॥ ১০০ ॥
 এতে নগ্নাস্তবাখ্যাতা দৃষ্ঠ্যা শ্রাদ্ধোপঘাতকাঃ ।
 যেষাং সম্ভাবনাং পুংসাং দিনপুণ্যং প্রণশ্যতি ॥ ১০১ ॥
 এতে পাবণ্ডিনঃ পাপী ন হ্যেতানালপেদ্ব বুধঃ ।
 পুণ্যং নশ্যতি সম্ভাবাদেতেষাং তদ্দিনোদ্ভবম্ ॥ ১০২ ॥
 পুংসাং জটাদরণমৌণ্যবতাং † বৃথৈব
 মোঘাশিনামখিলশৌচনিরাকৃতানাম্ ।

করিবে না ।^{১০০} যখন দূরাচার পাবণ্ডিগকে (দর্শন বা স্পর্শ করিলে
 পাপস্পর্শ হয়, তখন) সেই সমস্ত পাপীর সহিত একত্র উপবেশন
 বা অন্য কোন সম্পর্ক রাখা সূদূর পরাহত হইতেছে, অতএব
 ঈদৃশ মনুষ্যকে সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে ।^{১০০}

নগ্ন কাহাকে বলা যায়, তাহা এই তোমার, নিকট বর্ণন করি-
 লাম। ইহারা শ্রাদ্ধ দর্শন করিলে শ্রাদ্ধ পণ্ড হয়*। ইহাদের
 সহিত সম্ভাষণ করিলে এক দিনের পুণ্য ক্ষয় হইয়া থাকে ।^{১০১} এই
 পাপাত্মাদিগকেই পাবণ্ডি বলা যায়। পণ্ডিত ব্যক্তি, ইহাদের
 সহিত আলাপও করিবেন না। ইহাদের সহিত কথা কহিলে সেই
 দিনের উপার্জিত পুণ্য ক্ষয় হয় ।^{১০২} বাহারা বৃথা ভোজন করে
 অর্থাৎ বাহারা দেব পূজা অতিথিসেবা প্রভৃতি নিত্য কর্ম্মে বিমুখ
 হইয়া স্বয়ং আহারে প্ররক্ত হয়, বাহারা বাহ্য শৌচ ও আন্তরিক

* দূরাদপাস্ত সংসর্গ ইতি পাঠান্তরম্ ।

† জটাদরণ মৌণ্যবতাম্ ইতি বা পঠনীয়ম্ ।

লোকের নিকট আপনাকে বিনীতের ন্যায় প্রকাশ করে, ঈদৃশ পাপাত্মাকে বক-
 র্ত্তি বলা যায় । ১১

তোয়প্রদান-পিতৃপিণ্ডবহিষ্কৃতানাং

সস্ত্রাষণাদপি নরা নরকং প্রয়ান্তি ॥১০৩ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়েংশে
অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ।

সমাপ্তশ্চায়ং তৃতীয়াংশঃ ।

শৌচ হইতে পরাঙ্মুখ, যাহারা তর্পণ বা পিতৃশ্রাদ্ধ না করে,
যাহারা রুণা জটাধারণ বা রুণা মন্তকযুগল করিয়া থাকে, ঈদৃশ
মনুষ্যের সহিত সস্ত্রাষণ করিলেও নিরয়গামী হইতে হয় ।

বিষ্ণুপুরাণ-তৃতীয়াংশ অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

তৃতীয় অংশ সমাপ্ত ।

• বিষ্ণুপুরাণম্ ।

• চতুর্থোঃশঃ ।

অথমোঃধ্যায়ঃ ।

.....

মৈত্রেয় উবাচ ।

ভগবন্ ! যন্নরৈঃ কার্যং সাধুকৰ্মণ্যবস্থিতৈঃ ।

তন্নহং গুরুণাখ্যাতং নিত্যনৈমিত্তিকাত্মকম্ ॥ ১ ॥

বর্ণধৰ্ম্মাস্তথাখ্যাতা ধৰ্ম্মা যে চাশ্রমেষু বৈ ।

শ্রোতুংশিচ্ছাম্যহং বংশান্ তাংস্ত্বং প্রক্ৰহি মে শুরো ! ॥ ২ ॥

পরশর উবাচ ।

মৈত্রেয় ! শ্রয়তাম্ অয়মনেক-যজ্ঞি-বীর-শূর-ভূপালা-
কৃতো ব্রহ্মাদির্মানবো বংশঃ ।

মৈত্রেয় কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি আমার গুরু । যে সকল
নিত্য নৈমিত্তিক কৰ্ম্ম, সংকৰ্ম্ম-নিরত মনুষ্যের কর্তব্য, তৎসমুদায়
আপনি আমার নিকট কহিলেন । শুরো ! আপনি ব্রাহ্মণ-কৃত্রিয়
প্রভৃতি বর্ণচতুষ্টয়ের ধৰ্ম্ম ও আশ্রমচতুষ্টয়ের ধৰ্ম্ম বলিয়াছেন ।
এক্ষণে আমি রাজগণের বংশাবলী শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি,
আপনি (কৃপা করিয়া) বলুন ।

পরশর কহিলেন, মৈত্রেয় ! শ্রবণ কর । ব্রহ্মা হইতে মানব-
বংশ (বিস্তীর্ণ হইয়াছে ।) অনেক যাগশীল শূর বীর ভূপাল, এই
বংশ উজ্জ্বল করিয়াছেন । এ বিষয়ে কথিত আছে যে, যে ব্যক্তি

তথা চোচ্যতে ।

ব্রহ্মাদ্যং যো মনোর্কংশম্ অহন্যহনি সংস্মরেৎ ।

তস্য বংশসমুচ্ছেদো ন কদাচিত্ত্ববিষ্যতি ॥ ৩ ॥

তদস্য বংশানুপূর্বীংশেষপাপপ্রক্ষালনায় মৈত্রেয়ৈ-
তাং শৃণু । তদ্যথা সকলজগতামনাদিরাদিভূত ঋগ্‌যজুঃ-
সামাদিময়ো ভগবদ্বিষ্ণুময়স্য ব্রহ্মণো মূর্তিরূপং হিরণ্য-
গর্ভো ব্রহ্মাণ্ডতো ভগবান্ ব্রহ্মা প্রাপ্তভুব ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মণশ্চ দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠজন্মা দক্ষঃ প্রজাপতিঃ, দক্ষ-
স্যাপ্যাদিতিরদিতৌর্বিবস্বান্ বিবস্বতো মনুর্মনোরিক্সাকু-
নুগ-ধৃষ্ট-শর্য্যাতি-নরিষ্যন্ত-প্রাংশু-নাভাগ-নেদিষ্ট-করুম-
পৃষঙ্গাখ্যাঃ পুত্রা বভূবুঃ ॥ ৫ ॥

ইফিঞ্চ মিত্রাবরুণয়োর্মনুঃ পুত্রকামশ্চকার ॥ ৬ ॥

প্রতিদিন ব্রহ্মা অবধি সমস্ত মনুৱংশ স্মরণ করে, কখনই তাহার
বংশ লোপ হয় না ।* মৈত্রেয় ! এক্ষণে অশেষ পাপ ক্ষয়ের নিমিত্ত
সেই বংশের উৎপত্তি ক্রম (বলিতেছি) শ্রবণ কর । যথা—

প্রথমতঃ ব্রহ্মাণ্ড হইতে ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা উৎপন্ন
হইয়াছিলেন । ইনি সকল জগতের আদি কারণ । ইহার আদি-
ভূত কোন (ছট) কারণ নাই । ইনি ঋক্‌ যজুঃ সাম ও অথর্ক
বেদময় । ইনিই বিষ্ণু ময় ভগবান্ ব্রহ্মের পরিচ্ছিন্ন মূর্তি ।*

ব্রহ্মার দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ প্রজাপতি উৎপন্ন হইলেন ।
দক্ষ হইতে অদিতি, অদিতি হইতে সূর্য্য, সূর্য্য হইতে মনু, মনু
হইতে ইক্ষ্বাকু জন্ম গ্রহণ করিলেন । ইক্ষ্বাকু হইতে ক্রমশঃ নৃগ,
ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, প্রাংশু, নাভাগ, নেদিষ্ট, করুম, পৃষঙ্গ,
এই সকল পুত্র উৎপন্ন হইল ।* পুর্বে মনু, পুত্র কামনায় মৈত্রী-

তত্রাপহতে হোতুরপচারাদিলা নাম কন্যা বভূব ॥ ৭ ॥

সৈব চ মিত্রাবরুণ-প্রসাদাৎ সুদ্যুম্নো নাম মনোঃ
পুত্রো মৈত্রেয়্যাসীৎ । পুনশ্চেশ্বরকোপাৎ স্ত্রী সতী
সোমস্বনোবুধস্যশ্রমসমীপে বভ্রাম ॥ ৮ ॥

সানুরাগশ্চ তসলং বুধঃ পুরুষবসমাঙ্জমুৎপাদয়া-
মাস ॥ ৯ ॥

জাতে চ তস্মিন্নমিততেজোভিঃ পরমর্ষিভিরিষ্টি-
ময় ঋগুয়ো যজুর্ময়ঃ সামময়োহথর্বময়ঃ সর্বময়ো
মনোময়ো জ্ঞানময়োহকিঞ্চিন্নয়ো ভগবান্ যজ্ঞপুরুষ-
স্বরূপী সুদ্যুম্নস্য পুংস্তমভিলষদ্ভির্যথাবদিত্যঃ ॥ ১০ ॥

তুৎপ্রসাদাদিলা পুনরপি সুদ্যুম্নোহভবৎ ॥ ১১ ॥

বরুণ নামক যাগ করিয়াছিলেন ।* (মনু-পত্নীর প্রার্থনানুসারে)
হোতার সঙ্কল্প হেতু সেই পুত্রেকি বিকল হওয়াতে ইলা নাম্নী
কন্যা উৎপন্ন হইয়াছিল ।† মৈত্রেয় ! মনুর সেই ইলা নাম্নী কন্যা,
মৈত্রাবরুণের অনুগ্রহে সুদ্যুম্ন নামক পুত্র হইলেন। ‡ সুদ্যুম্ন
মহাদেবের কোপে শাপগ্রস্ত হইয়া পুনর্বার স্ত্রীরূপ গ্রাপ্ত হইয়া-
ছিলেন ।

একদা তিনি সুধাংশুর্নন্দন বুধের আশ্রম সমীপে ভ্রমণ করিতে-
ছেন ৷ (এমত সময় বুধ তাঁহাকে অবলোকন করিয়া) তাঁহাতে
অনুরক্ত হইলেন এবং তাঁহার গর্ভে পুরুষবা নামে একটি পুত্র উৎ-
পাদন করিলেন ।§ পুরুষবা উৎপন্ন হইলে অমিততেজা মহর্ষিরা,
সুদ্যুম্নের পুনর্বার পুরুষজ-কামনায় যজ্ঞময় ঋগুয় যজুর্ময় সামময়
অথর্বময় মনোময় জ্ঞানময় সর্বময় বস্ত্রত অকিঞ্চিন্নয় যজ্ঞস্বরূপ
ভগবানের উদ্দেশে যাগ করিতে লাগিলেন ।|| যজ্ঞেশ্বর হরির
অনুগ্রহে ইলা পুনর্বার সুদ্যুম্ন হইলেন ।||

তস্যাপুংকল-গয়-বিনতসংজ্ঞাস্তয়ঃ পুত্রা বভূবুঃ ।
 সূদ্যুম্নস্ত স্ত্রীপূর্বকত্বাৎ রাজ্যভাগং ন লেভে ॥ ১২ ॥
 তৎপিত্রা তু বশিষ্ঠবচনাৎ প্রতিষ্ঠানং নাম নগরং
 সূদ্যুম্নায় দত্তম্ । তচ্চাসৌ পুরুরবসে প্রাদাৎ । পৃষত্স্ত
 গুরুগোবধাৎ শূদ্রত্বমগমৎ ॥ ১৩ ॥

করুবাৎ কারুবা* মহাবলাঃ ক্ষত্রিয়া বভূবুঃ ॥ ১৪ ॥

নাভাগো নেদিষ্ঠপুত্রস্ত বৈশ্যতামগমৎ ॥ ১৫ ॥

তস্মাদুলন্দনঃ পুত্রোহভবৎ । তলন্দনাদ্ বৎসপ্রি-
 রুদারকীর্তিঃ, বৎসপ্রেঃ প্রাংশুরভবৎ, প্রজানিষ্চ প্রাং-
 শোরেকোহভবৎ, ততশ্চ খনিত্রঃ, তস্মাচ্চ ক্ষুপঃ,† ক্ষুপাচ্চ

সূদ্যুম্নের উৎকল, গয় ও বিনত নামে তিনটি পুত্র হইল। ইনি
 পূর্বে স্ত্রী ছিলেন বলিয়া রাজ্যভাগী হইলেন না।^{১২} পরন্তু তাঁহার
 পিতা, বশিষ্ঠের অনুরোধ ক্রমে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠান নামক নগর
 প্রদান করিলেন। ইনিও পুরুরবা নামক পুত্রকে ঐ নগর দিলেন।
 পৃষত্স্ত, গুরুগোবত্যা করিয়া শূদ্র হইলেন। করুবা হইতে
 কারুবা নামে মহাবল ক্ষত্রিয়গণ উৎপন্ন হইল।^{১৩} নেদিষ্ঠ-পুত্র
 নাভাগ, (কৰ্ম্মদ্বারা) বৈশ্য হইলেন।^{১৪}

নাভাগের একটি পুত্র হইল, তাহার নাম তলন্দন। তলন্দন
 হইতে উদারকীর্তি বৎসপ্রি জন্মগ্রহণ করিলেন। বৎসপ্রির একটি
 পুত্র জন্মিল। তাহার নাম প্রাংশু। প্রাংশুর একটি পুত্র হইল,
 তাহার নাম প্রজানি। পরে প্রজানি হইতে খনিত্র, খনিত্র হইতে
 ক্ষুপ, ক্ষুপ হইতে অতিবল পরাক্রম অবিবিংশ, জন্মিলেন। অবি-

* করুবাৎ কারুবা ইতি বহুশব্দতঃ পাঠঃ ।

† তস্মাচ্চ ক্ষুপঃ চক্ষুপাতত ইতি বা পাঠঃ

অতিবলপরাক্রমোহবিবিংশোহভবৎ । ততো বিবিংশঃ,
তস্মাচ্চ খনীনেত্রঃ, ততশ্চাতিবিভূতিঃ, অতিবিভূতেভূরি-
বলপরাক্রমঃ করক্ষমঃ পুত্রোহভবৎ, তস্মাদপ্যাবিক্শিঃ,
অবিক্শেরপ্যতিবলঃ পুত্রো মরুতোহভবৎ ॥ ১৬ ॥

যস্যেমাংসাদ্যপি শ্লোকৌ গীয়েতে ।—

মরুত্তস্য যথা যজ্ঞস্তথা কম্যাতবদুবি ।
সৰ্ব্বং হিরণ্যম্ যস্য যজ্ঞবস্তুতিশোভনম্ ॥
অমাদ্যদিভুঃ সোমেন দক্ষিণাভির্দ্বিজাতয়ঃ ।
মরুতঃ পরিবেষ্টারঃ সদস্যাস্চ দিবৌকসঃ ॥ ১৭ ॥
মরুতশ্চক্রবর্তী নরিষ্যন্তনামানং পুত্রমবাপ । তস্মাচ্চ
দমঃ, দমস্য পুত্রো রাজ্যবর্দ্ধনো যজ্ঞে । রাজ্যবর্দ্ধনীং

বিংশ হইতে বিবিংশ, পরে বিবিংশ হইতে খনীনেত্র, খনীনেত্র
হইতে অতিবিভূতি, অতিবিভূতি হইতে মহাবল পরাক্রমশালী
করক্ষম নামক পুত্র জন্ম পরিগ্রহ করিল । করক্ষম হইতে অবিক্শি
অবিক্শি হইতে মহাবলশালী মরুত্ত নামক পুত্র উৎপন্ন হইল ।^{১৬}
এই মরুত্তের এই শ্লোক অদ্যপি সকলে আরতি করিয়া থাকেন ।

এই পৃথিবীমধ্যে মরুত্ত যে রূপ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, আর কোন্
ব্যক্তি তাহুণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইয়াছে ? তাঁহার
সমুদায় যজ্ঞীয় বস্তুই হিরণ্য ও সাতিশয় রমণীয় ছিল । তাঁহার
যজ্ঞে দেববাজ সোমপান করিয়া, ব্রাহ্মণেরা (অসীম) দক্ষিণা
পাইয়া বার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন । তদীয় যজ্ঞে মরুদ্-
গণ পরিবেশনকর্তা ও অন্যান্য দেবতার সাদস্য হইয়াছিলেন ।^{১৭}

মরুত্ত, রাজ-চক্রবর্তী হইলেন । নরিষ্যন্ত নামে তাঁহার একটি
পুত্র জন্মিল । নরিষ্যন্তের পুত্র দম, দমের পুত্র রাজ্য বর্দ্ধন, রাজ্য

সুধৃতিরভূৎ। ততশ্চ নরঃ, তস্মাচ্চ কেবলঃ, কেবলাদ্
বন্ধুমান্, বন্ধুমতো বেগবান্, বেগবতো বুধঃ, ততঃ
তৃণবিন্দুঃ, তস্যাপ্যেকা কন্যা ইলিবিলা নাম। তক্ষা-
লম্বুষা নাম বরাঙ্গরা তৃণবিন্দুং ভেজে। তস্যামস্য
বিশালো জজ্ঞে, যঃ পুরীং বৈশালীং নাম নির্মমে।
হেমচন্দ্রশ্চ বিশালস্ত পুত্রোহভবৎ। তস্মাচ্চ সুচন্দ্রঃ,
তত্তনয়ো ধূত্ৰাশ্বঃ, তস্মাপি অঞ্জয়োহভূৎ। অঞ্জয়াৎ সহ-
দেবঃ, ততঃ ক্রুশাশ্বো নাম পুত্রোহভূৎ। সোমদত্তঃ
ক্রুশাশ্বাৎ জজ্ঞে। যো দশাশ্বমেধানাজহার। তৎপুত্রশ্চ
জনমেজয়ঃ, জনমেজয়াৎ সুমতিঃ। এতে বৈশালকা ভূ-
ভূতঃ ॥ ১৮ ॥

বর্জনের পুত্রী সুধৃতি, সুধৃতির পুত্র নর, নরের পুত্র কেবল, কেবলের
পুত্র বন্ধুমান্, বন্ধুমানের পুত্র বেগবান্, বেগবানের পুত্র বুধ, বুধের
পুত্র তৃণবিন্দু। তৃণবিন্দুর একটি কন্যা হইয়াছিল, ঐ কন্যার নাম
ইলিবিলা। অলম্বুষা নামে পরম সুন্দরী অঙ্গরা, ঐ তৃণবিন্দুর
সহিত সহবাস করিলেন। তাহাতে বিশাল নামে পুত্র উৎপন্ন
হইল। রাজা বিশাল, বৈশালী নামে পুরী নির্মাণ করিলেন।

বিশালের একটি পুত্র হইল। ঐ পুত্রের নাম হেমচন্দ্র। হেম-
চন্দ্রের পুত্রের নাম সুচন্দ্র। সুচন্দ্র হইতে ধূত্ৰাশ্ব, ধূত্ৰাশ্ব হইতে
অঞ্জয়, অঞ্জয় হইতে সহদেব, সহদেব হইতে ক্রুশাশ্ব, ক্রুশাশ্ব হইতে
সোমদত্ত, উৎপন্ন হইলেন। এই সোমদত্ত দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ
করিয়া ছিলেন। সোম দত্তের পুত্র জনমেজয়, জনমেজয়ের পুত্র
সুমতি, (এই সমস্ত রাজা বৈশালী নগরীতে রাজত্ব করেন) এবং
ইঁহারা বিশালবংশীয় বলিয়া বৈশাল নামে বিখ্যাত হন।^{১৮} এ
বিষয়ে একটি শ্লোক পাঠিত হইয়া থাকে, যথা।—

শ্লোকোহপ্যত্র গীয়তে,—

তৃণবিন্দোঃ প্রসাদেন সর্কে বৈশালকা নৃপাঃ ।

দীর্ঘাঘ্রুষো মহাত্মানো বীৰ্য্যবন্তোহতিধার্মিকাঃ ॥ ১৯ ॥

শর্যাতেঃ কন্যা মুকন্যা নামাভবৎ । যামুপযেমেষে
চ্যবনঃ ।

আনর্তশ্চ নাম ধার্মিকঃ শর্যাতিপুত্রোহভবৎ ।
আনর্তস্থাপি রেবতো নাম পুত্রো জজ্ঞে । যোহসাবানর্ত-
বিবরং বুভুজে, পুরীধ্ব কুশস্থলীমধ্যবাস । রেবতস্থাপি
রেবতঃ পুত্রঃ ককুদ্বী নাম ধর্ম্মাত্মা ভ্রাতৃশতজ্যোষ্ঠো-
হভবৎ । তস্য চ রেবতী নাম কন্যা । তামাদায় কশ্চেন্নমহ-
তীতি ভগবন্তমজযোনিং—প্রফুৎ ব্রহ্মলোকং জগাম ।

তৃণবিন্দুর প্রসাদে বৈশাল ভূপতিগণ, দীর্ঘাঘ্রুঃ মহাত্মা বীৰ্য্য-
শালী ও অতিধার্মিক হইয়াছিলেন ।^{১২}

শর্যাতির একটি কন্যা জন্মিয়াছিল । এই কন্যার নাম মুকন্যা ।
চ্যবন, এই মুকন্যাকে বিবাহ করিলেন । অনন্তর শর্যাতি হইতে
আনর্ত নামে একটি পুত্র উৎপন্ন হইল । আনর্ত অতিধার্মিক
ছিলেন । আনর্তের একটি পুত্র জন্মে, তাহার নাম রেবত । রেবত,
কুশস্থলী নামে নগরীতে অধিষ্ঠান করিয়া আনর্ত-নামক রাজ্য ভোগ
করেন ।

রেবতের একশত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল । তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ
পুত্রের নাম রেবত ও ককুদ্বী । ইনি ধর্ম্মাত্মা ছিলেন । রেবতের
একটি কন্যা হইয়াছিল, তাহার নাম রেবতী ।

রেবত, ঐ কন্যাকে কোন্ পাত্রে সম্প্রদান করা কর্তব্য, এই কথা
জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত ঐ কন্যাকে সমভিব্যাহারে লইয়া ব্রহ্ম-
লোকে ভগবান্ পদ্মযোনির নিকট গমন করিলেন । এই সময় হাহা

তাবচ্ ব্রহ্মণোহন্তিকে হাহা-হুহু-সংজ্ঞাত্যাং গন্ধর্বা-
ভ্যামতিতানং নাম দিব্যং গান্ধর্বমগীয়ত ॥ ২০ ॥

তাবচ্ ত্রিমার্গপরিবর্তৈরনেকযুগপরিবৃতি তিষ্ঠন্নপি
রৈবতকঃ শৃণুন্ মুহূর্তমিব মেনে ॥ ২১ ॥

গীতাবসানে ভগবন্তমজ্জযোনিং প্রণম্য রৈবতকঃ
কন্যাযোগ্যং বরমপৃচ্ছৎ । তঞ্চাহ ভগবান্, কথয়, যো-
হতিমতস্তে বর ইতি । পুনশ্চ প্রণম্য ভগবতে যথাভি-
মতান্ আত্মনঃ স বরান্ কথয়ামাস, ক এষাং ভগবতো-
হতিমতঃ, কস্মৈ কন্যামিমাং প্রযচ্ছামীতি । ততঃ কিঞ্চি-
দবনতশিরাঃ সস্মিতো ভগবানজ্জযোনিরাহ ॥ ২২ ॥

হুহু নামে গন্ধর্বস্য ব্রহ্মার সমীপে অতি মধুর স্বরে দিব্য গান্ধর্ব
গান করিতেছিলেন ।^{১০} এই গানে বড় জ মধ্যম ও গান্ধার স্বর একরূপ
পরিবর্তিত হইতেছিল যে, রৈবতক, সেই স্থানে অবস্থান করিয়া
যতক্ষণ শুনিতেছিলেন, তাহার মধ্যে কত যুগ পরিবর্ত হইয়া গেল,
তথাপি তিনি সেই গত অনেক যুগকে মুহূর্তের ন্যায় বোধ
করিলেন ।^{১১}

যখন সঙ্গীত নিবৃতি হইল, তখন রৈবত, ভগবান্ পদ্মযো-
নিকে প্রণাম করিয়া কন্যার উপযুক্ত বরের কথা জিজ্ঞাসা করি-
লেন । ভগবান্ তাঁহাকে কহিলেন, কোন্ বরে কন্যা দান করা
তোমার অভিপ্রেত ? রৈবত পুনর্বার প্রণাম পূর্বক, কোন্ কোন্
বরে সমর্পণ করা তাঁহার অভিপ্রায়, তাহা ব্যক্ত করিয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন, ভগবন্ ! এই সকল পাত্রের মধ্যে কোন্টী আপনকার
অভিমত ? কাহাকে কন্যা দান করি । অনন্তর ভগবান্ পিতামহ,
কিঞ্চিৎ অবনত মস্তক হইয়া দ্বিষৎ হাস্য পূর্বক কহিলেন ।^{১২} তুমি

যে এতে ভবতোহভিমতাঃ, নৈতেষাং সাম্প্রতম-
পত্যাপত্যসন্ততির্যপ্যবনীতলেহস্তি । বহুনি^১ হি তবাত্রে-
তলাক্ষরং শৃণুতচ্চতুর্য়ুগান্যতীতানি । সাম্প্রতং ভূ-
তলেহৃষ্টাবিশতিতমস্য মনোশ্চতুর্য়ুগমতীতপ্রায়ম, আ-
সন্নো হি তৎকলিঃ, অন্যস্মৈ কন্যারত্নমিদং ভবতৈকা-
কিনা দেয়ম্ ॥ ২৩ ॥

ভবতোহপি মিত্রমগ্নিভূত্যকলত্রবন্ধুবলকোষাদয়ঃ
সমস্তাঃ কালে নৈতে নাত্যন্তমতীতাঃ ॥ ২৪ ॥

পুনরপ্যুৎপন্নসাদ্বসঃ স রাজা ভগবন্তং প্রণম্য পপ্রচ্ছ,
ভগবন্! এবমবস্থিতে মমেষং কস্মৈ দেয়েতি । ততঃ স
ভগুবান্ কিঞ্চিদবনতকঙ্করং ক্রুতাঞ্জলিভূতং সপ্তলোক-
গুরুরজযোনিরাহ ॥ ২৫ ॥

যাহাদের নামোল্লেখ করিতেছে, এক্ষণে তাহাদের কথা দূরে থাকুক,
পৃথিবীতে তাহাদের বংশীয় কোন ব্যক্তিও বিদ্যমান নাই ।
তুমি যে সময় এই স্থানে গাঙ্কর গান শ্রবণ করিতেছিলে, তাহার
মধ্যে বহুসংখ্য চতুর্য়ুগ অতীত হইয়াছে । অধুনা পৃথিবীতে অষ্টা-
বিশতিতম মনুর চতুর্য়ুগ অতীত প্রায় হইয়াছে । অধুনা কলি-
যুগ চলিতেছে । (এক্ষণে তোমার বন্ধু বাঙ্কব কেহই নাই) এখন
তুমি একাকীই অন্য কোন ব্যক্তিকে এই কন্যারত্ন সম্পদান কর ।^{১০}
বহুকাল হইল তোমার বন্ধু বাঙ্কব মন্ত্রী ভূত্য কলত্র সৈন্য কোষ
এতৎমুদায়ই অতীত হইয়াছে ।^{১১}

অনন্তর সেই রাজা সশঙ্ক হইয়া পুনর্বার ভগবান্ ব্রহ্মাকে
প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! যখন ঈদৃশ অবস্থা
উপস্থিত হইয়াছে, তখন এক্ষণে কোন্ ব্যক্তিকে এই কন্যা সম্প্র-

ব্রহ্মোবাচ ।

ন হ্যাদিমধ্যান্তমজস্য যস্য ॥
 বিদ্যো বয়ং সৰ্ব্বগতস্য ধাতুঃ ।
 ন চ স্বরূপং ন পরং স্বভাবং
 ন চৈব সারং পরমেশ্বরস্য ॥ ২৬ ॥
 কলামুহূর্তাদিময়ং কালো
 ন যদ্বিভূতেঃ পরিণামহেতুঃ ।
 অজন্মনাশস্য সমস্তমূর্তে-
 রনামরূপস্য সনাতনস্য ॥ ২৭ ॥
 যস্য প্রসাদাদহমচ্যুতস্য
 ভূতঃ প্রজাসৃষ্টিকরোহন্তকারী ।
 ক্রোধাচ্চ রুদ্রঃ স্থিতিহেতুভূতো
 যস্মাচ্চ মধ্যে পুরুষঃ পরমাত্মা ॥ ২৮ ॥

দান করা কর্তব্য? তখন মণ্ডলোক-গুরু ভগবান্ পদ্মযোনি, কৃত-
 ঞ্জলি পুটে দণ্ডায়মান ও কিঞ্চিৎ অবনত-মস্তক রৈবতককে কহিতে
 লাগিলেন ।^{২৫}

ব্রহ্মা কহিলেন । যিনি জন্মরহিত, আমরা যাঁহার আদি মধ্য
 বা অন্ত জ্ঞাত হইতে সমর্থ নহি, যিনি সৰ্ব্বগত ও সকলের বিধাতা,
 যিনি পরমেশ্বর, আমরা যাঁহার তত্ত্ব, অসাধারণ ধর্ম বা অসাধারণ
 ক্ষমতা অবগত নহি,^{২৬} কলা কাষ্ঠা মুহূর্ত প্রভৃতি কাল দ্বারা
 যাঁহার বিভূতির পরিণাম হয় না। যাঁহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই।
 সমস্ত বস্তুই যাঁহার মূর্তি, যিনি সনাতন, যাঁহার নাম বা রূপ নাই,^{২৭}
 যে অব্যয় পুরুষের অনুগ্রহে আমি জগৎ সৃষ্টি করিতেছি, রুদ্র
 ক্রোধ পূর্বক সংহার করেন ও মধ্যে বিষ্ণু নামক পরমপুরুষ রক্ষা

মজ্জপমাঙ্ঘার স্জজত্যজো যঃ
 স্থিতৌ চ যোহসৌ পুরুষস্বরূপী ।
 রুদ্রস্বরূপেণ চ যোহতি বিশ্বং
 ধত্তে তথানন্তবপুঃ সমস্তম্ ॥ ২৯ ॥
 শক্রাদিরূপী পরিপাতি বিশ্বং
 অর্কেন্দুরূপশ্চ তমো হিনস্তি ।
 পাকায় যোহগ্নিত্বমুপেত্য লোকান্
 বিভর্তি পৃথীবীপূরব্যয়ান্ ॥ ৩০ ॥
 চেষ্টাং করোতি ঋসনস্বরূপী
 লোকস্য তৃপ্তিঞ্চ জলস্বরূপী ।
 দদাতি বিশ্বস্থিতিসংস্থিতস্ত
 সর্বাং বকাশঞ্চ নভঃস্বরূপী ॥ ৩১ ॥

করিতেছেন,^{১৮} যিনি জন্মরহিত, যিনি মদীয় রূপ ধারণ পূর্বক
 ব্রহ্মাণ্ড স্জজন করেন, যিনি পুরুষোত্তম স্বরূপে সমুদায় পালন
 করিয়া থাকেন, যিনি রুদ্র রূপে বিশ্বসংহার করেন, যিনি অনন্তরূপ
 হইয়া সমুদায় ধারণ করিতেছেন,^{১৯} যিনি ইন্দ্রাদি রূপে সৃষ্টি রক্ষা
 করেন, যিনি চন্দ্র সূর্য্য রূপে অঙ্ককার ধূংস করিয়া থাকেন, যিনি
 পাকের নিমিত্ত অগ্নিরূপ ধারণ করিয়া লোক সকল প্রতাপালন
 করিতেছেন, যিনি পৃথিবী-মূর্ত্তি (হইয়া সকলকে ধারণ করেন)
 যিনি অব্যয়,^{২০} যিনি বায়ুরূপ হইয়া প্রবাহিত হইতেছেন, যিনি
 জলরূপে সকলের তৃপ্তি উৎপাদন করেন, যিনি জগতের অবস্থান্নর
 নিমিত্ত আকাশরূপী হইয়া সমুদায় পদার্থকে স্থান প্রদান করিতে-
 ছেন,^{২১} যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়া আপনাকে আপনিই সৃষ্টি করেন,
 যে দেবতা, পালনকর্ত্তা হইয়া আপনাকে আপনি পালন করিয়া-

যঃ সৃজ্যতে সর্গকৃদাত্মনৈব

যঃ পাল্যতে পালয়িতা চ দেবঃ ।

বিশ্বাত্মনঃ সংহ্রিয়তে হস্তকারী

পৃথক্ ন যস্যাস্য চ যোহব্যয়াত্মা ॥ ৩২ ॥

যস্মিন্ জগদ্ যো জগদেতদাদ্যো

যশ্চাশ্রিতোহস্মিন্ জগতি স্বয়ম্ভুঃ ।

স সর্কভূতপ্রভবো ধরিত্র্যাং

স্বাংশেন বিষ্ণুর্নৃপতেহবতীর্ণঃ ॥ ৩৩ ॥

কুশস্থলী যা তব ভূপ ! রম্যা

পুরী পুরাভূদমরাবতীব ।

সাদ্ধারকা সংপ্রতি তত্র চাস্তে

স কেশবাংশো বলদেবনামা ॥ ৩৪ ॥

তস্মৈ ত্র্যমেনাং তনয়াং নরেন্দ্র ।

থাকেন, যিনি স্রষ্টাকারী হইয়া বিশ্বরূপ আপনাকেই সংহার করেন,

যিনি অব্যয়, যাঁহা হইতে পৃথক্ কোন বস্তুই নাই ।^{৩২}

রাজন্ ! যাঁহাতে এই জগৎ অবস্থিতি করিতেছে, যিনি স্বয়ংই জগৎ, যিনি এই জগতের আদি, যিনি এই জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন, যিনি স্বয়ম্ভূ, যাঁহা হইতে সমুদায় প্রাণী উৎপন্ন হয়, সেই বিষ্ণুই স্রী অংশধারা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন ।^{৩৩}

ভূপতে ! পূর্ব কালে কুশস্থলী নামে অমরাবতীর ন্যায় পরম রমণীয় যে তোমার পুরী ছিল, এক্ষণে সেই স্থানে দ্বারকা নামে পুরী সংস্থাপিত হইয়াছে । বিষ্ণু অংশ বলদেব সেই দ্বারকা-পুরীতে অবস্থান করিতেছেন ।^{৩৪} রাজেন্দ্র ! সেই মায়ামনুষ্য বলদেবকে এই কন্যা সম্প্রদান কর । এই কন্যা তাঁহার ভাৰ্য্যা

প্রযচ্ছ মায়ামনুজায় জায়াম্ ।
 শাশ্বো বরোহসৌ তনয়া তবেয়ং
 স্ত্রীরত্নভূতা সদৃশো হি যোগঃ ॥ ৩৫ ॥
 পরাশর উবাচ ।
 ইতীরিতোহসৌ কমলোদ্ভবেন
 ভুবং সমাসাদ্য পতিঃ প্রজানাম্ ।
 দদর্শ হুস্বান্ পুরুষানশেষান্
 অতোজসঃ স্বপ্নবিবেকবীৰ্য্যান্ ॥ ৩৬ ॥
 কুশস্থলীং তাক্ষ পুরীমুপেত্য
 দৃষ্ট্বান্যরূপাং প্রদদৌ স্বকন্যাম্ ।
 • সীরধজায় স্ফটিকাচলাভ-
 বক্ষস্থলায়াতুলধীনরৈন্দ্রঃ ॥ ৩৭ ॥
 উচ্চপ্রমাণামতি তামবেক্ষ্য
 স্বলাঙ্গলাঞ্জেণ স তালকেতুঃ ।

হইবে, তিনিই এক্ষণে শ্রীমদ্রত্নরূপ, এই উভয়ের যোগ হইলে উত্তম স্ত্রীসদৃশ হইবে।”

পরাশর কহিলেন। অনন্তর রাজা, ব্রহ্মা কর্তৃক এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া ভূতলে অবতরণ করিলেন এবং দেখিলেন যে, পৃথিবীর সমুদায় মনুষ্যই ক্রুশাকার, তেজোহীন, অল্প সামর্থ্য-বিশিষ্ট ও সামান্য জ্ঞানসম্পন্ন।^{৩৬} তখন অসীম জ্ঞানশালী ভূপাল, কুশস্থলী নগরীতে উপস্থিত হইয়া নিজ পুরী অনাবিধ দর্শন করিয়া স্ফটিকময় পর্জতের ন্যায় বক্ষঃস্থল বিশিষ্ট বলদেবকে কন্যা প্রদান করিলেন।^{৩৭} বলদেব, সেই কন্যাকে অতিদীর্ঘাকাল দেখিয়া আপনার লাঙ্গলাত্র দ্বারা নত করিয়া (তৎকালীয় মানবীর

বিনাময়ামাস ততশ্চ সাপি
 বভূব সদ্যো বনিতা যথান্যা ॥ ৩৮ ॥
 তাং রেবতীং রৈবতভূপকন্যাং
 সীরায়ুধোহসৌ বিধিনোপযেষে ।
 দত্ত্বা চ কন্যাং স নৃপো জগাম
 হিমাচলং বৈ তপসে ধৃতায়া ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থোহংশে রাজবংশ-
 বর্ণনো নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

ন্যায় খর্কাকৃতি করিয়া) লইলেন । কন্যাও তৎক্ষণাৎ (তৎকালীয়)
 অন্যান্য রমণীর ন্যায় হইল । ৩৮ অনন্তর হলধর, রৈবত রাজকন্যা
 রেবতীকে যথাবিধানে বিবাহ করিলেন । রাজা রৈবতও কন্যা
 সম্প্রদানের পর হিমাচল পর্বতে গমন করিয়া সংযতাত্মা হইয়া
 তপস্যা করিতে লাগিলেন । ৩৯

বিষ্ণুপুরাণ-চতুর্থোহংশ-রাজবংশবর্ণন নামক প্রথম
 অধ্যায় সমাপ্ত ।



বিষ্ণুপুরাণম্ ।

চতুর্থোঃশঃ ।

দ্বিতীয়োঃধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

যাবচ্চ ত্রক্ষলোকাৎ ককুদ্মী রৈবতো নামাভ্যেতি,
তাবৎ পুণ্যজনসংজ্ঞা রাক্ষসাঃ তাম্ অশ্ব পুরীং কুশ-
স্থলীং জম্বুঃ ॥ ১ ॥

তাবচ্চাস্য ভ্রাতৃশতং পুণ্যজনত্রাসাৎ দিশো ভেজে ।
তদনুয়াশ্চ ক্ষত্রিয়াঃ সৰ্ব্বদিক্শু অভবন্ । ধৃষ্টশ্যাপি
ধার্ষ্টক্যে ক্ষত্রং সমভবৎ । নভাগস্তাত্মজো নাতাগঃ
তস্যাম্বরীশো অম্বরীষস্তাপি বিরূপোহভবৎ । বিরূপাৎ
পৃষদশ্চো জজ্ঞে । ততশ্চ রথীতরঃ । তত্রায়ং শ্লোকঃ ।

পরশর কহিলেন । রৈবত ককুদ্মী যে সময় ত্রক্ষলোকে গমন
করিয়াছিলেন, সেই সময় পুণ্যজন-নামক রাক্ষসগণ, কুশস্থলী নামে
তদীয় পুরী ধ্বংস করে ।^১ তাঁহার শত ভ্রাতা তৎকালে পুণ্যজন-
দিগের ভয়ে নানাদেশে পলায়ন করিয়াছিল । এই কারণে সকল-
দিকেই তদ্বংশীয় ক্ষত্রিয়দিগের বাস হইয়াছিল । ধৃষ্ট হইতে
ধার্ষ্টক নামে ক্ষত্রিয়বংশ উৎপন্ন হইল । নভাগের পুত্র নাতাগ,
নাতাগের পুত্র অম্বরীষ, অম্বরীষের পুত্র বিরূপ । বিরূপ হইতে
পৃষদশ্চ, পৃষদশ্চ হইতে রথীতর উৎপন্ন হইলেন । এ বিষয়ে একটা
শ্লোক আছে যে, রথীতর বংশীয়েরা যদিও ক্ষত্রিয়বংশীয়, তথাপি

এতে ক্ষত্রশসূতা বৈ পুনশ্চাঙ্গিরসঃ স্মৃতাঃ ।

রথীতরাণাং প্রবরাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ ॥ ২ ॥

সুবতশ্চ মনোরিক্শাকুস্মাণতঃ পুত্রো জজ্ঞে । তস্য
পুত্রশতপ্রবর। বিকুক্ষি-নিমি-দণ্ডাধ্যাক্তয়ঃ পুত্রাঃ শকুনি-
প্রমুখাঃ পঞ্চাশৎ পুত্রাঃ উত্তরাধারক্ষিতারো বভূবুঃ ।
চত্বারিংশদষ্টৌ চ দক্ষিণাপথে ভূপালাঃ ॥ ৩ ॥

স চ ইক্ষাকুর্ষকায়াম্ উৎপাদ্য শ্রাদ্ধার্হমাংসমান-
য়েতি বিকুক্ষিমাভ্যাপয়ামাস ॥ ৫ ॥

স তথেষি গৃহীতাজ্ঞো বনমভ্যেত্যানেকান্ মৃগান্
হত্বা অতিশ্রান্তোহতিক্রুৎপরিতো বিকুক্ষিরেকং শশম-

(অঙ্গিরা, অনপত্যা রথীতর-ভার্য্যাতে সন্তান উৎপাদন করিতে)
অঙ্গিরা হইতে তাঁহার ক্ষত্রসংশ্লিষ্ট ব্রাহ্মণ হইলেন ।^১

মনু এক দিন হাঁচিয়াছিলেন । তাহাতে তাঁহার নাসিকা
হইতে একটা পুত্র উৎপন্ন হইল । ঐ পুত্রের নাম ইক্ষাকু । ইক্ষাকু
হইতে এক শত একটা পুত্র উৎপন্ন হইল । এই সমুদায় পুত্রের
মধ্যে বিকুক্ষি, নিমি ও দণ্ড, এই তিনটি পুত্র প্রধান । এই একাধিক
শত পুত্রের মধ্যে উক্ত তিন পুত্র ও শকুনি প্রভৃতি পঞ্চাশৎ পুত্র,
উত্তরাপথে রাজা হইলেন । অবশিষ্ট অষ্টচত্বারিংশৎ-সম্ব্য পুত্র,
দক্ষিণাপথে রাজ্য সংস্থাপন করিলেন ।^২

একদা ইক্ষাকু, অষ্টকাশ্রাদ্ধে প্রস্তুত হইয়া বিকুক্ষি নামক পুত্রকে
আজ্ঞা করিলেন যে (তুমি পাশাদির সাহায্য ব্যতীত) স্বয়ং
মৃগবধ করিয়া শ্রাদ্ধোপযোগী মাংস আনয়ন কর ।^৩ বিকুক্ষি তথাস্ত
বলিয়া পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বনে প্রবিষ্ট হইলেন এবং
বহুসম্ব্য মৃগবধ করিয়া সাতিশয় শ্রান্ত ও ক্ষুধায় কাতর হইয়া

ভক্ষয়ৎ শেষঞ্চ মাংসমানীয় পিত্রে নিবেদয়ামাস ।
ইক্ষাকুণাপি ইক্ষাকুকুলাচার্য্যস্তৎপ্রোক্ষণায় বশিষ্ঠঃ
প্রচোদিতঃ গ্রাহ, অলমেনেনামেধ্যেনামিষেণ । দুরাত্মনা-
নেন তে পুত্রেণ এতন্মাংসমুপহৃতং, যতোহনেন শশকো
ভক্ষিতঃ । ততশ্চাসৌ বিকৃষ্ণিঃ গুরুণৈবমুক্তঃ শশাদ-
সংজ্ঞামবাপ, পিত্রাপি চ পরিত্যক্তঃ । পিতর্যুপরতে
চাখিলামেতাং পৃথীং ধম্মতঃ শশাস । শশাদস্য চ
পরঞ্জয়ো নাম পুত্রোহভবৎ ॥ ৬ ॥

ইদঞ্চানাং, পুরা হি ত্রেতায়াং দৈনাসুরমতীব ভীষণং
যুদ্ধমাসীৎ । তত্র চাতিবলিভিরসুরৈরমরাঃ পরাজিতাঃ,

একটা শশক ভক্ষণ করিলেন । অনন্তর তিনি অবশিষ্ট মাংস অর্পণ
করিয়া পিতার নিকট নিবেদন করেন । ইক্ষাকুও সেই মাংস
লইয়া প্রোক্ষণের নিমিত্ত ইক্ষাকু কুলাচার্য্য বশিষ্ঠের নিকট সমর্পণ
করিলেন । বশিষ্ঠ কহিলেন, এই অপবিত্র মাংসে কোন কার্য্য হইবে
না, কারণ এই দুরাত্মা অদীয় পুত্র হইতে এই মাংস উচ্ছিষ্ট হই-
য়াছে । তোমার এই পুত্র একটা শশক ভক্ষণ করিয়াছে । গুরু
এই কথা বলিলে বিকৃষ্ণি, শশাদ নামে বিখ্যাত হইলেন এবং
তাহার পিতাও তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন । অনন্তর কিছু কাল
পরে ইক্ষাকু পরলোক গমন করিলে শশাদ, ধর্ম্মানুসারে সমুদায়
পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন । শশাদের একটা পুত্র হইল,
তাহার নাম পরঞ্জয় ।*

পূর্বকালে ত্রেতাযুগে অসুরগণের সহিত দেবগণের অতীব ভীষণ
সংগ্রাম হইয়াছিল । তাহাতে অসীম বলশালী অসুরেরা দেব-
গণকে পরাজয় করিল । দেবতারা পরাজিত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর

ভগবন্তং বিষ্ণুমাধ্বনাধ্বক্লুঃ । প্রসন্নশ্চ দেবানামনাদি-
নিধনঃ সৰ্বলজ্জগৎপরায়ণো নারায়ণঃ প্রাহ, জ্ঞাতমেব
ময়া যুগ্মাভির্ঘদভিলষিতং, তদর্থমিদং জ্ঞায়তাম্ ॥ ৮ ॥

পরঞ্জয়ো হি নাম শশাদস্য চ রাজর্ষেস্তনয়ঃ ক্লত্রিয়-
বর্ষ্যঃ । তচ্ছরীরেহমংশেন স্বয়মেধাবতীর্য্য তান্ অশে-
ষানসুরান্ নিহনিষ্যামি, তদ্ববুদ্ধিঃ পরঞ্জয়োহসুরবধার্থ্য
ইহ কার্য্যোদ্যোগঃ কার্য্য ইতি । এতং ক্রত্বা প্রণম্য
ভগবন্তং বিষ্ণুমমরাঃ পরঞ্জয়সকাশমাজঘুঃ ॥ ৯ ॥

উচুশ্চৈনম্, ভো ভোঃ ক্লত্রিয়বর্ষ্য ! অস্মাভিরভ্যর্থি-
তেন ভবতা অস্মাকমরাতিবধোদ্যতানাং সাহায়কং
কৃতমিচ্ছামঃ ॥ ১০ ॥

আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । সমুদায় জগতের একমাত্র গতি
অনাদি অনন্ত দেব নারায়ণ প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, তোমাদের
যাহা অভিপ্রেত, তাহা আমি অবগত আছি । তদ্বিষয়ে আমি যাহা
বলিতেছি, শ্রবণ কর । ৮ শশাদ নামক রাজর্ষির পুত্রের নাম পর-
ঞ্জয় । তিনি এক্ষণে ক্লত্রিয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । আমি স্বীয় অংশদ্বারা
তদীয় শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সমুদায় অসুর বধ করিব । অত-
এব পরঞ্জয় যাহাতে অসুর বধের নিমিত্ত যুদ্ধারম্ভ করেন, তদ্বিষয়ে
তোমরা যত্নবান্ হও ।

দেবগণ এই কথা শ্রবণ পূর্বক ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া
রাজা পরঞ্জয়ের নিকট গমন করিলেন, ৯ এবং কহিলেন, অহে
ক্লত্রিয়শ্রেষ্ঠ ! আমরা শত্রু সংহারের উদ্যোগ করিতেছি, এক্ষণে
তোমার নিকট প্রার্থনা করি, তুমি শত্রু বিজয় বিষয়ে আমাদের
সাহায্য কর । ১০ আমরা তোমার নিকট অভ্যাগত হইয়াছি, আমা-

ভদ্ভবতা অস্মাকমভ্যাগতানাং প্রণয়ভঞ্জন কার্য্যঃ ।
ইত্যুক্তঃ পরঞ্জয়ঃ প্রাহ, সকলত্রৈলোক্যনাথো যোঃস্বং
যুগ্মাকমিত্রঃ শতক্রতুঃ, অস্মদ্যদ্যহং স্কন্ধমারুঢ়ো যুগ্মদ-
রাতিভিঃ সহ যোৎসে, তদাহং ভবতাং সহায়ঃ । ইত্যো-
কণ্য সমস্তদেবৈরিভ্রঞ্জন চ বাচমিত্যেবমবীক্ষিতম্ ॥১১ ॥

ততশ্চ শতক্রতোরূষভরূপধারিণঃ ককুৎস্থো হর্ষসম-
ন্বিতো ভগবতশ্চরাচরগুরোরচ্যুতস্য তেজসাপ্যায়িতো
দেবাস্থরসংগ্রামে সমস্তানিব অস্থরান্ নিজঘান । যতশ্চ
রূষভককুৎস্থেন রাজ্ঞা নিসৃদিতমস্থরবলম্, ততশ্চাসৌ
ককুৎস্থসংজ্ঞামবাপ ॥ ১২ ॥

দেব সহিত প্রণয় ভঙ্গ করা তোমার উচিত কার্য্য হইতেছে-
দেবগণ এই কথা বলিলে পুরঞ্জয় উত্তর করিলেন, যিনি ত্রিলোকের
অধীশ্বর, যিনি তোমাদের ইন্দ্র, যিনি শতক্রতু নামে বিখ্যাত,
তিনি যদ্যপি আমাকে স্কন্ধে আরোহণ করাইয়া (সংগ্রাম ভূমিতে
লইয়া যান) তাহা হইলে আমি আপনাদের শত্রুগণের সহিত
যুদ্ধ করিতে এবং আপনাদের সহায় হইতে পারি । সমুদায়
দেবগণ ও ইন্দ্র, এই কথা শ্রবণ করিয়া তথাস্তু বলিয়া সম্মত
হইলেন ।^{১১}

অনন্তর শতক্রতু রূষভ রূপ ধারণ করিলেন । পুরঞ্জয় তাঁহার
ককুৎস্থ হইয়া প্রহুটী হৃদয়ে দেবাস্থরের সংগ্রাম ভূমিতে অবতীর্ণ
হইলেন । তিনি চরাচরগুরু ভগবান্ অচ্যুতের তেজোদ্বারা পরি-
বর্জিততেজা হইয়া সমস্ত অস্থর বিনাশ করিলেন । তিনি রূষ-
ভের ককুৎস্থ হইয়া অস্থর বল সংহার করাতে ককুৎস্থ নামে
বিখ্যাত হইলেন ।^{১২} ককুৎস্থের পুত্র অনেকাঃ । অনেকা হইতে পৃথু,

ককুৎস্থস্যাপ্যনেনাঃ পুত্রোহভূৎ । অনেনসঃ পৃথুঃ,
পৃথোর্বিশ্বগম্বঃ, তস্য চার্ভোহভূৎ, অর্ভস্ত যুবনাশ্বঃ *
তস্ত্র আবস্তঃ, যঃ আবস্তীং পুরীং নিবেশয়ামাসঃ ।
আবস্তস্ত্র বৃহদশ্বস্তস্যাপি কুবলয়াশ্বঃ † যোহসাবুতঙ্কস্য
মহর্ষেরপকারিণং ধুক্কু নামানমসুরং বৈষ্ণবেন তেজসা-
প্যায়িতঃ পুত্রসহস্রৈরেকবিংশতিভিঃ পরিবৃত্তো জঘান,
ধুক্কুমারসংজ্ঞামবাপ । তস্য চ সমস্তা এব পুত্রা ধুক্কুমুখ-
নিঃশ্বাসাগ্নিনা বিপ্লুষ্ঠা বিনেশুঃ ॥ ২২ ॥

দৃঢ়াশ্ব-চন্দ্রাশ্ব-কপিলাশ্বাস্ত্রয়ঃ কেবলমবশেষিতাঃ ।
দৃঢ়াশ্বাং বার্ষাশ্বঃ, ‡ তস্মাৎনিকুন্তঃ, নিকুন্তাং সংহতাশ্বঃ,

পৃথু হইতে বিশ্বগম্ব, বিশ্বগম্ব হইতে আর্ভ। আর্ভ হইতে যুবনাশ্ব,
যুবনাশ্ব হইতে আবস্ত উৎপন্ন হইলেন। এই আবস্ত, আবস্তী
নাম্নী পুরী সংস্থাপিত করেন। আবস্তের পুত্র বৃহদশ্ব, বৃহদশ্বের
পুত্র কুবলয়াশ্ব। কুবলয়াশ্ব, বিষ্ণুতেজোদ্বারা প্ররুদ্ধতেজা হইয়া
মহর্ষি উত্কলের অপকারী ধুক্কু নামক অসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন।
ধুক্কু বিনাশ কালে তিনি এক বিংশতি সহস্র পুত্রে পরিবৃত্ত হইয়া
যুদ্ধযাত্রা করেন। ইনি, ধুক্কু বিনাশ করিয়া ধুক্কুমার নামে বিখ্যাত
হইলেন। তাঁহার প্রায় সমুদায় পুত্র, ধুক্কুর ফুৎকারোখিত অগ্নি-
দ্বারা দগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হইল পরন্তু কেবল দৃঢ়াশ্ব চন্দ্রাশ্ব ও কপি-
লাশ্ব, এই তিনটীমাত্র পুত্র অবশিষ্ট রহিল।

“দৃঢ়াশ্বের পুত্র বার্ষাশ্ব, বার্ষাশ্বের পুত্র নিকুন্ত, নিকুন্তের পুত্র

* . তস্য চার্ভোহভূৎ, অর্ভিস। যুবনাশ্বঃ ইতি পাঠান্তরম ।

† কুবলয়াশ্বঃ ইতি কেচিৎ পাঠান্তি ।

‡ দৃঢ়াশ্বং বার্ষাশ্বঃ ইতি বা পাঠনীয়ম্ ।

ততশ্চ কৃশাশ্বঃ, তস্মাৎ প্রসেনজিৎ, ততো যুবনাশ্বোহ-
ভবৎ । তস্মাৎ চাপুত্রস্যাতিনির্বেদাৎ মুনীনাংমাশ্রমমণ্ডলে
নিবসতঃ রূপালুভিশ্চৈশ্বর্যনিভিরপত্যোৎপাদনায় ইচ্চিঃ
কৃত্য । তস্মাৎ মধ্যরাত্রে নিবৃত্তায়াং মন্ত্রপুতজলপূর্ণ-
কলসং বেদিমধ্যে নিবেশ্য তে মুনয়ঃ সুষুপুঃ ॥ ১৩ ॥

তেষু চ সুষুপু অতীব তৃপ্তপরীতঃ স ভূপালস্তমাশ্রমং
বিবেশ, সুষুপুঃ চ তানুযীন্ নৈবোৎথাপয়ামাস ॥ ১৪ ॥

তচ্চ কলসজলম্ অপরিমোমাহাত্ম্যং মন্ত্রপুতং
পাপো । প্রবুদ্ধাশ্চ ঋষয়ঃ পপ্রচ্ছুঃ, কেনৈতন্মন্ত্রপুতং বারি-
সংহতাস্থ, সংহতাস্থ হইতে কৃশাশ্ব, কৃশাশ্ব হইতে প্রসেনজিৎ,
প্রসেনজিৎ হইতে যুবনাশ্ব উৎপন্ন হইলেন । যুবনাশ্বের পুত্র
উৎপন্ন না হওয়াতে তিনি নির্বেদযুক্ত হইয়া মুনিগণের অশ্রম-
মণ্ডলে বাস করিতে লাগিলেন । একদা মুনিগণ রূপালুহৃদয়
হইয়া তাঁহার সম্ভান উৎপাদনের নিমিত্ত পুত্রেষ্টির অনুষ্ঠান
করিলেন । অর্দ্ধরাত্রি অতীত হইলে যাগ সমাপ্ত হইল । তখন
মুনিগণ মন্ত্রপুত জলপূর্ণ কলস বেদিমধ্যে সংস্থাপন করিয়া
শয়ন করিলেন ।^{১৩}

যখন মুনিগণ নিদ্রিত হইলেন, তখন রাজা যুবনাশ্ব তৃষ্ণাক্ত
হইয়া আশ্রম মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন যে, ঋষিগণ
সকলেই নিদ্রাভিভূত হইয়াছেন । তখন তিনি ঋষিদিগকে
উত্থাপিত না করিয়া সেই মন্ত্রপুত অসীমমাহাত্ম্য-যুক্ত কলসুহ
জল পান করিলেন ।^{১৪}

অনন্তর (প্রাতঃকালে) যখন ঋষিগণ প্রবুদ্ধ হইলেন, তখন
তাঁহারা সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন যে, কোন্ ব্যক্তি
এই মন্ত্রপুত জল পান করিল ? এই জল পান করিলে রাজা যুবনা-

পীতম্? অত্র হি পীতে রাজোহস্য যুবনাশ্বস্য পত্নী
মহাবলপরাক্রমঃ পুত্রঃ জনয়িষ্যতি। ইতাকর্ণ্য স
রাজা, অজানতা ময়া পীতম্ ইত্যাহ ॥ ১৫ ॥

গৰ্ভশ্চ যুবনাশ্বোদরেহভবৎ। ক্রমেণ চ বরুধে।
প্রাপ্তসময়শ্চ দক্ষিণং কুক্ষিমবনীপতেনির্ভিদ্য নিশ্চ-
ক্রাম, ন চাসৌ রাজা মমার ॥ ১৬ ॥

জাতো নান্মৈষ কং ধাস্যতীতি তে মুনয়ঃ প্রোচুঃ ॥১৭॥

অথাগম্য দেবরাড়ব্রবীৎ, মাময়ং ধাস্যতীতি। ততো
মাক্ষাতা নামতোহভবৎ। বক্ত্রে চাস্য প্রদেশিনী দেব-
রাজেন ন্যস্তা, তাং পপৌ। তাঞ্চামৃতস্রাবিণীমাসাদ্য

ঐহ পত্নী মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র প্রসব করিত। ইহা শুনিয়া
রাজা কহিলেন, আমি না জানিয়াই ইহা পান করিয়াছি।^{১৫}
কিছু দিন পরে রাজা যুবনাশ্বের গৰ্ভ হইল। গৰ্ভ, দিন দিন বৃদ্ধি
প্রাপ্ত হইতে লাগিল। যখন প্রসব সময় উপস্থিত হইল, তখন
রাজার দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করিয়া সন্তান নিঃসৃত হইল কিন্তু
তাহাতে রাজার মৃত্যু হইল না।^{১৬} পুত্র জন্মিবামাত্র ঋষিগণ
কহিলেন, এই পুত্র কাহার স্তন বা কি পান করিবেক।^{১৭} এই
সময় দেবরাজ আসিয়া কহিলেন “অয়ং মাং ধাতা” আমি ইহাকে
পান করাইব। ইহাতেই ঐ বালক মাক্ষাতা নামে বিখ্যাত হইলেন।
অনন্তর দেবরাজ, বালকের মুখে স্বীয় তর্জ্জনী অর্পণ করিলেন।
বালক তাহা পান করিতে লাগিলেন। পরে মাক্ষাতা ঐ অমৃত-
স্রাবিণী অঙ্গুলি পান করিয়া এক দিবসের মধ্যেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত
হইলেন। অনন্তর তিনি রাজচক্রবর্তী হইয়া সপ্তদ্বীপা পৃথিবী
ভোগ করিতে লাগিলেন। এ বিষয়ে একটী শ্লোক আছে যে, যে

পীত্বা চাহৈব ব্যবহৃত । স তু মাক্ষাতা চক্রবর্তী সপ্ত-
দ্বীপাং মহীং বুভুজে । ভবতি চাত্র শ্লোকঃ ।

যাবৎ সূর্য্য উদেতি স্য যাবচ্ প্রতিতিষ্ঠতি ।

সর্ব্বং তদ্যৌবনাশ্বস্ত্য মাক্ষাতুঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে ॥ ১৮ ॥

মাক্ষাতা চ শশবিন্দুদুহিতরং বিন্দুমতীমুপাষমে,
পুরুকুৎসম্ অম্বরীষং মুচুকুন্দঞ্চ তস্মাগপত্যত্রমুৎপাদয়া-
মাস । পঞ্চাশচ্চ দুহিতরস্তস্য নৃপতের্বভূবুঃ ।

বহুচশ্চ সৌভরির্নাম ঋষিরন্তর্জলে দ্বাদশাং
কালমুদাস ॥ ১৯ ॥

তত্র চান্তর্জলে সংমদনামাতিবহুপ্রজোহতিপ্রমাণে
মীনাধিপতিরামীৎ । তস্য পুত্রপৌত্রদৌহিত্রাঃ পার্শ্বতঃ

স্থলে সূর্য্য উদিত হন ও যে স্থলে সূর্য্য অস্ত গমন করেন, তন্মধ্য-
বর্ত্তী সমুদায় স্থানই যুগনাশ্ব-তনয় মাক্ষাতার অধিকৃত বলিয়া
কথিত আছে ।^{১৮}

এই মাক্ষাতা, রাজা শশবিন্দুর কন্যা বিন্দুমতীকে বিবাহ
করিলেন । তিনি বিন্দুমতীর গর্ভে পুরুকুৎস, অম্বরীষ ও মুচুকুন্দ,
এই তিনটি পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন । পরে তাঁহার পঞ্চাশটি
কন্যা উৎপন্ন হইল ।

এই সময় সৌভরি নামে কোন ঋগ্বেদী ঋষি (তপস্যার্থ) দ্বাদশ
বৎসর জল মধ্যে বাস করিতেছিলেন^{১৯} (ঋষি যে জলে তপস্যা
করিতেছিলেন) সেই জলে সংমদ নামক একটি প্রকাণ্ড মৎস্যরাজ
অবস্থান করিত । তাহার অনেক শুলি সন্তানসন্ততি ছিল । ঐ
মৎস্যরাজের পুত্র পৌত্র ও দৌহিত্রগণ, তাহার পার্শ্বে পৃষ্ঠে বক্ষঃ-
স্থলে পুচ্ছে ও মস্তকের উপর ভ্রমণ করিয়া দিবারাত্র তাহার সহিত

পৃষ্ঠতোহত্রতো বক্ষঃপুচ্ছশিরসাঞ্চোপরি ভ্রমন্তস্তেনৈব
সহানর্নশমতিনির্বতা রেমিরে । স চাপি তৎস্পর্শোপচীয-
মানহর্ষপ্রকর্যো বহুপ্রকারং তস্যর্ষেঃ পশ্যতঃ তৈরাভুজ-
পৌত্রদৌহিত্রাদিভিঃ সহানুদিবসং বহুপ্রকারং রেমে ।
অথান্তুর্জলাবস্থিতঃ স সৌভরিরেক্ষেত্রাতাসমাধানমপ-
হায়ানুদিনং * তৎ তস্য মৎস্যস্তাভুজপৌত্রদৌহিত্রা-
দিভিঃ সহাতিরমণীয়ং ললিতমবেক্ষ্যাচিন্তয়ৎ ॥ ২০ ॥

অহো ! ধন্যোহয়ন্ ঈদৃশমপি অনভিমতং যোন্যন্তর-
ম্বাপ্য এভিরাভুজপৌত্রাদিভিঃ সহ রমমাণোহতীবা-
স্মাকং স্পৃহামুৎপাদয়তি, বয়মপ্যেবং † পুত্রাদিভিঃ

স্বপ্নে ক্রীড়া করিত । তাহাদের স্পর্শে মৎস্যরাজেরও
স্বমহান্ আনন্দ বর্দ্ধিত হইতে থাকিত । সেই মহর্ষি সৌভরির
সম্মুখেই মৎস্যরাজ প্রতিদিন পুত্র পৌত্র দৌহিত্রাদির সহিত
নানা প্রকার ক্রীড়া করিত ।

অনন্তর জলমধ্যস্থিত সৌভরি, তপস্যায় একাগ্ররূপে চিন্তা সমা-
হিত রাখিতে সমর্থ হইলেন না । তিনি প্রতিদিন ঐ মৎস্যরাজের,
পুত্রপৌত্র দৌহিত্রাদির সহিত অতি মনোহর ক্রীড়া সন্দর্শন
করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, ২° এই মৎসাই ধন্য ! এই মৎস্য
ঈদৃশ অনভিমত মীন যোনিতে উৎপন্ন হইয়াও এই সকল পুত্র
পৌত্রাদির সহিত ক্রীড়া করাতে আমারও লোভ জন্মাইয়া
দিতেছে । আমার ইচ্ছা হইতেছে যে, আমিও পুত্র পৌত্রাদির
সহিত এইরূপে ক্রীড়া করি । মহর্ষি এইরূপ পর্যালোচনা করিয়া

* অপাস্য সোহনুদিবসম্ ইতি পাঠান্তরম্ ।

† অস্মৎস্পৃহামুৎপাদয়তি, অপি চ বয়মপ্যেবম্ ইতি বা পাঠ্যতাম্ ।

সহ রময়িষ্যামঃ * । ইত্যেবমভিসমীক্ষ্য স তস্মাদন্তর্জ-
লান্নিক্রম্য নিবেষ্টুকামঃ কন্যার্থং মাক্ষাতারং রাজা-
নমগচ্ছৎ । ২১ ॥

অথাগমনশ্রবণসমনন্তরং চোৎথায় তেন রাজ্ঞা সম্যাক
অর্ঘ্যাদিনা পূজিতঃ ক্রীতাসনপরিগ্রহঃ সৌভরিরুবাচ ।

নির্দেষ্টু কামোহস্মি নরেন্দ্র ! কন্যাং

প্রযচ্ছ মে মা প্রণয়ং বিভাঙ্ক্ষীঃ ।

ন হর্থিনঃ কার্যবশাভ্যাপেতাঃ

ককুৎস্থগোত্রৈ বিমুখাঃ প্রয়ান্তি ॥ ২২ ॥

অন্যেহপি সন্ত্যেব নৃপাঃ পৃথিব্যাং

• ক্ষাপাল ! যেবাং তনয়াঃ প্রভূতাঃ ।

সেই জলমধ্য হইতে উখিত হইলেন । পরে তিনি উপভোগ
কামনায় কন্যা প্রার্থনার অভিলাষে রাজা মাক্ষাতার নিকট গমন
করিলেন ।^{২১}

রাজা যখন শুনিলেন যে, মহর্ষি সৌভরি তাঁহার নিকট আগমন
করিয়াছেন, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ গত্রোত্থান করিয়া পাদ্য অর্ঘ্যাদি
দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন । পরে সৌভরি আসন পরিগ্রহ
করিয়া রাজাকে কহিলেন । নরেন্দ্র ! আমি বিষয় ভোগ করিতে
অভিলাষী হইয়াছি । আমাকে একটি কন্যা প্রদান করুন । আমার
প্রণয় ভঙ্গ করিবেন না । (আমরা অবগত আছি) ককুৎস্থ গোত্রের
কোন কার্যের নিমিত্ত কোন বাচক উপস্থিত হইলে কখনই বিমুখ
হইয়া যায় না ।^{২২} ভূপাল ! এই পৃথিবীতে অন্যান্য বহু-সম্রা-
জা আছেন । তাঁহাদের প্রভূত সন্তানও আছে পরন্তু আপনা-

* রমিষ্যাম ইতি রময়িষ্যামহে ইতি বা পাঠঃ ।

কিন্তুর্থিনামর্থিতদানদীক্ষাক্লুত-

ব্রতং শ্লাঘ্যমিদং কুলং ত্বে ॥ ২৩ ॥

শতান্বিতসংখ্যাস্তব সন্তি কন্যাঃ

তাসাং মমৈকাং নৃপতে! প্রয়চ্ছ ।

যৎ প্রার্থনাতত্ত্বভরাদিভেদমি

তস্মাদহং রাজবরাতিদুঃখাং ॥ ২৪ ॥

পরশর উবাচ । ইতি ঋষিবচনমাকর্ণ্য স রাজা জরাজর্জরিতদেহং তম্ ঋষিমালোক্য প্রত্যাখ্যানকাত্তরস্তস্মাচ্চ ভগবতঃ শাপতো বিভ্যাৎ কিঞ্চিদধোমুখশ্চিরং দধেয়া ॥

ঋষিরুবাচ ।

নরেন্দ্র ! কস্মাৎ সমুপৈষি চিন্তাম্ *

দেব এই ককুৎস্থ বংশীয়েরাই যাচকদিগের প্রার্থিত বস্তু দানে দোষিত এবং একমাত্র আপনারাই এই শ্লাঘ্য ব্রত ধারণ করিয়া আছেন ।^{২৩} ভূপতে ! আপনকার পঞ্চাশটি কন্যা আছে । আপনি তাহাদের মধ্যে একটি আমাকে দান করুন । রাজশ্রেষ্ঠ ! আমার মনে প্রার্থনা তজ্জের ভয় হইতেছে । প্রার্থনাতত্ত্ব অতীব দুঃখজনক (এজন্য আমি একটীর অধিক কন্যা প্রার্থনা করিতে পারিলাম না) ।^{২৪}

পরশর কহিলেন । রাজা, ঋষির এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক তাঁহাকে জরাজর্জরিত-কলেবর দেখিয়া (কন্যা সম্প্রদানে অসম্মত হইয়াও) প্রত্যাখ্যান করিলে পাছে সেই ভগবান্ মহর্ষি শাপ প্রদান করেন, এই ভয়ে ভীত হইয়া প্রত্যাখ্যান করিতে না পারিয়া কিঞ্চিৎ অধোবদন হইয়া অনেক ক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন ।

* নরেন্দ্র ! কস্মাৎ সমুপৈষি চিন্তাম্ ইতি বা পাঠঃ ।

অশক্যমুক্তং ন ময়াত্র কিঞ্চিৎ ।

যাবশ্যদেয়া তনয়া তয়ৈব

কৃতার্থতা নো যদি কিং ন লব্ধম্ ? ॥ ২৫ ॥

পরশর উবাচ ।

অথ তস্য শাপভীতঃ সপ্রশ্নমুবাচাসৌ রাজা ॥

রাজোবাচ ।

ভগবন্ ! অস্বৎকুলস্থিতিরিয়ং য এব কন্যায়া অভি-
কুচিতোহভিজনবান্ বরস্তস্মৈ কন্যা প্রদীয়তে । ভগ-
বদ্ভাচ্ঞা চাস্মন্ননোরথানামপ্যাগোচরবর্তিনী কথমপ্যেযা
সংজাতা, তদেবনবস্থিতে ন বিদ্বাঃ কিং কুর্ম ইতি,
তন্নয়া চিন্ত্যত * ইত্যভিহিতে তেন ভূভুজা মুনির-

ঋষি কহিলেন । ভূপতে ! আপনি কিজন্য চিন্তিত হই-
তেছেন ? আমি আপনাকে কোন অসাধ্য কর্মে নিয়োগ করি নাই ।
আপনকার কন্যা অবশ্যই কোন না কোন পাত্রের সম্প্রদান করিতে
হইবে । যাহা অবশ্য দান করিতে হইবে, তাহা আনাদিগকে দিয়া
যদি চরিতার্থ হন, তাহা হইলে আপনকার কি লাভ না হইল ?^{২৫}

পরশর কহিলেন । 'অনন্তর রাজা সেই মহর্ষির শাপে ভীত
হইয়া বিনয় পূর্বক কহিলেন, (রাজা কহিলেন) ভগবন্ ! 'আমা-
দের বংশের এই নিয়ম আছে যে, কন্যা যে কোন কুলশীলসম্পন্ন
বরকে মনোনীত করিবে, তাহাকেই কন্যা সম্প্রদান করিব । আপুনি
যে কন্যা প্রার্থনা করিবেন, তাহা আমাদের মনোরথেরও অগোচর ।
পরন্তু যে কোন কারণে আপনি এক্ষণে যাচ্ঞা করিতেছেন । ঐচ্ছ্য
অবস্থায় আমি যে কি করিব ? তাহা বিবেচনা করিয়া উঠিতে পারি-

চিন্তয়ৎ । অহো ! অন্নমন্যোহস্মৎপ্রত্যাখ্যানোপায়ঃ ।
বৃদ্ধোহয়ম্ অনভিমতঃ স্ত্রীণাং কিমুত কন্যানামিতি ।
অমুনা সঞ্চিন্ত্যৈতাবমভিহিতম্ ॥ ২৬ ॥

এবমস্ত তথা করিষ্যামীতি সংচিন্ত্য মাক্ষাতারম্
উবাচ ॥ ২৭ ॥

যদ্যেবং তদাদিশ্যতামস্মাকং প্রবেশায় কন্যাস্তঃ-
পুরবর্ষধরঃ * ॥ ২৮ ॥

যদি কন্যৈব কাচিন্মামভিলষতি তদাহং দারপরিগ্রহং †
করিষ্যামীতি, অন্যথা চেৎ, তদলমস্মাকং এতেনা-

তেহি না । এই জন্যই আমি চিন্তা করিতেছি । রাজা এই কথা
বলিলে মুনি ভাবিতে লাগিলেন যে, দেখিতেছি, এইটি আমাকে
প্রকারান্তরে প্রত্যাখ্যান করিবার উপায় ! (ইনি বিবেচনা করি-
য়াছেন) এই ব্যক্তি বুদ্ধ, ইনি কন্যাদের মনোনীত হওয়া দূরে থাকুক
স্ত্রীলোক মাঝেই ইহাকে মনোনীত করিবে না । এইরূপ ভাবিয়াই
রাজা আমাকে এইরূপ বাক্য বলিয়াছেন । ২৬ তখন সৌভরি চিন্তা
করিয়া, এক্ষণে স্বীকার করা যাউক, ইহাতে এইরূপ প্রতীকার করিব,
এই প্রকার (মনে মনে উপায় উদ্ভাবন করিয়া) মাক্ষাতাকে কহি-
লেন । ২৭ যদি এইরূপ (আপনকার কুলচ্যার থাকে) তাহা
হইলে আমাকে কন্যাস্তঃপুরে প্রবেশ করাইবার নিমিত্ত কন্যাস্তঃ-
পুরের কঞ্চুকীকে আজ্ঞা করুন । ২৮ যদি আপনকার কোন কন্যা
আমাকে মনোনীত করেন, তাহা হইলে আমি দার পরিগ্রহ করিব,
যদি মনোনীত না করেন, তাহা হইলে আমারও যৌবন অতিক্রম

* অস্মাকং কন্যাস্তঃপুরপ্রবেশায় বর্ষধরঃ ইত্যপি পাঠঃ ।

† দারসংগ্রহম্ ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ ।

ভীতকালারন্ত্ৰেণ, ইত্যুক্ত্বা বিব্রতাম । ততশ্চ মাক্ষাত্ৰা
মুনিশাপশঙ্কিতেন . কন্যাস্তঃপুৰবৰ্ষধরঃ সমাজ্ঞপ্তঃ ।
কন্যাস্তঃপুৰং প্রবিশন্তেব ভগবানখিলসিদ্ধগন্ধৰ্বমন্ম-
ষোভোহতিশয়েন কমনীয়ং রূপমকরোৎ । প্রবেশ্য চ
তন্ ঋষিস্তঃপুৰবৰ্ষধরঃ* তাঃ কন্যাকাঃ প্রাহ, ভবতীনাং
জনয়িতা মহারাজঃ সমাজ্ঞাপয়তি, অয়মস্মান্ ব্রহ্মর্ষিঃ
কন্যার্থী সমভ্যাগতঃ, ময়া চাস্ম প্রতিজ্ঞাতং, যদ্যস্মৎ-
কন্যকা কাচিদ্ ভগবন্তং বরয়তি, তৎকন্যায়াম্ছন্দে
নাহং পরিপন্থানং করিষ্যামি, ইত্যাকৰ্ণ্য সৰ্বা এব

করিয়া বৃদ্ধিক্যাবস্থায় এ উদ্যোগের আর আবশ্যকতা নাই । ঋষি
এই কথা বলিয়া মৌন অবলম্বন করিলেন ।

অনন্তর মাক্ষাত্ৰ মুনিশাপভয়ে ভীত হইয়া কন্যাস্তঃপুৰের কঞ্চু-
কীর প্রতি আদেশ করিলেন । ভগবান্ মৌভরি, কন্যাস্তঃপুৰে
প্রবেশ করিতে করিতে সমুদায় সিদ্ধ গন্ধৰ্ব এবং মনুষ্য হইতেও
সাতিশয় রমণীয় রূপ ধারণ করিলেন । স্তঃপুৰস্থ কঞ্চুকা, সেই
ঋষিকে স্তঃপুৰে প্রবেশ করাইয়া রাজকন্যাদিগকে কহিল, আপ-
নাদের পিতা মহারাজ আজ্ঞা করিতেছেন যে, এই ব্রহ্মর্ষি, কন্যা
প্রার্থনায় আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন । আমি ইঁহার নিকট
প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, যদি আমার কোন কন্যা আপনাকে বরণ
করে, তাহা হইলে আমি সেই কন্যার স্বাধীন-ভাবে পরিপন্থী
হইব না । (অতএব যদ্যপি তোমাদের মধ্যে কাহারো অভিৰুচি
হয়, এই ঋষিকে পতিত্বে বরণ করিতে পার, তাহাতে আমার
আপত্তি নাই ।) রাজকন্যারা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই

* যত্র বৰ্ষধরণশব্দস্তত্রৈব বৰ্ষবরণশব্দঃ পুস্তকান্তরে লভ্যতে ।

তাঃ কন্যাকাঃ সানুরাগাঃ সমন্থাঃ করেণব ইবেভযুথ-
পতিং তম্ ঋষিমহমহমিকরা বরয়াম্ভূবুঃ, উচুশ্চ ॥ ২৯ ॥

অলং ভগিন্যোহ্ৰিম্মং বৃণোমি

বৃতো ময়া, নৈব তবানুরূপঃ ।

মমৈব ভর্তা বিধিনৈষ সৃষ্টঃ

সৃষ্টীহমস্তোপশমং প্রয়াহি ॥ ৩০ ॥

বৃতো ময়ায়ং প্রথমং ময়ায়ং

গৃহং বিশালৈব বিহন্যসে কিম্ ? ।

ময়া ময়েতি ক্ষিতিপাত্তজানাং

তদর্থমত্যর্থকলিৰ্ভূব ॥ ৩১ ॥

সানুরাগা ও সকামা হইল। করেণুগণ যেমন যুথপতিকে বেঁটন করে, তাহার ন্যায় রাজকন্যারা সকলেই, আমি অগ্রে আমি অগ্রে এই কথা বলিয়া সেই ঋষিকে পতিত্বে বরণ করিলেন।^{২৯} তাঁহারা পরস্পর কহিতে লাগিলেন, ভগিনীগণ! তোমরা বৃথা কেন (চেষ্টা কর,) আমি ইহাকে পতিত্বে বরণ কুরিতেছি। আমি পূর্বে মনে মনে ইহাকে বরণ করিয়াছিলাম। বিশেষতঃ ইনি তোমার অনুরূপ নহেন। বিধাতা ইহাকেই আমার ভর্তা-স্বরূপ নির্মাণ করিয়াছেন এবং আমিও ইহার ভার্যাস্বরূপ নির্মিতা হইয়াছি। অতএব তোমরা ক্ষান্ত হও।^{৩০} (কেহ বলিলেন।) আমিই ইহাকে প্রথমতঃ বরণ করিয়াছি। (কেহ কহিলেন) ইনি যখন গৃহে প্রবিষ্ট হন, তখনই আমি ইহাকে বরণ করিয়াছিলাম, তোমরা কেন এক্ষণে ব্যাঘাত করিতেছ। এইরূপ রাজকন্যারা সকলেই আমি বরণ করিয়াছি, আমি বরণ করিয়াছি, এই কথা বলাতে তজ্জন্য সাতিশয় বিবাদ হইতে লাগিল।^{৩১} এইরূপে

যদা তু সর্ক্সাভিরতীব হৃদাৎ

ধৃতঃ স কন্যাভিরনিন্দ্যকৌর্তিঃ ।

তদা স কন্যাধিক্রুতো নৃপায়

যথাবদাচষ্ট বিনম্রমূর্তিঃ ॥ ৩২ ॥

তদবগমাৎ, কিশৌতৎ ? কথয় কিং করোমীতি কিং
ময়াভিহিতমিত্যাকুলমতিরনিচ্ছন্নপি কথমপি রাজানু-
মেনে । কৃতানুরূপবিবাহশ্চ মহর্ষিঃ সকলা এব তাঃ কন্যাঃ
স্বমাশ্রমমনয়ৎ । তত্র চাশেষশিগ্পিশিগ্পাপ্রণেতারং
বিধাতারমিবান্যং বিশ্বকর্মাণমাহূয় সকলকন্যানামে-
যখন সমুদায় রাজকন্যাই সেই যশোভাজন মহর্ষিকে সাতিশয়
প্রীতিসহকারে বরণ করিতে লাগিলেন, তখন কন্যাস্তঃপুরে অধি-
কৃত কঞ্চুকী রাজার নিকট গমন পূর্বক অবনত-মস্তক হইয়া
আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল ।^{৩২} রাজা (কঞ্চুকীর
প্রমুখাৎ) সমুদায় অবগত হইয়া আকুল চিত্তে (বলিতে লাগি-
লেন,) এ কি ! এক্ষণে আমি কি করি, বল । আমি তখন কিরূপ
বলিয়াছিলাম ? (রাজা তখন অনন্যোপায় হইয়া) অনিচ্ছা পূর্বক
যথাকথঞ্চিৎ (সেই ঋষিকে বরণকরিতে কন্যাগণের প্রতি) অনু-
মতি প্রদান করিলেন ।

এইরূপে মহর্ষির মনোমত বিবাহ হইল । পরে তিনি সেই
সমুদায় রাজকন্যাকে লইয়া স্বীয় আশ্রমে উপনীত হইলেন ।
অনন্তর তিনি সমুদায় শিগ্পজীবদিগের শিগ্পবিদ্যার প্রবৃত্তক
দ্বিতীয় বিধাতা স্বরূপ বিশ্বকর্মাণকে আহ্বান পূর্বক আদেশ করি-
লেন যে রাজকন্যাগণের প্রত্যেকের এক একটি অটালিকা নির্মাণ
করিয়া দাও । প্রত্যেক অটালিকাতে পরম রমণীয় শয্যা, পরম
রমণীয় আসন ও পরম রমণীয় পরিচ্ছদ থাকিবে । (অটালিকার

কৈকশ্চাঃ প্রোৎফুল্লপঙ্কজ-কুজংকলহংস-কারণবাদি-
বিহঙ্গমাভিরাম-জলাশয়াঃ সোপবনাঃ সাবকাশাঃ সাধু-
শয্যাংসনপরিচ্ছদাঃ প্রাসাদাঃ ক্রিয়ন্তামিত্যাदिदेश ॥৩৩॥

তচ্চ তথৈবানুষ্ঠিতমশেষশিষ্পবিশেষাচার্য্যস্বৃফা
দর্শিতবান্ ॥ ৩৪ ॥

ততশ্চ পরমর্ষিণা সৌভরিণাজ্ঞপ্তস্তেষু গৃহেষুন-
পায়ানন্দনামা মহানিধিরাসাঞ্চক্রে ॥ ৩৫ ॥

ততোহনবরতভক্ষ্যভোজ্যলেহ্যাদ্যুপভোগৈরাগতানু-
গতভৃত্যাদীনহর্নিশমশেষগৃহেষু তাঃ ক্রিतीশদুহিতরো
ভোজয়ামাসুঃ ॥ ৩৬ ॥

একদা তু দুহিত্বস্নেহাকৃচ্ছদয়ঃ স মহীপতিরতি-

সন্নিধানে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চারার্থ) যেন প্রশস্ত স্থান থাকে । প্রত্যেক
অটালিকার নিকট উপবন থাকিবে । তাহাতে প্রফুল্ল কমলদ্বারা
ও স্নমধুর ধ্বনিকারী কলহংস কারণব প্রভৃতি বিহঙ্গম দ্বারা
স্বশোভিত জলাশয় থাকিবে । ৩৩ অনন্তর অশেষ শিষ্প বিশেষা-
চার্য্য বিশ্বকর্মা, (সৌভরিণ আদেশানুসারে) সেইরূপ অনুষ্ঠান
করিয়া দেখাইলেন । ৩৪ পরে অনপায়ানন্দ নামে মহানিধি, পর-
মর্ষি সৌভরিণ আজ্ঞানুসারে সেই সমস্ত অটালিকায় অবস্থান
করিতে লাগিল । ৩৫

অনন্তর রাজকন্যারা সেই সমুদায় অটালিকাতে (অবস্থান
পূর্বক) অভ্যাগত অতিথিগণকে এবং অনুগত ভৃত্যগণকে দিবা-
রাত্রি অনবরত বিবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য লেহ্য পেয় প্রভৃতি দ্বারা
ভোজন করাইতে লাগিলেন । ৩৬ একদা ভূপাল, কন্যা স্নেহে
আকৃচ্ছদয়, হইয়া, কন্যারা দুঃখ ভোগ করিতেছে, কি স্থখে

দুঃখিতান্তাঃ সুখিতা বা ইতি বিচিন্ত্য তন্ত মহর্ষেরাশ্রম-
মুপেত্য ক্ষুরদংশমালাং স্ফটিকময়ীং প্রাসাদমাল্যমতি-
রম্যোপবনজলাশয়াং দদর্শ ॥ ৩৭ ॥

প্রবিশ্য চৈকং প্রাসাদমাত্মজাং পরিষৃজ্য ক্রুতাসন-
পরিগ্রহঃ প্রবৃত্তস্নেহনয়নামুগভনয়নোহব্রবীৎ ॥ ৩৮ ॥

অপ্যত্র বৎসে ! ভবত্যাঃ সুখম্ উত কিঞ্চিদসুখম্ ?
অপি তে মহর্ষিঃ স্নেহবান্ উত সংস্বর্ঘ্যাতেহসদৃগৃহ-
বাসস্ত ?

ইত্যুক্তা তত্তনয়া পিতরমাহ, তাত ! অতিশয়-
রমণীয়ঃ প্রাসাদোহত্র, অতিমনোজ্ঞমুপবনমতিকল-
বাক্য-বিহগাভিক্রুতাঃ শ্রোতৃকুল-পদ্মাকরজলাশয়াঃ,
আছে, (তাহা জানিবার নিমিত্ত) চিন্তাকুল হইয়া সেই মহর্ষির
আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন যে, স্ফটিকময়ী
প্রাসাদমালা শোভা পাইতেছে। তাহার কিরণমালায় চতুর্দিক্
উজ্জ্বল হইয়াছে। অটালিকাসমুদায়ের নিকট রমণীয় উপবন
ও রমণীয় জলাশয় শোভা বিস্তার করিতেছে।*

তখন ভূপাল, একটী অটালিকায় প্রবেশ করিয়া কন্যাকে
আলিঙ্গন করিলেন। পরে তিনি আসনে উপবিষ্ট হইলেন।
তাঁহার নয়নদ্বয়, সমুদিত স্নেহ-সলিলে পরিপূর্ণ হইল। তিনি
কহিলেন, বৎসে ! তুমি ত সুখে আছ ? না তোমার কোন অসুখ
আছে ? মহর্ষি ত তোমার প্রতি স্নেহ করেন ? পূর্বে যে অগ্নির
গৃহে বাস করিতে, তাহা ত তুমি স্মরণ করিয়া থাক ? রাজা এইরূপ
জিজ্ঞাসা করিলে তদীয় কন্যা তাঁহাকে কহিলেন, পিতঃ ! এই
পরম রমণীয় প্রাসাদ, এই অতিমনোহর উপবন, এই সকল সুমধুর-
ধ্বনিকারী বিহগগণ-সুশোভিত, প্রফুল্ল কমল বিরাজিত জলাশয়,

মনোহরকুলভক্ষ্যভোজ্যানুলেপনবস্ত্রভূষণাদিভোগোপ-
ভোগো মৃদুনি শয়নানি, সর্বসম্পৎসমবেতমেতদ্-
গার্হস্থ্যং, তথাপি কেন বা জন্মভূমিন্ স্বর্ঘ্যাতে ? ত্বৎ-
প্রসাদাদিদমশেষমতিশোভনম্ ॥ ৩৯ ॥

কিন্তু এতৎ মমৈকং দুঃখকারণং যদন্যন্তুর্ভাঃস্বাদ্-
গেহান্ন নিঃসরতি, মমৈব কেবলমতিপ্রীত্যা সমীপবর্তী
নান্যাসাং মন্তুগিনীনাম্, এবঞ্চ মম সহোদরা দুঃখিতাঃ,
ইত্যেবমতিদুঃখকারণম্, ইত্যুক্তস্তয়া দ্বিতীয়ং প্রাসাদম্-
উপেত্য স্বতনয়াং পরিষজ্যোপবিষ্টন্তুর্ধৈব পৃষ্ঠবান্ ।

এই সমুদায়.. মনোঃ প্রণ ভক্ষ্য ভোজ্য অনুলেপন বসন ভূষণ
প্রভৃতি ভোগা বস্ত্র. এই সমুদায় কোমল শয্যা (দেখিতেছেন।
পৃথিবীতে যে সমুদায় সুখসামগ্রী ও) সম্পদ আছে, এখানে
তাহার কিছুই অভাব নাই। (আমি যদিও এতদূর সুখসাধন
ঐশ্বর্য লাভ করিয়াছি) তথাপি কোন্ ব্যক্তি জন্মভূমির জন্য উৎ-
কণ্ঠিত না হয়। আপনকার অনুগ্রহে আমার এতৎসমুদায়ই
বার পর নাই উত্তম হইয়াছে।^{৩৯} পরন্তু আমার একটা দুঃখের কারণ
এই যে, আমার স্বামী, আমার গৃহ হইতে বহির্গত হন না। তিনি
কেবল আমাতেই সাতিশয় স্নেহ ও প্রীতি প্রকাশ করেন। তিনি
সর্বদাই আমার নিকটে থাকেন। তিনি আমার আর আর সহো-
দরা ভগিনীর নিকট যান না। ইহাতে আমার ভগিনীরা দুঃখিতা
আছেন। এই বিষয়টাই কেবল আমার সাতিশয় দুঃখের কারণ
হইয়াছে।

রাজা কন্যার নিকট এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্বিতীয় প্রাসাদে
গমন করিলেন। সেখানেও তিনি কন্যাকে আলিঙ্গন পূর্বক উপ-
বিষ্ট হইয়া সেইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই রাজদুহিতাও সেই-

তরাপি তথৈব, সৰ্বমেতৎ প্রাসাদাদুপভোগসুখমা-
খ্যাতং, মমৈব কেবলং পার্শ্ববর্তী নান্যাসামন্তগিনী-
নামিতোবমাদি ঞ্চ ত্বা সমস্তপ্রাসাদেষু রাজা প্রবিবেশ,
তনয়াং তনয়াং তথৈবাপৃচ্ছৎ তাতিশ্চ তথৈবাভিহিতঃ
পরিতোষবিস্ময়নিষ্ঠরবিবশহৃদয়ো ভগবন্তং সৌভরি-
মেকান্তাবস্থিতমুপেত্য ক্লতপুজোহব্রবীৎ ॥ ৪০ ॥

দৃষ্ট্বন্তে ভগবন্ ! সুমহানেষ সিদ্ধিপ্রভাবো নৈবৎ-
বিধমন্যস্য কস, চিদস্মাভিবিভূতিবিলসিতমুপলক্ষিতম্,
কিয়দেতদ্ভগবৎস্তপসঃ ফলমিত্যভিপূজ্য তম্ ঋষিং তত্রৈব
তেন ঋষিবর্ষ্যেণ সহ কিঞ্চিৎ কালমভিমতোপভোগং
বুভুজে স্বপুরুষ জগাম ॥ ৪১ ॥

রূপ সমুদায় অটালিকা প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য সুখভোগ বর্জন করিলেন
এবং (দুঃখিতান্তঃকরণে কহিলেন, আমার স্বামী) সৰ্বদা কেবল
আমারই সমীপবর্তী থাকেন । তিনি আমার অন্যান্য ভগিনীদিগের
নিকট গমন করেন না । রাজা ঈদৃশ সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া
ক্রমে ক্রমে সমস্ত প্রাসাদে গমন পূৰ্ব্বক প্রত্যেক কন্যাকে জিজ্ঞাসা
করিলেন । কন্যারা সকলেই সেইরূপ কহিলেন ।

অনন্তর রাজা সাতিশয় পরিতোষ ও বিস্ময়দ্বারা আক্রান্ত-হৃদয়
হইয়া একান্তে অবস্থিত ভগবান্ সৌভরির নিকট উপস্থিত হইলেন
এবং (যথা বিধান) পূজা করিয়া কহিলেন, " ভগবন্ ! আপন-
কার অসাধারণ তপঃসিদ্ধি-প্রভাব দর্শন করিলাম । আমরা এই
ভূমণ্ডলে অন্য কোন ব্যক্তিরই ঈদৃশ বিভূতি অবলোকন করি নাই ।
ইহা যে আপনকার কত তপস্যার ফল (বলিতে পারি না) । রাজা
এই বাক্য বলিয়া মহর্ষির পূজা করিলেন । অনন্তর কিছু দিন তিনি

কালেন গচ্ছতা তস্য রাজতনয়াসু তাসু পুত্রশতং
সার্কমভবৎ । তদনুদিনানুরূঢ়শ্চেহঃ স তত্রাতিব মমতা-
রূঢ়-হৃদয়োহভবৎ ॥ ৪২ ॥

অপ্যেতেহস্মৎপুত্রাঃ কলভাষিণঃ পত্ন্যাং গচ্ছেয়ুঃ,
অপ্যেতে যৌবনিনো ভবেয়ুঃ, অগ্নি ক্রুতদারানৈতান্
পশ্যেয়ম্ অপ্যেতেষাং পুত্রা ভবেয়ুঃ, অথ তৎপুত্রান্
পুত্রসমম্বিতান্ পশ্যেয়ম্, এবমাদিমনোরথমনুদিনকাল-
সম্পত্তিবৃদ্ধিমবেত্যেতৎ সঞ্চিন্তয়ামাস ॥ ৪৩ ॥ অহো
মে মোহস্যাতিবিস্তারঃ !

মনোরথানাং ন সমাপ্তিরস্তি

সেই মহর্ষির সহিত অভিলষিত ভোগ্য বস্তু ভোগ করিয়া স্বীয়
রাজধানীতে প্রতিগমন করিলেন ।^{১১}

অনন্তর কিছুকাল অতীত হইলে সেই সমুদায় রাজকন্যার
গর্ভে মহর্ষির একশত পঞ্চাশটী পুত্র উৎপন্ন হইল । এই সমুদায়
পুত্র কলত্রের প্রতি, দিন দিন তাঁহার স্নেহ বদ্ধমূল হইতে লাগিল ।
তিনি স্ত্রীপুত্রাদির মমতায় অতীব আকৃষ্ট-হৃদয় হইলেন ।^{১২} কবে
আমার এই পুত্রগুলি মধুর বাক্যে কথা কহিতে শিখিতে, কবে
ইহার পদ দ্বারা গমনাগমন করিতে পারিবে, কবে ইহার যৌবন-
পথে পদার্পণ করিবে, কবে ইহাদের বিবাহ দিয়া পুত্রবধূর যুগ্ম
দর্শন করিব, কবে ইহাদের পুত্র হইবে, কবে আমি এই সমুদায়
পুত্রকে পুত্রসমম্বিত হইতে দেখিব, এইরূপে প্রতিদিন বাহাতে
সুদীর্ঘকাল পরিবর্তিত হয়, তাহাশ অভিলাষ করিয়া এই সমুদায়
চিন্তা করিতেন ।^{১৩}

অহো ! মহামোহের কি দুর্নিবার ক্ষমতা ! দশ সহস্র বৎসর

বর্ষায়ুতেনাপি তথাফলকৈঃ ।

পূর্ণেষু পূর্ণেষু পুনর্নবানাম্
উৎপত্তয়ঃ সন্তি মনোরথানাম্ ॥ ৪৫ ॥

পদ্মাংগতা যৌবনিনশ্চ জাতা
দারৈশ্চ সংযোগমিতাঃ প্রসূতাঃ ।

দৃষ্টাঃ সূতাস্তত্তনয়প্রসূতিং
দ্রক্ষুং পুনর্বাঞ্ছতি মেহন্তরায়া ॥ ৪৬ ॥

দ্রক্ষ্যামি তেষামপি চেৎ প্রসূতিং
মনোরথো মে ভবিতা ততোহন্যঃ ।

পূর্ণেহপি তত্রাপ্যপরম্ম
নিবার্যতে কেন মনোরথস্য ॥ ৪৭ ॥

আমৃত্যুতো নৈব মনোরথানাম্
অন্তোহস্তি বিজ্ঞাতমিদং ময়া চ ।

বা লক্ষ বৎসর অতীত হইলেও মনোরথ পরিসমাপ্ত হয় না । এক
একটি মনোরথ পূর্ণ হইয়ামাত্র আবার নূতন নূতন অন্য মনোরথের
উৎপত্তি হইয়া থাকে ।** আবার পুত্রেরা পদদ্বারা গমনাগমন
করিতে শিখিল, তাহারা যৌবনপথে অবতীর্ণ হইল, তাহাদের
বিবাহ দিলাম, সন্তান হইল, পৌত্রমুখ দর্শন করিলাম, এক্ষণে
আবার আমার অন্তরাভা পৌত্রের সন্তানাদি অবলোকন করিবার
নিমিত্ত ধাবমান হইতেছে ।** যদিও এখন আমি পৌত্রের পুত্রাদি
দর্শন করি, তাহা হইলে আমার মনোরথ অন্য দিকে ধাবমান হইবে
অর্থাৎ তখন আমার এরূপ অন্তঃকরণ হইবে যে, পৌত্রের পৌত্রাদি
দর্শন করিলে চরিতার্থ হই । অতএব কিছুতে মনোরথ পরিচূপ্ত হয়
না ।** আমি এক্ষণে বুঝিতে পারিলাম যে, যে পর্যন্ত মৃত্যু না

মনোরথাসত্ত্বিপরস্য চিত্তং

ন জায়তে বৈ পরমাত্মসঙ্গি ॥ ৪৭ ॥

স মে সমাধির্জলবাসগিত্র-

মৎস্যস্য সঙ্গাৎ সহসৈব নর্যঃ ।

পরিগ্রহঃ সঙ্গকৃতো ব্রহ্মারং

পরিগ্রহোস্থ্যশ্চ মহাবিধিৎসাঃ ॥ ৪৮ ॥

দুঃখং যদেবৈকশরীরজন্ম

শতার্দ্ধসংখ্যং তদিদং প্রসূতম্ ।

পরিগ্রহেণ ক্রিতিপাত্মজানাং

সুতৈরনেকৈর্বহলীকৃতং তৎ ॥ ৪৯ ॥

সুতাত্মজৈস্তত্ত্বনয়ৈশ্চ

ভূয়োভূয়শ্চ তেবাং স্বপরিগ্রহেণ ।

হয়, সে পর্য্যন্ত মনোরথের নিরুত্তি নাই । যে ব্যক্তি মনোরথের অধীন ও অনুবর্তী, তাহার মন কখনই পরমাত্মাতে আসক্ত হয় না ।^{১৭} আরি যে বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়াছিলাম, জলবাসী মদীয় মিত্র সেই মৎস্যের সহবাসেই সেই বৈরাগ্য বিলুপ্ত হইল । সেই মৎস্যের সংসর্গেই আমার এই সংসার পরিগ্রহ হইয়াছে এবং সংসার পরিগ্রহ হইতেই আমার নানাবিধ সাংসারিক কার্যের অভিলাষ হইতেছে ।^{১৮} একটা শরীর ধারণ করিয়া জন্ম পরিগ্রহ করাই জ্ঞানেশ্ব দুঃখের কারণ । পরন্তু আমি রাজকন্যাদিগকে বিবাহ করিয়া পঞ্চাশটা শরীর বৃদ্ধি করিলাম । পরে সেই রাজকন্যাদিগের গর্ভে সন্তান উৎপন্ন হওয়াতে সেই দুঃখজনক শরীর বহু গুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল ।^{১৯} একগণে পৌত্র প্রপৌত্র প্রভৃতি দ্বারা এবং তাহাদের পরিণীত পত্নী দ্বারা আমার সমস্ত আকর অভি-

বিস্তারমেব্যাত্যতিদুঃখহেতুঃ

পরিগ্রহো বৈ মমতানিধানম্ ॥ ৫০ ॥

চীর্ণং তপো যত্ন জলাশ্রয়েণ

তস্যাক্ষিরেবা তপসোহন্তরায়ঃ ।

মৎস্যস্য সঙ্গাদভবচ্চ যো মে

সুতাদিরাগো মুষিতোহস্মি তেন ॥ ৫১ ॥

নিঃসঙ্গতা মুক্তিপদং যতীনাং

সঙ্গাদশেষাঃ প্রভবন্তি দোষাঃ ।

আরুঢ়যোগোহপি নিপাত্যতেহধঃ

সঞ্জন যোগী কিমুতাপ্পসিদ্ধিঃ ॥ ৫২ ॥

• অহং চরিষ্যামি তথাত্মনোহর্থে

পরিগ্রহগ্রাহগৃহীতবুদ্ধিঃ ।

যথা হি ভূয়ঃ পরিহীনদোষো

দুঃখের কারণ পরিজনবর্গ ক্রমশঃ সমধিক বিস্তীর্ণ হইতেছে।^{১০} আমি পূর্বে জলগর্ভ আশ্রয় পূর্বক যে তপস্তা করিয়াছিলাম, এই সমুদায় সম্পত্তিই সেই তপস্যার অন্তরায় হইয়াছে। পূর্বে মৎস্যের সংসর্গে আমার যে পুত্রাদি উৎপাদনে ও তৎসহবাসে কাল-
যাপনে অনুরাগ জন্মিয়াছিল, আমি তাহাতেই প্রতারিত হই-
লাম।^{১১} যতিদিগের পক্ষে নিঃসঙ্গতাই মুক্তির আকর, কারণ
অন্যের সংসর্গে অশেষ দোষের উৎপত্তি হয়। যাঁহাদের অঙ্গ-
সঙ্গ সিদ্ধি হইয়াছে, তাঁহাদের কথা দূরে থাকুক, যে সকল যোগী
নিয়ত যোগযুক্ত থাকেন, তাঁহারাও সঙ্গদোষে অধঃপতিত হন।^{১২}

একণে যদিও আমার বুদ্ধি, পরিগ্রহ-রূপ গ্রাহ কর্তৃক প্রভ
হইয়াছে, তথাপি আমি আমার নিমিত্ত বন্ধবান্ হইব এবং পুনর্বার

জনস্য দুঃখৈর্ভবিতা ন দুঃখী ॥ ৫৩ ॥

সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপম্

অণোরণীয়াং সমতিপ্রমাণম্ ।

সিতাসিতক্ষেত্রমীশ্বরানাং

আরাধয়িষ্যে তপসৈব বিষ্ণুম্ ॥ ৫৪ ॥

তন্মিন্নশেষৌজসি সর্বরূপি-

ণ্যব্যক্তবিস্পর্ষতনাবনন্তে ।

মমাচলং চিত্তমপেতদোষং

সদাস্তু বিষ্ণাবভবায় ভূয়ঃ ॥ ৫৫ ॥

সমস্তভূতাদমলাদনন্তাং

সর্বৈশ্বরাদন্যদনাদিমধ্যাং ।

যস্মান্ন কিঞ্চিৎ তমহং গুরুণাং

যাহাতে পরিজন-দুঃখে দুঃখিত হইতে না হয়, ও আমার সমুদায়
দোষ সংশোধন হইয়া যায়, আমি তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিব।** যিনি
সকলের নিধাতা, যিনি অচিন্ত্যরূপ, যিনি অণু হইতেও অণু এবং
মহৎ হইতেও মহৎ, যিনি জীবরূপে বদ্ধ ও ঈশ্বর রূপে মুক্ত, যিনি
ঈশ্বর হইতেও ঈশ্বর, আমি তপস্যা দ্বারা সেই বিষ্ণুর আরাধনা
করিব।** আমার মন বিমুক্ত হইবার নিমিত্ত অশেষ দোষ বিবর্জিত
হইয়া সেই সর্বশক্তিমান্ সর্বরূপী অব্যক্ত ও ব্যক্তমূর্তি অনন্ত
বিষ্ণুতে সর্বদাই স্থির ভাবে অবস্থান করুক।** যিনি সমস্ত জীব-
শ্বররূপ, যিনি নির্মল ও অনন্ত, যিনি সকলের ঈশ্বর, যাহার আদি
মধ্য (বা অন্ত) নাই, যাহা হইতে ভিন্ন অন্য কোন বস্তু নাই,

পরং গুরুং সংশ্রয়মেমি বিষ্ণুং ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থে'ংশে
দ্বিতীয়ো'ধ্যায়ঃ ।

যিনি গুরুদিগেরও পরম গুরু, আমি সেই বিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ
করিলাম।**

বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থ অংশ দ্বিতীয় অধ্যায়
সমাপ্ত ।

বিষ্ণুপুরাণম্ ।

চতুর্থোঃশঃ ।

তৃতীয়াধ্যায় ।

পরশর উবাচ ।

ইত্যাত্মনমাত্মনৈবাভিধায়াসৌ সৌভরিরপহায়
পুত্রগৃহাসনপরিবর্হাদিকমশেষমর্থজাতং সকলভার্যাসম-
বেতো বনং প্রবিবেশ । তত্রাপ্যনুদিনং বৈখানসনিষ্কা-
দ্যমশেষং ক্রিয়াকলাপং নিষ্কাদ্য ক্ষয়িতসকলপাপঃ
পরিপক্বমনোরুত্তিরাত্মনাগ্নীনারোপ্য ভিক্ষুরভবৎ ॥ ১ ॥

ভর্গবতি আসজ্যাখিলং কর্ম্মকলাপমজমবিকারমমরণা-
দিধর্ম্মম্বাপ পরং পরবতামচ্যুতপদম্ ॥ ২ ॥

পরশর কহিলেন । অনন্তর সৌভরি, আপনা আপনি এইরূপ
বিবেচনা করিয়া পুত্র গৃহ আসন পরিচ্ছদ প্রভৃতি সমুদায় ঐশ্বর্য্য
পরিভ্যাগ পূর্ব্বক সমুদায় ভার্য্যার সহিত সমবেত হইয়া বনগমন
করিলেন । তিনি সেই বনে অবস্থান পূর্ব্বক বৈখানস মুনিদিগের
কর্তব্য সমুদায় ক্রিয়াকলাপ নিষ্কাদন করিয়া স্বীয় সমুদায় পাপক্ষয়
করিলেন । পরে তাঁহার মনোরুত্তি যখন পরিপক্ব ও রাগাদি-
শূন্য হইল, তখন তিনি আপনাতে আগ্ন্যাধান করিয়া ভিক্ষু
হইলেন ।^১ তিনি ভগবান্ বিষ্ণুতে সমুদায় কর্ম্মকলাপ সম-
র্পণ করিয়া জন্মরহিত বিকাররহিত মরণাদি ধর্ম্মরহিত ইচ্ছি-
য়ের অগোচর অচ্যুত পদ প্রাপ্ত হইলেন ।^২ সাক্ষাতার দুহিত-

ইত্যেতন্মাক্ষাতুদুহিতৃসম্বন্ধাধ্যাত্ম ॥ ৩ ॥

যশৈচতৎ সৌভঙ্গিচরিতমনুস্মরতি পঠতি শৃণোত্যব-
ধারণতি, তস্যার্ঘ্যে জন্মানাসম্মতিরসঙ্কল্পো বা মনসো-
হসম্মার্গাচরণমশেষহেয়েষু বা মমত্বং ন ভবতীতি, অতো
মাক্ষাতুঃ পুত্রসন্ততিরভিধীয়তে ॥ ৪ ॥

অম্বরীষস্য মাক্ষাতুস্তনয়স্য যুবনাশ্বঃ পুত্রোহভূৎ ।
তস্মাৎ হরিতঃ যতোহঙ্গিরসো হারীতাঃ ॥ ৫ ॥

রসাতলে চ মৌনেয়া নাম গন্ধর্বাঃ ষট্ কোটিসংখ্যা-
শ্চৈবশেষাণি নাগকুলানি অপহৃতপ্রধানরত্নাধিপত্যান্য-
ক্রিয়ন্ত ॥ ৬ ॥

তৈশ্চ গন্ধর্ববীৰ্য্যাবধূতৈরুরগেশ্বরৈর্ভগবান্ অশেষ-

সম্বন্ধে এই উপাখ্যান कहিলাম। যিনি এই সৌভরিচরিত
স্মরণ করেন, পাঠ করেন, শ্রবণ করেন অথবা অবধারণ করেন,
তঁাহার অষ্ট জন্ম, অসম্মান, অসঙ্কর্ষ, সমুদায় হেয় বস্তুর প্রতি
সমতা বা অন্তঃকরণের অসৎপাথ গমন, এ সমুদায় ঘটে না। অতঃ-
পর মাক্ষাতার পুত্র সন্ততি বর্ণন করিতেছি।

মাক্ষাতার পুত্র অম্বরীষের একটি পুত্র জন্মিয়াছিল। ঐ পুত্রের
নাম যুবনাশ্ব। যুবনাশ্বের পুত্র হরিত। এই হরিত হইতে আঙ্গা-
রস হারীত বংশ বিখ্যাত হইয়াছে।*

মৌনেয় নামক ছয় কোটি গন্ধর্ব, রসাতলে অবস্থান পূর্বক
নাগগণের সমস্ত প্রধান রত্ন ও সমুদায় আধিপত্য হরণ করিয়াছিল।*
প্রধান প্রধান নাগগণ, গন্ধর্ববলে পরাভূত হইয়া অশেষ দেব-
গণের ও ঈশ্বর ক্ষীরোদসলিলশায়ী ভগবান্ (বিষ্ণুর নিকট গমন
পূর্বক স্থপ করিতে লাগিল।) স্থপ শ্রবণে তঁাহার নিদ্রা ভঙ্গ

দেবেশস্তব্রবণাঈলিতোদ্ভিন্নপুণ্ডরীকনয়নো। জলশ-
য়নো নিদ্রাবসানাদ্বিবুদ্ধঃ প্রণিপত্যাভিহিতো ভগবন্!
অপ্যস্মাকমেতেভ্যো গন্ধর্বেভ্যো ভয়মুপশমমেবাভী-
তাহ ভগবাননাদিপুরুষঃ পুরুষোত্তমো যৌবনাশ্বস্য
মাক্ষাতুঃ পুরুকুৎসনাম্য পুত্রস্তমহ্মনুপ্রবিশ্যেত্যানশেষ-
দুষ্টগন্ধর্কানুপশমং নয়িষ্যামি ॥ ৭ ॥

ইত্যাকর্ণ্য ভগবতে ক্লুতপ্রণামাঃ পুনর্নাগলোকমা-
গতাঃ পন্নগপতয়ো নর্মদাঞ্চ পুরুকুৎসানয়নায় চোদয়া-
মাসুঃ ॥ ৮ ॥

সা চৈনং রসাতলে নীতবতী। রসাতলগতচ্চাসৌ
ভগবতেজসাপ্যায়িতাভুবীৰ্য্যঃ সকলগন্ধর্কান্ জঘান,
পুনর্শ্চ স্বভবনমাজগাম। সকলপন্নগপতয়শ্চ নর্মদায়ৈ

হইলে তদীয় পুণ্ডরীক নয়ন উন্মীলিত হইল। নাগগণ প্রণিপাত
পূর্বক নিবেদন করিল, ভগবন্! গন্ধর্গগণ হইতে আমাদের যে
ভয় উপস্থিত হইয়াছে। কিরূপে তাহার উপশম হইতে পারে?
অনাদিপুরুষ ভগবান্ পুরুষোত্তম কহিলেন, যুবনাশ্বের পুত্র
মাক্ষাতার পুরুকুৎস নামে যে পুত্র আছে, আমি তদীয় শরীরে
অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সমুদায় গন্ধর্গগণকে বিনাশ করিব। ১ নাগ-
রাজগণ, এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া
হাগলোকে প্রত্যাগমন করিল। পরে তাহার পুরুকুৎসকে (নাগ-
লোকে) আনয়ন করিবার নিমিত্ত (ভগিনী) নর্মদাকে নিযুক্ত
করিল (ও কহিল ভগিনি!) ২ তুমি যুবনাশ্বতনয় মাক্ষাতার পুরু-
কুৎস নামক পুত্রকে অপহরণ পূর্বক আনয়ন কর। নর্মদা পুরুকুৎ-
সকে রসাতলে লইয়া গেলেন। পুরুকুৎস রসাতলে গমন করিলে

বরং দদুঃ । যন্তেহ্নুস্মরণসমবেতং নামগ্রহণং করিষ্যতি
তস্য সর্পবিষভয়ং ন ভবিষ্যতীতি ॥ ৯ ॥

অত্র শ্লোকঃ ।

নর্মদায়ৈ নমঃ প্রাতঃনর্মদায়ৈ নমো নিশি ।

নমোহস্ত নর্মদে! তুভ্যং রক্ষ মাং বিষসর্পতঃ ॥

ইত্যুচ্চাখ্যাহর্নিশমঙ্ককারপ্রবেশে বা ন সর্পৈর্দর্শ্যতে ॥১০॥

ন চাপি কৃতানুস্মরণভূজো বিষমপি সুভুক্তমুপ-
ষাতায় ভবিষ্যতি ॥ ১১ ॥

পুরুকুংসায় চ ভবতঃ সন্ততিবিচ্ছেদো ন ভবি-
ষ্যতীত্যুরগপতয়ো বরং দদুঃ ॥ ১২ ॥

ভগবানের তেজোহারা তাঁহার তেজ পরিবর্দ্ধিত হওয়াতে তিনি
সমুদায় গন্ধর্বগণকে বিনাশ করিলেন । ৯ পরে তিনি স্বীয় ভবনে
প্রত্যাগমন করেন । নাগরাজেরা তখন ভগিনীকে বর প্রদান
করিলেন যে, যে ব্যক্তি তোমার স্মরণ ও নামগ্রহণ করিবে,
তাঁহার সর্পভয় বা বিষভয় থাকিবে না । নর্মদার নাম গ্রহণ ও
নাম স্মরণ বিষয়ে একটি শ্লোক আছে যে, “প্রাতঃকালে নর্মদাকে
করি নমস্কার । নিশাকালে নমস্কার করি পুনর্বার ॥ নর্মদে!
প্রণাম করি সর্বদা তোমাকে । বিষ সর্প হতে ত্রাণ কর মা
আমাকে ।” দিবাভাগে রাত্রিকালে অথবা কোন অঙ্ককারময় স্থানে
গমন কালে এই শ্লোক উচ্চারণ করিলে সর্প, দংশন করে না । ১০
ভোজনকালে এই মন্ত্র পাঠ করিয়া যদি বিষও ভক্ষণ করে,
তথাপি কোন হানি হয় না । ১১ অনন্তর নাগরাজেরা পুরুকুং-
সকেও একটি বর দিলেন যে, তোমার কখন বংশলোপ হইবে
না । ১২

পুরুকুৎসো নৰ্মদায়াং ত্রসদস্ম্যাজীজনৎ । ত্রসদস্ম্য-
স্মৃতঃ সন্তৃতঃ, ততোহনরণ্যস্তং ব্রাবণো দিগ্বিজয়ে
জঘান । অনরণ্যস্য পৃষদশ্বঃ পৃষদশ্বস্য হর্যশ্বঃ পুত্রো-
হভবৎ । ততশ্চ স্মৃননাঃ, তস্যাপি ত্রিধন্বা, ত্রিধন্বন-
স্ত্র্যয্যারুণঃ ॥১২॥

তস্মাৎ সত্যব্রতঃ । যোহসৌ ত্রিশঙ্কুসংজ্ঞামবাপ,
চণ্ডালতামুপগতশ্চ । দ্বাদশবার্ষিক্যামনার্য্যুচ্যং বিশ্বা-
মিত্রকলত্রাপত্যপোষণার্থং চাণ্ডালপ্রতিগ্রহপরিহরণায় চ
জাহ্নবীতীরে ন্যত্রোধে হৃগমাংসমনুদিনং ববন্ধ ॥১৩॥

পরিতুষ্টেন চ বিশ্বামিত্রেণ সশরীরঃ স্বর্গমারো-
পিতঃ ॥১৪॥

ত্রিশঙ্কোহরিশ্চন্দ্রঃ । তস্মাৎ রোহিতাশ্বঃ । ততশ্চ

পুরুকুৎস হইতে নৰ্মদার গর্ভে ত্রসদস্ম্য নামে একটি পুত্র উৎ-
পন্ন হইল । ত্রসদস্ম্যর পুত্র সন্তৃত, সন্তৃতের পুত্র অনরণ্য । রাবণ
দিগ্বিজয়ের সময় তাঁহাকে বিনাশ করিলেন । অনরণ্যের পুত্র পৃষদশ্ব,
পৃষদশ্বের পুত্র হর্যশ্ব, হর্যশ্বের পুত্র স্মৃননা, স্মৃননার পুত্র ত্রিধন্বা,
ত্রিধন্বার পুত্র ত্র্যয্যারুণ, ত্র্যয্যারুণের পুত্র সত্যব্রত । এই সত্যব্রত
ত্রিশঙ্কু নামে বিখ্যাত হন । ইনি চাণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।
এক সময় দ্বাদশ বৎসর অনার্য্যুচি হইলে এই ত্রিশঙ্কু, বিশ্বামিত্রের
পুত্র কলত্রাদির ভরণপোষণের নিমিত্ত গঙ্গাতীরস্থিত বটরূক্ষে
প্রতিদিন মাংস বন্ধন করিয়া রাখিয়া আসিতেন, চাণ্ডালের
নিকট প্রতিগ্রহ করিবেন না, বিবেচনা করিয়া সাক্ষাৎসম্বন্ধে দান
করিতেন না । ১৩ অনন্তর বিশ্বামিত্র পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে
সশরীরে স্বর্গে তুলিয়া দিয়াছিলেন । ১৪ ত্রিশঙ্কুর পুত্র হরিশ্চন্দ্র,

হরিতঃ, হরিতাচক্ষুঃ, চঞ্চোর্বিজয়সুদেবো । রুরুরকো
বিজয়াৎ রুরুরকস্য চ রুরুরস্ততো বাহুঃ । * যোহসৌ
হৈহয়তালজজ্ঞাদিভিরবজিতোহন্তরীক্সো মহিষ্য। সহ
বনং প্রবিবেশ ॥১৫॥

তস্যাস্ত সপত্নী গর্ভস্তন্তনায় গরো দত্তঃ ।
তেনাস্য গর্ভঃ স সপ্তবর্ষাণি জঠর এব তস্থে । স চ
বাহুব্রজ্জীবাদৌর্কীশ্রমসমীপে মমার ॥ ১৬ ॥

স। তস্য ভার্য্যা চিতাং রুত্বা তমারোপ্যানুমরণরুত-
নিশ্চয়াভূৎ । অথৈনামতীতানাংগতবর্ত্তমানকালবেদৌ
ভগবানৌর্কঃ স্বস্বাদাশ্রমান্নির্ঘায়াত্রবীৎ, অলমেতে-
হরিশ্চক্র হইতে রোহিতাশ্ব, রোহিতাশ্ব হইতে হরিত, হরিত
হইতে চক্ষু, চক্ষু হইতে বিজয় ও সুদেব, বিজয় হইতে রুরুরক,
রুরুরক হইতে রুর, রুর হইতে বাহু উৎপন্ন হইলেন । এই বাহু
হৈহয় তালজজ্ঞ প্রভৃতি কর্ত্তক পরাজিত হইয়া গর্ত্তিণী মহি-
ষীর সহিত বনপ্রবেশ করেন ॥ * এই রাজমহিষীর গর্ভস্তন্তনের
নিমিত্ত তাঁহার সপত্নী গর (ঔষধ) প্রয়োগ করিয়াছিল । তাহাতে
সাত বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার গর্ভ থাকিল, (সন্তান হইল না) ।
অনন্তর বাহু, ব্রজীবহু। হেতু ঔর্ক নামক মহর্ষির আশ্রমের সমি-
ধানে প্রাণ ত্যাগ করিলেন । **

অনন্তর বাহুর ভার্য্যা চিতা নির্মাণ করিয়া ভর্ত্তাকে চিতায়
আরোপণ পূর্কক সহমরণার্থ রুতনিশ্চয়া হইলেন । তৎকালে
বর্ত্তমান ভূত ভবিষ্যৎ কালত্রয় বেত্তা ভগবান্ ঔর্ক, স্বীয় আশ্রম

নাসৎপ্রহেণ। অখিলভূমণ্ডলপতিরতিবীৰ্য্যপরাক্রমো-
 ইনেকযজ্ঞরুদরাতিপক্ষক্ষয়কৰ্ত্তা তবোদরে চক্রবর্তী
 তিষ্ঠতি। মৈবং মৈবং সাহসাদ্যবসায়িনী ভবতী ভবতু,
 ইত্যুক্তা চ সা তস্মাদনুমরণনিৰ্কৰ্কাৎ বিররাম ॥ ১৭ ॥

তেনৈব ভগবতা স্বাশ্রমমানীয়ত। কতিপয়দিনান্তরে
 চ সৰ্হেব তেন গরেণাতিভেজস্বী বালকো জজ্ঞে। তস্যো-
 র্বো জাতকৰ্ম্মাদিকাং ক্রিয়াং নিষ্পাদ্য সগর ইতি নাম
 চকার। ক্লুতোপনয়নধ্বেনমৌৰ্বে। বেদান্ শাস্ত্রান্যাশে-
 ষানি অস্ত্রধাণ্ডেয়ং ভার্গবাখ্যমধ্যাপয়ামাস। উৎপন্ন-

হইতে নির্গত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, ঐদৃশ অসদনুষ্ঠান করিও
 না। যিনি অখণ্ড ভূমণ্ডলের অধিপতি হইবেন, যিনি বহুসংখ্য
 বাগানুষ্ঠান করিবেন, যিনি অসীম বীৰ্য্য ও অসীম পরাক্রমশালী
 হইবেন, যিনি সমুদায় শত্রুপক্ষ ক্ষয় করিবেন, তাহুশ রাজ-
 চক্রবর্তী ডোমার গৰ্ভে অবস্থান করিতেছেন। ঐদৃশ সাহস
 করিও না, ঐদৃশ অধ্যবসায় হইতে বিরতা হও। ভগবান্ ঔৰ্ক এই
 কথা বলিলে বাহুমহিষী সেই সহমরণ নিৰ্কৰ্ক হইতে বিরতা হই-
 লেন। ১৭

অনন্তর ভগবান্ ঔৰ্ক, ঐ রাজমহিষীকে স্বীয় আশ্রমে আনয়ন
 করিলেন। কিছু দিন পরে সেই গরের (বির্য্যোধের) সহিত অতি
 ভেজস্বী বালক ভূমিষ্ঠ হইল। ঔৰ্ক ঐ বালকের জাতকৰ্ম্ম প্রভৃতি
 সমুদায় ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া সগর এই নাম রাখিলেন। পরে
 সগরের উপনয়ন হইলে ঔৰ্ক তাঁহাকে সমুদায় বেদ ও সমুদায়
 শস্ত্র এবং ভার্গব নামক আশ্রয়শাস্ত্র শিখাইলেন। সগরের বখন
 বৃদ্ধিপরিণত হইল, তখন এক দিবস তিনি মাতাকে জিজ্ঞাসা

বুদ্ধিশ্চ মাতরমপৃচ্ছৎ ।* অম্ব ! কথমত্র নয়ম্ ? ক বা
তাতঃ ? তাতোহস্মাকং কঃ ? ইত্যেবমাদি পৃচ্ছতঃ
তস্মাত্ সৰ্বমবোচৎ । ততঃ পিতৃরাজ্যহরণামৰ্ষিতো
হৈহয়তালজজ্ঞাদিবধায় প্রতিজ্ঞামকরোৎ । প্রায়শশ্চ
হৈহয়ান্ জঘান । শক-যবন-কাম্বোজ-পারদ-পঙ্কজবা
হন্যমানাস্তৎকুলগুরু বশিষ্ঠং শরণং যযুঃ ॥ ১৮ ॥

অথৈতান্ বশিষ্ঠো জীবন্মৃতকান্ কৃত্বা সগরমাহ,
বৎস ! বৎস ! অলমেভিরতিজীবন্মৃতকৈরনুসৃতৈঃ ॥ ১৯ ॥

করিলেন, মাতঃ ! আমরা কিরূপে এখানে অবস্থান করিতেছি,
আমার পিতা কে ? তিনি কোথায় আছেন ? সগর এইরূপ অনেক
কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার মাতা সমুদায় বিবরণ কহিলেন ।

অনন্তর সগর অমৰ্ষান্বিত হইয়া পিতৃরাজ্য-প্রত্যাহরণার্থ হৈহয়
তালজজ্ঞ প্রভৃতির বিনাশ বিষয়ে প্রতিজ্ঞাকৃত হইলেন ।
তিনি প্রথমতঃ হৈহয়দিগকে উন্মূলিতপ্রায় করিলেন । পরে
যখন শক যবন কাম্বোজ পারদ ও পঙ্কজগণকে সংহার করিতে
প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাহারা তদীয় কুলগুরু বশিষ্ঠের শরণাপন্ন
হইল । ১৮ অনন্তর বশিষ্ঠ তাহাদিগকে জীবন্মৃত করিয়া সগ-
রকে কহিলেন, বৎস ! ইহারা জীবন্মৃত । ইহাদিগকে পুনর্বার
বিনাশ করিবার নিমিত্ত ইহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইবার
আবশ্যকতা নাই । ১৯ তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষার নিমিত্ত আমি

* উপনয়নবুদ্ধিঃ স্মাতরমপৃচ্ছৎ ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

+ পঙ্কজা ইতি বা পঠনীয়ম্ ।

এতে চ ময়ৈব ত্বৎপ্রতিজ্ঞাপরিপালনায় নিজধর্মঃ
দ্বিজসঙ্গপরিত্যাগঃ কারিতাঃ ॥ ২০ ॥

স তথৈতি তদগুরুবচনমভিনন্দ্য তেষাং বেশান্য-
ত্বমকারয়ৎ । যবনান্ মুণ্ডিতশিরসঃ, অর্দ্ধমুণ্ডান্ শকান্,
প্রলম্বকেশান্ পারদান্, পঙ্কলবাংশচ শ্মাক্রধরান্, নিঃস্বা-
ধ্যায়বষট্কারান্, এতানন্যাংশচ ক্ষত্রিয়াংশচকার । তে চ
নিজধর্মপরিত্যাগাদ্ভ্রাক্ষণৈশ্চ পরিত্যক্তা মেচ্ছতাং
যযুঃ । সগরোহপি স্বমধিষ্ঠানমাগম্য অস্থলিতচক্রঃ সপ্ত-
দ্বীপবতীরিমামুর্ক্যঃ প্রশশাস ॥ ২১ ॥

ইতি, ঐবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

ইহাদিগকে স্বীয় ধর্ম ও দ্বিজসংসর্গ পরিত্যাগ করাইলাম,
(তাহাতেই ইহারা জীবন্ত হইয়াছে।) ২০ সগর তথাস্ত বলিয়া
গুরুবাক্য অনুমোদন করিলেন এবং শক যবন প্রভৃতির অন্যবিধ
বেশ করিয়া দিলেন। যবনদিগের মস্তক মুণ্ডন করাইলেন, শক-
দিগকে অর্দ্ধমুণ্ডিত করিয়া দিলেন। এইরূপ পারদগণকে প্রলম্বিত-
কেশধারী এবং পঙ্কলবদ্বিগকে শ্মাক্রধারী করিলেন। সগর এই
সকল ক্ষত্রিয় ও অন্যান্য অনেক ক্ষত্রিয়কে বেদাধ্যয়ন রহিত ও
বাগাদি ক্রিয়া হীন করেন। ইহারা ধর্ম পরিত্যাগ হেতু ভ্রাক্ষণ-
কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া মেচ্ছ হইল। (বিজয়ী) সগরও নিজ
রাজধানীতে আগমন পূর্বক সপ্তদ্বীপা পৃথিবী শাসন করিতে
লাগিলেন। তাহার আজ্ঞা বা সেনাবল কোথাও প্রতিহত হয়
নাই। ২১

বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থ অংশ তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

বিষ্ণুপুরাণম্ ।

চতুর্থোহংশঃ ।

চতুর্থাধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

কশ্যপদুহিতা স্মৃতিবিদর্ভরাজতনয়া চ কেশিনী
দ্বৈ তার্থ্যো সগরসাস্ত্রাম্ ॥ ১ ॥

তাভ্যাঞ্চাপত্যার্থমারাধিত ঔর্যঃ পরমেণ সমাধিনা
বরমদাৎ ॥ ২ ॥

একা বংশধরমেকং পুত্রম্, অপরা যষ্টিং পুত্রসহস্রাণি
জনয়িষ্যতীতি যস্য। বদভিমতং, তদিচ্ছয়া গৃহ্যতাম্ ।
ইত্যুক্তে কেশিনী, পুত্রমেকং, স্মৃতিঃ পুত্রসহস্রাণি
যষ্টিং বভ্রে । তথেষতি চ ঋষিণাভিহিতে অম্পৈরে-

পরশর কহিলেন । সগরের দুইটী মহিষী ছিলেন । একটী
কশ্যপের কন্যা স্মৃতি, আর একটী বিদর্ভরাজতনয়া কেশিনী ।
সন্তানের নিমিত্ত এই দুই মহিষী ঔর্যের আরাধনা করিলেন । ঔর্য
পরম যোগবলে বর প্রদান করিলেন যে, ১ তোমাদের দুই জনের
মধ্যে এক জন যষ্টি সহস্র পুত্র ও এক জন একটীমাত্র বংশধর পুত্র
প্রসব করিবে । ইহার মধ্যে যিনি যে বর চাও, ইচ্ছা পূরক গ্রহণ
কর । মহর্ষি এই কথা বলিলে স্মৃতি যষ্টি সহস্র পুত্র ও কেশিনী

বাহোভিরেকৈকমসমঞ্জসং নাম বংশধরং পুত্রমস্মত
কেশিনী । বিনতাতনয়ায়াস্তু স্মৃত্যাঃ ষষ্টিঃ পুত্রসহ-
স্রাণ্যভবন্ । তস্মাদসমঞ্জসোহংগুমান্ নাম কুমারো
জজ্ঞে ॥ ৩ ॥

স তু অসমঞ্জা বাল্যাদেবাপর্যবৃত্তঃ । পিতা চাস্যা-
চিন্তয়ৎ, অয়মতীতবাল্যো বুদ্ধিমান্ ভবিষ্যতীতি ।
অথ তত্রাপি বয়স্যতীতে তচ্চরিতমেবৈনং পিতা
তত্যাজ ॥ ৪ ॥

তান্যপি ষষ্টিঃ কুমারসহস্রাণি অসমঞ্জসচ্চরিতমনু-
চক্রুঃ ॥ ৫ ॥

ততশ্চাসমঞ্জসচ্চরিতানুকারিভিঃ সাগরৈরপদ্বস্ত-
যজ্ঞাদিসম্মার্গে জগতি দেবাঃ সকলবিদ্যাময়মসং-

একটী পুত্র প্রার্থনা করিলেন । অল্প দিন পরে কেশিনী অসমঞ্জা
নামে একটী বংশধর পুত্র প্রসব করিলেন । বিনতার কন্যা স্মৃ-
তিরও ষষ্টি সহস্র পুত্র হইল । অসমঞ্জার একটা সন্তান হইল,
তাহার নাম অংগুমান্ ।*

অসমঞ্জা বাল্যকাল অবধি সাতিশয় দূরস্থ হইয়াছিলেন ।
তাহার পিতা সগর, বিবেচনা করিতেন যে, বাল্যকাল অতীত
হইলেই তাহার বুদ্ধির পরিণতি ও জ্ঞান হইবে । অসমঞ্জা
যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, তখনও তাহার চরিত্র পূর্ববৎ থাকাতে
সগর তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন । * সগরের অপর ষষ্টি সহস্র
পুত্রেরও অসমঞ্জার ন্যায় চরিত্র হইল । * অসমঞ্জার চরিত্রের
অনুকরী সগরতনয়গণ, পৃথিবীতে যজ্ঞ প্রভৃতি সমুদায় সংকর্ম্ম
লোপ করিতে প্রবৃত্ত হইলে দেবতারা, সকল বিদ্যাময় দোষস্পর্শ-

স্পৃষ্টমশেষদোষৈর্ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্যাংশভূতং কপি-
লর্ষিং প্রণম্য তদর্থমুচুঃ ॥ ৬ ॥

ভগবন্! এভিঃ সগরতনয়ৈরসমঞ্জসশ্চরিতমন্-
গম্যতে, কথমেবমেতিরনুসরন্তির্জগন্তবিষ্যতীত্যার্ত-
জগৎপরিত্রাণায়* চ ভগবতোহত্র শরীরগ্রহণম্, ইত্যাকর্ণ্য
ভগবান্, অম্পৈরেব দিনৈরেতে বিনঙ্ক্যতি ইত্যুক্ত-
বান্ ॥ ৭ ॥

তত্রান্তরে চ সগরো হয়মেধমারেভে । তত্র চ
তৎপুত্রৈরধিষ্ঠিতমস্যাশ্বং কোহপ্যপহত্য ভুবো
বিবরং প্রবিবেশ ॥ ৮ ॥

তঁতশ্চাশ্বাহেবণায় তনয়ান্ যুযোজ । ততস্তত্তনয়া-

পরিশূন্য ভগবান্ পুরুষোত্তমের অংশ মহর্ষি কপিলকে প্রণাম
করিয়া নিবেদন করিলেন, ভগবন্! এই সমুদায় সগরতনয়
অসমঞ্জস চরিত্রের অনুভূর্তী হইয়াছে। এই রাজকুমারেরা ঈদৃশ
কুমাঙ্গানুসারী হইলে কিরূপে পৃথিবী রক্ষা হইবে। আর্ত জনের
পরিত্রাণের নিমিত্তই এই ভূমণ্ডলে আপনি শরীর পরিগ্রহ
করিয়াছেন। ভগবান্ কপিল, এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,
(দূরন্ত সগরতনয়েরা) অম্প দিবসের মধ্যেই বিনষ্ট হইবে ॥ ১

কিছু দিন পরে সগর অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। সগর-
তনয়েরা অশ্ব রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। কোন ব্যক্তি সেই অশ্ব
অপহরণ করিয়া পাতালতলে প্রবিষ্ট হইল। ২ তখন সগর অশ্ব
অশ্বেষণের নিমিত্ত পুত্রগণকে নিযুক্ত করিলেন। অনন্তর সগর-
তনয়েরা অশ্বখুব চিহ্নের অনুভূর্তী হইয়া নির্বন্ধাতিশয় সহকারে

শ্চাশ্বখুরপদবীমনুসরন্তোহতিনির্কস্কেন বসুধাতলমেকৈ-
কো যোজনং যোজনমবনেশ্চথান ॥ ৯ ॥

পাতালে চাশ্বং পরিভ্রমন্তমবনৌপতিনন্দনাস্তে
দদৃশুঃ । নাতিদূরস্থিতঞ্চ ভগবন্তমপশ্যনে শরৎ-
কালেহর্কমিব তেজোভিরনবরতমুদ্বুদ্ধমধশ্চাশেষদিশ-
শ্চোদ্ভাসমানং কপিলর্ষিমপশ্যন্ ॥ ১০ ॥

ততশ্চোদ্যতায়ুধা দুরাত্মায়মস্বদপকারী যজ্ঞবিষাত-
কর্তা হয়হর্তা হন্যতাং হন্যতামিতাধাবন্ । ততশ্চ
তেনাপি ভগবতা কিঞ্চিদীষৎপরিবর্তিতলোচনেন
বিলোকিতাঃ স্বশরীরসমুৎখেনাগ্নিনা দহ্যমানা বি-
নেশুঃ ॥ ১১ ॥

প্রত্যেকেই বসুধাতলের এক এক যোজন খনন করিলেন (ও তাঁহারা
পাতালে প্রবিষ্ট হইলেন ।) ৯ তখন রাজনন্দনেরা দেখিতে পাই-
লেন যে, পাতালতলে অশ্ব পরিভ্রমণ করিতেছে । তাহার অনতি-
দূরে দেখেন যে, ভগবান্ মহর্ষি কপিল, শরৎকালীন মেঘসম্পর্ক-
বিরাহিত দিবাকরের ন্যায় তেজোরাশি দ্বারা অনবরত উজ্জ্বল অধঃ
ও সমুদায় দিক্ দ্যোতমান করিতেছেন । ১০ অনন্তর সগরতনয়েরা
অস্ত্র শস্ত্র উদ্যত করিয়া, এই দুরাত্মাই আমাদের অপকারী, এই
দুরাত্মাই আমাদের যজ্ঞের ব্যাঘাত করিতেছে, এই দুরাত্মাই
আমাদের অশ্ব অপহরণ করিয়াছে, ইহাকে মারিয়া ফেল,
ইহাকে বধ কর, এই বলিয়া ধামমান হইলেন । তখন ভগবান্
কপিল, লোচনদ্বয় ঈষৎ পরিবর্তিত করিয়া দৃষ্টিপাত করিবামাত্র
তদীয় শরীর-সমুত্ত অগ্নিদ্বারা সগরতনয়েরা দগ্ধ ও বিনষ্ট
হইল । ১১

সগরোহপ্যমুগম্যাস্থানুসারি তৎ পুত্রবলমশেষং
পরমর্ষিকপিলতেজসা দক্ষমংশুমন্তমসমঞ্জসঃ পুত্রমশ্বা-
নয়নার্য তোদয়ামাস ॥ ১২ ॥

স তু সগরতনয়খাতমার্গেণ কপিলমুপগম্য ভক্তি-
নব্রস্তুখা তথা চ তুষ্ঠাব । যথৈনং ভগবানাহ, গচ্ছনং
পিতামহায়াশ্বং প্রাপয়, বরং বৃণীষ চ । পুত্র ! পৌত্রশ্চ
তে স্বর্গাদাস্কামানয়িম্যতীতি ॥ ১৩ ॥

অথাংশুমানপি ব্রহ্মদণ্ডহতানামশ্বংপিতৃণাং স্ব-
র্গায় স্বর্গাযোগ্যানাং স্বর্গপ্রাপ্তিকরং বরমস্মাকং ভগ-
বান্ প্রযচ্ছতু ইত্যাহ ॥ ১৪ ॥

তস্মাহ ভগবান্, উক্তমেবৈতন্ময়া পৌত্রশ্চ ত্রি-

অনন্তর সগর যখন জানিতে পারিলেন যে, অশ্বের অনুযায়ী
তদীয় সমুদায় পুত্র ও সৈন্যসামন্ত মহর্ষি কপিলের তেজোদ্বারা
ভক্ষ্যসাং হইয়াছে, তখন তিনি অসমঞ্জস পুত্রকে অশ্বানয়নার্থ
প্রেরণ করিলেন । ১২ অসমঞ্জস পুত্র অংশুমান, সগরতনয়গণ-
কর্তৃক নিখাত পথ দ্বারা মহর্ষি কপিলের নিকট গমন পূর্বক ভক্তি-
নম হইয়া এক্রপ স্তব করিতে লাগিলেন যে, ভগবান্ কপিল,
(পল্লিতুষ্টি হইয়া) তাঁহাকে কহিলেন, এই অশ্ব লইয়া গিয়া
তোমার পিতামহকে দাও এবং আমার নিকট বর লও । বৎস !
তোমার পৌত্র দেবলোক হইতে গঙ্গা আনয়ন করিবে । ১৩ অনন্তর
অংশুমান কহিলেন, ভগবান্ ! আমার পিতৃগণ ব্রহ্মদণ্ডে বিনষ্ট
হইয়াছে, সুতরাং তাঁহারা স্বর্গপ্রাপ্তির অযোগ্য, এক্ষণে তাঁহা-
দের স্বর্গ লাভের নিমিত্ত আমাকে স্বর্গপ্রাপ্তিজনক বর প্রদান
করুন । ১৪ ভগবান্ কপিল কহিলেন, এ বিষয়ে আমি পূর্বেই
তোমাকে বলিয়াছি যে, তোমার পৌত্র স্বর্গ হইতে গঙ্গাকে ভূম-

দিবাদ্গঙ্গাং ভুবমানয়িষ্যতীতি । তদন্তসা সংস্পৃষ্টেবৃষ্টি-
 তস্মৈশ্বেতে স্বর্গমারোক্ষান্তি । ভগবদ্বিষ্ণুপাদাজ্জুষ্ঠবিনি-
 র্গতজলস্য হি তম্মাহাভ্যাং, যন্ন কেবলমভিসন্ধিপূর্ব্বকং
 স্নানাদ্যুপভোগেষুপকারকমনভিসংহিতমপ্যপেতপ্রাণ-
 সাংস্থিচর্ম্মস্নায়ুকেশাদ্যুৎসৃষ্টং শরীরজং যজ্ঞপতিতং
 সদ্যঃ শরীরিণং স্বর্গং নয়তীতু্যক্তঃ প্রণম্য চ ভগবতে
 অশ্বমাদায় পিতামহযজ্ঞমাজগাম ॥ ১৫ ॥

সগরোহস্ত্রাশ্বমাদায় তং যজ্ঞং সমাপয়ামাস, সাগরুং
 চাত্মজপ্রীত্যা পুত্রত্বে কম্পয়ামাস ॥ ১৬ ॥

তস্যাপংশুমতো দিলীপঃ পুত্রোহভবৎ । দিলীপ-
 শুলে আনয়ন করিবে । এই সকল অস্থিতস্ম সেই গঙ্গাজল কর্তৃক
 স্পৃষ্ট হইলে সগরতনয়েরা স্বর্গ গমন করিবে । ভগবান্ বিষ্ণুর
 পাদাজ্জুষ্ঠ হইতে বিনির্গত মলিলের ঈদৃশ মাহাভ্যা যে, অভিসন্ধি
 পূর্ব্বক স্নানাদি করিলেই যে কেবল স্বর্গলাভ হয়, এরূপ নহে,
 পরন্তু যে ব্যক্তির গঙ্গাজল স্পর্শাদিবিষয়ে কোন অভিসন্ধি নাই,
 ঈদৃশ মৃত ব্যক্তির অস্থি চর্ম্ম স্নায়ু কেশ প্রভৃতি শরীরের কোন
 অবয়ব যদীয় গর্ভে পতিত হইলেও শরীর তৎক্ষণাৎ স্বর্গে গমন
 করে । ভগবান্ কপিল এইরূপ বলিলে অংশুমান্ তাঁহাকে
 প্রণাম করিয়া অশ্ব গ্রহণ পূর্ব্বক পিতামহের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত
 হইলেন ॥^{১৫}

অনন্তর সগর অশ্ব গ্রহণ করিয়া সেই অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন
 করিলেন । তিনি পুত্রগণের প্রতি প্রীতি প্রদর্শনার্থে (তাঁহাদের
 কর্তৃক নিখাত) সাগরকে পুত্র কম্পনা করেন ।^{১৬}

অংশুমানের একটী পুত্র হইল, তাহার নাম দিলীপ । দিলী-
 পের পুত্র ভগীরথ । ইনি স্বর্গ হইতে গঙ্গাকে পৃথিবীতে আন-

স্যাপি ভগীরথঃ । যোহসৌ গঙ্গাং স্বর্গাদিহানীর
ভাগীরথীসংজ্ঞাং চকার ॥ ১৭ ॥

ভগীরথাৎ ঞ্জতঃ, তস্যাপি নাভাগঃ, ততোহপ্যম-
রীষঃ, তস্মাৎ সিন্ধুদ্বীপঃ, তস্যাপায়ুতাষঃ, তৎপুত্র
ঋতুপর্ণো নলসহায়োহককদয়জ্ঞোভূৎ ॥ ১৮ ॥

ঋতুপর্ণপুত্রঃ সর্ষকামঃ, তত্তনয়ঃ সুদাসঃ, সুদাসাৎ
সৌদাসো মিত্রসহনামা ॥ ১৯ ॥

যোহসাবটব্যাং যুগয়াগতো ব্যাঘ্রদ্বয়মপশ্যৎ ॥ ২০ ॥

তাভ্যাঞ্চ তদ্বনমপযুগং কৃতম্ ॥ ২১ ॥

স চৈকং তয়োর্ঝাণেন জঘান ॥ ২২ ॥

ত্রিয়মাণশ্চাসাবতিভীষণাকৃতিরতিকরালবদনো রা-
ক্ষসোহভবৎ ॥ ২৩ ॥

যন করিয়া ভাগীরথী নাম প্রদান করিলেন ।^{১৭} ভগীরথের পুত্র
ঞত, ঞ্জত হইতে নাভাগ, নাভাগ হইতে অন্বরীষ, অন্বরীষ হইতে
সিন্ধুদ্বীপ, সিন্ধুদ্বীপ হইতে অযুতাষ, অযুতাষ হইতে ঋতুপর্ণ
উৎপন্ন হইলেন । এই ঋতুপর্ণ নলরাজার সহায় ও অককদয়জ্ঞ
ছিলেন ।^{১৮} ঋতুপর্ণের পুত্র সর্ষকাম, সর্ষকামের পুত্র সুদাস,
সুদাসের পুত্র সৌদাস বা মিত্রসহ ।

একদা এই মিত্রসহ, যুগয়ার্থ বনগমন করিয়া দুইটী ব্যাঘ্র
দেখিতে পাইলেন ।^{২০} এই দুইটী ব্যাঘ্র হইতে সেই বন যুগশূন্য
হইয়াছিল ।^{২১} মিত্রসহ সেই ব্যাঘ্রদ্বয়ের মধ্যে একটীকে বাণদ্বারা
বিন্ধ করিলেন ।^{২২} বাণবিন্ধ স্তম্ভ মন্দিরার সময় করালবদন ভীষণা-

দ্বিতীয়োহপি প্রতিক্রিয়াং তে করিষ্যামীতু্যক্ত্বা
অন্তর্দ্বানং জগাম ॥ ২৪ ॥

কালেন গচ্ছতা স সৌদাসো যজ্ঞমযজৎ । পরিনি-
ষ্টিতযজ্ঞে চার্চাৰ্য্যবশিষ্ঠে নিষ্কুন্তে তদ্রক্ষো বশিষ্ঠরূপ-
মাস্থায়, যজ্ঞাবসানে মম সমাংশং ভোজনং দেয়ং তৎ
সংক্ষিয়তাং ক্ষণাদিহাগমিষ্যামীতু্যক্ত্বা নিষ্কুন্তঃ ॥ ২৫ ॥

ভূয়শ্চ সূদবেশং কৃত্বা রাজাজ্ঞয়া মানুষমাংশং
সংস্কৃত্য রাজ্ঞে ন্যবেদয়ৎ । অসাবপি হিরণ্যপাত্রস্থিতং
মাংসমাদায় বশিষ্ঠাগমনপ্রতীক্ষোহভবৎ ॥ ২৬ ॥

আগতায় চ বশিষ্ঠায় নিবেদিতবান্ । স চাচিন্তয়ৎ,

কৃতি রাক্ষস হইল । ২৩ দ্বিতীয় ব্যাঘ্র, আমি তোমাকে প্রতিকল
প্রদান করিব, এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইল । ২৪

কিছুকাল গত হইলে এক সময় সৌদাস যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন ।
আচার্য্য বশিষ্ঠ যজ্ঞসমাপনানন্তর যজ্ঞ স্থল হইতে গমন করিলে ঐ
রাক্ষস বশিষ্ঠ রূপ ধারণ করিয়া (আগমন পূর্বক) কহিল যে,
এক্ষণে যজ্ঞ শেষ হইয়াছে, অদ্য আহারের সময় আমাকে মাংস
দিতে হইবে, তুমি মাংস প্রস্তুত কর, আমি ক্ষণকাল পরেই এখানে
আগমন করিতেছি । (বশিষ্ঠরূপধারী রাক্ষস) এই কথা বলিয়া
চলিয়া গেল । ২৫

ঐ রাক্ষস পুনর্বার সূদবেশ ধারণ পূর্বক রাজাজ্ঞানুসারে মনু-
ষ্যের মাংস পাক করিয়া রাজার নিকট সমর্পণ করিল । রাজাও
হিরণ্য পাত্রস্থিত মাংস গ্রহণ করিয়া বশিষ্ঠের আগমনের প্রতী-
ক্ষায় থাকিলেন । ২৬ অনন্তর যজ্ঞম বশিষ্ঠ আগমন করিলেন, তখন
র্তাহাকে সেই মাংস নিবেদন করিলেন । বশিষ্ঠ চিন্তা করিতে

অহো রাজোহস্যদোঃশীলম্ ! যেনৈতন্মাংসমস্মাকং
প্রযচ্ছতি । কিমেতদ্রব্যজাতমিতি ধ্যানপরোহভূৎ, অপ-
শ্যচ্চ তস্মানুষমাংসম্ । ততশ্চ ক্রোধকলুষীকৃতচেতা
রাজানং প্রতি শাপমুৎসসজ্জ, যস্মাদভোজ্যমস্মদ্বি-
ধানাং তপস্বিনাম্ অবগচ্ছন্নপি ভবান্ মহ্যং দদাতি,
তস্মাত্তবৈবাত্র লোলুপা বুদ্ধির্ভবিষ্যতীতি ॥ ২৭ ॥

অনন্তরঞ্চ তেনাপি, ভগবতৈবাভিহিতোহস্মীত্যুক্তঃ,
কিং কিং ? ময়েবাভিহিতম্ ? ইতি পুনরপি সমাধৌ
তস্থৌ ॥ ২৮ ॥

সমাধিবিজ্ঞানাবগতার্থশ্চাস্যানুগ্রহং চকার, নাত্যন্ত-
মেতৎ, দ্বাদশাংসং ভবতো ভোজনং ভবিষ্যতীতি ॥ ২৯ ॥

লাগিলেন, অহো ! রাজার কি দুঃশীলতা যে, আমাকে মাংস
প্রদান করিতেছে ! পরে তিনি উহা কোন্ জীবের মাংস, (ইহা
জানিবার নিমিত্ত) ধ্যানপরায়ণ হইলেন, এবং জানিতে পারি-
লেন যে তাহা মনুষ্যমাংস । অনন্তর তিনি ক্রোধে কলুষিত-
হৃদয় হইয়া রাজাকে শাপ প্রদান করিলেন যে, এই মাংস
অস্মদ্বিধ তপস্বিগণের যৎ অখাদ্য তাহা তুমি জ্ঞাত থাকিয়াও
যখন আমাকে প্রদান করিয়াছ, তখন তোমার মনই ইহাতে
লোলুপ হইবে, (তুমি রাক্ষস হইবে) ।^{২৭}

অনন্তর রাজা কহিলেন, ভগবন্ ! আপনিই ত (মাংস প্রদান
করিতে) আজ্ঞা করিয়াছেন । কি ? আমিই আজ্ঞা করিয়াছি ?
এই বলিয়া মুনি পুনর্বার সমাধি অবলম্বন করিলেন ।^{২৮} মহর্ষি
যখন যোগবলে সমুদায় ব্রহ্মাস্ত্র অবগত হইলেন, তখন তিনি
রাজার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া (কহিলেন যে) চিরকাল

অসাবপি তু ঐগৃহ্যোদকাঞ্জলিং মুনিশাপপ্রদানায়ো-
দ্যতে। ভগবানস্বদাকুঃ, নার্স্যেবং কুলদেবতাভূতমা-
চার্য্যং শপ্তুমিতি স্বপত্ন্যা মদয়ন্ত্যা প্রসাদিতঃ শস্যামুদ-
রক্ষার্থং তচ্ছাপাম্বু নোক্ষ্যাং নাকাশে চিক্বেপ তেনৈব
স্বপাদৌ সিষেচ ॥ ৩০ ॥

তেন ক্রোধশ্চৈতেনাস্তস্যা দগ্ধচ্ছায়ৌ তৎপাদৌ
কল্মাষতামুপগতো ॥ ৩১ ॥

ততশ্চ স কল্মাষপাদসংজ্ঞাম্বাপ, বশিষ্ঠশাপাচ্চ
ষষ্ঠে কালে রাক্ষসভাবমুপেত্যটব্যং পর্য্যটন্ অনে-
কশো মানুযানভক্ষয়ৎ ॥ ৩২ ॥

তোমাকে পিলিতাশন হইয়া থাকিতে হইবে না, কেবল দ্বাদশ
বৎসরমাত্র নরমাংসভোজী হইয়া থাকিবে। ২০ অনন্তর রাজাও
সলিলাঞ্জলি গ্রহণ পূর্বক মহর্ষিকে প্রতিশাপ প্রদান করিতে
উদ্যত হইলেন। তখন রাজমহিষী মদয়ন্তী অনেক অমুনয় বিনয়
পূর্বক কহিলেন যে, এই ভগবান্ মহর্ষি আমাদের গুরু, আচার্য্য
ও কুলদেবতাস্বরূপ, ইহাকে শাপ প্রদান করা উচিত হইতেছে
না। তখন রাজা, সেই শাপ প্রদানার্থ গৃহীত জল শস্য নষ্ট হই-
বার ভয়ে পৃথিবীতে এবং জল নষ্ট হইবার অশঙ্কায় আকাশে
নিক্ষেপ না করিয়া তদ্বারা স্বীয় পদদ্বয় সিক্ত করিলেন। ৩০ সেই
ক্রোধোদ্ভূত জলদ্বারা তাঁহার পাদদ্বয় কল্মাষ অর্থাৎ কৃক ও
পাপভূষণ হইল। ৩১ এই অবধি তিনি কল্মাষপাদ নামে বিখ্যাত
হইলেন। বশিষ্ঠশাপ হেতু তিনি এতোক তৃতীয় রজনীতে
রাক্ষস ভাব প্রাপ্ত হইয়া অরণ্যে পরিভ্রমণ পূর্বক বহুসংখ্য
মানুষা ভক্ষণ করিতেন। ৩২

একদা তু কঞ্চিগ্নুনিম্নতুকালে ভাৰ্য্যা সহ সঙ্গতং
দদৰ্শ ॥ ৩৩ ॥

তয়োশ্চ তমতিভীষণং রাক্ষসমবলোক্য ত্রাসাৎ
প্রধাবিতরৌর্দম্পাত্যোত্রাক্ষণং জগাহ ॥ ৩৪ ॥

ততঃ সা ত্রাক্ষণী বহুশস্ত্রং যাচিতবতী, প্রসীদেক্ষাকু-
কুলতিলকভূতস্ত্রং মহারাজ-মিত্রসহো ন রাক্ষসঃ । নাইসি
স্ত্রীধৰ্ম্মসুখাভিজ্ঞো ময্যকৃতার্থায়ানিমং মদুত্তারমতু নি-
ত্যেবং বহুপ্রকারং তস্যাং বিলপন্ত্যাং ব্যাঘ্রঃ পশুমিব
তং ত্রাক্ষণমভক্ষয়ৎ ॥ ৩৫ ॥

একদা তিনি (রাক্ষস ভাব প্রাপ্ত হইয়া) ভাৰ্য্যার সহিত
সঙ্গত কোন মুনিকে দেখিতে পাইলেন । ৩৩ সেই ত্রাক্ষণ ও
ত্রাক্ষণী, তাঁহাকে অতিভীষণ রাক্ষসাকার দেখিয়া ভয়ে পলায়ন
করিতে লাগিলেন । কলুষাষপাদ, (পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া)
ত্রাক্ষণকে গ্রহণ করিলেন । ৩৪ অনন্তর ত্রাক্ষণী পুনঃপুন স্বীয় ভর্তাকে
যাচঞা করিতে লাগিলেন, (ও কহিলেন) মহারাজ ! প্রসন্ন হউন ।
আপনি ইক্ষাকুলের ভূষণস্বরূপ । আপনি রাক্ষস নহেন, আপনি
মহারাজ মিত্রসহ । স্ত্রীসহবাসজনিত সুখ আপনকার অবিদিত
নাই । আপনি সকলই জানেন । আমি ভর্তৃসংসর্গে পরিতৃপ্ত
হই নাই । ঈদৃশ অবস্থায় আমার ভর্তাকে ভক্ষণ করা আপন-
কার উচিত হইতেছে না ।

ত্রাক্ষণী এইরূপ বলিয়া অনেক বিলাপ করিতে লাগিলেন ।
রাক্ষা (তাহাতে কর্ণপাতও না করিয়া) ব্যাঘ্র যেমন পশুকে
ভক্ষণ করে, তাহার ন্যায় সেই ত্রাক্ষণকে ভক্ষণ করিলেন । ৩৫

ততশ্চাতিকোপমমম্বিতা ব্রাহ্মণী তং রাজানং, যস্মা-
দেবং ময্যতৃপ্তায়াং ত্বয়ায়ং মৎপতিভক্ষিতঃ, তস্মাৎ
ত্বমপ্যন্তমবলোপভোগপ্রবৃত্তৌ প্রাপ্স্যসি, ইতি শশা-
পাশ্মিং প্রবিবেশ চ ॥ ৩৬ ॥

ততস্তস্য দ্বাদশাঙ্গপর্য্যয়ে বিমুক্তশাপস্য স্ত্রীবিমর-
াভিলাষিণো মদয়ন্তী স্মরয়ামাস ॥ ৩৭ ॥

ততশ্চ পরমসৌ স্ত্রীসন্তোগং তত্যাঙ্গ । বশিষ্ঠশ্চ
অপুত্রিণা রাজ্ঞা পুত্রার্থমভ্যর্থিতো মদয়ন্ত্যাং গর্ভাধানং
চকার। যদা চ সপ্ত বর্ষাণ্যসৌ গর্ভৌ ন জজ্ঞে, ততস্তং

অনন্তর ব্রাহ্মণী, সাতিশয় রোষপরতন্ত্রা হইয়া রাজাকে শাপ
প্রদান করিলেন যে, আমি স্বামিসহবাসে পরিতৃপ্তা না হইতেই
তুমি যে এরূপ আমার পতিকে ভক্ষণ করিলে, এই কারণে
তুমি যখনই স্ত্রীসন্তোগে প্রবৃত্ত হইবে, তখনই তুমি কলেবর
পরিত্যাগ করিবে। ব্রাহ্মণী এইরূপ শাপ প্রদান করিয়া অগ্নিতে
প্রদিস্টা হইলেন ১০০

অনন্তর দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে রাজা কল্যাণপাদ, শাপ
হইতে মুক্ত হইলেন। একদা তিনি স্ত্রীসন্তোগাভিলাষী হইলে
মদয়ন্তী তাঁহাকে (ব্রাহ্মণপত্নীর শাপ) স্মরণ করিয়া দিলেন। ৩৭
রাজা সেই অবধি স্ত্রীসহবাস পরিত্যাগ করিলেন। পরে তাঁহার
সন্তান না থাকাতে তিনি পুত্রোৎপাদনার্থ বশিষ্ঠের নিকট
প্রার্থনা করিলে বশিষ্ঠ মদয়ন্তীর গর্ভাধান করিলেন। অনন্তর
সপ্ত বৎসর অতীত হইল তথাপি সেই গর্ভে সন্তান উৎপন্ন
হইল না। তখন সেই রাজমহিষী অশ্ব (প্রস্তর) দ্বারা সেই

গর্ভস্থানা সা দেবী জযান । পুত্রশ্চাজায়ত । তস্য
চাশ্বকএব নামাভবৎ । অশ্বকস্য মূলকো নাম পুত্রো-
ভবৎ । যোহসৌ নিঃকজ্জৈহ্মিন্ ক্ষাতলে ক্রিয়মাণে
স্ত্রীভির্বিবস্ত্রাভিঃ পরিবার্য রক্ষিতঃ । ততস্তং নারী-
কবচমুদাহরন্তি । মূলকাৎ দশরথঃ, তস্মাদিলিবিলাঃ,
ততশ্চ বিশ্বসহঃ, তস্মাচ্চ খট্টাঙ্গো দিলীপঃ, । যোহসৌ
দেবাসুরাণাং সংগ্রামে দেবতাভিরভ্যর্থিতোহসুরান
জযান । স্বর্গে চ ক্লতপ্রিয়ৈর্দেবৈর্করার্থং চোদিতঃ গ্রাহ,
যদ্যবশ্যং বরো গ্রাহ্যস্তন্মমায়ুঃ কথ্যতামিতি । অন-

গর্ভে জন্ম লাভ করিলেন । তাহাতে একটি পুত্র উৎপন্ন হইল ।
এই রাজকুমার অশ্বক নামে বিখ্যাত হইলেন । অশ্বকের একটি
পুত্র হইল, তাহার নাম মূলক । (পরশুরাম) যখন পৃথিবী
নিঃকজ্জি করেন, তৎকালে স্ত্রীলোকেরা বিবস্ত্রা হইয়া এই মূল-
ককে পরিবৃত্ত করিয়া রক্ষা করিয়াছিল, এই জন্য ইনি নারীকবচ
নামে বিখ্যাত হন ।

মূলক হইতে দশরথ, দশরথ হইতে ইলিবিলা, ইলিবিলা
হইতে বিশ্বসহ, বিশ্বসহ হইতে খট্টাঙ্গ উৎপন্ন হইলেন । খট্টা-
ঙ্গের অপর একটি নাম দিলীপ । একদা দেবাসুরের সংগ্রাম
উপস্থিত হইলে দিলীপ দেবগণ কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া অসুরগণকে
বিনাশ করিলেন । তাহাতে দেবগণ প্রীত হইয়া অনুরোধ করি-
লেন যে, তুমি একটি বর প্রার্থনা কর । দিলীপ কহিলেন, যদি
একান্তই আমাকে বর গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে আমার
কত পরমায়ুঃ আছে, তাহা আপনারা বলিয়া দিউন । দেবগণ
কহিলেন, তোমার এক যুহুর্ভ পরিমিত পরমায়ুঃ অবশিষ্ট আছে ।

সুতরৈধৈরুত্তম, একমুহূর্তপ্রমাণমায়ুঃ । ইত্যাভ্যোহ-
 স্বলিতগতিনা রিমানেন লয়িমণ্ডণে মর্ত্যালোক-
 মাগম্বোদমাহ, যথা ন ব্রাহ্মণেভ্যঃ সকাশাদিত্যাপি মে
 প্রিয়তরো নচাপি স্বধর্মোন্নজ্ঞানং ময়া কদাচিদপ্য-
 মুচ্ছিতং, ন চ সকলদেবমানুষপশুরক্ষাদিকেঃপ্যচ্যুত-
 ব্যতিরেকবতী দৃষ্টির্মমাতুং, তথা তমেব দেবং
 মুনিজনানুসৃতং ভগবন্তমস্বলিতগতিঃ প্রাপয়েয়মিত্য-
 শেষদেবগুরৌ ভগবতানির্দেশ্যবপুষি সত্তামাত্রাত্মন্যা-
 ত্মানং পরমাত্মনি বাসুদেবে যুযোজ, তত্রৈব লয়মবাপ,
 ॥ ৩৮ ॥

তত্ৰাপি ক্রয়তে শ্লোকো গীতঃ সপ্তর্ষিভিঃ পুরা ।

দেবগণ এই কথা বলিবারাত্র দিলীপ, ত্বরান্বিত হইয়া অস্বলিতগতি
 দেবযান ধরা তৎক্ষণাৎ মর্ত্যালোকে উপস্থিত হইলেন এবং
 কহিলেন, সমুদায় ব্রাহ্মণগণ হইতে যেমন আমার আত্মাও প্রিয়-
 তর নহে, আমি যেমন কখন স্বীয় ধর্ম উন্নজ্ঞান করি নাই, সেই-
 রূপ অচ্যুত ব্যতীত দেব মানুষ পশু রক্ষ প্রভৃতি কোন পদার্থেই
 যেন আমার দৃষ্টি না হয়, আমি যেন মুনিজন কর্তৃক নিরন্তর
 অনুধ্যাত দেব ভগবান্ বিষ্ণুকেই প্রাপ্ত হই। আমাকে যেন
 (ক্রমমাত্রাও) তাঁহা হইতে স্বলিত হইতে না হয়। দিলীপ
 এই কথা বলিয়া অশেষ দেবতার গুরু অনির্দেশ্যস্বরূপ সত্তামাত্রা-
 ত্মক পরমাত্মা ভগবান্ বাসুদেবে আত্মাকে সংযুক্ত করিলেন
 এবং তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হইলেন । ৩৮

এ বিষয়ে পূর্বে সপ্তর্ষিগণ কর্তৃক গীত একটী শ্লোক আছে যে,

খট্ভাজেন সমো নানাঃ কচ্ছিদুর্ক্যাং ভবিষ্যতি ।

যেন স্বর্গাদিহাগত্য মুহূর্তং প্রাপ্য জীবিতম্ ।

ত্রয়োহতিসংহিতা লোকা বুধ্যা দানেন চৈব হি

॥ ৩৯ ॥

খট্ভাজতো দীর্ঘবাহুঃ পুত্রোহভবৎ । ততো রঘুঃ,
সুশ্রাদপাজঃ, অজাৎ দশরথঃ, দশরথস্যাপি ত্রীভগ-
বানজনাতো জগৎস্থিত্যর্থমাত্মাংশেন রামলক্ষণভরত-
শত্রুঘ্নরূপিণা চতুর্দ্ধা পুত্রত্বমযাসীৎ ॥৪০॥

রামোহপি বালএব বিশ্বামিত্রযজ্ঞরক্ষণায় গচ্ছন্
তাড়কাং জঘান ॥৪২॥

পৃথিবীতে খট্ভাজের সদশ আর কোন রাজা হইবে না । তিনি
মুহূর্তকাল মাত্র পরমায়ু জানিয়া স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আগমন
পূর্বক বুদ্ধি দ্বারা অর্থাৎ সমুদায় পদার্থই বাসুদেব, এতদাত্মক জ্ঞান
দ্বারা ও দান দ্বারা সমুদায় ত্রিলোক বাসুদেবে সমর্পণ করিয়া-
ছিলেন ।^{১১}

খট্ভাজ হইতে দীর্ঘবাহু নামক পুত্র উৎপন্ন হইল । দীর্ঘবাহুর
পুত্র রঘু, রঘুর পুত্র অজ, অজ হইতে দশরথ জন্ম পরিগ্রহ করি-
লেন । ভগবান্ পদ্মনাভ ভূমণ্ডল রক্ষার নিমিত্ত আপনার অংশ
দ্বারা রাম লক্ষণ ভরত শত্রুঘ্ন রূপ চতুর্ধা বিভক্ত হইয়া দশরথের
পুত্রত্ব স্বীকার করিলেন ।^{১২}

রাম বাল্যকালেই বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ রক্ষার্থ গমন করিয়া তাড়কা-
নারী রাক্ষসীকে বিনাশ করিলেন ।^{১৩} যজ্ঞ স্থলে মারীচ উপস্থিত
হইলে তিনি তাহাকে শরাঘাত দ্বারা আহত করিয়া মৃদুরে
নিঃক্ষেপ করেন । তিনি সুবাহুপ্রভৃতি রাক্ষসদিগকে বিনাশ

যজ্ঞে চ মারীচমিশ্রপাতাহতং দূরং চিক্লেপ, সুবাহু-
প্রমুখাংশ্চ ক্ষয়মনয়ৎ । সন্দর্শনয়াত্রেণ এব অহল্যা-
মপাপাং চকার । জনকগৃহে চ মাহেশ্বরং চাপমনী-
য়াসেনৈব বভঙ্গ, সীতাঞ্চাযোনিজাং জনকরাজতনয়াং
বীৰ্য্যশুল্কাং লেভে ॥ ৪২ ॥

সকলক্ষত্রক্ষয়কারিণমশেষহৈহয়কুলকেতুভূতঞ্চ পর-
শুরামমপাস্তবীৰ্য্যবলাবলেপং চকার ॥ ৪৩ ॥

পিতৃবচনাচ্চাগণিতরাজ্যাভিলাষো ভ্রাতৃত্বার্থ্যাস-
মম্বিতো বনং বিবেশ ॥ ৪৪ ॥

বিরোধখরদূষণাদীন্ কবন্ধবালিনৌ চ জঘান । বন্ধু
চাত্তোনিধিम् অশেষরাক্ষসকুলক্ষয়ং কৃত্বা দশানন-
জতাং তদ্বধাপহতকলঙ্কামপ্যনলপ্রবেশশুদ্ধামশেষদে-

করিলেন । তাঁহার তৃষ্টিপাতমাত্র অহল্যার পাপ ক্ষয় হইল ।
তিনি জনকগৃহে উপনীত হইয়া অনায়াসেই শঙ্কর-শরাসন ভঙ্গ
করিলেন । তাহাতে তিনি অযোনিসম্ভূতা জনক-রাজনন্দিনীকে
বীরভরূপ শুল্কদ্বারা লাভ (করিয়া বিবাহ) করিলেন ।^{১২} তিনি,
সকল ক্ষত্রিয়কুল-ধ্বংসকারী হৈহয়কুল-ধুমকেতু স্বরূপ পরশু-
রামের বাহুবলজনিত দর্প চূর্ণ করেন ।^{১৩} তিনি পিতৃবাধ্য অনু-
সারে রাজ্যাভিলাষ পরিত্যাগ পূর্বক ভ্রাতা ও ভার্ধ্যার সহিত
কন্যপ্রবেশ করিলেন ।^{১৪} অনন্তর তিনি বিরোধ খরদূষণ প্রভৃতি
রাক্ষসগণকে এবং কবন্ধ ও বালিকে বিনাশ করিয়াছিলেন । পরে
তিনি সমুদ্রে বন্ধনপূর্বক সমুদায় রাক্ষসকুল ক্ষয় করিয়া দশা-
নন কর্তৃক অপহৃত জানকীকে উদ্ধার করিলেন । দশানন বধদ্বারা
জনকতনয়ার খেদ দূর হইল । রাম, তাঁহাকে অগ্নি প্রবেশদ্বারা

বেশসংস্কৃতমানাং সীতাং জনকরাজতনয়ামযোধ্যামা-
নিন্যে ॥ ৪৫ ॥

ভরতোহপি গন্ধর্ব্ববিষয়সাধনায়োগগন্ধর্ব্বকোটি-
স্তিত্ত্বো জঘান । শক্রস্নেহাণ্যমিতবলপরাক্রমো মধুপুত্রো
লবণো নাম রাক্ষসেশ্বরো নিহতো মথুরা চ নিবেশিতা ।
ইত্যেবমাদ্যতুলবলপরাক্রমবিক্রমণৈরভিদুর্ফনিবহঁণৈরশে-
ষস্যাস্য জগতো নিপ্পাদিতস্থিতয়ো রামলক্ষ্মণভরত-
শক্রঘ্নাঃ পুনর্দ্বিবমারুঢাঃ । যেহপি তেষু ভগবদংশেষ-
নুরাগিণঃ কোশলনগরজনপদান্তেহপি তস্মানসমুৎসজ্জো-
কতামবাপুঃ ॥ ৪৬ ॥

পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করিলেন । সীতা অগ্নিপ্রবেশদ্বারা পরিশুদ্ধা
হইলে দেবগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন । অনন্তর রাম
সীতাকে অযোধ্যায় আনয়ন করিলেন ।*

এ দিকে ভরতও গন্ধর্ব্বরাজ্য শাসনের নিমিত্ত উগ্র তিন কোটি
গন্ধর্ব্ব বিনাশ করেন । শক্রঘ্নও অসীম পরাক্রমশালী মধুপুত্র
লবণ নামক রাক্ষসপতিকে সংহার করিয়া মথুরা নামে নগরী
সংস্থাপন করিলেন । রাম লক্ষ্মণ ভরত ও শক্রঘ্ন, এইরূপে অসীম
পরাক্রম ও অসামান্য বল দ্বারা (অলোক সামান্য) কার্য্য নির্বাহ
করিয়া দুই দমন দ্বারা সমুদায় জগতের মর্যাদা স্থাপন পূর্ব্বক
পুনর্ব্বার স্বর্গে আরোহণ করিলেন । কোশলদেশবাসী নগরস্থ বা
জনপদস্থিত যে সমুদায় লোক, উক্ত ভগবানের অংশে অনুরাগী
ও একাগ্রহৃদয় ছিল, তাহারা সকলেই স্বর্গে গমন করিল ।*

রামস্য তু কুশলবো পুত্রৌ লক্ষণস্যাঙ্গদচন্দ্রকেতু,
তক্ষপুঙ্করৌ ভরতস্য, সুবাহুশূরসেনৌ চ শত্রুঘ্নস্য ॥৪৭॥

কুশস্যাতিথিঃ, অতিথেরুপি নিষধঃ পুত্রোহভবৎ ।
নিষধস্যাপি, নলঃ, তস্যাপি নভাঃ, 'নভসঃ পুণ্ডরীকঃ,
তত্তনয়ঃ ক্লেমধন্বা, তস্য চ দেবানীকঃ । তস্যাপ্য-
হীনগুঃ, (ততো রূপঃ) ততো রুরঃ, তস্য চ পারিপাত্রঃ,
পারিপাত্রাদলঃ, দলাৎ ছলঃ, তস্যাপ্যুখঃ, উখা-
দ্বজ্জনাভঃ, তস্মাৎ শঙ্খনাভঃ, ততো ব্যুখিতাশ্বঃ,
ততশ্চ বিশ্বসহো যজ্ঞে । হিরণ্যনাভস্ততো মহাযোগী-
শ্বরজৈমিনিশিষ্যঃ । যতো যাজ্ঞবল্ক্যো যোগমবাপ ।

রামের দুইটি পুত্র জন্মিয়াছিল । একটীর নাম কুশ ও একটীর
নাম লব । লক্ষণের দুইটি পুত্র হয়, তাহাদের নাম অঙ্গদ ও
চন্দ্রকেতু । ভরতের পুত্রঘরের নাম তক্ষ ও পুঙ্কর, শত্রুঘ্নের দুই
পুত্রের নাম সুবাহু ও শূরসেন । ৪৭

কুশের পুত্র অতিথি, অতিথির পুত্র নিষধ, নিষধের পুত্র নল,
নলের পুত্র নভা, নভার পুত্র পুণ্ডরীক, পুণ্ডরীকের পুত্র ক্লেমধন্বা,
ক্লেমধন্বার পুত্র দেবানীক, দেবানীকের পুত্র অহীনগু, অহীনগুর
পুত্র (রূপ, রূপের পুত্র) রুর, রুরের পুত্র পারিপাত্র, পারিপাত্রের
পুত্র দল, দলের পুত্র ছল, ছলের পুত্র উখ, উখের পুত্র বজ্জ-
নাভ, বজ্জনাভের পুত্র শঙ্খনাভ, শঙ্খনাভের পুত্র ব্যুখিতাশ্ব,
ব্যুখিতাশ্বের পুত্র বিশ্বসহ, বিশ্বসহের পুত্র হিরণ্যনাভ । এই
হিরণ্যনাভ, মহর্ষি জৈমিনির শিষ্য ও মহাযোগী ছিলেন । যে
জৈমিনির নিকট যাজ্ঞবল্ক্যও যোগাভ্যাস করিয়াছিলেন । হিরণ্য-

হিরণ্যনাভস্য পুত্রঃ পুষ্যঃ, তস্যাৎ ক্রবসন্ধিঃ, ততঃ
সুদর্শনঃ, তস্মাদগ্নিবর্ণঃ, ততশ্চ শীঘ্রঃ, ততোহপি মরুঃ
পুত্রোহভূৎ । যোহসৌ যোগমাস্থানাদ্যাপি কলাপ-
গ্রামাশ্রিতস্তিষ্ঠতি । আগামিযুগে সূর্য্যবংশকল্পত্রয়-
ভ্রমিতা ভবিষ্যতীতি । প্রশুশ্রুতস্তস্যাত্মজঃ, তস্যাপি
সুগন্ধিঃ* ততশ্চামর্যঃ, তস্য মহস্থান†, ততো বিশ্রুত-
বান্, ততো বৃহদ্বলঃ যোহর্জুনতনয়েনাভিমন্যুনা
ভারতযুদ্ধে ক্ষয়মনীয়ত ॥ ৪৮ ॥

নান্দিক্তর পুত্র পুষ্য, পুষ্যের পুত্র ক্রবসন্ধি, ক্রবসন্ধির পুত্র সুদর্শন,
সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ, অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্র, শীঘ্রের পুত্র মরু ।
মরু যোগ অবলম্বন করিয়া অদ্যাপি কলাপগ্রামে অবস্থান
করিতেছেন । ইনি আগামী যুগে সূর্য্যবংশীয় কল্পিত্রয়কূলের
প্রবর্তক হইবেন । মরুর পুত্র প্রশুশ্রুত, প্রশুশ্রুতের পুত্র সুগন্ধি,
(সুগবি) সুগন্ধির পুত্র অমর্য, অমর্যের পুত্র মহস্থান (মহস্রাংশ)
মহস্থানের পুত্র বিশ্রুতবান্, বিশ্রুতবানের পুত্র বৃহদ্বল । যখন
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়, সেই সময় অর্জুন পুত্র, অভিমন্যু, এই বৃহ-
দ্বলকে বিনাশ করিয়াছিলেন ।^{১৮} এই আমি তোমার নিকট
প্রধান প্রধান ইক্ষ্বাকুবংশীয় ভূপালগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

* সুগবিরিতি পাঠান্তরম্ ।

† ভস্য মহস্রাংশুরিতি কেচিৎ পঠিত্তি ।

এতে হীক্ষাকুভূপালাঃ প্রাধান্যেন ময়োদিতাঃ ।
এতেষাঞ্চরিতং শৃণু সৰ্ব্বপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেংশে
চতুর্থোধ্যায়ঃ ।

কহিলাম । যিনি এই সমুদায় রাজগণের চরিত্র অবগত করেন,
তিনি সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হন ॥ ৪৯ ॥

বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থ অংশ চতুর্থ অধ্যায়
সমাপ্ত ।

~ ~ ~ ~ ~

বিষ্ণুপুরাণম্ ।

চতুর্থোহংশঃ ।

পঞ্চমাধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

ইক্ষাকুতনয়ো যোহসৌ নিমিন্ৰাম, স তু সহস্র-
সংযৎসরং সত্রমারেভে, বশিষ্ঠঞ্চ হোতারং বরয়া-
নাস ॥ ১ ॥

তমাহ বশিষ্ঠঃ, অহমিদ্ভেগ পঞ্চবর্ষশতং যাগার্থং
প্রথমতরং বৃতঃ, তদনন্তরং প্রতিপাল্যতাম্, আগত-
স্ত্বাপি ঋত্বিক্ ভবিষ্যামি, ইতুক্তে স পৃথিবীপতিনা
ন কিঞ্চিদুক্তঃ ॥২॥

পরশর কহিলেন । ইক্ষাকুতনয় নিমি, সহস্র বৎসর ব্যাপী
মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিয়া বশিষ্ঠকে হোতার কর্মে নিযুক্ত করিলেন ।^১
পরন্তু বশিষ্ঠ কহিলেন, দেবরাজ ইন্দ্র, পঞ্চশত বর্ষব্যাপী
বাণানুষ্ঠানের নিমিত্ত আমাকে পূর্বেই বরণ করিয়াছেন, অতএব
কিছুকাল প্রতীক্ষা কর, আমি (ইন্দ্রভবন হইতে) প্রত্যাগত
হইয়া তোমার ঋত্বিক্ হইব । বশিষ্ঠ এই কথা বলিলে রাজা
কোন উত্তর করিলেন না ।^২ বশিষ্ঠ (রাজার মৌন দর্শনে)

বশিষ্ঠোহপ্যনেন সমন্বীপ্তমিত্যমরপতেষাগম-
করোৎ ॥ ৩ ॥

সোহপি তৎকালমেবান্যৈর্গৌতমাদিভিষাগমকরোৎ ।
সমাশ্বে চামরপতেষাগে ভ্রাবান্ বশিষ্ঠে । নিমেঃ কৰ্ম
করিষ্যামীত্যাজগাম, তৎকৰ্মকৰ্তৃত্বঞ্চ তত্র গৌতমস্য
দৃষ্ট্বা, অথ স্বপতে তস্মৈ রাজ্ঞে নামপ্রত্যাখ্যায়ৈতদনেন
গৌতমায় কৰ্ম্মান্তরমর্পিতং যস্মাৎ, তস্মাদয়ং বিদেহো
ভবিষ্যতীতি শাপং দদৌ ॥ ৪ ॥

প্রতিবুদ্ধশাসাববনীপতিরপি গ্রাহ, যস্মান্মামসং-
ভাব্য অজানতএব শয়ানস্য শাপোৎসর্গমসৌ দুর্দণ্ডরু-

সম্মতি আছে, বিবেচনা করিয়া দেবরাজের যজ্ঞ করিতে আরম্ভ
করিলেন ।* (বশিষ্ঠ দেবরাজের যজ্ঞে নিযুক্ত হইলে) নিমিও
সেই সময় গৌতম প্রভৃতি অন্যান্য মহর্ষিগণ। যাগ করাইতে
লাগিলেন । যখন দেবরাজের যাগ পরিসমাপ্ত হইল, তখন
বশিষ্ঠ নিমির কৰ্ম্ম করিবেন বলিয়া ভ্রাস্বিত হইয়া আগমন
করিলেন এবং দেখিলেন যে, গৌতম প্রভৃতি মহর্ষিরা যজ্ঞ
কৰ্ম্ম সম্পাদন ও কৰ্ত্তৃত্ব করিতেছেন । বশিষ্ঠ তখন রাজাকে
নিদ্রাভিভূত দেখিয়া এইরূপ শাপ প্রদান করিলেন যে, এই
রাজা যখন আমাকে প্রত্যাখ্যান না করিয়া আমার কথার উত্তর
না দিয়া গৌতমকে এই যজ্ঞে প্রবেশ করিতে দিয়াছেন, তখন
(সেই অপরাধে) ইনি বিদেহ (দেহ হীন) হইবেন ।* অনন্তর
রাজা প্রবুদ্ধ ও জ্ঞাত হইয়া কহিলেন, আমি শয়ন করিয়াছিলাম,
কিছুই জানি না । ঈদৃশ অবস্থায় বশিষ্ঠ যখন আমাকে না
বলিয়া আমার প্রতি শাপ প্রদান করিয়াছেন, সেই দুর্ক

শকার, তস্যাৎ তস্যাপি দেহঃ পতিতো ভবিষ্যতীতি *
প্রতিশাপং দত্ত্বা দেহমত্যজৎ ॥ ৫ ॥

তস্মাচ্ছাপাচ্চ † মিত্রাবরুণয়োন্তেজসি বশিষ্ঠতেজঃ
প্রবিষ্টম্ উর্কশীদর্শনাদুদ্ভূতবীৰ্য্যপ্রপাতয়োঃ সকাশাৎ
বশিষ্ঠো দেহমপরং লেভে ॥ ৬ ॥

নিমেরপি তচ্ছরীরমতিমনোহরং তৈলগন্ধাদিভি-
রুপস্ক্রিয়মাণং, নৈব ক্লেদাদিকং দোষমবাপ, সদ্যো-
মৃতমিব তস্থে ॥ ৭ ॥

যজ্ঞসমাপ্তৌ চ ভাগগ্রহণায়াগতান্ দেবান্ ঋত্বিজ
উচুঃ, যজমানায় বরো দীয়তাম্ ইতি । দেবৈশ্ছন্দিতো
নিমিরঃ ॥ ৮ ॥

গুরুরও দেহ পতন হইবে। রাজা এই কথা বলিয়া প্রতিশাপ
প্রদান পূর্বক দেহত্যাগ করিলেন।* রাজার এই শাপ হেতু
বশিষ্ঠতেজ, মিত্রাবরুণের তেজে অনুপ্রবিষ্ট হইল। পরে, উর্কশী
দর্শনে মিত্রাবরুণের রেতঃপাত হইলে তাহাতে বশিষ্ঠ, অপর দেহ
ধারণ করিলেন।† নিমির শরীরও (জীবিত দেহের ন্যায়) অতি-
মনোহর থাকিল। তৈল গন্ধদ্রব্য প্রভৃতিদ্বারা পরিচর্যা হওয়াতে
ঐ শরীর ক্লেদাদি দোষে দূষিত হইল না, সদ্যোমৃতের ন্যায়
থাকিল।*

যজ্ঞ সমাপ্তি হইলে যজ্ঞভাগ গ্রহণার্থ দেবগণ যখন যজ্ঞস্থলে
উপস্থিত হইলেন, তখন ঋত্বিক্গণ কহিলেন, আপনারা যজ্ঞ-
মানকে বর প্রদান করুন। পরে দেবতারা বরপ্রার্থনার্থ নিমিকে

* তস্যাপি দেহঃ পতিষ্যতীতি ইতি পাঠান্তরম্।

† তস্মাচ্ছাপাচ্চ ইতি বা পাঠ্যম্।

ভগবন্তোহখিলসংসারদুঃখসজ্জাতস্য চ্ছেত্তারো ন
হ্যেতাবজ্জগত্যন্যৎ দুঃখমস্তি, যচ্ছরীরাঅনোৰ্কিয়োগো
ভবতি, তদহমিচ্ছামি সকললোকলোচনেষু বস্তুম্, ন
পুনঃ শরীরগ্রহণং কর্তুম্ । ইত্যুক্তে দেবৈরসাবশেষভূ-
তানাং নেত্রেষু আসাং কারিতঃ ॥ ৯ ॥

ততো ভূতান্যাম্বেষনিমেষং চক্ৰুঃ । অপুত্রস্য চ তস্য
ভূভুজঃ শরীরমরাজকভীরবস্তে মুনয়োহরণ্যাং মমম্ভুঃ
॥ ১০ ॥

তত্র কুমারো যজ্ঞে । জননাজ্জনকসংজ্ঞাধাসাব-
বাপ ॥ ১১ ॥

অভূদ্বিদেহোহস্য পিতেতি বৈদেহো মথনাস্থিথির-
অনুমতি করিলে নিমি কহিলেন । ৮ আপনারা সংসারের সমু-
দায় দুঃখপরম্পরা ধ্বংস করিয়া থাকেন । এই জগতের মধ্যে
শরীরের সহিত আত্মার বিয়োগজনিত দুঃখের সমস্ত অন্য কোন
দুঃখ নাই । অতএব আমার ইচ্ছা যে, আমি সকল লোকের
লোচনে অবস্থান করি, পুনর্বার শরীর পরিগ্রহ করিতে আত্মার
অভিলাষ নাই । নিমি এইরূপ প্রার্থনা করিলে দেবতারা সকল
জীকের নেত্রে তাঁহার বাসস্থান করিয়া দিলেন । ৯ সেই অবধি
সমুদায় প্রাণীর চক্ষুতে নিমি হইল ।

অনন্তর মুনিগণ পৃথিবীর অরাজকতা ভয়ে ভীত হইয়া সেই
অপুত্র রাজার শরীর অরণীতে* মস্থন করিলেন । তাহাতে একটা
কুমার উৎপন্ন হইল । জনন অর্থাৎ জন্মহেতু ঐ পুত্র জনক এই
নাম প্রাপ্ত হইল । ১০ ঐ জনক বিদেহের পুত্র, এই অন্য বৈদেহ

ভূৎ । তস্যোদাবসুঃ পুত্রোহভূৎ । ততো নন্দিবর্দ্ধনঃ, (১)
তস্মাৎ স্নকেতুঃ, তস্যাপি দেবরাতঃ (২) ততশ্চ বৃহ-
দুকথঃ (৩), তস্য চ মহাবীৰ্য্যঃ, তস্যাপি সত্যধৃতিঃ (৪),
ততশ্চ ধৃষ্টকেতুঃ, ধৃষ্টকেতোহৰ্য্যশ্বঃ, তস্য চ মরুঃ,
মরোঃ প্রতিবন্ধকঃ, তস্মাৎ কৃতরথঃ (৫), তস্মাৎ
কৃতিঃ (৬), তস্য বিবুধঃ, তস্যাপি মহাধৃতিঃ, তস্য চ
কৃতিরাতঃ, ততো মহারোমা, ততঃ সুবর্ণরোমা,
তস্যাপি পুত্রো হস্বরোমা, (৭) ততঃ সীরধ্বজোহভূৎ ।

নামে বিখ্যাত হইলেন । মন্থন দ্বারা তাঁহার জন্ম হইয়াছিল,
এই জন্য তিনি মণি নামেও বিস্কৃত হন । রাজা জনকের একটি
পুত্র হইল, তাহার নাম উদাবসু । উদাবসুর পুত্র নন্দিবর্দ্ধন,
নন্দিবর্দ্ধনের পুত্র স্নকেতু, (কেতু) স্নকেতুর পুত্র দেবরাত, দেবরাতের
পুত্র বৃহদ্রথ, (বৃহদুকথ) বৃহদ্রথের পুত্র মহাবীৰ্য্য, মহাবীৰ্য্যের পুত্র
সুধৃতি, (সত্যধৃতি) সুধৃতির পুত্র ধৃষ্টকেতু, ধৃষ্টকেতুর পুত্র
হৰ্য্যশ্ব, হৰ্য্যশ্বের পুত্র মরু, মরুর পুত্র প্রতিবন্ধক, প্রতিবন্ধকের
পুত্র কৃতরথ, (কৃতিরথ) কৃতরথের পুত্র কৃতি, (দেবামীচ) কৃতির
পুত্র বিবুধ, বিবুধের পুত্র মহাধৃতি, মহাধৃতির পুত্র কৃতিরাত,
কৃতিরাতের পুত্র মহারোমা, মহারোমার পুত্র সুবর্ণরোমা, সুবর্ণ-

(১) উদারসো নন্দিবর্দ্ধন ইতি বা পঠনীয়ম্ ।

(২) ততঃ কেতুঃ, তস্মাচ্চ দেবরাতঃ ইতি কেচিৎ পঠতি ।

(৩) ততশ্চ বৃহদ্রথ ইতি বা পাঠ্যম্ ।

(৪) তস্যাপি সুধৃতিরিতি পাঠান্তরম্ ।

(৫) তস্মাৎ কৃতিরথঃ ইতি বা পঠনীয়ম্ ।

(৬) কৃত্তে দেবামীচ ইত্যপি নাম দৃশ্যতে ।

(৭) হস্বরোমা ইতি ন্যাস্তরম্ ।

তস্য পুত্রার্থং যজনভুবং ক্লষতঃ সীরে সীতা দূহিতা
সমুৎপন্নাসীৎ । সীরধ্বজস্য ভ্রাতা 'সাত্' কাশ্যাধিপতিঃ
কুশধ্বজনামা । সীরধ্বজস্যাপত্যং ভানুমান্ ॥ ১২ ॥

ভানুমতঃ শতদুগ্ধঃ, তস্য শুচিঃ, তস্মাদুর্জবহো
নাম(১) পুত্রো যজ্ঞে । তস্যাপি সত্যধ্বজঃ(২), ততঃ
কুনিঃ, (কুণিঃ) কুনেরঞ্জনঃ, তৎপুত্রঃ ঋতুজিৎ(৩),

রোমার পুত্র ক্রুশ্বরোমা, (ডুশ্বরোমা) ক্রুশ্বরোমার পুত্র স্বীরধ্বজ ।
এই সীরধ্বজ যখন পুত্র কামনায় যাগ করেন, সেই সময় ভূমি
কর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার সীরে (লাঙ্গলাঞ্চে) সীতা
নারী কন্যা উৎপন্ন হইয়াছিলেন । সীরধ্বজের ভ্রাতার নাম
কুশধ্বজ । ইনি কাশীর অধিপতি ছিলেন । সীরধ্বজের পুত্রের
নাম ভানুমান্ ।^{১২} ভানুমানের পুত্র শতদুগ্ধ, শতদুগ্ধের পুত্র
শুচি, শুচির পুত্র উর্জবহ, (উর্জবাহ) উর্জবহ হইতে সত্য-
ধ্বজ, (ভারদ্বাজ) সত্যধ্বজ হইতে কুনি, (কুণি) কুনি হইতে
অঞ্জন, অঞ্জন হইতে ঋতুজিৎ (কৃতুজিৎ বা কৃতুজিৎ) ঋতুজিৎ

(১) তস্মাদুর্জবাহর্মাম ইতি বা পাঠ্যতাহ্ ।

(২) তস্যাপি ভারদ্বাজ ইতি পাঠান্তরম্ ।

(৩) কৃতুজিৎ, অথবা কৃতুজিৎ ইতি বিভিন্নঃ পাঠঃ ।

সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পুস্তক ও আর দুই একখানি পুস্তকে আছে যে, কুশধ্বজ
কাশীর অধিপতি ছিলেন । ঐযুক্ত রাজা কমলহক বাহাদুরের পুস্তকে এবং
ঐযুক্ত বারু বরদাশ্রম বসাক লুহাশয়ের পুস্তকে এরূপ আছে যে, কুশধ্বজ সাক্ষাৎ
অধিপতি । পণ্ডিত উইল্‌সন্ সাহেব যুক্তি প্রদর্শন পূর্বক মিরপণ করিয়াছেন
যে, তিনি কাশীর অধীশ্বর ছিলেন । রামায়ণে লিখিত আছে, কুশধ্বজ সাক্ষাৎ
রাজা । তাগবতে আছে যে, সীরধ্বজের পুত্রের নাম কুশধ্বজ । ১২

ততোহরিষ্টনেমিঃ, তস্মাৎ ঐতায়ুঃ*, ততঃ সূর্য্যাস্তঃ†, তস্মাৎ সঞ্জয়ঃ, (সংনয়ঃ) ততঃ ক্ষেমারিঃ, তস্মাদনেনাঃ, তস্মান্মীনরথঃ, (মানরথঃ) তস্য সত্যরথঃ, তস্য সাত্য-
রথিঃ, সাত্যরথেরূপশৃং, তস্মাৎ ঐতঃ, (উপশৃংশৃং,) তস্মাৎ শাস্ততঃ, তস্মাৎ সুধম্বা (সুবর্চাঃ) তস্যাপি
সুভাসঃ, ততঃ সুশ্রুতঃ, তস্মাজ্জয়ঃ, জয়পুত্রো বিজয়ঃ, তস্য ঋতঃ, ঋতাৎ সুনয়ঃ, ততো বীতহব্যঃ, তস্মাৎ
সঞ্জয়ঃ, তস্মাৎ (ক্ষেমাস্তঃ, তস্মাৎ) ধৃতিঃ, ধৃতের্ক-
হলাশ্বঃ, তস্য পুত্রঃ কৃতিঃ, কৃতৌ সন্তিষ্ঠতেহয়ং
জনকবংশঃ ॥ ১৩ ॥

হইতে অরিষ্টনেমি, অরিষ্টনেমি হইতে ঐতায়ু, (শতায়ু) ঐতায়ু হইতে (ঐতায়ুধ, ঐতায়ুধ হইতে) সুপাশ্ব, (সূর্য্যাস্ত) সুপাশ্ব হইতে সঞ্জয়, (সংনয়) সঞ্জয় হইতে ক্ষেমারি, ক্ষেমারি হইতে অনেনা, অনেনা হইতে মীনরথ, (মানরথ) মীনরথ হইতে সত্যরথ, সত্যরথ হইতে সাত্যরথি, সাত্যরথি হইতে উপশ্ব, উপশ্ব হইতে ঐত, (উপশ্বশ্ব) ঐত হইতে শাস্তত, শাস্তত, হইতে সুধম্বা, (সুবর্চাঃ) সুধম্বা হইতে সুভাস, (শুভাস বা সুভাষ) সুভাস হইতে সুশ্রুত, সুশ্রুত হইতে জয় উপশ্ব হইয়াছিলেন। জয়ের পুত্র বিজয়, বিজয়ের পুত্র ঋত, ঋতের পুত্র সুনয়, সুনয়ের পুত্র বীতহব্য, বীতহব্যের পুত্র সঞ্জয়, সঞ্জয়ের পুত্র (ক্ষেমাস্ত, ক্ষেমাস্তের পুত্র) ধৃতি, ধৃতির পুত্র বহলাশ্ব, বহলাশ্বের পুত্র কৃতি। এই কৃতি পর্য্যন্ত জনকবংশের

* তস্মাৎ শতায়ু বিত্তি বা পঠনীয়ম্ ।

† তস্মাৎ ঐতায়ুঃ, ততঃ শতায়ুধা, ততঃ সুপাশ্ব-কৃতি বা পাঠঃ ।

ইত্যেতে মৈথিলাঃ। প্রাচুর্যেণ এতেষামান্নবিদ্যা-
 শ্রয়িণো ভূপালা ভবিষ্যন্তীতি ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেংশে
 পঞ্চমোহধ্যায়ঃ।

শেষ হইয়াছে। ইঁহারা মিথিলার রাজা। এই বংশের মধ্যে
 অধিকাংশ রাজাই আশ্রিতব্রজ। ১০

বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থ অংশ নিমিবংশবিস্তার নামক
 পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

~~~~~

## বিষ্ণুপুরাণম্ ।

চতুর্থোঃশঃ ।

ষষ্ঠাধ্যায়ঃ ।

মৈত্রেয় উবাচ ।

সূর্যস্য ভগবন্ বংশঃ কথিতো ভবতা মম ।  
সোমস্য বংশে ত্বখিলান্ শ্রোতুমিচ্ছামি পার্থিবান্ ॥১॥  
কীর্ত্যতে স্থিরকীর্তিনাং যেষামদ্যাপি সন্ততিঃ ।  
প্রসাদসু মুখস্তন্মে ব্রহ্মনা খ্যাতুমর্হসি ॥ ২ ॥

পরশর উবাচ ।

শ্রয়তাং মুনিশাদূল ! বংশঃ প্রথিতভৈজসঃ ।  
সোমস্যানুক্রমাং খ্যাতা যত্রোক্ষীপতরোঃ ভবন্ ॥৩॥

মৈত্রেয় কহিলেন । ভগবন্ ! আপনি আমার নিকট সমুদায় সূর্য্যবংশ বিবরণ কহিলেন, এক্ষণে চন্দ্রবংশীয় সমুদায় ভূপাল-দিগের ব্রহ্মাস্ত্র শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি । ব্রহ্মন্ ! এই সমুদায় দৃঢ়কীর্তি ভূপতিগণের বংশীয়েরা অদ্যাপি খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিতেছেন । আপনি প্রসন্নবদন হইয়া তাঁহাদের বিবরণ বর্ণন করুন ।<sup>২</sup>

পরশর কহিলেন । মহর্ষে ! চন্দ্রবংশ বিবরণ যথাক্রমে বলি-

অয়ং হি বংশোহতিবলপরাক্রমদুশীল-চেষ্টা-  
বস্তিরতিগুণাহিতৈর্নহ্ষ-যযাতি-কার্ত্তবীৰ্য্যাজ্জুনাदिभिर्भू-  
पाँलैरलङ्कृतः ॥ ४ ॥

তমহং কথয়ামি, শ্রায়তাম্, অখিলজগৎশ্চ তুর্ভগব-  
ন্নারায়ণ-নাভিসরোজিনী-সমুদ্ভবাজ্জ্যোনেত্রক্লগঃ পুত্রো-  
হত্রিঃ, অত্রৈঃ সোমঃ, তঞ্চ ভগবানজ্যোনিরশেষৌ-  
ষধি-দ্বিজ-নক্ষত্রাণামাধিপত্যেহভ্যষেচয়ৎ ॥ ৫ ॥

স চ রাজসূয়মকরোৎ । তৎপ্রভাবাদতুৎকৃষ্টাধি-  
পত্যাধিষ্ঠাতৃত্বাচ্চৈনং মদ আবিবেশ\* ॥ ৬ ॥

তেছি, শ্রবণ কর। এই বংশে অসীমতেজঃসম্পন্ন স্থিতিতে  
ভুপালগণ জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন । \*

মহাবল পরাক্রান্ত তেজঃসম্পন্ন সুশীল উদ্যোগ-শালী অশেষ-  
গুণ-সম্পন্ন নহ্ষ যযাতি কার্ত্তবীৰ্য্য অজ্জুন প্রভৃতি ভুপালগণ  
কর্ত্তক এই বংশ অলঙ্কৃত হইয়াছে । \* আমি এতদ্বংশ ব্রহ্মান্ত  
বলিতেছি, শ্রবণ কর ।

নিখিল জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান্ নারায়ণের নাভিসরোজিনী  
হইতে সমুৎপন্ন পদ্ম্যোনি ব্রহ্মার পুত্র অত্রি । অত্রি হইতে  
সোম উৎপন্ন হইয়াছিলেন । ভগবান্ পিতামহ তাঁহাকে সমুদায়  
ঔষধি, সমুদায় দ্বিজ ও সমুদায় নক্ষত্রের অধিপতি করিলেন । \*  
অনন্তর চন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞ করেন । সেই রাজসূয় যজ্ঞ প্রভাবে  
এবং সৰ্ব্বপ্রধান আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া, তাঁহার  
অন্তঃকরণ দর্পপূর্ণ হইল । \* তিনি অহঙ্কারে মত্ত হইয়া সমুদায়

মদাবলেপাচ্চাসৌ সকলদেবগুরো বৃহস্পতেস্তারাং  
নাম পত্নীং জহার ॥ ৭ ॥ \*

বহুশশ্চ বৃহস্পতিচৌদিতেন ভগবতা ব্রহ্মণা  
চৌদ্যমানঃ সকলৈশ্চ দেবর্ষিভির্ধাচ্চমানোহপি ন  
মুমোচ । তস্য হি বৃহস্পতিদ্বৈষাদুশনাঃ পার্শ্বিগ্রাহো-  
হভবৎ ॥ ৮ ॥

অঙ্গিরসশ্চ সকাশোপলব্ধবিদ্যো ভগবান্ রুদ্রো  
বৃহস্পতেঃ সাহায্যমকরোৎ ॥ ৯ ॥

যতশ্চোশনাঃ, ততো হি জন্তুকুজস্তাদ্যাঃ সমস্তাএব  
দৈত্যদানবনিকায়ামহান্তমুদ্যমং চক্ৰুঃ । বৃহস্পতেরপি  
সকলদেবসৈন্যসহায়ঃ শত্রোহভবৎ ॥ ১০ ॥

এবঞ্চ তয়োরুভীবোত্রঃ সংগ্রামস্তারকানিমিত্তস্তার-  
দেবগণের গুরু বৃহস্পতির ভার্য্যা তারাকে হরণ করিলেন ।  
অনন্তর বৃহস্পতি কর্তৃক পুনঃপুনঃ প্রার্থিত ভগবান্ ব্রহ্মা,  
অনুরোধ করিলেন, সমুদায় দেবর্ষিগণ যাচঞা করিলেন, তথাপি  
সোম, বৃহস্পতির ভার্য্যাকে ছাড়িয়া দিলেন না । শুক্রের সহিত  
বৃহস্পতির শত্রুতা থাকিতে শুক্র, চন্দ্রের সহায় হইলেন ।  
ভগবান্ রুদ্র, অঙ্গিরার নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিয়া বৃহস্প-  
তির সহায়্য করিতে লাগিলেন ।<sup>১</sup> শুক্র যে পক্ষে থাকিলেন,  
সেই পক্ষে জন্তু কুজন্তু প্রভৃতি সমুদায় দানবগণ থাকিয়া সংগ্রা-  
মার্থ মহান্ উদ্যোগ করিতে লাগিল । এ দিকে সমুদায় দেবসৈন্য  
সহিত দেবরাজ, বৃহস্পতির সহায় হইলেন ।<sup>২</sup>

এইরূপে বৃহস্পতি-পত্নী তারকার নিমিত্ত উভয় পক্ষের  
ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল । তারকার নিমিত্ত এই যুদ্ধ

কাময়ে। নামাভবৎ । ততশ্চ সমস্ত শাস্ত্রাণ্যসুরেষু রুদ্র-  
পুরোগমা দেবা দেবেষু চাশেষদানবা\* মুমুচুঃ ॥ ১১ ॥

এবঞ্চ দেবাসুরাহবক্ষোভক্ষুৰুহদয়মশেষ মেব জগদ্  
ব্রহ্মাণং শরণং জগাম ॥ ১২ ॥

ততশ্চ ভগবানপু্যশনসং শঙ্করমসুরান্ দেবাংশ্চ নি-  
বার্য বৃহস্পতেস্তারামদাৎ † । তাঞ্চান্তঃপ্রসবামবলোক্য  
বৃহস্পতিরাহ ॥ ১৩ ॥

নৈষ মম ক্ষেত্রে ভবত্যান্যসুতো ধার্যস্তুদুঃস্বজৈন-  
মলমতিধার্ষ্ট্যেনেতি । সা চ তেনৈবমুক্তা পতিব্রতা ‡ ভৰ্তৃ-  
বচনাৎ তমীষিকান্তয়ে গৰ্ভমুৎসসজ্জ ৷ ১৪ ॥

হওয়াতে ইহা তারকামর সংগ্রাম নামে বিখ্যাত হইল । অন-  
ন্তর রুদ্র প্রভৃতি দেবগণ, অসুরগণের প্রতি, এবং সমুদায়  
অসুরগণ দেবগণের প্রতি সমুদায় অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে  
লাগিল । ১১ এইরূপে দেবাসুরের ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইলে  
সমুদায় লোক ক্ষুব্ধ হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইল । ১২ তখন ভগবান্  
ব্রহ্মা, শুক্রকে রুদ্র ক অসুরগণকে এবং দেবগণকে যুদ্ধ করিতে  
নিবারণ করিয়া বৃহস্পতির পত্নী তারাকে লইয়া বৃহস্পতির  
নিকট সমর্পণ করিলেন । বৃহস্পতি, ভার্গ্যাকে গৰ্ভবতী দেখিয়া  
কহিলেন, ১৩ তুমি আমার ক্ষেত্রে অন্যের বীজ বা অন্যের পুত্র  
ধারণ করিতে পারিবে না, অতএব তুমি এখনি এই গৰ্ভ পাতন  
কর, আর অধিক ধার্ট্য প্রকাশের আবশ্যক নাই । তারা

\* দেবেষশেষদানবা ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ ।

† বৃহস্পত্যে তারামদাৎ ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ ।

‡ ভেনৈবমুক্তাপতিব্রতা ইতি পাঠান্তরম্ ।

স চোৎসৃষ্টমাত্র এবাতিতেজসা দেবানাং তেজাং-  
স্যাচিক্বেপ ॥ ১৫ ॥

বৃহস্পতিমিন্দুং চ তস্য কুমারস্যাতিচারুতয়া সাত্তি-  
লাষৌ দৃষ্টৌ দেবাঃ সমুৎপন্নসন্দেহান্তারাং পঞ্চচ্চুঃ,  
সত্যং কথয়াস্মাকমতিসুভগে ! কস্যায়মাত্মজঃ ? সোম-  
স্যাথ বৃহস্পাতেঃ ? ইত্যুক্তাপি সা তারা হ্রিয়ান  
কিঞ্চিদুবাচ ॥ ১৬ ॥

বহুশোইপ্যভিহিতা যদ্যসৌ দেবেভ্যো নাচচক্কে,

অতিশয় পতিব্রতা ছিলেন ( তিনি পতির অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ  
কোন কার্যই করিতেন না । ) সুতরাং তিনি পতির মুখে এই বাক্য  
শ্রবণ করিয়া তদীয় আজ্ঞানুসারে সেই গর্ভ ঈষিকাস্তম্বে পরিত্যাগ  
করিলেন । ১৫ গর্ভস্থ বালক, পরিত্যক্ত হইবামাত্র স্বীয় তেজোরশ্মি  
দ্বারা দেবগণের তেজ অভিব্যক্ত করিল । ১৬

অনন্তর দেবগণ, দেখিলেন যে, বৃহস্পতি ও ঋতু, উভয়েই  
বালকের সৌন্দর্য্য দর্শনে ( মুগ্ধ হইয়া গ্রহণ করিতে ) লোলুপ  
হইয়াছেন । তখন সেগী কাহার পুত্র, এ বিষয়ে সন্দিহান  
হইয়া তারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সুন্দরি ! এই সন্তানটী  
কাহার ? আমাদের নিকট সত্য করিয়া বল । এই পুত্রটী বৃহস্প-  
তির বা সোমের, কাহার ? তাহা বল । দেবতারা এই কথা জিজ্ঞাসা  
করিলে তারা লজ্জা ক্রমে কিছুই বলিলেন না । ১৭ অনন্তর দেব-  
গণ পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেও যখন তারা দেবগণের নিকট

ঈষিকাস্তম্ভ—বীরগস্তম্ভ, ভূগবিশেষের কাড় । অমরকোষের টীকাকার বলেন,  
স্বর্ণপালাইয়া যে আখ্যাবেচলা যায়, তাহাকেও ঈষিকা বলা যাইতে পারে ।  
অমরকোষে “গর্ভস্থ বালক” কথা ১৫

ততঃ স কুমারস্তাং\* শপ্তমুদ্যতঃ, প্রাহ চ, দুষ্টে!  
অম্ব ! কস্মাৎ তাতং নাখ্যাসি ? , অদ্যৈব তেহলীক-  
লজ্জাবত্যাঃ শাস্তিময়মহং করোমি, যথা নৈবমন্যা-  
প্যতিমন্ত্রবচনা ভবতীতি † ॥ ১৭ ॥

অথ ভগবান্ পিতামহস্তং কুমারং সংনিবার্য স্বয়-  
মপৃচ্ছৎ তারাম্, কথয় বৎসে ! কস্যায়মাত্মজঃ ? সোম-  
স্যাথ বৃহস্পতেঃ ? ইত্যুক্তা লজ্জাজড়মাহ, সোমস্যেতি  
॥ ১৮ ॥

ততঃ ক্ষুরদুষ্কৃসিতামলকপোলকান্তিভগবানুড়ুপতি-

কোন কথাই কহিলেন না, তখন বালক জননীকে শাপ প্রদান  
করিতে উদ্যত হইয়া কহিল, দুষ্টে ! মাতঃ ! আমার পিতা  
কে ? কিজন্য তুমি প্রকাশ করিতেছ না ? আমি অদ্যই তোমার  
এই অলীক লজ্জার শাস্তি প্রদান করিতেছি, এবং এরূপ করি-  
তেছি যে, যাহাতে অন্য কোন নারীই ঈদৃশ মন্ত্রভাষিণী  
না হয় ।<sup>১</sup> অনন্তর ভগবান্ পিতামহ, সেই কুমারকে শাপপ্রদান  
করিতে নিষেধ করিয়া আপনি গিয়া তারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,  
বৎসে ! এইটী সোমের পুত্র ? বা বৃহস্পতির পুত্র ? কাহার পুত্র ?  
বল । 'পিতামহ এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে তারা, লজ্জায়  
জড়িত বাক্যে কহিলেন, এইটী সোমের ।<sup>২</sup>

তারা এই কথা বলিবামাত্র ভগবান্ উড়ুপতি চক্রে কপোল-  
কান্তি উজ্জ্বল হইল । তাঁহার আছাদের আর পরিসীমা থাকিল

\* ততঃ কুমারস্তাং ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

† ভবিষ্যতীতি পৃথক্ পাঠঃ ।

সুমালিন্য কুমারং সাধু সাধু বৎস ! প্রাজ্ঞোহসীতি  
বুধ ইতি নাম চক্রে ॥ ১৯ ॥

স চ, আখ্যাতমেবৈতৎ, যথেলায়ামাত্মজং পুরুষব-  
সমুৎপাদয়ামাস ।

পুরুষবাস্তুতিদানশীলোহতিযজ্ঞা অতিতেজস্বী । যং  
সত্যবাদিনমতিরূপবন্তং মিত্রাবরুণশাপান্নানুষে লোকে  
ময়া বস্তবাম্ ইতি কৃতমতিরুর্কশী দদর্শ ॥ ২০ ॥

দৃষ্টমাত্রৈ চ যস্মিন্, অপহায় মানমশেষমপাস্য  
স্বর্গসুখাভিলাষং তন্মনা ভূত্বা তমেবোপতস্থে ॥ ২১ ॥

মৌহপি চ তামতিশয়িত-সকললোকস্ত্রীকান্তি-

না । তিনি তখন বালককে আলিঙ্গন করিয়া कहিলেন, বৎস !  
সাধু, বৎস ! সাধু, তুমি প্রাজ্ঞ, তুমি বুধ । চক্রে এই কথা  
বলিয়া তাঁহার বুধ এই নাম রাখিলেন । ১৯

এই বুধ হইতে ইলার গর্ভে যে রূপে পুরুষের জন্ম হই-  
য়াছিল, তাহা পূর্বে বলিয়াছি । পুরুষা, অতিদানশীল অতি-  
যজ্ঞা অতিতেজস্বী ও সত্যভাষী ছিলেন । উর্কশী নামে অপ্সরাঃ,  
মিত্রাবরুণের শাপে মনুষ্যালোকে বাস করিতে হইবে জানিয়া  
( পৃথিবীতে অগমন করিয়া ) সেই অলোক-সামান্য রূপনিধান  
পুরুষাকে দর্শন করিলেন । ২০ উর্কশী রাজাকে দেখিবামাত্র  
'অভিমান ও সমুদায় স্বর্গসুখাভিলাষ পরিত্যাগ পূর্বক তন্মনা  
হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন । ২১ রাজাও উর্কশীকে  
সমুদায় রমণীগণের মধ্যে সমধিক কান্তিমতী মৌকুমার্য্যালিনি

মৌকুমার্যলাবণ্যাতিবিলাসহাসাদিগুণামবলোক্য তদা-  
য়ত্তচিত্তব্রতীর্ষভুব ॥ ২২ ॥

উভয়মপি তন্মনস্কমননাদৃষ্টি পরিত্যক্তসমস্তান্যপ্র-  
য়োজনমভূৎ (১) ॥ ২৩ ॥

রাজা তু প্রাগলভ্যাৎ তমাহ ॥ ২৪ ॥

সুভ্রু! স্বামহমভিকামোহস্মি প্রসীদানুরাগমুদ্বহ (২)  
ইত্যুক্তা লজ্জাবখণ্ডিতমূর্ক্ষশী প্রাহ ॥ ২৫ ॥

ভবত্বেবং, যদি মে সময়পরিপালনং ভবান্ করো-  
তীতি ॥ ২৬ ॥

আখ্যাহি মে সময়মিত্যথ পৃষ্ঠা পুনরব্রবীৎ ॥ ২৭ ॥

লাবণ্যবতী ও বিলাস হাস প্রভৃতি গুণ সম্পন্না দেখিয়া এক  
কালে অপহৃত-চিন্ত হইয়া পড়িলেন ২২ এই স্ত্রী পুরুষ উভ-  
য়েই, তদাত্তহৃদয় ও অনন্যদৃষ্টি হইয়া থাকিলেন, অন্য কোন  
আবশ্যক কর্ণেও তাঁহাদের মনোনিবেশ হইল না। ২৩

অনন্তর রাজা প্রাগলভতা হেতু কহিলেন, ২৪ সুভ্রু! আমি  
তোমার প্রতি মাতিশয় অভিলাষী হইয়াছি, প্রসন্ন হও, আমার  
প্রতি অনুরাগ প্রকাশ কর। রাজা এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত  
করিলে উর্ক্ষশী, লজ্জাবশত প্রথমত তাঁহার বাক্য খণ্ডন পূর্বক  
পরে সন্মতা হইয়া কহিলেন। ২৫ যদি তুমি আমার পণ রক্ষা  
করিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমার সহবাসে থাকিতে  
সন্মতা আছি। ২৬ রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কিরূপ পণ?

(১)—প্রয়োজনমাসীৎ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

\* (২) স্বামহমভিকামোহস্মি, প্রসীদ, অনুরাগবাতি! অনুরাগমুদ্বহ ইতি পুস্তকান্ত-  
রস, পাঠঃ।

শয়নসমীপে মমোরণকদ্বয়ং পুত্রভূতং নাপনেয়ম্  
॥ ২৮ ॥

ভবাংশচ ময়া নমো ন দ্রষ্টব্যঃ, স্মৃতমাত্রঞ্চ সমাহারঃ ।  
ইত্যেবমেবেতি ভূপতিরাহ । তয়া চ মহাবনীপতিরল-  
কায়াং চৈত্ররথাদিবনেষু অমলপদ্মবণ্ডেষু অতিরমণীয়েষু  
মানসাদিসরঃসু অতিরমমাণ এব বষ্টিবর্ষমহত্যাণি অনু-  
দিনপ্রবর্দ্ধমানপ্রমোদোহনয়ৎ । উর্ধ্বশী চ তদুপ-  
ভোগাৎ প্রতিদিনপ্রবর্দ্ধমানানুরাগা অমরলোকবাসে-

তাহা বল । উর্ধ্বশী পুনর্বীর কহিলেন, ১২৭ আমার পুত্রস্বরূপ  
দুইটা মেঘ আমার শয্যার নিকট থাকিবে, কখন স্থনাস্তন করিতে  
পারিবে না । ১২৮ (আমার দ্বিতীয় পণ এই যে) আমি কখন আপনাকে  
উলঙ্গ অবস্থায় দর্শন করিব না । (আমার তৃতীয়পণ এই যে)  
আমি স্মৃত ভিন্ন আর কোন বস্তু আহার করিব না । (যদি  
এই নিয়মত্রয়ের অন্যথা হয়, আমি তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিয়া  
যাইব ।) রাজা তাহাই হইবে বলিয়া (উর্ধ্বশীর নিয়ম পালনে  
কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন ।)

অনন্তর তিনি উর্ধ্বশীর সহিত অলকাতে, চৈত্ররথ প্রভৃতি  
উদ্যানে, অতিরমণীয় মানস প্রভৃতি সরোবরে পদ্মবনে নিরন্তর  
ক্রীড়া করাতে দিন দিন তাঁহার আমোদ প্রমোদ বৃদ্ধি হইতে  
লাগিল । এইরূপে তাঁহার বষ্টি সহস্র বৎসর অতীত হইল ।  
এই সমুদায় উপভোগ হেতু উর্ধ্বশীর অনুরাগ দিন দিন পরি-

\* অমলপদ্মবণ্ডেষু মানসাদিষু সরঃসু অতিরমমাণ . একবষ্টিবর্ষাণি ইতি বাসক-  
রকিত্ত-পুস্তকস্য পাঠঃ ।

ইপি ন স্পৃহাং চকার । বিনা চোৰ্দ্ধশ্যা সুরলোকো-  
 ইম্বরসাং সিদ্ধগন্ধৰ্বাণাঞ্চ নাতিরমণীয়োহভবৎ ॥ ২৯ ॥

ততশ্চোৰ্দ্ধশী-পুরুষবসোঃ সময়বিদ্বিশ্বাবসুর্গন্ধৰ্ব-  
 সমবেতো নিশি শয়নাভ্যাসাদেকমুরণকং জহার ॥ ৩০ ॥

তস্য চাকাশে নীয়মানস্যোৰ্দ্ধশী শব্দমশৃণোৎ ।  
 আহ চ, মমানাথায়াঃ পুত্রঃ কেনাপি অয়মপহ্নিষতে !  
 কং শরণমুপযামীত্যাকৰ্ণ্য রাজা, নগ্নং মাং দেবী দ্রক্ষ্য-  
 তীতি ন যযৌ । অথান্যমপ্যুরণকমাদায় গন্ধৰ্বা যযুঃ ।  
 তস্যাপ্যপহ্নিষমাণস্য শব্দমাকৰ্ণ্য আকাশে পুনরপি,

বর্জিত হওয়াতে ক্রমশঃ স্বর্গবাসেও তাঁহার স্পৃহা রহিল না ।  
 এ দিকে অঙ্গরোগণ সিদ্ধগণ ও গন্ধৰ্বগণ দেখিলেন যে, উৰ্দ্ধশী  
 ব্যতিরেকে স্বর্ণের আর শোভা নাই ।<sup>২৯</sup> অনন্তর বিশ্বাবসু, উৰ্দ্ধশী  
 ও পুরুষবার পরস্পর নিয়ম পরিজ্ঞাত থাকিতে গন্ধৰ্বগণের  
 সহিত সমবেত হইয়া রাত্রিকালে উৰ্দ্ধশীর শয্যার নিকট হইতে  
 একটী মেঘ হরণ করিলেন ।<sup>৩০</sup> যখন গন্ধৰ্বগণ মেঘকে আকাশ পথে  
 লইয়া যাইতেছেন, তখন উৰ্দ্ধশী তাহার শব্দ শুনিতে পাইলেন  
 এবং (আৰ্ত্তনাদ পূর্বক) কহিলেন, আমি জ্ঞাথা, কে আমার পুত্রকে  
 হরণ করিতেছে ! এক্ষণে আমি কাহার শরণাপন্ন হইব । রাজা  
 যদিও এই কথা শুনিতে পাইলেন, তথাপি ( তিনি উলঙ্গ ছিলেন,  
 বলিয়া ) পাছে দেবী আমাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখেন, এই  
 আশঙ্কায় (সহসা) যাইতে পারিলেন না । অনন্তর গন্ধৰ্বগণ  
 আর একটী মেঘ হইয়া গমন করিলেন । যখন দ্বিতীয় মেঘটী

অনাথান্যাহমভর্তৃকা কুপুরুষাশ্রয়েতি আর্তরাবিণী বভূব ।  
রাজাপ্যমর্ষবশাদঙ্ককারমেতদিতি খড়্গমাদায় দুষ্ট !  
দুষ্ট ! হতোহসীতি ব্যাহরন্নভ্যাধাবৎ । তাবচ্চ গঙ্কর্কৈ-  
রতীবোজ্জ্বলা বিদ্যুৎ জনিতা । তৎপ্রভয়া চোর্কশী  
রাজানপগতাস্বরং দুষ্ট ! অপবৃত্তসময়া \* তৎক্ষণাদেবা-  
পক্রান্তা ॥ ৩১ ॥

পরিত্যজ্য তাবুরগকৌ গঙ্কর্কাঃ সুরলোকমুপাগ-

অপহৃত হয়, তখনও আকাশে তাহার শব্দ শুনিতে পাইয়া উর্কশী  
পুনর্বার অধিকতর আর্তনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন ও কহিতে  
লাগিলেন, আমি অনাথ ! আমার ভর্তা নাই, আমি কুপুরুষকে  
আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছি । এই সমুদায় ব্যক্তি রাজার  
অসহ্য বোধ হইতে লাগিল । তিনি ভাবিলেন, হুহে ত অঙ্ক-  
কারময় ( উলঙ্গ অবস্থায় যাইলে ত দেবী দেখিতে পাইবেন না । )  
রাজা মনে মনে এইরূপ পর্যালোচনা করিয়া খড়্গ গ্রহণপূর্বক,  
রে দুষ্ট ! এখনি বিনাশ করিতেছি, এই বলিয়া ধাবমান হইলেন ।  
এই অবকাশে গঙ্কর্কগণ অতি উজ্জ্বল বিদ্যুৎ প্রকাশ করিলেন ।  
সেই বিদ্যুতের প্রভাবাৎ উর্কশী রাজাকে উলঙ্গ দেখিয়া  
পূর্বকৃত নিয়ম ভঙ্গ হওয়াতে তৎক্ষণাৎ সেই স্থান হইতে প্রস্থান  
করিলেন । ৩১ গঙ্কর্কগণও মেঘদ্বয় পরিত্যাগ পূর্বক দেবলোকে  
উপনীত হইলেন । রাজাও সেই মেঘদ্বয় গ্রহণপূর্বক প্রহৃষ্ট-হৃদয়  
হইয়া শয়নাগারে আগমন করিলেন এবং দেখিলেন যে, সেখানে  
উর্কশী নাই । ৩২

রাজা উর্কশীকে দেখিতে না পাইয়া সেই উলঙ্গ অবস্থাতেই  
উন্মত্ত হইয়া নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । একদা তিনি

\* প্রবৃত্তসময়া ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

তাঃ । রাজাপি তৌ মেঘাবাদায় হৃৎমনাঃ স্বশয়নমা-  
 রাতো নৌর্কর্ষীং দদর্শ ॥ ৩২ ॥

তাৎপাণ্যম্পগতাস্বরঃ\* এবোন্নতরূপো বভ্রাম ।  
 কুরুক্ষেত্রে চাত্তোজসরসি অন্যাভিশ্চতস্বতিরপ্সরোভিঃ  
 সমবেতামুর্কর্ষীং দদর্শ । ততশ্চোন্নতরূপো রাজা,  
 জায়ে! হ তিষ্ঠ, মনসি! ঘোরে বচসি, ইতানেকপ্রকারং  
 সূক্তমবোচৎ ॥ ৩৩ ॥

আহ চৌর্কর্ষী, মহারাজ ! অলমেনোবিবেক-

কুরুক্ষেত্রে কমল বিরাজিত সরোবরে অন্য তিনটী অঙ্গরার  
 সহিত সমবেতা উর্কর্ষীকে দেখিতে পাইলেন । তখন রাজা  
 উন্নত হইয়া প্রণয়সম্ভাষণ পূর্বক কহিলেন, জায়ে! যাইও না,  
 কঠিনহৃদয়ে! দাঁড়াও, আমার সহিত কথা কও । রাজা এই  
 প্রকার অনেক মধুর বাক্য কহিলেন ।\*\* উর্কর্ষী কহিলেন, মহা-  
 রাজ ! অবিবেচকের ন্যায় জৈদৃশ চেষ্টা করিবেন না । এক্ষণে আমি  
 গর্ত্তিণী, আপনি এক বৎসর পরে এখানে আসিবেন, আপনকার  
 একটা পুত্র হইবে, আমিও আপনার সহিত এক রাত্রি যাপন  
 করিব । রাজা, উর্কর্ষীর নিকট এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রহৃষ্ট  
 হইয়া স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন । উর্কর্ষী সেই  
 সমস্ত অঙ্গরোগণের নিকট কহিলেন, আমি যাঁহার অনুরাগে  
 আকৃষ্ট-হৃদয়া হইয়া এত কাল যাঁহার সহিত বাস করিয়া-  
 ছিলাম, ইনিই সেই পুরুষোত্তম ।\*\* অঙ্গরোগণ এই কথা শ্রবণ  
 করিয়া কহিল, আহা! ইঁহার কি চমৎকার রূপ ! ( ইঁহার

চেষ্টিতেন, অন্তর্কর্ষী অহম্, অকান্তে ভবতাত্মাগন্তব্যম্,  
কুমারস্তে ভবিষ্যতি, একাঞ্চ নিশামহং ত্বয়া সহ বৎ-  
স্যামি, ইত্যুক্তঃ প্রহৃষ্টঃ স্বপুরমাজগাম । তাসাঞ্চাপ্সর-  
সামূর্কশী কথয়ামাস, অয়ং স পুরুষোৎকর্ষো, যেনা-  
হমেতাবস্তং কালমনুরাণাক্লুটমনসা \* সহোষিতা ॥৩৪॥

ইত্যেবম্ উক্তান্তা অপ্সরস † উচুঃ, সাধু সাধু অস্য  
রূপম্, অনেন সহাস্যাকমপি সর্বকালমভিরন্তং স্পৃহা  
ভবেদिति ॥ ৩৫

অদে চ পূর্বে স রাজা তত্রাজগাম, কুমারঞ্চাঘুষ-  
মস্মৈ তদোর্কশী দদৌ, একাঞ্চ নিশাং তেন রাজ্ঞা  
সহোষিতা পৃঞ্চপুত্রোৎপত্তয়ে গর্ভমবাপ ॥ ৩৬ ॥

রূপে দর্শন করিয়া ) আমাদিগেরও ইচ্ছা হয় যে, চিরকাল  
ইঁহার সহিত প্রীতি করি । ৩৩

অনন্তর এক বৎসর পূর্ণ হইলে রাজা পুনর্বার সেই স্থানে  
উপস্থিত হইলেন । উর্কশী তাঁহার নিকট আঘু নামক পুত্র  
সমর্পণ করিলেন । পরে তিনি রাজার সহিত এক রাত্রি বাস  
করিয়া, পাঁচ পুত্র প্রসব করণার্থ গর্ভ ধারণ করেন । ৩৩ অনন্তর  
তিনি রাজাকে কহিলেন, মহারাজ ! সমুদায় গন্ধর্ব্ব, আমার  
প্রীতি প্রীতি হেতু আপনাকে বর দান করিতে উদ্যত হইয়াছেন,

\* অমুরাণাক্লুটমনসা ইতি বা পঠ্যতাম্ ।

† ইত্যেবমুক্তান্তামপ্সরস ইতি বা পঠনীয়া ।

উবাচ, চৈনং রাজানম্, অস্মৎপ্রীত্যা মহারাজায়  
সৰ্ব্ব এব গন্ধৰ্ব্বা বরদাঃ সংবৃতাঃ, তস্মাৎ ত্রিয়তাং  
বর ইতি ॥ ৩৭ ॥

আহ রাজা চ, বিজিত-সকলারাতিরবিহতেন্দ্রিয়সাম-  
র্থ্যে বন্ধুমানমিতবলকোষঃ, নান্যদস্মাকমুর্কশীমালো-  
ক্যাৎ অপ্রাপ্যমস্তি, তদহমনয়া সহোৰ্ব্বশ্যা কালং  
নেতুমভিলষামি ॥ ৩৮ ॥

ইত্যুক্তে গন্ধৰ্ব্বা রাজেঃশ্মিৎস্থালীং দদুঃ ॥ ৩৯ ॥

আপনি বর প্রার্থনা করুন।<sup>৩৭</sup> রাজা কহিলেন, আমি সমুদায়  
শত্রু পরাজয় করিয়াছি, আমার সমুদায় ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্য অব্যা-  
হত রহিয়াছে, আমার সমুদায় আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব কুশলে  
আছেন, আমার অসীম বল ও অসীম ধন রহিয়াছে। এতৎ-  
সমুদায়ের মধ্যে আমার কিছুই অভাব নাই, পরন্তু আমার পক্ষে  
কেবল উর্দ্ধশীর সহবাসই দুর্লভ হইয়াছে, উর্দ্ধশী সহবাস ব্যতীত  
আর কোন বস্তুই আমার দুঃপ্রাপ্য নহে; অতএব আমি কেবল এই  
উর্দ্ধশীর সহিত একত্র কাল যাপন করিতে অভিলাষ করি।<sup>৩৮</sup>

রাজা এই কথা বলিলে গন্ধৰ্ব্বেরা তাঁহাকে একটী অগ্নিস্থালী  
প্রদান করিলেন,<sup>৩৯</sup> এবং বলিয়াছিলেন যে, তুমি বেদবিধা-  
নানুসারে এই অগ্নি তিন ভাগ করিবে, পরে উর্দ্ধশী মলোকতা-  
রূপ সংকল্প করিয়া যাগ করিতে প্ররুদ্ধ হইবে। এরূপ করিলে  
তুমি অবশ্যই অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হইতে পারিবে।<sup>৪০</sup>

বেদবিধানানুসারে অগ্নিহোত্রে অগ্নি তিন ভাগ করিতে হয়। যথা গাহ'পত্য,  
আহবনীস ও দক্ষিণাগ্নি। ৩৯

উচুশ্চ, এনমগ্নিম্ আম্মানুসারী ভূত্বা ত্রিধা কৃত্বা  
উর্কশী-সলোকতা-মনোরথমুদ্दिश्या सम्यक्\* वजेथाः,  
ততোহবশ্যমভিলষিতমবাপ্স্যসি ॥ ৪০ ॥

ইত্যুক্তস্তামগ্নিস্থালীমাদায়াজগাম, অন্তরটব্যাম্ অ-  
চিন্তয়ৎ, অহো মে স্নাতিমুঢ়তা! বদগ্নিস্থালী ময়ানীতা  
নৌর্কশীতি । অথেনামটব্যামেবাগ্নিস্থালীং তত্যাঙ্গ,  
স্বপুরুষাজগাম ॥৪১॥

ব্যতীতাদ্বিরাটৌ\* বিনিদ্রশ্চাচিন্তয়ৎ, মনৌর্কশী-  
সালোক্যপ্রাপ্ত্যর্থমগ্নিস্থালী গন্ধর্কৈর্দত্তা । সা চ  
ময়া অটব্যাং পরিত্যক্তা । তদহং তত্র তদাহর-  
গন্ধর্কগণ এই কথা বলিলে রাজা, সেই অগ্নিস্থালী গ্রহণ পূর্বক  
গমন করিতে লাগিলেন । কিয়দূর আসিয়া বনमध्ये চিন্তা করিতে  
লাগিলেন যে, অহো! আমার কি মুঢ়তা! আমি এই অগ্নি-  
স্থালীটী আনিলাম, উর্কশীকে আনয়ন করিলাম না! অনন্তর  
রাজা সেই অরণ্যमध्येই সেই অগ্নিস্থালী পরিত্যাগ করিয়া  
স্বীয় নগরীতে আসিয়া উপনীত হইলেন ।<sup>৪১</sup>

অনন্তর অর্দ্ধরাত্রি ব্যতীত হইলে যখন রাজার নিদ্রাভঙ্গ হইল,  
তখন তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি যাহাতে উর্কশীর  
সহিত সহবাস করিতে পারি, তজ্জন্যই গন্ধর্করা আমাকে  
অগ্নিস্থালী প্রদান করিয়াছিলেন । আমি সেই অগ্নিস্থালী অরণ্য-  
मध्ये পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি । অতএব আমি এক্ষণে সেই  
অগ্নিস্থালী আনয়নার্থ সেই স্থানে গমন করি । রাজা এইরূপ

\* ব্যতীতাদ্বিরাট্রসময় ইতি ব্যতীতাদ্বিরাট্র ইতি বা পৃথক্ পৃথক্ পাঠঃ ।

ণায় যাস্যামি, ইতুস্থায় তত্রাপ্যুপগতো নাগ্নিস্থালীম-  
পশ্যৎ । শমীগৰ্ভঞ্চাশ্বখমগ্নিস্থালীস্থানে দৃষ্ট্বা অচি-  
ন্তয়ৎ, ময়্যত্র স্থালী নিক্ষিপ্তা, সা চাশ্বখঃ \* শমী-  
গৰ্ভোহভূৎ । তদেতমেবাহমগ্নিরূপমাদায় স্বপুরমভি-  
গম্য অরণীং কৃত্বা তদুৎপন্নামৈরুপাস্তিৎ করিষ্যামি  
ইতি ॥ ৪২ ॥

এবমেব স্বপুরমুপগতোহরণীং চকার ॥ ৪৩ ॥

পর্যালোচনা করিয়া উখান পুস্কক সেই অরণ্যমধ্যে গমন করি-  
লেন, কিন্তু সেখানে সেই অগ্নিস্থালী দেখিতে পাইলেন না,  
পরন্তু যে স্থানে আগ্নিস্থালী ছিল, সেই স্থানে এক খণ্ড শমী-  
গৰ্ভ অশ্বখ কাষ্ঠ দেখিতে পাইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি  
এই স্থানে অগ্নিস্থালী নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, সেই অগ্নিস্থালীই  
এই শমীগৰ্ভ অশ্বখ হইয়াছে। অতএব আমি অগ্নিস্বরূপ  
ইহাকেই গ্রহণ করিয়া রাজধানীতে গমন পুস্কক অরণী করিয়া  
তদুৎপন্ন অগ্নি দ্বারা যাগ করিব । ৪২

রাজা এই রূপ বিবেচনা করিয়া স্বভবনে গমন পুস্কক  
(সেই শমী কাষ্ঠে) অরণী নির্মাণ করিলেন । ৪৩ অরণী নির্মাণের  
সময় তিনি গায়ত্রী পাঠ করিতে করিতে অঙ্গুলি দ্বারা সেই  
কাষ্ঠের পরিমাণ করিতে লাগিলেন । গায়ত্রী পাঠ পুস্কক কাষ্ঠের  
পরিমাণ করাতে গায়ত্রীর যতগুলি অক্ষর, অরণীরও তত অঙ্গুলি  
পরিমাণ হইল । ৪৪

\* স চাশ্বখ ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

যে কাষ্ঠ ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি বাহির করা যায়, তাহার নাম অরণী । ৪১

তৎপ্রমাণঞ্চাকুলৈঃ কুর্কন্ গায়ত্রীমপঠৎ ১ পঠত-  
শাক্ষরসংখ্যান্যোবাকুলান্যায়ভবৎ ॥ ৪৪ ॥

তত্রাগ্নিং নির্মথ্যাগ্নিত্রয়মায়ানুসারী ভূত্বা  
জুহাব, উর্কশীর্সালোক্যং চেহ ফলমভিসংহিতবান্ ।  
তেনৈবাগ্নিবিধিনা বভুবিধান্ যজ্ঞান্ ইষ্টা গন্ধর্কলোকান্  
প্রাপ্য উর্কশ্যা সহ বিয়োগং নাবাপ ॥ ৪৫ ॥

একোহগ্নিরাদাবভবৎ, ঐলেন ত্বত্র মম্বন্তরে ত্রেতা  
প্রবর্তিতা ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থোহংশে  
ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

অনন্তর তিনি সেই অরণী নির্মথিত করিয়া অগ্নি উৎপাদন-  
পূর্ক বেদবিধানানুসারে তিন ভাগ করিয়া তাহাতে হোম  
করিতে লাগিলেন এবং উর্কশী সহবাসরূপ ফল কামনা করি-  
লেন । তিনি সেই অগ্নিদ্বারা নানাপ্রকার যজ্ঞ করিয়া গন্ধর্ক-  
লোক প্রাপ্ত হইলেন এবং উর্কশীর সহিত তাহার আর বিচ্ছেদ  
ঘটিল না ।\*\* পূর্ক যজ্ঞে এক অগ্নি ছিল । এই রাজ্য হইতে এই  
মম্বন্তরে (গাহপত্য আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি, এই তিন অগ্নি  
প্রবর্তিত হইয়াছে ।\*\*

বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থ অংশ ষষ্ঠ অধ্যায়  
সমাপ্ত ।

## বিষ্ণুপুরাণম্ ।

চতুর্থোহংশঃ ।

সপ্তমাধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

তস্যা প্যামুখীমানমাবসু-বিশ্বাবসু-শতায়ুঃ-ঋতায়ুঃ-  
(অমৃতায়ুঃ-) সংজ্ঞাঃ ষড়্ভবন্ পুত্রাঃ ॥ ১ ॥

অমাবসৌভীমো নাম পুত্রোহভবৎ । ভীমস্য কাঞ্চনঃ,  
কাঞ্চনাৎ স্নুহোত্রঃ, তস্যাপি জহুঃ । যোহসৌ  
যজ্ঞবাটমখিলং গঙ্গাস্তমা প্লাবিতমালোক্য ক্রোধসং-

পরশর কহিলেন । পুরুরবার ছয়টি পুত্র হইয়াছিল । তাহা-  
দের নাম আয়ুঃ, ধীমান্, অমাবসু, বিশ্বাবসু, শতায়ুঃ ও  
ঋতায়ুঃ (অমৃতায়ুঃ) । অমাবসুর একটি পুত্র জন্মিল, তাহার  
নাম ভীম । ভীমের পুত্র কাঞ্চন, কাঞ্চন হইতে স্নুহোত্র, স্নুহোত্র  
হইতে জহু উৎপন্ন হইলেন । এই জহু, সমুদায় যজ্ঞবেদি  
গঙ্গাজল দ্বারা প্লাবিত দেখিয়া ক্রোধভরে আরক্ত-নয়ন হইলেন

রক্তনয়নো ভগবন্তং যজ্ঞপুরুষমাশ্রুনি পরমেণ  
সমাধিনা সমারোপ্যাখিলামেব গঙ্গাম্ অপিবৎ ॥ ২ ॥

অথৈনং দেবর্ষয়ঃ প্রসাদয়ামাসুঃ, দুহিতৃত্ত্বে চাস্য\*  
গঙ্গামনয়ৎ । জহোঁশ্চ স্রুজহুর্নাম† পুত্রোহিতবৎ ।  
তস্যাপ্যজকঃ, ততো বলাকাশ্বঃ, তস্যাৎ কুশঃ, কুশস্য  
কুশাশ্ব‡ কুশনাতামুর্ভরয়ামাবসবশ্চত্বারঃ পুত্রা বভূবুঃ ॥ ৩ ॥

তেষাং কুশাশ্বঃ শক্রতুল্যো মে পুত্রো ভবেদिति  
তপশ্চচার । তথোগ্রতপসমবলোক্য মা ভবত্বন্যোহস্ম-  
ন্তুল্যবীৰ্য্য ইত্যাত্মনৈবাস্ত্রোদ্ধঃ পুত্রত্বমগচ্ছৎ ॥ ৪ ॥

এবং তিনি পরম যোগবলে ভগবান্ যজ্ঞপুরুষকে স্বশরীরে  
আরোপিত করিয়া সমুদায় গঙ্গা নিঃশেষরূপে পান করিলেন ।  
অনন্তর দেবর্ষিগণ তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া গঙ্গাকে তাঁহার কন্যা  
করিয়া দিলেন । জহুর একটি পুত্র হইল, তাহার নাম স্রুজহু ।  
স্রুজহুর পুত্র অজক, অজকের পুত্র বলাকাশ্ব, বলাকাশ্ব হইতে  
কুশ উৎপন্ন হইলেন । কুশের চারি পুত্র । তাহাদের নাম কুশাশ্ব,  
( কুশাশ্ব বা কুশাস্ব ) কুশনাত, ( কুশনাস্ত ) অমুর্ভরয় ও  
অবাস্ব ।\*

কুশাশ্ব, এইরূপ সংকল্প করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন  
যে, ইন্দ্রসদৃশ তাঁহার একটি পুত্র হয় । অনন্তর ইন্দ্র তাঁহার  
উগ্র তপস্যা অবলোকন করিয়া, তাঁহার তুল্য বীৰ্য্যশালী দ্বিতীয়  
ব্যক্তি না হয়, এই অভিপ্রায়ে স্বয়ংই তাঁহার পুত্র হইয়া জন্ম

\* দুহিতৃত্ত্বং চাস্য ইতি বা পাঠঃ ।

† স্রুজহুর্নাম ইতি বা পঠনীয়ম্ ।

‡ কুশাস্ব বা কুশাশ্ব ইতি পাঠান্তরম্

গাধিনাম স কৌশিকোহভবৎ\*। গাধিশ্চ সত্যবতীং  
নাম কন্যামজনয়ৎ। তাক্ষঃ ভার্গব ঋচীকো বভ্রে।  
গাধিরপ্যতিরোষণায় অতিবৃদ্ধায় চ ব্রাহ্মণায় দাতু-  
মনিচ্ছন্নৈকতঃ শ্যামকর্ণানামিন্দুবর্চসামনিলরংহসামশ্বা-  
নাং সহস্রং কন্যাশুল্কমযাচত ॥ ৬ ॥

তেনাপি ঋষিণা বরুণসকাশাদুপলভ্য অশ্বতী-  
র্থোৎপন্নং তাদৃশাশ্বসহস্রং দত্তম্ ॥ ৭ ॥

ততঃ তান্ধচীকঃ কন্যামুপযেষে। ঋচীকশ্চ  
তস্মাশ্চক্রমপত্যার্থং চকার। তয়া প্রসাদিতশ্চ\* ত-

পরিগ্রহ করিলেন। \* ঐ পুত্র কৌশিক ও গাধি নামে বিখ্যাত  
হন। গাধির একটা কন্যা হইল, তাহার নাম সত্যবতী। ভৃগু-  
বংশীয় ঋচীক, এই কন্যার পাণি গ্রহণ করিবার জন্য প্রার্থনা  
করিলেন। গাধি, সাতিশয় কোপন-স্বভাব ব্রহ্ম ব্রাহ্মণকে কন্যা  
দান করিতে অনিচ্ছু হইয়া কহিলেন যে, চত্বের ন্যায় বর্ণ,  
এবং এক দিকের কর্ণ শ্যামবর্ণ, বায়ুর ন্যায় বেগশালী সহস্র অশ্ব  
শুল্ক স্বরূপ দিলে কন্যা দান করিব। \* মহর্ষি ঋচীকও বরুণের  
নিকট অশ্বতীর্থোৎপন্ন উক্তপ্রকার সহস্র অশ্ব প্রাপ্ত হইয়া  
রাজাকে প্রদান করিলেন। †

অনন্তর ঋচীক, গাধিকন্যাকে বিবাহ করিলেন। কিছু দিন  
পরে তিনি স্বীয় সন্তান উৎপাদনের নিমিত্ত চক্র প্রস্তুত করিলেন।

\* গাধিনাম কৌশিকঃ পুত্রোহভবৎ ইতি বা পাঠ্যম্।

† তৎপ্রার্থিতশ্চ ইতি বা পাঠ্যম্।

মাত্রে ক্ষত্রবরপুত্রোৎপত্তয়ে চরুমপরং সাধয়া-  
মাস\* ॥ ৮ ॥

এষ চরুভবত্যা অয়মপরস্তুমাত্রা সম্যগুপযোজ্য  
ইত্যুক্তা বনং জগাম ॥ ৯ ॥

উপযোগকালে চুতাং মাতা সত্যবতীমাহ, সর্ব-  
এবাপুত্রমতিগুণং সমভিলষতি, নাত্মজায়াভ্রাতৃগুণেষু-  
তীবাদৃতো ভবতীত্যতোহর্হসি মম ত্বমাত্মীয়ঞ্চরুং  
দাতুং মদীয়ঞ্চরুমানোপযোক্তুম্ ॥ ১০ ॥

মৎপুত্রেণ হি সকলভূমণ্ডলপরিপালনং কার্যম্ ॥ ১১ ॥  
পরে সত্যবতীর প্রার্থনানুসারে সত্যবতী-মাতার একটী ক্ষত্রিয়-  
শ্রেষ্ঠ পুত্র উৎপাদনের নিমিত্ত অপর একটী চরু প্রস্তুত করেন ।<sup>৮</sup>  
(ঋচীক সত্যবতীকে কহিলেন,) এই চরু তুমি ভোজন  
করিবে ও এই চরু তোমার মাতা ভোজন করিবেন । তিনি  
এই কথা বলিয়া বনে গমন করিলেন ।<sup>৯</sup>

চরু ভক্ষণের সময় সত্যবতীর মাতা সত্যবতীকে কহিলেন,  
পুত্রি ! সকলেই আপনার সমধিক গুণবান্ পুত্র কামনা করিয়া  
থাকে । কোন ব্যক্তিই স্বীয় জায়ার ভ্রাতার গুণাধিক্য ততদূর  
কামনা করে না । (আমার বোধ হয়, তোমার নিমিত্ত যে চরু  
প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা ভক্ষণ করিলেই সমধিক গুণবান্ পুত্র  
উৎপন্ন হইতে পারে, অতএব) তোমার নিমিত্ত যে চরু প্রস্তুত  
হইয়াছে, তাহা তুমি আমাকে দাও, এবং আমার জন্য যে চরু  
হইয়াছে, তাহা তুমি আপনি আহাৰ কর ।<sup>১০</sup> (বিবেচনা করিয়া  
দেখ) আমার পুত্র, সমুদায় অবনীমণ্ডল পালন করিবে ।<sup>১১</sup>

কিয়দ্ব্রাহ্মণস্য বলবীৰ্য্যসম্পদিতুক্তো মা স্বং চরুং  
মাত্রে দত্তবতী ॥ ১২ ॥

অথ বনাদভ্যাগত্য সত্যবতীম্ ঋষিরপশ্যৎ, আহ  
চৈনাম্, অতিপাপে ! কিমিদমকার্য্যং ভবত্যা কৃতম্ !  
অতিরৌদ্ৰং তে বপুরালক্ষ্যতে, হুনং ত্বয়া ত্বম্মাতৃসৎ-  
কৃতশরুপযুক্তো ন যুক্তমেতৎ ॥ ১৩ ॥

ময়া হি তত্র চরৌ সকলৈব শৌৰ্য্যবীৰ্য্যবল-সম্পদা-  
রোপিতা, ত্বদীয়ে চরাবপ্যখিল-শান্তিজ্ঞানতিতিক্ষাদিকা  
ব্রাহ্মণগুণসম্পৎ । এতচ্চ বিপরীতং কুর্ষ্বত্যাঃ তবাতি-  
রৌদ্ৰাস্ত্রধারণমারুণ-নিষ্ঠঃ ক্ষত্রিয়াচারঃ পুত্রো ভবিষ্য-  
ত্যস্যাশ্চৈপশমরুচিঃ ব্রাহ্মণাচারঃ ॥ ১৪ ॥

বলবীৰ্য্য সম্পত্তিতে ব্রাহ্মণের কি প্রয়োজন । সত্যবতীর মাতা  
এই কথা বলিলে সত্যবতী স্বীয় চরু তাঁহাকে প্রদান ( করিয়া  
তাঁহার চরু স্বয়ং ভোজন ) করিলেন । ১২

অনন্তর ঋষি বন হইতে প্রত্যাগত হইয়া সত্যবতীকে নিরীক্ষণ  
করিয়া কহিলেন, রে পাপীয়সি ! তুমি এ কি কুর্কর্ম করিয়াছ ;  
তোমার শরীর সাতিশয় উগ্র বোধ হইতেছে । তোমার মাতার  
নিমিত্ত যে চরু প্রস্তুত হইয়াছিল, তুমি তাহা আহার করিয়াছ,  
সন্দেহ নাই । ইহা তুমি নিতান্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছ ।<sup>১৩</sup>  
জামি তোমার মাতার চরুতে সমুদায় বল সমুদায় শৌৰ্য্য ও  
সমুদায় বীৰ্য্যরূপ সম্পত্তি নিহিত করিয়াছিলাম এবং তোমার  
চরুতে সমুদায় শান্তি, সমুদায় জ্ঞান ও সমুদায় তিতিক্ষা  
প্রভৃতি ব্রাহ্মণসম্পৎ আহিত করি । তুমি চরুর বৈপরীত্য  
কৰ্ম্মেতে তোমার গর্ভে যে পুত্র উৎপন্ন হইবে, সে সর্দদা

ইত্যাকর্ণ্যৈব সা তস্মৈ পাদৌ জগ্ৰাহ । প্রণিপত্য চ  
এনমাহ, ভগবন্ ! মমৈতদজ্ঞানাদনুষ্ঠিতং, প্রসাদং মে  
কুরু, মৈবংবিধঃ পুত্রো ভবতু, কামমৈবংবিধঃ পৌত্রো  
ভবতু\* ইত্যুক্তো মুনিরপ্যাহ, এবমস্তু ইতি ॥ ১৫ ॥

অনন্তরঞ্চ সা জমদগ্নিমজীজনৎ । তন্মাতা চ বিশ্বা-  
মিত্রং জনয়ামাস । সত্যবতী চ কৌশিকী নাম নদ্য-  
ভবৎ । জমদগ্নিরিক্ষাকুবংশোদ্ভবস্য রেণোঃ তনয়াং  
রেণুকামুপযেমে । তস্মাৎশেষব্রহ্মবংশহন্তারং\* পরশু-  
রামসংজ্ঞং ভগবতঃ সকললোকগুরোর্নারায়ণশ্রীশং  
জমদগ্নিরজীজনৎ ॥ ১৬ ॥

অজ্ঞধারী অতীব উগ্র মারণ-পরায়ণ ক্ষত্রিয়চার হইয়া উঠিলে ।  
তোমার মাতার গর্ভে যে সন্তান জন্ম পারগ্রহ করিলে, সে শাস্তি-  
পরায়ণ ব্রাহ্মণচার হইবে । ১৪

সত্যবতী এই কথা শুনিয়া ঋচীকের পদদ্বয় ধারণ করিলেন  
এবং প্রণিপাত পূর্বক কহিলেন, ভগবন্ ! আমি অজ্ঞানতা  
প্রযুক্ত ঈদৃশ কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি । এক্ষণে প্রসন্ন হউন,  
আমার যেন ঈদৃশ পুত্র না হয় । বরঞ্চ আমার উক্তপ্রকার  
পৌত্র হউক । সত্যবতী এই রূপ প্রার্থনা করিলে মহর্ষি কহিলেন,  
তাহাই হইবে । ১৫

অনন্তর সত্যবতী, জমদগ্নি নামক পুত্র প্রসব করিলেন ।  
সত্যবতীর মাতার গর্ভে বিশ্বামিত্রের জন্ম হইল । সত্যবতী

\* এবংবিধঃ পৌত্রো মে ভবতু ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ ।

+ অশেষব্রহ্মবংশ ইতি বা পাঠঃ ।

বিশ্বামিত্রপুত্রস্ত ভার্গব এব শুনঃশেফো নাম দেবৈ-  
র্দত্তঃ ততশ্চ দেবরাতনামাতবৎ। ততশ্চান্যে  
মধুচ্ছন্দ-জয়-কৃতদেব-দেবায়ক-কচ্ছপ-হারীতকাখ্যা বি-  
শ্বামিত্রপুত্রা বভূবুঃ ॥ ১৭ ॥

তেষাঞ্চ বহুনি কৌশিকদ্রুগাত্রাণি ঋষ্যন্তরেষু  
বৈ বাহ্যানি ভবন্তীতি ॥ ১৮ ॥

## ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থে'ংশে সপ্তমো'ধ্যায়ঃ ।

কৌশিকী, নামে নদী হইলেন। জমদগ্নি, ইক্ষ্বাকুবংশ-সম্ভূত  
রেণুর কন্যা রেণুকার পাণিগ্রহণ করিলেন। পরে জমদগ্নি হইতে  
রেণুকার গর্ভে সকল লোকের গুরু ভগবান্ নারায়ণের অংশ  
অশেষ ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংসকারী পরশুরাম, উৎপন্ন হইলেন। ১০  
ভৃগুবংশীয় শুনঃশেফ, (নরমেধ যজ্ঞে পশুভাব প্রাপ্ত হইয়া-  
ছিলেন।) পরে দেবতারা বিশ্বামিত্রকে ঐ পুত্র দান করেন,  
সুতরাং শুনঃশেফ বিশ্বামিত্রপুত্র হইয়া দেবরাত নামে বিখ্যাত  
হন। পরে বিশ্বামিত্রের আর কএকটি পুত্র হইল। তাহাদের  
নাম মধুচ্ছন্দ, জয়, কৃতদেব, দেবায়ক, কচ্ছপ ও হারীতক। ১১  
ইহাদের সম্ভানেরা কৌশিক গোত্র হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া-  
ছেন, কারণ ঋষিভেদে (প্রবর ভেদে) তাহারা পরস্পর  
পৃথক্। ১২

বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থ অংশ নিম্নবংশবিস্তার নামক  
সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ।

# বিষ্ণুপুরাণম্ ।

• চতুর্থোঃশঃ ।

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ॥

পুরুরবসো জ্যেষ্ঠঃ পুত্রো যন্তায়ুর্নামা, স বাহোদু-  
হিতরম্\* উপযেমে । তস্যাং স পঞ্চ পুত্রান্ জনয়ামাস।  
নহয, ক্ষত্রবৃদ্ধ-রন্ত-রজিসংজ্ঞাঃ, তথৈবানেনাঃ† পঞ্চমঃ  
পুত্রোহভূৎ । ক্ষত্রবৃদ্ধাৎ স্নহোত্রঃ‡ পুত্রোহভূৎ । কাশ-  
লেশ-গৃৎসমদাস্তস্য পুত্রাস্ত্রয়োহভবন্ । গৃৎসমদস্য  
শৌনকশ্চাতুর্কর্ণ্যপ্রবর্তয়িতাভূৎ ॥ ১ ॥ .

পরশর কহিলেন । পুরুরবার আয়ু নামে যে জ্যেষ্ঠপুত্র  
ছিলেন, তিনি বাহুর (রাহুর) কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন ।  
পরে তাঁহা হইতে বাহুকন্যার গর্ভে পাঁচটী পুত্র উৎপন্ন হয় । এই  
পঞ্চ পুত্রের নাম নহয, ক্ষত্রবৃদ্ধ, রন্ত রজি ও অনেনাঃ । ক্ষত্র-  
বৃদ্ধের একটী পুত্র উৎপন্ন হইল, তাহার নাম স্নহোত্র । স্নহো-  
ত্রের তিনটী পুত্র হইল, তাহাদের নাম কাশ, লেশ ও গৃৎসমদ ।  
গৃৎসমদের একটী পুত্র হইল, তাহার নাম শৌনক । ইনি

\* বাহোদুহিতরম্ তাঁত বা পাঠঃ ॥

† উৎপাদয়ামাস ইতি পাঠান্তরম্ ॥

‡ স্নহোত্র ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ ॥

কাশস্য কাশিরাজঃ, ততো দীর্ঘতমাঃ পুত্রোহভবৎ ।  
 ধন্বন্তরিস্তু দীর্ঘতমসোহভূৎ । স হি সংসিদ্ধকার্যকরণঃ  
 সকলসত্ত্বতিষ্ণশেষজ্ঞানবিৎ ॥ ২ ॥

ভগবতা নারায়ণেন চ অতীতসংভূতাবস্মৈ বরো  
 দত্তঃ ॥ ৩ ॥

কাশিরাজগোত্রেহবতীর্ষ্য তুমফ্ণা সম্যগায়ুর্বেদং  
 করিষ্যসি । যজ্ঞভাক্ ভবিষ্যসি ইতি ॥ ৪ ॥

তস্য চ ধন্বন্তরেঃপুত্রঃ কেতুমান্ । কেতুমতো ভীম-  
 রথঃ, তস্যাপি দিবোদাসঃ, ততঃ প্রতর্দনঃ । স চ মদ্র-

চাতুর্বর্ণের প্রবর্তয়িতা হইয়াছিলেন অর্থাৎ শৌনক বংশীয়েরা  
 ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, এই চারি জাতি হইয়াছে । ১

কাশের পুত্র কাশিরাজ, কাশিরাজের পুত্র দীর্ঘতমা । দীর্ঘ-  
 তমা হইতে ধন্বন্তরি উৎপন্ন হইলেন । ১ ধন্বন্তরির কার্য্য ( শরীর )  
 ও করণ ( ইন্দ্রিয় ) উত্তম সিদ্ধ ( মর্ত্যধর্ম্ম রহিত ) ছিল । তিনি  
 সমুদায় জন্মেই বিবিধ জ্ঞানের আকর ছিলেন । ২ তাঁহার পূর্ব্ব-  
 জন্মে ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাকে বর দিয়াছিলেন যে, ৩ তুমি  
 কাশিরাজ গোত্রে অবতীর্ণ হইয়া আট খণ্ডে বিভক্ত উত্তম আয়ু-  
 র্বেদ গ্রন্থ প্রণয়ন করিবে এবং তুমি যজ্ঞভাগভাগী হইবে । ৪

এই ধন্বন্তরির পুত্র কেতুমান্, কেতুমান্ হইতে ভীমরথ,  
 ভীমরথ হইতে দিবোদাস, দিবোদাস হইতে প্রতর্দন জন্ম

শ্রেণ্যবংশবিনাশাদশেষাঃ শত্রুবোহনেন জিতা ইতি  
শত্রুজিদ্ভবৎ ॥ ৫ ॥

তেন চ প্রীতিমতান্নপুত্রো বৎস বৎসেত্যভিহিতঃ,  
ততো বৎসোহসাবভবৎ ॥ ৬ ॥

সত্যব্রততয়া ঋতধ্বজসংজ্ঞামবাপ । পুনশ্চ কুব-  
লয়নামানমশ্বং লেভে ; কুবলয়াশ্ব ইত্যস্যাং পৃথিব্যাং  
প্রথিতঃ ॥ ৭ ॥

তস্য চ বৎসস্য পুত্রোহলকৌ নামাভবৎ । বস্য  
অয়মদ্যাপি শ্লোকো গীয়তে ।

যষ্টিং বর্ষসহস্রাণি যষ্টিং বর্ষশতানি চ ।

অলকাদপরো নান্যো বুভুজে মেদিনীং পুরা\* ॥৮॥

পরিগ্রহ করিলেন । এই প্রতর্জন, ভদ্রশ্রেণ্য বংশ উন্মূলন করেন ।  
এইজন্য ইনি সমুদায় শত্রু জয় করিয়াছিলেন, বলিয়া শত্রুজিৎ  
নামে বিখ্যাত হন ।\* তাঁহার পিতা স্নেহ প্রযুক্ত তাঁহাকে  
বৎস বলিয়া আহ্বান করিতেন, এই কারণে তিনি বৎস নামেও  
বিখ্যাত হইয়াছিলেন ।\* তিনি সত্যনিষ্ঠ ছিলেন, বলিয়া ঋত-  
ধ্বজ এই নাম প্রাপ্ত হন । তিনি কুবলয় নামে একটি অশ্ব  
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার কুবলয়াশ্ব এই নাম  
পৃথিবীতে প্রচারিত হইল ।\*

এই বৎস নামক রাজার অলক নামক একটি পুত্র উৎপন্ন  
হইয়াছিল । যাহার বিষয়ে একটি শ্লোক অদ্যাপি পঠিত হইয়া-  
থাকে । যথা—পূর্বকালে অলক ভিন্ন অন্য কোন রাজাই ষট্‌যষ্টি  
সহস্র বৎসর এই পৃথিবী ভোগ করিতে পারেন নাই ।\*

\* মেদিনীং যুবা ইত্যম্যবিধঃ পাঠঃ ।

ତଥାଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟ ସମ୍ମତିର୍ନାମାଭ୍ୟୁଦୟଃ । ତତଃ ସୁନୀଥଃ,†  
ତସ୍ୟ ସୁକେତୁଃ, ତତୋ ଧର୍ମକେତୁଃ, ତତଃ ସତ୍ୟକେତୁଃ,  
ତସ୍ମାଽ ବିଭୁଃ, ତତ୍ତନ୍ୟଃ ସୁବିଭୁଃ, ତତଃ ସୁକୁମାରଃ,  
ତସ୍ୟାପି ଧୃଷ୍ଟକେତୁଃ, ତତଃ ବୈନହୋଦ୍ରଃ, ତତଃ ଭାର୍ଗଃ,  
ଭାର୍ଗସ୍ୟ ଭାର୍ଗଭୂମିଃ, ଅତଃଚାତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣାପ୍ରବୃତ୍ତିଃ, ଇତ୍ୟେତେ  
କାଶ୍ୟାପା ଦ୍ରୁପଦଃ କଥିତାଃ । ରଞ୍ଜେନ୍ତୁ ସନ୍ତତିଃ  
ଶ୍ରୀରାମାମିତି ॥ ୧ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁପୁରାଣେ ଚତୁର୍ଥେଽଂଶେ  
ଅଷ୍ଟମୋଽଧ୍ୟାୟଃ ।

ଅଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟର ଏକଟି ପୁତ୍ର ହଇଲ, ତାହାର ନାମ ସମ୍ମତି । ସମ୍ମତିର  
ପୁତ୍ର ସୁନୀଥ, ସୁନୀଥର ପୁତ୍ର ସୁକେତୁ, ସୁକେତୁର ପୁତ୍ର ଧର୍ମକେତୁ, ଧର୍ମ-  
କେତୁର ପୁତ୍ର ସତ୍ୟକେତୁ, ସତ୍ୟକେତୁର ପୁତ୍ର ବିଭୁ, ବିଭୁର ପୁତ୍ର ସୁବିଭୁ,  
ସୁବିଭୁର ପୁତ୍ର ସୁକୁମାର, ସୁକୁମାରର ପୁତ୍ର ଧୃଷ୍ଟକେତୁ, ଧୃଷ୍ଟକେତୁର ପୁତ୍ର  
ବୈନହୋଦ୍ର, ବୈନହୋଦ୍ରର ପୁତ୍ର ଭାର୍ଗ, ଭାର୍ଗର ପୁତ୍ର ଭାର୍ଗଭୂମି । ଏହି  
ଭାର୍ଗଭୂମି ହଇତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର, ଏହି ବର୍ଣ୍ଣଚତୁଷ୍ଟୟ  
ଓଽପନ୍ନ ହଇଗାହି । ଏହି ତୋମାର ନିକଟ କାଳ ଓ ତଦୀୟ  
ବଂଶୋଽପନ୍ନ ରାଜଗଣେର ବିବରଣ କହିଲାମ । ଏକ୍ଷଣେ ରଞ୍ଜିତ ବଂଶାବଳୀ  
ବଳିତେହି, ଶ୍ରବଣ କର । ୧

ବିଷ୍ଣୁପୁରାଣ ଚତୁର୍ଥ ଅଂଶ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ  
ସମାପ୍ତ ।

## বিষ্ণুপুরাণম্ ।

চতুর্থোহংশঃ ।

নবমাধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

রজেঃ পঞ্চপুত্রশতান্যতুলবীৰ্য্যসারাণ্যামন্ । দেবা-  
সুরসংগ্রামারম্ভে পরস্পরবধেপ্সবো দেবাস্তান্মুরাশ্চ  
ব্রহ্মাণং পঞ্চচ্ছুঃ ॥ ১ ॥

ভগবন্ ! অস্মাকমত্র বিরোধে কতরঃ পক্ষো জেতা-  
ভবিষ্যতীতি । অথাহ ভগবান্, যেধামর্থো রজিরাত্তা-  
য়ুধো যোৎস্যতীতি । অথ দৈতৈরুপেত্য রজিরাত্তা-

পরশর কহিলেন, রজির পঞ্চশত পুত্র হইয়াছিল । ইহারা  
অসীম বলবান্ ও অসীম শৌর্য্যবীৰ্য্য সম্পন্ন । একদা দেবগণ  
ও দানবগণের পরস্পর সংগ্রাম উপস্থিত হইল । পরস্পর সং-  
গ্রামাভিলাষী দেবতারা ও অসুরেরা ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,  
ভগবন্ ! আমাদের এই সংগ্রামে কোন্ পক্ষ জয়ী হইবে ?  
ভগবান্ ব্রহ্মা উত্তর করিলেন, রজি যে পক্ষ অবলম্বন করিয়া  
অস্ত্র ধারণ পূর্বক যুদ্ধ করিবে, ( সেই পক্ষই জয় লাভ করিবে ) ।  
অনন্তর দৈত্যগণ, রজির নিকট উপস্থিত হইয়া সংগ্রামে সাহায্য

সাহায্যদান্যাত্যর্থিতঃ প্রাহ, যোৎসোহহং ভব-  
তামর্থে, যদ্যহম্ অমরজয়ান্তুবতামিন্দ্রে। ভবিষ্যামি।  
ইত্যাকর্ণৈতৎ তৈরভিহিতো ন বয়মন্যথা বদিষ্যামোহ-  
ন্যথা করিষ্যামঃ। অস্মাকমিন্দ্রঃ প্রহ্লাদস্তদর্থময়মুদ্যমঃ।  
ইত্যুক্ত্বা গতেষুসুরেষু দেবৈরণ্যস্যাববনীপতিরেবমে-  
বোক্তঃ। তেনাপি চ তথৈবোক্তে দেবৈরিন্দ্রস্ত্বং  
ভবিষ্যসীতি সমবীপ্সিতম্ ॥ ২ ॥

রজিনাপি দেবসৈন্যসহায়েন অনেকৈর্মহাত্মৈঃ  
তদশেষমসুরবলং নিসৃদিতম্। অবজিতারাতিপক্ষশ্চ  
ইন্দ্রে। রজি-চরণযুগলমাশ্বিরসা নিপীড়্যাহ, ভয়ত্রাণ-

পাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিল। রজি কহিলেন, আমি যদি  
দেবগণকে পরাজয় করিয়া তোমাদের ইন্দ্র পদ প্রাপ্ত হই,  
তাহা হইলে তোমাদের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতে পারি। অসু-  
রেরা এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিল, আমরা ঐকপ্রকার বলিব,  
অন্যপ্রকার করিব, এরূপ হইবে না। প্রহ্লাদ আমাদের ইন্দ্র।  
তঁাহার নিমিত্তই এই যুদ্ধানুষ্ঠান হইতেছে।

অসুরেরা এই কথা বলিয়া চলিয়া গেল। পরে দেবগণ আসিয়া  
তঁাহার নিকট সেইরূপ কহিলেন। রজিও সেইরূপ উত্তর করি-  
লেন। দেবগণ সম্মত হইয়া কহিলেন যে, তোমাকেই আমরা  
ইন্দ্র পদ প্রদান করিব।<sup>২</sup>

অনন্তর রজি, দেবসৈন্যের সহায় হইয়া বিবিধ মহাত্মদ্বারা  
সমুদায় অসুরবল বিনাশ করিলেন। যখন সমুদায় শত্রুপক্ষ  
পরাজিত হইল, তখন দেবরাজ ইন্দ্র, রজির চরণযুগল স্বীয়

দানাদস্মৎপিতা ভবান্, অশেষলোকানামুত্তমোত্তমো  
ভবান্, যস্যাহং পুত্রস্ত্রিলোকেন্দ্রঃ ॥ ৩ ॥

স চাপি রাজা প্রহস্যাহ, এবমেবাস্তু, অনতি-  
ক্রমণীয়া হি বৈরিপক্ষাদপ্যনেকবিধচাটুর্বাণ্যগর্ভা  
প্রণতিঃ, ইত্যুক্ত্বা স্বপুত্রম্ আজগাম ॥ ৪ ॥

শতক্রতুরপীন্দ্রত্বং চকার । স্বর্ঘাতে চরজৌ নার-  
দর্ষিচোদিতা রজিসুতাঃ শতক্রতুমাঅপিতৃপুত্রমাচার-  
দ্রাজ্যং যাচিতিবন্তঃ ॥ ৫ ॥

অপ্রদানে চাবজিতোদ্ভ্রমতিবলিনঃ স্বয়মিন্দ্রত্বং  
মস্তকে ধারণ করিয়া কহিলেন, আপনি ভয় হইতে রক্ষা করি-  
য়াছেন, অতএব আপনি আমাদের পিতা । আপনি সমুদায়  
লোকের শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ, কারণ আমি ত্রিলোকের ইন্দ্র হইয়াও  
আপনকার পুত্র হইলাম ।\*

রাজা হাস্য করিয়া কহিলেন, তাহাই হউক । শত্রুপক্ষেরাও  
যদি নানাপ্রকার চাটুর্বাণ্য প্রয়োগ পূর্ব্বক পদানত হয়, তাহা  
হইলে তাহাও অতিক্রম করিতে পারা যায় না, (অতএব  
তোমার প্রার্থনা কিরূপে অগ্রাহ্য করি ।) রাজা এই কথা বলিয়া  
স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলেন ।\* দেবরাজও ইন্দ্রত্ব  
করিতে লাগিলেন ।

কিছু দিন পরে রজি, স্বর্গ গমন করিলেন । রজিপুত্রেরা মহর্ষি  
নারদ কর্তৃক উদ্ভোজিত হইয়া স্বীয় পিতার (কৃতক) পুত্র  
শতক্রতুর নিকট গমন করিয়া আচারানুসারে প্রাপ্য পৈতৃক  
রাজ্য প্রার্থনা করিলেন ।\* শতক্রতু যখন ইন্দ্রত্ব পদ পরিত্যাগে

---

\*পৈতৃক রাজ্যে আচারানুসারে ঔরস পুত্রই অধিকারী হয় । এই বলিয়া  
রজিপুত্রেরা ইন্দ্রত্ব পদ প্রার্থনা করেন ।\*

চক্রঃ । ততশ্চ বহুতিথে কালে ব্যতীতে বৃহস্পতি-  
মেকান্তে দৃষ্টাপহৃতত্রৈলোক্যযজ্ঞভাগঃ শতক্রতু-  
রাহ ॥ ৬ ॥

বদরীফলমাত্রমপ্যহঁসি মম আপ্যায়নায় পুরোডাশ-  
খণ্ডং দাতুম্, ইত্যুক্তো বৃহস্পতিঃ, যদ্যেবং পূৰ্বমেব  
ত্বয়াহং চোদিতঃ স্যাং তন্ময়া ত্বদর্থং কিম্ অকর্তব্য-  
মিতি ॥ ৭ ॥

স্বপ্নৈরেবাহোভিস্বাং নিজং পদং প্রাপয়িষ্যামি,  
ইত্যভিধায় তেষামনুদিনাভিচারিকং বুদ্ধিমোহায়  
শত্রুস্য চ তেজোরুদ্ধয়ে জুহাব । তে চাপি তেন  
বুদ্ধিমোহেনাভিভূয়মানা ব্রহ্মদ্বিষো ধর্মত্যাগিনো বেদ-

সম্মত হইলেন না, তখন সেই মহাবল রজিপুত্রেরা তাঁহাকে  
পরাজয় করিয়া বলপূর্বক স্বয়ং ইন্দ্রকে করিতে লাগিলেন ।

এইরূপে বহুকাল অতীত হইল । শতক্রতুর ত্রৈলোক্য-যজ্ঞ-  
ভাগ অপহৃত হওয়াতে এক দিন তিনি নির্জনে বৃহস্পতিকে  
কহিলেন, \* আমার উপচয়ের জন্য (যজ্ঞের সময়) আপনি  
আমাকে একটী বদরীফল প্রমাণ দ্রুত প্রদান করুন । ইন্দ্র এই-  
রূপ প্রার্থনা করিলে বৃহস্পতি কহিলেন, তুমি পূর্বে যদি  
আমার নিকট এরূপ প্রার্থনা করিতে তাহা হইলে আমি  
তোমার নিমিত্ত বাহা না করিতে পারিতাম, এরূপ কর্ম কি আছে ।  
এক্কেণে অস্পে দিনের মধ্যেই আমি তোমাকে তোমার পদে প্রতি-  
ষ্ঠিত করিব । বৃহস্পতি এই কথা বলিয়া রজিপুত্রগণের বুদ্ধি-  
মোহের নিমিত্ত এবং শতক্রতুর তেজোরুদ্ধির নিমিত্ত প্রতিদিন  
অভিচারিক হোম করিতে লাগিলেন । পরে তদ্বারা বুদ্ধিমোহ হও-

বাদপরাঙ্মুখা বভূবুঃ । ততশ্চ তানপেতধর্মাচারান  
ইন্দ্রে । জযান । পুরোহিতাপ্যায়িততেজাশ্চ ত্রিদিবমা-  
ক্রামৎ । এতদিন্দ্রস্য স্বপদচ্যবনারোহণং ক্রত্বা পুরুষঃ  
স্বপদভ্রংশং দৌরাঅ্যং বা নচ আপ্নোতি । রত্নস্তুন-  
পত্যোহভবৎ । ক্ষত্রব্রহ্মসুতঃ প্রতিক্রত্নঃ, তৎপুত্রঃ  
সঞ্জয়ঃ, তস্যাপি জয়ঃ, ততশ্চ বিজয়ঃ, তস্মাচ্চ যজ্ঞ-  
কৃৎ, তস্য হর্ষবর্দ্ধনঃ, হর্ষবর্দ্ধনসুতঃ সহদেবঃ, তস্মাদ-  
দীনঃ, তস্য জয়সেনঃ, ততশ্চ সংহৃতিঃ,\* তৎপুত্রঃ

যাতে রজিপুত্রেরাও ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী ধর্মত্যাগী ও বেদবাক্য-পরাঙ্-  
মুখ হইলেন । এইরূপ রজিপুত্রেরা ধর্মভ্রষ্ট ও আচারভ্রষ্ট হইলে  
ইন্দ্র তাঁহাদিগকে বিনাশ করিলেন । পুরোহিত কর্তৃক তাঁহার  
তেজোরজি হওয়াতে তিনি পুনর্বার ত্রিলোকের আধিপত্য প্রাপ্ত  
হইলেন ।

যাঁহার। এই ইন্দ্রের স্বপদভ্রংশ ও স্বপদ প্রাপ্তি বিবরণ  
শ্রবণ করেন, তাঁহার। মোকে পদভ্রষ্ট হন না, কোন ব্যক্তি  
তাঁহাদের উপর দৌরাঅ্যও করিতে পারে না ।

রত্নের সন্তান হয়, নাই । ক্ষত্রব্রহ্মের পুত্র প্রতিক্রত্ন,  
প্রতিক্রত্নের পুত্র সঞ্জয়, সঞ্জয়ের পুত্র জয়, জয়ের পুত্র  
বিজয়, বিজয়ের পুত্র যজ্ঞকৃৎ । যজ্ঞকৃতের পুত্র হর্ষবর্দ্ধন,  
হর্ষবর্দ্ধনের পুত্র সহদেব, সহদেবের পুত্র অদীন, অদী-  
নের পুত্র জয়সেন, জয়সেনের পুত্র সংহৃতি, (সংকৃতি) সংহৃতির পুত্র

কল্পধৰ্ম্মা, ইত্যোতে কল্পবৃদ্ধস্য । অতো নহুষবংশঃ  
বক্ষ্যামি, ইতি ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেইংশে নিমি-  
বংশবিস্তারে নাম নবমোঃধ্যায়ঃ ।

কল্পধৰ্ম্মা । ইহারা কল্পবৃদ্ধের সন্তান । অতঃপর নহুষবংশ বর্ণন  
করিব । ৮

বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থ অংশ নিমিবংশবিস্তার নামক  
নবম অধ্যায় সমাপ্ত ।

## •বিষ্ণুপুরাণম্ ।

চতুর্থোঃশঃ ।

দশমাধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

যতি-যযাতি-সংযাতি-আযাতি-বিযতি-কৃতিসংজ্ঞা  
নহুষস্য ষট্ পুত্রা মহাবল-পরাক্রমা বভূবুঃ । যতিস্ত  
রাজ্যং নৈচ্ছৎ । যযাতিস্ত ভূভূদভবৎ, উশানসশ্চ  
দুহিতরং দেবযানীং শর্মিষ্ঠাঞ্চ বার্ষপর্বণীমুপযেমে ॥১॥

অত্রানুবংশলোকো ভবতি ।

যদুং চ তুর্ক্সমুখৈব দেবযানী ব্যজায়ত ।

ক্রহ্যুগ্নাণ্ডা পুরুগ্না শর্মিষ্ঠা বার্ষপর্বণী ॥ ২ ॥

পরশর কহিলেন । নহুষের মহাবল পরাক্রান্ত ছয়টি পুত্র  
হইয়াছিল । এই ছয় পুত্রের নাম—যতি, যযাতি, সংযাতি,  
আযাতি, বিযতি ও কৃতি । যতি রাজ্য করিতে অভিলাষ করিলেন  
না । যযাতি রাজা হইলেন । ইনি শুক্রের কন্যা দেবযানীকে  
এবং রুষপর্ক্সের কন্যা শর্মিষ্ঠাকে বিবাহ করিলেন । ১

এহলে বংশকীর্ত্তনার্থ একটি জ্ঞোক আছে যে, দেবযানী,  
যদু ও তুর্ক্স নামে দুইটি পুত্র প্রসব করিলেন । রুষপর্ক্সতনয়া  
শর্মিষ্ঠা, ক্রহ্যু, অগ্নু ও পুরু নামে তিনটি পুত্র প্রসব করেন । ২

কাব্যশাপাচ্চ অকালে নৈব যযাতির্জরাম্বাপ ॥ ৩ ॥

প্রসন্নশুক্রবচনাচ্চ জরাং সংক্রাময়িতুং জ্যেষ্ঠং  
পুত্রং যদুম্ উবাচ, ত্বয়্যাতামহশাপাদিয়মকালে নৈব  
জরা মাযুপস্থিতা। তামহং তস্যৈবানুগ্রহাৎ ভবতঃ সঞ্চা-  
রয়ামোকং বর্ষসহস্রং, ন তৃপ্তোহস্মি বিষয়েষু, ত্বদ্বয়সা  
বিষয়ানহং ভোক্তুমিচ্ছামি। নাত্র ভবতা প্রত্যাখ্যানং  
কর্তব্যম্ ইত্যুক্তঃ স নৈচ্ছৎ তাং জরামাদাতুম্।  
তঞ্চাপি পিতা শাপাৎ, ত্বৎপ্রসূতিন রাজ্যার্হা ভবিষ্য-  
তীতি ॥ ৫ ॥

অনন্তরঞ্চ দ্রুহুং তুর্বসু অগুঞ্চ পৃথিবীপতির্জরা-  
গ্রহণার্থং স্বযৌবনপ্রদানায় চ চোদয়ামাস। তৈরপ্যে-

শুক্রেণ শাপানুসারে যযাতি অকালে জরাগ্রস্ত হইলেন।<sup>৩</sup>  
পরে শুক্র প্রসন্ন হইলে তাঁহার বাক্যানুসারে রাজা জরাসংক্রমিত  
করিবার নিমিত্ত জ্যেষ্ঠপুত্র যদুকে কহিলেন, তোমার মাতামহের  
শাপে অকালে এই জরা আমাকে আক্রমণ করিয়াছে। এক্ষণে  
আমি তাঁহার অনুগ্রহে এই জরা তোমার শরীরে সঞ্চারিত  
করিতে অভিলাষ করিয়াছি। এক সহস্র বৎসর (তোমাকে এই  
জরা বহন করিতে হইবে।) আমি বিষয় ভোগে পরিতৃপ্ত হই  
নাই। আমি তোমার যৌবন গ্রহণ করিয়া বিষয় ভোগ করিতে  
ইচ্ছা করি। তুমি এ বিষয়ে অসম্মত হইও না।

অনন্তর এই কথা শুনিয়া যদু সেই জরা গ্রহণে সম্মত হইলেন  
না। তখন যযাতি তাঁহাকে শাপ প্রদান করিলেন যে, তোমার  
বংশে কেহ রাজা হইবে না।<sup>৪</sup> পরে যযাতি, দ্রুহু তুর্বসু ও অগুকে  
জরাগ্রহণ ও স্বীয় যৌবন প্রদানার্থ ক্রমশঃ অনুরোধ করিলেন।

কৈকশোন প্রত্যাখ্যাতস্তাংশ্চ শশাপ । অথ শর্মিষ্ঠা-  
তনয়মশেষকনীয়াংস্নং পুরুং তথৈবাহ, স চাতিপ্রবণ-  
মতিঃ প্রণম্য পিতরং সবল্হমানং, মহান্ প্রসাদোহয়ম-  
স্মাকম্, ইতুদারম্ অভিধায় জরাং প্রতিজ্ঞাহ, স্বকীয়ঞ্চ  
যৌবনং পিত্রে দদৌ\* । সোহপি চ নবং যৌবনমাসাদ্য  
ধর্মাবিরোধেন যথাকামং যথাকালোপপন্নং, যথোৎসাহং  
বিষয়ং চচার, সম্যক্ প্রজাপালনমকরোৎ ॥ ৬ ॥

বিশ্বাচা। সহোপভোগং ভুক্ত্বা কামানামন্তমবা-  
প্স্যামীত্যনুদিনং তন্মনস্কৈ। বভূব ॥ ৭ ॥

অনুদিনঞ্চ উপভোগতশ্চ কামানতীব .রম্যান্  
মেমৈ\* ॥ ৮ ॥

ইঁহারও একে একে অসম্মত হইলেন । রাজা ইঁহাদিগকেও  
শাপ প্রদান করিলেন । অনন্তর তিনি সর্ব কনিষ্ঠ পুরুকে  
সেইরূপ কহিবামাত্র পুরু, আজ্ঞার অনুবর্তী হইয়া বহুমান  
পূরক প্রণাম করিয়া কহিলেন, যার পর নাই অনুগ্রহীত হই-  
লাম । পুরু উদারভাবে এই কথা বলিয়া জরাগ্রহণ পূরক স্বীয়  
যৌবন পিতাকে প্রদান করিলেন । যযাতিও নুতন যৌবন  
প্রাপ্ত হইয়া ধর্মের অবিরোধে যথাকালে অভিলাষ অনুসারে  
উৎসাহ অনুসারে বিষয় ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ও প্রজা-  
পালন করিতে লাগিলেন । \*

বিশ্বাচা। নাম্নী অঙ্গরার সহিত উপভোগ করিলে বিষয় বাস-  
নার অবসান হইবে, এই ভাবিয়া রাজা নিরন্তর তদ্গত-হৃদয়  
হইলেন । নিরন্তর উপভোগদ্বারা ভোগ্যবস্তু সমুদায় তাঁহার

\* কামানতীবিরম্যান্ মেমৈ ইতি পাঠান্তরং ।

ততশ্চৈবমগায়ত ।

যযাতিরুবাচ ।

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি ।

হবিষা কৃষ্ণবর্ষেণ ভূয় এবাতিবর্দ্ধতে ॥ ৯ ॥

যৎ পৃথিব্যাং ত্রীহিষবৎ হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ ।

একস্মাপি ন পর্যাগুং তদিত্যতিতৃষং ত্যজেৎ ॥ ১০ ॥

যদা ন কুরুতে ভাবং সর্বভূতেষু পাপকম্ ।

সমদৃষ্টেষ্টদা পুংসঃ সর্বা এব সুখা দিশঃ ॥ ১১ ॥

যা দুষ্যজা দুর্মতিভির্যা ন জীর্যাতি জীর্যতঃ ।

তাং তৃণাং সংতাজন্ প্রাজ্ঞঃ সুখে নৈবাতিপূর্ষাতে ॥ ১২ ॥

অতীব রমণীয় বোধ হইতে লাগিল । ( রমণীয়তর বিষয়ভোগ দ্বারা তাঁহার সম্ভোগতৃষ্ণা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইল । ) \*

অনন্তর তিনি পশ্চাদুক্ত এই গানটী গাইয়াছিলেন ।

যযাতি কহিলেন । ভোগ্য বস্তুর উপভোগ দ্বারা কখনই ভোগতৃষ্ণা নিবৃত্তি হয় না, প্রত্যুত হবির্দ্বারা ছতাশনের ন্যায় ভোগদ্বারা তাহা সমধিক প্রবল ও বর্দ্ধমান হইতে থাকে । \*

এই পৃথিবীতে ধান্য যব সুবর্ণ পশু কামিনী প্রভৃতি যে সমুদায় ভোগ্য বস্তু আছে, তাহা এক জনের উপভোগ্য নহে । ( কোন ব্যক্তিই চিরকাল তাহা ভোগ করিতে পান না । ) অতএব

সমধিক ভোগতৃষ্ণা পরিত্যাগ করা কর্তব্য । \*\* যখন মনুষ্যের, কোন জীবের প্রতি পাপভাব না থাকে, যখন সকলের প্রতি সমদৃষ্টি হয়, তখন সমস্ত দিক্ আনন্দময় ও সুখময় বোধ হইতে থাকে । \*\* যুক্ত ব্যক্তিরা যে তৃষ্ণা কোন মতেই পরিত্যাগ করিতে পারে না, শরীর জীর্ণ হইলেও যাহা জীর্ণ হয় না, তাৎক্ষ

জীৰ্ঘ্যন্তি জীৰ্ঘ্যতঃ কেশা দন্তা জীৰ্ঘ্যন্তি জীৰ্ঘ্যতঃ ।

ধনাশা জীবিতাশা চ জীৰ্ঘ্যতোহপি ন জীৰ্ঘ্যন্তি ॥ ১৩ ॥

পূৰ্ণং বৰ্ষসহস্রং মে বিষয়াসক্তচেতসঃ ।

তথাপ্যানুদিনং তৃষ্ণা মমৈতেহেব জায়তে ॥ ১৪ ॥

তস্মাদেতামহং ত্বজ্জ্বা ব্রহ্মণ্যাধায় মানসম্ ।

নির্ঘন্দ্বে নির্মমো ভূত্বা চরিষ্যামি মৃগৈঃ সহ ॥ ১৫ ॥

পরশর উবাচ ।

পুরোঃ সকাশাদাদায় জরাং দত্ত্বা চ যৌবনম্ ।

রাজ্যেতিবিচ্য পুরুঞ্চ প্রযযৌ তপসে বনম্ ॥ ১৬ ॥

দিশি দক্ষিণপূর্বস্যাং তুর্বসুং প্রত্যথাदिशं ।

তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমেরা সুখী হন।<sup>১৩</sup> মনুষ্য জীর্ণ হইলে কেশ জীর্ণ (পক) হয়। মনুষ্য জীর্ণ হইলে দন্ত জীর্ণ হয়, পরন্তু মনুষ্য জীর্ণ হইলেও ধনাশা ও জীবনাশা কখনই জীর্ণ হয় না।<sup>১৪</sup> পূর্ণ সহস্র বৎসর হইল, আমার চিত্ত বিষয়াসক্ত হইয়া আছে, তথাপি আমার তৃষ্ণা দিন দিন সেই সমুদায় ভোগ্য বস্তুর প্রতিই ধাবমান হইতেছে।<sup>১৫</sup> অতএব আমি এই সম্ভোগ-লালসা পরিত্যাগপূর্বক একমাত্র ব্রহ্মে মনঃসমাধান করিয়া নির্ঘন্দ্র ও নির্মম হইয়া মৃগগণের সহিত (অরণ্যে) বিচরণ করিব।<sup>১৬</sup>

পরশর কহিলেন। অনন্তর যযাতি, পুরুর নিকট জরা গ্রহণপূর্বক তদীয় যৌবন তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। পরে তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তপস্যার্থ বন গমনে কৃতসংকল্প হইলেন।<sup>১৭</sup> তিনি দক্ষিণপূর্ব দিকে তুর্বসুকে, পশ্চিম

প্রতীচ্যাং চ তথা দ্রুহুং দক্ষিণাপথে যদুন্ ॥ ১৭ ॥

উদীচ্যাঞ্চ তথৈবাণুং কৃত্বা মণ্ডলিনো নৃপান্ ।

সৰ্বপৃথ্বীপতিং পুরুং সোহভিষিচ্য বনং যযৌ ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেহংশে নিমিবংশ-  
বিস্তারো নাম দশমোহিধ্যায়ঃ ।

---

দিকে দ্রুহুকে, দক্ষিণাপথে যদুকে, ১৭ উত্তর দিকে অণুকে, মণ্ডলী রাজা (অধীন শাসনকর্ত্তা). করিয়া পুরুকে সমুদায় পৃথিবীর রাজ্যে অভিষেক পূর্বক বন গমন করিলেন ।

বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থ অংশ নিমিবংশবিস্তার নামক  
দশম অধ্যায় সমাপ্ত ।

~~~~~

বিষ্ণুপুরাণম্ ।

চতুর্থোহংশঃ ।

একাদশোহধ্যায়ঃ ।

পরাশর উবাচ ।

অতঃপরং যযাতিঃ প্রথমপুত্রস্য যদোর্বংশমহং
কথয়ামি । যত্রাশেষলোকনিবাসি-মনুষ্য-সিদ্ধ-গন্ধর্ব-
যক্ষ-রাক্ষস-ঐহ্যক-কিম্পুরুষাপ্সর-উরগ-বিহগ-দৈত্য-দা-
নব-দেবর্ষি-দ্বিজর্ষি-মুমুকুভির্ধর্মার্থকামমোক্ষার্থিভিঃ তৎ-
ফললাভায় সদাভিক্ষুতাপরিচ্ছেদ্যমাহাত্ম্যোনাংশেন ভগ-
বাননাদিনিধনো বিষ্ণুরবততার ॥ ১ ॥

পরাশর কহিলেন । অতঃপর আমি যযাতির প্রথম পুত্র
যদুর বংশ কীর্তন করিতেছি । ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ, এই
চতুর্বর্গাভিলাষী সকল লোকনিবাসী মুমুকু মনুষ্যগণ সিদ্ধগণ
গন্ধর্বগণ যক্ষগণ রাক্ষসগণ ঐহ্যকগণ কিম্পুরুষগণ অপ্সরোগণ
উরগগণ বিহগগণ দৈত্যগণ দানবগণ দেবর্ষিগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ,
চতুর্বর্গ ফল লাভের নিমিত্ত সর্বদা যাহার স্তব করিয়া থাকেন,
যাহার মাহাত্ম্যের ইয়ত্তা নাই, সেই অনাদি অনন্ত ভগবান্
বিষ্ণু, স্বীয় অংশদ্বারা এই বংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ।

অত্র শ্লোকঃ ।

যদোর্কঃশং নরঃ শ্রুত্বা সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।

যত্রাবতীর্ণং বিষ্ণুখ্যং পরং ব্রহ্মনিরাকৃতি ॥ ২ ॥

সহস্রজিৎ-ক্রোক্ষু নল-রঘু-সংজ্ঞাশ্রিত্বারো যদুপুত্রা
বভূবুঃ । সহস্রজিৎপুত্রঃ শতজিৎ । তস্য হৈহয়-বেণু-
হয়াজ্জয়ঃ পুত্রা বভূবুঃ । হৈহয়াৎ ধর্ম্মনেত্রঃ, ততঃ কুন্তিঃ,
কুন্তেঃ সাহজিঃ, ততনয়ো মহিষ্মান্, তস্মাৎ ভদ্র-
শ্রেণ্যঃ, ততো দুর্দমঃ, তস্মাৎ ধনকঃ, ধনকস্য কৃতবীৰ্য্য-
কৃতাম্বি-কৃতবর্ম্ম-কৃতৌজসশ্চত্বারঃ পুত্রাঃ । কৃতবী-
র্য্যাদর্জুনঃ সপ্তদ্বীপপতির্বাহুসহস্রী জজ্ঞে । যোহসৌ
ভগবদংশমত্রিকুলপ্রসূতং দত্তাত্রেয়াখ্যমারাধ্য বাহু-

এবিষয়ে একটী শ্লোক আছে যে, বিষ্ণু নামে নিরাকৃতি পরম
ব্রহ্ম, যে বংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই যদুবংশ শ্রবণ
করিলে মনুষ্য, সমুদায় পাপপুঞ্জ হইতে বিনির্মুক্ত হয় । ২

যদুর চারি পুত্র । তাঁহাদের নাম—সহস্রজিৎ, ক্রোক্ষু, নল
ও রঘু । সহস্রজিতের পুত্র শতজিৎ । শতজিতের তিনটী পুত্র
জন্মে । তাহাদের নাম হৈহয়, বেণু ও হয । হৈহয় হইতে ধর্ম্ম-
নেত্র, ধর্ম্মনেত্র হইতে কুন্তি, কুন্তি হইতে সাহজি, সাহজি
হইতে মহিষ্মান্, মহিষ্মান্ হইতে ভদ্রশ্রেণ্য, ভদ্রশ্রেণ্য হইতে
দুর্দম, দুর্দম হইতে ধনক, ধনক হইতে কৃতবীৰ্য্য, কৃতাম্বি,
কৃতবর্ম্ম ও কৃতৌজাঃ, এই চারি পুত্র উৎপন্ন হইলেন । কৃতবীৰ্য্য
হইতে অর্জুন জন্ম গ্রহণ করেন । এই অর্জুন সহস্রবাহু-
বিশিষ্ট ও সপ্তদ্বীপের অধিপতি হইয়াছিলেন । ইনি, অত্রিকুল-
প্রসূত ভগবানের অংশ দত্তাত্রেয়ের আরাধনা করিয়া এই কএ-

সহস্রম্ অধর্মসেবানিবারণং ধর্মেণ পৃথিবীজয়ং ধর্মত-
শ্চানুপালনম্ অরাতিভ্যোহপরাজয়ম্ অখিলজগৎ-
প্রখ্যাত-পুরুষাচ্চ মৃত্যুম্, ইত্যেতান্ বরান্ অভিল-
ষিতবান্, লেভে চ। তেনেয়মশেষদ্বীপবতী পৃথ্বী সম্যক্
পরিপালিতা । দশযজ্ঞসহস্রাণ্যসাবযজ্ঞঃ । তস্য চ
শ্লোকোহদ্যাপি গীয়তে ॥ ৩ ॥

নুনং ন কার্ত্তবীৰ্য্যস্য গতিং যাম্যন্তি পার্থিবাঃ ।
যজ্ঞেদানৈস্তপোভির্বা প্রশ্রয়েণ দমেন চ ॥ ৪ ॥

কটী বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সহস্র বাহু হয়,
অধর্মে প্রবৃত্তি না হয়, তিনি ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী জয় করিতে
পারেন, ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পালন করেন, শত্রুগণের নিকট
পরাজিত না হন, সমুদায় লোকে বিখ্যাত পুরুষ হইতে তাঁহার
মৃত্যু হয়। অর্জুন, এই সমুদায় বর প্রাপ্ত হইয়া অসম্ভ্য দ্বীপ
সহিত এই পৃথিবী উত্তমরূপে পালন করিতে লাগিলেন।
তিনি দশ সহস্র যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তদ্বিষয়ে অদ্যাপি একটা
শ্লোক পঠিত হইয়া থাকে, যথা।*

যজ্ঞদ্বারা দানদ্বারা* তপস্যাদ্বারা বিনয়দ্বারা বা দমদ্বারা কোন
রাজাই কার্ত্তবীৰ্য্য অর্জুনের সমকক্ষ হইতে পারিবে না।*

শাস্ত্রে প্রসিদ্ধি আছে যে, কার্ত্তবীৰ্য্যের নাম স্মরণ ও কীর্ত্তন করিলে
অদ্যাপি এমনই দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। কৃষ্ণপুরাণে আছে যে “অনন্ত-
দ্রব্যতা চৈব তব নামাভিকীর্ত্তনাং ।” ॥ ৪

হরিবংশে কথিত হইয়াছে যে, রাবণ দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হইয়া নর্মদা নদীর
নিকট শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। ঐ সময় কার্ত্তবীৰ্য্য অর্জুন, সহস্র
বাহুদ্বারা নর্মদার স্রোতোরোধ করিয়া অন্তঃপুর-চারিণী রমণীদিগের সহিত ক্রীড়া
করিতেছিলেন। পরন্তু নর্মদার স্রোত অবরুদ্ধ হওয়াতে জল বৃদ্ধি হইয়া রাব-
ণের শিবির প্লাবিত করিল। তখন রাবণ অর্জুনকে পরাজয় করিবার জন্য

অনর্ঘদ্রব্যতা চ তস্য রাজ্যেহভবৎ ॥ ৫ ॥

এবং পঞ্চাশীতিসহস্রাণ্যাদানব্যাহতারোগ্যশ্রীবল-
পরাক্রমো রাজ্যমকরোৎ । মাহিষ্মত্যাং দিগ্বিজয়াভ্যা-
গতো নর্মদাজলাবগাহনক্রীড়ানিপানমদাকুলেনাষত্রে-
নৈব তেনাশেষ-দেব-দৈত্য-গন্ধর্বেশ-জয়োদ্ধৃত-মদাব-
লেপোহপি রাবণঃ পশুরিব বন্ধা স্বনগরৈকান্তে
স্থাপিতঃ ॥ ৬ ॥

(কার্ত্তবীর্য্যের এতদূর মাহাত্ম্য ছিল যে) তাঁহার রাজ্যে
কখন কোন দ্রব্য হারাইত না ।^১ তিনি অব্যাহত আরোগ্য,
অব্যাহত লক্ষ্মী, অব্যাহত বল ও অব্যাহত পরাক্রম পাইয়া এই
রূপে পঞ্চাশীতি সহস্র বৎসর রাজত্ব করিলেন ।

একদা রাবণ, মাহিষ্মতী পুরীতে দিগ্বিজয়ার্থ উপস্থিত হইয়া-
ছিলেন । তিনি সমুদায় দেব দৈত্য ও গন্ধর্ভপতিদিগকে পরা-
জয় করিয়া অহঙ্কারে মত্ত হন । (রাবণের মাহিষ্মতী পুরীতে
উপস্থিতি সময়ে) কার্ত্তবীর্য্য, নর্মদা নদীর সলিলে অবগাহন
করিয়া ক্রীড়া করিতেছিলেন । তিনি (বাহুদ্বারা নদীর স্রোত
অবরোধ করিয়া) নিপান প্রস্তুত করণ পূর্ব্বক ক্রীড়ায় মত্ত
ও আকুল ছিলেন । তিনি সে সময় অযত্ন পূর্ব্বক রাবণকে পশুর
ন্যায় বন্ধন করিয়া নগরের এক প্রান্তে রাখিলেন ।^২

তাঁহার নিকট যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলেন । অর্জুন, জলবিহারের সময় যুদ্ধ না
করিয়া রাবণকে বাঁধিয়া নগরীর এক প্রান্তে রাখিয়া পুনর্বার বিহারে প্রবৃত্ত
হইলেন । ৪

যঃ পঞ্চাশীতিবর্ষসহস্রোপলক্ষণকালাবসানে ভগ-
বন্নারায়ণাংশেন পরশুরামেণ উপসংহৃতঃ । তস্য
পুত্রশতং, প্রধানাঃ পঞ্চ পুত্রা বভূবুঃ, শূর-শূরসেন-
রুষণ-মধুধ্বজ-জয়ধ্বজসংজ্ঞাঃ । জয়ধ্বজাং তালজঙ্ঘঃ
পুত্রোহভবৎ । তালজঙ্ঘস্য তালজজ্ঞাখ্যং পুত্রশতমাসীৎ ।
যেমাং জ্যেষ্ঠো বীতিহোত্রঃ, তথান্যো ভরতঃ, ভরতাং
রুষ-সুজাতৌ চ । রুষস্য পুত্রো মধুরভবৎ । তস্যাপি বৃষ্ণি-
প্রমুখং পুত্রশতমাসীৎ । যতো বৃষ্টিসংজ্ঞামেতদোত্র-
মবাপ । মধুসংজ্ঞাহেতুশ্চ মধুরভবৎ । যাদবাশ্চ
যদুনামোপলক্ষণাৎ ॥ ৭ ॥

ইতি ত্রিবিম্বপুরাণে চতুর্থেংশে একাদশোধ্যায়ঃ ।

কার্ত্তবীৰ্য্যের রাজত্বের পঞ্চাশীতি সহস্র বৎসর অতীত
হইলে ভগবান্ নারায়ণের অংশ পরশুরাম, তাঁহাকে বিনাশ
করিলেন । এই অজ্ঞানের একশত পুত্র হইয়াছিল । তন্মধ্যে
পাঁচটি পুত্র প্রধান । এই পঞ্চ পুত্রের নাম শূর, শূরসেন,
রুষণ, মধুধ্বজ ও জয়ধ্বজ ।

জয়ধ্বজ হইতে তালজঙ্ঘ নামে পুত্র উৎপন্ন হইল । তাল-
জঙ্ঘের একশত পুত্র হইয়াছিল, ইহারাও তালজঙ্ঘ নামে
বিখ্যাত । এই শত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম বীতিহোত্র,
দ্বিতীয়ের নাম ভরত । ভরত হইতে রুষ ও সুজাত নামে দুইটি

পুত্র উৎপন্ন হইল । রুব হইতে একটী পুত্র জন্মিল, তাহার নাম মধু । এই মধু হইতে রুক্ষি প্রভৃতি একশত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল । এই রুক্ষি হইতেই এই গোত্র রুক্ষি নাম প্রাপ্ত হইয়াছে । উক্ত মধুই এই বংশের মধু নাম প্রাপ্তির কারণ । ইহারা যদুবংশোৎপন্ন বলিয়া যাদব নামে বিখ্যাত হইয়াছেন । ’

বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থ অংশ নিমিবংশবিস্তার নামক
একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।



যিশুপুরাণম্ ।

চতুর্থোহংশঃ ।

••

দ্বাদশাধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

ক্ৰৌঞ্চশ্চ যদুপুত্রস্যাত্মজো বৃজিনীবান্ । ততশ্চ
স্বাহিঃ, ততো রুষজঃ, রুষদ্রোশ্চিত্ররথঃ,* তত্তনয়ঃ
শশবিন্দুঃ চতুর্দশমহারত্নশ্চক্রবর্তী অভবৎ ॥ ১ ॥

তস্য চ শতসহস্রং পত্নীনামভবৎ । দশলক্ষ-

পরশর কহিলেন, যদুনন্দন ক্ৰৌঞ্চর একটি পুত্র হইল ।
ঐ পুত্রের নাম বৃজিনীবান্ । বৃজিনীবানের পুত্র স্বাহি, স্বাহির
পুত্র রুষজ (রুষদৃগ্) রুষজর পুত্র চিত্ররথ, চিত্ররথের পুত্র
শশবিন্দু । এই শশবিন্দু চতুর্দশ মহারত্ন বিশিষ্ট * চক্রবর্তী
ছিলেন । ১ ইহার এক লক্ষ পত্নী ও দশলক্ষ পুত্র হইয়াছিল ।

সম্রাটদিগের সর্ব-শ্রেষ্ঠ চতুর্দশ বস্তুর নাম চতুর্দশ রত্ন । যথা—চক্ররত্ন রথরত্ন,
মণিরত্ন, খড়্গরত্ন, চন্দ্ররত্ন, কেতুরত্ন, নিধিরত্ন, এই সমস্ত রত্ন জীবন হীনা ।
তীর্থ্যারত্ন, পুরোহিতরত্ন, সেনানীরত্ন, রথকাররত্ন, পদাতিবত্ন, অশ্বরত্ন, হস্তিরত্ন,
এই সাতটী রত্ন জীবনবিশিষ্ট । এই চতুর্দশ প্রকার বস্তুর মধ্যে যাহা রত্ন অর্থাৎ
সর্বোৎকৃষ্ট তাহাই সম্রাটের সম্পত্তি । ১

• ততো রুষদৃগ্ঃ, রুষদেগাশ্চিত্ররথ ইতি পাঠান্তরম্ ।

সজ্জ্যাশ্চ পুত্রাঃ । তেষাঞ্চ পৃথুযশাঃ, পৃথুকর্মা, পৃথুজয়ঃ,
পৃথুদানঃ, পৃথুকীর্তিঃ, পৃথুশ্রবাঃ, ষট্ পুত্রাঃ প্রধানাঃ ।
পৃথুশ্রবসঃ পুত্রঃ তমঃ, তন্মাদুশনাঃ । যো বাজিমেধানাং
শতম্ আজহার । তস্য চ শিতেষুর্নাম পুত্রোহভূৎ*
তস্যাপি রুক্মকবচঃ, ততঃ পরাবৃত্ত, পরাবৃত্তো রুক্মেশু-
পৃথুরুক্ম-জ্যামঘ-পালিত-হরিতসংজ্ঞাঃ তস্য পঞ্চাভ্রাজা
বভূবুঃ । অত্রাদ্যাপি জ্যামঘস্য শ্লোকো গীয়তে ॥ ২ ॥

ভার্যাবশ্যাস্তু যে কেচিদ্ভবিষ্যন্ত্যথবা মৃত্যুতঃ ।

তেষাস্তু জ্যামঘঃ শ্রেষ্ঠঃ শৈব্যাপতিরভূৎ নৃপঃ ॥

অপুত্রা তস্য সা পত্নী শৈব্য। নাম তথাপ্যসৌ ।

অপত্যকামোহপি ভয়াৎ নান্যাং ভার্যামবিন্দতু ॥

এই সমুদায় পুত্রের মধ্যে, পৃথুযশাঃ, পৃথুকর্মা, পৃথুজয়, পৃথুদান,
পৃথুকীর্তি ও পৃথুশ্রবা, এই ছয়টি পুত্রই প্রধান ছিলেন ।

পৃথুশ্রবার পুত্র তম, তম হইতে উশনা জন্ম পরিগ্রহ করেন ।
এই উশনা সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন । ইহার একটা
পুত্র হইয়াছিল । তাহার নাম শিতেষু (শিতেষু) । শিতে-
ষুর পুত্র রুক্মকবচ, রুক্মকবচের পুত্র পরাবৃত্ত । পরাবৃত্ত হইতে
রুক্মেশু, পৃথুরুক্ম, জ্যামঘ, পালিত ও হরিত, এই পঞ্চ পুত্র
উৎপন্ন হইল । ইহার মধ্যে জ্যামঘের বিষয়ে অদ্যাপি একটী
শ্লোক পঠিত হইয়া থাকে ।^২ এই ভূমণ্ডল মধ্যে যে সকল
স্ত্রী পুরুষ জন্মিয়াছে বা জন্ম গ্রহণ করিবে, তন্মধ্যে শৈব্যার
স্বামী জ্যামঘ নামক রাজাই শ্রেষ্ঠ । এই রাজা জ্যামঘের

* তস্য চ শিতেষুর্নাম পুত্রোহভূৎ ইতি কেচিৎ পঠিত ।

সংযুক্তদাতিপ্রভূত-গজতুরগ-সংমর্দনোত্তিরুণে
মহাহবে যুদ্ধমানঃ সকলমেবোরাতিচক্রমজয়ৎ । তচ্চারি-
চক্রমপাস্ত-পুত্রকলত্রবন্ধুবলকোবৎ স্বমধিষ্ঠানং পরি-
ত্যজ্য দিশঃ প্রবিদ্রুতম্ ॥ ৩ ॥

তস্মিন্ চ বিদ্রুতেইতিভ্রাসাল্লালয়তলোচনযুগলং
ব্রাহ্মি তাত ! ভ্রাতঃ ! ইত্যাকুলবিলাপবিধুরং রাজ-
কন্যারত্নমদ্রাক্ষীৎ ॥ ৪ ॥

তদর্শনাচ্চ তস্যামনুরাগানুগতান্তরাত্মা স ভূপো-
হচিন্তয়ৎ ॥ ৫ ॥

সাদ্বিদং মমাপত্যবিরহিতস্য বন্ধ্যাত্ত্বঃ সাস্প্রাতং

পত্নী শৈব্যার সন্তান হয় নাই। জ্যামঘ পুত্রার্থী হইয়াও
ভয়ক্রমে অন্য নারীর পাণিগ্রহণ করিতে পারেন নাই ।

এই রাজা এক সময় অতিদারুণ মহাসংগ্রামে প্রভূত গজ
তুরগরথ সংমর্দনদ্বারা যুদ্ধ করিতে করিতে সমুদায় বিপক্ষ পক্ষ
পরাজয় করিলেন । তাঁহার শত্রুগণ, পুত্র কলত্র বন্ধু ধনাগার সৈন্য
সামন্ত ও নিজরাজধানী, সমুদায় পরিত্যাগ পূর্বক দিক্ দিগন্তরে
পলায়ন করিল ।* বিপক্ষবর্গ পলায়ন করিলে তিনি দেখিলেন যে,
(অলোক সামান্য রূপলাবণ্য সম্পন্ন) রত্ন স্বরূপ একটী রাজ-
কন্যা (ভয়বিহ্বলা হইয়া) রোদন করিতেছে ও এই বলিয়া
আকুলিত বচনে কাতর স্বরে বিলাপ করিতেছে যে, পিতঃ !
রক্ষা কর, ভ্রাতঃ ! রক্ষা কর । এই কন্যার আয়ত লোচন যুগল
ভ্রাস হেতু ইতস্তত নিষ্কিপ্ত হইতেছে ।*

রাজা এই কন্যারত্নকে দর্শন করিবামাত্র অনুরাগাকুট-হৃদয়
হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, * আমি বন্ধ্যাত্ত্ব । রমণীর ভর্তা,

বিধিনাপত্যাকারণং কন্যারত্নমুপপাদিতম্ । তদেতৎ
উদ্ধামি । অথ চৈনাং স্যন্দনমারোপ্য স্বমধিষ্ঠানং
নয়ামি ॥ ৬ ॥

তথৈব দেব্যাঃ সমুদ্রক্ষ্যামীতি । অথৈনাং
রথমারোপ্য স্বনগরমাগচ্ছৎ ॥ ৭ ॥

বিজয়িনঞ্চ রাজানমশেষপৌরভূত্য-পরিজনানাভ্য-
সমবেতা শৈব্যা দ্রুমধিষ্ঠানদ্বারমাগতা ॥ ৮ ॥

স চ অবলোক্য রাজ্ঞঃ সব্যপার্শ্ববর্তিনীং কন্যামী-
বদুদ্ভূতামর্ষক্ষুরদধরপল্লবা রাজানম্ অবোচৎ, অতিচপল-

আমার সম্ভান হয় নাই, বিধাতা আমার সম্ভানের নিমিত্ত
এই উত্তম কন্যারত্ন উপস্থিত করিয়াছেন। আমি ইহাকে বিবাহ
করিব। এক্ষণে আমি ইহাকে রথে তুলিয়া নিজ রাজধানীতে
লইয়া যাই। * (রাজধানীতে উপনীত হইয়া) দেবীর অনু-
মতি লইয়া পরে ইহার পাণিগ্রহণ করা যাইবে। রাজা এই-
রূপ বিবেচনা করিয়া রাজকন্যাকে রথে আরোপণ পূর্বক স্বীয়
রাজধানীতে গমন করিলেন । †

রাজা যখন বিজয়ী হইয়া রাজধানীতে প্রবেশ করেন, তখন,
শৈব্যা (তঁাহার সম্মান বর্দ্ধনের নিমিত্ত) পৌরগণ ভূত্যগণ
পরিজনগণ ও অমাত্যগণে পরিবৃত্তা হইয়া সাক্ষাৎ করণাশয়ে
নগরদ্বারে উপনীত হইলেন। ‡ শৈব্যা রাজার বাম পাশ্বে একটী
রাজকন্যা দেখিয়া অমর্যাস্বিতা হইলেন। তঁাহার অধরপল্লব
অমর্ষভরে ঈষৎ ক্ষুরিত হইতে লাগিল। তিনি রাজাকে কহি-
লেন, এই রথোপরি চঞ্চল-হৃদয়া যে এই একটী কন্যা
দেখিতেছি, ইনি কে? রাজা ভয়হেতু (এককালে ইতিকর্তব্যতা-

চিত্তাত্র সান্দনে কেয়মারোপিতা ইতি । অসাবপ্যনা-
লোচিতোত্তরবচনোহ্‌তিভয়াং তামাহ, স্মৃষা মমেয়-
মিতি ॥ ৯ ॥

অথেনং শৈব্যোবাচ ।

নাহং প্রসূতা পুত্রেন নান্যা পত্ন্যভবৎ তব ।

স্মৃষাসংবন্ধবাচৈষা* কতমেন সূতেন তে ॥ ১০ ॥

পরশর উবাচ ।

ইত্যাশ্বের্যাকোপ-† কলুষিত-বচনমুচিতবিবেকতয়া
দুরুক্তপরিহারার্থমিদমবনীপতিরাহ ॥ ১১ ॥

যন্তে জনিয্যত্যাভুজঃ তস্যেয়মনাগতমেব ভাধ্যা

শূন্য হইয়া) কি উত্তর করা কর্তব্য, তাহা পর্যালোচনা না
করিয়াই তাঁহাকে কহিলেন, এই কন্যাটী আমার পুত্রবধূ ।^১
অনন্তর শৈব্যা তাঁহাকে কহিলেন, আমি পুত্র প্রসব করি নাই,
তুমিও অন্য পত্নী পরিগ্রহ কর নাই । এই কন্যাটীকে পুত্রবধূ
বলিতেছ । তোমার কোন্ পুত্রের সম্বন্ধে ইনি পুত্রবধূ
হইলেন ?^২

পরশর কহিলেন । রাজার প্রতি শৈব্যার কোপ ও ঈর্ষ্যা
হওয়াতে রাজার বাক্য কলুষিত ও বিবেচনা অপহৃত হইল ।
তিনি অসম্ভাবিত বাক্য পরিহারের নিমিত্ত এইরূপ কহিলেন
যে, ^৩ তোমার গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে, তাহার নিমিত্তই

* স্মৃষাসংবন্ধবাক্ চৈষা ইত্যপি পাঠঃ ।

† ইত্যাশ্বের্যাকোপ—ইতি কেচিৎ পাঠস্তি ।

নিরূপিতা, ইত্যাকর্ণ্যোদ্ধৃতমৃদুহাসা তথৈত্যাং, প্রবি-
বেশ চ রাজ্ঞা সহাধিষ্ঠানম্,* ইতি ॥ ১২ ॥

অনন্তরক্ষাতিশুদ্ধলগ্নহোরাংশকাবয়বোক্ত-কৃতপুত্র-
জন্মালপগুণাৎ বয়সঃ পরিণামমুপগতাপি শৈব্যা
স্বপ্নৈরেবাহোভিগর্ভমবাপ ॥ ১৩ ॥

কালেন চ পুত্রমজীজনৎ । তস্মৈ চ বিদর্ভ ইতি পিতা
নাম চক্রে । স চ তাং স্রুবামুপযেমে ॥ ১৪ ॥

তস্মাৎক্ষাসৌ ক্রথকৌশিকসংজ্ঞোপুত্রাবজনয়ৎ ।
পুনশ্চ তৃতীয়ং রোমপাদসংজ্ঞং কুমারমজীজনৎ ।
রোমপাদাদ্বভঃ, বভ্রোঃ পুত্রৌ ধৃতিঃ । কৌশিকম্যাপি

অগ্রে এই নববধূ স্থির করিয়া রাখিলাম। শৈব্যা রাজার
এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং কহিলেন, তাহাই
হইবে।^{১২} অনন্তর রাজা মহানগরে প্রবেশ করিলেন। অতিবি-
শুদ্ধ লগ্ন, বিশুদ্ধ হোরা, বিশুদ্ধ অংশক ও বিশুদ্ধ অবয়বে
(তাহাই হইবে অর্থাৎ পুত্র উৎপন্ন হইবে, এই কথা) বলাতে
শৈব্যা পরিণতবয়স্কা হইয়াও অল্প দিনের মধ্যেই গর্ভ ধারণ
করিলেন।^{১৩} যথাসময়ে তাহার একটী পুত্র উৎপন্ন হইল।
রাজা ঐ পুত্রের বিদর্ভ এই নাম রাখিলেন। পরে বিদর্ভ
সেই রাজকন্যাকে বিবাহ করেন।^{১৪}

পরে বিদর্ভ হইতে ঐ রাজকন্যার গর্ভে দুইটী পুত্র হইল।
এই দুই পুত্রের নাম ক্রথ ও কৌশিক। পরে আর একটী
সন্তান হইল, তাহার নাম রোমপাদ। রোমপাদের পুত্র বক্র,
বক্রর পুত্র ধৃতি।

চেদিঃ* পুত্রোহভূৎ যস্য সন্ততো চৈদ্যা ভূপালাঃ ।

ক্রথস্য স্মৃষাপুত্রস্য পুত্রঃ কুন্তিরভবৎ ॥ ১৫ ॥

কুন্তেবৃষ্টিঃ, বৃষ্ণেনিবৃতিঃ, নিবৃতেদর্শাহঃ, ততশ্চ
ব্যোমা, তস্মাদপি জীমূতঃ,† তস্মাপি বংশকৃতিঃ‡,
ততো ভীমরথঃ, তস্মাৎ নবরথঃ, ততশ্চ দশরথঃ,
তস্য শকুনিঃ,§ ততনয়ঃ করন্তিঃ, করন্তেদেবরাতে-
হভবৎ । তস্মাৎ দেবক্ষত্রঃ,* তস্য মধুঃ, মধো-
রনবরথঃ, অনবরথাৎ কুরুবৎসঃ,† ততশ্চানুরথঃ, ততঃ

কৌশিকের একটী পুত্র হইল, তাহার নাম চেদি । চৈদ্যা
নামে ভূপালগণ, এই বংশে জন্ম পরিগ্রহ করেন । উক্ত জ্যাম-
ঘের পুত্রবধূর পুত্র ক্রথ হইতে কুন্তি উৎপন্ন হইলেন । ১৫
কুন্তির পুত্র বৃষ্টি, বৃষ্টির পুত্র নিবৃতি, নিবৃতির পুত্র দর্শাহ,
দর্শাহের পুত্র ব্যোমা, ব্যোমার পুত্র জীমূত, জীমূতের
পুত্র বংশকৃতি, (বিকৃতি) বংশকৃতির পুত্র ভীমরথ, ভীমরথের
পুত্র নবরথ, নবরথের পুত্র দশরথ, দশরথের পুত্র শকুনি, শকু-
নির পুত্র করন্তি, করন্তির পুত্র দেবরাত, দেবরাতের পুত্র দেবক্ষত্র,
দেবক্ষত্রের পুত্র মধু, মধুর পুত্র অনবরথ, (নবরথ) অনবরথের
পুত্র কুরুবৎস, কুরুবৎসের পুত্র অনুরথ, অনুরথের পুত্র পুরু-

* বভ্রোঃ পুত্রো হৃতিঃ, ধ্বংসে পুত্রঃ কৌশিকঃ, কৌশিকস্যাপি চেদিঃ ইতি
প্রামাদিকঃ পাঠঃ ।

† ক্রথস্য স্মৃষাপুত্রস্য কুন্তিরভবৎ ইতি বহবঃ ।

‡ বিকৃতিরিতি নামান্তরম্ ।

§ তস্মাদেবক্ষত্র ইতি, তস্মাদেবক্ষত্র ইতি চ পৃথক্ পাঠঃ ।

† মধোর্মবরথঃ, নবরথাৎ কুরুবৎস ইতি কুচিৎ পাঠঃ ।

পুরুহোত্রো জজ্ঞে । ততশ্চ অংশঃ*, ততশ্চ সত্বতঃ,
সত্বতাদেতে সাত্বতাঃ ॥ ১৬ ॥

ইত্যেতাং জ্যামঘসন্ততিং সমাক্ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ
ঋত্বা সৰ্ব্বপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থোহংশে
দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

হোত্র, পুরুহোত্রের পুত্র অংশ, অংশ হইতে সত্বত উৎপন্ন
হইলেন। এই সত্বত হইতে সাত্বতবংশ বিস্তীর্ণ হইয়াছে। ১৬

উক্তম শ্রদ্ধা সমন্বিত হইয়া এই জ্যামঘ বংশ শ্রবণ করিলে
মনুষ্যাগণ সমুদায় পাপপুঞ্জ হইতে বিনিমুক্ত হইতে পারে।

বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থ অংশ নিমিবংশবিস্তার নামক
দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

* ততশ্চ অংশুরিতি নামান্তরম্ ।

বিষ্ণুপুরাণম্ ।

চতুর্থোঃশঃ ।

ত্রয়োদশাধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

ভজিন-ভজমান-দিব্যাক্ক-দেবাবৃধ মহাভোজ-বৃষ্ণি-
সংজ্ঞাঃ সত্বতস্য পুত্রা বভূবুঃ ॥ ১ ॥

ভজমানস্য নিমি-বৃকণ-বৃষ্ণয়ঃ,* তথান্যে তদ্বৈ-
মাত্রাঃ শতাজিৎ-সহস্রাজিৎ-অযুতাজিৎ-সংজ্ঞাঃ ॥ ২ ॥

দেবাবৃধস্যাপি বক্রঃ পুত্রোহভূৎ । তস্য চ অয়ং
শ্লোকো গীয়তো ॥ ৩ ॥

পরশর কহিলেন । সত্বতের অনেকগুলি পুত্র হইয়াছিল ।
তাহাদের নাম—ভজিন, ভজমান, দিব্য, অক্ক, দেবাবৃধ, মহাভোজ
ও বৃষ্ণি ।^১ ভজমানের এক স্ত্রীর গর্ভে নিমি বৃকণ (বৃকণ) ও
বৃষ্ণি (বৃষ্ণি) এই তিন পুত্র এবং অন্য স্ত্রীর গর্ভে শতাজিৎ,
সহস্রাজিৎ ও অযুতাজিৎ, এই তিন পুত্র উৎপন্ন হইল ।^২ দেবা-
বৃধের একটী পুত্র হইল । ঐ পুত্রের নাম বক্র । দেবাবৃধ ও
বক্রর বিষয়ে এই একটী শ্লোক পঠিত হইয়া থাকে যে,^৩

* নিমিবৃকণবৃষ্ণয় ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

† দেবাবৃধস্যাপি বক্রঃ স্ত্রতোহভূৎ । তয়োশ্চৈর্মৈঃ শ্লোকো গীয়েতে ইতি
বগবৎকথিতপুস্তকস্য পাঠঃ ।

যথৈব শৃণুমে দূরাদপশ্যামস্তথাস্তিক্যং ।

বক্রঃ শ্রেষ্ঠো মনুষ্যাণাং দেবৈর্দেবাবৃধঃ সমঃ ॥ ৪ ॥

পুরুষাঃ ষট্ চ বৃষ্টিশ্চ ষট্ সহস্রাণি চার্ক চ ।

যেহমৃতত্বমনুপ্রাপ্তা বভ্রোর্দেবাবৃধাদপি ॥ ৫ ॥

মহাভোজস্তুতিধর্ম্মাত্মা । তস্যায়ং ভোজা মার্কি-
কাবতা বভূবুঃ ॥ ৬ ॥

বৃষেঃ সুমিত্রো যুধাজিচ্চ পুত্রোহভবৎ । ততশ্চা-
নমিত্র-শিনী তথা ॥ ৭ ॥

অনমিত্রান্নিন্নঃ, নিম্নস্য প্রসেন-সত্রাজিতৌ ।
তস্য চ সত্রাজিতস্য ভগবানাদিত্যঃ সখা অভ-
বৎ ॥ ৮ ॥

একদা তু অন্তোদ্ধেষ্টীরসংশ্রয়ঃ সূর্য্যং সত্রাজিত-

—আমরা দূর হইতে যেক্রপ শুনিলাম, নিকটে আসিয়াও
অবিকল সেইরূপ দেখিলাম । বক্র সমুদায় মনুষ্যের মধ্যে
শ্রেষ্ঠ এবং দেবাবৃধ দেবতার তুল্য । * ছয় হাজার ছষটি,
আর আট জন মনুষ্য, বক্র ও দেবাবৃধ হইতে অর্থাৎ তাহা-
দের উপদেশানুসারে মুক্তি লাভ করিয়াছে * মহাভোজ বা
ভোজ অতিধর্ম্মাত্মা ছিলেন । মৃত্তিকাবত নামক প্রদেশবাসী
ভোজগণ, এই বংশে উৎপন্ন হইয়াছেন । *

বৃষ্টির দুইটী পুত্র উৎপন্ন হইল । তাহাদের নাম সুমিত্র
ও যুধাজিৎ । সুমিত্রের দুই পুত্র জন্মে, তাহাদের নাম অন-
মিত্র ও শিনি । ১ অনমিত্রের পুত্র নিম্ন, নিম্নের পুত্র প্রসেন ও
সত্রাজিত । ভগবান্ দিবাকর, এই সত্রাজিতের সখা ছিলেন । ২
কোন সময় এই সত্রাজিত সাগরতীরে অবস্থান পূর্ব্বক সূর্য্যের

স্তুতিব । তন্ময়নকৃতয়া চ ভাস্বানভির্ফুয়মানোহিতস্তস্য
তন্তো । অস্পষ্টমূর্ত্তিধরং চৈনমালোক্য সত্রাজিতঃ
স্বৰ্গ্যমাহ, যথৈব ব্যোম্নি ত্বাং বহ্নিপিশ্ণোপমমহমপশ্যং
তথৈবাদ্যাএতো গতমপ্যত্র ন কিঞ্চিদুগবতা প্রসাদী-
কৃতং বিশেষমুপলক্ষ্যামি ॥ ৯ ॥

ইত্যেবমুক্তে (ভগবতা) স্বৰ্ঘ্যেণ নিজকণ্ঠাদমুচ্য
স্যমন্তকনামা মণিরবতার্য্য একান্তে ন্যস্তঃ । ততস্ত-
মাতাত্রোজ্জ্বল-হ্রস্ববপুষম্* ঐষদাপিঙ্গলনয়নমাদিত্যমদ্রা-
ক্ষীৎ । কৃতপ্রণিপাতস্তবাদিকঞ্চ সত্রাজিতমাহ ভগবান্,
বরমস্মভোহভিমতং বৃণীষেতি । স চ তদেব মণিরত্ন-

স্তব করিতে লাগিলেন । তিনি একাগ্র-হৃদয় হুইয়া স্তুতি পাঠ
করাতে দিবাকর তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন ।
সত্রাজিত, তাঁহাকে অস্পষ্ট মূর্ত্তিধারী দেখিয়া কহিলেন,
আমি আপনাকে আকাশমণ্ডলে যেরূপ অগ্নিপিশ্ণুর ন্যায় দেখি-
য়াছি, এক্ষণে আপনি আমার সমীপবর্ত্তী হইলেও অবিকল
সেইরূপই দেখিতেছি । অধুনা এস্থলে আপনকার প্রসন্নতার
চিকুস্বরূপ কোন বিশেষ প্রত্যক্ষ করিলাম না । ^১ সত্রাজিত এই
কথা বলিবামাত্র দিবাকর স্বীয় কণ্ঠদেশ হইতে স্যমন্তক নামক
মণি উন্মোচনপূর্ব্বক এক পাশ্বে^২ নামাইয়া রাখিলেন । অনন্তর
সত্রাজিত, ঐষৎ তাত্রবর্ণ উজ্জ্বল ক্রস্ব শরীর বিশিষ্ট ঐষৎ পিঙ্গল-
নয়ন দিবাকরকে দর্শন করিলেন । পরে তিনি প্রণিপাতপূর্ব্বক
স্তুতিপাঠাদি করিলে ভগবান্ আদিত্য তাঁহাকে কহিলেন,
তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, আমার নিকট বর প্রার্থনা কর ।

* আতাত্রোজ্জ্বলরূপবপুষম্ ইতি কুচিং পাঠঃ ।

মযাচত । স চাপি তস্মৈ তৎ দত্ত্বা বিয়তি স্বং ধিক্যমাক্র-
রোহ ॥ ১০ ॥

সত্রাজিতোহপ্যমলমণিরত্ন-সনাথ-কণ্ঠতয়া সূর্য্য
ইব তেজোভিরশেষ- দিগন্তরাণ্যুদ্ভাসয়ন্ দ্বারকাং
বিবেশ ॥ ১১ ॥

দ্বারকাবাসিজনপদন্তু তমায়ান্তমবেক্ষ্য ভগবন্তম-
নাদিপুরুষং পুরুষোত্তমম্ অবনিভারাবতারণায়াংশেন
মানুষরূপধারণং প্রণিপত্যা হ, ভগবন্! ভগবন্তময়ং
নুনং দ্রষ্টুমায়াত্যা দিত্যঃ । ইত্যাকর্ণ্য প্রহস্য চ তানাহ
ভগবান্, নায়মাদিত্যঃ, সত্রাজিতোহয়মাদিত্য-দত্তং
স্যমন্তকাখ্যং মহামনিং বিভ্রদত্রোপায়াতি । তদেনং
বিশ্রদ্ধাঃ পশ্যত, ইত্যুক্তান্তে যযুঃ ॥ ১২ ॥

সত্রাজিত সেই দিব্য মণিরত্ন প্রার্থনা করিলেন । দিবাকরও
তাঁহাকে সেই মণিরত্ন প্রদান করিয়া আকাশে স্বস্থানে আরুঢ়
হইলেন । ‘‘ সত্রাজিতও সেই নির্মল মণিরত্ন কণ্ঠে ধারণ
করাতে তেজোদ্বারা সূর্য্যের ন্যায় সমুদায় দিক্ বিদিক্ সমু-
দ্ভাসিত করিয়া দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন । ’’

দ্বারকাবাসী জনগণ, তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া, পৃথিবীর ভার
অবতারণের নিমিত্ত অংশদ্বারা মনুষ্যরূপধারী অনাদি পুরুষ
ভগবান্ পুরুষোত্তমের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক
কহিল, ভগবন্! আমরা বোধ করি, ভাস্কর আপনাকে দর্শন
করিবার নিমিত্ত ঐ আগমন করিতেছেন । ভগবান্ কৃষ্ণ, এই
কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক কহিলেন, ইনি ভাস্কর নহেন ।
ইনি সত্রাজিত । ইনি ভাস্করদত্ত স্যমন্তক নামে মহামনি

স চ তং স্যমন্তকাখ্যং মহামণিমাঅনিবেশনে
চক্রে ॥ ১৩ ॥

প্রতিদিনঞ্চ তন্মণিরত্নপ্রবরমক্ষৌ * কণকভারান্
অবতি ॥ ১৪ ॥

তৎপ্রভাবাচ্চ সকলস্যৈব রাষ্ট্রস্যোপসর্গা অনারুষ্টি-
ব্যালাগ্নিচৌরদুর্ভিক্ষাদিভয়ং ন ভবতি ॥ ১৫ ॥

অচ্যুতোহপি তদ্রত্নমুগ্রসেনস্য ভূপতেষোণ্যামেত-
দিতি লিপ্সাঞ্চক্রে, গোত্রভেদভয়াচ্চ শত্রোহপি ন
জহার ॥ ১৬ ॥

ধারণ করিয়া এখানে আগমন করিতেছেন। অতএব তোমরা
নিঃশঙ্ক হৃদয়ে ইহাকে দর্শন কর। কৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া
দ্বারকাবাসীরা (স্ব স্ব স্থানে) প্রস্থান করিল।^{১২} সত্রাজিতও
সেই স্যমন্তক নামে মহামণি স্বগ্রহে স্থাপন করিলেন।^{১৩} এই
প্রধান মণিরত্ন, প্রতিদিন অষ্ট ভার স্তবর্ণ প্রসব করিত।^{১৪}
বিশেষতঃ সেই স্যমন্তক মণি প্রভাবে সমুদায় রাজ্যমধ্যে রোগ,
অনারুষ্টি, সর্পাদিভয়, অগ্নিভয়, চৌরভয় বা দুর্ভিক্ষাদি ভয়
কিছুই থাকিল না।^{১৫} সেই রত্ন রাজা উগ্রসেনের যোগ্য,
এই বিবেচনা করিয়া কৃষ্ণ, তাহা গ্রহণ করিতে অভিলাষী
হইলেন কিন্তু জাতিবিরোধ ভয়ে সামর্থ্য থাকিতেও বলপূর্বক
গ্রহণ করিলেন না।^{১৬} সত্রাজিতও বিবেচনা করিলেন যে,

* তন্মণিরত্নমক্ষৌ ইতি পাঠান্তরম্ ।

পাঁচ কুচে এক মাসা, ষোল মাসায় এক স্তবর্ণ। কর্ণ বা তোলা, চারি কর্ণে
এক পল, একপল পলে এক তুলা, বিংশতি তুলায় এক ভার। স্যমন্তক মণি এই-
রূপ অষ্ট ভার স্তবর্ণ প্রসব করিত।^{১৪}

সত্রাজিতোহপ্যচ্যুতো মামেতৎ যাচিস্যতীত্যবগত-
রত্নলোভঃ* স্বভ্রাত্রে প্রসেনায় তদ্রত্নং দত্তবান্ ॥ ১৭ ॥

তচ্চ শুচিনা ধ্রিয়মানমশেষসুবর্ণস্রাবাদিকং গুণমুৎ-
পাদয়তি, অন্যথা যএব ধারয়তি তমেব হন্তীতি । অসা-
বপি প্রসেনঃ স্যামন্তুকেন কণ্ঠাসন্তেনাশ্বমারুহ্যাটব্যাত্
সুগয়ামগচ্ছৎ ॥ তত্র চ সিংহাৎ বধমবাপ । সাস্বশ্চ তৎ
নিহত্য সিংহোহপ্যমলমণিরত্নমাস্যাঞ্জেণাদায় গন্তু-
দ্যতঃ ঋক্ষাধিপতিনা জাম্ববতা দৃষ্টৌ ঘাতিতশ্চ । জাম্ব-
বানপ্যমলং তন্মণিরত্নমাদায় স্ববিলং প্রবিবেশ, সুকুমার-
কসংজ্ঞায় চ বালকায় ক্রীড়নম্ অকরোৎ ॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণ আমার নিকট ইহা যাচ্ঞা করিবেন । কারণ তিনি
বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ঐ রত্নের প্রতি কৃষ্ণের লোভ
জন্মিয়াছে । (তখন তিনি অগত্যা) স্বীয় ভ্রাতা প্রসেনকে
সেই রত্ন দান করিলেন । ১৭ শুচি হইয়া সেই রত্ন ধারণ
করিলে তাহা সুবর্ণ স্রাব ও রাজ্যের কুশলাদি সম্পাদন করে,
তাহার অন্যথা হইলে যে ব্যক্তি ধারণ করে, তাহারই বিনা-
শের কারণ হয় । (এই কারণে প্রসেন বিনষ্ট হইলেন ।)

একদা প্রসেন, সেই স্যামন্তক মণি কণ্ঠে ধারণ করিয়া অশ্বে
আরোহণ পূর্বক সুগয়ার্থ অরণ্যে প্রবেশ করিলেন । সেখানে
একটী সিংহ তাহার প্রাণ সংহার করিল । সিংহ, অশ্বের
সহিত প্রসেনকে নিহত করিয়া মুখাগ্রদ্বারা সেই অমল মণিরত্ন
গ্রহণপূর্বক গমন করিতেছে, এমনত সময়, ঋক্ষরাজ জাম্ববান্

* যাচিস্যতীত্যবগতরত্নলোভ ইতি পাঠান্তরম্ ।

† তদ্রত্নমদদৎ ইতি চ পৃথক্ পাঠঃ ।

অনাগচ্ছতি চ তস্মিন্ প্রসেনে, কৃষ্ণে মণিরত্নমভি-
লষিতবান্, ন চ প্রাপ্তবান্, নূনমেতদস্য কৰ্ম্ম, নান্যেন
প্রসেনো হন্যত ইত্যখিল এব যদুলোকঃ * পরম্পরং
কৰ্ণাকৰ্ণ্যকথয়ৎ ॥ ১৯ ॥

বিদিতলোকাপবাদবৃত্তান্তে ভগবান্ যদুসৈন্য-পরি-
বারঃ প্রসেনাশ্বপদবীমনুসার, দদর্শ চাশ্বসমেতং প্র-
সেনং নিহতং সিংহেন । অখিলজনপদमध्ये সিংহপদ-
দর্শনকৃতপরিশুদ্ধিঃ সিংহপদমনুসার ॥ ২০ ॥

তাহাকে অবলোকন করিয়া বিনাশ করিল এবং সেই স্ননির্ম্মল
মণিরত্ন গ্রহণপূর্ব্বক গর্ভে প্রবিষ্ট হইল । জাম্ববানের স্কুমারক
নামে একটী (স্কুমার) কুমার ছিল । জাম্ববান্ ঐ মণিরত্ন
সেই বালকের ক্রীড়নক করিয়া দিল । ১৮

(মৃগয়ার্থ অরণ্যে প্রবিষ্ট) প্রসেন যখন প্রত্যাগত হইলেন
না, তখন সমুদায় যদুবংশীয় লোক পরস্পর এইরূপ কাণাকাণি
করিতে লাগিল যে, কৃষ্ণ এই মণিরত্নের অতিলাষী ছিলেন,
পান নাই, ইহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, ইহা তাঁহারই
কৰ্ম্ম । অন্য লোক প্রসেনকে বিনাশ করিয়াছে, এমন বোধ হয়
না । ১৯ ভগবান্ কৃষ্ণ, যখন লোকাপবাদের বৃত্তান্ত অবগত হই-
লেন, তখন তিনি, যদুসৈন্যে পরিবৃত্ত হইয়া (থুরচিহ্নানুসারে)
প্রসেনের অশ্বের পথ অনুসরণ করিতে লাগিলেন । পরে দেখিতে
পাইলেন যে, অশ্বসমেত প্রসেন সিংহ কর্ত্ত্বক নিহত হইয়া পতিত
রহিয়াছেন । তিনি সমুদায় লোকमध्ये সিংহের পদচিহ্ন দেখাইয়া

* নূনমেতদস্য) কৰ্ম্মেত্যখিলযদুলোক ইতি বশীকরকিত পুস্তকস্য পাঠঃ

ঋক্ষবিনিহতঞ্চ সিংহমপ্যপ্পে ভূমিভাগে দৃষ্ট্য
ততঞ্চ তদ্রত্নগৌরবাদৃক্ষস্যাপি পদান্যনুমযৌ* । গিরি-
তটে চ সকলমেব যদুসৈন্যমবস্থাপ্য তৎপদানুসারী ঋক্ষ-
বিলং প্রবিবেশ । অর্দ্ধপ্রবিষ্টশ্চ ধাত্র্যাঃ স্কুমারক-
মুল্লাপয়ন্ত্যা বাণীং শুশ্রাব ॥ ২১ ॥

সিংহঃ প্রসেনমবধীং সিংহো জাম্ববতা হতঃ ।

স্কুমারক ! মা রোদীন্তব হেব স্যামন্তকঃ ॥ ২২ ॥

ইতাকর্ণ্য লক্স-স্যামন্তকোদন্তোহন্তঃপ্রবিষ্টঃ † কুমার-

স্বীয় কলঙ্ক অপনয়ন করিলেন । পরে তিনি (সিংহের পদচিহ্ন
ধরিয়া) সিংহগমনের পথ অনুসরণ করিতে লাগিলেন । ২° কিয়-
দূর গমন করিয়া দেখেন যে, সিংহ, ঋক্ষকর্তৃক নিহত ও পতিত
রহিয়াছে । পরে সেই স্যামন্তক মণি দুর্লভরত্ন বলিয়া তিনি
সেই ঋক্ষের পদচিহ্নানুসারে পুনর্বার গমন করিতে লাগিলেন ।
পরে তিনি পর্বত তটে সমুদায় যদুসৈন্য স্থাপন পূর্বক ঋক্ষের
পদচিহ্নের অনুবর্তী হইয়া ঋক্ষের গর্ভমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ।
তিনি গর্ভমধ্যে অর্দ্ধপ্রবিষ্ট হইয়াছেন, এমন সময়, শুনিতে
পাইলেন যে, ধাত্রী স্কুমারক নামে স্কুমারকে সান্ত্বনা
করিতেছে ও বলিতেছে যে, ২° “ প্রসেনকে বিনাশ করিল পশু-
রাজ । পশুরাজে সংহার করিল ঋক্ষরাজ ॥ করো না স্কুমারক !
করো না রোদন । এই স্যামন্তক মণি তোমারই রতন ॥ ” ২২

কৃষ্ণ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া স্যামন্তকের সংবাদ অবগত
হইলেন এবং তিনি সেই বিবরণমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিতে

* পদান্যনুমযৌ ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

† লক্সস্যামন্তকোহন্তঃ প্রবিষ্ট ইতি পাঠো ন সমীচীনঃ ।

ক্ৰীড়নকীর্ত্তঞ্চ ধাত্রীহস্তে তেজোভিজ্জাঙ্ঘল্যমানং স্যম-
ন্তকং দদর্শ ॥ ২৩ ॥

তঞ্চ স্যমন্তকাভিলাষচক্ষুষমপূর্ব্বং পুরুষমাগতম-
বেক্ষ্য ধাত্রী ত্রাহি ত্রাহীতি ব্যাজহার ॥ ২৪ ॥

তদার্ত্তনাদশ্রবণানন্তরঞ্চামর্ষপূর্ণহৃদয়ঃ স জাম্ববান্
আজগাম, তয়োশ্চ পরস্পরং যুধ্যতোর্দ্বয়োয়ুদ্ধমেক-
বিংশতিদিনান্যভবৎ । তে চ যদুসৈনিকাস্তত্র সপ্তাষ্ট-
দিনানি তন্মিক্রান্তিমুদীক্ষ্যমাণাস্তস্বুঃ । অনিক্ষুমমাণে চ
মধুরিপৌ অসাবশ্যমত্র বিলেহত্যন্তনাশমাশ্রো ভবিষ্য-
তান্যথা তস্য কথমেতাবন্তি দিনানি শত্রুজয়ে ব্যাক্ষেপো

পাইলেন যে, সেই স্যমন্তক মণি কুমারের ক্রীড়নের নিমিত্ত
ধাত্রীহস্তে (বিন্যস্ত রহিয়াছে) এবং তাহা চতুর্দিকে দীপ্তি ..
দিস্তার করিতেছে। ২৩ ধাত্রী, সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব-পুরুষকে সমাগত,
ও স্যমন্তক মণির প্রতি স্নাত্তিলাষ-দৃষ্টি দেখিয়া রক্ষা কর রক্ষা
কর, বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ২৪ জাম্ববান্, ধাত্রীর
সেই আর্ন্তনাদ শ্রবণ করিবামাত্র অমর্ষপূর্ণহৃদয় হইয়া সেই
স্থানে আগমন করিল।

অনন্তর কৃষ্ণ ও জাম্ববানের পরস্পর হৃদয় যুদ্ধ আরম্ভ হইল।
উভয়ের এই হৃদয়যুদ্ধ একবিংশতি দিবস অতীত হইয়া গেল।
এ দিকে যদুসৈন্যেরা (গর্ভ হইতে) কৃষ্ণের নিক্ষেপণ প্রতীক্ষায়
৭।৮ দিন সেই স্থানে অবস্থান করিল। যখন মধুসূদন সাত
আট দিনের মধ্যেও নিক্ষেপ্ত হইলেন না, তখন যাদবসৈন্যগণ
বিবেচনা করিল যে, কৃষ্ণ নিশ্চয়ই এই গর্ভে জীবন হারাইয়া-
ছেন। তিনি জীবিত থাকিলে শত্রুজয় করিতে তাঁহার এত

ভবতীতি কৃত্যধ্যবসায়্য দ্বারকামাগতা* হতঃ কৃষ্ণ ইতি
কথয়ামাসুঃ ॥ ২৫ ॥

তদ্বান্ধবাস্চ তৎকালোচিতমখিলমুপরতক্রিয়াকলা-
পং চক্রুঃ ॥ ২৬ ॥

তত্র চাস্য যুধ্যমানস্যাতিশ্রদ্ধাদন্তবিশিষ্টপাত্রোপ-
যুক্তান্নতোয়াদিনা কৃষ্ণস্য বলপ্রাণপুষ্টিরভূৎ ॥ ২৭ ॥

ইরতস্যানুদিনমতিগুরুপুরুষভিদ্যমানস্যাতিনিষ্ঠুর-
প্রহারপীড়িতাখিলাবয়বস্য † নিরাহারতয়া বলহানিঃ ।
নির্জিতশ্চ ভগবতা জাম্ববান্ প্রণিপত্যাহ, অসুরসুরযক্ষ-
গন্ধর্ব্বরাক্ষসাদিভিরপাখিলৈর্ভগবান্ ন জেতুং শক্যঃ,

দিন অতীত হইবে কেন? সেনাগণ এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া
দ্বারকায় প্রত্যাগত হইল এবং কহিল যে, কৃষ্ণ জীবন বিসর্জন
করিয়াছেন। ২৫ কৃষ্ণের বান্ধবগণ সকলেই তৎকালোচিত প্রেত-
কৃত্যাদি সমুদায় ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করিল। ২৬ বিশিষ্ট
উপযুক্ত পাত্রে অতিশ্রদ্ধাপূর্ব্বক অন্ন জল প্রভৃতি প্রদান করাতে
যুদ্ধে ব্যাপ্ত কৃষ্ণের বল ও প্রাণের পুষ্টি হইতে লাগিল। ২৭
জাম্ববান্ অতিবলবান্ পুরুষকর্তৃক অনুক্ষণ প্রহৃত হইতেছিল,
সুতরাং কৃষ্ণের অতিশয় নিদ্রয় প্রহারে তাহার সমুদায় অবয়ব
প্রপীড়িত হওয়াতে এবং আহার করিতে না পাওয়াতে হীনবল
হইয়া পড়িল। ভগবান্ কৃষ্ণ তাহাকে পরাজয় করিলেন।

অনন্তর জাম্ববান্ (পরাজিত হইয়া) প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিল,
সমুদায় দেব দানব যক্ষ গন্ধর্ব্ব রাক্ষস প্রভৃতি (প্রবল প্রাণীরা

* দ্বারকামাগত্য ইতি বা পাঠঃ ।

† প্রহারপাত্রপরিপীড়িতাখিলাবয়বস্য ইতি বা পঠনীয়ম্ ।

কিমুতাবনিগোচরৈরম্পবীৰ্য্যৈর্নরাবয়বভূতৈশ্চ * তিৰ্য্যগ্-
যোন্যানুস্মৃতিভিঃ কিং পুনরস্মদ্বিধৈরবশ্যং ভগবতো-
হস্মৎস্বামিনো নারায়ণস্য সকলজগৎপরায়ণস্যংশেন
ভগবতা ভবিতব্যমিত্যুক্তঃ ॥ ২৮ ॥

তস্মৈ ভগবানখিলমবনিভারাবতারমাচচক্ষে ॥ ২৯ ॥

প্রীত্যাঞ্জিতকরতলস্পর্শনেন † চৈনমপগত্যুদ্ধখেদং
চকার ॥ ৩০ ॥

স চ প্রণিপতৌনং পুনরপি প্রসাদ্য জাম্ববতীং নাম
কন্যাং গৃহাগমনার্থ্যভূতাং গ্রাহয়ামাস ॥ ৩১ ॥

কেই) আপনাকে পরাজয় করিতে পারে না । ঈদৃশ স্থলে
পৃথিবীস্থ অম্প বল মনুষ্যাকৃতি তিৰ্য্যক্যোনির অনুকারী
আমরা যে আপনাকে পরাজয় করিতে পারিব, তাহা নিতান্ত
অসম্ভব । আমার বোধ হয়, যিনি আমার প্রভু, যিনি সমুদায়
জগতের এক মাত্র গতি, আপনি সেই ভগবান্ নারায়ণের
অংশ অবশ্যই হইবেন । ঋকুরাজ এই কথা বলিলে ২৮ ভগ-
বান্ কৃষ্ণ তাহার নিকট, পৃথিবী ভারাক্রান্ত হওয়াতে তিনি
যে অংশদ্বারা অবতীর্ণ হইয়াছেন, তৎসমুদায় আদ্যোপান্ত
কহিলেন । ২৯ তখন জাম্ববান্ প্রীতিপূর্ণ করতল স্পর্শদ্বারা
কৃষ্ণের সংগ্রামজনিত ক্লেশ দূর করিল । ৩০

পরে জাম্ববান্ প্রণিপাত পূর্বক কৃষ্ণকে পুনর্বার প্রসন্ন করিয়া
গৃহাগমনের অর্ঘ্যস্বরূপ জাম্ববতী নামে কন্যা প্রদান করিল । ৩১

* নরৈর্নরাবয়বভূতৈশ্চ ইতি বা পাঠঃ ।

† প্রীত্যাঞ্জিতকরতলস্পর্শনেন ইতি বা পাঠ্যতাম ।

স্যামন্তকমনিমপ্যসৌ প্রণিপত্য তস্মৈ প্রদদৌ ।
অচ্যুতোহপ্যতিপ্রণতাৎ তস্মাদগ্নাহমপি তস্মণিরত্নমাত্ম-
শোধনায় জগ্নাহ ॥ ৩২ ॥

সহ জাম্ববত্যা দ্বারকামাজগাম । ভগবদাগমনোদ্ভূত-
হর্ষোৎকর্ষস্য দ্বারকাবাসিজনস্য ক্লৃষ্ণাবলোকনানুক্ষণ-
মেবাতিপরিণতবয়সোহপি* নবযৌবনমিবাভবৎ । আ-
নকদুন্দুভিঞ্চ দিষ্ট্য দিষ্ট্যেতি চ সকলযাদবাঃ স্ত্রিয়শ্চ
সভাজয়ামাসুঃ ॥ ৩৩ ॥

ভগবানপি যথানুভূতমশেষযাদবসমাজে যথাবদা-
চচক্ষে; স্যামন্তকঞ্চ সত্রাজিতায় দত্ত্বা মিথ্যাভিশস্তি-
বিশুদ্ধিমবাপ, জাম্ববতীঞ্চাতঃপুরে নিবেশয়ামাস ।

অনন্তর পুনর্বার প্রণাম করিয়া স্যামন্তক নামক মণি সমর্পণ করিল ।
তাছাড়া প্রণত ব্যক্তির নিকট সেই মণিরত্ন গ্রহণ করা অনুচিত
বোধ হইলেও কৃষ্ণ, কেবল আত্মকলঙ্কাপনোদনের নিমিত্তই
তাহা গ্রহণ করিলেন । ৩২ পরে তিনি জাম্ববতীর সহিত একত্র
হইয়া দ্বারকায় প্রত্যাগত হইলেন । ভগবান্ ক্লৃষ্ণের আগমনে
দ্বারকাবাসী জনগণের এতদূর হর্ষোদ্বেগ হইল যে, কৃষ্ণ দর্শন
কালে অতিরুদ্ধ ব্যক্তিও নূতন যুবার ন্যায় বল ধারণ করিল ।
সমুদায় যাদবগণ ও স্ত্রীগণ বসুদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া
'আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল । ৩৩ ভগবান্ কৃষ্ণও যাহা যাহা
যটিয়াছিল, তৎসমুদায় আনুপূর্বিক যাদবসমাজে বর্ণন করি-
লেন । তিনি সত্রাজিতকে স্যামন্তক মণি প্রদান করিয়া মিথ্যা

সত্রাজিতোইপি ময়াস্যাভূতমলিনমারোপিতমিতি জাত-
সংত্রানঃ স্বসুতাং সত্যভামাং ভগবতে ভার্য্যাং
দদৌ ॥ ৩৪ ॥

তাঞ্চাক্রুর-কৃতবর্ষ-শতধন্ব-প্রমুখা যাদবাঃ পূর্বং বর-
য়ামাসুঃ । ততস্তৎপ্রদানাদবজ্ঞাতমাত্মানং মন্যমানাঃ
সত্রাজিতে বৈরানুবন্ধং চক্ৰুঃ । অক্রুর-কৃতবর্ষ-প্রমুখাশ্চ
শতধন্বানমূচুঃ, অরমতিদুরাত্মা সত্রাজিতো যোহস্মাভি-
র্ভবতা চাভ্যর্থিতোইপ্যাভুজামস্মান্ ভবন্তং চাবিগণম্য
রুক্ষায় দত্তবান্ । তদলমেনে জীবতা । যাতয়িত্বেনং

কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইলেন এবং জাম্ববতীকে অন্তঃপুরে
রাখিয়া দিলেন ।

সত্রাজিত, ভগবান্ কৃষ্ণের উপর অভূতপূর্ব কলঙ্ক আরো-
পিত করিয়াছিলেন বলিয়া সাতিশয় ভীত হইয়া তাঁহাকে
সত্যভামা নাম্নী কন্যা সম্প্রদান করিলেন । ৩৪ অক্রুর, কৃত-
বর্ষা, শতধন্বা প্রভৃতি যাদবগণ পূর্বে এই সত্যভামাকে বিবাহ
করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছিলেন । অধুনা ঐ কন্যা কৃষ্ণকে
সম্প্রদান করিতে তাঁহার আপনাদিগকে অপমানিত বোধ করিয়া
সত্রাজিতের প্রতি বৈরানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন । অক্রুর কৃত-
বর্ষা প্রভৃতি যাদবগণ শতধন্বাকে কহিলেন, এই সত্রাজিত
যার পর নাই দুরাত্মা । তুমি ও আমরা ইহার নিকট কন্যা
প্রার্থনা করিয়াছিলাম কিন্তু এই দুরাত্মা তোমাকে ও আমাদের
অবজ্ঞা করিয়া কৃষ্ণকে কন্যা দান করিল । অতএব এ ব্যক্তিকে
জীবিত রাখিবার প্রয়োজন নাই । তুমি কি নিমিত্ত ইহাকে

তন্নহারত্বং ত্বয়া কিং ন গৃহ্যতে? বয়মপ্যভ্যুপপৎ-
স্যামঃ, যদ্যচ্যুতস্তবাপি* বৈরানুবন্ধং করিষ্যতীতি ॥৩৫॥

এবমুক্তস্তথেষ্যসাবপ্যাহ । জতুগৃহদক্ষানাক্ষ পাণ্ডু-
নন্দনানাং বিদিতপরমার্থোহপি ভগবান্, দুর্যোধন-
প্রযত্নশৈথিল্যার্থং কুল্যকরণায়† বারণাবতং গতঃ ॥৩৬

গতে চ তস্মিন্ সুপ্তমেব সত্রাজিতং শতধন্বা জঘান,
মণিরত্নঞ্চাদদে । পিতৃবধামর্ষপূর্ণা চ সত্যভামা শীঘ্রং
সম্মদনমারুঢ়া বারণাবতং গত্বা, ভগবতেহহং প্রতিপাদি-
তেতি অক্ষান্তিমতা শতধন্বনা অস্মৎপিতা ব্যাপা-

বিনাশ করিয়া সেই মহারত্ন গ্রহণ করিতেছ না? যদি কৃষ্ণও
তোমার সহিত শত্রুতা করেন, তথাপি আমরা তোমার সাহায্য
করিব। ৩৫ শতধন্বা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাতে সম্মতি
প্রদান করিলেন ।

ভগবান্ কৃষ্ণ, যদিও এই পরামর্শ অবগত হইয়াছিলেন
তথাপি, পাণ্ডবগণ জতুগৃহে দক্ষ হইয়াছেন (এই বার্তা প্রচা-
রিত হওয়াতে) দুর্যোধন আর তাহাদের (অন্বেষণ বিষয়ে)
যত্ন না করে। এই অতিপ্রায়ে কুলোচিত কার্য্য (প্রেতরূত্য) করিবার
জন্য বারণাবতে যাত্রা করিলেন । ৩৬ কৃষ্ণ বারণাবতে গমন করিলে
শতধন্বা প্রসুপ্ত সত্রাজিতকে বিনাশ করিয়া সেই মণিরত্ন গ্রহণ
করিলেন । সত্যভামা, পিতৃবধ হেতু অমর্ষান্বিতা হইয়া তৎ-
ক্ষণাৎ রথে আরোহণ পূর্ব্বক বারণাবতে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণকে
কহিলেন যে, পিতা আমাকে আপনকার হস্তে সমর্পণ করি-

* যদ্যচ্যুতস্তবোপরি ইত্যপি পাঠঃ ।

† দুর্যোধনপ্রযত্নশৈথিল্যানুকূল্যকরণায় ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

দিতঃ, তচ্চ সামন্তকমণিরত্নমপহতম্ । তৃদীয়মস্যা-
বহাসনা* । তদালোচ্য যদত্র যুক্তং, তৎ ক্রিয়তামিতি
ক্লমঃমাহ ॥ ৩৭ ॥

তয়া চৈবযুক্তঃ পরিতুষ্টান্তঃকরণোহপি ক্লমঃ সত্য-
ভামামমর্ষভাত্রলোচনঃ প্রাহ. সত্যে ! মমৈষাবহাসনা !
নাহমেতাং তস্য দুরাত্মনঃ সহিষ্যে । ন হানুল্লজ্য বর-
পাদপংক্তংকৃতনীড়াশ্রয়িণো বিহঙ্গ্য বধান্তে ॥ ৩৯ ॥

তদলমত্যর্থমুনাস্মৎপুরতঃ শোকশ্রেণিতবাক্য-
পরিকরেণ, ইত্যুক্ত্বা দ্বারকামভ্যোত্য বলদেবমেকান্তে

গাছেন, বলিয়া শতধন্য সহ্য করিতে না পারিয়া আমার পিতাকে
বিনাশ করিয়াছে এবং তাঁহার সেই সামন্তক নামক মণি-
রত্নও অপহরণ করিয়া লইয়াছে । এক্ষণে শতধন্য হইতে এই
তাঁহার পরাভব হইল, ইহা বিবেচনা করিয়া এ বিষয়ে যাহা
কর্তব্য তাহা কর । ৩৭

ক্লম এই কথা শুনিয়া যদিও মনে মনে পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন
তথাপি (ক্লত্রিস) অমর্ষভরে লোচনদ্বয় তাম্বুবর্ণ করিয়া সত্য-
ভামাকে কহিলেন, সত্যে ! (ইহা তোমার পিতার পরাভব কি ?)
ইহা ত আমারই পরাভব হইতেছে । আমি কখনই সেই দুরা-
ত্মার কৃত এই পরাভব সহ্য করিব না । তরুণরকে লজ্জন না
করিয়া তদাশ্রিত নীড়স্থিত পক্ষীকে কখনই বিনাশ করিতে
পারা যায় না । ৩৯ অতএব আমার নিকট তোমার নিতাস্ত
শোকসূচক বাক্য বিস্তার করিবার আবশ্যক নাই । বাসুদেব,

বাসুদেবঃ প্রাহ, মৃগয়াগতং প্রসেনমটব্যাং মৃগপতি-
র্জঘান । সত্রাজিতোহপ্যধুনা শতধন্বনা নিধনই প্রা-
পিতঃ । তদুভয়বিনাশাং তন্মণিরত্নমাবাভ্যাং সামান্যং
ভবিষ্যতি ॥ ৪০ ॥

তদুত্তীর্ণ, আরুহ্যতাং রথঃ, শতধনুর্নিধনায়োদ্যমং
কুরু, ইত্যভিহিতস্তুথেতি সমস্বীক্লিতবান্* । ক্লতোদ্যোগৌ
চ তাবুভাবুপলভ্য শতধন্বা ক্লতবর্মাণমুপেত্য পার্শ্বপূরণ-
কর্মনিমিত্তমতোদয়ং † । আহ চৈনং ক্লতবর্মা, নাহং
বলভদ্রবাসুদেবাভ্যাং সহ বিরোধায়ালম্, ইত্যুক্তশ্চ।-

সত্যভামাকে এই কথা বলিয়া দ্বারকায় আগমন পূর্বক বিজ্ঞান
প্রদেশে বলদেবকে কহিলেন, প্রসেন যখন মৃগয়ার্থ অটবীতে
গমন করিয়াছিল, তখন সিংহ তাহাকে সংহার করে । এক্ষণে
সত্রাজিতও শতধন্বা হইতে বিলয় প্রাপ্ত হইলেন । এই দুই
জনের পরলোক প্রাপ্তি হেতু অধুনা সেই মণিরত্ন আগাদের
দুই জনেরই হইবে । ৪০ অতএব উথিত হও, রথে আরোহণ
কর, শতধন্বাকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত উদ্যোগী হও ।

বলদেব ক্রোধে এই কথা শ্রবণ করিয়া তথাস্তু বলিয়া
স্বীকার করিলেন । বলদেব ও কৃষ্ণ সংগ্রামার্থ উদ্যুক্ত হইলে
শতধন্বা তাহা অবগত হইয়া ক্লতবর্মার নিকট উপস্থিত হই-
লেন এবং যুদ্ধে সাহায্য করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন ।
ক্লতবর্মা তাহাকে কহিলেন, আমি, বলদেব ও কৃষ্ণ উভয়ের সহিত
বিবাদ করিতে সমর্থ হইব না । ক্লতবর্মা এই কথা বলিলে

* সমস্বীক্লিতবান্ ইতি বহু সন্ধ্যতঃ পাঠঃ

† অতোদয়ং ইতি পাঠান্তরম্ ।

ক্লুরমচোদয়ৎ । আহ চাসাবপি, ন হি কশ্চিৎ ভগবতা
 ঞ্জাদঞ্জাহারপরিকম্পিতজগত্ৰয়েণ অসুরবরবনিতা-বৈধব্য-
 কারিণা প্রবলরিপুচক্রা প্রতিহতচক্রেণ চক্রিণা, মদমুদিত-
 নয়নাবলোকিতারিবলবিশাতনেন* অতিগুরুবৈরিবার-
 ণাকর্ষণাবিকৃতমহিমোরুসীরেণ সীরিণা চ সহ সকল-
 জগদ্বন্দ্যানামমরবরাণামপি যোদ্ধুং সমর্থঃ, কিমুতাহম্ ।
 তদন্যতঃ শরণমভিলষ্যতাম্ ॥ ৪১ ॥

ইত্যুক্তঃ শতধনুরাহ, যদ্যস্মৎপরিভ্রাণাসমর্থঃ ভবা-
 নাআনমবগচ্ছতি, তদয়মস্মন্মণিঃ সংগৃহ্য রক্ষ্যতাম্ ।

শতধন্বা অক্রুরকেও সেইরূপ कहিলেন । অক্রুর উত্তর করি-
 লেন, যিনি পাদবিক্ষেপদ্বারা ত্রিভুবন কম্পিত করিয়াছিলেন,
 যিনি প্রধান প্রধান অসুরগণের বনিতাদিগের বৈধব্য বিধান করিয়া-
 ছেন, যাঁহার চক্র প্রবল রিপুচক্রেও প্রতিহত হয় না, তাদৃশ চক্রী
 ভগবান্ কৃষ্ণের সহিত এবং যিনি মদ-(নেমা-) দ্বীরা মুদিত
 নয়নে কটাক্ষ নিক্ষেপ মাত্রেই শত্রুসৈন্য সংহার করেন, অতি-
 প্রবল শত্রুগণরূপ হস্তিসমূহ আকর্ষণদ্বারা যাহার মহিমা
 প্রচারিত হইয়াছে, তাদৃশ মহাহলই যাঁহার যুদ্ধাস্ত্র, ঈদৃশ
 হলধরের সহিত সমুদায় জগতের পূজনীয় প্রধান প্রধান দেব-
 গণের মধ্যেও কেহ সংগ্রাম করিতে সমর্থ হন না, আমার
 কথা কি বলিব? অতএব তুমি অন্য কাহারো শরণাপন্ন হইতে
 চেষ্টা কর । ৪১

শতধন্বা এই কথা শ্রবণ করিয়া कहিলেন, যদি তুমি এরূপ
 বোধ কর যে, আমাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না, তাহা

* মদমুদিতনয়নাবলোকিতারিবলবিশাতনেন ইত্য কোচৎ পঠাৎ

ইত্যুক্তঃ* সৌম্যাহ, যদ্যন্তায়ামপ্যবস্থায়াং ন কষ্টৈ-
চিন্তবান্ কথয়িষ্যতি, তদহমেনং গ্রহীষ্যামি । তথৈত্ব্যুক্তে
অক্রুরস্তম্ভগিরভুং জগাহ ॥ ৪২ ॥

শতধনুরপ্যতুলবেগাং শতযোজনবাহিনীং বড়বা-
মারুহ্যাপক্রান্তঃ । শৈব্য-সুগ্রীব-মেঘপুষ্প-বলাহকাস্ব-
চতুর্ফয়যুক্তরথাবস্থিতৌ বলদেববাসুদেবৌ তমনুপ্রয়া-
তৌ ॥ ৪৩ ॥

সা চ বড়বা শতযোজনপ্রমাণং মার্গমতীত্য† পুনরপি

হইলে তুমি এই মণিরত্ন গ্রহণ করিয়া রক্ষা কর । শতধন্বার
এই কথা শুনিয়া অক্রুর কহিলেন, যদি তোমার চরম অবস্থা
উপস্থিত হয়, তথাপি যদি তুমি কাহারো নিকট প্রকাশ না
কর, তাহা হইলে আমি এই মণিরত্ন গ্রহণ করিতে পারি ।
শতধন্বা তপাস্ত বলিয়া স্বীকার করিলে অক্রুর সেই মণিরত্ন
গ্রহণ করিলেন । ৪২

অনন্তর শতধন্বা, (এক দিবসের মধ্যে) শতযোজন-গামিনী
অসীম-বেগশালিনী ঘোটকীতে আরোহণপূর্ব্বক পলায়নার্থ
নিষ্ক্রান্ত হইলেন । এ দিকে বলদেব ও বাসুদেব উভয়ে, শৈব্য,
সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামে অশ্ব চতুর্ফয় যুক্ত রথে
আরোহণ করিয়া শতধন্বার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন । ৪৩
শতধন্বার অশ্ব, শত যোজন প্রমাণ পথ অতিক্রম করিয়া পুন-
র্বর চালিত হওয়াতে মিদিলাস্থিত আরণ্যকদেশে প্রাণত্যাগ
করিল । শতধন্বাও সেই বড়বাকে পরিত্যাগ করিয়া পদদ্বারাই

* তদয়মশ্বমনিং সংগৃহ্য রক্ষতামেবমুক্ত ইত্যপি পাঠঃ ।

† যোজনশতপ্রমাণং মার্গমতীত্য ইতি পাঠান্তরম্ ।

বাহ্যমানা মিথিলাবনোদ্দেশে ঐশানুৎসসজ্জা । শতধনু-
রপি তাঁং পরিত্যজ্য পদাতিরেবাদ্রবৎ ॥ ৪৪ ॥

কৃষ্ণোহপি বলভদ্রমাহ, তাবদত্রৈব স্যন্দনে ভবতা
স্থেয়ম্ । অহমেনমধমাচারং পদাতিরেব পদাতিমনু-
গম্য * যাবদ্ যাতয়ামি । অত্র হি ভূভাগে দৃষ্টদোষা
হয়া নৈতেহস্থা ভবতেমং ভূমিভাগমুল্লঙ্ঘ্য নেয়াঃ ॥ ৪৫ ॥

তথেষ্টোক্তা বলভদ্রো রথ এব তস্থৌ । কৃষ্ণোহপি
দ্বিক্রোশমাত্রং ভূমিভাগমনুসৃত্য দূরস্থস্যৈব চক্রং
ক্ষিপ্ত্বা শতধনুসঃ শিরশ্চিচ্ছেদ । তচ্ছরীরান্বরাতিষু চ
বহুপ্রকারমন্নিব্যন্নপি স্যামন্তকং মণিং নাবাপ যদা, তদো-
গম্য বলভদ্রমাহ, বৃথৈবাস্মাতির্ঘাতিতঃ শতধনুর্ন প্রাপ্ত-

ধাবমান হইলেন । ** তখন কৃষ্ণ বলরামকে কহিলেন, তুমি
এই স্থানেই এই রথে অবস্থান কর । আমি পদচারী হইয়া
ঐ পদাতি অধমাচার শতধনুর পশ্চাৎ গমন পূর্বক উহাকে
সংহার করিয়া আসি । অশ্বগণ এই ভূমিভাগে অনিষ্টঘটনা
দর্শন করিয়াছে সুতরাং এই ভূমিভাগ অতিক্রম করিয়া
ইহাদিগকে লইয়া যাওয়া তোমার উচিত নহে । ** বলদেব
তথাস্ত বলিয়া রথোপরি অবস্থান করিতে লাগিলেন । কৃষ্ণ,
ক্রোশদ্বয়মাত্র পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া দূর হইতেই চক্র
নিষ্ক্ষেপ পূর্বক শতধনুর মন্তকচ্ছেদন করিলেন । পরে তিনি
তাঁহার শরীর ও বস্ত্রাদিতে তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিলেন,
কিন্তু স্যামন্তক মণি প্রাপ্ত হইলেন না । পরে তিনি প্রতিনিবৃত্ত
হইয়া বলদেবকে কহিলেন, আমরা শতধনুকে ব্রথা বিনাশ

নখিলজগৎসারভূতং তন্নগিরত্নম্* । ইত্যাকর্ণ্য উদ্ধৃত-
কোপো বলদেবো বাসুদেবমাহ, ধিক্ ত্বাং যৈশ্চদর্থ-
লিপ্সুঃ ! এতচ্চ তে ভ্রাতৃত্বান্নম্বয়ে†, তদয়ং পত্ন্যঃ,
স্বৈচ্ছয়া গম্যতাম্, ন মে দ্বারকয়া, ন ত্বয়া, ন বন্ধুভিঃ
কার্যম্ । অলমেভির্নমাণতোহনলীকশপথৈঃ । ইত্যা-
ক্ষিপ্য তং তথা প্রসাদ্যমানোহপি‡ ন তস্থৌ, বিদেহ-
পুরীং প্রবিবেশ ॥ ৪৬ ॥

জনকশচার্য্যপূর্ব্বকমেবৈনং গৃহং প্রবেশয়ামাস । স

করিলাম । ইহার নিকট নিখিল জগতের সার সেই নগিরত্ন
প্রাপ্ত হইলাম না ।

বলদেব এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক কোপাবিষ্ট হইয়া ক্রুদ্ধকে
কহিলেন, তুমি এরূপ অর্থ-লোভী ! তোমাকে ধিক্ ! তুমি ভাই
বলিয়া আমি তোমার এ বিষয় ক্রমা করিলাম । এই পথ রহিয়াছে,
স্বৈচ্ছানুসারে চলিয়া যাও । আমার দ্বারকায় প্রয়োজন নাই,
তোমার মত ভ্রাতায় প্রয়োজন নাই, আমার বন্ধুবান্ধবেও আব-
শ্যক নাই । আর আমার নিকট তোমার মিথ্যা শপথ করিবার
প্রয়োজন কি ? বলদেব, এই কথা বলিয়া ক্রুদ্ধকে তিরস্কার
করিয়া (প্রস্থান করিলেন ।) ক্রুদ্ধ অনেক অনুনয় বিনয় করিতে
লাগিলেন, তথাপি বলদেব দাঁড়াইলেন না । পরে তিনি বিদেহ
নগরীতে প্রবেশ করিলেন । ৪৭ রাজা জনক অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক
ভাঁহাকে স্বভবনে প্রবেশ করাইলেন । তিনি সেই জনক গৃহে

* তন্নহারত্নং স্যমন্তকখ্যম্, ইতি বা পাঠ্যম্ ।

† ভ্রাতৃত্বাদহং মম্বয়ে ইতি পাঠান্তরম্ ।

‡ কথঞ্চিৎ প্রসাদ্যমানোহপি ইত্যপি পাঠঃ ।

তত্রৈব চ তস্থৌ । বাসুদেবোহপি দ্বারকামাজগাম ।
যাবচ্ জনকরাজগৃহে বলভদ্রোহবতস্থে, তাবৎ ধাত্রী-
রাষ্ট্রৌ দুৰ্য্যোধনস্তৎসকাশাদাদাশিক্ষামশিক্ষত ॥ ৪৭ ॥

বর্ষত্রয়াস্তে চ বক্রগ্রসেন প্রভৃতিভির্ষাদবৈর্ন তদ্রত্নং
কৃষ্ণেনাপহৃতমিতি কৃতাবগতিভির্বিদেহপুরীং গত্বা
বলদেবঃ সংপ্রত্যায্য দ্বারকামানীতঃ ॥ ৪৮ ॥

অক্রুরোহপ্যুত্তমমণিসমুদ্ভূতসুবর্ণধ্যানপরন্ততো য-
জ্ঞানীজে ॥ ৪৯ ॥

সবনগতো হি ক্ষত্রিয়বৈশ্যৌ নিম্নন্ ব্রহ্মহা ভবতী-
ত্যতো দীক্ষাকবচং প্রবিষ্ট এব তস্থৌ দ্বিষষ্টিবর্ষাণি ॥ ৫০ ॥

অবস্থান করিতে লাগিলেন । এদিকে বাসুদেব দ্বারকায় প্রতা-
গম্য করিলেন । যে সময়, বলদেব জনকরাজগৃহে অবস্থান করেন,
সেই সময় ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুৰ্য্যোধন তাঁহার নিকট গদাযুদ্ধ শিক্ষা
করিতে লাগিল । ৪৭

এইরূপে তিন বৎসর অতীত হইল । পরে বক্র উগ্রসেন
প্রভৃতি ষাদবগণ, বিদেহ নগরে গমন পূর্বক বলদেবের এইরূপ
দিশ্বাস জন্মাইয়া দিলেন যে, সেই রত্ন কৃষ্ণ অপহরণ করেন
নাই । পরে তাঁহারা বলদেবকে দ্বারকায় আনয়ন করিলেন । ৪৮

এদিকে অক্রুরও মণিসমুদ্ভূত সুবর্ণ রাশিদ্বারা কি করিবেন,
বিবেচনা করিয়া নিরন্তর যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলেন । ৪৯
যজ্ঞে দীক্ষিত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে বিনাশ করিলে ব্রহ্মহত্যা
পাতক হয়, এই বিবেচনা করিয়া অক্রুর, দ্বিষষ্টি বৎসর পর্য্যন্ত

* অশিক্ষণ ইতি বহুবঃ পঠন্তি ।

+ ধ্যানপরঃ সত্যতঃ যজ্ঞানীজে ইতি বা পঠ্যতাম্ ।

এবং তন্মণিরত্নপ্রভাবাৎ তত্রোপসর্গদুর্ভিক্ষমরকা-
দিকং নাভূৎ * ॥ ৫১ ॥

অথাক্রূরপক্ষীযৈর্ভোজৈঃ শত্রুশ্চে সাত্ত্বতস্য প্রপৌত্রৈ
ব্যাপাদিতে ভোজৈঃ সহাক্রূরৌ দ্বারকামপহায়
অপক্রান্তঃ ॥ ৫২ ॥

তদপক্রান্তিদিনাদারভ্য তত্রোপসর্গব্যালানারষ্টি-
মরকাদ্যুপদ্রবা বভূবুঃ । অথ যাদববলভদ্রোঽগ্রসেনসম-
বেতোহমন্ত্ররজ্জগবানুরগারিকেতনঃ, কিয়দিদমেকদৈব †
প্রচুরোপদ্রবাগমনমেতদালোচ্যতান্ ॥ ৫৩ ॥

নিরন্তর দীক্ষারূপ কবচে সমারত হইয়া থাকিলেন। ১০ সেই
মণির প্রভাবে দ্বারকামধ্যে দুর্ভিক্ষ অকাল মৃত্যু প্রভৃতি কোন
উপসর্গ ঘটিল না। ১১

অনন্তর একদা অক্রূরপক্ষীয় ভোজগণ সাত্ত্বতের প্রপৌত্র
শত্রুশ্চকে বিনাশ করিল। অক্রূর (ভয়ক্রমে) ভোজগণের সহিত
দ্বারকা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। ১২ তিনি যে
দিবস (দ্বারকা পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে) গমন করেন,
সেই দিন অবধি দ্বারকায় অকালমৃত্যু অনারষ্টি ভুজঙ্গম প্রভৃতি
হিংস্র জন্তুগণের দৌরাত্ম্য প্রভৃতি উপদ্রব ঘটিতে আরম্ভ হইল।
অনন্তর ভগবান্ কৃষ্ণ, বলদেব উগ্রসেন ও সমুদায় যাদবগণের
সহিত সমবেত হইয়া মন্ত্রণা করিতে আরম্ভ করিলেন যে,
কিজন্য এককালে এত অধিক দৈব উপদ্রব উপস্থিত হইল,
তাহা নিরূপণ করা যাউক। ১৩

* দুর্ভিক্ষমরকানারষ্টাদিকং নাভূৎ ইতি পাঠান্তরম্ ।

† কিং যদিদমেকদৈব ইতি পাঠান্ত্রাঃ পঠন্তি ।

ইত্যাভ্যে অন্ধকনামা যদুরদ্ধঃ প্রাহ, অস্যাক্রুরস্য
পিভা স্বফল্কো নাম যত্র যত্রাভূৎ, তত্র তত্র দুর্ভিক্ষ-
মরকানাবৃষ্টাদিকং চ নাভূৎ ॥ ৫৪ ॥

কাশিরাজস্য বিষয়েহত্যন্তানাবৃষ্ট্যাং * স্বফল্কো-
হনীয়ত। ততস্তৎক্ষণাদেব দেবো ববর্ষ। কাশিরাজস্য
পত্ন্যাশ্চ গর্ভে কন্যা পূর্বমাসীৎ ॥ ৫৫ ॥

সাপি পূর্বেহপি প্রসূতিকালে নৈব নিশ্চক্রাম।
এবঞ্চ তস্য গর্ভস্য দ্বাদশ বর্ষাণ্যনিক্রামতো যযুঃ।
কাশিরাজস্তু তামাত্মজাং গর্ভস্থামাহ, পুত্রি! কস্মিন
জায়সে? নিক্রম্যতাম্, আস্যং তে দ্রষ্টুমিচ্ছামি।

এই কথা শুনিয়া অন্ধক নামক যদুরদ্ধ কহিলেন, অক্রুরের
পিভা স্বফল্ক, যেখানে যেখানে অবস্থান করিতেন, সেখানে দুর্ভিক্ষ
মরক অনাবৃষ্টি প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইত না। ** একদা
কাশিরাজের রাজ্যমধ্যে সাতিশয় অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইলৈ শফল্ক
সেই স্থানে নীত হইলেন। তিনি কাশিরাজের অধিকার মধ্যে
প্রবেশ করিবামাত্র দেবরাজ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।
ইতিপূর্বে কাশিরাজের পত্নীর গর্ভে একটা কন্যা জন্মিয়াছিল। **
যখন প্রসব কাল অতীত হইল, তখনও কন্যা গর্ভ হইতে
নিক্রান্ত হইল না। এইরূপে দ্বাদশ বৎসর গত হইল,
তথাপি কন্যা প্রসূত হইল না।

অনন্তর কাশিরাজ, সেই গর্ভস্থিত কন্যাকে কহিলেন, পুত্রি!
কিজন্য প্রসূত হইতেছ না? আমি তোমার মুখ দেখিতে

স্বকাঞ্চ মাতরং কিমিতি * চিরং ক্লেশয়সি ? ইতু্যুক্তা
 সা গৰ্ভস্থৈব ব্যাজহার, তাত ! যদ্যেকৈকাং গান্ধিনে
 দিনে ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রযচ্ছসি, † তদাহমন্যৈস্ত্রিভির্ষবৈর-
 স্মাদার্ভাৎ তাবদবশ্যং নিষ্কুমিষ্যামীতি । এতচ্চ তদ্বচন-
 মাকর্ণ্য রাজা ব্রাহ্মণায় দিনে দিনে গাং প্রাদাৎ । সাপি
 তাবতা কালেন জাতা । ততস্তস্যাঃ পিতা গান্ধিনীতি
 নাম চকার । তাঞ্চ গান্ধিনীং কন্যাং স্বফল্কায়ো-
 পকারিণে ‡ গৃহাগতায়ার্যভূতাং প্রাদাৎ । সা চ
 গান্ধিনী প্রতিদিনং যাবজ্জীবং ব্রাহ্মণায় গাং দত্ত-

ইচ্ছা করি, বহির্গতা হও । তুমি কিজন্য তোমার জননাকে এত
 দিন ক্লেশ দিতেছ ? কাশিরাজ এই কথা বলিলে গৰ্ভস্থ কন্যা
 কহিল, পিতঃ ! যদি আপনি প্রতিদিন ব্রাহ্মণদিগকে এক
 একটী গোদান করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি আর তিন
 বৎসর পরে এই গৰ্ভ হইতে নিঃসৃত হইব ।

রাজা এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণদিগকে প্রতিদিন এক একটী
 গো দান করিতে আরম্ভ করিলেন । তিন বৎসর অতীত হইলে
 কন্যা প্রসূতা হইল । কাশিরাজ, তাহার ‘গান্ধিনী’ এই নাম
 রাখিলেন । ইহার পর পরমোপকারী স্বফল্ক তাঁহার গৃহে গমন
 করিলে তিনি তাঁহাকে সেই গান্ধিনী নাম্নী কন্যা অর্য্যস্বরূপ
 প্রদান করিলেন । এই গান্ধিনীও যাবজ্জীবন প্রতিদিন ব্রাহ্মণকে

* এতাক্ষ মাতরং কিমত্র ইতি বা পাঠঃ ।

† ব্রাহ্মণেভ্যোদাদাসি ইতি বা পাঠনীয়ম্ ।

‡ স্বফল্ক-নাম্য প্রয়োপকারিণে ইতি পুস্তকান্তরম্ পাঠঃ ।

বতী । তস্যাময়মক্রুরঃ স্বফলকাং জজ্ঞে । তসৈবৎগুণ-
দ্বিপুণ্ডাংপতিঃ* ॥ ৫৬ ॥

তৎ কথমস্মিনপত্রান্তেহত্র মরকদুর্ভিক্ষাদ্যুপদ্রবা ন
ভবিয়ান্তি । তদয়মানীয়তামিতি, অলমত্রাতিগুণবত্যা-
পরাধাষ্মেঘেন ইতি ॥ ৫৭ ॥

যদুৎসাহস্যাক্ষকস্য এতদ্বচনমাকর্ষ্য কেশবোগ্রসেন-বল-
ভদ্রপুরোগমৈষদুভিঃ ক্রতাপরাধতিতিক্ষাভবমভয়ং
দত্ত্বা স্বাফল্কিঃ স্বপুরমানীতঃ । তত্র চাগতএব †
তৎস্ব-স্যামন্তক-মণেরনুভাবাদনার্হি-মরক--দুর্ভিক্ষ-ব্যা-
লাদ্যুপদ্রবঃ শশাম । কৃষ্ণশ্চ চিন্তয়ামাস, স্বপ্নমেতৎ

এক একটা গো দান করিয়াছেন । সেই গান্ধিনীর গর্ভে স্বফ-
লেকর ঔরসে অক্রুরের জন্ম হইয়াছে, সুতরাং তাদৃশ (অলোক-
সামান্য) গুণ সম্পন্ন দম্পতি হইতেই অক্রুরের উৎপত্তি । ৫৬
সেই অক্রুর দ্বারকা পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন । ঈদৃশ অব-
স্থায় মরক দুর্ভিক্ষপ্রভৃতি উপস্থিত না হইবে কেন ? আমার
মতে অক্রুরকে ওানয়ন কর । তাঁহার অসাধারণ গুণ আছে ।
(দুর্ভিক্ষাদির) কারণান্তর অনুসন্ধানে আবশ্যক নাই । ৫৭

কৃষ্ণ বলদেব উগ্রসেন প্রভৃতি যাদবগণ, যদুৱদ্ধ অন্ধকের
এই বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বফলকতনয় অক্রুরের পূর্বকৃত অপরাধ
ক্ষমা করিয়া অভয় প্রদান পূর্বক তাঁহাকে দ্বারকায় আনয়ন
করিলেন । অক্রুর দ্বারকায় আগমন করিবামাত্র তল্লিকটস্থিত
স্যামন্তক মণির প্রভাবে অনারুপ্তি মরক দুর্ভিক্ষ ও ব্যালাদির উপ-
দ্রব প্রভৃতি সমুদায় উপসর্গ নিবৃতি হইল, তখন কৃষ্ণ চিন্তা

* তসৈবৎগুণদ্বিপুণ্ডাংপতিঃ ইতি বা পাঠঃ ।

† তত্র চাগতএব ইতি পুস্তকান্তর্য পাঠঃ ।

কারণং, যদয়ং গান্ধিন্যাং শ্বফলকেনাক্রুরো জনিতঃ;
সুমহাংশায়মনাবৃষ্টিদুর্ভিক্ষমরকাদ্যুপশমনকারী প্র-
ভাবঃ* ॥ ৫৮ ॥

তন্মূ্যনমস্য সকাশে স মহামণিঃ স্যামন্তকাখ্যস্তিষ্ঠতি ।
তস্য হ্যেবংবিধাঃ প্রভাবাঃ শ্রীয়েন্তে । অয়মপি যজ্ঞাদন-
ন্তরম্ অন্যৎ ক্রতুন্তরং, তস্মাৎ যজ্ঞান্তরং যজতীতি ।
অপ্পোপাদানঞ্চাস্য । অসংশয়মত্রাসৌ বরমণিস্তিষ্ঠ-
তীতি, কৃত্যধ্যবসায়েহন্যৎ প্রয়োজনমুদ্दिश्य সকল-
যাদবসমাজমাভুগেহে এবাচীকরৎ । তত্র চোপবিষ্টে-
ষথিলেষু যাদবেষু পূর্বপ্রয়োজনমুপন্যস্য পর্যাবসিতে চ

করিতে লাগিলেন, অক্রুর শ্বফলকে হইতে গান্ধিনীর গর্তে
জন্মিয়াছেন, ইহা সামান্য কারণ এবং এই অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ
মরক প্রভৃতির উপশমনকারী প্রভাব অতীব গুরুতর । *
আমি বোধ করি, ইহার নিকট সেই স্যামন্তক নামে মহামণি
আছে । শুনিয়াছি, স্যামন্তক মণিরই ঐচ্ছিশ প্রভাব । এই অক্রুর
এক যজ্ঞের পর অন্য যজ্ঞ, অন্য যজ্ঞের পর অপর একটি যজ্ঞ,
এইরূপে নিরন্তর যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া আসিতেছে । ইহার সম্প-
ত্তিও তাদ্রশ অধিক নহে । ইহাতে বোধ হয়, ইহার নিকট
অবশ্যই সেই মণিরূপ আছে, এবিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই ।

কৃষ্ণ এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া কোন একটী প্রয়োজন উপ-
লক্ষে আশ্রয়বনে সমুদায় যাদবগণকে একত্র সমবেত করিলেন ।
সমুদায় যাদবগণ সেই স্থানে উপবিষ্ট হইলে যে উপলক্ষে
সকলকে আহ্বান করা হইয়াছিল, তাহা শেষ হইল । পরে

* যদবকৃত্যাদানবৃত্তিবেদকানী প্রভাবঃ তিষ্ঠি বহঃ পঠিত্বি ।

তস্মিন্ প্রসঙ্গাগতপরিহাসকথামক্রুরেণ সহ কৃত্বা জনা-
র্দনকৃত্যক্রুরমাহ ॥ ৫৯ ॥

দানপতে ! জানীম্ এব বয়ং যথা। শতধননা* অখি-
লজগৎসারভূতং স্যমন্তকরত্নং ভবতঃ সকাশে সমর্পি-
তম্। তদেতদ্রাষ্ট্রোপকারকং ভবতঃ সকাশে তিষ্ঠতীতি
তিষ্ঠতু, সর্ব এব বয়ং তৎপ্রভাবফলভুজঃ ; কিংত্বেষ
বলভদ্রোহস্মানশাস্কিতবান্। তদস্মৎপ্রীতয়ে দর্শয়,
ইত্যভিহিতঃ সরত্নঃ মোহচিন্তয়ৎ। কিমত্রাশুষ্ঠেয়ম্ ?
অন্যথা চেৎ ত্রবীম্যহং, তৎ কেবলাহরতিরোধান-
ন্বিব্যন্তো। রত্নমেতে দ্রক্ষ্যন্তীতি, অতোহবেষণং ন
ক্ষেমমিতি † নংচিন্ত্য তমখিলজগৎকারণভূতং নারায়ণ-

কৃষ্ণ প্রসঙ্গ ক্রমে অক্রুরের সহিত নানাপ্রকার পরিহাস কথা
কহিয়া তাঁহাকে কহিলেন, “ দানপতে ! শতধনু যে সেই
নিখিল জগতের সার স্বরূপ স্যমন্তক মণি তোমার নিকট
সমর্পণ করিয়াছিল, তাহা আমরা জ্ঞাত আছি। সেই মণি
রাজ্যের উপকারী। তাহা তোমার নিকটেই আছে, থাকুক।
আমরা সকলেই তৎপ্রভাব-জনিত ফল ভোগ করিতেছি, কিন্তু
এই বলদেব আমার প্রতি সন্দেহ করিয়াছিলেন। অতএব
আমার সন্তোষের নিমিত্ত তুমি সেই মণি একবার দেখাও।

কৃষ্ণ যখন এই কথা কহিলেন, তখন সেই রত্ন অক্রুরের
নিকটেই ছিল। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, এক্ষণে কি
করি ? যদি মিথ্যা কথা কহি, তাহা হইলে এক্ষণে সেই মণি
কেবল বস্ত্রাবৃত আছে, ইহারা বস্ত্র অনুেষণ করিলেই দেখিতে

* শতধননা ভদিদম্ ইতি কঠিং পাঠঃ ।

† দ্রক্ষ্যন্তীতি রক্ষণং ন ক্ষেমমিতি ইতি বা পাঠ্যম্ ।

মাহাক্রুরঃ ; ভগবন্ ! মমৈতৎ স্যামন্তকমগ্নিরত্নং শত-
ধনুষা সমর্পিতম্ ॥ ৬০ ॥

অপগতে চ তস্মিন্ অদ্য শ্বঃ পরশ্বো বা ভগবান্
মাং যাচিষ্যতীতি ক্লতমতিরতিক্রুদ্ধেণৈতাবন্তং কালম-
ধারণম্ * অস্য চ ধারণক্লেশেনাহমশেবোপভোগে-
ষসঙ্গিমানসো ন বেদ্বি স্বসুখকলামপি ॥ ৬১ ॥

এতাবন্মাত্রমশেষরাক্ষৌপকারি ধারয়িতুং ন শক্নো-
তীতি মাং ভগবান্ মংস্যত ইত্যাত্মনা ন চোদিতম্ ॥ ৬২

তদিদং স্যামন্তকরত্নং গৃহ্যতাম্, ইচ্ছয়া যম্যাভি-
মতং তস্য সমর্পিতাম্। ততঃ সোহধরবস্ত্রনিগোপি-
তাতিলঘুকনকসমুদাকং প্রকটীকৃতবান্ ॥ ৬৩ ॥

পাইবে। পরন্তু (বস্ত্র বা গৃহ) অনুষণ আমার মঙ্গল জনক
নহে। অক্রুর এইরূপ পর্যালোচনা করিয়া অখিল জগতের
কারণ স্বরূপ নারায়ণকে কহিলেন, ভগবন্ ! শতধনু আমার
নিকট এই স্যামন্তক মণি সমর্পণ করিয়াছিল। ৬০ যখন শতধনুর
মৃত্যু হইল তখন, আপনি অদ্য কল্য বা পরশ্ব এক সময়
চাহিবেন, এই মনে করিয়া অতিকষ্টে এত কাল রক্ষা করিয়াছি।
এই মণি ধারণে এতদূর ক্লেশ যে, আমি সমুদায় ভোগেই
অনাসক্ত-চিত্ত (ও এককালে বঞ্চিত) হইয়া আছি সুতরাং
আমার আত্মসুখের লেশমাত্রও নাই। ৬১ পাছে আপনি মনে
করেন যে, অক্রুর সমুদায় রাজ্যের উপকারী এই মণি ধারণ
করিতেও পারিল না, এই আশঙ্কায় আমি স্বয়ং সমর্পণ করি
নাই। ৬২ এই সেই স্যামন্তক মণি, গ্রহণ করুন। এক্ষণে স্বেচ্ছা-

* যাচিষ্যতীতি এতাবন্তং কালমতিক্রুদ্ধেণ ধারয়ামি ইতি বা পঠ্যতাম্।

ততশ্চ নিক্রাম্য স্যামন্তকমণিঃ তত্র যদুসমাজে মুমোচ ।
মুক্কুমাভ্রে চ তেনাতিকান্ত্য তদখিলমাস্থানমুদ্যোতি-
তম্ ॥ ৬৪ ॥

অথাহাক্রুরঃ, স এষ মণিঃ শতধন্বনাস্মাকং সম-
পীতঃ, যস্যায়ং, স এনং গৃহাদ্বিতি । তন্মণিরত্নমালোক্য
সর্ববাদবানাং সাধু সাধ্বিতি বিন্মিতমনসাং * বাচোহ-
শ্রয়ন্ত । তমালোক্য মমায়মচ্যুতেনৈব সামান্যঃ সমস্বী-
প্তিতঃ † ইতি বলভদ্রঃ সম্পূহোহভবৎ ॥ ৬৫ ॥

নুসারে যাঁহাকে অভিক্রুচি হয়, তাঁহার নিকট সমর্পণ করুন ।
অক্রুর এই কথা বলিয়া পরিধেয় বসনে লুক্কায়িত অতিলম্বু
স্বর্ণময় কোটা বাহির করিলেন । ** অনন্তর সেই কোটার
মধ্য হইতে স্যামন্তক মণি বহিস্কৃত করিয়া সেই যাদব সমাজে
বিস্তীর্ণ করিয়া রাখিলেন । সেই রত্নমালা বিস্তীর্ণ করিবামাত্র
সাতিশয় কান্তিধারা সেই সমুদায় সভামণ্ডপ উজ্জ্বল হইল । **

অনন্তর অক্রুর কহিলেন, এই সেই স্যামন্তক মণি । শতধন্ব
ইহা আমার নিকট সমর্পণ করিয়াছিল । ইহা যাঁহার বস্ত্র
তিনি এক্ষণে গ্রহণ করুন । যাদবগণ তাহা দেখিয়া বিস্ময়া-
বিকট হইলেন । চতুর্দিক্ হইতে কেবল সাধু সাধু এই বাক্য
শ্রুত হইতে লাগিল । বলদেব সেই মণিরত্ন দেখিয়া স্পৃহান্বিত
হইলেন (ও ভাবিতে লাগিলেন,) পূর্বে কৃষ্ণ অঙ্গীকার করিয়া-
ছিলেন যে, এই মণি আমাদের উভয়ের সাধারণ সম্পত্তি

* অতিবিন্মিতবাসাম্ ইতি কৈশিচৎ পঠ্যতে ।

† সমবিচ্ছিত ইতি বহু পুস্তকেষু দৃশ্যতে ।

মমৈবেদং পিতৃধনমিত্যতীব চ সত্যভামাপি
স্পৃহয়াঞ্চকার । বল-সত্যাননাবলোকনাং কুণ্ঠেহপ্য-
ত্মানং চক্রান্তরাবস্থিতমিব মেনে ॥ ৬৬ ॥

সকলযাদবসমক্ষণাক্রুরমাহ, এতদ্ধি মণিরত্নমাত্ম-
শোধনায়ৈষাং যদুনাং দর্শিতম্ । এতচ্চ মম বলভদ্রস্য চ
সামান্যং, পিতৃধনক্লেতং সত্যভামায়া নান্যস্যা ॥ ৬৭ ॥

এতচ্চ সৰ্বকালং শুচিনা ব্রহ্মচর্যাগুণবতা* প্রিয়-
মানমশেষরীতিসোপকারকম্, অশুচিনা প্রিয়মাণমাধার-
মেব হন্তি ॥ ৬৮ ॥

অতোহহমস্যা ষোড়শস্ত্রীসহস্রপরিগ্রহাদসমর্থো
ধারণে ॥ ৬৯ ॥

হইবে। ৬৬ সত্যভামা ভাবিলেন যে, ইহা আমার পিতৃধন,
সুতরাং তিনি মণির প্রতি সাতিশয় স্পৃহাবতী হইলেন ।
কৃষ্ণ, বলদেবের ও সত্যভামার মুখ দেখিয়া আপনাকে চক্রান্তরে
পতিতের ন্যায় বিবেচনা করিতে লাগিলেন । ৬৭

অনন্তর কৃষ্ণ, সমুদায় যাদবগণের সমক্ষেই অক্রুরকে কহি-
লেন, আমি আত্মকলঙ্ক ফালনের নিমিত্তই এই মণিরত্ন সমস্ত
যাদবগণের সমক্ষে দেখাইতে কহিলাম । (আমি অঙ্গীকার করি-
য়াছিলাম) ইহা আমার ও বলদেবের সাধারণ সম্পত্তি (হইবে ।)
পরন্তু ইহা সত্যভামার পৈতৃক ধন । অন্য ব্যক্তির ইহাতে
অধিকার নাই । ৬৮ নিরন্তর শুচি হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক
এই মণিরত্ন ধারণ করিলে সমুদায় রাজার মজ্জল হয় । অশুচি
হইয়া ধারণ করিলে যে ধারণ করে তাহাকেই বিনষ্ট করিয়া
থাকে । ৬৯ ঐদৃশ অবস্থায় আমি ইহা ধারণ করিতে সমর্থ

* শুচিনা ব্রহ্মচর্য্যা চ ইত্যপি কেচিৎ পঠন্তি ।

কথঞ্চিৎ তৎ সত্যভাষা স্বীকরোতু । আর্থোঃ বলভদ্রে-
ণামি মদিরাপানাদ্যশেষোপভোগপরিত্যাগঃ কথং
কার্যঃ । তদয়ং* যদুলোকোহয়ং বলভদ্রোহহং সত্য চ
ত্বাং দানপতে ! প্রার্থয়ামঃ, এতদ্ভবানেব ধারয়িতুং
সমর্থঃ । ত্বৎস্বধ্বংস্য'রাষ্ট্রসেয়াপকারকং, তদ্ভবানশেষ-
রাষ্ট্রোপকারনিমিত্তমেতৎ পূর্ববৎ ধারয়তু । ত্বয়ান্যথা
ন বক্তব্যমিতুক্তে দানপতিঃ তথেষুত্বা জগাহ ।
তন্নহ্যমনিরত্নং ততঃ প্রভৃতি চাক্রুরঃ একটেনৈবাতিব
তেজসা জাজ্বল্যমানেনাত্মকণ্ঠাসক্তেনাদিত্য ইবাংশু-
মালী চচার ॥ ৭০ ॥

হইব না, কারণ আমার ষোড়শ সহস্র পত্নী আছে । ৭০ সত্য-
ভাষাও (ব্রহ্মচর্য অবলম্বন পুসক) ইহা ধারণ করিতে বিরূপে
সম্মতা হইবেন । আখ্য বলদেবও কি (ইহা ধারণ করিবার
উদ্দেশ্যে) মুরাপান প্রভৃতি সমুদায় উপভোগ পরিত্যাগ করিতে
পারিবেন ? অতএব অন্য চেষ্টায় আবশ্যকতা নাই । দানপতে !
এই বাদবগণ, এই বলভদ্র, এই সত্যভাষা, এই আমি, আমরা
সকলে তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, রাজ্যের মঙ্গলের নিমিত্ত
এই রত্নমালা তুমিই পূর্ববৎ ধারণ কর । তুমিই ইহা ধারণ
করিতে সমর্থ । ইহা তোমার নিকট থাকিলে সমুদায় রাজ্যের
কুশল হইবে । তুমি এবিষয় অস্বীকার করিও না ।

কৃষ্ণ এই কথা বলিলে অত্রুর তথাস্তু বলিয়া সেই মহারত্ন
গ্রহণ করিলেন । সেই দিন অবধি অত্রুর, সাতিশয় তেজঃ-
পুঞ্জদ্বারা জাজ্বল্যমান সেই মণিরত্ন প্রকাশ্যরূপে কণ্ঠে ধারণ করিয়া
দিবাকরের ন্যায় কিরণজাল বিস্তার পূর্বক বিচরণ করিতেন । ৭০

ইত্যেতাং ভগবতে। মিথ্যাভিশস্তিকালনাং যঃ
স্মরতি, ন তস্য কদাচিদম্পাপি মিথ্যাভিশস্তিভবতি,
অব্যাহতেন্দ্রিয়শ্চাখিলপাপমোক্ষমবাপ্নোতি ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থে ২৭শে
ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

— • —

যে ব্যক্তি, ভগবান্ কৃষ্ণের এই মিথ্যা কলঙ্ক কালন বিবরণ
স্মরণ করে, তাহার উপর কখন কিছুমাত্রও মিথ্যা কলঙ্ক আরো-
পিত হয় না। তাহার ইন্দ্রিয় সমুদায় অব্যাহত থাকে। পরি-
শেষে সে ব্যক্তি নিখিল পাপপুঞ্জ হইতে মুক্ত হয়। ৭১

বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থ অংশ ত্রয়োদশ অধ্যায়
সমাপ্ত ।

—

বিষ্ণুপুরাণম্ ।

চতুর্থোঃশঃ ।

চতুর্দশাধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

অনমিত্রস্ত্যাজঃ* শিনির্নামাভবৎ । তস্ত্যাপি সত্যকঃ,
সত্যকাৎ সাত্যকিঃ, যুযুধাননামা, ততোপাসঙ্গঃ† তৎ-
পুত্রশ্চ তূণিঃ,‡ তূণেয়ুগন্ধর ইতি শৈনেয়াঃ ॥ ১ ॥

অনমিত্রস্ত্যোবানুয়ে পৃশ্নিঃ,* তস্মাচ্চ স্বফল্কঃ । তৎ-
প্রভাবঃ কথিত এব । স্বফল্কস্য কনীয়াংশ্চিত্রকো নামা-

পরশর কহিলেন । অনমিত্রের অনুজের (পুত্রের) নাম
শিনি । শিনির পুত্র সত্যক, সত্যকের পুত্র সাত্যকি, সাত্যকির
একটি নাম যুযুধান । যুযুধান হইতে অসঙ্গ, (অংশগ) অসঙ্গ
হইতে তূণি (ক্রূণি) তূণি হইতে যুগন্ধর উৎপন্ন হইলেন ।
ইহারা শিনির বংশীয় । ১

অনমিত্রের আর একটি পুত্র হইয়াছিল । তাহার নাম পৃশ্নি
পৃশ্নির পুত্রের নাম স্বফল্ক । স্বফল্কের প্রভাব পূর্বেই বর্ণন

* অনমিত্রস্ত্যাজঃ ইত্যপাঠান্তরম্ ।

† ততোপাসংগ ইতি বা পঠ্যতাম্ ।

‡ তৎপুত্রশ্চ তূণিঃ ইতি, ত্রূণিঃ ইতি বা পঠনীয়ম্ ।

* অন্যঃ পৃশ্নিঃ ইত্যপেচিৎপঠতি ।

ভবৎ ভ্রাতা। স্বফল্কাদক্রুরো গান্ধিন্যাম্ অভবৎ।
 তথোপমদংশু--মৃদর-বিশারি-মেজয়--গিরিঙ্কজোপক্ষত্র-
 শক্রশ্ব-বিমর্দন-ধর্মধৃক্-দৃষ্টশর্ম্ম-গঙ্কমোজাবাহ-প্রতিবা-
 হাখ্যাঃ* পুত্রাঃ, স্মৃতারাখ্যা চ কন্যা। দেববান্ উপদেবশ্চ
 অক্রুরপুত্রো। পৃথু-বিপৃথু-প্রমুখাঃ চিত্রকশ্চ পুত্রা
 বহবোহভবন্ ॥ ২ ॥

কুকুর-ভজমান-শুচিকম্বল-বহিষাখ্যাঃ তথা অন্ধকশ্চ
 চত্বারঃ পুত্রাঃ ॥ ৩ ॥

কুকুরাৎ ধৃষ্টঃ, † তস্মাচ্চ কপোতরোমা, ততশ্চ
 বিলোমা, তস্মাদপি তুষ্করুমখা ভবসংজ্ঞকশ্চন্দনোদক-

করিয়াছি। স্বফল্কের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম চিত্রক। স্বফল্ক
 হইতে গান্ধিনীর গর্ভে অক্রুরের জন্ম হয়। এতদ্ব্যতীত উপমদংশু,
 মৃদর, (মদংশু) বিশারি, মেজয়, গিরিঙ্কজ, উপক্ষত্র, শক্রশ্ব,
 বিমর্দন, (অরিমর্দন) ধর্ম্মধৃক্, দৃষ্টশর্ম্মা, গঙ্কমোজ, অবাহ ও
 প্রতিবাহ নামে অনেকগুলি পুত্র জন্মিয়াছিল। ইহার একটি
 কন্যা হইয়াছিল, তাহার নাম স্মৃতারা। অক্রুরের দুইটি পুত্র
 জন্মে, তাহাদের নাম দেববান্ ও উপদেব। চিত্রকের অনেক-
 গুলি পুত্র হইয়াছিল। তাহাদের নাম পৃথু, বিপৃথু প্রভৃতি। †

(সাত্ত্বততনয়) অন্ধকের চারিটি পুত্র উৎপন্ন হয়। তাহা-
 দের নাম—কুকুর, ভজমান, শুচিকম্বল ও বহিষ। † কুকুরের পুত্র
 ধৃষ্ট, (রিষ্ট বা রুষ্টি) ধৃষ্টের পুত্র কপোতরোমা, কপোত-

* যদিও ইত্যত্র মদংশুরিতি, বিমর্দন ইত্যত্র অরিমর্দন ইতি, দৃষ্টশর্ম্ম ইত্যত্র
 ধৃষ্টিবদ্য ইতি নামান্তরং পুস্তকান্তরে লভ্যতে।

† রিষ্ট ইতি, ধৃষ্টিরিতি চ ধৃষ্টস্য নামান্তরং পুস্তকান্তরে দৃশ্যতে।

দুন্দুভিঃ । ততশ্চাভিজিৎ, ততঃ পুনর্বসুঃ, তত্শাপ্যা-
ছকঃপুত্রঃ, আছকী কন্যাভূৎ ॥ ৪ ॥

আছকস্য দেবকোঽসেনৌ দ্বৌ পুত্রৌ । দেববানুপদে-
বশ্চ সুদেবো দেবরক্ষিতো দেবকস্তাপি চত্বারঃ পুত্রাঃ ।
তেষাঞ্চ রুকদেবা উপাদেবা দেবরক্ষিতা শ্রীদেবা শান্তি-
দেবা সহদেবা দেবকী চ সপ্ত ভগিন্যঃ । তাশ্চ সর্বা এব
বসুদেব উপযেমে । উগ্রসেনস্তাপি কংস-ন্যাগ্রোধ-
সুনাম-কঙ্ক-শঙ্কু স্বভূমি-রাষ্ট্রপাল-যুদ্ধযুষ্টি-তুষ্টিমৎ-সংজ্ঞাঃ
পুত্রাঃ ; কংসা-কংসবতী-সুতনু-রাষ্ট্রপালী-কঙ্কী চোত্র-
সেনতনুজাঃ ॥ ৫ ॥

রোমার পুত্র বিলোমা, বিলোমা হইতে তুষ্ণুর স্রবণ ভব উৎপন্ন
হইলেন । “ চন্দ্রনোদক দুন্দুভি ” এই উপাধিধারা ইনি বিখ্যাত
ছিলেন । তবের পুত্র অভিজিৎ, অভিজিৎের পুত্র পুনর্বসু,
পুনর্বসু হইতে আছক নামে পুত্র ও আছকী নামে কন্যা
উৎপন্ন হইয়াছিল । *

আছকের দুইটি পুত্র হয় । তাহাদের নাম দেবক ও উগ্র-
সেন । দেবকের চারি পুত্র । তাহাদের নাম দেববানু, উপদেব,
সুদেব ও দেবরক্ষিত । এতদ্ব্যতীত দেবকের সাতটি কন্যা হই-
য়াছিল । এই কন্যাদিগের নাম—রুকদেবা, উপদেবা, দেব-
রক্ষিতা, শ্রীদেবা, শান্তিদেবা, সহদেবা ও দেবকী । বসুদেব এই
সাত ভগিনীকেই বিবাহ করেন । উগ্রসেনের অনেকগুলি পুত্র
হইয়াছিল । তাহাদের নাম—কংস, ন্যাগ্রোধ, সুনাম, কঙ্ক, শঙ্কু,
স্বভূমি, রাষ্ট্রপাল, যুদ্ধযুষ্টি ও তুষ্টিমান । উগ্রসেনের কন্যাদি-
গের নাম কংসা, কংসবতী, সুতনু, রাষ্ট্রপালী ও কঙ্কী । *

ভজমানাচ্চ বিদূরথঃ পুত্রোহভবৎ । বিদূরথাৎ শূরঃ,
শূরাৎ শমী, শমিনঃ প্রতিকল্পঃ, তস্মাৎ স্বপ্নস্তোজঃ,
ততশ্চ হৃদিকঃ ॥ ৬ ॥

ততশ্চ কৃতবর্মা, তস্মাৎ শতধনুর্দেবমীচু বাদ্যা বভূবুঃ ॥৭
দেবমীচুস্য শূরঃ, শূরস্যাপি মারিষা নাম পত্ন্য-
ভবৎ ॥ ৮ ॥

তস্যাঞ্চাসৌ দশ পুত্রানজনয়ৎ বসুদেবপূর্বান ।
বসুদেবস্য জাতমাত্রসৌব এতদগৃহে ভগবদংশাবতার-
মব্যাহতদৃষ্ঠ্যা পশ্যন্তির্দেবৈঃ দিব্যা আনকা দুন্দুভয়শ্চ
বাদিতাঃ ॥ ৯ ॥

ততস্তদৈবানকদুন্দুভিসংজ্ঞামবাপ । তস্যাপি দেব-
ভাগ-দেবশ্রবোহনাধৃষ্টিঃ । কক্কক-বৎসবালক-স্বপ্নয়-

ভজমানের পুত্র বিদূরথ, বিদূরথ হইতে শূব, শূব হইতে
শমী, শমী হইতে প্রতিকল্প, প্রতিকল্প হইতে স্বপ্নস্তোজ, স্বপ্ন-
স্তোজ হইতে হৃদিক, * হৃদিক হইতে কৃতবর্মা, কৃতবর্মা হইতে
শতধনু, দেবমীচুস্য প্রভৃতি পুত্র উৎপন্ন হইল ।^১

দেবমীচুস্যের পুত্রের নাম শূর । শূরের পত্নীর নাম মারিষা ।^২
দেবমীচুস্য হইতে মারিষার গর্ভে দশটি পুত্র উৎপন্ন হইল । তাহা-
দের নাম বসুদেব প্রভৃতি । বসুদেব জন্ম পরিগ্রহ করিবামাত্র,
দেবতারা দিব্য দৃষ্টিতে দেখিলেন যে, তাঁহার গৃহে ভগবান্
বিষ্ণু অংশ দ্বারা অবতীর্ণ হইবেন, স্মতরাং তাঁহার দিব্য
আনক (পটহ) ও দুন্দুভি (তেরু) বাজাইতে লাগিলেন ।^৩ এই
কারণে বসুদেব আনকদুন্দুভি নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন ।

বসুদেবের অপর নয় ভ্রাতার নাম দেবভাগ, দেবশ্রবঃ, অনা-

শ্যাম-শমীক-গণ্ডুষ-সংজ্ঞা নব ভ্রাতরো বভূবুঃ, পৃথা-
ক্রতদেবাঃ ক্রতকীর্তিঃ ক্রতশ্রবা রাজাধিদেবী চ বসু-
দেবাদীনাং পঞ্চ ভগিন্যোহভবন্ । শূরশ্চ চ কুন্তিভো-
জনায়া সখাভবৎ ।* তস্মৈ চাপুত্রায় পৃথামাত্মজাং
বিধিনা শূরোহদদৎ । তাম্ পাণ্ডুরবাহ । তস্মাঞ্চ ধর্ম্মা-
নিল-শট্কে-যুধিষ্ঠির-ভীমার্জ্জুনান্যাস্ত্রয়ঃ পুত্রাঃ সমুৎ-
পাদিতাঃ । পূর্ব্বমনুচায়াশ্চ ভগবতা ভাস্বতা কর্ণাখ্যঃ
কানীনঃ পুত্রোহজন্যত ॥ ১০ ॥

তস্মাশ্চ সপত্নী মাদ্রী নামাভবৎ । তস্মাঞ্চ নাসত্য-
শ্রাভ্যাং নকুল-সহদেবৌ পাণ্ডোঃ পুত্রৌ জনিতৌ ।

যুধিষ্ঠি, করুঙ্কক, বৎসবালক, সঞ্জয়, শ্যাম, শমীক, ও গণ্ডুষ ।
ইহাদের পাঁচটি ভগিনী ছিল । এই ভগিনীগণের নাম—পৃথা,
ক্রতদেবা, ক্রতকীর্তি, ক্রতশ্রবা ও রাজাধিদেবী ।

শূরের কুন্তিভোজ নামে এক সখা ছিলেন । কুন্তিভোজের
পুত্র হয় নাই । শূর, এই অপুত্র কুন্তিভোজকে (দত্তক-) বিধা-
নানুসারে পৃথানাম্নী কন্যা প্রদান করিলেন । পাণ্ডু এই পৃথাকে
বিবাহ করেন ।

ধর্ম্ম, বায়ু ও ইন্দ্র হইতে এই পৃথার গর্ভে যুধিষ্ঠির ভীম ও
অর্জুন নামক তিনটি কুমার উৎপন্ন হয় । ইহার পূর্বে অনুচা-
বস্থায় ভগবান্ দিবাকর হইতে কর্ণ নামে একটি কানীন পুত্র
উৎপন্ন হইয়াছিল ।* পৃথার সপত্নীর নাম মাদ্রী । অশ্বিনী-
কুমারযুগল, এই মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেব নামে পাণ্ডুর
অপর দুইটি পুত্র উৎপাদন করেন ।

ঋতদেবান্তু বৃদ্ধশর্মা নাম কারুষ* উপযেমে । তস্যাং
দন্তবক্রো নামা মহাসুরো জজ্ঞে । ঋতকীর্ত্তির্মপি কৈ-
কেয়রাজ উপযেমে । তস্যাং সন্তর্দ্দনাদয়ঃ পঞ্চ কৈকেয়াঃ
পুত্রা বভূবুঃ । রাজাধিদেব্যামাবন্ত্যৌ বিন্দানুবিন্দৌ
জজ্ঞাতে ॥ ১০ ॥

ঋতশ্রবসমপি চেদিরাজে। দমযোষনামা উপ-
যেমে । তস্যাং শিশুপালম্ উৎপাদয়ামাস । স হি পূর্ব-
মপ্যনাচারবিক্রমসম্পন্নোঃ দৈত্যাদি-পুরুষো হিরণ্যকশি-
পুরভূৎ ॥ ১১ ॥

যশচ ভগবতা সকললোকগুরুণা যাতিতঃ পুন-

বৃদ্ধশর্মা নামক কারুষ (পুথার ভগিনী) ঋতদেবাকে বিবাহ
করেন । এই ঋতদেবার গর্ভে দন্তবক্র নামে মহাসুর জন্ম পরি-
গ্রহ করিয়াছিল । কৈকেয়রাজ ঋতকীর্ত্তির পাণিগ্রহণ করিয়া-
ছিলেন । এই ঋতকীর্ত্তির গর্ভে সন্তর্দ্দন প্রভৃতি পঞ্চ কৈকেয়
উৎপন্ন হইয়াছিল । রাজাধিদেবার গর্ভে অবন্তিদেবীস্ব বিন্দ ও
অনুবিন্দ জন্ম পরিগ্রহ করেন ।

চেদিরাজ দমযোষ, ঋতশ্রবাকে বিবাহ করিয়াছিলেন । এই
দমযোষ হইতে ঋতশ্রবার গর্ভে শিশুপালের জন্ম হয় । এই
শিশুপাল পূর্বজন্মে অনাচারী বিক্রমসম্পন্ন হিরণ্যকশিপু নামক
দৈত্যাদিগের আদিপুরুষ ছিল ।^১ সকল, লোকগুরু ভগবান্
বিষ্ণু তাহার জীবন বিনাশ করিয়াছিলেন । এই হিরণ্যকশিপু

* কারুষঃ কুরুষদেবীয়া রাজা । কারুষ ইতি বা পঠ্যতাম্ ।

† দন্তবক্রো নাম ইতি পাঠান্তরম্ । মহাভারতেহপ্যেবং পাঠান্তরং দৃশ্যতে ।

‡ স হি পুণ্ড্রমুদারবিক্রমসম্পন্ন ইতি কেচিৎ পঠান্তি ।

রপাক্ষত্ববীৰ্য্যশৌৰ্য্যসম্পৎপরাক্রমগুণঃ সমাক্রান্তসকল-
ত্রিলোকেশ্বর প্রতাপো দশাননোহিবৎ ॥ ১২ ॥

বহুকালোপভুক্ত--ভগবৎসকাশাদেবাণ্ড--শরীর-
পাতোক্তব-পুণ্যফলোৎথ * ভগবতৈব রাঘবরূপিণা
সোহপি নিধনমুপনীতঃ চেদিরাজ-দমঘোষ-পুত্রঃ
শিশুপালনামাভবৎ ॥ ১৩ ॥

শিশুপালত্বে চ ভগবতো ভূভারাবতারণারাব-
তীর্ণাংশস্য পুণ্ডরীকনয়নাখ্যস্য উপরি দ্বেষানুবন্ধমতি-
তরাং চকার । ভগবতা চ নিধনমুপনীতঃ, তত্ৰৈব পর-
মাত্মভূতে মনসস্তদৈকাগ্রতয়া † তত্ৰৈব সাযুজ্য-
ন্বাপ ॥১৪॥

পুনর্বার রাবণ হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিল । তাহার শৌৰ্য্য বীৰ্য্য ,
পরাক্রম প্রভৃতি সমুদায় সম্পত্তি অখণ্ডনীয় হইল । এই রাবণ,
ত্রিলোকনাথ দেবরাজের সমুদায় প্রতাপ অধিকার করিল ।^{১২}
পুনঃপুনঃ ভগবান্ হইতে তাহার শরীর পাত হওতে তজ্জনিত
পুণ্য-ফলে পুনর্বার সেই রাবণ রামরূপী ভগবান্ কর্তৃকই নিহত
হইল । অনন্তর রাবণ পরজন্মে চেদিরাজ দমঘোষের পুত্ররূপে
জন্ম পরিগ্রহ করিয়া শিশুপাল এই নাম ধারণ করিল ।^{১৩} এই
শিশুপালও ভূতার হরণের নিমিত্ত অবতীর্ণ ভগবান্ পুণ্ডরী-
কাক্ষের অংশ কৃষ্ণের প্রতি সাতিশয় বিদেষভাব প্রকাশ করিতে
লাগিল ; ভগবান্ও তাহাকে বিনষ্ট করিলেন । সেই পরমাত্ম-
স্বরূপ কৃষ্ণে তাহার মনের একাগ্রতা থাকাতে সে তাঁহাতে লীন ও

* ভুক্তভোগ-ভগবৎ-সকাশাণ্ড-শরীরপাতোক্তব-পুণ্যফলোপভোগান্তে ইতি
কচিৎ পাঠঃ ।

† মনস একাগ্রতয়া ইতি বা পাঠঃ ।

ভগবান্ হি প্রসন্নো যথাভিলষিতং দদাতি, অপ্র-
সন্নোহপি নিম্নং দিব্যমনুপমং স্থানং প্রযচ্ছতি ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেহংশে
চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

মুক্ত হইল।^{১৪} (ইহার কারণ এই যে) ভগবান্ যদি প্রসন্ন
হন, তাহা হইলে অভিলষিত বস্তু প্রদান করিয়া থাকেন,
যদি অপ্রসন্ন হইয়া বিনাশ করেন, তাহা হইলেও সেই বিদ্বেষীকে
দিব্য অনুপম লোকে প্রেরণ করেন।^{১৫}

বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থাংশ, চতুর্দশ অধ্যায়
সমাপ্ত ।

বিষ্ণুপুরাণম্ ।

চতুর্থোঃশঃ ।

পঞ্চদশাধ্যায়ঃ ।

মৈত্রেয় উবাচ ।

হিরণ্যকশিপুত্বে চ রাবণত্বে চ বিষ্ণুনা ।

অবাপ নিহতো ভোগান্ অপ্রাপ্যানমরৈরপি ॥

ন লয়ং তত্র তেনৈব নিহতঃ স কথং পুনঃ ।

সম্প্রাপ্তঃ শিশুপালত্বে সায়ুজ্যং শাস্বতে হরৌ ॥

এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং সৰ্ব্বধৰ্মভূতাং বর ।

কৌতুহলপরেণৈতং পৃচ্ছো মে বক্তুমহসি ॥ ১ ॥

মৈত্রেয় কহিলেন । হিরণ্যকশিপু ও রাবণ, বিষ্ণু কর্তৃক নিহত হইয়া (পর জন্মে) বিবিধ ঐশ্বর্য্য ও বিবিধ ভোগ্য বস্তু লাভ করিয়াছিল । তাহারা বিষ্ণু কর্তৃক নিহত হইয়াও কিজন্য তাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হইল না? এবং তাহারা যখন শিশুপাল হইয়াছিল, তখন সেই শাস্বত হরিতে লীন হইল, ইহার কারণ কি? ধার্মিকশ্রেষ্ঠ! আমি এ বিষয় শ্রবণ করিতে বাসনা করি । আমি কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি; আপনি আমার নিকট বলুন ।’

পরশর উবাচ ।

দৈত্যেশ্বরস্য তু বধায়াখিললোকোৎপত্তি-স্থিতি-
বিনাশ-কারিণা পূর্বতনুং গৃহতা* নৃসিংহরূপমাবিক্-
তম্ । তত্র হিরণ্যকশিপোর্নিষ্কুরয়মিত্যেবং ন মনস্যভূৎ ॥২

নিরতিশয়-পুণ্যজাত-সম্ভূতমেতৎ সত্বমিতি রজো-
দ্রেকপ্রেরিতৈকাগ্রমতিসুজ্ঞাবনাযোগাৎ ততোহবাশ্ত-
বধহৈতুকীং নিরতিশয়ামেবাখিল-ত্রৈলোক্যাধিকা-
ধারিণীং দশাননত্বে ভোগসংপদমবাপ ॥ ৩ ॥

নাতস্তস্মিন্ অনাদিনিধনে পরব্রহ্মভূতে ভগবত্যনা-
লম্বনীরূতে মনসস্তত্র লয়ম্† ॥ ৪ ॥

পরশর কহিলেন । নিখিল লোকের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারী
(ভগবান্ বিষ্ণু) যখন দৈত্যেশ্বর হিরণ্যকশিপুর বিনাশের
নিমিত্ত অভূতপূর্ব মূর্তি অবলম্বন করেন, তখন তিনি নৃসিংহরূপ
ধারণ করিয়াছিলেন । সেই নৃসিংহের প্রতি হিরণ্যকশিপু
এরূপ বোধ জন্মে নাই যে, ইনি বিষ্ণু ।^১ সে মনে করিয়াছিল,
এই অপূর্ব প্রাণী, সাতিশয় পুণ্যপুঞ্জ সমুৎপন্ন হইয়াছে । তাহার
অস্তঃকরণ রজোশুণ্ণ দ্বারা এইরূপ একাগ্র হওয়াতে সে সেই (পুণ্য-
পুঞ্জময়) নৃসিংহ মূর্তি ভাবনা করিতে করিতে তাঁহা হইতে
বিনাশ প্রাপ্ত হইল । হিরণ্যকশিপু, এই কারণেই (পর জন্মে)
দশানন নামক রাক্ষসরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াও ত্রৈলোক্যের
একাধিপত্য এবং নিরতিশয় ভোগসম্পত্তি লাভ করিল ।^২ মৃত্যু-
কালে তাহার অস্তঃকরণ, অনাদি অনন্ত ভগবান্ পরম ব্রহ্মকে

* পূর্বতনুগ্রহণং কুর্বতা ইতি বা পাঠ্যতাম্ ।

† মনসস্তদা লয়ম্ ইতি বা পাঠ্যম্ ।

দশাননত্বেহপ্যনঙ্গপরাধীনয়া জানকী-সমাসক্তচেত-
সো দাসরথিরূপধারিণঃ তদ্রূপদর্শনমেবাসীৎ, নান্নম-
চ্যুত ইত্যাসক্তির্বিপদ্যতোহন্তঃকরণস্য* মানুষ্যবুদ্ধিরেব
কেবলমভূৎ ॥ ৫ ॥

পুনরচ্যুত-বিনিমিতমাত্রফলমখিল-ভূমণ্ডল-শ্লাঘ্য-
চেদিরাজকুলজন্মাব্যাহতং চৈশ্বর্যং শিশুপালত্বে চ
অবাপ ॥ ৬ ॥

তত্র ত্রিখিলান্যেব ভগবন্নামকারণান্যভবন্। ততশ্চ
তৎকারণকৃতানাং তেষামশেষাণামেবাচ্যুতনাম্মানবর-

অলক্ষন বা চিন্তা করে নাই, এই কারণে তাঁহাতে সে লয় প্রাপ্ত
হইতে পারে নাই।*

-- ❀ --

হিরণ্যকশিপু যখন দশানন রূপে জন্ম পরিগ্রহ করিল, তখন
তাহার হৃদয় জনকতনয়ার প্রতি আসক্ত ও অনঙ্গ-পরতন্ত্র ছিল।
তখন রামরূপধারী ভগবান্কে দর্শন করিয়া তাহার অন্তঃকরণে
কেবল মানুষ্যবুদ্ধিই জন্মিয়াছিল। যখন তাহার মৃত্যু হয়, তখন
তাহার একরূপ দৃঢ় সংস্কার ছিল যে, ইনি অচ্যুত নহেন, ইনি
মানুষ্য।* যখন রাগণ ভগবান্ অচ্যুতের হস্তে বিনিহত হইল,
তখন সে সেই একমাত্র অচ্যুত হস্তে মৃত্যু-জনিত পুণ্যবলে লিখিল
ভূমণ্ডল মধ্যে শ্লাঘ্য চেদিরাজকূলে জন্ম ও অব্যাহত ঐশ্বর্য লাভ
করিয়া শিশুপাল নামে বিখ্যাত হইল।* এই জন্মে ভগবানের
নাম উচ্চারণ করিবার তাহার অনেকগুলি কারণ ঘটিয়াছিল।
অনেক জন্মে কৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষ ভাব থাকাতে ঐ শিশুপাল
সন্তর্জক কালে যখন ঐ ভগবানের নিন্দা করিতে লাগিল, তখন

* বিপদ্যতোহপ্যন্তঃকরণস্য ইতি বা পাঠঃ ।

তমনেকজন্ম-সংবর্দ্ধিত-বিদ্বেষানুবন্ধি-চিভো। বিনিন্দন-
সন্তর্জনাদিষু উচ্চারণমকরোৎ ॥ ৭ ॥

তচ্চ রূপমুৎফুল্ল-পদ্মদলমলাক্ষমভ্যাজ্জল-পীতবস্ত্র-
ধার্যমলকিরীট-কেয়ূর-কটকোপশোভিতমুদারপীবর-চতু-
র্কীল শঙ্খ-চক্র-গদাসি-ধরম্ অতিপ্রীত-বৈরানুভাবাৎ*
অটন-ভোজন-স্নানাসন-শয়নাদিষবস্থান্তরেষু নৈবাপযযাব-
স্যাঅুচেতসঃ ॥ ৮ ॥

ততস্তমেবাক্রোশেষুচ্চারণন্ তমেব হৃদয়ে ধারয়-
নানুবধায় ভগবদন্ত-চক্রাংশুমালোজ্জ্বলমক্ষয়তেজঃ-
স্বরূপং পরমত্রক্ষস্বরূপমপগতরাগদ্বৈবাদিদোষং† ভগ-
বন্তমদ্রাক্ষীৎ ॥ ৯ ॥

অনবরত তন্তুৎকারণে তাঁহার সমুদায় নাম উচ্চারণ করিয়াছিল।
অতীব প্রগাঢ় বৈরানুবন্ধ হেতু গমন ভোজন স্নান উপবেশন শয়ন
প্রভৃতি সমুদায় অবস্থাতেই অনন্যচিত্ত শিশুপালের চিন্ত হইতে
সেই প্রফুল্ল অমল-কমলদল-সদৃশ-লোচনযুগল-মুশোভিত অভ্যু-
জ্জ্বল পীতবসনধারী সুবিমল-কিরীট-কেয়ূর-কটক প্রভৃতি ভূষণে
বিভূষিত উদার পীবর বাহুচতুষ্টয় দ্বারা শঙ্খ চক্র গদা খড়্গধারী
রূক্ষমূর্তি ক্ষণমাত্রও অস্তহিত হয় নাই।^৮ শিশুপাল যখন আক্রোশ
পূর্বক পুনঃপুনঃ রূক্ষ নাম উচ্চারণ করিতে লাগিল ও তজ্জন্য যখন
রূক্ষমূর্তি তাহার হৃদয়ে জাগরুক থাকিল, সেই সময় ভগবান্ রূক্ষ
তাহার বিনাশের নিমিত্ত চক্র নিক্ষেপ করিলেন। পরে শিশুপাল,
সেই চক্রের কিরণাবলী দ্বারা সমুজ্জ্বল অক্ষয় তেজঃস্বরূপ পরম-

* অতিপ্রীত-বৈরানুভাবাৎ ইত্যপি পাঠঃ।

† অপগতরাগদ্বৈবাদিদোষ ইতি বহু পুস্তকেষু দৃশ্যতে।

তাবচ্চ ভগবচ্চক্রেণাশু ব্যাপাদিতঃ । তেন তৎ-
স্মরণ-দক্ষাখিলাঘসঞ্চয়ো ভগবতৈবান্তমুপনীতঃ তস্মি-
ন্নেব লয়মুপযযৌ । এতৎ তবাখিলং ময়াভিহিতম্ ।
ভগবানিহ কীর্তিতঃ* সংস্মৃতশ্চ দ্বেষানুবন্ধেনাপ্যাখিল-
সুরাসুরাদি-দুর্লভং ফলং প্রযচ্ছতি, কিমুত সম্যক্ ভক্তি-
মতাম্ ॥১০॥

বসুদেবস্যানকদুন্দুভেঃ পৌরবী-রোহিণী-মদিরা-
ভদ্রা-দেবকী-প্রমুখা-বহ্ন্যঃ পত্ন্যোহিতবন্ ॥ ১১ ॥

ব্রহ্মস্বরূপ রাগদ্বेषাদি দোষ পরিশূন্য ভগবান্কে দেখিতে পাইল ।^১
এই সময়েই শিশুপাল ভগবানের চক্র দ্বারা দেহ পরিত্যাগ
করিল । যে ক্ষণে ভগবান্ কৃষ্ণের স্মরণ দ্বারা তাহার সমুদায়
পাপপুঞ্জ ক্ষয় হইল, সেই ক্ষণেই ভগবান্ তাহার মস্তক ছেদন
করেন । এই কারণেই শিশুপাল পরম ব্রহ্ম কৃষ্ণে লয়প্রাপ্ত
হইয়াছে ।

এই তোমার নিকট সমুদায় कहিলাম । যদি কোন ব্যক্তি
বিদ্বেষ পূর্বক ভগবান্ বিষ্ণুকে স্মরণ করে বা তাঁহার নাম কীর্তন
করে, তাহা হইলেও তিনি তাহাকে সমুদায় সুরাসুরের দুর্লভ
মোক্ষরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকেন । কোন ব্যক্তি উত্তম ভক্তি-
যুক্ত হইয়া তাঁহার নাম কীর্তন ও তাঁহাকে স্মরণ করিলে যে মুক্তি
লাভ করে, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র ।^২

আনকদুন্দুভি বসুদেবের অনেকগুলি পত্নী ছিলেন । তাঁহাদের
নাম—পৌরবী অর্থাৎ পুরুবংশসম্ভূতা রোহিণী, মদিরা, ভদ্রা,

* অয়ং হি ভগবান্ কীর্তিত ইতি বা পাঠ্যম্ ।

বলভদ্র-শারণ-শঠ-দুর্মদাদীন্ পুত্রান্ রোহিণ্যামানক-
 দুন্দুভিরুৎপাদয়ামাস । বলভদ্রোহপি রেবত্যাং নিশ-
 ঠোল্মুকৌ পুত্রাবজনয়ৎ । মার্কি-মার্ষিমচ্ছিশি-শিশু-
 সত্যধৃতি-প্রমুখাঃ * শারণস্যাভুজাঃ । ভদ্রাশ্ব-ভদ্রবাহু-
 দুর্দম-ভূতাদ্যা রোহিণ্যাঃ কুলজাঃ ॥ ১২ ॥

নন্দোপনন্দকৃতকাদ্যা মদিরাস্যাস্তনয়াঃ । ভজ্যাস্শেচা-
 পনিধি-গদাদ্যাঃ । বৈশাল্যা চ কৌশিকমেকমজনয়দানক-
 দুন্দভিঃ । দেবক্যামপি কীর্ত্তিমৎ-সুষেণোদাপি-ভদ্রসেন-
 ঞ্জুদাস-ভদ্রদেহাখ্যাঃ † যচ্ পুত্রা জজিরে ॥ ১৩ ॥

দেবকী প্রভৃতি ।^{১১} আনকদুন্দুভি হইতে, রোহিণীর গর্ভে বল-
 ভদ্র, শারণ, শঠ, দুর্মদ প্রভৃতি পুত্র উৎপন্ন হইল । বলভদ্র
 হইতে রেবতীর গর্ভে দুই পুত্র জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিল । তাহা-
 দের নাম—নিশঠ ও উল্মুক । শারণের অনেকগুলি পুত্র হইয়া-
 ছিল ; তাহাদের নাম—মার্কি, মার্ষিমান্, শিশী, শিশু ও সত্য-
 ধৃতি । ভদ্রাশ্ব, ভদ্রবাহু, দুর্দম (দুর্গম) ও ভূত প্রভৃতি ইহারা
 রোহিণীর বংশে উৎপন্ন ।^{১২} মদিরার পুত্রগণের নাম—নন্দ উপ-
 নন্দ কৃতক প্রভৃতি । ভদ্রার পুত্রগণের নাম—উপনিধি গদ
 প্রভৃতি । বসুদেবের বৈশাল্যা নাম্নী পত্নী, একটীমাত্র পুত্র প্রসব
 করিয়াছিলেন । আনকদুন্দুভি হইতে দেবকীর গর্ভে প্রথম ছয়টী

* প্রভৃতি শব্দ থাকিতে পিণ্ডার ও কোষীমর, এই দুই জন লক্ষিত হইতেছেন ।
 রোহিণীর বংশে উৎপন্ন অর্থাৎ রোহিণীর গর্ভজাত । হরিবংশে কথিত আছে, রোহি-
 ণীর দশটী পুত্র । তাঁহাদের নাম—বলভদ্র, শারণ, শঠ, দুর্মদ, ভদ্রাশ্ব, ভদ্র-
 বাহু, দুর্দম, ভূত, পিণ্ডার ও কোষীমর ।^{১২}

• মার্কি ইত্যত্র মার্ষি ইতি, শিশি ইত্যত্র শিশি ইতি কৈশিৎ পঠ্যতে

† ভদ্রদেহ ইত্যত্র ভদ্রদেব ইতি বা পঠ্যতাম্ ।

তাংশ্চ সৰ্বান্বেব কংসো যাতিতবান্ । অনন্তরঞ্চ
সপ্তমং গৰ্ভমর্দ্ধরাত্রে ভগবৎপ্রহিতা যোগনিদ্রা
রোহিণ্যা জঠরমপক্কম্য নীতবতী ॥ ১৪ ॥

কৰ্ষণাচ্চাসাবপি সঙ্কৰ্ষণাখ্যামবাপ ॥ ১৫ ॥

ততঃ সকলজগন্মহাতরুণুলভূতো ভূতাতীত-ভবি-
ষ্যাদি-সকলসুরাসুর-মুনি-মন্মজ-মনসামপ্য-^{*} গোচরো-
ইজ্জতবপ্রমুখৈরনলপ্রমুখৈশ্চ প্রণম্যাবনিভারাবতারণায়
প্রসাদিতো ভগবাননাতিমধ্যে দেবকীগর্ভে সমবততার
বাসুদেবঃ ॥ ১৬ ॥

পুত্র উপন্ন হইয়াছিল । তাহাদের নাম—কীর্তিমান্, স্বধেণ,
উদ্যাপি, ভদ্রসেন, ঋজুদাস ও ভদ্রদেহ ।^{১০} কংস এই ছয়টী
পুত্রকেই বিনাশ করিয়াছিল । অনন্তর একদা অর্দ্ধরাত্র সময়ে
ভগবৎ-প্রেরিতা যোগনিদ্রা দেবকীর সপ্তম গর্ভ আকর্ষণ করিয়া
রোহিণীর জঠরে স্থাপন করিলেন ।^{১১} এই সঙ্কর্ষণ অর্থাৎ আকর্ষণ
হেতু বলভদ্র সঙ্কর্ষণ নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন ।^{১২} •

অনন্তর যিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ড রূপ মহান্নগের মূলস্বরূপ, দেব
অসুর মুনি মনুষ্য প্রভৃতি অতীত বর্তমান ভবিষ্য সমুদায় জীব-
গণেরও যিনি মনের অগোচর, যাঁহার আদি মধ্য অন্ত কিছুই
বিনির্নয় হয় না, সেই ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট ব্রহ্মা অগ্নি প্রভৃতি
দেবগণ উপস্থিত হইয়া প্রণিপাত পূর্বক প্রসন্ন করিয়া ভূতার
অবতারণের নিমিত্ত (প্রার্থনা করিলে) তিনি দেবকী গর্ভে অব:

^{১০} কংস যখন দেবকীগর্ভসমুত্ত পুত্রগণকে বিনাশ করে, তখন তাহাদের নাম-
করণ হয় নাই, সুতরাং ইহারা পূর্ব জন্মের নামেতেই বিখ্যাত । ১৩

^{*}মুনিজনসমসাপি ইতি পাঠো ন গ্রাহ্যধিকঃ ।

তৎপ্রসাদবিবর্জিতমানাভিমানা চ যোগনিদ্রা নন্দ-
গোপপত্ন্যা যশোদায়া গর্ভমধিষ্ঠিতবতী ॥ ১৭ ॥

* স্নুপ্রসন্নাদিত্যচন্দ্রাদিগ্রহমব্যালাদিভয়ং স্নুস্থ-
মানসমখিলমেবৈতৎ জগদপাস্তাধর্মমভবৎ তস্মিংশ্চ
পুণ্ডরীকনয়নে জায়মানে ॥ ১৮ ॥ .

জাতেন চ তেনাখিলমেবৈতৎ সন্ন্যাসবর্তি জগদ-
ক্রিয়ত । ভগবতোহপ্যত্র মর্ত্যলোকেহবতীর্ণস্য ষোড়শ-
সহস্রাণ্যেকোত্তরশতাধিকানি স্ত্রীণামভবন্ । তাসাঞ্চ
রুক্মিণী-সত্যভামা-জাম্ববতী-জালহাসিনী-প্রমুখা অফৌ
পত্ন্যঃ প্রধানাঃ । তাসু চাক্ষুযুতানি লক্ষঞ্চ পুত্রাণাং
ভগবানখিলমূর্তিরনাদিমানজনয়ৎ ॥ ১৯ ॥

তীর্ণ হইলেন ১০ অনন্তর ভগবানের প্রসাদে যোগনিদ্রার সম্মান
ও মহিমা বর্জিত হইলে ঐ যোগনিদ্রা নন্দগোপপত্নী যশোদার
গর্ভে অবস্থান করিলেন । ১১

পরে ভগবান্ পুণ্ডরীকনয়ন, যখন জন্ম পরিগ্রহ করেন, তৎ-
কালে চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি সমুদায় গ্রহণ স্নুপ্রসন্ন হইল, হিংস্র জন্তুর
ভয় থাকিল না, সমুদায় জগতের অধর্ম নিরাকৃত হইল, সকলেই
স্নুহৃৎ-হৃদয় হইলেন । ১২ অনন্তর ভগবান্ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া
সমুদায় লোককেই সন্ন্যাসবর্তী করিয়াছিলেন । এই মর্ত্য লোকে
ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া ষোড়শ সহস্র এক শত একটী দার পরি-
গ্রহ করেন । এই সকল পত্নীর মধ্যে রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ব-
বতী, জালহাসিনী প্রভৃতি আটটী রমণীই প্রধান । অখিলমূর্তি

তেষাঞ্চ প্রদ্যুম্ন-চারুদেষ্ণ-^{*} সাম্বাদয়স্ত্রয়োদশ
প্রধানাঃ । প্রদ্যুম্নে। হি রুক্মিণস্তনয়াং ককুদ্বতীং
নামোপযেমে । তস্যামস্যানিরুদ্ধো জজ্ঞে । অনিরুদ্ধো-
হপি রুক্মিণ এব পৌত্রীং সুভদ্রাং নামোপযেমে ।
তস্যামস্য বজ্রোহভবৎ । বজ্রস্য প্রতিবাহুঃ, তস্যাপি
সুচারুঃ । এবমনেকশতসাহস্রপুরুষসংখ্যস্য † যদুকুলস্য
পুরুষসংখ্যা বর্ষশতৈরপি জ্ঞাতুং ন শক্যতে । যতো
হি শ্লোকাবত্র চরিতার্থো ॥ ২০ ॥

তিস্রঃ কোট্যঃ সহস্রাণামশীতীশীতানি চ ।

ভগবান্ অনাদি কৃষ্ণ, এই সকল পত্নীতে এক লক্ষ অশীতি সহস্র
পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন ।^{১০} এই সমস্ত পুত্রগণের মধ্যে
প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ, সাম্ব প্রভৃতি ত্রয়োদশ পুত্রই প্রধান ।

প্রদ্যুম্ন, রাজ্য রুক্মির কন্যা ককুদ্বতীকে বিবাহ করিলেন ।
পরে ঐ ককুদ্বতীর গর্ভে প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ জন্ম পরিগ্রহ
করেন । অনিরুদ্ধও রুক্মির পৌত্রী সুভদ্রাকে বিবাহ করিয়া-
ছিলেন । অনিরুদ্ধ হইতে সুভদ্রার গর্ভে বজ্রনামক পুত্র উৎপন্ন
হইল । বজ্রের পুত্র প্রতিবাহু, প্রতিবাহুর পুত্র সুচারু । যদু-
কুলে এইরূপ অনেক শত সহস্র পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল । ইহা-
দের সংখ্যা ও নাম শত বৎসরেও পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায় না ।
এ স্থলে দুইটীমাত্র শ্লোক পাঠ করিলেই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে ।^{১০}
যথা —

যদুবংশীয় কুমারগণের অস্ত্রশিক্ষার নিমিত্ত যে সকল গৃহাচার্য্য

* চারুদেষ্ণ ইতি পাঠান্তরম্ ।

† পুরুষসংখ্যস্য ইতি প্রামাণিকঃ পাঠঃ

কুমারাণাং গৃধাচার্যাশ্চাপযোগ্যাশ্চ যে রতাঃ(১)॥২১
 সজ্জানং যাদবানাং কঃ করিষ্যতি মহাভূতানাম্ ।
 যত্রায়ুতানামযুতং লক্ষ্যেণাস্তে শতাদিকম্ (১)॥ ২২ ॥
 দেবাস্থরহতা যে তু দৈতেয়াঃ স্তুমহাবলাঃ ।
 তে চোৎপন্নানুয্যেষু জনোপদ্রবকারিণঃ ॥ ২৩ ॥
 তেষামুৎসাদনার্থায় ভুবি দেবো যদোঃ কুলে ।
 অবতীর্ণঃ কুলশতং যত্রৈকাভ্যধিকং দ্বিজ ॥২৪॥
 বিষ্ণুশ্বেবাং প্রমাণে চ প্রভুত্বে চ ব্যবস্থিতঃ ।
 নিদেশস্থায়িনস্তস্য বভূবুঃ সৰ্ব্বযাদবাঃ ॥ ২৫ ॥

গৃহে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদেরই সজ্জা তিন কোটি অষ্টাশীতি
 লক্ষ । ঐদ্রুশ স্থলে কোন্ ব্যক্তি মহাত্মা যদুবংশীয়দিগের
 সংখ্যা করিতে সমর্থ হইবে ।^{২১} এই বংশে এক পদ্ম দশ
 কোটি এক শত পুরুষই বর্তমান ছিল । মহাবল পরাক্রান্ত যে
 সকল দৈত্য দেবাস্থর সংগ্রামে বিনষ্ট হইয়াছিল, তাহারা অনুযা-
 লোকে উৎপন্ন হইয়া সকলের প্রতি অত্যাচার করিতে আরম্ভ
 করে।^{২২} দেব বিষ্ণু ঐ অনুযাক্রুপী দৈত্যদিগকে উৎসন্ন করি-
 বার নিমিত্ত পৃথিবীতে যদুকুলে অবতীর্ণ হইলেন । এই যদু-
 বংশ একাধিক শত অংশে বিভক্ত হইয়াছিল ।^{২৩} যদুবংশীয় সমু-
 দায় ব্যক্তিই বিষ্ণুকে মান্য করিত এবং বিষ্ণুই ঐ বংশের সক-
 লের প্রভু । যাদবগণ সকলেই ক্রোধের আক্রান্ত হইয়া
 থাকিত ।^{২৪}

যে ব্যক্তি এই বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণের উৎপত্তির বিবরণ সৰ্ব্বদা

* চাপযোগ্যাস্ত পারগা ইতি কচিৎ পাঠঃ ।

† লক্ষ্যেণাস্তে সমাহক ইতি কেচিৎ পাঠস্তি ।

প্রসূতিং বৃষ্টিবীরাণাং যঃ শৃণোতি নরঃ সুদা ।
স সৰ্বপাতকৈমুক্তো বিষ্ণুলোকং প্রপদ্যতে ॥২৬॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুৰ্থেহংশে
পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ।

শ্রবণ করিবেন, তিনি সমুদায় পাপ হইতে নিমুক্ত হইয়া বিষ্ণু-
লোক প্রাপ্ত হইবেন।^{২৫}

বিষ্ণুপুরাণ, চতুৰ্থ অংশ, পঞ্চদশ অধ্যায়
সমাপ্ত ।

বিষ্ণুপুরাণম্।

চতুর্থোহংশঃ ।

ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

পরাশর উবাচ ।

ইত্যেব সমাসতন্ত্রে কথিতঃ ; তুর্কসৌর্কংশমব-
ধারয় ॥ ১ ॥

তুর্কসৌর্কহিরাত্মজঃ, বহ্নের্গোতানুঃ, ততশ্চ
ত্রৈশাষঃ, তস্মাক করন্ধমঃ, তস্মাদপি মরুভঃ, * সোহ-
নপত্যোহভবৎ । ততশ্চ পৌরবং দুয়ন্তং পুত্রমকম্পয়ৎ ।

পরাশর কহিলেন । এই তোমার নিকট সংক্ষেপে (যদুবংশ)
কীর্তন করিলাম । এক্ষণে তুর্কসুর বংশ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ
কর ।^১

তুর্কসুর পুত্র বহ্নি, বহ্নির পুত্র গোতানু, গোতানুর
পুত্র ত্রৈশাষ, (ত্রৈশানু) ত্রৈশাষের পুত্র করন্ধম, করন্ধমের পুত্র
মরুভ । মরুভের সন্তান না হওয়াতে তিনি দুয়ন্ত নামক পুরু-

* মরুভ নিঃসন্তান হওয়াতে দুয়ন্তকে ঋতক পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই
লোক দ্বারা অনুমিত হইতেছে, যযাতি তুর্কসুরকে রাজ্যানর্হৎরূপ শাপ দিয়া
এইরূপ শাপও দিয়াছিলেন যে, তোমার বংশ থাকিবে না । ২

এবং যযাতিশাপাৎ তদ্বংশঃ পৌরবং বংশমাপ্তিভ-
বান্ ॥ ২ ॥

ইতি ত্রিবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেইংশে
ষোড়শোঃ অধ্যায়ঃ ।

বংশীয় রাজকুমারকে পুত্র কল্পনা করিলেন । যযাতির শাপ হেতু
ভূর্কমুর বংশ এইরূপে পুরুবংশ আশ্রয় করিয়াছে ।^২

বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থ অংশ, ষোড়শ অধ্যায়
সমাপ্ত ।

বিষ্ণুপুরাণম্ ।

চতুর্থোহংশঃ ।

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

ক্রহ্যোস্ত্ব তনয়ো বভ্রুঃ ॥ ১ ॥

ততঃ সেতুঃ, সেতুপুত্র আরদ্বান্ নাম,* তদাশ্বজো
গাক্ষারঃ, ততো ধর্মঃ, ধর্মাত্ম ধৃতঃ, ধৃতাত্ম দুর্গমঃ,
ততঃ প্রচেতাঃ, প্রচেতসঃ পুত্রশতম্ অধর্মবহুলানাং
শ্লেচ্ছানামুদীচ্যাदीনামাধিপত্যমকরোৎ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থোহংশে

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ।

পরশর কহিলেন। ক্রহের পুত্র বভ্রু।^১ বভ্রুর পুত্র সেতু,
সেতুর পুত্র আরদ্বান্ (আনক বা আরকান্) আরদ্বানের পুত্র
গাক্ষার, গাক্ষারের পুত্র ধর্ম, ধর্ম হইতে ধৃত, ধৃত হইতে দুর্গম,
দুর্গম হইতে প্রচেতাঃ উৎপন্ন হইলেন। প্রচেতার এক শত
পুত্র হইয়াছিল। ইহারা সকলেই উদীচ্য প্রভৃতি দেশে অধর্ম-
নিরত শ্লেচ্ছ জাতির উপর রাজত্ব করিতে লাগিল।^২ *

বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থাংশ, সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

* আনক ইতি অরকান্ ইতিচ আরদ্বান্ ইত্যস্য নামান্তরং পুস্তকান্তরে লভ্যতে ।

যযাতির পাপ অনুসারে প্রচেতার পুত্রেরা শ্লেচ্ছ বর্ণে রাজত্ব করিয়া শ্লেচ্ছ-
সংসর্গে শ্লেচ্ছ হইয়াছিল । ২

বিষ্ণুপুরাণম্।

চতুর্থোহংশঃ ।

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

যযাতিশ্চতুর্থস্য পুত্রস্য অনোঃ সভানর-চাক্ষুষ-
পরমেকু-সংজ্ঞাস্ত্রয়ঃ পুত্রা বভূবুঃ* । সভানরপুত্রঃ
কালানরঃ, কালানরাৎ সৃঞ্জয়ঃ, সৃঞ্জয়াৎ পুরঞ্জয়ঃ,
তস্মাৎ জনমেজয়ঃ, ততো মহামনিঃ† তস্মাৎ চ মহা-
মনাঃ, তস্মাদপুংশীনব-ভিতিক্ষু দ্বৌ পুত্রৌ উৎপন্নৌ ।

পরশর কহিলেন। যযাতির চতুর্থ পুত্র অনুর তিনটি পুত্র
হইয়াছিল। তাহাদের নাম—সভানর, চাক্ষুষ, (চক্ষু) ও
পরমেকু। সভানরের পুত্র কালানর, কালানর হইতে সৃঞ্জয়,
সৃঞ্জয় হইতে পুরঞ্জয়, পুরঞ্জয় হইতে জনমেজয়, জনমেজয় হইতে
মহামনি, (মেহশাল) মহামনি হইতে মহামনাঃ উৎপন্ন হই-
লেন। মহামনার দুইটি পুত্র জন্মিয়াছিল। তাহাদের নাম

* চাক্ষুষেভ্যল চক্ষুরিতি পাঠান্তরম্ ।

† মহামনিরিত্যত্র মেহশাল ইতি বা পাঠঃ ।

উশীনরস্যাপি শিবি-নৃগ-নর-কুমি-খৰ্ব্বাখ্যাঃ* পঞ্চ
পুত্রা বভূবুঃ। বৃষদৰ্ভ-সুবীর-কৈকেয়-মদ্রকাস্চত্বারঃ
শিবি-পুত্রাঃ। তিতিক্কোরুষদ্রথঃ পুত্রোহভূৎ। ততো
হেমঃ, হেমাৎ সূতপাঃ, তস্মাদ্বলিঃ, যস্য ক্ষেত্রে
দীৰ্ঘতমসঃ অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-সুঙ্গ-পুণ্ড্রাখ্যঃ বালেয়ঃ
ক্ষত্ৰমজ্যাত ॥ ১ ॥

উশীনর ও তিতিক্কু। উশীনর হইতে পাঁচটি পুত্র উৎপন্ন
হয়। তাহাদের নাম—শিবি, নৃগ, নর, (বল) কুমি ও খৰ্ব্ব
(দারু বা দরু বা দার্ব বা দর্ব)। শিবির চারিটি পুত্র হইয়াছিল।
তাহাদের নাম—বৃষদৰ্ভ, সুবীর, (শরীর) কৈকেয় ও মদ্রক।

তিতিক্কুর একটি পুত্র উৎপন্ন হইল। তাহার নাম—উষদ্রথ
(রুষদ্রথ)। উষদ্রথের পুত্র হেম, হেমের পুত্র সূতপাঃ, সূতপা
হইতে বলি উৎপন্ন হইলেন। এই বলির ক্ষেত্রে দীৰ্ঘতমা, পাঁচটি
ক্ষত্রিয়কুমার উৎপাদন করিলেন। এই ক্ষত্রিয়বালকেরা (বলির
ক্ষেত্রে উৎপন্ন বলিয়া) সকলেই বালেয় নামে বিখ্যাত হইলেন।*
ইহাদের নাম—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুঙ্গ ও পুণ্ড্র।†

* নর ইত্যত্র বল ইতি, খৰ্ব্ব ইত্যত্র দারু, দরু, দার্ব, দর্ব ইতি চ
পুস্তকান্তরেণ নামান্তরম্।

† সুবীর ইত্যত্র শরীর ইতি পাঠান্তরম্।

* ১। বলির ক্ষেত্রে অর্থাৎ তৎপত্নীর গর্ভে। ক্ষেত্র শব্দ প্রয়োগ করিবার তাৎপর্য এই
যে, যদিও পরকীয় বীজে সন্তান হইল তথাপি ক্ষেত্র বলির অধিকৃত বলিয়া সন্তান
বলিরই অধিকৃত হইল ততরাং তাহারা বালেয় নামে বিখ্যাত হয়। পূর্বকালে
সন্তান না হইলে কোন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে কিঞ্চিৎ ধন দিয়া তদ্বারা সন্তান উৎপাদন
করাইয়া লইবার রীতি প্রচলিত ছিল। অর্থ দান করাতে বীজ ক্রয় করা সিদ্ধ হইত।

তন্মামসন্ততিসংজ্ঞাশ্চ পঞ্চ বিষয়া বভূবুঃ ॥২॥

অঙ্গসুতঃ পারঃ,* ততো দিবিরথঃ,† তস্মাৎ ধর্ম-
রথঃ, ততঃ চিত্ররথঃ । রোমপাদসংজ্ঞো যস্য পুত্রো
দশরথো জজ্ঞে । যস্মৈ অঙ্গপুত্রো দশরথঃ শাস্তাৎ
নাম কন্যামনপত্যায়° দুহিতৃত্ত্বে যুযোজ ॥৩॥

রোমপাদাচ্চ তুরঙ্গঃ, তস্মাচ্চ পৃথুলাক্ষঃ, তত-
শ্চম্পাঃ । যশ্চম্পাং নিবেশয়ামাস ॥ ৪ ॥

অঙ্গের বংশীয়েরা অঙ্গ নামে, বঙ্গের বংশীয়েরা বঙ্গ নামে,
কলিঙ্গের বংশীয়েরা কলিঙ্গ নামে, স্কন্ধের বংশীয়েরা স্কন্ধ নামে
এবং পুঞ্জের বংশীয়েরা পুঞ্জ নামে বিখ্যাত হইল । পরে ইঁহা-
দের নামানুসারে ইঁহাদের অধিকৃত পাঁচটী দেশ ঐ অঙ্গ, বঙ্গ,
কলিঙ্গ, স্কন্ধ ও পুঞ্জ নামে বিখ্যাত হইয়াছে।*

অঙ্গের পুত্র পার, (পালন) পার হইতে দিবিরথ, (দিব্যরথ) .
দিবিরথ হইতে ধর্মরথ, ধর্মরথ হইতে চিত্ররথ, চিত্ররথ
হইতে রোমপাদ উৎপন্ন হইলেন । রোমপাদের আর একটী নাম
দশরথ । দশরথের পুত্র উৎপন্ন হয় নাই । অঙ্গ রাজার তনয়
দশরথ এই দশরথকে অপুত্র দেখিয়া শাস্তা নাম্নী স্ত্রী তনয়াকে
ভাঁহার পুত্রিকা করিয়া দিলেন ।*

* পার ইত্যত্র পার্শ্ব ইতি বা পঠনীয়ম্ ।

† দিব্যরথ ইতি নামান্তরম্ ।

এইরূপে পাণ্ডু ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়াছে । তৎকালের লোকে ইহা ধর্ম
বলিয়াই মান্য করিত । এমন কি নিঃসন্তান ব্যক্তি সন্তানার্থ ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত না
করিলে পাপস্পর্শ হইত । পরশুরাম যখন সমুদায় কল্লিয় সংহার করিয়াছিলেন, তখন
কল্লিয়পন্থীরা ব্রাহ্মণ সংসর্গে সন্তান প্রসব করাতে পুনর্বার কল্লিয়দিগের
আবির্ভাব হইল ।*

চম্পায়া হর্যাকঃ, ততো ভদ্ররথঃ, বৃহদ্রথঃ, বৃহৎকর্মা
চ। বৃহৎকর্মাণশ্চ বৃহদ্রথঃ, তস্মাদ্ বৃহন্ননাঃ, ততো
জয়দ্রথঃ। জয়দ্রথস্তু ব্রহ্মকল্ভান্তরালসম্ভূত্যাং পত্ন্যাং*
বিজয়ং নাম পুত্রমজীজনৎ ॥৫॥

বিজয়শ্চ ধৃতিং পুত্রমবাপ। তস্মাপি ধৃতব্রতঃ পুত্রোই-
ভূৎ। ধৃতব্রতাৎ সত্যকর্মা, সত্যকর্মাণশ্চ অধিরথঃ।
যোইসৌ গন্ধাং গতে। মঞ্জুষাগতং পৃথাপবিদ্ধং কর্ণং
পুত্রমবাপ ॥ ৬ ॥

রোমপাদেব দ্বিতীয় পুত্রের নাম তুরঙ্গ। তুরঙ্গের পুত্র পুথু-
লাক্ষ, পুথুলাক্ষ হইতে চম্পা উৎপন্ন হইলেন। এই চম্পা চম্পা
নাম্নী নগরী স্থাপন করিয়াছিলেন।* চম্পার পুত্র হর্যাক, হর্যাক
হইতে ভদ্ররথ, ভদ্ররথ হইতে বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথ হইতে বৃহৎকর্মা,
বৃহৎকর্মা হইতে বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথ হইতে বৃহন্ননা, বৃহন্ননা হইতে
জয়দ্রথ, (জয়দ্রথ হইতে ব্রহ্মকল্ভ, ব্রহ্মকল্ভ হইতে তালজঙ্গ)
উৎপন্ন হইলেন। এই জয়দ্রথ (বা তালজঙ্গ) ব্রাহ্মণও ক্ষত্রিয়ের
মধ্যবর্তী সূতজাতীয়া পত্নীতে বিজয় নামক পুত্র উৎপাদন
করিয়াছিলেন।*

(সূত জাতীয়) বিজয়ের একটি পুত্র হইল। তাহার নাম
ধৃতি। ধৃতির পুত্র ধৃতব্রত, ধৃতব্রত হইতে সত্যকর্মা, সত্যকর্মা
হইতে অধিরথ উৎপন্ন হইলেন। এই অধিরথ, একদা গন্ধার
অবতীর্ণ হইয়া মঞ্জুষার মধ্যস্থিত একটী কুমার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

* জয়দ্রথঃ ব্রহ্মকল্ভঃ, ততস্তালজঙ্গঃ সম্ভূত্যাং পত্ন্যাং ইতি কচিং পাঠিঃ।

কর্ণাদ্ব্যসেন ইত্যেতে অঙ্গাঃ ॥৭॥

অতশ্চ পুরোক্তাংশং শ্রোতুমহঁসীতি ॥৮॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেহংশে অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ।

এই কুমার কুম্ভীর অপবিত্র পুত্র* । ইহার নাম কর্ণ ।* কর্ণের পুত্র
ব্রহ্মসেন । ইহার অঙ্গের বংশীয় ।^১ অতঃপর পুরুর বংশাবলী
প্রবণ কর ।^২

বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থ অংশ, অষ্টাদশ অধ্যায়
সমাপ্ত ।

* । মঞ্জু-বা—পেটক । মাতা কলকভয়ে বা অন্য কারণে এসব করিয়াই যে
সন্তানকে পরিত্যাগ করে, তাহার নাম অপবিত্র পুত্র ।*

বিষ্ণুপুরাণম্ ।

চতুর্থোহংশঃ ।

উনবিংশোহধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

পুরোজ্জনমেজয়ঃ পুত্রঃ, তস্যাপি প্রচিন্ধান্, প্রচিন্ধতঃ
প্রবীরঃ,* তস্মান্মনসু্যঃ, মনসোশ্চাভয়দঃ,† তস্যাপি
সুদ্যুম্নঃ, ততো বহুগবঃ, তস্য সম্পাতিঃ, সম্পাতেরহ-
ম্পাতিঃ, ততো রৌদ্রাশ্বঃ । ঋতেয়ুঃ,-কৃতেয়ুঃ,-
কক্ষেয়ুঃ,-স্থণ্ডিলেয়ুঃ,-ধৃতেয়ুঃ,-জলেয়ুঃ,-স্থলেয়ুঃ,-সন্ত-
তেয়ুঃ,-ধনেয়ুঃ,-বনেয়ুঃ,-নামানো‡ রৌদ্রাশ্বস্য দশা-
ত্নজা বভূবুঃ ॥ ১ ॥

পরশর কহিলেন । পুরুর পুত্র জনমেজয়, জনমেজয়ের পুত্র
প্রচিন্ধান্, প্রচিন্ধানের পুত্র প্রবীর, প্রবীর হইতে মনসু্য, মনসু্য
হইতে অভয়দ, অভয়দ হইতে সুদ্যুম্ন, সুদ্যুম্ন হইতে বহুগব,
বহুগব হইতে সম্পাতি, সম্পাতি হইতে অহম্পাতি, অহম্পাতি
হইতে রৌদ্রাশ্ব উৎপন্ন হইলেন । রৌদ্রাশ্বের দশটী পুত্র

* প্রচিন্ধান্, প্রচিন্ধতঃ প্রবীর ইতি পাঠান্তরম্ ।

+ মনসোশ্চ ভয়দ ইতি বা পঠনীয়ম্ ।

† ধৃতেয়ুরিত্যত্র ধৃতেয়ু রিতি, ধনেয়ুরিত্যত্র ধর্মেয়ুরিতি, বনেয়ুরিত্যত্র
রমেয়ুরিতি পাঠান্তরম্ ।

ঋতেয়ো-রস্তিনারঃ পুত্রোহভূৎ । তংস্বম্ অপ্রতি-
রথং ঋবঞ্চ রস্তিনারঃ পুত্রানবাপ । অপ্রতিরথাৎ
কণুঃ, তস্মাপি মেধাতিথিঃ । যতঃ কাণ্ডায়না দ্বিজা
বভূবুঃ । তংসোরৈনিলঃ, ততো* দুয়ন্তাদ্যাশ্চত্বারঃ
পুত্রা বভূবুঃ । দুয়ন্তাচ্চক্রবর্তী ভরতোহভবৎ । যস্মাম-
হেতুর্দেবৈঃ শ্লোকো গীয়তে ।

মাতা ভস্মা পিতুঃ পুত্রো যেন জাতঃ স এব সঃ ।

ভরস্ব পুত্রং দুয়ন্ত ! মাবমংস্থাঃ শকুন্তলান্ ॥ ২ ॥

উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহাদের নাম—ঋতেয়ু, কৃতেয়ু, কক্ষ্যেয়ু,
স্বপ্তিলেয়ু, ধৃতেয়ু, (রুতেয়ু) জলেয়ু, স্থলেয়ু, সন্ততেয়ু,
ধন্মেয়ু, (ধর্ম্মেয়ু) ও বনেয়ু, (রমেয়ু)।* ঋতেয়ুর একটা
পুত্র হইয়াছিল, তাহার নাম রস্তিনার। রস্তিনারের তিনটী
পুত্র জন্মে। তাহাদের নাম—তংস্ব, অপ্রতিরথ ও ঋব।
অপ্রতিরথের পুত্র কণু, কণু হইতে মেধাতিথি উৎপন্ন হইলেন।
এই মেধাতিথি হইতেই কাণ্ডায়ন গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ উৎপন্ন
হইয়াছেন।

তংস্বের পুত্র ইলিন (এলিন)। ইলিন হইতে দুয়ন্ত প্রভৃতি
চারিটী পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। দুয়ন্তের পুত্রের নাম ভরত।
ভরত, রাজচক্রবর্তী হইয়াছিলেন। (দুয়ন্ত গর্ভবতী শকুন্তলাকে

* ইলিনশ্চ তংসোঃ পুত্রো বভূব । ইলিনস্য ইতি বা পাঠঃ ।

১। এই মেধাতিথি ঋগ্বেদ ভাষা, মনুস্মৃতি ও অন্যান্য অনেকগুলি ধর্ম্মশাস্ত্র সম্ব-
ন্ধীয় গ্রন্থে প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইনি যদিও ক্ষত্রিয় বংশে উৎপন্ন, তথাপি কন্ধ্যাহসারে
ইহার বংশীয় সকলেই উত্তম ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে শ্রীযুক্ত জয়নারায়ণ
ভট্টপঞ্চানন প্রভৃতি কএক জন অধিভীয় পণ্ডিতও এই বংশে জন্ম পরিগ্রহ
করিয়াছেন।

রেতোধাঃ পুত্র উন্নয়তি নরদেব ! যমক্ষয়াৎ ।

তুঞ্চাস্থ ধাতা গৰ্ভস্থ সত্যমাহ শকুন্তলা ॥ ৩ ॥

ভরতস্থ চ পত্নীনাং যে নব পুত্রা বভূবুর্নৈতে মমানু-
রূপাঃ পুত্রাঃ ইত্যভিহিতাস্তস্মাতরো জঘ্নুঃ পরিত্যাগ-
ভয়াৎ ॥ ৪ ॥

পরিত্যাগ করাতে আকাশবাণীতে) দেবগণ যে শ্লোক পাঠ করিয়া-
ছিলেন, তাহা হইতেই (সেই গর্ভসম্ভূত কুমারের) ভরত এই
নাম হইয়াছে। (শ্লোকার্থ যথা)—মাতা তস্তা স্বরূপ অর্থাৎ
চর্মময় আধারবিশেষ। পুত্র পিতারই অধিকৃত। যিনি পুত্র
উৎপাদন করেন, তিনিই পুত্ররূপে আবির্ভূত হন। অতএব
দুয়ম্ভ ! পুত্রের ভরণ (প্রতিপালন) কর। শকুন্তলাকে অনন্ত
করিও না ।^২

নরনাথ ! ঔরস পুত্র, পিতাকে যমালয় হইতে দেবলোকে প্রেরণ
করে। তুমি এই শকুন্তলাতে গর্ভাধান করিয়াছ। শকুন্তলা সত্য
বাক্যই বলিতেছে।^৩

ভরতের পত্নীদিগের গর্ভে নয়টি পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল।
(সত্রাট্ ভরত পুত্র দর্শন করিয়া) বলিয়াছিলেন যে, ইহারা
আমার অনুরূপ হয় নাই। রাজমহিষীরা এই কথা শুনিয়া, পাছে

২। হরিবংশে কথিত আছে, মেধাতিথির একটা কন্যা হইয়াছিল। ঐ কন্যার নাম
ইলা। তংসু স্বীয় সোদরের প্রপৌত্রী এই ইলাকে বিবাহ করিলেন। ইলা মারী
হইয়াও বিদ্যাভী ও ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন। ইনি নিয়ত বেদ পাঠ করিতেন। বায়ু-
পুরাণে ও মৎস্য পুরাণে কথিত আছে যে, যমের কন্যার নাম ইলিমা। তংসু
ইলিমাতে বিবাহ করেন। তংসু হইতে ইলিমার গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হইয়াছিল,
তাহার নাম ইলিম। লিপিকর গ্রন্থাদে অমেক প্রাচীন পুস্তকে ইলিম এই নামের
পরিবর্তে ঐতিল, এইরূপ রূপান্তর হইয়াছে।^২

ততোহশ্ব পুত্রজন্মনি বিতথে পুত্রার্থিনো মরুৎশ্চোম-
যাজিনো দীর্ঘতমস। পার্শ্ব্যপাস্ত-বৃহস্পতি-বীর্ঘাদুতথ্য-
পত্নী-মমতা-সমুৎপন্নো ভরদ্বাজাখ্যঃ * পুত্রো মরুদ্ভি-
দত্তঃ ॥ ৫ ॥

তস্যাপি নামমির্বচনশ্লোকঃ পঠ্যতে ॥ ৬ ॥

রাজা (ব্যভিচারীশঙ্কায় তাঁহাদিগকে) পরিত্যাগ করেন, এই
ভয়ে সেই কুমারদিগকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন । * এইরূপে
সম্রাট ভরতের পুত্রোৎপত্তি নিষ্ফল হওয়াতে তিনি পুত্রার্থী
হইয়া মরুৎশ্চোম যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন । উত্থাপত্নী
মমতার গর্ভস্থিত দীর্ঘতমা কর্তৃক পদদ্বারা বৃহস্পতির বীর্ঘ্য
মিস্তারিত হওয়াতে (ভূমিতে) ভরদ্বাজ নামে যে পুত্র উৎপন্ন
হইয়াছিল, সেই পুত্র আনিয়া মরুৎগণ, সম্রাটকে প্রদান
করিলেন । * এস্থলে ঐ ভরদ্বাজ নামের ব্যুৎপাদক একটী শ্লোক
পঠিত হইয়া থাকে । (যথা) *—

* ভরদ্বাজাখ্যো নাম ঈতি বহুযু পুঙ্খকেষু পঠ্যতে ।

৫ । বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ জাতীর নাম উত্থা । উত্থোরপত্নীর নাম মমতা । এক দিন
বৃহস্পতি কামাভিজুত হইয়া বল পুত্রক মমতার ধর্ম্য নষ্ট করিলেন । এই সময়
মমতা গর্ভবতী ছিলেন । যে সময় রোতঃজলন হয়, সে সময় গর্ভস্থ বালক বিবেচনা
করিল যে, এই গর্ভে আর একটী সম্ভান উৎপন্ন হইলে আমার স্থানসঙ্কোচ ও কষ্ট
হইবে । গর্ভস্থ বালক এইরূপ পর্যালোচনা করিয়া পদাঘাত দ্বারা সেই শুক্র গর্ভ
হইতে অপসারিত করিল । শুক্র নিঃসৃত হইয়া ভূমিতে নিপতিত হইল । মহর্ষি বৃহস্প-
তির বীর্ঘ্য ভ ব্যর্থ হইবার নহে ; সুতরাং সেই ভূমিতেই একটি অপূর্ণ কুমার উৎপন্ন
হইল । তখন বৃহস্পতি কোপাবিষ্ট হইয়া গর্ভস্থ বালককে শাপ প্রদান করিলেন যে,
তুমি জন্মান্তর হইবে । এই শাপে সেই গর্ভস্থ ঋষিকুমার দীর্ঘতমা নামে বিখ্যাত অন্ধ
হইয়াছিলেন । ৫

৬ । ব্যুৎপাদক অর্থাৎ যাহা দ্বারা ভরদ্বাজ এই নামের ব্যুৎপত্তি (শব্দার্থ) অবগত
হইতে পারা যায় । ৬

মুঢ়ে ! ভর দ্বাজমিমং ভর দ্বাজং বৃহস্পতে !।

যাতৌ যদুজ্জ্বা পিতরৌ ভরদ্বাজস্ততস্ত্বয়ম্ ॥৭॥ ইতি ।

ভরদ্বাজশ্চ তস্য বিতথে পুত্রজন্মনি মরুদ্ভির্দত্তঃ,
ততো বিতথসংজ্ঞামবাপ ॥ ৮ ॥

বিতথস্য ভবম্নন্যঃ পুত্রোহভূৎ*। বৃহৎক্ষত্র-মহা-
বীৰ্য্য-নর-গর্গাদ্যাভবম্নন্যপুত্রাঃ। নরস্য সংকৃতিঃ,
সংকৃতে-রুচিরধী-রন্তিদেবৌ। গর্গাচ্ছিনিঃ, ততো

(মমতা কহিলেন) বৃহস্পতে ! দ্বিতীয় ব্যক্তি হইতে উৎপন্ন
এই শিশুকে তুমি পালন কর। (বৃহস্পতি কহিলেন) মুঢ়ে !
এই বালক, তুমি ও আমি, দুই জন হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে।
ইহাকে তুমিই ভরণ পোষণ কর। পিতা ও মাতা (বৃহস্পতি
ও মমতা) পরস্পর এই কথা বলিয়া (সন্তানকে পরিত্যাগ
পূর্বক) চলিয়া গেলেন। ইহাতেই সেই বালক ভরদ্বাজ নামে
বিখ্যাত হইয়াছে।

ভরতের পুত্রোৎপত্তি বিতথ হওয়াতে মরুদগণ, ঐ ভরদ্বাজকে
আনিয়া তাঁহার পুত্র করিয়া দিলেন। এই নিমিত্তই ঐ ভরদ্বাজ
বিতথ নামে বিখ্যাত হন।^৮ বিতথের একটা পুত্র হইল, তাহার
নাম ভবম্নন্য (ভুমন্য)। ভবম্নন্যর অনেকগুলি পুত্র হইয়াছিল।
তাহাদের নাম বৃহৎক্ষত্র, মহাবীৰ্য্য, নর, গর্গ প্রভৃতি।

নরের একটা পুত্র হইল, তাহার নাম সংকৃতি। সংকৃতির
দুইটা পুত্র জন্মে। তাহাদের নাম—রুচিরধী (শুরুধি) ও রন্তিদেব।

* ভুমন্যঃ পুত্রোহভূৎ ইতি কচিৎ পাঠঃ।

† শুরুধী-রন্তিদেবৌ ইতি বা পাঠঃ ॥

গার্গ্যঃ শৈশব্যঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ো বভূবুঃ* ॥৯॥

মহাবীর্যাদুরাক্ষয়োনাম পুত্রোহভূৎ । তস্য ত্রয়ারুণ-
পুষ্করিণো† কপিলশ্চ, পুত্রত্রয়মভূৎ । তচ্চ ত্রিতয়মপি
পশ্চাদ্বিশ্রতামুপজগাম । বৃহৎক্ষত্রস্য স্মৃহোত্রঃ, স্মৃহো-
ত্রাৎ হস্তী । য ইদং হস্তিনাপুরমারোপয়ামাস । অজমীঢ়-
দ্বিমীঢ়-পুরুমীঢ়াস্ত্রয়ো হস্তিনস্তনয়াঃ ‡ অজমীঢ়াৎ কণুঃ,
কণুাৎ মেধাতিথিঃ, যতঃ কাণ্ডায়না দ্বিজাঃ ॥ ১০ ॥

গর্গর পুত্র শিনি । এই শিনি হইতে গার্গ্য ও শৈশব্য নামে বিখ্যাত
ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণগণ উৎপন্ন হইয়াছেন ।^২

মহাবীর্য্য হইতে উরাক্ষয় নামে একটি পুত্র উৎপন্ন হইল ।
উরাক্ষয়ের তিনটি পুত্র জন্মে; তাহাদের নাম ত্রয়ারুণ, পুষ্করী
(পুষ্করিণ্য) ও কপিল (কপি) । এই তিন পুত্রই পরে ব্রাহ্মণ
হইয়াছিলেন ।

বৃহৎক্ষত্রের পুত্র স্মৃহোত্র, স্মৃহোত্র হইতে হস্তী উৎপন্ন হইয়া-
ছিলেন । এই হস্তীই হস্তিনাপুর নামে নগর স্থাপন করেন ।
হস্তীর তিনটি পুত্র উৎপন্ন হইল । ঐ পুত্রত্রয়ের নাম অজমীঢ়,
দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ় (পুরমীঢ়) । অজমীঢ়ের পুত্র কণু, কণু হইতে
মেধাতিথি উৎপন্ন হইয়াছিলেন । এই মেধাতিথির বংশীয়েরাও

* শিনিরিত্যত্র শিলিবিভি, শৈশব্য ইত্যত্র শৈল্যা ইতি পাঠান্তরম্ ।

† ত্রয়ারুণ-পুষ্করিণ্য ইতি বা পাঠঃ ।

‡ পুরুমীঢ় ইত্যত্র পুরমীঢ় ইতি পাঠান্তরম্ ।

গার্গ্য অর্থাৎ গর্গবংশীয় । শৈশব্য অর্থাৎ শিনির বংশে সমুৎপন্ন । ক্ষত্রোপেত
ব্রাহ্মণ অর্থাৎ যাঁহারা ক্ষত্রিয় হইয়াও কোন কার্যবশতঃ ব্রাহ্মণ হইয়াছেন । ^২

অজমীঢ়স্যানাঃ পুত্রো বৃহদিষুঃ, বৃহদিষোর বৃহদ্বসুঃ*,
 ততশ্চ বৃহৎকর্মা, তস্মাৎ জয়দ্রথঃ । ততোহপি বিশ্ব-
 জিৎ, ততশ্চ সেনজিৎ । রুচিরাম্ব-কাশ্য-দৃঢ়ধনু-বৎস-
 হনু-সংজ্ঞাঃ সেনজিতঃ পুত্রাঃ । রুচিরাম্বতঃ পৃথুসেনঃ,
 তস্মাৎ পারঃ, পারাৎ নীপঃ । তস্মৈকশতং পুত্রাণাম্,
 তেষাং প্রধানঃ কাঞ্চিল্যাধিপতিঃ সমরঃ ॥ ১১ ॥

কাণ্ডায়ন নামে বিখ্যাত ব্রাহ্মণ হইয়াছেন।^{১০} অজমীঢ়ের আর
 একটী পুত্রের নাম বৃহদিষু। বৃহদিষুর একটী পুত্র উৎপন্ন
 হইয়াছিল, তাহার নাম বৃহদ্বসু। বৃহদ্বসুর পুত্র বৃহৎকর্মা,
 বৃহৎকর্মা হইতে জয়দ্রথ, জয়দ্রথ হইতে বিশ্বজিৎ, বিশ্বজিৎ
 হইতে সেনজিৎ উৎপন্ন হইলেন। সেনজিতের অনেকগুলি
 পুত্র হইয়াছিল, তাহাদের নাম—রুচিরাম্ব, কাশ্য, দৃঢ়ধনুঃ,
 বৎস ও হনু।

রুচিরাম্বের পুত্র পৃথুসেন, পৃথুসেনের পুত্র পার, পারের পুত্র
 নীপ, নীপের এক শত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। এই এক শত
 পুত্রের মধ্যে কাঞ্চিল্য নগরের অধিপতি সমরই সর্বপ্রধান।^{১১}

* বৃহদ্বসুরিতি কচিৎ পাঠঃ।

১০। কেহ কেহ বলেন, হস্তিনাপুর এক্ষণে দিল্লী ও পরিক্টিৎ গড় নামে বিখ্যাত
 হইয়াছে। পরজু ইহার এক বিংশতি অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, পরিক্টিতের বংশীয়
 রাজা হৃচক্ষুর অধিকার কালে হস্তিনাপুর গঙ্গার গর্ভস্থ হওয়াতে হৃচক্ষু, কোঁশাঘী
 নগরীতে রাজধানী স্থাপন করেন। এক্ষণেও দিল্লীর সমীপবর্তী গঙ্গার গর্ভে প্রাচীন
 নগরের ধ্বংসাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া বাইতেছে। ইহাতে হস্তিনা পুর যে গঙ্গার গর্ভে
 গিয়াছে, তাহাই সপ্রমাণ হইতেছে। ১০

১১। অজমীঢ় হইতে আজমীর হইয়াছে।

সমরস্যাপি পার-সম্পার-সদশ্বাস্ত্রয়ঃ পুত্রাঃ । পারাৎ
পৃথুঃ, পৃথোঃ স্কৃতিঃ, স্কৃতেবিব্রাজঃ, ততশ্চানুহঃ ।
স চ শুকদুহিতরং কীর্ত্তিং নামোপাষেমে ॥ ১২ ॥

অনুহাৎ ব্রহ্মদত্তঃ, ততো বিশ্বক্সেনঃ, তস্যোদক-
সেনঃ, ততো ভল্লাটঃ, তস্যাত্মজো দ্বিমীঢ়ঃ, দ্বিমীঢ়স্য
যবীনর-সংজ্ঞঃ, তস্যাপি ধৃতিমান্, ততঃ সত্যধৃতিঃ,
ততশ্চ দৃঢ়নেমিঃ, তস্মাচ্চ সুপাশ্বঃ, ততঃ স্মমতিঃ,
ততশ্চ সন্নতিমান্, সন্নতিমতঃ কৃতোহভূৎ । যং হিরণ্য-

সমরের তিনটী পুত্র উৎপন্ন হইল। এই পুত্রত্রয়ের নাম—
পার, সম্পার ও সদশ্ব। পারের পুত্র পৃথু, পৃথু হইতে স্কৃতি,
স্কৃতি হইতে বিব্রাজ, বিব্রাজ হইতে অনুহ উৎপন্ন হইলেন। এই
অনুহ, শুকের কন্যা কীর্ত্তিকে বিবাহ করিয়াছিলেন । ১২

অনুহের পুত্র ব্রহ্মদত্ত, ব্রহ্মদত্ত হইতে বিশ্বক্সেন, বিশ্বক্সেন
হইতে উদকসেন, উদকসেন হইতে ভল্লাট, ভল্লাট হইতে দ্বিমীঢ়,
দ্বিমীঢ় হইতে যবীনর, যবীনর হইতে ধৃতিমান্, ধৃতিমান্ হইতে
সত্যধৃতি, সত্যধৃতি হইতে দৃঢ়নেমি, দৃঢ়নেমি হইতে সুপাশ্ব,
সুপাশ্ব হইতে স্মমতি, স্মমতি হইতে সন্নতিমান্, সন্নতিমান্
হইতে কৃত নামে পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। হিরণ্যনাভ, ইহাকে

১২। বায়ু পুরাণে কথিত আছে যে, পরাশর-পুত্র বাস হইতে অরণীতে শুকদেব
উৎপন্ন হইয়াছিলেন। শুকের তগিনীর নাম পীবরী। শুক হইতে বেদব্যাস-হুহিতা।
পীবরীর গর্ভে পাঁচটী পুত্র ও একটী কন্যা উৎপন্ন হয়। পুত্রগণের নাম কৃষ্ণ,
গৌরপ্রভু, শঙ্কু, ভূরিশ্রুত ও জয়। কন্যাটীর নাম কীর্ত্তিমতী। কীর্ত্তিমতী
গৌগিনী ও যোগমাতা ছিলেন। রাজা অনুহ এই কীর্ত্তিমতীকে বিবাহ করেন।
ইহাব গর্ভে ব্রহ্মদত্তেব জন্ম হয়। বিবাহের ঐশ্বর্য অধিকতর এইরূপ কথিত আছে।

নাভো যোগমধ্যাপয়ামাস । যশ্চতুর্কিংশতিং প্রাচ্য-
সামগানানাং চকার সংহিতাঃ ॥ ১৩ ॥

কৃতাক্ষোত্রায়ুধঃ । যেন প্রাচুর্যেণ নীপক্ষয়ঃ কৃতঃ
॥ ১৪ ॥

উগ্রায়ুধাৎ ক্ষেম্যঃ, তস্মাৎ সূবীরঃ, তস্য নৃপঞ্জয়ঃ,
ততো বহুরথঃ । ইত্যেতে পৌরবাঃ । অজমীঢ়স্য নীলিনী
নাম পত্নী । তস্মাৎ নীলসংজ্ঞঃ পুত্রোহভবৎ । তস্মা-
দপি শান্তিঃ, শান্তেঃ সুশান্তিঃ, সুশান্তেঃ পুরুজানুঃ, *
ততশ্চক্ষুঃ, ততো হর্যশ্বঃ, তস্মাৎ মুদাল-স্বপ্নয়-ব্রহদিষু-
প্রবীর-কাম্পিলাঃ । পঞ্চানামেতেষাং বিষয়াণাং রক্ষণা-
যোগাভ্যাস করাইয়াছিলেন । এই কৃত, প্রাচ্যসামগদিগের চতু-
র্কিংশতি সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন ।^{১৩}

কৃতের পুত্র উগ্রায়ুধ । এই উগ্রায়ুধ নীপবংশীয় ক্ষত্রিয়গণকে
প্রায় নিমূল করিয়াছিলেন ।^{১৪} উগ্রায়ুধের পুত্র ক্ষেম্য, ক্ষেম্য
হইতে সুবীর, সুবীর হইতে স্তপঞ্জয়, স্তপঞ্জয় হইতে বহুরথ, উৎপন্ন
হইয়াছিলেন । ইঁহারা পুরুবংশীয় রাজা ।

অজমীঢ়ের আর এক পত্নীর নাম নীলিনী । অজমীঢ় হইতে
নীলিনীর গর্ভে যে পুত্র জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিল, তাহার নাম
নীল । নীলের পুত্র শান্তি, শান্তি হইতে সুশান্তি, সুশান্তি হইতে
পুরুজানু, (পুরজানু) পুরুজানু হইতে চক্ষু, চক্ষু হইতে হর্যশ্ব
উৎপন্ন হইলেন । হর্যশ্বের পাঁচটী পুত্র । তাঁহাদের নাম—
মুদাল, স্বপ্নয়, ব্রহদিষু, প্রবীর ও কাম্পিলা । হর্যশ্ব বলিয়াছি-
লেন যে, আমার এই পাঁচটী পুত্র, আমার রাজ্যের অন্তর্গত পাঁচটী

মালমেতে মৎপুত্রাঃ, ইতি পিত্রাভিহিতাঃ, অতন্তে
পাঞ্চালাঃ ॥ ১৫ ॥

মুদালাচ্চ মৌদালাঃ কল্লোপেতা দ্বিজাতয়ো
বভূবুঃ । মুদালাৎ বদ্ধশ্বঃ, * বদ্ধশ্বাৎ দিবোদাসো-
হহল্যা চ মিথুনমভূৎ । শরদ্বতোহহল্যায়াং শতানন্দো-
হভবৎ । শতানন্দাৎ সত্যধৃতিঃ ধনুর্বেদান্তগো জজ্ঞে ।
সত্যধৃতেস্ত বরাঙ্গরসমুর্কশীং দৃষ্ট্বা রেতঃ স্কন্নং শর-
স্তম্বে পপাত ॥ ১৬ ॥

তচ্চ দ্বিধাগতমপত্যদ্বয়ং কুমারঃ কন্যকা চ অভবৎ ।
স্বগয়ামুপাগতঃ শান্তনুদৃষ্ট্বা রূপয়া জগ্ৰাহ ॥ ১৭ ॥

দেশশাসন করিতে সমর্থ হইবে । হর্য্যাক্ষ এই কথা বলিয়াছিলেন,
বলিয়া তাঁহার রাজ্য ও তৎপুত্রেরা পাঞ্চাল নামে বিখ্যাত
হইয়াছে । * মুদাল হইতে মৌদাল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ উৎপন্ন
হন । ইহার কল্লিয়ের অংশ । মুদালের পুত্র বদ্ধশ্ব (বদ্ধশ্ব বা
বদ্ধশ্ব) বদ্ধশ্ব হইতে দিবোদাস ও অহল্যা, এই দুইটী পুত্র ও
কন্যার উৎপত্তি হইয়াছিল । শরদ্বানু হইতে অহল্যার গর্ভে
শতানন্দ উৎপন্ন হইয়াছেন । শতানন্দের পুত্রের নাম সত্যধৃতি ।
এই সত্যধৃতি ধনুর্বেদে পারদর্শী ছিলেন । তিনি একদা উর্কশী
নাম্নী প্রধান অঙ্গরাকে দর্শন করিয়া (মদন-পরতন্ত্র হইলেন ।)
তখন তাঁহার রেতঃ স্থলিত হইয়া শরস্তম্বে পতিত হইল । *
তাহা দুই ভাগ হইয়া পড়াতে দুইটী সন্তান জন্মিল । একটী
কুমার ও একটী কুমারী ।

এই সময় রাজা শান্তনু স্বগয়ায় গমন করিয়াছিলেন । তিনি

বদ্ধশ্ব ইতি বদ্ধশ্ব ইতি বা পাঠান্তরম্ ।

ততঃ স. কুমারঃ রূপঃ, কন্যা চান্থখাম্নো জননী রূপী
 দ্রোণপত্ন্যভবৎ । দিবোদাসস্য মিত্রয়ুঃ, মিত্রয়োশ্চ্য-
 বনো নাম রাজা, চ্যবনাৎ সুদাসঃ, ততঃ সৌদাসঃ সহ-
 দেবঃ, তস্যাপি সোমকঃ, ততো জম্বুঃ শতপুত্রজ্যোষ্ঠে-
 ইভবৎ । তেযাং যবীয়ান্ পৃষতঃ, পৃষতাং দ্রুপদঃ,
 তস্মাৎ ধৃষ্টদ্যুম্নঃ, তস্মাৎ ধৃষ্টকেতুঃ । অজমীঢ়স্যান্য
 ঋক্ষানামা পুত্রোহভূৎ । ঋক্ষাং সংবরণঃ, সংবরণাৎ
 কুরুঃ । য ইদং ধর্মক্ষেত্রং কুরুক্ষেত্রং চকার ॥ ১৮ ॥

এ পুত্র ও কন্যাকে অবলোকন করিয়া কৃপাপরতন্ত্র হৃদয়ে উভয়কে
 গ্রহণ করিলেন । ১১ (রাজা রূপাপূর্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন,
 বলিয়া) পুত্রের নাম রূপ ও কন্যার নাম রূপী হইল । এই
 রূপীই পরে দ্রোণের পত্নী হন ও অশ্বখামাকে প্রসব করেন ।

দিবোদাসের পুত্র মিত্রয়ু, মিত্রয়ু হইতে চ্যবন নামক রাজা
 উৎপন্ন হইলেন । চ্যবনের পুত্র সুদাস, সুদাসের পুত্র সৌদাস
 বা সহদেব, সহদেব হইতে সোমক উৎপন্ন হইয়াছিলেন । সোম-
 কের একশত পুত্র হইয়াছিল । জ্যোষ্ঠের নাম জম্বু ও কনিষ্ঠের
 নাম পৃষতঃ । পৃষতের পুত্র দ্রুপদ, দ্রুপদ হইতে ধৃষ্টদ্যুম্ন,
 ধৃষ্টদ্যুম্ন হইতে ধৃষ্টকেতু উৎপন্ন হইলেন ।

অজমীঢ়ের আর একটী পুত্র হইয়াছিল । তাহার নাম ঋক্ষ ।
 ঋক্ষ হইতে সংবরণ, সংবরণ হইতে কুরু উৎপন্ন হইয়াছিলেন ।
 এই কুরু, স্বীয় নাম অনুসারে কুরুক্ষেত্র স্থাপন করেন । পরে
 (দেব প্রসাদে) ইহা ধর্মক্ষেত্র ও কুরুক্ষেত্র নামে বিখ্যাত
 হইয়াছে । ১৮

সুধনু জঁহু পরিষ্কিৎ-প্রমুখাঃ কুরোঃ পুত্রা বভূবুঃ ।
 সুধনুশ্বঃ সুহোত্রঃ, তস্মাৎ চ্যবনঃ, চ্যবনাৎ কৃতকঃ,
 ততশ্চোপরিচরো বসুঃ । বৃহদ্রথঃ প্রত্যগ্র-কুশাম্ব-
 মাবেল্ল-মৎস্য-প্রমুখা বসোঃ পুত্রাঃ সপ্তাজায়ন্ত । বৃহদ্রথাৎ
 কুশাগ্রঃ, তস্মাদৃষভঃ, ততঃ পুষ্পান্, তস্মাৎ
 সত্যধ্বতঃ, তস্মাৎ সুধন্বা, তস্য চ জন্তুঃ । বৃহদ্রথা-
 দ্ভ্যন্যঃ শকলদ্বয়জন্মা জরয়া সন্ধিতো জরাসন্ধো
 নাম । তস্মাৎ সহদেবঃ, ততঃ সোমাপিঃ, *

কুরুর অনেকগুলি পুত্র হইয়াছিল । তাহাদের নাম—সুধনুঃ, জঁহু, পরিষ্কিৎ প্রভৃতি । সুধনুর পুত্র সুহোত্র, সুহোত্র হইতে চ্যবন, চ্যবন হইতে কৃতক, কৃতক হইতে উপরিচর বসু উৎপন্ন হইলেন । উপরিচর বসুর সাতটী পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল । তাহাদের নাম—বৃহদ্রথ, প্রত্যগ্র, কুশাম্ব, মাবেল্ল, মৎস্য প্রভৃতি ।

বৃহদ্রথের পুত্র কুশাগ্র, কুশাগ্র হইতে ঋষভ, ঋষভ হইতে পুষ্পান্, পুষ্পান্ হইতে সত্যধ্বত, সত্যধ্বত হইতে সুধন্বা, সুধন্বা হইতে জন্তু উৎপন্ন হইলেন । বৃহদ্রথের আর একটী পুত্র হইয়াছিল, তাহার নাম জরাসন্ধ । জরাসন্ধের যখন জন্ম হয়, তখন দ্বিখণ্ড কুমার প্রসূত হইয়াছিল । পরে জরানাম্নী রাক্ষসী এই ঋগুদ্বয়ের সন্ধি (সন্ধান) অর্থাৎ সংযোগ করিয়া দেয় । এই জন্যই তাহার নাম জরাসন্ধ হইয়াছে ।

জরাসন্ধের পুত্র সহদেব, সহদেব হইতে সোমাপি, সোমাপি

ততঃ শ্রুতশ্রবাঃ । ইত্যোতে মগধা ভূভূতঃ ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে, চতুর্থেহংশে উনবিংশতিতমো-
অধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

হইতে শ্রুতশ্রবার উৎপত্তি হইয়াছিল। ইঁহারা মগধ দেশের
রাজা ছিলেন। ১৯

বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থ অংশ, উনবিংশতিতম অধ্যায়
সমাপ্ত ।

১৯। রাজা বসু কঠোর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলে দেবরাজ ভীত
হইয়া তাঁহার দিকট আগমন পূর্বক সাক্ষ্যমা করিয়া তাঁহাকে তপস্যা হইতে নিবৃত্ত
করিলেন এবং কল্পরূক্ষের কুন্তুম দ্বারা গ্রথিত এক ছড়া মালা দিয়া কহিলেন,
ইহা ধারণ করিলে তোমার শরীরে কোন অঙ্গ বিদ্ধ হইবে না। পরে দিব্য ক্ষটিক-
ময় বিমান দিয়া কহিলেন, তুমি মনুষ্য হইয়াও এই দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্বক
আকাশপথে পরিভ্রমণ করিবে। তুমি, উপরি বিচরণ করাতে উপরিচর নামে
বিখ্যাত হইবে। মহাতারত, আদি।

বিষ্ণুপুরাণম্ ।

চতুর্থোঃশঃ ।

বিংশোঃধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

পরিক্ষিতে। জনমেজয়-ঋতসেনোগ্রসেন-ভীম-
সেনাশ্চত্বারঃ পুত্রাঃ ॥ ১ ॥

-জহোন্ত সুরথো নামাভ্রজো বভূব ॥ ২ ॥

তস্য বিদূরথঃ, বিদূরথস্য সার্কভৌমঃ, সার্কভৌমাৎ
জয়সেনঃ, তস্মাৎ আরাবী, ততশ্চ অযুতায়ুঃ, অযুতায়ু-
রক্রোধনঃ, তস্মাৎ দেবাতিথিঃ, ততশ্চ ঋক্ষোহন্যঃ ॥ ৩ ॥
ঋক্ষাৎ ভীমসেনঃ, ততশ্চ দিলীপঃ, দিলীপাৎ

পরশর কহিলেন । (কুরুকুমার) পরিক্ষিতের চারিটা পুত্র ।
তাহাদের নাম—জনমেজয়, ঋতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন । ”

(কুরুকুমার) জহুর একটা পুত্র হইল । তাহার নাম
সুরথ । ২ সুরথের পুত্র বিদূরথ, বিদূরথের পুত্র সার্কভৌম,
সার্কভৌম হইতে জয়সেন, জয়সেন হইতে আরাবী, আরাবী হইতে
অযুতায়ু, অযুতায়ু হইতে অক্রোধন, অক্রোধন হইতে দেবাতিথি,
দেবাতিথি হইতে দ্বিতীয় ঋক্ষ, ৩ ঋক্ষ হইতে ভীমসেন, ভীমসেন
হইতে দিলীপ, দিলীপ হইতে প্রতীপ উৎপন্ন হইলেন । প্রতী-

প্রতীপঃ, তস্যাপি দেবাপি-শান্তনু-বাহ্লীক-সংজ্ঞাস্ত্রয়ঃ
পুত্রা বভূবুঃ । দেবাপির্বালা এবারণ্যং বিবেশ ॥ ৪ ॥

শান্তনুরবনীপতিরভবৎ * । অয়ঞ্চ তস্য শ্লোকঃ
পৃথিব্যাং গীয়তে ॥

যং যং করাভ্যাং স্পৃশতি জীর্ণং যৌবনমেতি সঃ ।

শান্তিঞ্চাপ্নোতি যেনাথ্যাং কৰ্ম্মণা তেন শান্তনুঃ ॥ ৫ ॥

তস্য শান্তনো-রাষ্ট্রে দ্বাদশ বর্ষাণি দেবো ন
ববর্ষ ॥ ৬ ॥

ততশ্চ অশেষরাষ্ট্রবিনাশমবেক্ষ্যাসৌ রাজা ব্রাহ্মণান্
অপৃচ্ছৎ, ভোঃ! কস্মাৎ অস্মিন্ রাষ্ট্রে দেবো ন বর্ষতি?

পের তিনটি পুত্র জন্মিয়াছিল। তাহাদের নাম—দেবাপি,
শান্তনু ও বাহ্লীক। দেবাপি বাল্যাবস্থাতেই বন গমন করি-
লেন।* শান্তনু ভূপতি হইলেন। ইহার বিষয়ে অদ্যাপি একটি
শ্লোক পহিত হইয়া থাকে।* যথা—

রাজা শান্তনু, যে যে জীর্ণ ব্যক্তিকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া-
ছিলেন, সেই সেই ব্যক্তিই যৌবনপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহা
হইতে লোকে প্রধান শান্তি অর্থাৎ যৌবন প্রাপ্তিরূপ কল্যাণ
লাভ করিয়াছিল, বলিয়া তিনি শান্তনু নামে বিখ্যাত হইয়া-
ছেন।*

এই শান্তনুর রাজ্যে দেবরাজ দ্বাদশ বর্ষ বর্ষণ করিলেন না।*
যখন এই রাজা দেখিলেন যে, সমুদায় রাজ্য নষ্ট হইতেছে,
তখন তিনি ব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবরাজ কিজন্য

কো মমাপরাধঃ ? ইতি । তে তন্ উচুঃ অগ্রজস্য তেহ-
র্হেয়মবনিস্তুর্য। ভুজ্যতে, পরিবেত্তা ত্বম্, ইতুক্তঃ স পুন-
স্তান্ অপৃচ্ছৎ, কিং ময়া বিধেয়মিতি । তে তন্ উচুঃ,
যাবৎ দেবাপিন্ পতনাদিভিদৌষৈরতিভূয়তে, তাবৎ
তস্যাহং রাজঃ, তদলমেতেন তস্মৈ দীয়তাম্,
ইতুক্তে তস্য মন্ত্রিপ্রবরেণ অশ্বগারিণা তত্রারণ্যে
তপস্বিনে* বেদবাদ-বিরোধ-বক্তারঃ প্রয়োজিতাঃ ॥ ৭ ॥

এই রাজ্যে রুষ্টি করিতেছেন না ? আমার কি অপরাধ হইয়াছে ?
ব্রাহ্মগণ তাঁহাকে কহিলেন, ন্যায়ানুসারে তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার
প্রাপ্য এই রাজ্য তুমি ভোগ করিতেছ, অতএব তুমি পরিবেত্তা ।*
ব্রাহ্মগণ এই কথা বলিলে শাস্ত্রানু পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন
যে, এক্ষণে আমার কি কর্তব্য ? ব্রাহ্মগণ কহিলেন, যে পর্য্যন্ত
দেবাপি পতিত হওয়া প্রভৃতি কোন দোষে অভিভূত না হন, সে
পর্য্যন্ত এই রাজ্য তাঁহারই প্রাপ্য । অতএব এ রাজ্যে তোমার
অধিকার নাই, তুমি ইহা তাঁহাকেই প্রদান কর । ব্রাহ্মগণেরা
এইরূপ কহিলে শাস্ত্রানুর প্রধান মন্ত্রী অশ্বমারী, বেদবাদের
বিরুদ্ধবাদী কতকগুলি লোককে সেই অরণ্যে তপস্বী দেবাপির
নিকট প্রেরণ করিলেন । ১ তাহারা অতি সরল-হৃদয় রাজকুমারের

* তত্রারণ্যে তপস্বিনঃ ইতি বা পঠনীয়ম্ ।

৭ । দৌষধুন্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বর্তমান থাকিতে যদি কনিষ্ঠ ভ্রাতা অগ্রে বিবাহ
করে, তাহা হইলে ঐ কনিষ্ঠকে পরিবেত্তা, জ্যেষ্ঠকে পরিবিন ও ঐ বিবাহের
নাম পরিবিস্তি বা পরিবেদন বলে । এরূপ বিবাহে বর কন্যা পুরোহিত প্রভৃতি
সকলেই পাপী ও নিরয়গামী হন । ৭

তৈরপি অতিশ্রদ্ধমতের্মহীপতিপুত্রস্য বুদ্ধিবেদ-
বিরোধ-মার্গানুসারিণ্যক্রিয়ত* ॥ ৮ ॥

রাজা চ শান্তনুর্দ্বিজবচনোৎপন্ন-পরিবেদন-শোক-
স্তান্ ব্রাহ্মণান্ অগ্রীকৃত্য অগ্রজরাজ্যপ্রদানায়
অরণ্যং জগাম । তদাশ্রমম্ উপগতাশ্চ তমবনীপতি-
পুত্রং দেবাপিমুপতস্থুঃ । তে ব্রাহ্মণা বেদবাদানু-
বন্ধানি বচাংসি রাজ্যমগ্রজেন কর্তব্যমিত্যর্থবন্তি তম্
উচুঃ । অসাবপি বেদবাদবিরোধি-যুক্তিদূষিতমনেক-
প্রকারং তানাহ । ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ শান্তনুন্ উচুঃ,
আগচ্ছ ভো রাজন্ ! অলমব্রাতিনির্বন্ধেন, প্রশান্ত
এবাসাবনার্কিদিদোষঃ, পতিতোহয়মনাদি-কাল-মহিত-
বেদবচন-দুষণোচ্চারণাৎ । পতিতে চ অগ্রজে নৈব
পরিবেদ্যং ভবতি, ইত্যুক্তঃ শান্তনুঃ স্বপুরম্ আগত্য
রাজ্যমুকরোৎ । বেদবাদ-বিরোধি-বচনোচ্চারণ-দূষিতে
চ জ্যেষ্ঠেহস্মিন্ ভ্রাতরি দেবাপাবথিল-শস্য-নিষ্পত্তয়ে ।

মনকে বেদবিরুদ্ধ পথে পরিচালিত করিল । ৮ এ দিকে রাজা
শান্তনু, ব্রাহ্মণ-বাক্যানুসারে পরিবেদন-জনিত শোকে অনুতপ্ত-
হৃদয় হইয়া সেই সকল ব্রাহ্মণকে সমভিব্যাহারে লইয়া জ্যেষ্ঠ
ভ্রাতাকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিবার নিমিত্ত অরণ্যে গমন করিলেন ।
অনন্তর তাঁহারা রাজকুমার দেবাপির আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া
তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন । ব্রাহ্মণেরা, জ্যেষ্ঠেরই রাজ্য

* বেদবাদ-বিরোধমার্গানুসারিণ্যক্রিয়ত ইতি বা পাঠ্যম্ ।

+ জ্যেষ্ঠেহস্মিন্ দেবাজ্ঞয়াথিলশস্যনিষ্পত্তয়ে ইতি বা পাঠ্যম্ ।

ববর্ষ ভগবান্ পর্জন্যঃ । বাহ্লীকস্য সোমদত্তঃ পুত্রো-
ইভূৎ ॥ ৯ ॥

সোমদত্তস্যাপি ভূরি-ভুরিশ্রবঃ-শলসংজ্ঞাস্ত্রয়ঃ*
পুত্রাঃ । শান্তনোরপ্যমরনদ্যাং গঙ্গারায়ুদারকীর্তিরশেষ-
শাস্ত্রার্থবিদ্ ভীষ্মঃ পুত্রোইভূৎ । সত্যবত্যাঞ্চ চিত্রাঙ্গদ-

শাসন করা কর্তব্য, এই বিষয়ক বেদবাক্য বলিতে আরম্ভ
করিলেন । দেবাপিও বেদবাদ-বিরুদ্ধ যুক্তি-বহির্ভূত অনেক প্রকার
কথা কহিতে লাগিলেন ।

অনন্তর ব্রাহ্মণগণ শান্তনুকে কহিলেন, মহারাজ ! প্রত্যা-
গমন কর, এ বিষয়ে নির্বন্ধাতিশয়ে প্রয়োজন নাই । সেই অনারুষ্টির
কারুণ্যস্বরূপ দোষ তিরোহিত হইয়াছে । চিরকাল পূজিত ও
সম্মানিত যে বেদবাক্য, তাহার প্রতি দোষারোপ করাতে ইনি
পতিত হইয়াছেন । জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যদি পতিত হয়, তাহা
হইলে পরিবেদন-জন্য দোষ ঘটে না । ব্রাহ্মণেরা এইরূপ আদেশ
করিলে শান্তনু, স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়া রাজ্য শাসন
করিতে লাগিলেন । বেদবাদ-বিরুদ্ধ-বচনোচ্চারণ বশতঃ পতিত
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেবাপি বর্তমান থাকিতেও (রাজসিংহাসনারূঢ়
শান্তনুর রাজ্যে) নিখিল শস্ত্রোৎপাদনের নিমিত্ত ভগবান্ পর্জন্য
জল বর্ষণ করিতে লাগিলেন ।

বাহ্লীকের একটি পুত্র হইল, তাহার নাম সোমদত্ত ।^২
সোমদত্তের তিনটি পুত্র হইল । তাহাদের নাম—ভূরি, ভুরিশ্রবা^৩
ও শল (শল্য) । শান্তনু হইতে মরনদী গঙ্গার গর্ভে অশেষ-
শাস্ত্রজ্ঞ উদারকীর্তি ভীষ্ম জন্ম পরিগ্রহ করিলেন । শান্তনু,
সত্যবতী নাম্নী মহিষীতে আর দুইটি কুমার উৎপাদন করিয়া-

* শল্যসংজ্ঞাস্ত্রয়ঃ ইতি বা পঠনীয়ম্ ।

বিচিত্রবীৰ্য্যো পুত্রাবজনয়ৎ শান্তনুঃ । চিত্রাঙ্গদস্ত বাল
 এব চিত্রাঙ্গদেন গন্ধৰ্ব্বক্ৰেণাহবে বিনিহতঃ । বিচিত্রবী-
 র্য্যোহপি কাশিরাজতনয়ে অশ্বিকাম্বালিকে উপষেমে ।
 তদুপভোগাদিখেদাচ্চ যক্ষ্মণা গৃহীতঃ পঞ্চত্বমগমৎ ।
 সত্যবতী-নিয়োগাচ্চ মৎপুত্রঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মাতু-
 র্ব্বচনমনতিক্রমণীয়ম্ ইতি বিচিত্রবীৰ্য্যক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র-
 পাণ্ডু তৎপ্রহিত-ভুজিষ্যাসাঞ্চ বিদুরমুৎপাদয়ামাস ॥১০॥

ধৃতরাষ্ট্রোহপি দুর্যোধন-দুঃশাসনাদি-প্রধানঃ* পুত্র-
 শতং (গান্ধার্য্যাম্) উৎপাদয়ামাস । পাণ্ডোরপ্যরণ্যে

ছিলেন । ঐ কুমারদ্বয়ের নাম— চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীৰ্য্য । চিত্রা-
 ঙ্গদ বাল্যাবস্থাতেই চিত্রাঙ্গদ নামক গন্ধৰ্ব্ব কর্তৃক সংগ্রামে বিনিহত
 হইয়াছিলেন । বিচিত্রবীৰ্য্য, কাশিরাজের দুইটি কন্যা বিবাহ করি-
 লেন । এই দুইটি কন্যার নাম— অশ্বিকা ও অম্বালিকা । বিচিত্র-
 বীৰ্য্য অপরিমিত রূপে ঐ দুই রাজকন্যা উপভোগ করাতে যক্ষ্মা
 রোগে আক্রান্ত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন ।

অনন্তর মন্দীয় পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, সত্যবতীর নিয়োগানুসারে,
 মাতৃবাক্য অনতিক্রমণীয় বিবেচনা করিয়া ঐ বিচিত্রবীৰ্য্যের
 ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু, এই দুইটি কুমার উৎপাদন করিয়া
 ছিলেন এবং তিনি বিচিত্রবীৰ্য্যের পত্নী কর্তৃক প্রেরিত দাসীর
 গর্ভে আর একটি পুত্র উৎপাদন করেন । এই পুত্রের নাম বিদুর ।

ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্র হইল । তাহাদের নাম—দুর্যোধন
 দুঃশাসন প্রভৃতি । অরণ্যমধ্যে যুগের শাপদ্বারা পাণ্ডুর

স্বগশাপোপহত-প্রজননসামর্থ্যস্য * ধর্ম-বায়ু-শাক্তৈর্যুধি-
 ষ্ঠির-ভীমসেনাজ্জুনাঃ কুন্ত্যাং, নকুল-সহদেবৌ চ
 অশ্বিভ্যাং মাদ্র্যাং পঞ্চ পুত্রাঃ সমুৎপাদিতাঃ । তেষাং
 দ্রৌপদ্যাং পঞ্চ পুত্রা বভূবুঃ । যুধিষ্ঠিরাং প্রতিবিক্র্যঃ,
 ভীমসেনাং সুতসোমঃ, ঞ্জতকীর্তিরজ্জুনাং, শতা-
 নীকো নকুলাং, ঞ্জতকর্মা সহদেবাং । অপরে চ
 পাণ্ডবানামাত্মজাঃ । তদযথা, যৌধেয়ী যুধিষ্ঠিরাং
 দেবকং পুত্রমবাপ । হিড়িম্বা ঘটোৎকচং ভীমসেনাং
 পুত্রমবাপ । কাশী চ ভীমসেনাদেব সর্বত্রগং পুত্র-
 মবাপ । সহদেবাচ্চ বিজয়া স্নহোত্রং নাম পুত্রং প্রাপ্ত-

সন্তানোৎপাদিকা শক্তি রহিত হওয়াতে তদীয় প্রথম মহিষীতে
 ধর্ম বায়ু ও মহেন্দ্র হইতে যুধিষ্ঠির, ভীমসেনা ও অর্জুনের
 উৎপত্তি হইল । পরে তাঁহার দ্বিতীয় মহিষী মাদ্রীর গর্ভে
 অশ্বিনীকুমারযুগল হইতে নকুল ও সহদেব জন্ম পরিগ্রহ করি-
 লেন । এই রূপে পাণ্ডুর পাঁচটী পুত্র উৎপন্ন হন ।

এই পঞ্চ পাণ্ডব হইতে দ্রৌপদীর গর্ভে পাঁচটী কুমার
 জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন । তন্মধ্যে যুধিষ্ঠির হইতে প্রতিবিক্র্য,
 ভীমসেন হইতে সুতসোম, অর্জুন হইতে ঞ্জতকীর্তি, নকুল হইতে
 শতানীক, সহদেব হইতে ঞ্জতকর্মা উৎপন্ন হন । এতদ্ব্যতীত
 পাণ্ডবদিগের আর কএকটী পুত্র হইয়াছিল । যথা—যুধিষ্ঠির
 হইতে যৌধেয়ীর গর্ভে দেবক নামে পুত্র উৎপন্ন হয় । ভীমসেন
 হইতে হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচ উৎপন্ন হইয়াছিল । ঐ ভীম-
 সেন হইতে কাশীর গর্ভে সর্বত্রগ নামে পুত্র জন্ম পরিগ্রহ করে ।

বতী। করেণুমত্যাঞ্চ * নকুলোহপি নিরমিত্রমজীজনৎ ।
 অৰ্জুনস্তাপুল্প্যাং নাগকন্যায়ামিরাবান্ নাম পুত্রোহ-
 ভুৎ । মণিপুরপতি-পুত্র্যাঞ্চ† পুত্রিকাধর্ম্মেণ বক্রবাহনং
 নাম পুত্রমজীজনৎ ॥ ১১ ॥

সুভদ্রায়াক্ষার্তকত্বেহপি যৌহসাবতিবল-পরাক্রম-
 সমস্তারাতিরথ-বিজেতা। সৌহতিমন্ত্যরজায়ত। অভি-
 মন্যোরুত্তরায়াং পরিক্ষীণেষু কুরুষ্বশ্বখাম-প্রযুক্ত-

সহদেব হইতে বিজয়ার গর্ভে স্বহোত্র নামে কুমার উৎপন্ন হয়।
 নকুল হইতে করেণুমতীর গর্ভে নিরমিত্র নামে পুত্র জন্মে। অৰ্জুন
 হইতে উলূপী নামী নাগকন্যার গর্ভে ইরাবান্ নামে সন্তান
 জন্মিয়াছিল। এই অৰ্জুন, মণিপুর-পতির কন্যার গর্ভে পুত্রিকা-
 ধর্ম্মানুসারে বক্রবাহন নামে পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। ১১
 এই অৰ্জুন হইতে সুভদ্রার গর্ভে অভিমন্ত্যর জন্ম হইয়াছিল।
 এই অভিমন্ত্য বালাবস্থাতেই মহাবল পরাক্রান্ত মহারথ বিপক্ষ-
 গণকে পরাজয় করিয়াছিলেন।

কুরুকুল ক্ষয় হইলে অভিমন্ত্য-সহবাস-সম্ভূত উত্তরার গর্ভে

•

* করেণুমত্যাং ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

† মণিপুরপতিপুত্র্যাং ইত্যন্যে পঠন্তি।

১১। যে কন্যার পিতা এরূপ সংকল্প করিয়া রাখে যে, আমার পুত্র মাই, এই
 কন্যাই আমার পুত্রস্বরূপী, এই কন্যার গর্ভে যে সন্তান হইবে, সে আমার ঔরস
 পুত্রের সদৃশ হইবে, সেই কন্যার নাম পুত্রিকা। পুত্রিকার পুত্র হইলে জন্মদাতার
 পিণ্ড দান করিতে পারে না, বিষয়াধিকারীও হয় না। সে তাহার মাতুলের সদৃশ
 হইয়া মাতামহের আশ্রয় করে ও মাতামহেরই ধনাধিকারী হয়। এইরূপে কৃত
 পুত্রের নাম পুত্রিকাপুত্র ॥ ১১।

ব্রহ্মাস্ত্রেণ গর্ভএব ভস্মীকৃতো ভগবতঃ সকল-সুরাসুর-
বন্দিত-চরণযুগলস্তাঃ। অচ্ছাধারণ-মানুষরূপ-ধারণোহ-
নুভাবাৎ পুনর্জীবিতমবাপ্য পরিক্ষিৎ জজ্ঞে ॥ ১২ ॥

যোহয়ং সাম্প্রতমেতদ্ভূমণ্ডলমখণ্ডিতায়তি ধর্ম্মেণ
পালয়তীতি ।

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেইংশে
বিংশোহধ্যায়ঃ ।

পরিক্ষিতের জন্ম হইল। এই পরিক্ষিৎ, অশ্বখামা কর্তৃক প্রযুক্ত
ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা গর্ভমধ্যেই ভস্মীকৃত হইয়াছিলেন। পরে সমুদায়
দেবগণ ও দৈত্যগণ যাহার চরণযুগল বন্দন করেন, যিনি
স্বৈচ্ছানুসারে, মানবদেহ ধারণ করিয়াছেন, সেই ভগবানের
অনুগ্রহে পুনর্জীবিত হন।^{১২} এই পরিক্ষিৎ এক্ষণে ধর্ম্মানুসারে
অখণ্ড ভূমণ্ডল অখণ্ডিত প্রভাবে শাসন করিতেছেন।^{১৩}

বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থ অংশ, বিংশ অধ্যায়
সমাপ্ত ।

বিষ্ণুপুরাণম্।

চতুর্থোহংশঃ ।

একবিংশোহধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

অতঃপরং ভবিষ্যানহং ভূমিপালান্ কীর্তয়িষ্যে ।
যোহয়ং সাম্প্রতমবনীপতিঃ, তস্মাপি জনমেজয়-ঋত-
সেনোঽসেন-ভীমসেনাঃ পুত্রাশ্চত্বারো ভবিষ্যন্তি ॥১॥

তস্মাপরঃ শতানীকো ভবিষ্যতি । যোহসৌ যাজ্ঞব-
ল্ক্যে বেদমগ্নীত্য রূপাদস্ত্রাণ্যাবাপ্য বিষয়বিরক্তচিত্ত-
বৃত্তিচ্চ শৌনকোপদেশাদানু-বিজ্ঞানপ্রবণঃ পরং নির্বা-
ণমাপ্যতি ॥ ২ ॥

অতঃপর আমি ভবিষ্য রাজগণের বিষয় বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত
হইলাম । এক্ষণে যিনি রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাঁহার
চারিটি পুত্র হইবে । ঐপুত্র চতুর্কয়ের নাম—জনমেজয়, ঋতসেন,
উগ্রসেন ও ভীমসেন । জনমেজয়ের যে পুত্র হইবে, তাহার
নাম শতানীক । শতানীক, যাজ্ঞবল্ক্য হইতে বেদ অধ্যয়ন
পূর্বক কূপের নিকট অস্ত্র শিক্ষা করিয়া পরিশেষে বিষয় হইতে
বিরক্তচিত্ত হইবেন । পরে ইনি শৌনকের উপদেশানুসারে
আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া নির্বাণ মুক্তি প্রাপ্ত হইবেন । ২

শতানীকাদশ্বমেধদন্তো ভবিতা, তস্মাদ্যধিসীম-
রুক্ষঃ, অধিসীমরুক্ষাৎ নিচক্ষুঃ * । যো গঙ্গরাপহাতে
হস্তিনাপুরে কৌশাঘ্যাং নিবৎসতি । তস্মাপ্যুক্ষঃ পুত্রো
ভবিতা । উষাচ্চিত্ররথঃ, ততঃ শুচিরথঃ, তস্মাৎ রক্ষি-
মান † ততঃ সুষেণঃ, তস্মাদপি সুনীথঃ, সুনীথাৎ দৃচঃ,
ততো নৃচক্ষুঃ, তস্মাপি সুখাবলঃ, তস্মাৎ পরিপ্লবঃ ‡
ততশ্চ সুনয়ঃ, ততো মেধাবী, মেধাবিনো নৃপঞ্জয়ঃ,
ততো মৃদুঃ, তস্মাৎ তিগ্মঃ, তিগ্মাৎ বৃহদ্রথঃ, তস্মাৎ
বসুদানঃ, ততোহ্যপ্যপরঃ শতানীকঃ ॥ ৩ ॥

শতানীক হইতে অশ্বমেধদন্তের জন্ম হইবে। অশ্বমেধ-
দন্তের পুত্র অধিসীমরুক্ষ, অধিসীমরুক্ষ হইতে নিচক্ষু (নিচক্রু)
উৎপন্ন হইবেন। (নিচক্ষুর অধিকার কালে প্রাচীন রাজধানী
হস্তিনাপুর গঙ্গার গর্ভস্থ হইবে।) হস্তিনাপুর গঙ্গার গর্ভস্থ
হইলে এই নিচক্ষু কৌশাঘী নগরীতে বাস করিবেন।

নিচক্ষু হইতে উষা, উষা হইতে চিত্ররথ, চিত্ররথ হইতে
শুচিরথ, শুচিরথ হইতে রক্ষিমান, (রুষ্টিমান বা রুম্মিমান)
রক্ষিমান হইতে সুষেণ, সুষেণ হইতে সুনীথ, সুনীথ হইতে
দৃচ, দৃচ হইতে নৃচক্ষু, নৃচক্ষু হইতে সুখাবল, (সুখীবল)
সুখাবল হইতে পরিপ্লব, পরিপ্লব হইতে সুনয়, সুনয় হইতে
মেধাবী, মেধাবী হইতে নৃপঞ্জয়, নৃপঞ্জয় হইতে মৃদু, মৃদু হইতে
তিগ্ম, তিগ্ম হইতে বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথ হইতে বসুদান, বসুদান

* নিচক্রুঃ ইতি পাঠান্তরম্ ।

† রুষ্টিমান্ ইতি রুম্মিমান্ ইতি বা পৃথক্ পাঠঃ ।

‡ তস্মাপি সুখীবলঃ, তস্মাৎ পরিপ্লবঃ ইতি বা পাঠ্যতাম্ ।

তস্মাচ্ উদয়নঃ, উদয়নাদহীনরঃ, ততশ্চ খণ্ডপানিঃ *
 ততো নিরমিত্রঃ, তস্মাচ্ ক্ষেমকঃ, তত্রায়ং শ্লোকঃ ।—
 ব্রহ্মক্ষত্রস্য যো যোনিবংশো রাজর্ষিসংকৃতঃ ।
 ক্ষেমকং পুণ্য রাজানং স সংস্থাং প্রাপ্যতে কলৌ ॥৪॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থোংশে একবিংশোধ্যায়ঃ ।

হইতে দ্বিতীয় শতাব্দীক, ৩ শতাব্দীক হইতে উদয়ন, উদয়ন
 হইতে অহীনর, অহীনর হইতে খণ্ডপানি, খণ্ডপানি হইতে
 নিরমিত্র, নিরমিত্র হইতে ক্ষেমক উৎপন্ন হইবেন । ক্ষেমকের
 বিষয়ে একটী শ্লোক পঠিত হইয়া থাকে । যথা—

যে বংশ, ব্রাহ্মণ ও কলিত্রয়গণের উৎপাদক, রাজর্ষিগণ কর্তৃক
 যে বংশ অলঙ্কৃত হইয়াছে, সেই বিস্তীর্ণ কুরুবংশ কলিকালে
 ক্ষেমক নামক রাজাতেই পরিসমাপ্ত হইবে । *

বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থ অংশ, একবিংশ অধ্যায়
 সমাপ্ত ।

* খণ্ডপানিঃ ইতি বা পঠনীয়ম্ ।

৩ । কেহ কেহ বলেন, প্রাচীন রাজধানী হস্তিনা পুর এক্ষণে দিল্লী ও পরিক্ৰি-
 গড় নামে বিখ্যাত হইয়াছে । পরন্তু দিল্লীর মিকটবস্তী গঙ্গার গর্ভে এক্ষণে প্রাচীন
 নগরের ধ্বংসাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে । ইহা দ্বারা অনুমিত হইতেছে যে,
 হস্তিনাপুর অদ্যাপি গঙ্গার গর্ভেই নিহিত আছে । ৩

বিষ্ণুপুরাণম্।

চতুর্থোহংশঃ ।

দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

অতশ্চৈক্ষ্বাকবো ভবিষ্যাঃ পার্থিবাঃ কথ্যন্তে । বৃহ-
দ্বলস্য পুত্রো বৃহৎক্ষণঃ* ॥ ১ ॥

তস্মাদ গুরুক্ষিপঃ,† ততো বৎসঃ, বৎসাৎ বৎস-
বৃহঃ, ততঃ প্রতিবোমঃ, তস্মাপি দিবাকরঃ, তস্মাৎ
সহদেবঃ ॥ ২ ॥

ততো বৃহদশ্বঃ, তৎসুভানুরথঃ, তস্মাপি সূপ্রতীকঃ,‡

পরশর কহিলেন । অতঃপর ইক্ষ্বাকুবংশীয় ভাবী ভূপাল-
গণের বিবরণ বলিতে প্ররম্ভ হইলাম । বৃহদ্বলের পুত্রের নাম
বৃহৎক্ষণ, বৃহৎক্ষণ হইতে গুরুক্ষিপ, গুরুক্ষিপ হইতে বৎস,
বৎস হইতে বৎসবৃহ, বৎসবৃহ হইতে প্রতিবোম, প্রতিবোম
হইতে দিবাকর, দিবাকর হইতে সহদেব, সহদেব হইতে বৃহ-
দশ্ব, বৃহদশ্ব হইতে ভানুরথ, ভানুরথ হইতে সূপ্রতীক, সূপ্রতীক

* বৃহৎকর্ণ ইত্যপি পঠান্তি ।

† তস্মাৎ উরুক্ষয় ইতি বা পাঠ্যম্ ।

‡ তস্মাপি সূপ্রতীকঃ, তস্মাপি সূপ্রতীক ইতি কচিৎ পাঠঃ ।

ততো মরুদেবঃ, * মরুদেবাৎ সুনক্ষত্রঃ, তস্মাৎ
 কিন্নরঃ, কিন্নরাদন্তরিক্ষঃ, তস্মাৎ সুবর্ণঃ, ততশ্চ অমি-
 ত্রজিৎ, ততশ্চ বৃহদ্রাজঃ, তস্যাপি ধর্মী, ধর্মিণঃ কৃত-
 ঙ্গয়ঃ, কৃতঙ্গয়াদ্রণঙ্গয়ঃ, রণঙ্গয়াৎ সঙ্গয়ঃ, তস্মাৎ শাক্যঃ,
 শাকাৎ ক্রুদ্ধোদনঃ* তস্মাৎ রাতুলঃ, ততঃ প্রসেনজিৎ,
 ততশ্চ কুদ্রকঃ,† ততঃ কুণ্ডকঃ, তস্মাদপি সুরথঃ,
 ততশ্চ সুমিত্রোহন্যঃ, ইত্যেতে চেক্ষাকবো বৃহদ্বনা-
 স্বরাঃ । অত্রানুবংশ-শ্লোকঃ ।

ইক্ষ্বাকুগামরং বংশঃ সুমিত্রান্তো ভবিষ্যতি ।

হইতে মরুদেব, মরুদেব হইতে সুনক্ষত্র, সুনক্ষত্র হইতে
 কিন্নর, কিন্নর হইতে অন্তরিক্ষ, অন্তরিক্ষ হইতে সুবর্ণ,
 সুবর্ণ হইতে অমিত্রজিৎ, অমিত্রজিৎ হইতে বৃহদ্রাজ,
 বৃহদ্রাজ হইতে ধর্মী, ধর্মী হইতে কৃতঙ্গয়, কৃতঙ্গয় হইতে
 রণঙ্গয়, রণঙ্গয় হইতে সঙ্গয়, সঙ্গয় হইতে শাক্য, শাক্য হইতে
 ক্রুদ্ধোদন, (ক্রোদ্ধোদন) ক্রুদ্ধোদন হইতে রাতুল, রাতুল
 হইতে প্রসেনজিৎ, প্রসেনজিৎ হইতে কুদ্রক, কুদ্রক হইতে
 কুণ্ডক, কুণ্ডক হইতে সুরথ, সুরথ হইতে দ্বিতীয় সুমিত্র উৎ-
 পন্ন হইবেন । এই সকল ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা বৃহদ্বলের
 সম্ভান । এই বংশ বিষয়ে একটী শ্লোক আছে । যথা—ইক্ষ্বাকুবংশ,

* ক্রুদ্ধোদন ইত্যত্র ক্রোদ্ধোদন ইতি পাঠান্তরম্ ।

† কুদ্রবকঃ ইতি বা পঠনীয়ম্ ।

যতন্তং প্রাপ্য রাজানং স সংস্থাং প্রাপ্যতে কলৌ ॥৩॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুৰ্থেংশে
দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ।



রাজা স্মৃতিত্রয়ং বিস্তীর্ণ হইবে; কারণ কলিযুগে উক্ত রাজা
হইতেই এই বংশের শেষ হয় ।

বিষ্ণুপুরাণ, চতুৰ্থ অংশ, দ্বাবিংশ অধ্যায়
সমাপ্ত ।



বিষ্ণুপুরাণম্ ।

চতুর্থোঃশঃ ৭

ত্রয়োবিংশোঃধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

মাগধানাং বাহুদ্রথানাং ভবিষ্যাণামনুক্রমং কথ-
য়ামি ॥ ১ ॥

অত্র হি বংশে মহাবল জরাসন্ধ-প্রধানা বভূবুঃ ॥২॥

জরাসন্ধস্তুতাং সহদেবাং সোমাপিঃ, তস্মাৎ
ঋতবান্, তস্যাপায়ুতায়ুঃ, ততশ্চ নিরমিত্রঃ, তন্ত-
নয়ঃ সুক্ষত্নঃ, তস্মাদপি বৃহৎকর্মা, ততশ্চ সেনজিৎ,
তস্মাক্ষ ঋতঞ্জয়ঃ, ততো বিপ্রঃ, তস্য চ পুত্রঃ
শুচিনামা ভবিষ্যতি । তস্যাপি ক্ষেম্যঃ, ততশ্চ স্ত্রতঃ,

পরশর কহিলেন । মগধ-দেশীয় বৃহদ্রথবংশোৎপন্ন ভবিষ্য
রাজগণের বিবরণ বলিতেছি ।^১ এই বংশে জরাসন্ধ প্রভৃতি মহা-
বল রাজগণ জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন ।^২ জরাসন্ধের পুত্র সহ-
দেব, সহদেব হইতে সোমাপি, সোমাপি হইতে ঋতবান্,
ঋতবান্ হইতে অয়ুতায়ু, অয়ুতায়ু হইতে নিরমিত্র, নিরমিত্র
হইতে সুক্ষত্ন, সুক্ষত্ন হইতে বৃহৎকর্মা, বৃহৎকর্মা হইতে
সেনজিৎ, সেনজিৎ হইতে ঋতঞ্জয়, ঋতঞ্জয় হইতে বিপ্র, বিপ্র
হইতে শুচি, শুচি হইতে ক্ষেম্য, ক্ষেম্য হইতে স্ত্রত,

সুত্রতাৎ ধৰ্মঃ, ততঃ সুশ্রমঃ*, ততো দৃঢ়সেনঃ,
ততঃ সুমতিঃ, তস্মাৎ সুবলঃ, তস্য সুনীতো' ভবিতা ।
ততঃ সত্যজিৎ, সত্যজিতো বিশ্বজিৎ, তস্যাপি রিপু-
ঞ্জয়ঃ পুত্রঃ, ইত্যেতে বাহুদ্রথা ভূপতয়ো বৰ্ষসহস্র-
মেকং ভবিষ্যন্তি ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুৰ্থেংশে
ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ।

সুত্রত হইতে ধৰ্ম, ধৰ্ম হইতে সুশ্রম, (শুশ্রম) সুশ্রম হইতে
দৃঢ়সেন, দৃঢ়সেন হইতে সুমতি, সুমতি হইতে সুবল, সুবল
হইতে সুনীত, সুনীত হইতে সত্যজিৎ, সত্যজিৎ হইতে রিপু-
ঞ্জয় উৎপন্ন হইবেন । এই ব্রহ্মদ্রপবংশীয় রাজগণ এক মহত্স
বৎসর রাজত্ব করিবেন । *

বিষ্ণুপুরাণ, চতুৰ্থাংশ, ত্রয়োবিংশ অধ্যায়
সমাপ্ত ।

* সুশ্রম ইত্যত্র শুশ্রম ইতি, সুশ্রবা ইতি চ পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ ।

বিষ্ণুপুরাণম্ ।

চতুর্থোহংশঃ ।

চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

যোহয়ং রিপুঞ্জয়ো নাম বাহুদ্রথোহন্ত্যঃ, তস্য
সুনিকো নামামাত্যো ভবিষ্যতি* ॥ ১ ॥

স চৈনং স্বামিনং হত্বা স্বপুত্রং প্রদ্যোতনামানম*
অভিবেক্ষ্যতি । তস্যাপি পালকনামা পুত্রো ভবিতী
ততচ্চ বিশাখযূপঃ, তৎপুত্রো জনকঃ, তস্য চ নান্দি-
বর্দ্ধনঃ, ইত্যেতে অষ্টত্রিংশদুত্তরমদশতং পঞ্চ
প্রদ্যোতাঃ পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি ॥ ২ ॥

পরশর কহিলেন । বৃহদ্রথবংশীয় শেষ রাজা রিপুঞ্জয়ের
সুনিক নামে এক মন্ত্রী হইবেন । তিনি ঐ প্রভু রিপুঞ্জরকে
বিনাশ করিয়া প্রদ্যোত নামক স্বীয় পুত্রকে সেই রাজ্যে অভি-
ষিক্ত করিবেন । প্রদ্যোতের একটী পুত্র হইবে, তাহার নাম
পালক । পালকের পুত্র বিশাখযূপ, তৎপুত্র জনক, জনক হইতে

* সুনিক ইত্যত্র সুনীক ইত্যপি পাঠো লভ্যতে ।

+ প্রদ্যোতম-নামামমিতি প্রাচীনপুস্তকেষু দৃশ্যতে ।

১ । কলিকালে চন্দ্রবংশ বর্ণন করিয়া চন্দ্রবংশের পরবক্ষরপ তবিষ্য বৃহদ্রথবংশ
কীর্তিত হইতেছে ।

ততশ্চ শিশুনাগঃ, তৎপুত্রশ্চ কাকবর্ণো ভবিতা ।
তৎপুত্রঃ ক্ষেমধৰ্ম্মা, তস্যাপি ক্ষত্রোজাঃ, তৎপুত্রো
বিদ্বিসারঃ, ততশ্চাজাতশত্রুঃ, তস্মাচ্চ দৰ্ভকঃ, দৰ্ভকা-
চ্চোদয়াশ্বঃ, তস্মাদপি নন্দিবৰ্দ্ধনঃ,* ততো মহানন্দী,
ইত্যেতে শৌশুনাগা দশ ভূমিপালাস্ত্রীণি বর্ষশতানি
দ্বিষষ্ঠাধিকানি ভবিষ্যন্তি ॥ ৩ ॥

মহানন্দিসুতঃ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবোহতিলুকো মহাপদ্মো
নন্দঃ পরশুরাম ইবাপরোহথিলক্ষত্রান্তকারী ভবিতা ॥৪

ততঃ প্রভৃতি শূদ্রা ভূমিপালা ভবিষ্যন্তি, স

নন্দিবৰ্দ্ধন উৎপন্ন হইবেন। প্রদ্যোত-বংশীয় এই পাঁচ জন রাজা,
একশত অষ্টত্রিংশৎ বৎসর পৃথিবী ভোগ করিবেন। ২

অতঃপর শিশুনাগ (রাজসিংহাসনে আরোহণ করিবেন।)
শিশুনাগের পুত্র কাকবর্ণ, কাকবর্ণের পুত্র ক্ষেমধৰ্ম্মা, ক্ষেমধৰ্ম্মার পুত্র
ক্ষত্রোজাঃ, ক্ষত্রোজার পুত্র বিদ্বিসার, বিদ্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু,
অজাতশত্রু হইতে দৰ্ভক, দৰ্ভক হইতে উদয়াশ্ব, উদয়াশ্ব হইতে
নন্দিবৰ্দ্ধন, নন্দিবৰ্দ্ধন হইতে মহানন্দী উৎপন্ন হইবেন। শিশুনাগ-
বংশীয় এই দশ জন, ভূপতি তিন শত দ্বিষষ্টি বৎসর রাজত্ব
করিবেন। ৩ মহানন্দী হইতে শূদ্রজাতীয় কামিনীর গর্ভে একটী
পুত্র উৎপন্ন হইবে, তাহার নাম মহাপদ্ম ও নন্দ। এই নন্দ
অত্যন্ত লুক্ক হইবেন। পরশুরাম যেরূপ সমুদায় ক্ষত্রিয়কুল
ধ্বংস করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই নন্দও সমুদায় ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস
করিবেন। ৪ এই সময় অবধি (ভারত ভূমিতে) শূদ্র রাজা

চৈকচ্ছত্রামনুল্লজিত-শাসনো মহাপদ্মঃ পৃথিবীং ভো-
ক্ষ্যতি ॥৫॥

তস্যাপ্যর্চৌ স্মৃতাঃ স্মৃতাভ্যাদ্যা ভবিতারঃ * । তস্য
চ মহাপদ্মস্যানু পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি । মহাপদ্মঃ, তৎ-
পুত্রাশ্চ একং বর্ষশতমবনীপতয়ো 'ভবিষ্যন্তি । নবৈব
তান্ নন্দান্ কোটিল্যো ব্রাহ্মণঃ সমুদ্ধরিষ্যতি ॥৬॥

তেষামভাবে মৌর্য্যশ্চ পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি ।
কোটিল্য এব চন্দ্রশুশ্রুৎ রাজ্যোহভিষেক্যতি ॥৭॥

তস্যাপি পুত্রো বিন্দুসারো ভবিষ্যতি । তস্যাপি

সিংহাসনারূঢ় হইবে । উক্ত মহাপদ্ম সত্রাট্ হইয়া সমুদায় পৃথিবী
ভোগ করিবেন । তাঁহার আজ্ঞা কুত্রাপি প্রতিহত হইবে না ।^৫
এই নন্দের অষ্টটি পুত্র উৎপন্ন হইবে । এই পুত্রগণের নাম স্মৃতাভ্য
প্রভৃতি । এই অষ্ট সন্তান, নন্দের পশ্চাৎ পৃথিবী-ভোগ করিবেন ।
নন্দ ও অষ্টসংখ্য নন্দপুত্রগণ, একশত বৎসর রাজত্ব করি-
বেন । পরে কোটিল্য নামক এক ব্রাহ্মণ, এই নন্দকে ও তৎপুত্র-
গণকে সমুলে উন্মূলন করিবেন । *

নন্দবংশের পর মৌর্য্যগণ পৃথিবীর অধিপতি হইবেন । উক্ত
কোটিল্যই মৌর্য্য চন্দ্রশুশ্রুতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন ।^৭ চন্দ্রশুশ্রুতের
একটি পুত্র হইবে, তাহার নাম বিন্দুসার । বিন্দুসার হইতে

* স্মৃতাভ্যাদ্যা ইত্যত্র স্মৃতাভ্যাদ্যা ইতি, স্মৃতাভ্যাদ্যা ইতি বা পঠনীয়ম্ ।

৭ । নন্দের উপপত্নীর নাম মুরা । এই মুরা হইতেই মৌর্য্য ও মৌর্যের নাম
হইয়াছে । এই মুরার গর্ভে চন্দ্রশুশ্রুতের জন্ম হইয়াছিল । ৭

অশোকবর্দ্ধনঃ, ততঃ স্মৃশাঃ *, ততো দশরথঃ, ততঃ
সঙ্গতঃ, ততঃ শালিশুকঃ†, তস্মাৎ সোমশর্মা, তস্মাৎ
শতধন্বা, তস্যাপ্যনু বৃহদ্রথনামা ভবিতা । এবং মৌর্য্য
দশ ভূপতয়ো ভবিষ্যন্তি অকশতং সপ্তত্রিংশদুত্তরম্ ।
তেষামন্তে পৃথিবীং •শুঙ্গা ভোক্ষ্যন্তি ॥৮॥

ততঃ পুষ্পমিত্রঃ সেনাপতিঃ স্বামিনং হত্বা রাজ্যং
করিষ্যতি ॥৯॥

অস্যাংজোহগ্নিমিত্রঃ, তস্মাৎ সূজ্যেষ্ঠঃ, ততো বসু-
মিত্রঃ, তস্মাদপ্যাদ্রকঃ, ততঃ পুলিন্দকঃ, ততো ঘোষ-
বসুঃ, তস্মাদপি বজ্রমিত্রঃ, ততো ভাগবতঃ ॥১০॥

অশোকবর্দ্ধন, অশোকবর্দ্ধন হইতে স্মৃশা, স্মৃশা হইতে দশরথ,
দশরথ হইতে সঙ্গত, সঙ্গত হইতে শালিশুক (শালিশুক) শালিশুক
হইতে সোমশর্মা সোমশর্মা হইতে শতধন্বা, শতধন্বা হইতে
বৃহদ্রথ, উৎপন্ন হইবেন । মৌর্য্যবংশীয় এই দশ জন রাজা
একশত সপ্তত্রিংশৎ বৎসর রাজত্ব করিবেন । অতঃপর শুঙ্গগণ
পৃথিবীতে রাজা হইবেন । * (মৌর্য্য বংশীয় শেষ রাজা বৃহ-
দ্রথের) সেনাপতির নাম পুষ্পমিত্র । পুষ্পমিত্র আপনার
প্রভুক বিনাশ করিয়া রাজ্য করিবেন । † পুষ্পমিত্রের •পুত্র
অগ্নিমিত্র, অগ্নিমিত্রের পুত্র সূজ্যেষ্ঠ, সূজ্যেষ্ঠ হইতে বসুমিত্র,
বসুমিত্র হইতে আদ্রক, আদ্রক হইতে পুলিন্দক, পুলিন্দক

* অশপ্ত ইতি নামান্তরম্ ।

+ শালিশুক ইতি বা পাঠঃ ।

৮ । পুষ্পমিত্রও তদবংশীয়েরা শুঙ্গ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন । ৮

৯ । কালিদাস মালবিকাগ্নিমিত্রে লিখিয়াছেন, পুষ্পমিত্র স্বয়ং রাজ্য করেন নাট ।
তিনি বৃহদ্রথকে বিনাশ করিয়া স্বীয় পুত্র অগ্নিমিত্রকে সেই রাজ্যে অভিষিক্ত
করিয়াছিলেন । ৯

তস্মাৎ দেবভূতিঃ, ইতোতে দশ শুক্লা দ্বাদশো-
ত্তরং বর্ষশতং পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি । ততঃ কণ্ঠানেষা
ভূর্যাস্যতি ॥ ১১ ॥

দেবভূতিস্তু শুক্লরাজানং ব্যসনিনং, তস্মৈবামাত্যঃ
কণ্ঠো বসুদেবনামা নিপাত্য স্বয়ম্বকনীং ভোক্তা । তৎ-
পুত্রো ভূমিমিত্রঃ, তস্যাপি নারায়ণঃ, নারায়ণস্য সূশর্মা,
এতে কাণ্ঠায়নাশ্চত্বারঃ, পঞ্চচত্বারিংশদ্বর্ষানি ভূপতয়ো
ভবিষ্যন্তি । সূশর্মাণং কণ্ঠে ভূত্যো বলাৎ শিপ্রকনামা
ইত্যা অক্ষুজা ত্রীয়ো বসুধাং ভোক্ষ্যতি । ততশ্চ কৃষ্ণ-
নামা তদ্ভ্রাতা ভূপতির্ভাবী । তস্য ত্রিশান্তকর্ণিঃ,

হইতে ঘোষবসু, ঘোষবসু হইতে বজ্রমিত্র, বজ্রমিত্র হইতে
ভাগবত, ভাগবত হইতে দেবভূতি উৎপন্ন হইবেন ।
এই দশ জন শুক্ল রাজা একশত দ্বাদশ বৎসর রাজত্ব করিবেন ।
অনন্তর পৃথিবী কণ্ঠনামক রাজগণের হস্তগত হইবে । শুক্লরাজা
দেবভূতির মন্ত্রির নাম বসুদেব । বসুদেব কণ্ঠবংশীয় । তিনি শুক্ল-
বংশীয় রাজা দেবভূতিকে ব্যসনাসক্ত দেখিয়া, বিনাশ করিয়া স্বয়ং
পৃথিবী ভোগ করিবেন । বসুদেবের পুত্রের নাম ভূমিমিত্র । ভূমি-
মিত্রের পুত্র নারায়ণ, নারায়ণের পুত্র সূশর্মা, এই চারি জন কাণ্ঠ-
য়ন, পঞ্চচত্বারিংশৎ বৎসর রাজ্য করিবেন । কাণ্ঠায়ন বংশীয়
শেষ রাজা সূশর্মার শিপ্রক নামে একটি ভৃত্য ছিল । এই শিপ্রক
অক্ষুজাতীয় । এই শিপ্রক বলপূর্বক সূশর্মাকে বিনাশ করিয়া
পৃথিবীপতি হইবেন । তৎপরে কৃষ্ণ নামক ভ্রাতা রাজ্য
শাসন করিবেন । তৎপরে কৃষ্ণের পুত্র ত্রিশান্তকর্ণি, ত্রিশান্তকর্ণির

তস্যাপি পূৰ্ণোৎসঙ্গঃ, তৎপুত্রশ্চ শাতকৰ্ণিঃ, * তস্মাচ্চ
লম্বোদরঃ, তস্মাৎ দিবিলকঃ,† ততো মেঘস্বাতিঃ, ততঃ
পটুমান্,‡ ততশ্চ অরিষ্টকৰ্ম্মা, ততো হালঃ, হালাৎ
পন্তলকঃ, ততঃ ঐবিল্লসেনঃ,§ ততঃ সুন্দরঃ শাতকৰ্ণী,
তস্মাৎ চকোরঃ শাতকৰ্ণীঃ ॥ ১২ ॥

ততঃ শিবস্বাতিঃ, ততশ্চ গোমতীপুত্রঃ, তৎপুত্রঃ
পুলিমান্, তস্যাপি শাতকৰ্ণী শিবজীঃ, ততঃ শিবস্কন্ধঃ,
তস্মাৎ যজ্ঞজীঃ, ॥ ততো বিজয়ঃ, ততঃ চন্দ্রজীঃ, তস্যাপি
পুলোমার্চিঃ, এবমেতে ত্রিংশৎ, চত্বার্যাদশতানি ষট্-

পুত্র পূৰ্ণোৎসঙ্গ, পূৰ্ণোৎসঙ্গের পুত্র শাতকৰ্ণি, শাতকৰ্ণির পুত্র
লম্বোদর, লম্বোদরের পুত্র দিবিলক, দিবিলকের পুত্র মেঘস্বাতি,
মেঘস্বাতির পুত্র পোটুমান্, (পোটুমান্) পোটুমানের পুত্র অরিষ্ট-
কৰ্ম্মা, অরিষ্টকৰ্ম্মার পুত্র হাল, হালের পুত্র পন্তলক, পন্তলকের
পুত্র ঐবিল্লসেন, ঐবিল্লসেনের পুত্র সুন্দর শাতকৰ্ণী, সুন্দর শাত-
কৰ্ণীর পুত্র চকোর শাতকৰ্ণী, ২২ চকোরের পুত্র শিবস্বাতি, শিব-
স্বাতির পুত্র গোমতীপুত্র, গোমতীপুত্রের পুত্র পুলিমান্, পুলি-
মানের পুত্র শিবজী শাতকৰ্ণী, শিবজীর পুত্র শিবস্কন্ধ, শিবস্কন্ধের
পুত্র যজ্ঞজী, যজ্ঞজীর পুত্র বিজয়, বিজয়ের পুত্র চন্দ্রজী, চন্দ্রজীর

* শাতকৰ্ণিরিতি পাঠান্তরম্ ।

† তস্মাদিবিলক ইতি বা পঠনীয়ম্ ।

‡ ততঃ পটুমান্ ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

§ ঐবিল্লসেন ইত্যন্যে পঠন্তি ।

২২ শাতকৰ্ণী ইত্যত্র শাতকৰ্ণী ইতি পুস্তকান্তরে দৃশ্যতে ।

॥ তস্মাৎ যজ্ঞজীঃ ইতি পাশ্চাত্যঃ পাঠঃ ।

পঞ্চাশদধিকানি পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি অন্ধভৃত্যঃ ।
সপ্তাভীরা দশ গর্দভিলাঃ * ভূভুজো ভবিষ্যন্তি ॥১৩॥

ততঃ ষোড়শ শকা ভূভুজো ভবিতারঃ । ততশ্চ
অষ্টৌ যবনাঃ, চতুর্দশ তুখারাঃ, † যুগাশ্চ ত্রয়োদশ,
একাদশ মৌনাঃ, এতে পৃথিবীং ত্রয়োদশ বর্ষশতানি
নবনবত্যাধিকানি ভোক্ষ্যন্তি ॥ ১৪ ॥

ততশ্চ পৌরা একাদশ ভূপতয়োহকশতানি ত্রীণি
মহীং ভোক্ষ্যন্তি ॥ ১৫ ॥

তেষু চ্মেষু কৈলকিলা যবনা ভূপতয়ো ভবিষ্যন্তি ।
মূর্দ্ধাভিবিভক্তন্তেবাং বিদ্বাশক্তিঃ ॥ ১৬ ॥

পুত্র পুলোমাচি, অন্ধভৃত্য নামে বিখ্যাত এই ত্রিশ জন রাজা
চারি শত পঞ্চাশৎ বৎসর রাজ্য ভোগ করিবেন ।

অতঃপর আভীরবংশীয় সাত জন, গর্দভিল বংশীয় দশ জন
রাজ্য হইবেন ।^{১০} তৎপরে শকবংশীয় ষোল জন রাজ্য রাজ্য
শাসন করিবেন ।

তৎপরে আট জন যবন জাতীয়, চতুর্দশ ব্যক্তি তুখার জাতীয়,
ত্রয়োদশ ব্যক্তি যুগ জাতীয়, একাদশ ব্যক্তি মৌনজাতীয় রাজ্য
হইবেন । ই হারা ত্রয়োদশ শত নব নবতি ১৩৯৯ বৎসর পৃথিবী-
ভোগ করিবেন ।^{১১} অনন্তর পৌরজাতীয় একাদশ সংখ্য রাজ্য
তিন শত বৎসর রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন ।^{১২}

পৌরগণ কর্তৃক ভারতবর্ষ ব্যাপ্ত হইলে কৈলকিলা নগরীজাত

* গর্দভিলা ইতি বা পঠ্যতাম্ ।

† তুখারা ইত্যত্র তুমারা ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

ততঃ পুরঞ্জয়ঃ, ততো রামচন্দ্রঃ, তস্মাৎ ধর্ম্যঃ, ধর্ম্যাৎ
বরাদ্ধঃ, ক্লুতনন্দনঃ, স্মৃষিনন্দিঃ, * নন্দিষশাঃ । শিশুক-
প্রদীরৌ চ, এতে বর্ষশতং ষড়্ বর্ষাণি ভবিষ্যন্তি । ততঃ
তৎপুত্রাঃ ত্রয়োদশৈব, বাহ্লীকাশ্চ ত্রয়ঃ, ততঃ পুষ্প-
মিত্র-পটুমিত্র-পদ্মমিত্রাস্ত্রয়ো † দশ মেকলাশ্চ সপ্ত-
কোশলাস্ত নবৈব ভূপত্যো ভবিষ্যন্তি । নৈষধাস্ত
তাবন্ত এব ভূপত্যো ভবিষ্যন্তি ॥ ১৭ ॥

মাগধায়াং বিশ্বক্ষটিকসংজ্ঞোহন্যান্ বর্ণানু করি-
ষ্যতি । কৈবর্ত-কটু-পুলিন্দ-ব্রাহ্মণ্যান্ ‡ রাজ্যে স্থাপয়ি-
ষ্যনগণ রাজা হইবেন । এই যবনগণের মধ্যে যিনি সম্রাট হই-
বেন, তাঁহার নাম বিজ্ঞাশক্তি ।*

বিজ্ঞাশক্তির পুত্র পুরঞ্জয়, পুরঞ্জয় হইতে রামচন্দ্র, রামচন্দ্র
হইতে ধর্ম্য, ধর্ম্য হইতে বরাদ্ধ, বরাদ্ধ হইতে ক্লুতনন্দন, ক্লুতনন্দন
হইতে স্মৃষিনন্দি, স্মৃষিনন্দি হইতে নন্দিষশা, নন্দিষশা হইতে
শিশুক, শিশুক হইতে প্রদীর উৎপন্ন হইবেন । এই (নয় জন রাজা)
এক শত ছয় বৎসর রাজ্য ভোগ করিবেন । অনন্তর এতদ্বংশীয়
ত্রয়োদশ ব্যক্তি, পরে বাহ্লীকবংশীয় তিন জন, তৎপরে পুষ্পমিত্র,
পটুমিত্র (পটু মিত্র) ও পদ্মমিত্র, এই তিন ব্যক্তি, তৎপরে মেকল
দেশজাত দশ জন, তৎপরে সপ্তকোশলাদেশ-জাত নয় জন রাজা
হইবেন । ইহার পর নিষধদেশীয় নয়জন রাজ্য শাসন করিবেন ।*

মাগধা নগরীতে বিশ্বক্ষটিক নামক এক রাজা নূতন নূতন অনেক

* শিশুনন্দিরিতি বা পাঠঃ ।

† পটু ইত্যত্র কটু ইতি বা পঠনীয়ম্ ।

‡ কটু ইত্যত্র পটু ইতি পাঠান্তরম্ ।

যাত্যুৎসাদ্যাখিলকল্পজাতিম্। নব নাগাঃ পদ্মাবত্যাং
 কান্তিপূর্যাং, মথুরায়ামনুগঙ্গাপ্রয়াগং যাগধা শুশ্রুশ্চ
 ভোক্ষ্যন্তি। কোশলৌড়্র (পরাড্রুক-) তাম্রলিপ্তান্ সমুদ্র-
 তটপুরীক্ষা দেবরক্ষিতো রক্ষিয়াতি। কলিঙ্গ-মাহিষিক-
 মাহেন্দ্র-ভোমা শুহাং ভোক্ষ্যন্তি। নৈষাদ-নৈমিষিক
 কালতোয়ান্ জনপদান্ মগিধারবংশা * ভোক্ষ্যন্তি।
 স্ত্রীরাজ্য-(তৈরাজ্য-) মুষিক-জনপদান্ কনকাস্রয়া ভো-
 ক্ষ্যন্তি। সৌরাষ্ট্রাবন্তি-শূদ্রানব্বুদ-মরুভূমি-বিষয়াংশ্চ
 ব্রাত্যা দ্বিজাভীর-শূদ্রাদ্যাঃ ভোক্ষ্যন্তি। সিন্ধুতট-
 দাক্ষী-কোক্ষী-চন্দ্রভাগা-কাশ্মীরবিষয়ান্ ব্রাত্যা স্নেচ্ছা-
 সঙ্কর জাতির সৃষ্টি করিবেন। তিনি নিখিল কল্পিয়জাতি অর্থাৎ
 কল্পিয়বীর্যে উৎপন্ন বিবিধ জাতি উৎসন্ন করিয়া কৈবর্ত পটু
 (কটু) পুলিন্দজাতীয় ব্রাত্য ব্রাহ্মণদিগকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করি-
 বেন। তৎপরে নাগবংশীয় নয় জন ভূপতি পদ্মার সন্নিহিত দেশ ও
 কান্তিপূরীতে, মাগধবংশীয়েরা মথুরাতে এবং শুশ্রুবংশীয়েরা গঙ্গা-
 সন্নিহিত দেশ ও প্রয়াগে রাজত্ব করিবেন। কোশল, উড়্র, তাম্র-
 লিপ্ত ও সমুদ্রতট-সন্নিহিত দেশসমুদায়ে দেবরক্ষিত রাজা
 হইবেন। কলিঙ্গ, মাহিষিক ও মাহেন্দ্র পর্তত-সন্নিহিত দেশীয়
 রাজগণ, পর্ততের শুহা আশ্রয় করিবেন। মগিধারবংশীয় ভূপাল-
 গণ, নৈষাদ দেশ, নৈমিষিক দেশ ও কালতোয়দেশের অধিপতি
 হইবেন। কনক নামে বিখ্যাত রাজগণ, স্ত্রীরাজ্য (তৈরাজ্য) ও
 মুষিক রাজ্যে আধিপত্য করিবেন। ব্রাত্য ব্রাহ্মণ, আভীর, শূদ্র
 প্রভৃতি হীনবংশীয় ভূপালগণ, সৌরাষ্ট্র অবন্তি শূদ্র অনবুদ
 মরুভূমি প্রভৃতি দেশ-সমুদায়ের শাসনকর্তা হইবেন। ব্রাত্য স্নেচ্ছ

দয়ঃ শূদ্রাঃ ভোক্ষ্যন্তি । এতে চ তুল্যকালঃ সর্বৈ
পৃথিব্যাং ভূভূতো ভবিষ্যন্তি । অম্প্রপ্ৰসাদাঃ বৃহৎ-
কোপাঃ সর্বকালমনৃতধর্মরূচয়ঃ স্ত্রী-বাল-গো-বধক-
র্ত্তারঃ পরস্বাদান-রুচয়োহম্পসারাঃ উদিতাস্তমিতপ্রায়াঃ
স্বম্পায়ুষো মহেচ্ছা অত্যম্পধর্মাশ্চ ভবিষ্যন্তি ॥ ১৮ ॥

তৈশ্চ বিমিশ্রা জনপদাস্তচ্ছীলবর্ত্তিনো রাজাশ্রয়-
শুম্বিনো মেচ্ছাশ্চার্য্যাশ্চ বিপর্য্যয়েণ বর্ত্তমানাঃ প্রজাঃ
ক্ষপয়িষ্যন্তি ॥ ১৯ ॥

ততশ্চানুদিনমম্পাম্পহাসাদ্যবচ্ছেদাৎ ধর্মার্থয়ো-
র্জগতঃ সংক্ষেপো ভবিষ্যতি * ॥ ২০ ॥

শূদ্র প্রভৃতি ইতর-জাতীয় ভূপালগণ, সিন্ধুতট, দাক্ষিণী, কোর্সী
চন্দ্রভাগা ও কাশ্মীর-দেশে রাজ্য ভোগ করিবেন ।

শেষোক্ত এই সকল ভূপাল এবং যাঁহারা ইহাঁদের সমকালীন
রাজা, তাঁহারা লোকের প্রতি অম্প্র প্রসন্ন হইবেন । তাঁহাদের
ক্রোধ অতীব ভীষণ হইবে । তাঁহারা সর্বদাই অমৃত ব্যবহারে
ও অধর্মের রত থাকিবেন এবং স্ত্রী বালক ও গো বধ করিতে কুণ্ঠিত
হইবেন না । তাঁহারা পরধন গ্রহণে বিলক্ষণ তৎপর হইবেন ।
তাঁহাদের সার অতীব অম্প্র হইবে । তাঁহারা উদিত হইয়াই
অস্তমিতপ্রায় হইবেন । তাঁহাদের পরমায়ু স্বম্প্র হইবে । তাঁহারা
মহতী ইচ্ছা করিবেন । তাঁহাদের ধর্ম অতি অম্প্র হইবে । ২০

ইহাঁরা যে যে দেশের রাজা, তত্ত্বদেশীয় জনগণও ইহাঁদের
স্বভাব প্রাপ্ত হইবেন । রাজার আশ্রয়ে কখন মেচ্ছজাতি প্রবল,
কখন বা আর্য্যজাতি প্রবল হইয়া (আধিপত্য বিস্তার জন্য) প্রজা-
ক্ষয় করিবেন । ২১ অনন্তর এই জগতে ধর্ম ও অর্থের দিন দিন

ততশ্চার্থ এবাভিজনহেতুর্দীনমেবাম্বাশেষ-ধর্মহেতু-
রভিরুচিরেব দাম্পত্যসম্বন্ধহেতুরনৃতমেব ব্যবহার-জয়-
হেতুঃ স্ত্রীত্বমেবোপভোগহেতুঃ রত্নতাত্রাগিতৈব
পৃথিবীহেতুত্রাক্ষত্বমেব বিপ্রত্বহেতুঃ লিঙ্গধারণমেবা-
শ্রমহেতুরন্যায় এব রতিহেতুঃ ॥২২॥

দৌর্বল্যমেবারতিহেতুর্ভগ্নগর্ভোচ্চারণমেব পাণ্ডি-
ত্যহেতুঃ ॥২৩॥

দানমেব ধর্মহেতুঃ আচ্যুতৈব সাধুত্বহেতুঃ ॥২৪॥

স্নানমেব প্রসাধনহেতুঃ স্বীকরণং বিবাহহেতুঃ সঙ্ঘে-
শার্থ্যেব পাত্রং দুরায়াতনোদকমেব তীর্থমিত্যেবমেনে-
কদোষোত্তরে ভূমণ্ডলে সর্ববর্ণেষেব যো যো বলবান্

ক্লাস হইয়া নিতান্ত দুর্বলতা হইবে।^{২০} তখন ধনই কৌলীন্য-
জনক, অর্থই ধার্মিকতার পরিচায়ক, অভিরুচিই দাম্পত্য-
সম্বন্ধের প্রয়োজক, মিথ্যাই ব্যবহারাদিকরণে জয়হেতু, কামিনীই
ভোগ্য বস্তু, রত্নতাত্র লৌহ প্রভৃতির সম্বন্ধই উত্তম ভূমিদের
কারণ, যজ্ঞোপবীত ধারণই ব্রাহ্মণদের হেতু, চিত্র ধারণই
আশ্রম ধর্মের লক্ষণ, এবং অন্যায়চরণই জীবিকা-নির্বাহের
উপায় স্বরূপ হইবে।^{২২}

সে সময় দুর্বলতাই জীবিকাভাবের হেতু, ভয় প্রদর্শনই পাণ্ডি-
ত্যের হেতু,^{২৩} দানই ধর্মের কারণ, ধনাচ্যুতাই সাধুতার
হেতু,^{২৪} স্নানই প্রসাধনের হেতু, স্বীকারই দাম্পত্যপ্রয়োজক,
সুবেশ-ধারী ব্যক্তিই সৎপাত্র ও দুর্য্যস্ত জলই তীর্থ হইবে ।

এইরূপে ভূমণ্ডলে বহুল দোষ বজ্রমূল হইলে যে জাতির মধ্যে
যিনি প্রবল হইবেন, তিনিই রাজ্যভোগ করিবেন। রাজগণ

স ভূপতির্ভবিষ্যতি । এবং চাতিলুন্ধ-করভারাসহাঃ শৈলা-
নামন্তরা দ্রোণীঃ প্রজাঃ সংশ্রিয়াস্তি, মধু-শাক-মূল-
ফল-পত্র-পুষ্পাহারাশ্চ ভবিষ্যন্তি । তরু বল্কল-চীর-প্রাবর-
ণাশ্চ তিবহুপ্রজাঃ শীতবাতাতপবর্ষসহা ভবিষ্যন্তি ।
ন চ কশ্চিৎ ত্রয়োবিংশতি বর্ষাণি জীবীষ্যতি । অন-
বরতং চাত্র কলিযুগে ক্ষয়মাত্যত্থিলমেবৈষ জনঃ
ক্ষয়মুপৈষ্যতি ॥২৫॥

শ্রৌত স্মার্ত-ধর্ম্মে বিপ্লবমতান্তমুপগতে ক্ষীণপ্রায়ে
চ কলাবশেষ জগৎস্রষ্টাচরচরোরাদিময়স্যান্তময়স্য
সর্বময়স্য ব্রহ্মময়স্যাস্বরূপিণো ভগবতো বাসুদেব-
ন্যাংশঃ সম্ভুলগ্রাম-প্রধানব্রাহ্মণ-বিষ্ণুবশসো গৃহে অফ-

সাতিশয় লুদ্ধ হইবে । লিয়া প্রজাগণ বিবিধ কর্মের-ভার সহ
করিতে না পারিয়া পর্কতের অধিতাকা আশ্রয় করিবে ।
তাহারা ফল মূল শাক পুষ্প পত্র মধু প্রভৃতি আহার করিয়া
জীবন ধারণ করিবে । ছিন্ন বস্ত্র বা বল্কল তাহাদের বসন
হইবে । তাহারা শীত বাত আতপ রুষ্টি প্রভৃতি সহ করিবে ।
তাহাদের অনেক সম্ভান, হইবে কিন্তু কেহ ত্রয়োবিংশতি বৎ-
সরও জীবিত থাকিবে না । এইরূপে যখন কলিযুগের শেষ
হইয়া আসিবে, তখন অধিকাংশ মনুষ্যই বিষ্ণু হইবে । ২৫

এইরূপে যখন শ্রৌত ও স্মার্ত সমুদায় ধর্ম্ম বিলুপ্তপ্রায় হইবে
ও যখন কলিযুগ শেষ হইয়, আসিবে, তৎকালে, যিনি নিখিল
জগতের স্বষ্টিকর্তা, যিনি স্থাবর জঙ্গম সকলেরই গুরু, যিনি
আদিময়, (যিনি সকলের আদি কারণ স্বরূপ) যিনি অন্তময়
(যিনি সকলের সংহারকর্তা) যিনি সর্বময় (যিনি সর্বভূতের

গুণার্দ্ধ-সমন্বিতঃ কল্কিরূপী, জগত্যত্ৰাবতীৰ্য্য সকলম্লেচ্ছ-
দন্যুদুষ্টাচরণচেতসামশেষাণামপরিচ্ছিন্ন-মাহাত্ম্য শক্তিঃ
ক্ষয়ং করিষ্যতি ॥২৬॥

স্বধৰ্ম্মেষু চাখিলং জগৎ সংস্থাপয়িত্বাভীতি । অনন্ত-
রঞ্চঃশেষ-কলেরবসানে প্রবুদ্ধানাং তেষামেব জনপদা-
নামমলক্ষটিক-বিশুদ্ধা মতয়ো ভবিষ্যন্তি ॥২৭॥

তেষাঞ্চ বীজভূতানামশেষমনুষ্যাণাং পরিণতানা-
মপি তৎকালকৃতানামপত্যপ্রসূতিভবিষ্যতি ॥২৮॥

তানি চ তদপত্যানি কৃতযুগধৰ্ম্মানুসারীণি ভবিষ্য-
ন্তীতি ॥২৯॥

অন্তরাত্মা) যিনি ব্রহ্মস্বরূপ, যিনি জীবস্বরূপ, সেই বামুদেবের
অংশ কল্কি, অগ্নিমা লঘিমা প্রভৃতি অষ্ট ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন হইয়া
এই ভূতলে মন্তল নামক গ্রামবাসী বিষ্ণুযশা নামে বিখ্যাত
প্রধান ব্রাহ্মণের গৃহে অবতীর্ণ হইয়া সমুদায় স্নেহ, সমুদায় দম্বা ও
সমুদায় দুষ্টাচারীদিগকে সংহার করিবেন। তাঁহার শক্তি ও
মাহাত্ম্য কোথাও প্রতিহত বা পরিচ্ছিন্ন হইবে না। ২০

এই কল্কি, সমুদায় লোকেই স্ব স্ব ধৰ্ম্ম স্থাপন করিবেন ।
এইরূপে যখন নিঃশেষরূপে কলিযুগের অবসান হইবে, তখন
অবশিষ্ট মানবগণ (মোহনিজার অবসানে) প্রবুদ্ধের ন্যায়
হইবে। তৎকালে তাহাদের বুদ্ধি নির্মল ক্ষটিকের ন্যায় বিশুদ্ধ
হইয়া উঠিবে। ২১ এই সময় বীজস্বরূপ যে সকল মনুষ্য জীবিত
থাকিবেন, তাঁহারা যদিও পরিণতবয়স্ক, তথাপি তৎকালে
তাঁহাদের যে সকল সন্তান হইবে, তাহারা সেই সময়ের উপযুক্ত
হইয়া উঠিবে। ২২ এই সকল সন্তান মতায়ুগের ধৰ্ম্মানুসারী হইবে। ২৩

অত্রোচ্যতে ।

যদা চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ তথা তিষা-ব্রহ্মপতী ।
 একরাশৌ সমেষান্তি ভবিষ্যতি তদা কৃতম্ ॥৩০॥
 অতীতা বর্তমানাশ্চ তথৈবানাগতাশ্চ যে ।
 এতে বংশেষু ভূপালাঃ কথিতা মুনিসত্তম ॥৩১॥
 যাবৎ পরিক্রিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্ ।
 এতদ্বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্ ॥৩২॥
 সপ্তর্ষীণাঞ্চ যৌ পূর্বে দৃশ্যেতে উদিতৌ দিবি ।
 তয়োস্তু মধ্যানক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি ।
 তেন সপ্তর্ষয়ো যুক্তান্তিষ্ঠন্ত্যকশতং নৃণাম্ ॥৩৩॥
 তে তু পারিক্রিতে কালে মযায়াসন্ দ্বিজোত্তম ।

এ বিষয়ে একটি শ্লোক আছে । যথা—যে সময় চন্দ্র, সূর্য্য ও ব্রহ্মপতি, এক রাশিতে থাকিয়া পুষ্যা নক্ষত্রে মিলিত হইবেন, সেই সময় সত্য যুগের আদিভব হইবে । ৩০

মহর্ষে ! চন্দ্রাংশ সূর্য্যবংশ প্রভৃতি বংশে যে সকল রাজা উৎপন্ন হইয়াছিলেন, বা হইয়াছেন অথবা হইবেন, তাঁহাদের সকলের বিবরণ কীর্ত্তন করিলাম । ৩১ রাজা পরিক্রান্তের জন্ম অবধি, নন্দের রাজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত, এই ১০১৫ এক সহস্র পঞ্চদশ বৎসর (বিষ্ণু কল্পিত জাতিই রাজ্য শাসন করিবেন ।) ৩২

সপ্তর্ষিমণ্ডলের পূর্ব দিকে যে দুইটি নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায় (তাহাদের নাম পুলহ ও ক্রতু ।) এই দুই নক্ষত্রকে (অশ্বিনী প্রভৃতি) যে কোন নক্ষত্রে অবস্থান করিতে দেখা যায়, সেই নক্ষত্রেই সপ্তর্ষিমণ্ডল সৌর একশত বৎসর অবস্থান করেন । ৩৩

তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাংশতাত্মকঃ ॥৩৪॥
 যদৈব ভগবদ্বিষ্ণোরংশো যাতে দিবঃ দ্বিজ ।
 বহুদেবকুলোদ্ভূতস্তদৈব কলিরাগতঃ ॥৩৫॥
 যাবৎ স পাদপদ্মাভ্যাং পক্ষ্মার্শেয়াং বসুন্ধরাম্ ।
 তাবৎ পৃথ্বীপরিষঙ্গে সমর্থো নাভবৎ কলিঃ ॥৩৬॥
 গতে সনাতনস্যাংশে বিযোস্তত্র ভুবো দিবম্ ।
 তত্যাজ সানুজো রাজ্যং ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৩৭॥
 বিপরীতানি দৃষ্ট্বা চ নিমিত্তানি স পাণ্ডবঃ ।
 যাতে ক্রমো চকারাথ সোহতিষেকং পরিক্ষিতঃ ॥৩৮॥
 প্রয়াসান্তি যদা চৈতে পূর্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ ।

দ্বিজবর ! রাজা পরিক্ষিতের রাজত্ব সময়ে সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা নক্ষত্রে ছিল। তাঁহার দ্বাদশ শত বৎসর পূর্বে কলি প্রবৃত্ত হইয়াছে। (এই দ্বাদশ শত বৎসর বলির সন্ধ্যা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।) ৩৪

ব্রহ্মন্ ! যাদবকুলে সমুৎপন্ন ভগবান্ বিষ্ণু অংশ কৃষ্ণ, যে সময় স্বর্গে আরোহণ করিলেন, সেই সময় অর্ধ কলির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ৩৫ (ভগবান্ কৃষ্ণের আবির্ভাবের সময় যদিও কলিযুগ প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তথাপি) তিনি যে সময় পর্য্যন্ত পাদপদ্ম দ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করিয়াছিলেন, সে সময় পর্য্যন্ত কলি, পৃথিবীতে বদ্ধমূল হইতে পারে নাই। ৩৬ সনাতন বিষ্ণুর অংশ কৃষ্ণ, ভুলোক হইতে দেবলোকে গমন করিলে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির, কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবর্গের সহিত রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ৩৭ কৃষ্ণ স্বর্গে গমন করিলে ঐ পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির, (দুর্নিমিত্ত ও) সমুদায় বিপরীত লক্ষণ দেখিয়া রাজকুমার পরিক্ষিতকে

তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেব কলিরুদ্ভিঃ গমিষ্যতি ॥৩৯॥
 যস্মিন্ ক্রমেষা দিবং যাতস্তস্মিন্বেব তদাহনি ।
 প্রতিপন্নং কলিযুগং তস্মৈ সংখ্যাং নিবোধ মে ॥৪০॥
 ত্রিণি লক্ষাণি বর্ষাণাং দ্বিজ মানুসসংখ্যায়া ।
 ষষ্টিশ্চেব সহস্রাণি ভবিষ্যতোষ বৈ কলিঃ ॥৪১॥
 শতানি তানি দিব্যানি সপ্ত পঞ্চ চ সংখ্যায়া ।
 নিঃশেষেণ ততস্তস্মিন্ ভবিষ্যতি পুনঃ কৃতম্ ॥৪২॥
 ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ দ্বিজসত্তম ।
 যুগে যুগে মহাত্মানঃ সমভীতাঃ সহস্রশঃ ॥৪৩॥
 বহুত্বান্নামধেয়ানাং পরিসংখ্যা কুলে কুলে ।

রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন । ৩৮ যে সময় এই স্বপ্তর্ষিমণ্ডল পূর্ণা-
 ষাঢ়া নক্ষত্রে গমন করিবে, সেই সময় নন্দ সিংহাসনে আরোহণ
 করিবেন, সেই সময় অবধি কলি বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে । ৩৯ যে সময়
 যে দিবস কৃষ্ণ, স্বর্গারোহণ করিলেন, সেই সময় সেই দিবসই
 কলির প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হইয়াছে । এক্ষণে কলিযুগের বৎসরসংখ্যা
 বলিতেছি, শ্রবণ কর । ৪০

ব্রহ্মন্ ! (সঙ্ক্কা ও সঙ্ক্কাংশ সমেত) এই কলিযুগ মনুষ্যদিগের
 তিন লক্ষ ষষ্টি সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবে । ৪১ দিব্য বৎসর
 অনুসারে ইহার পরিমাণ দ্বাদশ শত বৎসর । এই কাল সম্পূর্ণ-
 রূপে অতীত হইলে পুনর্বার মতায়ুগের আবির্ভাব হইবে । ৪২

দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! যুগে যুগে সহস্র সহস্র মহাত্মা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,
 বৈশ্য ও শূদ্র, অতীত হইয়াছে । ৪৩ তাঁহাদের মধ্যে যে যে ব্যক্তি
 যে যে বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম ও সংখ্যা

পুনরুক্ত-বহুত্বাত্তু ন ময়া পরিকীৰ্ত্তিতা ॥৪৪॥
 দেবাপিঃ পৌরবো রাজা মরুশ্চক্ষ্বাকুবংশজঃ ।
 মহাযোগবলোপেতৌ * কলার্পগ্রামসংশ্রয়ো ॥৪৫॥
 ক্রুতে যুগ ইহাগত্য ক্ষত্র প্রাবর্তকৌ হি তৌ ।
 ভবিষ্যতো মনোর্ষংশে বীজভূতৌ ব্যবস্থিতৌ ॥৪৬॥
 এতেন ক্রমযোগেন মনুপুত্রর্ষমুক্ষরা ।
 ক্রুতত্রেতা দিসংজ্ঞানি যুগানি ত্রীণি ভুজ্যতে ॥৪৭॥
 কলৌ তু বীজভূতাশ্চে কেচিৎ তিষ্ঠন্তি ভূতলে ।
 যথৈব দেবাপি মরু সাম্প্রতং সমবস্থিতৌ ॥৪৮॥

কীৰ্ত্তন করিতে হইলে অনেক বাহুল্য হয় ও অনেক পুনরুক্তি হইয়া পড়ে, এই জন্য আমি তৎসমুদায় কীৰ্ত্তন করিলাম না। ৪৪

পুরু বংশীয় রাজা দেবাপি এবং ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা মরু, ইহারা দুইজন মহাযোগ বলে কলার্প গ্রামে অবস্থান করিতেছেন। ৪৫ যখন সত্যযুগ আরম্ভ হইবে, তখন তাঁহারা নগরীতে আসিয়া ক্ষত্রিয়বংশের প্রবর্তক হইবেন। এই দুই জন রাজা, ভাবী মনুবংশের বীজস্বরূপ রহিয়াছেন। ৪৬ মনুপুত্রগণ, এইরূপ ক্রম অনুসারে সত্য ত্রেতা দ্বাপর, এই তিন যুগেই পৃথিবী ভোগ করিয়া আসিতেছেন। ৪৭ সম্প্রতি যেমন দেবাপি ও মরু যোগ অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতেছেন, সেইরূপে এতদ্বংশীয় কোন কোন রাজা কলিকালে (ভাবী সত্যযুগের) বীজ স্বরূপ হইয়া ভূতলে অবস্থান করেন। ৪৮

এই তোমার নিকট রাজগণের বংশ সংক্ষেপে কীৰ্ত্তন করিলাম।

* মহাযোগবলোপেতৌ ইতি পাঠান্তরম্ ।



এয় তুদ্দেশতো * বংশস্তবোক্তো ভূভুজাং ময়া ।
 নিখিলো গদিতুং শক্যো নৈব জন্মশতৈরপি ॥৪৯॥
 এতে চান্যে চ ভূপালা যৈরত্র ক্ষিতিমণ্ডলে ॥
 ক্লতং মমত্বং নোহাক্ষৈর্নিত্যেনিত্যকলেবরৈঃ ॥৫০॥
 কথং মমেয়মচলা মৎপুত্রস্ত কথং মহী ।
 মদ্বংশস্তোতি চিন্তাৰ্ত্তা জগুন্নরন্তমিমে নৃপাঃ ॥৫১॥
 তেভ্যঃ পূৰ্ব্বতরাশ্চান্যে তেভ্যস্তেভ্যস্তথাপরে ।
 ভবিষ্যাশ্চৈব যাস্যন্তি তেষামন্যে চ যেহপ্যনু ॥৫২॥
 বিলোক্যাজয়োদ্যোগ-যাত্রাব্যাণান্ নরাধিপান্ ।

সমুদায় দিষ্টারিত রূপে কীর্তন করিতে হইলে শত জন্মেও সমাপ্তি হয় না । ৪৯ উল্লিখিত সমুদায় ভূপতিগণ ও অনুল্লিখিত অন্যান্য সমুদায় ভূপতিগণ, স্বয়ং ঋণধ্বংসী দেহ ধারণ করিয়াও মোহাক্ষ হইয়া কণ্ঠাস্তস্থায়ী এই পৃথিবীমণ্ডলে অতীব মমতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন । ৫০ এই পৃথিবী কিরূপে আমার, আমার, পুত্রের ও আমার বংশীয়দিগের সম্বন্ধে অচলা হইয়া থাকিবে, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই এই সমস্ত রাজা বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছেন । ৫১ যে সকল রাজা ইহাদের পূর্বরাজ্য ভোগ করিয়াছেন, যাহারা তাঁহাদের ও তাঁহাদের পূর্বেও রাজা হইয়াছিলেন, এবং যে সকল রাজা ভবিষ্যৎ কালে পৃথিবী শাসন করিবেন, যে সকল রাজা উক্ত ভবিষ্যৎ রাজগণের পরেও রাজা হইবেন, তাহারাও ঐরূপ চিন্তা করিতে করিতে মানবলীলা সংবরণ করিবেন । ৫২

বসুন্ধরা শরৎকালে ভূপালগণকে আপন আপন জয়ের নিমিত্ত

পুষ্পপ্রস্ফুটসৈঃ শরদি হসতীব বসুন্ধরা ॥৫৩॥ .

মৈত্রেয় পৃথিবী-গীতা-শ্লোকাশ্চাত্র নিবোধ তান ।

যানাহ ধর্মধ্বজিনে জনকায়াসিতৌ মনিঃ ॥৫৪॥

পৃথিবুবাচ ।

কথমেব নরেন্দ্রাণাং মোহো বুদ্ধিমতামপি ।

যেন ফেনসধর্ম্যাণোহপ্যতিবিশ্বস্তচেতসঃ ॥৫৫॥

পূর্বমাত্মজয়ং কুত্বা জেতুমিচ্ছন্তি মন্ত্রিণঃ ।

ততে! ভূত্যাংশ্চ পৌরাংশ্চ জিগীষন্তে তথারিপূন ॥৫৬॥

ক্রমেণানেন জেয্যামো বয়ং পৃথ্বীং সমাগরাম্ ।

ইত্যাসক্তধিয়ো মৃতুং ন পশ্যন্ত্যবিদূরগম্ ॥৫৭॥

উদ্যোগ ও যুদ্ধযাত্রায় ব্যগ্র দেখিয়া পুষ্পবিকাস দ্বারা যেন হাস্যই করিয়া থাকে।^{১০} মৈত্রেয়! এ স্থলে পৃথিবী-গীতার কএটা শ্লোক বলিতেছি. শ্রবণ কর। মহর্ষি অসিত, ধর্মপরায়ণ জনকের নিকট এই সমস্ত শ্লোক কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।^{১১}

পৃথিবী কহিলেন। রাজগণ বুদ্ধিমান হইয়াও কিজন্য ঈর্ষশ মোহে অভিভূত হন যে, তাঁহারা জল-বুদ্ধদের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী হইয়াও (আপনাদিগকে চিরজীবীর ন্যায়) বিশ্বাস করেন।^{১২} তাঁহারা প্রথমতঃ আত্মজয় করিয়া মন্ত্রিগণকে জয় করিতে ইচ্ছা করেন। পরে ক্রমশঃ ভূত্যাগকে পৌরগণকে ও পরিশেষে শত্রুগণকে জয় করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন।^{১৩} তাঁহারা বিবেচনা করেন, আমরা এই রীতিক্রমে ক্রমে ক্রমে সমাগরা বসুন্ধরা পরাজয় করিব। তাঁহাদের অন্তঃকরণ নিরন্তর এইরূপ চিন্তায় আসক্ত থাকিতে তাঁহারা জানিতে পারেন না যে, মৃত্যু

সমুদ্রাবরণং যাতি মন্যগুলমথো বশম্ ।

কিয়দাঅজয়াদেতম্মুক্তিরাজ্যে ফলম্ ॥ ৫৮ ॥

উৎসজ্য পূর্বজা যাতা যাং নাদায় গতঃ পিতা* ।

তাং মমেতি বিমূঢ়ত্বাৎ জেতুমিচ্ছন্তি পার্শ্বিবাঃ ॥ ৫৯ ॥

মৎকৃতে পিতৃপুত্রাণাং ভ্রাতৃণাঞ্চাপি বিগ্রহাঃ † ।

জায়ন্তেহত্যন্তমোহেন মমতাদ্ব্যতচেতসাম্ ‡ ॥ ৬০ ॥

পৃথ্বী মমেয়ং সকলা মমৈষা।

মমাবয়স্যাপি চ সান্বতেয়ম্ ।

ভাঁহাদের নিকটবর্তী হইতেছে ।^{৫৭} আঅজয় হইতে যদি ক্রমশ সমুদ্রাবরণা পৃথিবী বশতাপন্ন হয়, তাহা হইলে ত ইহা সামান্য ফল লাভ হইল, কারণ আঅজয়ের অপর ফল পরম-পুরুষার্থ মুক্তি । (যোগীর ন্যায় আঅজয় করিয়া অনিত্য বিষয় স্পৃহা থাকাতে আঅজয়ের প্রধান ফল পরম পুরুষার্থ মুক্তিতে বঞ্চিত হওয়া সামান্য নিরোধের কর্ম্ম নহে ।)^{৫৮}

পূর্বপুরুষগণ যে পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, পিতাও যাহা লইয়া যাইতে সমর্থ হন নাই, রাজগণ যুদ্ধতা হেতু সেই পৃথিবীকেই জয় করিতে ইচ্ছা করেন ও আমার আমার বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন ।^{৫৯} আমার অর্থাৎ এই পৃথিবীর নিমিত্ত পিতার সহিত, পুত্রের সহিত ও ভ্রাতৃগণের সহিত মহাবিরোধ উপস্থিত হয় । ইহার কারণ সাতিশয় মোহ ও মমতা ভিন্ন আর কিছুই লক্ষিত হয় না ।^{৬০}

যে যে রাজা এই পৃথিবীতে কিছুকাল রাজ্য ভোগ করিয়া

* উৎসজ্য পূর্বজাতা যাং যাং নাদায় গতঃ পিতা ইত্যপি পাঠঃ ।

† ভ্রাতৃণাং চাতিবিগ্রহাঃ, ইতি বা পাঠঃ ।

‡ মমতাদ্ব্যতচেতসাম্ ইতি পঠমীয়ম্ ।

যো যো মৃতো হ্যত্র বভূব রাজা
 কুবুন্ধিরাসীদিতি তস্য তস্য ॥ ৬১ ॥
 দৃষ্ট্বা মমত্বাদৃতচিত্তমেকং*
 বিহায় মাং মৃত্যুপথং ব্রজন্তম্ ।
 তস্যাম্বয়স্থস্য কথং মমত্বং*
 হৃদ্যাস্পাদং মৎপ্রভবং করোতি ॥ ৬২ ॥
 পৃথ্বী মমৈয়াশু পরিত্যজৈনাং
 বদন্তি যে দূতমুখেঃ স্বশত্রুশ্চ ।
 নরাধিপাশ্চেষু মমাতিহাসঃ
 পুনশ্চ মুঢ়েষু দয়াভূতৈতি ॥ ৬৩ ॥

পশ্চাৎ কাল কবলে পতিত হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই এই-
 রূপ দুর্য্যক্তি হইয়াছিল যে, এই পৃথিবী আমারই অধিকৃত,
 ইহাতে অন্য কাহারো অধিকার নাই এবং ইহা আমারই বংশীয়-
 দিগের হস্তে স্থিরতর রূপে নিহিত থাকিবে।* এক ব্যক্তি
 আমার জন্য মমতাক্রষ্ট-হৃদয় হইয়া পশ্চাৎ আমাকে (পৃথিবীকে)
 পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, ইহা দেখিয়াও
 তদ্বংশীয় অপর ব্যক্তির হৃদয়ে অশ্রুৎসব্ধকীয় মমতা কিপ্রকারে
 স্থানপ্রাপ্ত হয়, (বুঝিতে পারি না।)*^১ যে সকল মুঢ় ভূপতি,
 দূত-মুখদ্বারা বিপক্ষ ভূপতিকে এই কথা বলে যে, এই পৃথিবী
 আমারই অধিকৃত, তুমি শীঘ্র ইহা পরিত্যাগ কর, তাহাদের
 কথায় আমার হাস্যের উদয় হয় এবং তাহাদের প্রতি দয়াও
 উদিত হইয়া থাকে।*^২

পরশর উবাচ ।

ইতে তে ধরণীগীতা-শ্লোকা মৈত্রেয় ! যৈঃ শ্রুতৈঃ ।
 মমত্বং বিলয়ং যাতি তাপন্যস্তং যথা হিমম্ ॥ ৬৪ ॥
 ইতোষ কথিতঃ সম্যগ্ মনোৰ্কংশো ময়া তব ।
 যত্র স্থিতি প্রবৃদ্ধস্য বিষ্ণোরংশাংশকা নৃপাঃ ॥ ৬৫ ॥
 শৃণুয়াদ্য ইমং ভক্ত্যা মনুবংশমনুক্ৰমাৎ ।
 তস্য পাপমশেষং বৈ প্রশস্যাত্যমলাত্মনঃ । ৬৬ ॥
 ধনধান্যাক্ষিমতুলাং প্রাপ্নোত্যাব্যাহতেন্দ্রিয়ঃ ।
 শ্রুত্বৈবগখিলং বংশং প্রশস্তং শশিসূর্য্যায়োঃ ॥ ৬৭ ॥
 ইক্ষ্বাকুজঙ্ঘুমাস্কাতৃ-সগরাবিক্ষিতান্ রঘূন ।
 যযাতি-নহুষাদ্যাংশচ জ্ঞাত্বা নিষ্ঠানুপাগতান্ ।

পরশর কহিলেন। মৈত্রেয়! এই সমুদায় ধরণী-গীতার শ্লোক (তোমার নিকট কীৰ্ত্তন করিলাম।) ইহা শ্রবণ করিলে, উষ্ণ বস্তুর উপর নিহিত হিমের ন্যায়, সমুদায় মমতা* দূর হইয়া যায়।* এই আমি তোমার নিকট সমুদায় মনুবংশ কীৰ্ত্তন করিলাম। এই বংশে যে সকল রাজা জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহার। পালন কার্য্যে প্রবৃত্ত বিষ্ণুর অংশ স্বরূপ।*

যিনি ভক্তিপূৰ্ব্বক আনুপূৰ্ব্বিক এই মনুবংশ শ্রবণ করেন, তাঁহার অন্তঃকরণ নির্মল হয় ও তাঁহার সমুদায় পাপপুঞ্জ ক্ষয় হইয়া থাকে।* প্রশস্ত সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশ সমুদায় শ্রবণ করিলে মানসগণ অব্যাহতেন্দ্রিয় হইয়া ধন ধান্য প্রভৃতি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হয়।*

ইক্ষ্বাকু, জঙ্ঘু, মাস্কাতা, সগর, অবিক্ষিত, রঘু, যযাতি, নহুষ প্রভৃতি রাজগণ সকলেই কালকবলে পতিত হইয়াছেন। এই

মহাবলান্ মহাবীৰ্য্যাননস্তধনসঞ্চয়ান্ ।
 রুতান্ কালেন বলিনা কথ্যশেষান্ নরাধিপান্ ।
 ঐত্বা ন পুত্রদারাদৌ গৃহক্ষেত্রাদিকে তথা ।
 দ্রব্যাদৌ চ রুতপ্রজ্ঞে মমত্বং কুরুতে নরঃ ॥৬৯॥
 তপ্তং তপো যৈঃ পুরুষপ্রবীরৈ-
 রুদ্বাহুভির্কর্ষগণাননেকান্ ।
 ইচ্ছাশ্চ যজ্ঞা বলিনোহিতিবীৰ্যাঃ
 রুতাস্তু কালেন কথ্যবশেষাঃ ॥৭০॥
 পৃথুঃ সমস্তান্ প্রচচার লোকান্
 অব্যাহতো যোহরিবিদারি-চক্রঃ ।
 সকালবাতাভিহতো বিনয়ঃ
 ক্ষিপ্তং যথা শাল্মলিতুলমর্থো ॥৭১॥

সকল রাজ্য মহাবল ও মহাবীৰ্য্য ছিলেন। ইঁহারা অসংখ্য ধন-
 সঞ্চয় করেন। বলবান্ কাল, এই সকল রাজ্যকেও নামমাত্রাব-
 শেষ করিয়াছে। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি এই সকল রাজ্যের বিবরণ শ্রবণ
 করিয়া ও জ্ঞাত হইয়া স্ত্রী পুত্র প্রভৃতিতে, পরিজনবর্গে এবং
 ক্ষেত্র প্রভৃতি দ্রব্য সমুদায়ে মমতা করেন না।^{১০}

যে কল মহাপুরুষ, উর্দ্ধবাহু হইয়া বহুবৎসর পর্য্যন্ত তপো-
 ন্ধান করিয়াছিলেন, যাঁহারা বহুসংখ্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া-
 ছেন, অতিশয় বলবান্ অতিশয় বীৰ্য্যশালী সেই সমস্ত
 ব্যক্তিও কালক্রমে নাম-মাত্রাবশেষ হইয়াছেন।^{১১} যাঁহার
 চক্র শত্রুগণকে বিদারিত করিত, যিনি অব্যাঘাতে সমুদায়
 লোকে বিচরণ করিতেন, সেই পৃথুও, যেমন অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত

যঃ কার্ত্তবীৰ্য্যো বুভুজে সমস্তান্
 দ্বীপান্ সমাক্রম্য হতারিচক্রঃ ।
 কথাপ্রসঙ্গে ত্বভিধীয়মানঃ
 স এব সঙ্কল্প-বিকল্পাহেতুঃ ॥ ৭২ ॥
 দশাননাবিস্ক্রিতরাঘবাণা-
 মৈশ্বর্য্যামুদ্ভাসিতদিগ্‌মুখানাম্ ।
 ভস্মাপি জাতং ন কথং ক্ষণেন
 জ্জ্বলন্তপাতেন ধিগন্তকস্য ॥ ৭৩ ॥
 কথাসরীরত্নমবাপ যদৈছ
 মাক্ষাতৃনামা ভুবি চক্রবর্তী ।

শাল্মলি-তুলা নষ্ট হয়, তাহার ন্যায় কাঞ্চরূপ পবনদ্বারা
 অতিহত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছেন ।^{১১}

যে কার্ত্তবীৰ্য্য অর্জুন, সমুদায় দ্বীপ আক্রমণ পূর্ব্বক শত্রু-
 মণ্ডলী সংহার করিয়া রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন, এক্ষণে কথা
 প্রসঙ্গে তাহার নাম কীর্ত্তিত হইলে তিনি সঙ্কল্প ও বিকল্পের
 হেতু হন অর্থাৎ কেহ কেহ প্রত্যয় করেন যে, কার্ত্তবীৰ্য্য নামে
 একজন রাজা ছিলেন, কেহ বা বলেন যে, কার্ত্তবীৰ্য্য নামে কোন
 ভূপতি ছিলেন কি না ? সন্দেহস্থল ।^{১২} দশানন, রাঘব, অবিস্ক্রিত
 প্রভৃতি ভূপালগণ, যে অতুল ঐশ্বর্য্যদ্বারা দিগ্‌মুখল উদ্ভাসিত
 করিয়াছিলেন, সেই ঐশ্বর্য্যও, কালের জ্জ্বলন্তদ্বারা অস্পকালমধ্যেই
 ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে. অতএব (ক্ষণবিধ্বংসী ঐত্বশ) ঐশ্বর্য্যে
 দ্বিচ্ছ ।^{১৩} এই পৃথিবীতে মাক্ষাতা নামে যে সম্রাট ছিলেন,
 এক্ষণে তাহার কেবল কথামাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে । পরন্তু কোন্

ঋত্বাপি তং কোহপি করোতি সাধু- .

মমত্বমাঅন্যপি মন্দচেতাঃ ॥৭৪॥

ভগীরথাদ্যাঃ সগরঃ ককুৎস্থো

দশাননো রাঘবলক্ষ্মণৌ চ ।

যুধিষ্ঠিরাদ্যাশ্চ বভূবুর্বেভে

সত্যং ন মিথ্যা ক্ব নু তে ন বিদ্বাঃ ॥৭৫॥

যে সাম্প্রতঃ যে চ নৃপা ভবিষ্যাঃ

প্রোক্তা ময়া বিপ্রবরোঐবীর্যাঃ ।

যে তে তথান্যে চ তথাভিধেয়াঃ

মর্কে ভবিষ্যন্তি যথৈব পূর্কে ॥৭৬॥

এতদ্বিদিত্বা ন নরেন কার্যং

মমত্বমাঅন্যপি পণ্ডিতেন ।

সাধু ব্যক্তি এক্ষণে ঈদৃশ মন্দমতি আছেন যে, ঐ মাক্কাতার উপা-
খ্যান শ্রবণ করিয়া স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি, এমন কি আপনারও
প্রতি, মমতা প্রকাশ করিতে পারেন ।^{১৪}

ভগীরথ, সগর, ককুৎস্থ, দশানন, রাম, লক্ষ্মণ যুধিষ্ঠির প্রভৃতি
অনেকেই মহাপতি হইয়াছিলেন, সত্য, এ কথা মিথ্যা নহে, কিন্তু
তাহারা যে এক্ষণে কোথায়, তাহা আমরা কিছুই জানি না ।^{১৫}
ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! যে সকল রাজা এক্ষণে রাজ্য শাসন করিতেছেন,
"যাহারা পরে পৃথিবীর রাজা হইবেন, এবং যে সকল রাজার নাম
উল্লিখিত হয় নাই, সেই সকল মহাবীর্য্য ভূপতিগণও সকলেই
কালক্রমে পূর্ক পূর্ক ভূপতিগণের ন্যায় নামমাত্রাবশেষ হইবেন ।"^{১৬}
এই সমুদায় বিষয় জ্ঞাত হইলে পণ্ডিত ব্যক্তি, পুত্র কন্যা ক্ষেত্র

•তিষ্ঠন্তু তাবতনয়াত্মজাদ্যাঃ

ক্ষেত্রাদয়ো য়ে তু শরীরতোহন্যে ॥৭৭॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেহংশে
চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥

সমাপ্তায়াং চতুর্থোহংশঃ ।

প্ৰভৃতি বাহ্য বস্তুর প্ৰতি মমতা প্ৰকাশ করা দূরে থাকুক, আপনার
প্ৰতিও মমতা করেন না ।’’

বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থ অংশ চতুর্বিংশ অধ্যায়
সমাপ্ত ।

চতুর্থ অংশ সমাপ্ত ।

বিষ্ণুপুরাণ-টীকা ।

তৃতীয়াংশঃ ।



প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

অংশদ্বয়েন সৃষ্ট্যাদিদ্বিসপ্তভুবনোক্তিভিঃ । অধ্যারোপ্য নিষিদ্ধং
তদ্রাজদ্বিজসদুক্তিভিঃ ॥ তৃতীয়েহংশে মনুব্যাসধর্ম্মাদ্যাঃ স্থিতি-
হেতবঃ । বর্ণান্ত্যোহত্র নিষেধায় কৌরব্যাপ্তনা যথা ॥ তত্রাপি
প্রথমেহধ্যায়ে সপ্ত মন্বন্তরাণি তু । ভবন্তুতানি কথিতান্যবতারা
হরেরপি ॥ ব্রহ্মকীর্ত্তনপূর্ব্বকং মন্বন্তরাণাং স্বরূপং পৃচ্ছতি, কথিত
ইতি চতুর্ভিঃ ॥ ১ ॥ ইহ বারাহকল্পে । যথাক্রমমিত্যানেন ক্রম-
প্রাপ্তং । বর্ত্তমানমপি মন্বন্তরং জেয়ম্ ॥ ২ ॥ কল্পস্য আদৌ স্বায়ম্ভুব-
মন্বন্তরন্তু কথিতং প্রথমাংশে দেবা যামাখ্যা ঋষয়ো মরীচ্যাদয়ঃ ।
চকারাদিত্তো যজ্ঞঃ, মনুপুত্রৌ প্রিয়ব্রতোস্তানপাদৌ কথিতৌ ॥ ৮ ॥
দেবর্ষীন্ দেবান্ ঋষীংশ্চ তৎসুতান্ মনুপুত্রান্ ॥ ৯ ॥ পারাবতা-
স্তৃষিতাশ্চ দেবগণৌ । বিপশ্চিৎসংজ্ঞো দেবেন্দ্রঃ ॥ ১০ ॥ উত্তমম্ উত্তম-
সম্বন্ধি মন্বন্তরম্ । উত্তম এবৌত্তমিঃ ॥ ১২ ॥ দ্বাদশকাঃ দ্বাদশানাং
দ্বাদশানাম্ ঐতংকো গণাঃ ইত্যেবমেতে পঞ্চ গণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৪ ॥
সপ্তবিংশতিকাঃ সপ্তবিংশতীনাং গণাঃ ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥ শত-
সংজ্ঞোপলক্ষণাঃ শতক্রতুঃ । তত্র তামসে মন্বন্তরে যে সপ্তর্ষয়ঃ
তেষাং নামানি মে শৃণু ইত্যম্বয়ঃ ॥ ১৭ ॥ জ্যোতির্দ্ধাদেত্যম্বর্থকং
নাম ॥ ১৯ ॥ রৈবতো নাম নামত ইতি নামপ্রসিদ্ধৌ নামতঃ সংজ্ঞ্যৈব
নতু রৈবতপুত্রঃ ॥ ২০ ॥ প্রত্যেকং চতুর্দশভূতা এতে গণাঃ ॥ ২২ ॥ ২৭ ॥
বহুমান্ লোকবিশ্রুত ইতি বিশেষণদ্বয়ম্ । পৃষঙ্গশ্চৈব বহুমান্

বৈখ্যবান্ বশিকৈশাপে জ্ঞাতেহপি ক্ষোভাতাবাৎ । লোকবিশ্ৰুতঃ
 সৰ্জনঙ্গপরিত্যাগেন যুক্তিপ্রাপ্তেঃ । তথা সতি নব পুত্রা মহাবলা
 ইতি নবত্বম্ উপপন্নং ভবতি ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥ এতৎ তর্হি মনুপুত্র-
 দেবেন্দ্রধিভিঃ পঞ্চভিরেব জগতঃ পালনে সিক্তে কৃতং বিক্ষোঃ
 পালকত্বেন ? ইত্যশঙ্ক্য, মর্ষেষ্মপি মন্বন্তুেষু পালনে ঐরুক্ত্য
 বিক্ষোরিষিষ্ঠাত্ত্বং দর্শয়তি, বিষ্ণুশক্তির্জিত্যাদিনা যাবৎ অধ্যায়-
 সমাপ্তি । দেবত্বেন যজ্ঞাদিক্রপদেবতাভাবেন বিক্ষোঃ স্বরূপভূতা
 শক্তিঃ তস্য বিক্ষোঃ অংশেন স্বায়ত্ত্ববগ্নন্তরে আকৃত্যাং মাতরি
 যজ্ঞসংজ্ঞঃ উৎপন্নঃ জজ্ঞে বভূবেত্যর্থঃ । যদ্বা প্রথমে অন্তরে
 অবসরে ব্রহ্মণো মানসঃ যঃ উৎপন্নোৱুচিঃ তস্মাৎ পিতৃঃ যজ্ঞে
 ইতি ॥ ৩৬ ॥ উক্তমেব অর্থঃ বিষ্ণুপদনিরুক্ত্যা দর্শয়ন্ মন্বাদিযু চ
 তদাবেশমাহ যস্মাদিতি দ্বাভ্যাম্ । মহাত্মনঃ শক্ত্যা স্বরূপভূতয়া
 প্রবেশনাং প্রবেশনার্থাৎ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং স্বপ্রকাশার্থায়াং তৃতীয়ে-
 ২ংশে প্রথমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

দ্বিতীয়ে সপ্ত মন্বাদীন্ বক্ষ্যম্নাদৌ রবেঃ স্তবঃ । যবা
 সাবর্নিরভবৎ ইতিহাসং তমব্রবীৎ ॥ ১ ॥ মনুঃ শ্রীকৃতদেবঃ ॥ ২ ॥
 ছাগাং বিশ্বভূল্যাম্ অসদ্বংশীমন্যাং স্ত্রিয়ং সূর্য্যতেজঃসহিষ্যুং
 নির্মায় ভর্তৃঃ শুশ্রূষণে যুযোজ, স্বয়ঞ্চ তপসে যযাবিতার্থঃ ॥ ৩ ॥
 অত্র মনুঃ সাবর্নিম্ । তপতীং সম্বরণস্য রাজ্ঞো ভার্য্যাম্ ॥ ৪ ॥ ছাগৈব
 সংজ্ঞারূপেণ স্থিতঃ ছাগাসংজ্ঞা । সা কদাচিৎ আপত্যত্রয়স্নেহ-
 বতী আত্মনি পাদগ্রহারোদ্যতায় যমায় পাদস্তে পতন্ত্বিতি শাপং

দদৌ । তদাতিনিদয়ত্বমালক্ষ্য নেয়মসৌ সংজ্ঞা কিন্তু আন্যেয়ং
 সংজ্ঞেতি যমসূর্য্যয়োবুঞ্জিরভূদিত্যর্থঃ ॥৫॥ ততশ্চাতিনিবন্ধং পৃষ্ঠয়্য
 তয়া নাহং সংজ্ঞা কিন্তু তস্যাস্ছায়েতি আখ্যাতে বিবস্বান্ সূর্য্যঃ
 সমাধিনোত্তরকুরুস্বরণ্যেস্থীং বড়বারূপাং তপসি স্থিতাং সংজ্ঞাং
 দদৃশে দদর্শ । ততঃ সোহপি বিবস্বানশ্বরূপধরস্তস্যামশ্বিনৌ দেবৌ
 রেবতক্ষেতি ত্রয়মজীজনং । রেতসোহস্ত ইতি রেবতনামনিক-
 ত্তিঃ ॥ ৭ ॥ ত্রয়ং চক্রাকারং তক্ষমস্তম্ । তেজসো বিশাতনং
 কৃতবান্ । অষ্টমং ভাগং ন ব্যশাতয়ত যতোহব্যয়ম্ ॥ ৯ ॥ পনদস্য
 শিবিকামস্তম্ ॥ ১১ ॥ পূর্ষজস্য শ্রাদ্ধদেবস্য সর্ব্বঃ ননুরিতি সমান-
 বর্ব্বত্বাৎ সূর্য্যপুত্রত্বাৎ তুল্যরূপত্বত্বাৎ ॥ ১৩ ॥ বিংশকঃ বিংশতি-
 সজ্যাকঃ ॥ ১৬ ॥ অদ্ভুতসংজ্ঞঃ ইন্দ্রঃ ॥ ২১ ॥ স্বক্ষেত্রাদয়ঃ ব্রহ্মসাবর্ণি
 পুত্রাঃ ॥ ২৭ ॥ উক্তানাং মন্বাদীনাং কৃত্যভেদানাহ, চতুর্য়ুগান্ত
 ইতি । কলৌ বেদানাং বিগ্ধবে উচ্ছেদে জাতে দিবিকা মহর্ষয়ো ভূ-
 মেতা কৃতযুগাদৌ তানেন সং প্রবর্ত্তয়ন্তি ॥ ৪৪ ॥ বেদ প্রবর্ত্তনমুক্তা
 স্মৃতিপ্রবর্ত্তনমাহ, কৃত ইতি । স্মৃতেঃ পক্ষশাস্ত্রস্য 'মন্বসংজ্ঞস্য
 তত্ত্বদ্বিপ্রবর্ত্তিতানাং স্মৃতীনাযুপলক্ষণমেতৎ । তত্ত্বম্বস্তুরে যে
 দেবাঃ কীর্ত্তি তাস্তে তন্মামানঃ তত্ত্বম্বস্তুরে বজ্রভূজো ভবন্তি । যাবৎ
 মন্বন্তরং মন্বন্তরসমাপ্তিপৰ্য্যন্তম্ ॥ ৪৫ ॥ অন্যেহপি মন্বাদয়স্তম্বস্তু-
 রাধিকারিণ এব ইত্যাহ, মনুরিতি ॥ ৪৭ ॥ তাবৎ প্রমাণ্য চ নিশেতি
 তদা সূর্য্যাদিপরিষ্কন্দরূপকালোপাধ্যতাবেহপি ভগবতো যোগ-
 নিজারূপমায়োপাধিপরিচ্ছিন্নস্য কালস্য তাবত্বং জ্ঞেয়ম্ । ব্রহ্মেতি
 দিবা ব্রহ্মরূপধরো যঃ স এব ভগবান্ রাত্রৌ ত্রিনারায়ণরূপেণ
 শেবাহৌ অনন্তনাম্নি মর্পে শেতে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥ এবমেব সর্ব্বকল্পমন্ব-
 স্তরাদিস্থিতিং স প্রপঞ্চমমাহ, ততঃ প্রবুদ্ধ ইত্যাদিনা যাবদধ্যায়-
 সমাপ্তি ॥ ৫১ ॥ স্থিতয়ে যো ব্যাপারঃ স এব লক্ষণম্ উপাধিব্য-
 সঃ ॥ ৫৩ ॥ উপসংহরতি, এবমিতি দ্ব্যভ্যাম্ ॥ ৫৮ ॥ অত্র বা অন্যত্র
 বা কল্পাদৌ তস্মাৎ ব্যতিরেকি যৎ ভূতাদি, তন্মাস্তি, কিন্তু ভেদ

কল্পনামূন্যো ভগবানেবাস্তীত্যেব এব সদ্ভাবঃ পরমার্থঃ কথিত
ইতি ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং স্বপ্রকাশাখ্যায়াং
তৃতীয়েঃশে দ্বিতীয়োঃধ্যায়ঃ ।

তৃতীয়োঃধ্যায়ঃ ।

স্থিতিহেতুপ্রসঞ্জন যুনেঃ প্রমানুসারিতঃ । বেদব্যাসস্তৃতীয়েঃত্ৰ
সপ্রপঞ্চানুবর্ণাতে ॥ বেদব্যাস্তিৎ প্রত্যক্ষঃ । তাৎপর্যমনুবদতি,
জ্ঞাতমিতি । যথা সৰ্বং জগৎ বিষ্ণুং সৰ্বপ্রদং পরং ন বিদ্যতে ।
যথা চ বিক্ষো ভীত্বতি, বিক্ষোঃ সকাশ্চৈব তি, তথা ত্বস্তো
ময়া জ্ঞাতম্ । অনেন সৰ্বোইপিকারকাদ্ভাবুপলক্ষ্যতে ॥ ১ ॥
যথা বেদা ব্যস্তা ইতি প্রকারপ্রশ্নঃ ॥ ২ ॥ যস্মিন্ যস্মিন্ভিত্যধিকরণ-
প্রশ্নঃ । যো ই ইতি কর্তৃপ্রশ্নঃ । শাখাভেদানিতি শাখাসংখ্যানান্নোঃ
প্রশ্নঃ ॥ ৩ ॥ তত্র তাবৎ শাখাভেদানাং সম্বন্ধাতো নামতশ্চ বিস্তারো
বক্তুমশক্য ইত্যাহ, বেদক্রমসোতি ॥ ৪ ॥ অধিকরণকর্তৃস্বরূপপ্রশ্ন-
য়োরন্তরমাহ, দ্বাপর ইতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৫ ॥ বীৰ্য্যযুৎসাহঃ, তেজঃ
প্রাগল্ভ্যং বলঞ্চ গ্রহণসামর্থ্যম্প্রসবেক্ষ্য ॥ ৬ ॥ ননু অপর এব
বেদব্যাসাঃ, কথং ভগবান্ বেদভেদান্ করোতি ? ইত্যশঙ্ক্য, সৰ্বো
ভগবন্তনব ইত্যাহ যয়েতি ॥ ৭ ॥ অত্র তাবৎ অতীতানাগতমম্বন্ত-
রাণাং ব্যাসান্ অতিবিস্তরত্বেন উপেক্ষ্য বৈবস্বতে মম্বন্তরে ব্যতী-
তান্ ব্যাসান্ ভাবিনধৈকং তথা শাখাভেদাংশ্চ বক্তুমাহ যস্মি-
ন্বিতি ॥ ৮ ॥ অষ্টাবিংশতিব্যাসা ব্যতীতা নিরুস্তাধিকারা জ্ঞাতা
ইত্যর্থঃ, বিসর্গলোপশ্ছান্দমঃ ॥ ১০ ॥ প্রজাপতির্মনুঃ, “ দ্বাপরে তু
পুরা হস্তে মনোঃ স্বায়ত্ত্ববেহস্তরে । ব্রহ্মা মনুযুবাচেদং বেদান্ ব্যস্য
প্রজাপতে ॥ ” ইতি বায়ুজ্ঞেঃ । ইত এব বচনাৎ দ্বাপরাদিস্থিত্যত্র

দ্বাপর আদির্ঘেষাং তেষু দ্বাপরাণাং সঙ্খ্যাংশেষিত্যর্থঃ কণ্প্যতে ।
 শান্তনুসমকালং সত্যবত্যাং কৃষ্ণদ্বৈপায়নোৎপত্তিপ্রসিদ্ধেঃ ॥ ১১ ॥
 ২০ ॥ ইদানীং বেদবিভাগং বক্ষ্যমাণঃ প্রথমং তাবৎ প্রণবাবচ্ছিন্ন-
 ব্রহ্মণো বেদাবির্ভাবং দর্শয়িতুমাহ ধ্রুবমিতি । ধ্রুবং বেদাদীনাং
 প্রকৃতিভূতং ওঁমিত্যেবং রূপং ব্যবস্থিতমেকমক্ষরং ব্রহ্মেত্যভিধী-
 যতে । তত্র হেতুমাহ, ব্রহ্মৈক্যং অপরিচ্ছিন্নরূপব্রহ্মাত্মকত্বাৎ বৃহৎ-
 ত্বাৎ বেদাদীনাং কারণত্বাৎ আবির্ভাবকর্তৃত্বাদিতি যাবৎ । “বস্মা-
 দূচ্চার্য্যমাণ এব বৃহৎহি বৃহয়তি তস্মাদুচ্চাতে পরব্রহ্ম” ইতি
 ঋতঃ । ওঁমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্মেতি গীতোক্তেশ্চ ॥ ২১ ॥ তন্মৈব
 ব্যাপকত্বং প্রতিপাদয়ন্ ব্রহ্মপ্রকাশকত্বং ব্রহ্মত্বেন প্রকাশত্বং
 ব্রহ্মত্বেনোপাস্যং প্রণমতি প্রণবেতি । ভূভুবঃস্বরিতি ব্যাহতিত্রয়ং
 নিত্যং প্রণবাবচ্ছিতমীর্ষ্যতে । তেন ব্যাহতিত্রয়াত্মকং যদিত্যর্থঃ ।
 ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ক্যগমিতি প্রথমার্থে দ্বিতীয়া । এতদ্বেদচতুষ্টয়াত্মকঞ্চ
 যৎ তন্মৈ ব্রহ্মণে প্রণবাত্ম্যায়নম ইতি ॥ ২২ ॥ এবং বাচকপ্রণব-
 প্রণামানন্তরং তদ্বাচ্যং ব্রহ্ম প্রণমতি জগতঃ, ইতি সাক্ষৈস্তিতিঃ ।
 জগতঃ প্রলয়োৎপত্তৌ যৎকারণসংজ্ঞিতং মহতশ্চ পরমং শুভ্যং
 মুখ্যং কারণং তন্মৈ সূত্রব্রহ্মণে পূজিতশৃণাধিত্বাৎ ব্রহ্মণেনম ইত্য-
 স্বয়ঃ ॥ ২৩ ॥ তদেব বিশিনক্তি, অগাধং পূর্বপরকালাবধিরহিতম্
 অপারং সর্গগতম্ অক্ষয়ং ক্ষয়িতুমশক্যং জগতঃ সম্মোহনং তমো-
 গুণঃ, তস্যায়মালয়ঃ । কিঞ্চ সম্প্রকাশপ্রবৃ্ত্তিত্যাং সত্ত্বরজোগুণাত্যাং
 পুরুষস্য যোহর্থো ভোগাপবর্গলক্ষণঃ স প্রয়োজনং কার্য্যং যস্য
 তৎ ॥ ২৪ ॥ তদেবাহ, সাক্ষ্যজ্ঞানং পঞ্চবিংশতিতত্ত্বজ্ঞানং তদ্বতাং
 নিক্টা প্রাপ্যং স্থানম্ । শমঃ অন্তঃকরণব্যাপারোপরমঃ, দমঃ বাহ্য-
 শ্রিয়ব্যাপারোপরমঃ, স এব আত্মা স্বভাবো যেষাং তেষাং গতিঃ
 আত্মানাত্মবিবেককারণং যত্তদব্যক্তমতীন্দ্রিয়ম্ অমৃতম্ অবিনাশি
 প্রব্রুতং ব্রহ্মপরিণামবদ্রুহ শাস্তং বস্তুতঃ সর্দৈকরূপতয়া বর্ত্ত-
 মানম্ ॥ ২৫ ॥ প্রধানং মহাদিকার্য্যকর্তৃত্বেন প্রতীয়মানম্ । যদ্বা

প্রদীয়তে আদীয়তে বিশ্বমিহেতি প্রধানম্ আত্মবোনিঃ, অনন্য-
 কার্যং স্বতঃসিদ্ধমিতি যাবৎ । শুভায়াং হৃদয়কুহরে প্রকাশমানং
 সত্ত্বং যস্য তৎ শস্যতে বেদাদিষু । অবিভাগঃ নির্ভেদম্ পুংস্ত্বমার্যম্ ।
 গুরুং দীপ্তিমৎ স্বয়ম্প্রভম্ ইতি যাবৎ । অক্ষরম্ অপক্ষয়শূন্যম্ ।
 বহুধাত্মকং বহুপ্রকারোপাধিকম্ ॥ ২৬ ॥

যদেবভূতং তথাপি পরমব্রহ্মণে কুটস্থপরিপূর্ণায় তস্মৈ প্রণব-
 গম্যায় নিত্যং নমো নম ইতি ভক্ত্যতিশয়ো দ্যোত্যাতে ॥ ২৭ ॥ ইদা-
 নীং বাচ্যবাচকপ্রণবব্রহ্মণ এব অভেদবিবক্ষয়া ব্যাহৃত্যাদিরূপতা-
 মাহ, যক্ষপমিতি, সাতৈকিস্তিভিঃ । বাসুদেবস্য যৎ প্রণবাখ্যং রূপমে-
 তদভেদমপি ত্রিধা ব্যাহতিরূপেণ ভূবাদিলোকত্রয়রূপেণ চ ভেদে।
 যস্য তৎ । তত্র হেতুমাংস প্রভুঃ প্রণবাত্মা বাসুদেব এব বিভিন্না-
 তিবুদ্ধিভিঃ ভিদ্যাতে ভিন্নতয়া প্রতীয়তে । দৃশ্যাতে ভিন্নবুদ্ধিভিরিতি
 পাঠে বিষমভুক্তিভিঃ সৰ্বভূতৈশ্চ ভেদোহসৌ দৃশ্যাতে অতঃ ভেদ-
 মপি তৎস্বরূপম্ । ত্রিধা ভিদ্যাতে ইতি ত্রিধা ভেদং জ্ঞানাত্মভিন্নং
 ত্রিধা ভিন্নস্ত ভূবাদ্যাঅনৈতর্যঃ ॥ ২৮ ॥ কিঞ্চ ঋগাদিময়ঃ ঋগ্বেদাদি-
 রূপঃ ঋগাদিসারঃ প্রণবস্তদাত্মা চ শরীরিণাং বেদবিভাগকর্তৃণা-
 মাত্মা চ স এব ॥ ২৯ ॥ প্রণবাখ্যাবাসুদেবস্য সৰ্বাত্মত্বং নিবেদয়তি,
 স ভিদ্যাতে ইতি । স এব বেদময়ঃ, স এব ভিদ্যাতে, ঋগাদিরূপেণ
 বহুভির্ভেদৈঃ সশাখম্ অনেকপ্রকারকশাখাকং বেদগাত্মানমেব
 তত্ত্বৎপ্রণেত্বরূপঃ সন্ স এব করোতি, স এব সমস্তশাখারূপশ্চ ।
 তত্র হেতুভূতবিশেষণত্রয়মাহ, জ্ঞানস্বরূপো ভগবাননন্ত ইতি । তেন
 অনন্তশাখারূপত্বং তৎপ্রণেতৃত্বফোপপদ্যতে ইতি ॥ ৩০ ॥

‘ ইতি ত্রিবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং স্বপ্রকাশাখ্যায়াং তৃতীয়ে-

২ংশে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

চতুর্থোধ্যায়ঃ ১

অষ্টাবিংশে দ্বাপরেহত্র নান্যত্রাপি প্রসঙ্গতঃ । কৃষ্ণদ্বৈপায়নে-
 নৈব বেদা ব্যস্তা ইতিব্যাতে ॥ আদ্য ঈশ্বরাদুদ্ভূতশতুপ্পাদি ঋগাদি-
 চতুর্ভেদসমূহরূপঃ শতসাহস্রসম্মিত ইত্যর্থঃ । ততঃ প্রব্রজ্যোহয়ং
 কৃৎস্নো যজ্ঞো দশগুণঃ দশবিধঃ, অগ্নিহোত্রদর্শপৌর্নমাসচাতুর্মাস্য-
 পশুসোম। ইতি পঞ্চবিধঃ, স এব প্রকৃতিবিকৃতিভেদেন দশবিধ
 ইতি । যদ্বা গ্রহোত্রৈকঃ পঞ্চযজ্ঞঃ সহ দশবিধত্বম্ ॥ ১ ॥ অত্র মন্ব-
 ন্তরে অষ্টাবিংশতিতমে দ্বাপরে চতুপ্পাদমেকং সমুৎ বেদং চতুর্ভা
 ঋগযজুঃসামাথর্করূপেণ পৃথগ্ভ্যভজৎ । প্রভুঃ ঈশ্বরঃ অন্তাররূপঃ
 ॥ ২ ॥ তৈঃ পূর্নৈঃ সমস্তৈঃ ময়া চ ষড়্বিংশে বেদা ব্যস্তাঃ ॥ ৩ ॥ তৎ
 তস্মাৎ অনেন কৃষ্ণদ্বৈপায়নরূতেন বেদবিভাগেন দ্ব্যষ্টান্তেন চতুর্ভুগৈশ্চ
 সঙ্গৈশ্চপি বেদবিভাগান্ পূর্নৈঃ কৃতান্ অবধারণয় জানীহি ॥ ৪ ॥
 তদেবং কৃষ্ণদ্বৈপায়নব্যাসস্য মুখ্যত্বমুক্তা তত্র হেতুমাহ কৃষ্ণেতি,
 অতঃ অস্মিন্ মন্বন্তরে অষ্টাবিংশে এষ দ্বাপরে ভারতাবিভাব ইতি
 গমাতে ॥ ৫ ॥ বেদপারগান্ বেদস্য পারং গন্তুং সমর্থান্ ॥ ৬ ॥ ঋগ্বেদ-
 শ্রাবকমিতি সমাসস্থমপি শ্রাবকপদমগ্রেহ্নুকৃত্য যোজ্যং পারগ-
 মিতি কচিৎ পাঠঃ ॥ ৮ ॥ ইতিহাসপুরাণয়োরিতি “আর্ষাঙ্গিদি-
 বহুধাখ্যানং দেবর্ষিচরিতাশ্রয়ম্ । ইতিহাসমিতি প্রোক্তং ভবিষ্যা-
 ন্দুতধর্মযুক্তম্ ॥” সর্গাদিপঞ্চলক্ষণং সর্গাদ্যবতারভেদবিবক্ষয়া দশ-
 লক্ষণম্ ॥ ১০ ॥ এক আসীদিতি যাজুর্বেদিকাধ্ব্যবক্রিয়াবাহুলাৎ
 প্রধানকর্মণশ্চ যাজনস্য তদ্বিহিতত্বাৎ যজুঃপ্রাধান্যাদেবমুক্তম্
 “যজ্ঞিষ্ঠঞ্চ যজুর্ভেদে তেন যজ্ঞমযুগুত । যাজনাক্তি যজুর্ভেদ ইতি
 শাস্ত্রস্য নিশ্চয়ঃ ॥” ইতি বায়ুভক্তেঃ । হোত্রোপলক্ষিতাশ্চত্বার
 ঋত্বিজশ্চত্বারো হোতারঃ । তৈঃ অনুষ্ঠেয়ং কর্ম চাতুর্হোত্রম্, তৎ

যস্মিন্নভূৎ । জাতং তেন চতুর্দ্ধা বিভক্তেন বেদেন যজ্ঞম্ অকরোৎ
 প্রবর্তিতবান্ ॥ ১১ ॥ চাতুর্হোত্রমেবাহ. আধ্বর্য্যবমিতি ॥ ১২ ॥ চতুর্দ্ধা
 ভেদমাহ, তত ইতি । ততঃ বেদরাশেঃ যজুঃশাখাভ্যেত্যনুষঙ্গঃ ।
 সামভির্গীতান্সকৈরুচ্চৈরিতিার্থঃ ॥ ১৩ ॥ রাজ্ঞঃ সর্গকর্মাণি শাস্তি-
 পুট্যাदीনি ॥ ১৪ ॥ বেদ। এব পাদপাঃ তেভ্যঃ কাননং শাখাপ্রশাখা-
 সম্ভূতিঃ এব কাননমিতি বা ॥ ১৫ ॥ প্রথমম্ ঋগ্বেদপাদপং দ্বিধা
 বিভেদ ॥ ১৬ ॥ বাস্কল এব বাস্কলিঃ স্বার্থে ইন্ ॥ ১৭ ॥ বাস্কলয়ে দত্তায়াঃ
 শাখায়াঃ অবাস্তুরশাখান্তে বোধ্যাদয়ো জগৃহঃ ॥ ১৮ ॥ তস্য পৈল-
 শিষ্যস্য ইন্দ্রপ্রমতেঃ শিষ্যপ্রশিষ্যেভ্যঃ শিষ্যপ্রশিষ্যাণাং পুত্রান্
 শিষ্যাংশ্চ ক্রমাৎ যযৌ ॥ ২০ ॥ বেদগিত্রাখ্যঃ শাকম্প ইন্দ্রপ্রমতি-
 সংহিতাম্ অধীতবান্ । ততশ্চ স এব তস্যাঃ পঞ্চ সংহিতাশ্চকার ।
 তাশ্চ শিষ্যেভ্যঃ যুদ্ধালাদিভ্যো দদৌ ॥ ২১ ॥ শাকপূর্ণিস্ত ইন্দ্রপ্রমতি-
 শিষ্যস্তৎসংহিতায়াঃ সংহিতাক্রিতয়ং নিরুক্তং চ বেদশব্দনির্বচন-
 রূপম্ অকরোৎ ॥ ২৩ ॥ তচ্চ সংহিতাক্রিতয়ং ক্রৌঞ্চাদিভ্যঃ
 অদাৎ । চতুর্থো নিরুক্তকৃৎ নামেতি কেচিৎ পঠন্তি ॥ ২৪ ॥ অনু-
 শাখাঃ অবাস্তুরশাখাঃ । বাস্কলিঃ পৈলশিষ্যঃ । তিস্রঃ সংহিতা-
 শ্চক্রে ইতু্যক্তং স এবান্যান্তিষ্রঃ সংহিতাঃ কৃতবান্ । অপৰ এব
 শাকম্পসতীর্থো বাস্কলিঃ, তচ্ছিষ্যাঃ কালায়নি প্রযুক্তায়ঃ ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং তৃতীয়েহংশে

চতুর্থোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

পঞ্চমেহথ যজুঃশাখাঃ কথাস্তেহত্র সমাসতঃ । সেতিহাসং
 তৈত্তিরীয়ং বাজিশাখাপ্রবর্তনম্ । সপ্তবিংশৎ সপ্তবিংশতিঃ যজুযঃ
 প্রধানশাখাঃ । ব্রহ্মাণ্ডে তু একাধিকশতমধ্বযুশাখা আপস্তুস্বোক্তা

উক্তাঃ ॥১॥ যজ্ঞঃশাখাস্তরাণামুৎপত্তিং বক্তুং শিষ্যাস্তরমাহ, যাজ্ঞ-
বল্ক্যোস্ত্বিতি ॥ ২॥ তস্মাদেব শাখাঙ্ঘ্রপ্রস্তুতিং বক্তুন্ম ইতিহাসমাহ,
ঋষিরিতি, অদ্য অস্মৎসমগজেষ ঋষির্নাগনিষ্যতি তস্যোতঃসম্প্রস্রাভে
ব্রহ্মহত্যা ভবিষ্যতীতি যঃ সময়োহভূৎ তৎ বৈশম্পায়ন এবাতি-
ক্রান্তবানিতি দ্বয়োরন্বয়ঃ ॥ ৪॥ স্বশ্রীয়ং স্বমুঃ স্তুতং পদা স্পৃষ্টং
সন্তম্ অঘাতয়ৎ । ঋষিশিপবশাং পদা স্পৃষ্টমাত্রোহসৌ মমারে-
ত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ সমর্থেনানেন মহাপাতকে কুতেহনেন কথং তৎপ্রায়-
শ্চিত্তং কৰ্ত্তব্যমিতিদং ন বিচার্য্যং কিন্তু তথা সাক্ষাদ্বধে শাস্ত্রোক্ত-
মুখ্যপ্রকারেণ মদর্থং ব্রতং চরতেত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ বিপ্রাবমনাক! বিপ্রাব-
মন্তঃ! ॥ ৭ ॥ সৰ্গান্ শিষ্যান্ প্রভুক্তে তন্নিষিধা মর্য়েব কার্য্যমিত্যুক্ত-
ত্বাদাজ্ঞাতঙ্গকারিণেভ্যুক্তম্ ॥ ৮ ॥ মমাপি ত্বয়া গুরুণা অলং, ত্বন্তো
ময়া যদধীতং তদিদমিতি ছর্দনমনুচকার ॥ ১০ ॥ ছর্দিতানাং সাক্ষাদ্
গ্রহণমনুচিতমিতি তিস্তিরাঃ পক্ষিণো ভূত্বা জগৃহঃ, ততো হেতোস্তে
তৈত্তিরীয়াঃ প্রসিদ্ধাঃ ॥ ১২ ॥ ততোহনোষাং চরকাঙ্ঘ্র্যুর্নিসংজ্ঞাং
নির্বাক্তি, ব্রহ্মহত্যাব্রতমিতি ॥ ১৩ ॥ ততোহসৌ সূর্য্যং স্তুত্বা তৎ-
প্রসাদাল্পকৈর্বজুর্ভিঃ কাণাদ্যাঃ পঞ্চদশ শাখাঃ কৃতবানিতি দর্শয়-
মাহ, যাজ্ঞবল্ক্যোহপীত্যাদিনা যাবদধ্যায়সমাপ্তি ॥ ১৪ ॥ বিযুক্তৈঃ
দ্বারা ত্রয়ীধামবতে ত্রয়ীরূপতেজঃশালিনে ॥ ১৫ ॥ অগ্নীসোমভূতায়
অতো জগতঃ কারণাত্মনে । তদেবাহ, ভাস্করায় আতপবৃষ্টিদ্বারা
জগৎকারণমিতি ভাবঃ । তদুপপাদয়তি তেজো বিব্রত ইত্যগ্নি-
রূপত্বম্ । সৌম্যম্ বিব্রত ইতি সোমরূপত্বম্ । উক্তঞ্চ, “সূর্য্যরাশ্মিঃ
সুয়মো যন্তুর্পিতন্তেন চন্দ্রমা ইতি ॥ ১৬ ॥ কলাকাস্তাদিকালো
জ্ঞায়তে যেন তথাভূতঃ আত্মা যস্য তস্মৈ ধোয়ায় সর্বেষাং
ধ্যানার্হায় ধীমহীতি । গায়ত্রীলিঙ্গাং “পরমাক্ষরং ব্রহ্ম অক্ষরাৎ
পরতঃ পরঃ” ইতি শ্রুতেঃ । তদ্রূপিণে ওঁকাররূপিণে ইতি বা ॥ ১৭ ॥
স্বধামূতেন সৃধৈব অমৃতম্ অমরগসাধনত্বাৎ তেন তৃপ্তাত্মনে তর্প-
কায় । ধূতাত্মনে ইতি পাঠে ধারয়িত্বে ॥ ১৮ ॥ হিমাদীন্যং যা

ব্রহ্মিঃ তৎকর্তা । হেমন্তবর্ষাখ্যায়াত্রিকালরূপায় বেধসে ঋত্রে ॥১৯॥
 সত্ত্বধামধরঃ সত্ত্বমূর্ত্তিধরঃ । সত্যধামধর ইতি পাঠে সত্যম্ অবাদিতং
 ধাম তেজো ধরতীতি পচাদ্যচ্ ॥২০॥ সৎকর্ম্ম রাত্রিসঙ্ক্যোত্তর-
 কালবিহিতং যৎ কর্ম্ম তদ্যোগ্যঃ ॥২১॥ পূর্ব্বোক্তমেবার্থং বিধি-
 মুখেনাহ, স্পৃষ্ট ইতি ॥২২॥ ভক্ত্যাতিশয়েন পূর্ব্বোক্তৈঃ পর্য্যায়ৈঃ
 সর্ব্বৈঃ প্রগমতি নমঃ সবিত্র ইতি ॥২৩॥ হিরণ্যং তেজোময়ম্ ।
 কেতবঃ বেদময়াঃ অশ্বা অমৃতধায়িনঃ অমৃতাহারাঃ । “উদুত্যাং
 জাতবেদসমিত্যাদি ঋগর্থ উক্তঃ । হিরণ্যয়ে রণ ইতি পাঠে কেতবঃ
 রশ্ময়ঃ । অমৃতং জলং, তদধাতারঃ । বহন্তি গচ্ছন্তীত্যর্থঃ ॥২৪॥
 অযাতয়ামসংজ্ঞানি অনৈয়রনভ্যন্তানি ॥২৫॥ বাজিনঃ সমাখ্যাতাঃ
 বাজিরূপসূর্য্যপ্রোক্তসংহিতাধ্যায়িত্বাদিত্যর্থঃ ॥২৬॥

ইতি ত্রিবিষ্ণুপুরাণটীকায়াম্ ত্রিধরস্বামিকৃতায়াম্
 তৃতীয়েহংশে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

সান্নোহথাধর্ম্মণঃ শাখাভেদাঃ পৌরাণিকা অপি । অধ্যোতারশ্চ
 কর্ত্তারস্তেবাং বশ্তে নিরূপিতাঃ ॥ তস্য জৈমিনেঃ । অস্য জৈমিনি-
 পুত্রস্য সুমন্তোঃ । তৌ জৈমিনেঃ পুত্রপৌত্রৌ জৈমিনিয়া । বিভক্তা-
 মেকৈকাং সংহিতাং স্বস্বকালেহধীতবন্তৌ ॥২॥ তৎসূতঃ স্তমস্তসূতঃ
 তং সংহিতাভেদম্ ॥৩॥ সুকর্ম্মণঃ শিষ্যাবাহ, হিরণ্যনাভ ইতি ।
 কৌশল্য ইতি হিরণ্যনাভবিশেষণং যে পঞ্চদশ শিষ্যান্তেভ্যঃ পঞ্চদশ
 সংহিতা হিরণ্যনাভেন দত্তান্ত এব উদীচ্য সামগাঃ স্মৃতাঃ ॥৪॥
 বৈরপরৈর্দ্বিজৈস্তমৈস্তাবত্যন্তেবাং গৃহীতুণাং সংখ্যয়া সম্ব্যাতাঃ
 সংহিতা হিরণ্যনাভাদ্গৃহীতাঃ তে প্রাচ্যসামগা উচ্যন্ত ইত্যম্বয়ঃ ॥৫॥

পৌষ্টিপ্লিষিষ্যানাহ, লোকাকিরিতি । তন্তুদৈঃ তচ্ছিষ্য-
 প্রশিষ্যাদিভিঃ ॥ ৬ ॥ হিরণ্যনাভস্য উদীচ্যসামগশিষ্যমধ্যে কৃতি-
 নশিষ্যঃ ॥ ৭ ॥ তৈঃ কৃতিনামঃ শিষ্যৈঃ ॥ ৮ ॥ দেবদর্শঃ স্বসং-
 হিতাং চতুর্ধা চক্রে, তাস্ত্ব মৌদ্ধাদয়ঃ চত্বারো জগৃহুরিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥
 পথ্যকৃতান্তিস্রঃ সংহিতা জাজল্যাদয়ো জগৃহুঃ, যৈঃ স্বসংহিতা
 ভিন্না কৃতাঃ ॥ ১২ ॥ সৈন্ধবাঃ সৈন্ধবায়নশিষ্যঃ মুঞ্জকেশা ইতি বভ্রো-
 রেব নামান্তরং তচ্ছিষ্যা দ্বিধা দ্বিঃপ্রকারা ভিন্না বেদাঃ স্বস্ব-
 সংহিতা যৈঃ তে তথা । সংহিতাতেদানাহ, নক্ষত্রকম্প ইতি ।
 বেদানাং সংহিতানাঞ্চ কম্প ইত্যম্বয়ঃ । তত্র নক্ষত্রকম্পো নক্ষ-
 ত্রাদিপুজাবিধিঃ বেদকম্পো বৈতালিকব্রহ্মাদিভিঃ সংহিতাকম্পঃ
 সংহিতাবিধিঃ ॥ ১৪ ॥ আঙ্গীরসকম্পঃ অতিচারাদিবিধিঃ শান্তি-
 কম্পঃ অশ্বগজাদ্যষ্টদশমহাশাস্ত্যাদিবিধিঃ ॥ ১৫ ॥ আখ্যানাদিভিঃ
 সহ পুরাণসংহিতাঞ্চক্রে ব্যাস ইতি শেষঃ । তত্র দ্ব্যষ্টৌপলক-
 কথনমুপাখ্যানং প্রচক্রে গাথা পিতৃপৃথিব্যাদিগীতাঃ কম্প-
 শুদ্ধিঃ বারাহাদিকম্পনির্ভয়ঃ ॥ ১৬ ॥ স্মৃত্যদয়স্তস্য 'রোমহর্ষণস্য
 ষট্ শিষ্যাঃ তৎকৃতাঃ ষট্ সংহিতা জগৃহুঃ ॥ ১৮ ॥ কাশ্যপাদিভি-
 স্ত্রিভিঃ কৃতান্তিস্রঃ । অরুতব্রণ এব কাশ্যপঃ কাশ্যপেণৈপ্যকৃত-
 ব্রণ ইতি বায়ুনোক্তেঃ । রোমহর্ষণিকা চ অন্য্য রোমহর্ষণেন পুনঃ
 সজ্জেক্ষপেণ কৃতা ॥ ১৯ ॥ এতাষাং সংহিতানাং চতুর্ষ্টয়েন সারৌদ্ধার-
 রূপমিদং বিষ্ণুপুরাণং যুনে ! মৈত্রেয় ! ময়া কৃতমিতি শেষঃ ॥ ২০ ॥
 ব্যাসকৃতানি অষ্টাদশপুরাণান্যাহ, আদ্যমিতি সাক্ষৈশ্চতুর্ভিঃ ।
 কেচিৎ তু সংহিতানাং চতুর্ষ্টয়েন ইদমাদ্যং ব্রাহ্ম্যুচ্যতে ইতি
 বদন্তি ॥ ২১ ॥ উক্তেষ্টাদশপুরাণেষু কিমেতৎ পুরাণং ত্বয়া কথ্যত,
 ইত্যাহ, যদেতদিতি । ময়া যদেতৎ তব কথ্যতে তদেবানাগতাখ্যা-
 নেন পদ্মপুরাণানন্তরং ব্যাসেন কৃতমিত্যর্থঃ । যথাহ মাৎশ্বে, “বরাহ-
 কম্পব্রহ্মাস্তমধিকৃত্য পরাশরঃ । যান্ প্রাহ ধর্ম্মানথিলাংস্তদুক্তং
 বৈষ্ণবং বিদুঃ ॥” ইত্যেবমেব ব্রহ্মাদিকথিতং ব্যাসেন নিবন্ধং ব্রহ্ম-

পুরাণাদি কথ্যতে । বিষ্ণুপুরাণঞ্চ কচিৎ দশসাহস্রং কচিদষ্টসাহস্র-
 মি ত্যাদিবিকল্পেহপি অত্র ষট্‌সাহস্রমেব ব্যাখ্যায়তে ॥ ১৬ ॥ অস্থ
 বৈষ্ণবসংজ্ঞায়াং হেতুসাহস্রং চৈতি ॥ ২৫ ॥ পুরাণানাং বেদোদ-
 ব্লংহনত্বেন ধর্মবেদতজ্জৈতুত্বাৎ ধর্মবিদ্যাস্থানেষু চতুর্দশস্বস্তর্ভাবমাহ,
 অজ্ঞানীতি । অজ্ঞানি — শিক্ষাকল্পজ্যোতিঃছন্দানিরুক্তব্যাকরণানি
 ষট্ । চতুরশ্চত্বারঃ । ধর্মশাস্ত্রং মন্বাদিপ্ৰোক্তস্মৃতিশাস্ত্রম ॥ ২৮ ॥
 কেবলং দৃষ্টার্থবিদ্যাস্থানমায়ুর্বেদাদিচতুষ্কং ক্রবন্ ধর্মবিদ্যাস্থানৈঃ
 সহাষ্টাদশবিদ্যাস্থানান্যাহ আয়ুরিতি । আয়ুর্বেদোহষ্টাঙ্গচিকিৎসা-
 শাস্ত্রং ধন্বন্তরিপ্রোক্তম্ । ধনুর্বেদো ভৃগুপ্রোক্তশ্চতুর্বিধ আয়ুধ-
 সঙ্কানমোক্ষাদিবিষয়ঃ । গান্ধর্ববেদো ভরতমুনিপ্রণীতো স্ত্রত্যগীতা-
 দিবিষয়ঃ । অর্থশাস্ত্রং বাহস্পত্যাদিনীতিশাস্ত্রম্ । পুন্ড্রোক্তাশ্চতু-
 র্দশেত্যষ্টাদশবিদ্যা ইতি ॥ ২৯ ॥ বেদশাখাপ্রসঙ্গাৎ কর্তৃণামষ্টর্ষী-
 ণাং ভেদানাহ, জেয়া ইতি ॥ ৩০ ॥ উপসংহতি ইতীতি । প্রসঙ্গ্যা-
 তাঃ সঙ্গ্যায়া, প্রোক্তাঃ শাখাভেদাশ্চ নাম উক্তাঃ । ভেদহেতুঃ
 পুরুষাণাম্প্রজ্ঞত্বাদিঃ ॥ ৩১ ॥ শাখানাং পুরুষপ্রণীতত্বেন বেদস্থ
 পৌরুষেষয়ত্বং স্যাদিত্যত আহ, প্রাজাপত্যেতি । কল্পাদৌ প্রজা-
 পতিনা দৃষ্টা শ্রুতিঃ । নিতৈব্য ইমে তু শাখাভেদান্তস্থা এব
 বিকল্পান্তগ্রহণমৌক্যার্থমবাস্তরভেদা ন স্বপূরীঃ পুরুষৈঃ কৃতা
 ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীধরংশামিকৃতায়াম্

তৃতীয়েহংশে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

বেদশাখাপ্রণয়নযুক্তং কর্জাদিভেদতঃ । অথ তান্ত্রিকধর্মশ্চ
 সেতিহাসোহত্র বর্ণ্যতে । ভূতলাদিপ্রসঙ্গানুপ্রসঙ্গাদনুবর্ণ্যতে । সদ্-
 গতিস্তৎস্বক্স্তানাং ভগবদ্ধর্মসঙ্গতঃ । উক্তমভিনন্দনশ্রুতিস্মৃতি-

সারিতৃত্বং ধর্ম্যং পৃচ্ছতি যথাবদ্বিত্তি সপ্ততিঃ ॥১॥ পাতালনীপীঃ ভূবি-
বরপংক্তাঃ । সপ্ত লোকাঃ স্বর্গাদয়ঃ । এতৎ সপ্তদ্বাপাদিক্রপং সর্বম্
॥৩॥ অয়মেব প্রথঃ প্রক্ৰোতোহর্থো নকুলেন ভীষ্মঃ প্রতি পৃষ্ঠিস্ততচ্চ
স ভীষ্মস্তং প্রতি যৎ গ্রাহ তচ্চ শৃণু ॥ ৮ ॥ স কালিন্দ্রকো দ্বিজো
নামুবাচ ময়া জাতিস্মরো যুনিঃ পৃষ্ঠি ইতি ॥ ৯ ॥ তেন জাতিস্মরণে
ইদমিদং বর্তমানমেতদর্থশ্চোৎ লক্ষণং ভবিষ্যতীতি চ কালি-
ন্দ্রকস্থানে যদাখ্যাতং তেন চ কালিন্দ্রকেন মহাৎ যথোক্তং তথৈব
তদভূৎ হে বৎস নকুলেত্যম্বয়ঃ ॥ ১০ ॥ অদ্বাদানমনোযুক্তেন স
কালিন্দ্রকো দ্বিজো ভূঃ পুনঃ পৃষ্ঠিঃ সন্ জাতিস্মরণাকাং যদ্যদাহ
তদনাথা ন্যতিচারি ময়া ন দৃষ্টমিত্যতিবিশ্বাসার্থমুক্তম্ ॥১১॥ প্রক্-
তমাহ, একদেতি । তস্য জাতিস্মরস্য যুনেঃ ॥১২॥ তদেবাহ জাতীতি ।
তং সংবাদং সংবাদনিষয়র্থম্ ॥১৩॥ তমেবাহ, স্বপুরুষমিত্যাदिभिः
সোহন্যলোক্য ইত্যন্তৈরেকবিংশত্যা শ্লোকৈঃ । পাপিজ্ঞানানয়নায়
উদ্যতং পাশহস্তং স্বপুরুষমতিগীক্ষা বিকৃতক্ৰান্ত্ পণ্ডিত্যজ্ঞান্যা-
নানয়েতি স্বপ্রতাপভঙ্গতিয়া অতিরহস্যতয়া চ কণর্ম্মলে বদতি
স্ম ॥১৪॥ ন বৈষ্ণবানাং প্রভুরিত্যত্র হেতুমাহ, অহমিতি । প্রজা-
সংযমনাং যম ইতি সংজ্ঞয়া লোকহিতাহিতে শুভাশুভফলদানার্থে
ধাত্ৰা নিযুক্তোহপি হবিরেব গুরুস্তুদ্বশগোহ্মিন স্বতদ্ব্যং, যতো
মমাপি সংযমনে দণ্ডে বিষ্ণুঃ প্রভবতি । হিতায়স নিযুক্ত ইতি পাঠে
দণ্ডোহপি পাদক্ষয়ণার্থতয়া হিত এব তস্মাদপি ॥১৫॥ তত্র হেতু-
মাহ, কটকেতি দ্বাভ্যাং । সর্বোৎপত্তিপ্রলয়হেতুত্বেন সর্বাত্মকত্বাৎ
সর্বনিয়ন্তৃত্বমিত্যর্থঃ । কটকো বলয়ঃ । কর্ণিকা কর্ণভূষণম্ । কটকাদি-
ভেদৈর্নানারূপৈঃ কার্যৈরূপলক্ষিতমপি ভেদেদং কারণান্না এক-
মেবেষ্যতে যথা তথৈক এব জগৎকারণভূতো হরিঃ সুরাদিভেদৈ-
রুদীর্ঘান্তে ॥১৬॥ কিঞ্চ ভেদস্য মায়োপাধিকত্বান্মায়ানাশে তু বিষ্ণু-
রেক এব ইত্যাহ, ক্ষিতীতি । অনিলোদ্ধৃতাঃ ক্ষিতিজলপরমাণবো
যথা অনিলস্থান্তে অবসানে ধরিত্র্যাদিনা সঠৈকতাং বাস্তু তথা

শৃগানান্ কলুষেণ কালুষ্যেণ ক্ষোভেণ যে সুরাদয়ো জাতাঃ অস্তে
 শৃগাক্ষোভোপরমে তেন বিষ্ণুনা সঠৈকতাং বাস্তবিত্যস্বয়ঃ ॥ ১৭ ॥
 তর্হি যমস্তাপি নিয়ন্তুর্ভক্তিঃ কথং মনুষ্যসাধ্যোত্যত আহ, হরি-
 মিতি । পরমার্থতঃ সর্বাঅত্বেন হরিং যঃ প্রণমত্যপি তং পরিত্যজ্য
 ব্রজ । যদ্বা হরিপ্রণতিমাত্রেন পরমার্থতঃ তমপগতসমস্তপাপবন্ধ-
 মিত্যস্বয়ঃ । অনেন দৃষ্টাস্তেন ভক্তসংসর্গিণোহপি ত্যাজ্য ইত্যুক্তং
 যেহন্যে চ পাপাঃ পদমাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধাস্তীতি শুকোক্তেঃ ॥ ১৮ ॥
 সমস্তস্য ধাতুঃ পালকস্য ॥ ১৯ ॥ উচ্চৈরতিশয়েন শিতং শুদ্ধং রাগাদি-
 শূন্যং মনো यस্য তং বিষ্ণুভক্তং বিজ্ঞি । ভক্তো হেতুং বদন্ তং
 বিশিনষ্টি ন চল তীতি হরেরাজ্ঞেয়মিতি বুধ্যা নিজবর্ণাশ্রমধর্মতো
 যো ন চলতি তম্ । ভক্তেশ্চিক্কান্যাহ, সমমতিরিতি ॥ ২০ ॥ তেষ-
 প্যন্তমোহে মনসি সততং কৃতজ্ঞনার্দ্রনমতীব ভক্তমবৈহি । কিং-
 বিশিষ্টং কলৌ বর্তমানস্য यस্য তৎকৃতেন পাপমলেনাত্মা বুদ্ধির্ন
 মলিনীকৃতস্তম্ ॥ ২১ ॥ ন হরতীতি যদুক্তং তং বিশেষমাহ, কনকমিতি
 কনকমপি রহস্যপি দৃষ্ট্য পরস্বং ভূগমিব যঃ সমবৈতি জিহৃক্ষাবিযুথো
 ভবতীত্যর্থঃ । অথচ ভগবতি অনন্যচেতাঃ ভবতি তম্ ॥ ২২ ॥ সিত-
 মনসমিতি বিশেষণং যদুক্তং তদেব কশকাত্যাং স্পষ্টয়তি । স্ফটি-
 কেতি । স্ফটিকগিরিশিলেব অমলঃ তুহিনমযুথশ্চন্দ্রস্তস্য রশ্মিপুঞ্জ-
 মৎসরাদিদোষস্য বিষ্ণুভক্তেষু চ বিরোধোক্ত্যা তদোষরহিতস্যৈব
 বিষ্ণুভক্তত্বমিত্যুক্তং ভবতি ॥ ২৩ ॥ তদেব বিধিযুথেন বিব্রণোতি বিমল-
 মতিরিতি । শুচি শুদ্ধং চরিতং যস্য অখিলানাং সত্ত্বানাং মিত্রভূতঃ
 অস্তে নিরন্ত্রে মানমায়ে গর্জালীকে যেন সঃ ॥ ২৪ ॥ তস্য প্রসন্নতৈব
 চিহ্নমিত্যাহ, বসতীতি । উক্তমর্থমর্থাস্তরন্যাসেন সমর্থয়তি, কিত্তিরস-
 মিতি । শালপোতো বালতরুঃ শালতরুঃ চারুতয়া সুকুমারতয়ৈব
 রম্যং কিত্তিরসং স্বস্থাস্তর্যথা কথয়তি অনুমাপয়তি এবং সর্বভূতেষু
 সৌম্যতয়া বিষ্ণুভক্তোহপি বিষ্ণুং হৃদি বসন্তং সূচয়তীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥
 কিঞ্চ যমনিয়মেতি, অহিংসাসত্যান্তেয়ব্রহ্মচর্যাণিরিগ্রহা যমাঃ শৌচ-

সন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রাণধানানি নিয়মাঃ, ধনাদিসম্পাৎসমুৎ-
সিক্তো মনসঃ উজ্জামো মদঃ, আত্মনি পূজ্যবুদ্ধির্মনিঃ, পরশুভ-
দেষো মৎসরঃ ॥২৬॥ অপলাতকল্মষত্বমেবাহ, হৃদীতি । অসি স্থানে,
অপীতি কচিৎ পাঠঃ । তৎ তর্হি অঘানাং পাপানাং বিঘাত-
কর্তা হরিস্তেন তিস্তং নাশিতং সদঘং কথং ভবতি, বলবদ্বিরো-
ধিনি সত্যপরং ন তিষ্ঠতীত্যর্থান্নরেণ স্পষ্টয়তি কথমিতি ॥ ২৭ ॥
ইদানীমভক্তলক্ষণান্যাহ হরতীতি চতুর্ভিঃ ॥২৮॥ সত্যং বিনিন্দ্যং
কুরুতে সন্তমর্থং ন দদাতি । যদ্বা সন্তং বিষ্ণুং তদ্ভক্তং বা ন
যজতি ন পূজয়তি ন চ তস্মৈ দদাতি ॥ ২৯ ॥ পরমস্বহৃদাদিষু শঠ-
মতিঃ সমর্থহৃদাং কেরোতি অর্থ্যং তেভ্য এবার্থং গৃহীতুং বাঞ্ছতি,
যদ্বা পরমস্বহৃদাদৌ তেষাং নিমন্তমন্যায়েনাপ্যর্থহৃদাং কেরোতি ॥
৩০ ॥ অনার্থ্যোঃ বিশালো দীর্ঘকালো যঃ সঙ্গস্তেন মন্তঃ । অনার্থ্য-
বিশালেতি পাঠে নীটৈঃ দুঃশীলৈশ্চ যঃ সঙ্গস্তেন মন্ত ইত্যর্থঃ ॥৩১॥
উক্তমভক্তচিহ্নং ভক্তচিহ্নমাহ, সকলমিতি ॥৩২ ॥ তন্মাসকীর্তনং
তদেকশরণতা চৈকাস্তভক্তচিহ্নমিত্যাহ, কমলনয়নোতি ॥ ৩৩ ॥

দূরতরেণ ত্যজেতি যদুক্তং তত্র হেতুমাং, বসতীতি । তস্য দৃষ্টি-
পাতং যাবচ্চক্রভ্রমণাদভক্তক্রেণ প্রতিহতে বীৰ্য্যবলে যস্য তস্য
তব মম চ তদ্দৃষ্টিপাতবিষয়ে পাপিজনানয়নেইপি ন গতিরস্তি স
পুনরন্যলোক্যঃ বৈকুণ্ঠবাসাহঃ নাম্মল্লোকযোগ্যঃ ॥৩৪ ॥ মম মহ্যং
তেন জ্ঞাতিস্মরেণ । কুরুপর ! হে ভীষ্ম ॥ ৩৫ ॥ তস্য বশীকর্তৃৎ ন
সমর্থ্যঃ । কেশবালম্বনঃ কেশবাপ্রিয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াম্ শ্রীধরস্বামিকৃতায়াম্
তৃতীয়েংশে সপ্তমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

বিষ্ণোরারাদনোপায়ো নিজধৰ্ম্যগ্রসঙ্গতঃ । সগরৌর্গীষ্মসংবাদং
 নবাধ্যায়ৈর্নিরূপ্যতে ॥ যথা যৎপ্রকারেণ ধৰ্ম্মেণ ॥১॥ বিষ্ণোরারাদ-
 ধনপট্টৈরাজ্ঞানুষ্ঠানতৎপট্টৈঃ ॥২॥ স্বর্গিণীকং ব্রহ্মলোকাদিপদম্ ॥
 ৬ ॥ যাবৎ যৎসম্ব্যাকং ভূরি স্বপ্নং বেতি প্রমাণতঃ ॥৭॥ বর্ণা-
 শ্রমাচারবতেত্যধিকারিবিশেষণাৎ বেদোক্ততদবিরুদ্ধপুৰাণাগমাদ্যা-
 ক্তাচারবানেব তত্রাধিকারী ন বিগীতাচারঃ । অন্যঃ কৃত্যুক্তবৰ্ম্য-
 পরিত্যাগেন তদব্রতধারণশ্রবণকীৰ্ত্তনাদিরূপঃ পশ্চাৎ ন ভবতি ॥৯॥
 যজ্ঞান্ যজ্ঞব্যান্ ইন্দ্রাদীন্ যজন্ বিষ্ণুং যজতি যং কঞ্চ ন জপন্
 বিষ্ণুমেব জপতি অন্যং শ্বন্ বিষ্ণুমেব হস্তি ॥১০॥ যতঃ পূজাবধ্যাদি-
 সৰ্ব্বস্বরূপো বিষ্ণুস্তস্মাৎ তদাজ্ঞয়া বর্ণাশ্রমধৰ্ম্মান্ যাগাদীন্ সদা-
 চারাংশচ কুৰ্ব্বতা বিষ্ণুরারাদ্যতে তোষাতে । সদাচারঃ অবিগীত-
 শিষ্টাচারঃ ॥১১॥ উক্তমর্থমেবাধিকারিদর্শনপূৰ্ব্বকং ব্যতিরেকমুখেন
 হৃদয়তি ব্রাহ্মণ ইতি ॥১২॥ তত্র সাধারণধৰ্ম্মানাহ, যজ্ঞভিঃ পর-
 স্থাপবাদং সমক্ষনিন্দাং বৈশূন্যং পরোক্ষে রহোদোষকথনম্ ॥১৩॥
 ন হস্তি ন গ্রাণান্ বিয়োজয়তি । গ্রাণিনো জজ্ঞমান্যান্ দেহিনঃ
 স্বাবরান্ । এতেষাং নিয়মেনাক্রিয়মানানাং ধৰ্ম্মভ্বেন হরিতোষণ-
 ভ্যাং চিত্তশোধকত্বম্ ॥১৫॥ ইদানীং হরিতোষকান্ সাধারণধৰ্ম্মানাহ,
 বর্ণেতি । তিষ্ঠংস্তিতি হেতৌ শত্ৰুপ্রত্যয়ঃ । তেষু স্থিতিস্তদনুষ্ঠান-
 মারাদয়নহেতুরিত্যর্থঃ ॥১৯॥ তৎ তর্হিতান্ শ্রোতুমিচ্ছামি ব্রহ্মী-
 হীত্যর্থঃ ॥২০॥ তত্র ব্রাহ্মণস্যাবশ্যিকান্ ধৰ্ম্মানাহ দানমিতি । দদ্যাৎ
 কুৰ্ব্ব্যাৎ নিত্যোদকী নিত্যং স্নানতর্পণাদিকৃতং যথাধিকারমৌপাসনা-
 য়েষ্ট্রেতাঙ্গাদীনাং বা পরিগ্রহঃ ॥২২॥ ধনোপার্জননিয়মানাহ, রত্নার্থ-
 মিতি । প্রতিগ্রহাদানং প্রতিগ্রাহ্যস্য গবাদেরাদানং গ্রহণং শ্রবণং
 গুরোরর্থো যস্মিন্ তৎ শুদ্ধার্থাদিতি পাঠে তু শুদ্ধঃ শুদ্ধঃ অর্থো যস্য

তস্মাদ্বিপ্রাদেঃ । “ক্রমাগতং প্রীতিদায়ং প্রাপ্তঞ্চ সহ ভার্যয়া ।
অনিশেষেণ সর্বেষাং ধনং শুক্লমুদাহৃতম্” ইতি বিষ্ণুবচনাৎ ।
শুক্লার্থমিতি পাঠে শুক্লধনোপার্জননিমিত্তমিত্যর্থঃ । তত্রাপি
ন্যায়তঃ কালপুরুষাদিপ্রতিগ্রহং বিনা বিজ্ঞো ব্রাহ্মণঃ ॥২৩॥ গ্রীবে
ইতি । গ্রীবে পাষণে পারক্যে পারকীয়ে রত্নে বাস্য ব্রাহ্মণস্যো-
ত্থাপলক্ষণম্ । পত্ন্যাম্ ঋতৌ চাভিগমঃ শস্যতে ঋত্যাঃ ভাষ্য-
জ্ঞায়তে ন তু নিয়ম্যতে । “ঋতৌ ভার্য্যামুপেয়াৎ” ইতি ঋতৌ
পরিসংখ্যায়া উক্তত্বাৎ পরিসংখ্যানিয়ময়োর্ভেদাৎ । তথাহি ভট্ট-
পাদঃ, “বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি । তত্র চান্যত্র
চ প্রাপ্তৌ পরিসংখ্যাত গীয়তে ॥” ইত্যস্যার্থঃ—স্বর্ণোপায়ভূত-
জ্যোতিষ্টোমস্যাভ্যন্তমপ্রাপ্তস্য প্রাপণং বিধিঃ । যথামিষ্টোমেন
যজ্ঞেভেত্যাদিঃ । পাক্ষিকপ্রাপ্তৌ সত্যামপ্রাপ্তাংশস্য পরিপূরণায়
নিয়মেন প্রাপণং নিয়মবিধিঃ । যথা ব্রীহীনবহন্তীত্যত্র বিতুষীকরণ-
স্যাবহননেন নথনিকৃন্তনাদিনা চ প্রাপ্তস্য নথনিকৃন্তনাং পক্ষেইপি
অবহননস্যাপ্রাপ্তস্যংশস্য নিয়মেন প্রাপণং বিধেয়ম্ । তত্র চান্যত্র
চ প্রাপ্তৌ প্রাপ্তিযোগ্যতয়াং অন্যতরনিরুক্তয়ে পুনঃ প্রাপণং পরি-
সংখ্যা । যথা “পঞ্চপঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ” “ঋতৌ ভার্য্যামুপেয়াৎ”
ইতি । অত্র পঞ্চনখভক্ষণাদেলোকত এব প্রাপ্তস্য অজ্ঞাতত্বা-
ভাবাৎ । তত্র অতেরজ্ঞাতপ্রাপকত্বলক্ষণস্য প্রামাণ্যস্য অসম্ভবেন
স্বার্থত্যাগাৎ পঞ্চাতিরিংক্তপঞ্চনখভক্ষণনিষেধাদিরূপান্যার্থকল্পনং
যুক্তম্ । তত্র উক্তরূপপ্রামাণ্যসঙ্ঘাৎ তদনুরোধেন রাগতঃ প্রাপ্তস্য
বাধোইপি ন্যায্য এব । অত এব ন স্বার্থত্যাগান্যার্থকল্পননিষেধ-
প্রতিযোগিপ্রাপকপ্রমাণবার্ধলক্ষণদোষত্রয়বদ্ধম্, এবং শ্রীতোদা-
হরণেইপি ইমামগৃহ্যানুশনানুতস্যোত্থাতিধানীমাদন্ত ইত্যত্র ঋত-
কলসাধারণাশ্চমেধসম্বন্ধিনঃ পশো রশনাং গৃহীতবস্ত ইত্যেবমর্থ-
কস্য মন্ত্রস্যার্থপ্রকাশনসামর্থ্যলক্ষণালিঙ্গেনাশ্বরশনাদানে গর্ভভাদি-
রশনাদানে চোভয়ত্র ঋত্যানুমানদ্বারা প্রাপ্ত্যতঃ প্রাগেবাস্বরশনান-

দানে মন্ত্রবিনিয়োগলক্ষণস্য ঋত্বর্থস্য অপ্রাপ্তস্য সত্ত্বেন ঋতের-
 প্রাপ্তপ্রাপকত্বলক্ষণপ্রামাণ্যসম্ভবাৎ ন তদনুরোধেন স্বার্থতাগন্তত-
 চ্চান্যার্থকল্পনাপ্রাপ্তবোধশ্চ নাস্তীতি ন দোষত্রয়গন্ধোহপি, তর্হি
 অজ্ঞাতজ্ঞাপকত্বলক্ষণপ্রামাণ্যস্য সর্বত্রাবিশেষাদপূর্বনিয়মপরি-
 সম্ব্যাবিধীনাং কে। ভেদ ? ইতি চেৎ, ন, প্রমাণান্তরাযোগ্যে
 উপায়ে পূর্ববিধিঃ, পাক্ষিকপ্রাপ্তে নিয়মবিধিঃ ঋত্ব্যপেক্ষয়া
 বিলম্বিতপ্রত্যয়কপ্রমাণেনোভয়প্রাপ্তিযোগ্যতয়া পরিসংখ্যাবিধি-
 রিতি পূর্বমেবোক্তত্বাৎ । অথাপূর্ববিধিবৎ পরিসম্ব্যাবিধেরপি
 অপ্রাপ্তপ্রাপকত্বেন চরিতার্থত্বাদন্যান্নিরূপ্তিঃ ফলং ন স্যাদিতি
 চেন্ন, লিঙ্গেন প্রাপ্ত্যতোহর্থস্য ঋত্ব্য পূর্বপ্রতিপাদনবৈয়র্থ্যাদন্য-
 নিরূপ্তিরূপফলস্যাঃ প্রত্যয়কত্বাৎ । তথাপি ঋত্ব্য অশ্বরশনাদানে
 বিনিযুক্তস্য মন্ত্রস্য পশ্চাল্লিঙ্গেন বিনিয়োগাসম্ভবাদন্যান্নিরূপ্তিঃ
 স্মৃতরাং লিঙ্গৈব রশনৈব পরিসম্ব্যাব্যফলম্ । অপূর্ববিধেস্তু অগ্নিষ্টো-
 মাদিষু প্রবৃদ্ধিজ্ঞাননস্য সম্ভবান্নান্যফলাকাঙ্ক্ষতি । অত এব ভট্ট-
 পাদাঃ স্বয়ম্ আহঃ তত্র বার্তিকৈ, “অজ্ঞাতবিধিরেবায়ম্ অতো
 মন্ত্রস্য নিশ্চিতঃ । পরিসম্ব্যাব্যফলেনোক্তা ন বিশেষঃ পুনঃ ঋতেঃ ॥”
 ইতি পরিসম্ব্যাব্যনিরূপ্তিঃ ফলমিত্যর্থঃ । তৎ কুত ইত্যত্রাহ, “ন
 বিশেষঃ পুনঃ ঋতেঃ” ইতি লিঙ্গজন্যতবিষয়ং পুনঃশ্রবণস্য তৎ প্রথম-
 ভবপ্রতিজন্যশ্রবণস্য প্রবৃদ্ধিলক্ষণফলমাত্রৈ বিশেষাতাবাৎ ঋতি-
 জন্যশ্রবণস্যান্নিরূপ্তিরূপফলমন্তোবেত্যেব কল্পনীয়মিত্যর্থঃ ।
 কেচিৎ তু ভট্টমতে পরিসম্ব্যাব্যায়ঃ স্মার্তোদাহরণং নাস্তীতি বদন্তি,
 তন্ন “পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ” ইত্যাদিষু উক্তপ্রকারেণ দোষত্রয়া-
 ভাবাৎ পরিসম্ব্যাব্যোদাহরণেহপি অদোষাৎ ভেদেদৈব পরিসম্ব্যাব-
 লক্ষণস্য সামান্যেনোক্তত্বাচ্চ । এবমূর্তৌ ভার্য্যামুপেয়াদিত্যত্র ঋতু-
 কালান্তুকালয়োর্নিত্যবৎ প্রাপ্ততয়া অপ্রাপ্তাংশপূরণলক্ষণফলা-
 ভাবান্নিয়মবিধ্যসম্ভবেন পরিসম্ব্যাব । তর্হি, “ঋতুস্মাত্তাচ্চ যো
 ভার্য্যাং সম্মিধৌ নোপগচ্ছতি । ঘোরায়াং জগহত্যায়াম্ পচাতে নাত্র

সংশয়ঃ ॥ ইতি দোষশ্রবণং ন স্যাৎ । নৈব দোষঃ ননসি কাসে
সত্যপি তস্যাহেবাদিনা তামনুগচ্ছতো দোষশ্রবণোপপত্তেরিতি
সংক্ষেপঃ । “লোকৈক্যাবয়বানিষমদ্যসেবা নিত্যাস্তু জন্তোনাহি তত্র
চোদনা” ইত্যাদিশুকোক্তে ॥২৫ ॥ কল্পিয়ধৰ্ম্মানাহ, দানাদীতি
চতুৰ্ভিঃ ॥২৬ ॥

শাস্ত্রাজীবো যুদ্ধজীবিকণ তস্য কল্পিয়স্য প্রথমে কল্পে পক্ষে
পৃথিবীপালনং কৰ্ম্মাভিধীয়ত ইতি শেষঃ ॥২৭ ॥ অত্র হেতুঃ ধরি-
ত্রীতি । ভবন্তি হ্রপতেরংশাঃ, “পুণ্যাৎ বজ্রং গমাদস্তে ন্যায়তঃ পরি-
পালয়ন্” ইত্যাদিস্মৃতেঃ স্বয়মেকেনানুক্ৰিতধৰ্ম্মাৎ প্রতিপালিত-
বিপ্রাদানুক্ৰিতধৰ্ম্মবৰ্ত্তাংশো ভূয়ানিতি ভাবঃ ॥২৮ ॥ বৰ্ণানাং সংস্থা
মৰ্যাদা তাং করোতীতি তথা । বর্ণসংস্কারক ইতি পাঠে সংস্কা-
রকো গুণাধানকর্তা ॥২৯ ॥ বৈশ্যধৰ্ম্মানপ্যাহ, পাশুপাল্যমিতি
দ্বাভ্যাম্ ॥৩০ ॥ শূদ্রাণামপ্যাহ, দ্বিজাভীতি । দ্বিজাতিসংশ্রয়ং ত্রৈ-
বর্ণিকশুশ্রূষালক্ষণং কৰ্ম্ম তাদৰ্থাৎ তৎপারতন্ত্র্যঞ্চ স্বধৰ্ম্মঃ । তেন দ্বিজ-
শুশ্রূষালকেনাশ্রয়োপাষণং যুখান্ । আপদি তু ক্রয়বিক্রয়জৈবানিজ্য-
লকৈস্তদসম্ভবে তদ্বাদিকারককৰ্ম্মোদ্ভবেন দ্রব্যেণ পোষণং শূদ্রস্য ।
“দ্বিজশুশ্রূষয়া জীবন্ম হীয়তে” ইতি শুকোক্তেঃ ॥৩১ ॥ পাকযজ্ঞে-
বৈশ্বদেবাঠেয়াঃ । “নমস্কারেণ মস্ত্রেণ পঞ্চ যজ্ঞান হাপয়েৎ” ইতি
যাজ্ঞবল্ক্যোক্তেঃ । পিতৃাদিকং শ্রাদ্ধাদি, তেন দ্বিজশুশ্রূষালকেন
দ্রব্যেণ কুর্কীত ॥৩২ ॥ পুনঃ সৰ্কেষাং সাধারণধৰ্ম্মানাহ, ভৃত্যাদি
ইতি । অক্ষরদ্বয়াধিকৈঃ সাক্ষৈকজিভিঃ এতে পরিগ্রহাদ্যাঃ সৰ্কেষাং
সামান্যলক্ষণা ইতি চতুর্থেনাম্বয়ঃ । পরিগ্রহোহর্থসংপাদনম্ ॥৩৩ ॥
দয়াপরদুঃখগ্রহরণেচ্ছা । তিতিক্ষা শীতোষ্ণাদিহৃদ্বদুসহিষ্ণুতা ।
অনভিমানিতা আশ্রয়শ্রেষ্টত্বাদ্যভিমানশূন্যতা । সত্যং যথার্থ-
কথনম্ । শৌচম্, “হৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতাং বাহুং তাবশুক্লিস্তপাস্তুরম্”
তৎ দ্বিবিধম্ “শরীরং পীডাতে যেন স্নাত্তেনাপি কৰ্ম্মণা । অত্যন্তং
তৎ ন কুৰ্বীত অনায়াসঃ স উচ্যতে ॥” ইত্যনায়াসঃ । মজ্জলম্ “শিরঃ

সপুষ্পং চরণৌ স্পৃজিতৌ" ইত্যুক্তম্ । মৈত্রী সর্গমিত্রভাবেন বর্জ-
নম্ । অস্পৃহা প্রাণযাত্রামাত্রনিমিত্তাদন্যত্রানভিলাষঃ । 'অতুষ্ণাৎ
সম্বৃতা দম্বাদক্ষিদ্ভ্রোষ্ট্রৈব বাসসঃ । অপরাশ্রয়তাবাক্ত ভূয় ইচ্ছন্
পতত্যধঃ ॥' ইতি । অকার্পণ্যং যথার্থকৃত্ত দানম্ অনসূয়া গুণের
দোষারোপাতাবঃ ॥ ৩৬ ॥ উক্তরীত্যা বৈশ্যশূদ্রকর্ম প্রাপ্তৌ তন্নি-
বেদনমাহ, এতয়োঃ কজ্রিয়বৈশ্যয়োঃ, ব্রাহ্মণস্যাপ্যপলক্ষণম্ ॥ ৩৮ ॥
উভাত্যাং কজ্রিয়বৈশ্যাত্যাম্ । ব্রাহ্মণেনাপি, অত্র শক্তস্য যুখ্য-
কম্পনির্ভকঃ । অশক্তন্যানুকম্পাশ্রয় এব কর্মসম্বন্ধরং ব্রহ্মোর্ব্যতি-
করম্ ॥ ৩৯ ॥ উক্তানুবাদপূর্বকম্ । আশ্রমধর্ম্যান্ বক্তুং প্রতিজ্ঞা-
নীতে ইতীতি ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীধরস্বামিকৃতায়াম্
তৃতীয়েহংশে অষ্টমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

নবমোহধ্যায়ঃ ।

নিরুচ্য' হরিভোষার্থান্ বর্ধধর্ম্মানশেষতঃ । তত্ত্বদাশ্রমধর্ম্মাংশ্চ
নবমেতত্র নিরূপিতাঃ ॥ ১ ॥ ব্রতানি "প্রাজাপত্যং তথা সৌমা-
স্নায়্যেয়ং বৈশ্বদৈবিকম্" ইত্যাদীনি মধুমাংসবর্জনাदीনি চ চরতা
কুর্ততা বেদো গ্রাহ্যঃ ॥ ২ ॥ স্থিতে উর্দ্ধীভূতে গুরৌ শিষ্যান্তিষ্ঠেৎ
উর্দ্ধীভবেৎ, তথা আসতি আসীনে নীটৈঃ হীনভাবেনাসীত,
প্রতিকূলমৈতদ্বিপরীতং ন কুর্য্যাৎ ॥ ৪ ॥ তেনৈবোক্তঃ পঠেৎ,
ন তু শীঘ্রাধ্যাপনায় গুরুং নিযুঞ্জীত ॥ ৫ ॥ আচার্যোণাবগাহিতা
অপোহবগাহেত । কল্যাং কল্যাং প্রাতঃ প্রাতঃ ॥ ৬ ॥ গৃহীতো
গ্রাহ্যো গ্রহণাহে' বেদো যেন সঃ । নিষ্পন্নগুরুনিষ্কৃতিঃ দত্ত-
গুরুদক্ষিণঃ ॥ ৭ ॥ বিধিনা ব্রাহ্মর্ষাদিনা স্বকর্মণা যাজনাদিনা ॥ ৮ ॥
নির্বাপ্শেন পিণ্ডদানাদিনা পিতৃনিতি পিতৃযজ্ঞো দর্শিতঃ । যজ্ঞ-

দেবানিতি দেবযজ্ঞঃ । অতিথীনম্নৈরিতি মনুষ্যযজ্ঞঃ । মুনীংশ্চ
 স্বাধ্যায়ৈরিতি ব্রহ্মযজ্ঞঃ । অপত্যেন প্রজাপতির্মিতি প্রসঙ্গানু-
 গৃহস্যাবশ্যকং কর্তব্যমিত্যুক্তম্ ॥ ৯ ॥ বলিকর্মণা ভূতানীতি ভূত-
 যজ্ঞঃ । বাক্সত্যেন সত্যবচনেন । বাৎসল্যেনেতি পাঠে দাতৃত্বে-
 নোপকর্তৃত্বেন বা ॥ ১০ ॥ অটন্তি ভ্রাম্যন্তি ॥ ১২ ॥ অনিকেতাঃ
 অগৃহাঃ । অনাহারাঃ আত্মারার্থং সঞ্চয়রহিতাঃ । যত্রসায়ং তত্রৈব
 গৃহং যেষাং তে । প্রতিষ্ঠা আশ্রয়ঃ, যোনির্মাতা স্নেহমন্নদানাদিনা
 দেহপোষকত্বাৎ ॥ ১৩ ॥ অতন্তেষাং গৃহাগতানাং স্বাগতোক্তিপূর্বকং
 মধুরং প্রিয়ং বক্তব্যম্ ॥ ১৪ ॥ স ভগ্নাশোহতিথিস্তস্মৈ পাপং দত্ত্বৈতি
 নিত্যকর্মরূপাতিথিপূজাভাবেন প্রত্যবায়োৎপত্তেঃ । পুণ্যমাদায়েতি
 তৎপূজাজন্যপুণ্যানুৎপত্তেরেবমুপচর্য্যতে ॥ ১৫ ॥ অহঙ্কার আত্মনুৎ-
 কর্ণবুদ্ধিঃ । দস্তো লাভাদ্যর্থং ধর্মাচরণম্ । পরিতাপো বৃথা দস্তমি-
 ত্যুক্ততাপঃ । উপঘাতঃ প্রতিঘাতঃ তাড়নং বা । পারুষ্যং নিষ্ঠূ-
 রতা ॥ ১৬ ॥ সর্ববন্ধৈর্বিযুক্তঃ সন্ ॥ ১৭ ॥ কৃতং কৃত্যং গৃহোচিতং-
 যেন সঃ ॥ ১৮ ॥ সর্বাতিথিঃ সর্বাতিথিপূজকঃ । অতিথিরজ্ঞাত-
 পূর্বঃ ॥ ১৯ ॥ ত্রিসবনং ত্রিকালস্নানং অভ্যাগতোহজ্ঞাতপূর্বঃ ॥ ২১ ॥
 বন্যস্নেহেন ইক্ষুদীতৈলাদিনা । তপস্যাতস্তপশ্চরতঃ ॥ ২২ ॥ জয়েৎ
 প্রাপ্নুয়াৎ ॥ ২৩ ॥ চতুর্থমাশ্রমং স্থানং বিশ্রামহেতুঃ ॥ ২৫ ॥ ত্রৈ-
 বর্গিকান্ ধর্ম্মার্থকামহেতুভূতান্ আরম্ভান্ লৌকিকবৈদিকোদ্যোগান্
 ত্যজ্য ব্রহ্মনিষ্ঠাং কুর্যাদিতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥ একরাত্রস্থিত্যাদাবপি
 বিশেষমাহ তথৈতি ॥ ২৮ ॥ বিগতাঃ শাস্তা নির্কাণা অঙ্গারা যস্মিন্ ।
 ভুক্তবস্তো জনা যস্মিন্ তস্মিন্ কালে প্রশস্তাঃ শ্রেষ্ঠাত্রয়ো বর্গা য়ে
 তেষাম্ ॥ ২৯ ॥ ভিক্ষাম্নতক্ষণ এবোপাসনামাহ, কৃত্বৈতি । অগ্নি-
 হোত্রং পূর্বং কুয়মানং বহিঃ শরীরসংস্থং কৃত্বা প্রাজাপত্যোক্ত্যনন্তর-
 মাস্ত্রন্যগ্নীনাধায় ভিক্ষারূপৈহবিভিঃ স্বমুখে কুণ্ডস্থানীয়ে শারীরং
 প্রাণাদিমুক্তং জাঠরমগ্নিমুদ্দিশ্য চিতাগ্নিনা জাঠরোহগ্নিভূক্তে
 নাহমিতি চিতাচৈতন্যোনাগ্নিনা অনুসন্ধানেন যো জুহোতি স

লোকানর্থাদগ্নিহোত্রিণাং ব্রজভীতু্যপাসনাকলোক্তিঃ। যদ্বা লোক্যত
ইতি লোকো ব্রহ্মৈব বহুভূমবিবক্ষিতম্ । চিন্তাগ্নিনেতি পাঠে ॥৩২॥
ইদানীমাশ্রমপালনস্য পরমফলমাহ, মেধকৃতি । স্বস্মিন্ ব্রহ্মণি
সকল্পিতমিদং বিশ্বমিতি বুদ্ধিযুক্তঃ ব্রহ্মৈব লোকসুতম্, অনিচ্ছনং
বিধুমং যথা জ্যোতির্বিধুমমিত্যাदिश्रुतेः । দ্বিজাতিরिति পূর্ব-
শ্লোকোক্তস্য বিপ্রসম্যোক্তিঃ । “গতিস্তুর্য্যাশ্রমে নাশ্চি বাহুজো-
রুজয়োঃ কচিৎ । তুর্যাশ্রমে গতিঃ প্রোক্তা মুখজানাং স্বয়ম্ভুবা ॥”
ইতি দস্তাত্ত্রয়োক্তেঃ । ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেদ্ গৃহাদিতি যমসংবর্ত-
বোধায়নবচনাচ্চ ॥ ৩৩ ॥

ইতি ত্রিবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং ত্রিধরস্বামিকৃতয়াং
তৃতীয়ে২ংশে নবমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

দশমোহধ্যায়ঃ ।

পুংসঃ ষোড়শসংস্কারৈর্বর্ণাশ্রমনিবেশনম্ । অতস্তানাহ দশমে
বাহুল্যেন দ্বিজাতিবু ॥ চত্বার আশ্রমা এব চাতুরাশ্রম্যং তদ্ব্যর্থঃ
কথিতঃ । এবঞ্চাতুর্বর্ণ্যক্রিয়াইপি পুংসঃ ক্রিয়াং ষোড়শসংস্কার-
রূপাম্ ॥ ১ ॥ নিত্যামহরহঃ ক্রিয়মাণাং প্রত্যবায়পরিহারফলাম্ ।
নৈমিত্তিকীং রাহুদর্শনাদৌ নিমিত্তে সতি বিহিতানামকরণাৎ
প্রত্যবায়প্রদাম্ । কাম্যাং কাম্যায় হিতাং অগ্নিষ্টোমাদিকাম্ ॥ ২ ॥
নিত্যনৈমিত্তিকাপ্রতিমিতি কাম্যাস্যাপ্যপলক্ষণম্ ॥ ৩ ॥ জাতস্য পুত্রস্ত
জাতকর্ম চ আদিক্রিয়াকাণ্ডং চ জন্মনঃ প্রাচীনং গর্ত্তাধানপুংসবনা-
দিক্রিয়াসমূহং পিতা কুর্নোতি ইত্যর্থঃ । তদুক্তম্, “গর্ত্তাধানমৃতৌ
পুংসঃ সবনং স্পন্দনাৎ পুরা” ইতি ॥ ৪ ॥ দ্বিজম্বনাং ব্রাহ্মণানাং
যথাস্থিতি যথোপচারণং দৈবং দেবসম্বন্ধি কর্ম পিত্র্যং পিতৃসম্বন্ধি
কর্ম কুর্যাৎ । অভ্যুদয়প্রাক্কোক্তেন বিশেষণে প্রদক্ষিণোপচারা-

দিনা দৈবপিত্র্যশ্রাকং কুর্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ তদেবাহ, দধেতি ।
 দৈবেন করাগ্রাং ॥ ৬ ॥ প্রাজাপত্যেন কনিষ্ঠায়ুলেন । তদুক্তম্,
 “কনিষ্ঠাদেশিন্যঙ্গুষ্ঠযুলাংগ্রাং করস্য চ । প্রাজাপতিপিতৃব্রহ্মদেব-
 তীর্থান্যনুক্ৰমাৎ ॥” ইতি অশেষব্রহ্মিকালেষু কন্যাপুত্রবিবাহে-
 স্থিত্যাদিনা বক্ষ্যমাণেষু ॥ ৭ ॥ দশমেহহনি অতীত ইতি শেষঃ ।
 তচ্চাশৌচাস্তোপলক্ষণম্ । অত্রৈব কালান্তরমপ্যাহ যথা, “নামধেয়ং
 দশম্যাঞ্চ কেচিদিচ্ছন্তি পার্থিব । দ্বাদশ্যামথবা রাজ্য্যাং মাসে পূর্বে
 তথাপরে ॥” ইতি । দেবপূর্বং কুলদেবতানামপূর্বকং কুলদেবতা-
 সম্বন্ধং নাম কুর্যাদিতি শাস্ত্রোক্তেঃ । নরাত্ম্যং পুরুষবাচকম্ । তত্র
 প্রাস্তে শর্ম্মবর্ম্মাদিসংযুতম্ । যথা সোমশর্ম্মা ইন্দ্রবর্ম্মা চন্দ্রশুশ্রুঃ শিব-
 দাসঃ ইত্যাদি ॥ ৮ ॥ অর্থহীনং ডিথাদি । অগ্রশস্তং দেশভাষায়াং
 লজ্জাবহম্ । অপশব্দং শূন্যকেশাদি । জুশুপ্তং বীভৎসরূপম্ । সমা-
 ক্ষরং স্বাক্ষরচতুরক্ষরাদি নাম কুর্য্যাৎ ॥ ১০ ॥ অতিদীর্ঘং বহ্বক্ষরং হ্রস্ব-
 মপ্যক্ষরং প্রবণাক্ষরং লক্ষন্তরাক্ষরম্ ॥ ১১ ॥ অনন্তরসংস্কারৈর্নিক্ক-
 মগান্নপ্রাশনচূড়োপনয়নাঠ্যঃ সংস্কৃতঃ সন্ যথোক্তং গুরুশুশ্রু-
 ষাদিলক্ষণং বিধিমাশ্রিত্য ॥ ১২ ॥ মধ্যে নৈকিকং ব্রহ্মচর্য্যমাহ, ব্রহ্ম-
 চর্য্যেণেতি । বা গার্হস্থ্যানিচ্ছায়ামিত্যর্থঃ । কালং কুর্য্যাৎ নয়ৎ ॥ ১৪ ॥
 বৈথানসো বানপ্রস্থঃ । ইচ্ছয়া আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছেৎ । যাবজ্জীবং
 মমায়ত্রেবাশ্রম ইতি যদি পূর্বসঙ্কল্পিতং তদা তত্রৈব তিষ্ঠেৎ,
 নাশ্রমাস্তরং গচ্ছেৎ । এতচ্ছৃণুত্বৈরাগ্যাভাবে দ্রষ্টব্যম্ । তত্রাপি
 দৃঢ়বিরক্তৌ তু যতিঃ স্যাদেব । “যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব
 প্রব্রজেৎ” ইতি শ্রুতেঃ ॥ ১৫ ॥ বর্ষেরেকগুণামিতি যবীয়স্য এবোপ-
 লক্ষণম্ অন্যথা সাক্ষবেদাধ্যয়নাসক্তস্য স্মৃত্যনুমিতাষ্টচত্বারিংশদ্বর্ষা-
 বধিকব্রহ্মচর্য্যস্য ত্রিংশদ্বর্ষাদুর্দ্ধ্বং বিবাহে “দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অত
 উর্দ্ধ্বং রজস্বলা” ইতি নিন্দিতরজস্বলাবিবাহাপত্তেঃ । “অসপিণ্ডাৎ
 যবীয়সীম” ইতি স্মৃতেশ্চ । অতিকেশাং কেশগ্রস্তাম্ । অকেশাং
 নিক্ষেপপ্রায়াম্ ॥ ১৬ ॥ নিসর্গতো গর্ভাবস্থায়ামেব । অবিগুহ্যং পাত-

কাদিদুষ্টাম্ । সরোগাং সহজরোগাম্ । অকুলজাং দুক্কলাম্ । অতি-
 রোগিণীমুৎকটরোগিণীম্ ॥১৭॥ দুষ্টাং শূদ্রাদিসংবর্জিতাম্ । দুষ্ট-
 বাচাটাং রহিবিরুদ্ধদুর্ভাষিণীম্ । ব্যঙ্গিনীং পিতৃতো মাতৃতচ্ কুষ্টিনীং
 কুষ্টিপিতৃমাতৃজামিত্যর্থঃ । শ্মশ্রণ্যেব ব্যঞ্জনে পুংস্ত্রব্যঞ্জকং তদ্-
 যুক্তাম্ ॥১৮॥ কামবাক্যাং স্বভাবত এবাবসন্নবচনাম্ । অনিবন্ধে-
 ক্কাং পক্ষ্যভিরসংব্রুন্তেক্কাং নিষিদ্ধেহপি অনিরুদ্ধদর্শনাং বা নিদ্রা-
 যামপি অর্জুনিমীলিতনেত্রামিতি বা । ব্রহ্মাক্ষীং বর্তুলনয়নাম্ ॥১৯॥
 বস্যা হসন্ত্যাঃ গণ্ডয়োঃ কূপকৌ গতো ভবতস্তাং নোদ্বহেৎ । তাঙ্ক-
 শীমিতি পুনর্নিষেধোহতিদোষখ্যাপনায় । কচিৎ পুস্তকেহয়মর্জ-
 ন্নোকোনাস্ত্যেব । হসন্ত্যাশ্চৈব জায়তে ইতি পাঠে একবচনমার্যম্ ॥২০॥
 পাণ্ডুরজাং শ্বেতনখাম্ ॥২১॥ সংহতে ক্রবৌ বস্যান্তাম্ ॥২২॥
 করালমুখীং দন্তুরাসাম্ । পঞ্চমীমিতি । মাতৃপক্ষাৎ মাতৃসন্তানাৎ
 পঞ্চমীং পিতৃপক্ষাৎ পিতৃসন্তানাৎ সপ্তমীং বিহায়েতি শেষঃ ।
 “পঞ্চমাৎ সপ্তমাদুর্দ্ধ্বং মাতৃতঃ পিতৃতন্তথা” ইতি বচনাৎ । তথাচ
 মাতরমারত্য তৎপিতৃপিতামহাদিগণনায়াং পঞ্চমপুরুষসন্তান-
 বর্ত্তিনী মাতৃপক্ষে পঞ্চমীত্যাচ্যতে । সন্তানভেদেহপি যতঃ সন্তান-
 ভেদমাদায় গণয়েৎ যাবৎপঞ্চম ইতি । এবং পিতৃপক্ষসপ্তমীতি জ্ঞে-
 যম্ । তাং নোদ্বহেৎ ততঃ পরায়ুদ্বহেদিত্যর্থঃ ॥২৩॥ তমেব ন্যায্যং
 বিধিং দর্শয়িতুম্ অষ্টৌ বিবাহানাহ, ব্রাহ্ম ইতি । যথা, “ব্রাহ্মো
 বিবাহ আকুয় দীযতে শত্ৰুলাঙ্কতা । যজ্ঞস্য ঋত্বিজৈ দৈব আদায়া-
 র্বস্ত গোদ্বয়ম্ । সহোভৌ চরতাং ধর্ম্যং প্রাজাপত্যো বিধিঃ স্মৃতঃ ।
 আত্মরো ত্রিবিণাদানাং গাক্ষর্যঃ সময়ান্নিথঃ । রাক্ষসো যুদ্ধহরণাৎ
 পৈশাচঃ কন্যাকাঙ্ক্ষলাৎ ॥” ইতি ॥২৫॥ এতেষামিতি । যদাহ
 দেবলঃ, “আদ্যা বিবাহাশ্চ চত্বারো ধর্ম্যাস্তোয়প্রদানিকাঃ । অন্তরকা
 ব্রাহ্মণার্হাশ্চ তারয়ন্তি দ্বয়োঃ কুলম্ । গাক্ষর্যরাক্ষসৌ রাজ্ঞ আত্মরো
 বৈশ্যশূদ্রয়োঃ । স পাপিষ্ঠৌ বিবাহানাং পৈশাচঃ প্রথিতো-
 হুটমঃ ॥” ইতি । অন্ত্যং পৈশাচম্ ॥২৬॥ সমুদ্বহেৎ কুর্ঘ্যাৎ । এষা

পূৰ্ণেজলকণা সম্যক্ বিধিবৎ উচ্য সতী মহাকলং দদাতি । এতৎ
সম্যগুচং মহাকলমিতি পাঠে এতদগাহস্যমুচং প্রতিপাদিতং সদি-
ত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

ইতি ত্রিবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং ত্রিধরস্বামিকৃত্যায়ং
তৃতীয়েহংশে দশমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

একাদশোহধ্যায়ঃ ।

গৰ্ভাধানাদিনা পুংসঃ সংস্কৃতস্য কৃতিং ক্রবন্ । একাদশে সদা-
চারান্ প্রাহ ত্রিহরিতোষণান্ ॥ ব্রাহ্মে যজুৰ্ভে সূর্য্যোদয়াৎ পূৰ্ণং
তৃতীয়ে যজুৰ্ভে । অৰ্ধধাম্মা ধৰ্ম্মস্থাবিরোধিনম্ ॥৫॥ তয়োৰ্ধৰ্ম্মার্থয়ো-
দুষ্কা দুষ্টবিনাশায় দুষ্কা দুষ্টবিনাশনিবৃত্তয়ে । তাদৰ্থে চতুর্থীতাত্রার্থ-
শব্দস্য নিবৃত্তেরপি বাচকত্বাৎ । যদ্বা বিনাশমপনেতুমিত্যর্থঃ । ক্রিয়া-
র্থোপপদস্য চ কৰ্ম্মণি স্থানিন ইতি চতুর্থী । যথা রমৌ বনং গন্তু-
মিত্যৰ্থে “বনায় পীতপ্রতিবন্ধবৎসাম্” ইতি । দুষ্কা দুষ্টবিনাশায়েতি
পাঠঃ স্বগমঃ । ত্রিবর্ণে সৰ্মদর্শিতা পরম্পরাবিরোধেন ভবতিতি সম-
দ্বিষ্টিঃ ॥৬॥ ধৰ্ম্মমপীতি ব্যাভ্রচৌরাদিসমাক্রান্ততীর্থগমনাদি অস্ব-
খোদৰ্কং দুঃখোস্তরফলকং লোকবিদ্বিক্তং মৌত্রামণ্যাদৌ সুরা-
গৃহাদি ॥৭॥ কল্যায়ুযসি মৈত্রং মিত্রাধিষ্ঠিতপায়ুকৃতং মলোৎসর্গাদি
গ্রামান্নৈক্যত্যাং তদসম্ভবেসু আবসথাৎ দূরে ॥৮॥ গৃহাজ্ঞে সদা-
সঞ্চারদেশে ॥৯॥ আত্মচ্ছায়ামিতি । এতান্ পুরস্কৃত্য-ন মেহেত
ইত্যর্থঃ ॥১০॥ লেপসম্ভবাং গৃহলেপনগতাম্ ॥১১॥ অস্তঃপ্রাণ্যবপ-
মাঞ্চ কীটাদ্যুপহতাম্ অণুপ্রাণ্যবপমামিতি পাঠে অণুভিরতিসূক্ষ্মঃ
প্রাণিভিরবপমাং যুক্তামিত্যর্থঃ ॥৬॥ একাদ্যা মৃদঃ শৌচোপপা-
দিকাঃ ॥১৭॥ সহশৌচমুক্তা বক্তব্যচমনপরিভাষামাহ, অচ্ছেন

অনাবিলেন আচামেতেত্যাচমনং প্রস্তুত্যা তস্য পূর্বার্দ্ধমাহ, হৃদ-
 মিতি । ভূয়ো হৃদমাদদ্যাৎ ॥১৮॥ তয়া নিষ্পাদিতাজ্জিশৌচঃ সন্-
 পুনঃ পাদাবভ্যক্ষ্য সলিলং ত্রিঃ পিবেদিত্যশ্বয়ঃ । মুখং দ্বিঃ পরি-
 মার্জয়েৎ ॥১৯॥ শীর্ষগ্যানি শিরঃস্থানি শ্বানি ইন্দ্রিয়চ্ছিত্রাণি আল-
 তেৎ স্পৃশেৎ হৃদয়ঞ্চাপ্যসংজয়ন্ ইতি পাঠে মৌনীভূত্বৈত্যর্থঃ । অত্র
 বিশেষমাহ, দক্ষঃ “প্রক্ষাল্য পাদৌ হস্তৌ চর্ণত্রঃ পিবেদম্মুবেদিতম্ ।
 সংহৃত্যঙ্গুষ্ঠমূলেন দ্বিঃ প্রমুচ্যাত্ততো মুখম্ । সংহতাভিজিহ্বিঃ
 পূর্বমাস্যন্তু সন্মুপস্পৃশেৎ । অঙ্গুষ্ঠেন প্রদেশিন্যা য়াণং পশ্চাদনন্তরম
 অঙ্গষ্ঠানামিকাভ্যাক্ত চক্ষুঃশ্রোত্রে পুনঃ পুনঃ কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠতো নাভিং
 হৃদয়ন্ত তলেন বৈ । সন্ধ্যাভিস্তাশিরঃ পশ্চাৎকু চাশ্রয়ং সংস্পৃশেৎ” ॥২০॥
 অথ প্রাতঃস্নানস্য মলাপকর্ষণরূপস্য শৌচোক্তৌ চ উক্তপ্রায়ত্বাৎ ।
 নিত্যোদকী ভবেদ্বিপ্র ইতি পূর্বং সজ্জেকপেণোক্তত্বাৎ সঙ্কোপা-
 সনহোমাদীনাঞ্চ সূর্য্যোদয়াস্তময়প্রসঙ্গেনোক্তত্বাৎ তদুপরিতনং
 ক্রিয়াকাণ্ডমাহ, আচান্ত ইতি ॥২১॥ সোমসংস্থা অগ্নিষ্টোমাদয়ঃ
 সপ্ত । হবিঃসংস্থা অগ্ন্যাধেয়াদ্যাঃ । পাকসংস্থাঃ অষ্টকাদ্যাঃ । যথাহ
 গোতমঃ, অষ্টকা পার্বণশ্রাদ্ধম্ । শ্রাবণ্যগ্রহায়ণী চৈত্রাশ্বযুজীতি
 সপ্ত পাকসংস্থাঃ, অগ্ন্যাধেয়মগ্নিহোত্রং দর্শপৌর্ণমাস্যাগ্রয়ণং চাতু-
 র্থ্যাস্যানি নিরূঢ়পশুবন্ধমৌত্রামণী চেতি * সপ্ত হবির্যজ্ঞসংস্থাঃ ।
 অগ্নিষ্টোমেত্যগ্নিষ্টোম উক্থষোড়শী বাজপেয়োহতিরাত্রম্, আ-
 শ্তোধ্যম ইতি সপ্ত সোমসংস্থা ইতি ॥২৩॥ মাধ্যন্দিনীয়স্নানতর্পণা-
 ন্যাহ, নদীতি । দেবখাতো মনুষ্যাদিকৃতো হ্রদঃ স্নায়ীত স্নায়াৎ ।
 কূপেষু কলসাদিভিরুজ্জ্বলেন তোয়েন ভুবি তন্তুটভূমৌ স্নায়াৎ ।
 তদসংভবে নদ্যা উজ্জ্বলেন শীতলোদকেন গৃহ এব স্নায়াৎ । তত্রা-
 প্যশক্তৌ উফোদকেন তত্রাপ্যশক্তৌ মস্ত্রস্নানাদি কুর্য়াদিত্যন্য-
 স্মৃতভ্যো জ্ঞেয়ম্ ॥২৫॥ তেষাং দেবাদীনাং তীর্থেন স্পৃকৌতেন ॥২৬॥
 ত্রিঃপ ইতি শাখাতেদব্যবস্থিতমিদম্ । তত্র ভূর্দেবান্ ভুবর্দেবান্
 স্বর্দেবাংশুতর্পণমীতি এবং ত্রিঃপো বর্জয়েৎ দদ্যাৎ তথর্ষোগমপি

ভূরাদিপদযোগেন ত্রিবণো দদ্যাৎ প্রজাপতিং তর্পয়ামিতি
 মক্খং ॥ ২৭ ॥ পিতৃণামিতি ভূরাদিপদযোগেন সামান্যপিতৃণং
 তৎপ্রয়োগং বিনা স্বপিতৃণীক্ষেপার্থঃ ॥ ২৮ ॥ পৈত্রেণ তৌর্ধেন
 তর্জনীমূলেন কামাং ফলনিশেষার্থম্ ॥ ২৯ ॥ “হে ব্রহ্মন্! ভাস্ব-
 দাদিক্রপায় তুভ্যং নমঃ” ব্রহ্মভাস্বত ইতি পাঠে বৈদেঃ প্রকাশ-
 মানায়েত্যাৰ্থঃ । জগৎসন্নিভে । বিশ্বজনকায়, কর্মদায়িনে কর্মপ্রবর্ত-
 কায় ॥ ৩০ ॥ অপূর্বমনন্যপ্রকৃতিকম্ অগ্নিহোত্রং ব্রহ্মাদিপঞ্চাহৃতিকং
 দেবযজ্ঞাখ্যং হবির্হোমং কুর্যাদিত্যর্থঃ । অপূর্বমিতি পাঠে
 প্রোক্ষণপূর্বকমিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥ ভূতযজ্ঞমাত্র, তচ্ছেষং হৃতশেষং
 মনিকে জলাধারসম্মিধৌ অস্ত্যঃ পর্য্যন্যায় চ ক্ষিপেৎ । পৃথীপর্য্য-
 ন্যাস্ত্য ইতি পাঠান্তরম্ ॥ ৪২ ॥ গৃহস্থ দ্বারে ধাতুর্বিধাতুচ মধ্য
 ব্রহ্মণঃ ॥ ৪৩ ॥ প্রাচ্যাदिষু গৃহস্থেতি সর্বত্রান্বয়ঃ ॥ ৪৪ ॥ ধন্বন্তরি-
 বলিং নিবপেৎ ইত্যন্বয়ঃ । তদেবং গৃহদেবতাকো বলিরুক্তঃ,
 ইদানীং তদিতরদেবতাকাং বলিমাহ । ঐশ্বদেবমিত্যাদিনা ভুবি
 মানবা ইত্যন্তেন বিশ্বদেবাদয়ো দেবা উদ্দেশ্যা যত্র বলৌ
 তং ততঃ কুর্য্যাৎ ॥ ৪৫ ॥ তদেবাহ, বায়বে কোণে বায়বে
 বলিং প্রক্ষিপেৎ । বায়বে ইতি পাঠে বীক্ষয়্য সমস্তাসু দিক্শু
 বায়বে বায়ুমুদ্দিশ্য প্রক্ষিপেদিত্যর্থঃ । ততো দিশাং, প্রাচ্যা
 দিশে, দক্ষিণে দিশে, ইত্যাদিনা বলিং ক্ষিপেৎ ॥ ৪৬ ॥
 মধ্য ব্রাহ্মণাদিত্রয়াণাম্ উত্তরতঃ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্য ইত্যা-
 দিনা বলিং ক্ষিপেৎ, দক্ষিণতো ভূতপতাদীনামিতি ॥ ৪৭ ॥
 যেষামন্নং নাস্তি যেষাঞ্চ সত্যপ্যম্নে নাত্র সিদ্ধিঃ পাকসাধনং
 নাশ্চীত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥ চতুর্দশ ইতি এষ দেব ইত্যাদি শ্লোকোক্তিঃ
 কীটপতঙ্গান্তঃ চতুর্দশসংখ্যাকো ভূতগণঃ । স্বার্থে ডপ্রত্যয়
 আৰ্হঃ । যদ্বা দৈবমষ্টবিধং, তৈর্য্যগৃহ্যোনাঞ্চ পঞ্চবিধং মানুষ-
 ষ্টৈকবিধমিতি চতুর্দশো ভূতগণঃ, তত্র স্থিতা অখিলা ভূত-
 সংঘাস্তত্তদবাস্তুরবিশেষাঃ ॥ ৫৩ ॥ যদ্যপ্যবাস্তুরবাস্যমাশ্রিত্য পৃথক্

পৃথক্ বলিদানং প্রতীয়তে তপাপীভূক্তাৰ্য্য নরো দদ্যাৎ দিতি
 বাচনিকমেবৈকবলিদানমিতি ॥ ৫৪ ॥ অপাত্নাঃ শ্রাদ্ধাযোগ্যাঃ ।
 পুংস্ত্বমার্ষম্ । তেষাঞ্চ ভুবি দদ্যাৎ ॥ ৫৫ ॥ গোদোহমাত্রং ষটিকা-
 চতুর্থাংশম্ ॥ ৫৬ ॥ তত্র তন্মিন্ কালে ॥ ৫৭ ॥ অতিথিলক্ষণ-
 মাহ, অজ্ঞাতোতি । নৈকগ্রামনিবাসিনম একগ্রামস্থভিন্নম্ ॥ ৫৯ ॥
 নিত্যত্বার্থমপূজনেন নিন্দামাহ । অকিঞ্চনাদিগুণবিশিষ্টমতিথিমসং-
 পূজ্য ভক্তমসং ভূপ্তম্ ভূঞ্জানোহযোগচ্ছতি ভোক্তুকামমিতি পাঠে
 অতিথৈর্বিশেষণম্ ॥ ৬০ ॥ স্বাধ্যায়াদিকমপৃষ্টা চরণং বেদবাস্তুর-
 পাখ্যম্ আচারং বা অপৃষ্টা অভ্যাগতমতিথিম্ ॥ ৬১ ॥ পিতৃর্থাৎ
 নিত্যশ্রাদ্ধার্থং আশয়েৎ, ভোজয়েৎ । বিদিত আচারঃ সংভূতিঃ
 কুলঞ্চ যস্য । পঞ্চযজ্ঞয়ং পঞ্চযজ্ঞকারিণম্ ॥ ৬২ ॥ অন্নগ্রং ভোজ-
 নাদ্যনবশিষ্টম্ । অত্র চোক্তম্ “গ্রাসমাত্রা ভবেদ্বিক্রা অগ্রং গ্রাস-
 চতুর্দশম্ । অগ্রাণ্যেব তু চত্বারি হস্তকাঃ প্রচক্ষাতে ॥” মনুষ্যো-
 ভ্যো হন্তেতি মন্ত্ৰেণোপকল্পিতমসং হস্তকারোপকল্পিতম্ । নিবা-
 পভূতং পৃথক্কল্পস্থাপিতম্ ॥ ৬৩ ॥ ইত্যোতেইতিথয় ইতি অজ্ঞাত-
 কুলনামানমিত্যাদিনা তং মন্যে অভ্যাগতং গৃহীতমন্তনোক্ত
 একঃ, পিতৃর্থাৎভোক্তা চাপরঃ, হস্তকারসংপ্রদানঞ্চান্য ইতি ত্রয়ঃ ।
 পূর্ণমাশ্রমাধ্যায়োক্তাশ্চ পনিত্রাভূত্বক্ষচারিণো তিষ্কবো তিষ্ক-
 জীরিনশ্চেত্যেকো বর্গঃ, ইত্যোতাংশচত্বরঃ পূজয়ন্ মনুষ্যযজ্ঞরূপা-
 দ্বগাম্মুচাতে ॥ ৬৫ ॥ নিন্দার্থবাদেনাতিথিপূজায়া আবশ্যকত্বমুপসং-
 হরতি, অতিথিরিতি ত্রিভিঃ ॥ ৬৬ ॥ সুবাসিনী কৃতবিবাহা পিতৃ-
 গৃহস্থা কন্যা, চরমং পশ্চাৎ গৃহী ভূঞ্জীত ॥ ৬৯ ॥ অন্নাতানী ত্রিবিধ-
 স্নানহীনঃ সন্ ভোজনশীলঃ অজপী গায়ত্রাদিসমুজপহীনঃ । বাল-
 দিতঃ প্রথমং ভূঞ্জানঃ । শক্ৎ পুরীষং ভুঙ্জে ॥ ৭১ ॥ প্রসঙ্গাৎ
 ভোজনপ্রকারমাহ, তস্মাদিত্যাদিনা প্রাণাপ্যায়নায়েত্যন্তেন ॥ ৭২ ॥
 অগ্নিষ্টমশুভাহুতং তস্য শাস্তিঃ বৈরিপক্ষাণামুৎপন্নঘোষণামতি-
 চারিকা বিনাশশীলা ॥ ৭৩ ॥ শ্রাদ্ধং যথ উদঙমুখো বা ভূঞ্জীত ॥ ৭৭ ॥

আসন্নী দারুণময়ং ত্রিপদাদি । অদেশে কুৎসিতে স্থানৈ, অকালে
সঙ্কাদিসময়ে । আকাশ ইতি পাঠে অনারুতে । অগ্রমগ্নয়ে দত্ত্বা
পরিশিষ্টস্যাম্নস্যাগ্রং কিঞ্চিদগ্নৌ ক্ষিপ্ত্বা চ ন ভুঞ্জীত পরিশিষ্টস্যাম্ন-
স্যাগ্রং নাগ্নৌ ক্ষিপেদिति বিধিঃ ॥৮০॥ মস্ত্রাভিমস্ত্রিতং শস্তং ভুঞ্জী-
তেত্যনুবঙ্গঃ । শুষ্কং জলোপসেকং বিনা পুষ্কং শাকাদিকং সঙ্ক্কা-
দিকং বিনেতি শেষঃ ॥৮১॥ হরীতকেভ্যঃ অপক্বেলহাদিভ্যঃ বাদরি-
কেভ্য ইতি পাঠে তু বদরবিকারেভ্য ইত্যর্থঃ । শুড়পকেভ্যঃ লড্ডু-
কাদিভ্যঃ । শুড়ভকেভ্য ইতি পাঠে স এবার্থঃ । উদ্ধৃতসারাগি পি-
ণ্যাকাদীনি ॥ ৮২ ॥ নাশেষং নিঃশেষং ন ভুঞ্জীত ॥৮৩॥ তন্ময়ঃ
অগ্নে দস্তচিস্তঃ সন্ ॥৮৪॥ বলায়োগ্যে ন যুগ্মতি ন ত্যজতি, সৰ্বদা
তদ্যুক্তো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৮৫ ॥ অনিন্দ্যমনিষিক্তং মহামৌনং সঙ্কে-
তাদিরহিতম্ ॥ ৮৬ ॥ মূলতঃ কফোণিপৰ্য্যন্তম্ ॥ ৮৭ ॥ পবনৈরিতো
বহ্নিৰ্ভস। দস্তাবকাশং ময়া ভুক্তমগ্নং জরয়তু । ততশ্চাম্নরসেন
পার্শ্বনং দেহধাতুম্ আপ্যায়য়িত্বতি ॥ ৮৯ ॥ পঞ্চভূতান্গ্রহপ্রার্থনং
মে মৎসম্বন্ধিনাং ভূমাদীনাং বলায়াম্নসম্ ॥ ৯০ ॥ আরোগ্যে রোগা-
ভাবঃ ॥ ৯২ ॥ বিষ্ণুর্যথা সমস্তদেহাদিহ প্রধানভূতো ময়োপাস্ত্বতে,
তেনোপাসনেন সৰ্ব্যেন পরমার্থতোহপি সত্যভূতেনাম্নম্ আরোগ্যা-
দং সৎ পরিণামমেত্তিত্যম্বয়ঃ ॥ ৯৩ ॥ এবং বিষ্ণুরস্তেতাদাবপি
যোজ্যম্ ॥ ৯৪ ॥ সচ্ছাস্ত্রাদীতি আদিশব্দেন ক্রীড়াদেৱপি পরি-
গ্রহঃ । অতএব বিশিনক্তি, সন্মার্গাদ্যবিরোধিনেতি ॥৯৬॥ সঙ্কো-
পান্তৌ বিশেষমাহ, দিনেতি । তথাচ স্মৃতিঃ, “প্রাতঃসঙ্ক্যাং সনক-
ক্রাম্ উপাসীত যথাবিধি । সাদিত্যাং পশ্চিমাং সঙ্ক্যামঙ্গান্তমিত-
ভাস্কারম্ ॥” ইতি ॥ ৯৭ ॥ সূতকং জন্মনিমিস্তমশৌচম্ । অশৌচং
শাবং, বিজ্ঞানো বৈচিত্র্যং, আতুরমাতুরস্তং রোগকৃতং, ভীতিরপায়া-
দ্যাশঙ্কা তেভ্যোহন্যত্র ॥ ৯৮ ॥ সূর্য্যোণ্ডাদিতো যন্মিন্ স্থপ্তে সূর্য্য
উদেতি, সূর্য্যেণ ত্যক্তো যন্মিন্ স্থপ্তে স্থৰ্য্যোহন্তমেতি । আতুর-
তাবাদিতি সূতকাদেৱপলক্ষণম্ । প্রায়শ্চিত্তীয়তে পাতকী ভব-

তি ১০১ ॥ বৈশ্বদেবনিমিত্তং বৈশ্বদেবকৰ্মফলসিদ্ধার্থম্ । পত্নীমস্ত্রং
 বিনা বলিং হরেৎ পত্ন্যা মাৰ্জ্জং বলিং হবেদিতাপি পাঠঃ কৃত্রা
 পি ॥ ১০২ ॥ তত্রাপি সায়মপি ॥ ০৩ ॥ প্রহ্বঃ প্রহ্বত্ত্বং প্রণাম
 ইত্যর্থঃ ॥ ১০৪ ॥ সূর্যোণাস্তং গচ্ছতা উচঃ প্রাপিত ইব সূর্যাস্তমন-
 স্তরমাগত ইত্যর্থঃ ॥ ১০৬ ॥ শয়নং কমলাদি । প্রস্তবঃ বটভৃগাদি-
 মহী স্থলমাত্রমপি ॥ ১০৭ ॥ অক্ষুৰ্টিতামবিদীর্ঘাং গজদন্তময়ীং
 তদভাবে দারুময়ীমপি ॥ ১০৮ ॥ স্বপতঃ প্রাচ্যাং যাম্যায়াক্ষন
 শিরঃ সদা শস্তমিত্যম্বয়ঃ ॥ ১১০ ॥ ইদানীং বিশিষ্ট যোষিদামনমাত,
 যাবদধ্যায়সমাপ্তি । ঋতানিতি পুংনামকরণ দশ অশ্বিনী-রুদ্রিকা-
 রোহিণী-পুনর্বসু-পুষা-হস্ত-অনুরাধা-শ্রবণ পূৰ্বভাদ্রপদা-উত্তবভা-
 দ্রপদা চ । জ্যেষ্ঠাশ্বিনী নাত্রিষ । ঋতুকালগাবত্য ষষ্ঠ্যায়াদিব
 রাত্রিষ । তত্রাপি জ্যেষ্ঠাশ্বিনী রুদ্ধাসু উত্তরোত্তরং শুভাস্ব-
 ত্যর্থঃ ॥ ১১১ ॥ অস্মাতাম্ অকৃতৰ্ত্ত্মনানাম্ । রজস্বলাং চতুর্থরাত্রি-
 প্রভৃত্যনুপরং রজস্বলাং অনিষ্ঠামনুপজাতেচ্ছাম্ অগ্রশস্তাং পবি-
 বাদাদিদুষিতাম্ ॥ ১১২ ॥ অদক্ষিণাম্ অননুকূল্যাম্ অনাকামাম্ অন্য-
 পুরুষাভিলাষিণীম্ । এবিৰ্ক্যমাগৈশ্চ গৈয়ুতঃ পুরুষো ব্যবায়ং
 ব্রজেদিত্যন্তরেণাম্বয়ঃ ॥ ১১৩ ॥ অন্যথোনৌ অশ্বাদিয়োনৌ । অথোনৌ
 মুখাদৌ ঔষধং রূপাবাজীকরণবসায়নাদি দেবাদীনামাশ্রমে গেহে
 স্থিতঃ । আশ্রয়ীতি পাঠে স এবার্থঃ ॥ ১১৮ ॥ অধন্যো ধনহানি-
 কৃৎ ॥ ১২১ ॥ যদা মনসা ন গচ্ছেৎ তদা বাচা তদভিলাষঃ কিং
 বক্তব্য ইত্যর্থঃ । পরস্ত্রীব্যবায়িনামস্তিবন্ধোহপি নাস্তি, ক্রমিকীটা-
 দিয়োনিস্থ পল্লিবর্ত্তন্তে ইত্যর্থঃ ॥ ১২২ ॥ পরদারেষু গতিঃ গমনং বস্তু
 স পুংসাং মধ্যে সীদতি । উভয়ত্র ইহ পরত্র চ । তদেবাহ, মৃত
 ইতি ভীতিদেতি পাঠঃ স্মরণঃ ॥ ১১৩ ॥

ইতি ত্রিবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং ত্রিধরশ্বামিকৃতায়াম্

তৃতীয়েংশে একাদশোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

দ্বাদশোধ্যায়ঃ ।



ব্রাহ্মণং মুকুৰ্ত্তমারভ্য নিশীথাস্তং নিক্রপিতাঃ । সদাচার্য্য দ্বাদশে
 তু তএবানিয়মেরিতাঃ । প্রায়শ্চ তু গৃহস্থানাং ত্রিবর্ণপরচেত-
 সাম্ । দৃষ্টাদৃষ্টপ্রধানানাং সঙ্কৰ্ম্মাণামিহোক্তয়ঃ ॥ ১ ॥ অনুপহতে
 অভগ্নে প্রশস্তা বিষ্কৃতাস্তা দুৰ্দাদয়ঃ ॥ ২ ॥ প্রস্নিক্কাঃ অরুক্ষাঃ
 প্রসিক্কা ইতি পাঠে অলক্ষ্যতাঃ কেশা যন্ত ॥ ৩ ॥ অন্যাশ্রয়ং
 বৈবরঞ্চ নাভিলবেৎ । নদ্যাাদীনাং কূলচ্ছায়াম্ ॥ ৫ ॥ বিদ্বিষ্টাদিভিঃ
 সহ মৈত্রীং ন কুর্কীত । বহুভিবৈবরং যন্ত । অতিকীটকৈরত্যস্তং
 কীটবৎ পীড়কৈঃ । কীককৈরিতি পাঠে কুদেবশৈবরিত্যর্থঃ । বন্ধকী
 বেশ্যা । ক্ষুদ্রঃ অণ্পলাতোৎসিক্তঃ । অমৃতকথো মিথ্যা-
 বাদী ॥ ৬ ॥ শঠঃ কুটিলঃ ॥ ৭ ॥ জলৌঘন্ত বেগমগ্নে । অন্যস্মিন্
 অনবতীর্ণে নাবগাহেৎ ন প্রবিশেৎ । প্রদীপ্তং অগ্নিনাক্রান্তম্ ॥ ৮ ॥
 ন কুক্ষীয়াম্নোৎকিরেৎ । অসংব্রতযুগো জন্তাদি ন কুর্যাৎ ॥ ৯ ॥
 ন হৃদনায়ান্ন নর্দয়েৎ অমেধ্যোহশুচিঃ সন্ জ্যোতীংষি সূর্য্যা-
 দীনি শস্তানি ব্রাহ্মণাদীনি নাভিবীক্ষেত । জ্যোতীংষ্যমেধ্যা-
 শস্তানীতি পাঠে জ্যোতীংষি চক্ষুঃপ্রতিকূলানি অমেধ্যানি পুরী-
 ষাদীনি অশস্তানি অমঙ্গলানি ॥ ১১ ॥ শবং চকারাৎ তদাক্ষণ্যং ন
 হংকুর্যাৎ ন জুহুংসেৎ । তত্র হেতুঃ । শবগন্ধো হীতি বিশ্বস্তাশ্মী-
 যোমাত্মকত্বেনাগ্ন্যাংশে উষ্ণাণি প্রাণেন সহ গতেহবশিকন্ত দেহস্য
 শবস্য গন্ধঃ সোমজ ইতি “অগ্নিক্রম্যা রসঃ সোমঃ শরীরং তন্ময়ং
 যতঃ” ইতি বচনাৎ ॥ ১২ ॥ পূজ্যা গুরুপ্রভৃতয়ঃ ॥ ১৪ ॥ জ্ঞানান্
 কুটিলান্ ন রোচয়েৎ নেচ্ছেৎ ব্যালান্ দুষ্টমৃগান্ সর্পান্ বা
 নোপসর্পেত তৎসংযুগং ন গচ্ছেৎ ॥ ১৬ ॥ অতীব জাগরাদীন্ ন
 চ সপ্নেত নাভ্যসেৎ । স্থানং গতিনিবৃত্তিম্ আসনমুপবেশনং শয্যাম্

ইতি শয়নব্যায়াময়োৰূপলক্ষণম্ ব্যায়ামং শ্রমম্ ॥ ১৭ ॥ অবশ্যায়ং
হিমম্ ॥ ১৮ ॥ উপশ্লেশং আচামেৎ । যুক্তকচ্ছঃ যুক্তপশ্চাদঙ্কলঃ ॥ ১৯ ॥
দ্বিজবাচনিকে পুণ্যাহবাচনে ॥ ২০ ॥ ইষ্যতে যথা কথঞ্চিদনুমনাতে
ন বিধীয়তে ॥ ২২ ॥ তদেবাহ নেতি ন কলিং কলহম্ ॥ ২৩ ॥
পুজ্যানামভিযুখং পাদং ন নয়েৎ ন প্রসারয়েৎ ॥ ২৫ ॥ অপ-
সব্যমপ্রদক্ষিণম্ । বিপরীতান্ অমঙ্গলান্ প্রদক্ষিণং ন কুৰ্য্যাৎ ॥ ২৬ ॥
সিংহানকং কঠিনঃ শ্লেষ্মা ক্ষুতমিতি কেচিৎ । মহাজনে মহাজন-
সমীপে ॥ ২৯ ॥ ঐষুরসহিষ্ণুঃ তাস্ত যোষিতো নাধিকুৰ্য্যাৎ
কুত্ৰাপ্যধিকারিণীন্ কুৰ্য্যাৎ । তাস্মিতি পাঠেহন্তঃপুরাধিকারং ন
কুৰ্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ সাধুনেব বহুশ্রতান্ উপাসীত নেতরান্ ।
কালে সময়োচিতম্ ॥ ৩২ ॥ বিদ্যাদিব্রহ্মজ্ঞানাং বিনয়ন্তৎকৰ্ত্তৃক-
শিক্ষা তদস্থিত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥ যুগমাত্রং হস্তচতুষ্টয়ম্ ॥ ৩৯ ॥
দোষহেতুন্ উক্তান্ অনুজ্ঞাংশ্চ ॥ ৪০ ॥ পাপেহপরাধিনি অপাপঃ
অত্রোক্তা পরুষভাষিণি প্রিয়ভাষী ॥ ৪১ ॥ যে কামাদীনাং ন
গোচরে নান্দ্রদং ভবন্তীত্যর্থঃ । অনুভাবৈঃ সত্যাদিস্বভাবৈবৃতা
“সত্যোনোন্তস্তিতা ভূমিঃ” ইতি ঋতেঃ ॥ ৪২ ॥ উপদেশসারমাহ
প্রাণিনামিতি ॥ ৪৫ ॥

ইতি ত্রিবিষ্ণুপুরাণটীকায়াম্ ত্রিধরশ্বামিকৃতায়াম্

তৃতীয়েংশে দ্বাদশোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

ত্রয়োদশেহথ শ্রাজ্জানি সনিমিত্তান্যবৰ্ণয়ন্ । প্রেতক্রিয়ান্তথা
তাস্মৈ যথার্থমধিকারিণঃ । পিতুঃ পুত্রজন্মকালে সন্নিহিতস্য ॥ ১ ॥
সব্যক্রমাৎ প্রদক্ষিণক্রমেণ । নানামানসঃ অন্যান্মিন্ উৎপন্নপুত্রাদৌ
মানসং যস্য মনঃ । শ্রাজ্জসময়ে তাদ্ভ্রশো ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥ কায়েন

প্রজাপতিতীর্থেন ॥ ৩ ॥ সর্গরুকীর্দশয়তি কন্যাপুত্রৌতি ॥ ৫ ॥ পুত্র-
 স্যাদিমুখদর্শনে প্রথমতো দর্শনে । তচ্চ জন্মকালে সন্নিহিতস্যৈব
 পিতৃস্তথৈবোক্তত্বাৎ ॥ ৬ ॥ স্নানৈঃ স্নানসাধনৈঃ সচেলাঃ পূর্ব-
 ধৃতবস্ত্রসহিতা এব স্নাতাঃ ॥ ৮ ॥ অমুকায়েতি নামগোত্রোপ-
 লক্ষণম্ ॥ ৯ ॥ গোভিঃ সমং গবাং প্রবেশসময়ে । এতচ্চ দিবা-
 দাহবিষয়ম্ । কটধর্ম্মান্ প্রেতকৃত্যানি অন্তরস্তৃণশয্যা ॥ ১০ ॥ অনু-
 দিনং যাবদশৌচং ভক্তম্ ওদনম্ অতঃ পিষ্টাদিবর্জ্জনমায়াতি ।
 অমাংসমিত্যুৎকর্মাংসব্যতিরিক্তানুক্তা ॥ ১১ ॥ বিপ্রভোজনম্ । এতচ্চ
 সপিণ্ডসমানোদকবিষয়ং সপিণ্ডাদিতেদশ্চ কুর্মোক্তঃ “সপিণ্ডতা তু
 পুরুষে সপ্তমে বিনিবর্ত্ততে । সমানোদকভাবস্তু জন্মান্মোরবেদনে”
 ইতি ॥ ১২ ॥ সর্গক্রিয়াণামুপাসনং পঞ্চযজ্ঞাদীনাম্ ॥ ১৫ ॥ বালে-
 হজাতদন্তে দেশান্তরন্ত ইতি সংবৎসরাদুর্জ্জ্বলং সদ্যঃশৌচং সংবৎ-
 সরাভ্যন্তরে তু অশৌচান্তে ঋতে ত্রিরাত্রম্ । দেশান্তরন্ত “মহা-
 নদ্যন্তরং যত্র গিরির্বা ব্যবধায়কঃ । বাচো যত্র বিভিদ্ভ্যন্তে তদে-
 শান্তরমিষ্যতে” ইতি । এতচ্চ মাতাপিতৃব্যতিরিক্তবিষয়ম্ । তদুক্তম্
 “পিতরৌ চেম্মতো স্যাতাং দূরতস্তদ্দিনমারভ্য দশাহং সূতকী
 ভবেৎ” ইতি । মুনৌ যতো । ইচ্ছাত ইতি বিশেষণাদনিচ্ছয়া মৃতে
 যথোক্তমশৌচাদি কার্যম্ । “যদি কশ্চিৎ প্রমাদেন ত্রিয়েতাপ্যদ-
 কাদিনা । তস্যশৌচং বিধাতব্যং কর্ত্তব্যং চোদকক্রিয়া ॥” ইতি
 স্মৃতেঃ ॥ ১৭ ॥ মৃতোবধুঃ সপিণ্ডো যস্য তৎকুলস্যামং দশাহং
 ন ভোক্তব্যম্ । তৎকুলস্য তদম্নভোক্তুশ্চ যাবদশৌচং দানাদি
 নিবর্ত্ততে ॥ ১৮ ॥ এতৎ পূর্বোক্তদশাহঃ ॥ ১৯ ॥ আদ্যমেকোদ্দিক্ট-
 শ্রাদ্ধমাহ অযুজ ইতি । একং ত্রীণীত্যেবং বিষমসংখ্যান্ । আদ্যে
 অশৌচানন্তরং প্রথমেহহনি । অন্ত ইতি পাঠে অশৌচান্ত ইত্যর্থঃ ।
 “আদ্যমেকাদশেহহনি” ইতি স্মৃতেঃ ॥ ২০ ॥ দ্বিজভোজনাদনন্তরং
 বর্ণবিপ্রাদিভির্বার্যাদ্যাঃ ক্রমাৎ প্রষ্টব্যাঃ ততস্তে শুধ্যন্ত ই-
 ত্যর্থঃ । ব্রাহ্মণাদিত্তিষ্ঠতুর্ভির্বর্ণৈশ্চত্বারি ক্রমাৎ প্রষ্টব্যানীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

শুদ্ধানন্তরমেব নিজধর্মার্জুনৈর্জীবৎ জীবিকার্থং নিজধর্মেনোপা-
 র্জনং কুর্যাদিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥ অতঃ প্রথমমাসাৎ পরং প্রতিমাসং
 মৃততিথৌ যাবদক্ষম্ আহ্বানমাবাহনম্ আদিশঙ্কেনাগ্নৌ কর-
 গাদিক্রিয়া দৈবনিয়োগো বৈশ্বদেববিপ্রামন্ত্রগণা তদ্রহিতম্ ॥ ২৩ ॥
 ভুক্তবৎস্থ বহুশু অযুজো ভোজয়েদিভ্যুক্তত্বাৎ প্রেতাত্মৈক এব
 পিণ্ডো দেয়ঃ ॥ ২৪ ॥ প্রথমচাভিরতিরিত্তি অভিরম্যাতামিতি বজ-
 মানোক্তৈর্দ্বিজৈরভিরতাঃ স্ম ইতি বক্তব্যমিত্যর্থঃ । অক্ষয়ামমুকস্যো-
 তি একোদ্ধিষ্টবিশেষবিষয়মেতৎ । উপতিষ্ঠতামিত্যক্ষয়স্থানে বিপ্র-
 বিসর্জনেহভিরম্যাতামিতি বদেৎ । ভূয়ন্তে অভিরতাঃ স্ম ইতি
 স্মৃতেঃ ॥ ২৫ ॥ তস্মিন্ কালে পূর্বে সংবৎসরে তৎসপিণ্ডীকরণম্ ॥ ২৬ ॥
 পাত্রচতুষ্টয়স্য বিনিয়োগমাহ পাত্রং প্রেতমোতি ॥ ২৭ ॥ আন্ধধর্মৈঃ
 স্বধাকারাদিভিঃ পূর্বান্ সপিণ্ডীকৃতঃ পূর্বো যেবাং তাংস্ত্রীন্
 পূজয়েৎ । চতুর্থস্ত নিবর্ততে তস্মাৎ তৃতীয়াং পুরুষাণাং নাম
 ব্রহ্মস্তুতি ক্রতেঃ ॥ ২৮ ॥ মুখ্যানুকম্পভাবেন ক্রিয়াকর্ত্বনু আহ,
 পুত্র ইতি সাক্ষিস্তিভিঃ ॥ ৩০ ॥ পূর্বোক্তানামেব স্ত্রীভিঃ মুখ্যানুকম্পা-
 ভাবেন ক্রিয়া কার্য্য ইত্যর্থঃ । সংঘাতঃ সার্থঃ পাত্রিকসমুদায়ঃ ।
 তত্র মৃতস্য তদন্তর্গতৈঃ প্রেতক্রিয়া কার্য্যেত্যর্থঃ । সমানপ্রবরস-
 মানশাস্ত্রাদিরূপঃ সংঘাত ইতি কেচিৎ ॥ ৩২ ॥ উৎসন্নবন্ধবো ঋক্-
 থানি চ যেবাং তেষাম্ । উৎসন্নবন্ধুরিকথা দিতি পাঠে উৎসন্নবন্ধোঃ
 প্রেতস্য রিকথাদিত্যর্থঃ । কৰ্ত্তব্যবস্থাং বক্তুং ক্রিয়াত্রৈবিধ্য-
 মাহ পূর্বো ইতি ত্রিভিঃ ॥ ৩৩ ॥ আদাহাদ্ধাহপূর্বাবধিকাশ্চ তা বা-
 র্য্যায়ুধাদিস্পর্শাদিরন্তো যাসাং তান্চ তথা । যদ্যু আসমন্তাদ্ভ্য-
 স্তেহস্মিন্ তাদাহং স্মরণং তেন প্রেতদাহো লক্ষ্যতে । আদা-
 হঞ্চ বার্য্যায়ুধাদিস্পর্শাচ্চ আদ্যন্তো যাসাং তাঃ । দাহাদ্যাশৌচান্ত-
 ভবাঃ পূর্বোঃ ক্রিয়া ইত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥ তত্র পূর্বোঃ ক্রিয়াঃ পিত্রা-
 দিভিরপি যথার্থং কৰ্ত্তব্যং ॥ ৩৫ ॥ পুত্রাদ্যেবোক্তরাঃ মধ্যমা-
 স্তভ্যৈর্যথাসম্ভবং কৰ্ত্তব্যং ইতি গম্যতে ॥ ৩৬ ॥ মৃতাহনি চেতি

চকারাদষ্টকাদিষু পার্শ্বগবিধিনা চেত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥ তন্মাদুস্তর-
ক্রিয়াবাহুল্যাদুস্তরক্রিয়া যাঃ তাঃ তৎকালবিধীন্ শৃণ্বিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীধরস্বামিকৃতয়াং
ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রাদ্ধং তৎকলকালান্শ্চ নিত্যকাম্যাদিতেদতঃ । চতুর্দশে তু
কল্পান্শ্চ তৎকলান্যম্বৰ্ণয়ৎ । তত্র তাবদুস্তরক্রিয়াণাং কালান্
বৰ্ণয়িষ্যন্ শ্রাদ্ধপ্রশংসামাহ ব্রহ্মেতি ॥ ১ ॥ প্রতিমাশ্চ কৃষ্ণপক্ষে
পঞ্চদশ্যাং দর্শশ্রাদ্ধং কুর্ক্বীতেত্যর্থঃ । অষ্টকা আশ্রহায়ণ্যাদুকুং
তিশ্রঃ কৃষ্ণাষ্টম্যস্তামু ॥ ৩ ॥ শ্রাদ্ধাহং দ্রব্যং বিশিষ্টঞ্চ দ্বিজমাগতং
বিজ্ঞায়েতাম্বয়ঃ ॥ ৪ ॥ সমন্তেষু রাশিষু অর্কে গচ্ছতি সতি ইতি
সর্বসংক্রান্তীনাং শ্রাদ্ধকালত্বেস্যোক্তত্বাৎ অয়নে বিষুধে চেতি পূর্ণ-
শুক্লিঃ ফলাতিরেকার্থা ॥ ৫ ॥ ইচ্ছাশ্রাদ্ধানি কাম্যানি নবশস্য-
গম্, ইতি । এতচ্চ ব্রীহিব্যব্যতিরিক্তবিষয়ম্ । তয়োর্নিত্যশ্রাদ্ধ-
নিগিস্তত্বাৎ ॥ ৬ ॥ মৈত্রমনুরাধা ॥ ৭ ॥ রৌদ্রমাদ্র্য ॥ ৮ ॥ বাসবং
জ্যেষ্ঠা, অজৈকপাৎ পূর্বতাদ্র্যপদা, বারুণং শতভিষা, এতেষু
নক্ষত্রেষমাবাস্যা পিতৃণাং দেবানাঞ্চ তৃপ্তিং কর্তুমিচ্ছতাং পুংসাং
দুলভা । ইচ্ছতেতি পাঠে ন এবার্থঃ ॥ ৯ ॥ নম্রমাবস্যাশ্রাদ্ধত্বা-
মিত্যেতৎ তৎকথমেতেষু ফলশ্রুতিরিত্যত আহ, নবস্বিতি । গো-
দোহেনাপঃ প্রণয়েৎ পশুকামস্যেতিবৎ নক্ষত্রগুণযোগাদ্গুণফল-
বিধিরিত্যর্থঃ । নিত্যং পৃথগেতানি শ্রাদ্ধানীতি বা ॥ ১০ ॥ ঐলায়
পুরুষবসে ॥ ১১ ॥ পঞ্চদশী মাঘ ইত্যত্র কৃষ্ণপক্ষ ইতানুযজঃ ॥ ১২ ॥
এতা যুগাদ্যাঃ ॥ ১৩ ॥ পূর্কোষ্টৈক্রেব বারুণাদিনক্ষত্রৈর্যুক্তা মাঘা-
মাবস্যা অতিশ্রেষ্ঠেত্যাহ, মাঘাসিতে ইতি ত্রিভিঃ । পূর্বকু এতৎ

নক্ষত্রৈর্যুতা সামান্য্য অসাবাস্যোতি বিশেষঃ ॥১৬॥ পিতৃণামৰ্চনং
 কৃৎস্না আসন্নো দূরিতং নিহন্তি নাশয়তি ॥১৭॥ বর্ষামঘাতৃপ্তিমিতি
 অপরপক্ষমঘাতয়োদশীশ্রোত্রে তৃপ্তিং প্রাপ্যোত্যর্থঃ ॥২০॥ চিত্তং
 বিশুদ্ধং শস্তং ত্রব্যং চিত্তঞ্চ বিশুদ্ধং বিস্তৃশাঠ্যহীনম্ ॥২১॥ এত-
 দেব পিতৃগীতৈঃ স্পষ্টয়তি, পিতৃগীতা ইতি যাবদধ্যায়সমাপ্তি ।
 অন্নচিত্তবিস্তাদিপক্ষকপ্রাশস্তে পিতৃগীতাম্ শ্লোকান্ শৃণু ॥২২॥
 আমপকং ধান্যমানমিতি বা পাঠঃ । তন্তু পুরুষাহারমাত্রম্ ॥২৬॥
 গবাক্ষিকম্ একস্য। গোরেকাহতৃপ্তিজনকং তৃণাদি ॥২৯॥ কক্ষামূল-
 প্রদর্শকঃ নির্ধনত্বখাপনার্থমুক্তবাহঃ ॥৩০॥ বিস্তং স্বর্ণরজতাদি
 ইতরং ধনঞ্চ নাশ্তি । তৎপ্রত্যয়ার্থং নয়। ভুক্তৌ মারুতস্য বস্ত্রনি
 আকাশে ক্ষিপ্তৌ ॥৩১॥ ভাবাভাবপ্রয়োজনং বিস্তস্য ভাবেহভাবে
 চ প্রয়োজনং পিতৃহুপ্তিহেতু প্রয়োগম্ ॥৩২॥

ইতি ত্রিবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং ত্রিধরস্বামিকৃতয়াং
 তৃতীয়েংশে চতুর্দশোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

ইতি রুত্যান্ বিধীনত্র শ্রাক্ষীয়ান্ ব্রাহ্মণানপি । ভোক্তৃঃ কৰ্ত্তৃশ্চ
 বর্জ্যানি গ্রাহ পঞ্চদশে মুনিঃ । অথ পার্শ্বশ্রোত্রপ্রয়োগান্ বক্ষ্যন্
 প্রথমং শ্রাক্ষীয়ান্ ব্রাহ্মণানাহ, ব্রাহ্মণানিতি ত্রিভিঃ । যদৃশ্ণান্
 যৈশ্চৈগর্ঘ্যজান্ ॥ দ্বিতীয়কটিকস্ত্রয়োহনুবাকান্ত্রিণাচিকেতাঃ ।
 তদধ্যায়ী তদনুষ্ঠাতা চ ত্রিণাচিকেতঃ । মধুবাতা ইতি ত্র্যুচাধ্যায়ী
 তদ্বৃতশ্চ ত্রিমধুঃ । ব্রাহ্মণেনমান্ ইত্যাদ্যনুবাকত্রয়াধ্যায়ী তদ্বৃতশ্চ
 ত্রিমূবর্গঃ । ষট্ অঙ্গানি যস্য তৎ বেদমধীতে বেষ্তি বা বড়ঙ্গ-
 বিৎ ॥১॥ বেদবিৎ বেদার্থবিচারকঃ । শ্রোত্রিয়স্তদর্থানুষ্ঠাতা ।
 যোগী যোগাত্মানী । মুর্দ্ধানং দিব ইত্যাদ্যগ্নিশেষগীতং জ্যোত্-

সাম, তদাতা জ্যেষ্ঠসামগঃ । আহবনীয়াদিত্রয়ঃ সজ্যাবসথো
বর্জ্যে এতে পঞ্চাশ্রয়ঃ তেষাভিরতস্তদুপাসকঃ ॥ যদ্বা বেদান্তোক্ত-
দ্যু-পর্জনা-পৃথিবী-পুরুষ-যোষিক্রপ-পঞ্চাশ্রিদ্ভ্যোপাসকঃ ॥ ২ ॥
এতেষু মুখ্যানুকম্পেভেদমাহ, এতানিতি । এতান্ প্রথমল্লোকোক্তান্
জ্যেষ্ঠসামগান্ ॥ প্রথমং মুখ্যকম্পে নিমন্তয়েৎ । অনন্তরান্ ঋগা-
দীন্ অনুকম্পেয় ॥ ৪ ॥ •এতেষামসম্ভবে নিষিক্তগ্রহণার্থং নিষিক্তা-
নাং, মিত্রক্রগতি সাক্ষিক্রিভিঃ । কুনখী নিসর্গতঃ কুৎসিতনখঃ ।
শ্যাবদন্তঃ স্বভাবতঃ কৃষ্ণদন্তঃ । অগ্নিবেদোজ্বাঃ অধিকারী শক্তশ-
সন্ । অগ্নিহোত্রবেদোভ্যাসত্যাগী । সোমং সোমলতাং বিক্রীণীতে
স তথা ॥ ৫ ॥ অভিশস্তঃ সত্যেনাসত্যেন বা মহাপাতকিত্বেনাভি-
যুক্তঃ । স্তেনশ্চোরঃ । পিশুনঃ নিভৃতে পরদোষবক্তা । গ্রামযাজকঃ
সাধারণানাং যাজয়িতা, গ্রামার্থপুঙ্কো বা । ভূতকাধ্যাপকঃ বেতনে-
নাধ্যাপকঃ তেনাধ্যাপিতশ্চ ॥ ৬ ॥ পরপূর্বা পরস্মৈ বা দস্তা তস্যা
অপরঃ পতিঃ । মাতাপিত্রোরপাতিত্যাদাবপি উজ্জ্বকঃ উপেক্ষকঃ ।
ব্রহ্মলীসূতিপোষ্টা শূদ্রাপত্যপোষকঃ । দেবলকঃ “দেবার্চনপরো,
বিপ্রো বিভার্থী বৎসরত্রয়ম্ । অসৌ দেবলকো নাম হব্যকব্যাযু
গর্হিতঃ ॥” ইত্যুক্তঃ । কেতনং নিমন্তণম্ ॥ ৭ ॥ ইদানীং প্রয়োগমাহ
প্রথমেহি পূর্বেদ্যুঃ । পৈত্রদৈবিকান্ এতে পৈত্র্যা এতে দৈবিকা
ইতি কম্পয়েৎ । যদ্বা পিতৃদেবসম্বন্ধিনঃ । অক্রোধনৈঃ শৌচপরৈ-
রিতি নিয়োগাৎ ॥ ৮ ॥ কণয়িত্বা চ তথা কুর্যাদিত্যাহ তত ইতি ॥ ৯ ॥
মহাস্তং দোষমাহ, আক্ৰ ইতি । নিযুক্তঃ পূর্বাদিনে ভুক্ত্বা চ পর-
দিনে ব্যাবায়ী এবং কর্ত্তাপি ॥ ১০ ॥ অনিমন্তিতানপি যতীন্ দ্বিজান্
ভোজয়েৎ । যতিত্বেনৈব পূর্বোক্তদোষাভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥
তাংশ্চ সর্দান্ পাদশৌচাদিনা পূজয়েৎ ॥ ১২ ॥ পিতৃ নাম যুজো
যুগান্ দেবানাং যুগানিচ্ছয়া বা যথাসক্তি ভোজয়েৎ । উভ-
য়েষাম্ একমেকং বা ॥ ১৩ ॥ তন্ত্রং বেতি পিতৃমাতামহশ্রাদ্ধয়ো-
রেকমেব বৈশ্বদেববিধানমিত্যর্থঃ ॥ তন্ত্রস্তত্ত্বদেবানুষ্ঠানসাম্যে সতি

মজ্জাতীয়ানেককার্য্যকরম্ অমাবাস্যায়াং তীর্থপ্রাপ্তাবেকশ্রাদ্ধ-
 মিত ॥১৪॥ উভয়ার্থকান্ পিতৃগাতামহীয়বৈশ্বদেবার্থকান্ পিতৃমাতা-
 মহবর্গশ্রাদ্ধীয়ানুদণ্ডমুখানিতি বাস্বয়ঃ । ভোজয়েৎ ভোজনার্থয়ুপ-
 বেশয়েৎ ইত্যর্থঃ ॥১৫॥ তয়োঃ পিতৃমাতামহবর্গয়োঃ ॥ ১৬ ॥ দ্বিধা-
 কৃতান্ দ্বিগুণীকৃতান্ । বিশংস্তুস্তেতি মন্ত্রপূর্বম্ অতএব বিশ্বদেবা-
 বাহনেহপি মন্ত্র আয়াতি ॥ ১৯ ॥ তদা প্রাপ্তাতিথিভোজনে
 হেতুমাং দ্বাভ্যাং যোগিন ইতি ॥ ২২ ॥ ব্যঞ্জনং শাকাদি । ক্ষারং
 লবণাদি তদ্বর্জম্ ॥ ২৪ ॥ বৈবস্বতায় যমায়েতি পৃথগাহুতিঃ
 শাখিভেদব্যবস্থিতা ॥ ২৫ ॥ অক্রুধ্যতা চাত্তরতা চ ভক্তিতো
 দেয়ম্ । অক্রুধ্যতেতি পাঠে তত্র কার্য্যেত্যধ্যাহৃত্য পূর্বেণা-
 স্বয়ঃ ॥ ২৮ ॥ মম পিত্রাদয়স্তৃপ্তিং প্রয়াস্তৃত্যস্বয়ঃ । সর্বেণ ব্যঞ্জন-
 নাদিসহিতেন অন্নেন পিণ্ডান্ দদ্যাৎ ॥ ৩৬ ॥ চোক্ষেয়ু সমীচীনেয়ু
 লেপভুজঃ পিতৃণাং চতুর্থাদ্যাঃ ॥ ৩৮ ॥ পিত্রেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যঃ স্তুত্ব-
 স্বধেত্যাশিষা যুক্তাম্ । এতদাশীঃপ্রার্থনানন্তরং দক্ষিণাং দদ্যাদি-
 ত্যাতো দক্ষিণীর্পি পিতৃপূর্বেবায়্যতি ॥ ৪২ ॥ কিঞ্চ পশ্চাদ্বিসর্জয়ে-
 দিত্যানেন বিসর্জনমপি পিতৃপূর্বকমিত্যতোহন্যৎ সর্বং দেবপূর্ব-
 মেবেত্যর্থাদুক্তম্ ॥ ৪৪ ॥ ইমমেবার্থং বৈশ্বদৈবতস্তপক্ষেহুপ্যাহ,
 আপাদেতি । পাদপ্রক্ষালনাং প্রভৃতি দেবার্থানাং ব্রাহ্মণানাং
 সর্বং প্রথমং কুর্যাৎ । ততঃ পিতৃবর্গীণাং ততো মাতামহবর্গীগাম্
 ইতি । বিসর্জনস্ত্রুতি দক্ষিণায় উপলক্ষণং পূর্বমেবোক্তত্বাৎ ॥ ৪৬ ॥
 পূজ্যৈশ্মানৈযুতৈ্যবস্তুভিশ্চ সহ ভূঞ্জীত ॥ ৪৮ ॥ দৌহিত্রো দুহিতুঃ
 সুতঃ । কুতপোহষ্টমো যুকুর্ভঃ । দৌহিত্রমিতি পাঠে দৌহিত্রং
 সূতবিশেষঃ । “অমাবাস্যাগতে সোমে যা চ খাদতি গৌস্তৃণম্ ।
 দৌহিত্রী সা মতা তস্যা সূতং দৌহিত্রমুচ্যতে ॥” ইতি । দৌহিত্রং
 খজাপাত্রমিতি কেচিৎ । কেচিস্তু কুতপমপি ছাগলোমজং কন্দল-
 মাহঃ । রজতস্য কথাসন্দর্শনাদিকমপি । পবিত্রং রাজতং রজ-
 তাক্ষং বা পিতৃণাং পাত্রমুচ্যতে । “রজতস্য তথাদানং দর্শনং নাম

চেব্যতে” ইতি মৎস্যবায়ুক্তেঃ ॥ ৫০ ॥ বিশ্বদেবাদয় আপ্যায়ন্তে
কুলঞ্চাপ্যায়ন্ত ইতি ॥ ৫২ ॥ সোমাধারঃ পিতৃগণঃ অগ্নিস্বাস্তা-
দেবধিকারিকো গণঃ সোমাধারঃ সোমোপজীবিত্বাৎ । যোগাধার-
শ্চন্দ্রমাস্তেষামেব যোগবলেন পুনশ্চন্দ্রস্যাপ্যায়নাৎ । তথাচ হরি-
বংশে । “এতেহস্মৎপিতরস্তাত ! যোগিনাং যোগবর্দ্ধনাঃ ।
আপ্যায়ন্তি যে পূৰ্ব্বং সোমং যোগবলেন বৈ ।” তথা বায়ুঃ
“শ্রাদ্ধে প্রীতাঃ পুনঃ সোমং পিতরো যোগমাশ্রিতাঃ । আপ্যায়-
য়ন্তি যোগেন ত্রৈলোক্যং তেন জীবতি ॥” তস্মাৎ শ্রাদ্ধে যোগি-
নিমজ্জণং শস্তমিতি ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীধরস্বামিকৃতয়াং তৃতীয়ে-
হংশে শ্রাদ্ধকল্পো নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

সদাচারপ্রসঙ্গানুপ্রসঙ্গেনাথ ষোড়শে দ্রব্যানি শ্রাদ্ধযোগ্যানি
তথাযোগ্যানি চাদিশৎ ॥ তত্র শ্রাদ্ধে দেয়দ্রব্যপ্রশংসা, হবিষ্যে-
ত্রীছাদিভিঃ । মৎস্যাদীনাং নবানাং মাংসৈশ্চ প্রত্যেকমেকৈক-
মাসব্রহ্ম্য পিতামহাঃ । পিতরস্তৃপ্তিং প্রয়াস্তীতি দ্বয়োব্রহ্ম্যঃ ।
ত্রীছাদিভিরেকমাসং মৎস্যমাংসৈর্দ্বৌ মাসাবিত্যেবং দশমাসান্তং
মৎস্যানিষে মাংসসংপচারঃ । এণো হরিণবিশেষঃ । রুরুঃ পৃষতঃ
তদীট্যৈর্গবয়ো গোসদৃশঃ পশুরাব্যকঃ ॥ ১ ॥ উরভ্রো মেঘঃ তদী-
ট্যৈশ্চ । গব্যন্ত পয়ঃ পায়সং বা । “সংবৎসরন্ত গব্যেন পয়সা পায়-
সেন চ” ইতি স্মৃতেঃ । মাংসমধ্যপাঠাৎ মাংসমেবেত্যন্যে তন্তু
যুগান্তরীণমিত্যবধেয়ম্ । বাপ্রীগসমাংসৈস্তু নিত্যং সৰ্বকালং ভূপ্যন্তি
বাপ্রীগসঃ স্মৃতিপ্রসিদ্ধাঃ । যথা ত্রিঃ পিবন্তি স্ত্রিয়ং ক্লীণং দ্বৈতং

ব্রহ্মমজ্জাপতিম্ । বাব্রীণসন্ত তং প্রাহর্যাজিকাঃ শ্রোক্তকৰ্ম্মণি ॥”
 ইতি জলপানে यस্য মুখবৎ কণৌ চ জলং স্পৃশতঃ স ত্রিপিবঃ ।
 যদ্বা কৃষ্ণগ্রীবো রক্তশিরাঃ শ্বেতপক্ষো বিহঙ্গমঃ । স তৈব বাব্রীণসঃ
 প্রোক্ত ইত্যোষা নৈগমী শ্রুতিরिति । ২ ॥ তজ্জন্মপিতৃভূষ্টিদং সৎ
 তস্মিন্ জন্মনি পিতৃণামৃগাদুজ্জীর্ণ ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ প্রশান্তিকা দেব-
 ধান্যানি অরণ্যব্রৌহিসদ্রশা ইতি কেচিৎ । শ্যামাকা দ্বিবিধাঃ
 শ্বেতাঃ কৃষ্ণাশ্চ বন্যৌষধিপ্রধানা বক্ষ্যমাণাঃ ॥ ৫ ॥ প্রিয়ঙ্গবঃ কং-
 গবঃ, ব্রীহয়ঃ শরৎপকানি ধান্যানি । নিস্পাভাঃ শিষ্মাঃ । কোবিদা-
 রারক্ষাষ্টৈশ্চ তত ফলানি লক্ষ্যন্তে সৰ্বপাঃ শ্বেতাঃ ॥ ৬ ॥ বর্জ্যানাহ,
 অকৃত্যগ্রয়ণমিত্যাदिना पशुर्विषयितमित्यন্তেন । नवशस्यागमे साधे-
 विहिता इष्टिराग्रयणम् । तत्र कृतं यम तत् । राजमाशान् अकृष्-
 माशान् अगून् सूक्ष्मशालीन् ॥ ७ ॥ গৃঞ্জনং হরিতমূলকং পলাগুৎ
 লগুনভেদং পিণ্ডমূলকং পিণ্ডাকারমূলকম্ । এতেনান্যমূলকাত্য-
 নুজ্ঞা আয়াতি, গাক্কারং শাকভেদঃ কাঞ্জিকং বা । করন্তাণি অবি-
 কসিতা লাজাঃ শাকভেদ ইত্যেকে । ওষরাণি ওষরভূমিজাতানি ॥ ৮ ॥
 নির্যাসা ব্রহ্মরসা আরক্তাঃ স্বভাবতঃ । প্রত্যক্ষলবণানি চক্ষুর্দৃশ্য-
 লবণানি । “যচ্চ বিহিতমপি বাচ্যং ন শস্যতে নিন্দ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥
 অনুৎসৃষ্টম্ অপ্রতিষ্ঠিতকৃপাদিভবম্ গোৰ্যত্র ন তৃপ্যতে স্বপ্নমি-
 ত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ একশফা বড়বাদ্যাঃ । আবিকং মেঘসম্বন্ধি । মার্গং
 হরিণীসম্বন্ধি ॥ ১১ ॥ ষণ্ডাদিভিত্তয়োদশভির্বীক্ষিতে শ্রোক্তে দেবাঃ
 পিতরশ্চ ন ভুঞ্জতে যশ্ণো নপুংসকম্ অপবিজ্ঞো মহাজনপরিত্য-
 ক্তঃ । পাবন্তী তৈবদিককৰ্ম্মপরিত্যাগী । রোগী মহারোগী । কৃকবাকুঃ
 কুকটঃ । শ্বা কুকুরঃ । নম্রা অগ্রিমাধ্যায়ে বক্ষ্যমাণাঃ ॥ ১২ ॥ উদক্যা
 রক্তম্বলা, সূতকং জননাশৌচম্ । অশৌচং মরণনিমিত্তম্ তদ্ব্যুত্ভবঃ ।
 স্ততহারঃ শবনির্হরণরুত্তি ॥ ১৩ ॥ পরিশ্রিতে সৰ্বতঃ পরিরূতে ॥ ১৪ ॥
 পুতি দুৰ্গন্ধি কেশকোটাদিত্তিরূপপন্নং যুক্তম্ । অবপন্নমিতি পাঠে
 দূষিতমিত্যর্থঃ । অতিষবেঃ কঞ্জিকৈঃ । পশুর্বিষতং পকং রাত্র্য-

স্তুরিতম্ । এতৎ সৰ্বমগ্নং পিতৃনুদ্দিশ্য ন দদ্যাৎ দিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥ শ্রদ্ধা-
সমাস্বিতৈঃ পিতৃনুদ্দিশ্য যদন্তং তদগ্নঞ্চ তে পিতরৌ যদাহার।
যাদৃশাহারযোগ্য। জাতান্তদাহারতামুপৈতীত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ কলাপো।
হিমবৎপাশ্বৰ্ভূর্গী গ্রামবিশেষঃ, তস্যোপবনে ইক্ষাকোরিক্কাকুং
প্রতি পিতৃভির্গীতা ॥ ১৭ ॥ অপি দুর্ঘটত্বমাহ ॥ ১৮ ॥ বর্ষাস্থ
ভাদ্রপদে মহানক্ষত্রে ত্রয়েদশীং প্রাপ্য ॥ ১৯ ॥ গৌরীমঋত্বর্ষাম্ ।
“অষ্টবর্ষ। ভবেদগৌরী নববর্ষ। তু রোহিণী । দশবর্ষ। ভবেৎ কন্যা
অত উর্দ্ধং রজস্বলা ॥” ইতি স্মৃতেঃ । তামুদ্রহেৎ স্বীকুর্যাৎ ।
উদ্রাহয়েৎ ইতি বা পাঠঃ । “গৌরাং দদন্মাকপৃষ্ঠং বৈকুণ্ঠং যাতি
রোহিণীম্ । কন্যাং দদদ্ ব্রহ্মলোকং রৌরবস্ত রজস্বলাম্ ॥” ইতি
সংবর্ত্তোক্তেঃ । নীলঃ স্মৃত্যুক্তঃ । “লোহিতো যন্ত বর্ণেন মুখে
পুচ্ছে চ পাণ্ডুরঃ । স্বেতঃ খুরবিষাণাভ্যাং স নীলো বৃষ উচ্যতে ॥”
ইতি ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকাত্মং শ্রীধরস্বামিকৃতাত্মং

তৃতীয়েহংশে ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

এবং নবভিরধ্যায়ৈস্ত্রয়ীধর্ম্মাঃ প্রপঞ্চিতাঃ । ব্যতিরেকে ত্বনর্থ-
প্তির্ঘয়েনেহ নিরূপ্যতে ॥ তত্র সপ্তদশে দেবৈঃ স্তুতো বিষ্ণুরজী-
জনৎ । মায়ামোহং যতো মগ্না দৈত্যা নগ্নাশ্চ জগিষুরে ॥ ১ ॥ বর্নানাম্
আবৃত্তিঃ পরিধানম্ ॥ ৫ ॥ কিঞ্চ যতঃ সৈব সংবরণমপি প্রাবরণম্
উত্তরীয়মিতি যাবৎ । অতস্তৎপরিত্যাগে পরিধানোত্তরীয়হীন ইব
নগ্নো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ এতদেব স্পষ্টীকর্তৃমতিহাসং প্রস্তোতি,
ইদম্বেতি ॥ ৭ ॥ দেবাশ্চামুরাশ্চ যোদ্ধারো যস্মিন্ তৎ ॥ ৯ ॥ লোকা-
নামীশস্য বিক্ষোঃ ॥ ১১ ॥ প্রসূতানি জাতানি । প্রভূতানীতি পাঠে

ব্রহ্মিং গভানি ॥ ১২ ॥ যদ্যপি তব যাথার্থ্যং তত্ত্বমুজ্জীনাং বচসাং
 গোচরে বিষয়ে নৈব বর্ততে তথাপি অরাতিক্রুতেন বিধ্বংসেন পরা-
 ভবেন বিধ্বস্তং নাশিতং বীৰ্য্যং প্রভাবেণ যেবাং তে বয়ং যস্মাৎ
 ভবার্থিনঃ কল্যাণার্থিনঃ স্বমত্যানুরূপং স্তোষ্যামঃ ॥ ১৩ ॥ তত্র প্রথমং
 বিশ্বরূপেণ সন্তুগং স্তবাস্তু, ত্রুমুরীত্যাदिना तस्मै सर्वात्मने नम इत्य-
 স্তেন । সমস্তং মনোবুদ্ধ্যাহংকারচিত্তাখ্যামস্তঃকরণম্ । তস্যাঃ প্রকৃতেঃ
 পরঃ ॥ ১৪ ॥ স্থানং দেশঃ, দেশে কালে চ তস্মিংস্তস্মিন্নাত্তেদয়ুক্তং
 বিশ্বং ততৈকমেব বপুৰিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥ তত্র তব রূপমধ্যে প্রথমং
 সর্গেণ বিশোপকারায় যৎ তব রূপং তস্মৈ নমঃ ॥ ১৬ ॥ বয়মেব তব
 যৎ স্বরূপং তস্মৈ নমঃ ॥ ১৭ ॥ অমষোধি বিবেকশূন্যম্ ॥ ১৮ ॥
 যস্মিন্ যক্ষরূপে নাড্য ইন্দ্রিয়নাড্যো হৃদয়নাড্যো বা নাতিজ্ঞান-
 বহা নাতিজ্ঞানক্ষমাঃ । নাট্যাস্তিমিতেতি পাঠে নাট্যেন স্তৃত্যাदिना ।
 তত্র হেতুস্তিমিতেভ্যসি অস্পন্দে ॥ ১৯ ॥ অসিতং তমো-
 ময়ম্ ॥ ২০ ॥ স্বর্গস্থাঃ স্বর্গার্হা যে ধর্ম্মিণঃ যজমানাস্তেষাং যঃ
 সন্ধর্ম্মো যাগাদিস্তস্য যৎ ফলং স্বর্গাদি তস্যোপকরণং প্রাপকং
 ধর্ম্মাখ্যমদৃষ্টসংজ্ঞং যক্রূপং তস্মৈ নমঃ ॥ ২১ ॥ গমনাদিস্থ গমনীয়া-
 দিস্থ অসংসর্গিণী যা সংসর্গশূন্যা গতিগত্যাди তদ্যুক্তম্ সিদ্ধা হি
 জলাগ্নাদিস্থ গচ্ছন্তস্তিষ্ঠন্তো বা ন সংগচ্ছন্তে ॥ ২২ ॥ অতিতিক্ষা
 অক্ষমা ধনং সর্ব্বস্বং যস্য । উপভোগবশমিতি পাঠে উপভোগেইপি
 তৃপ্তিরহিতম্ ॥ ২৩ ॥ অদোষং রাগাদিহীনম্ ঋষিরূপম্ । ঋষ্যা-
 কৃতিরাত্মা দেহো যস্য তস্মৈ তব রূপায় নমঃ ॥ ২৪ ॥ যৎ কালাত্মকং
 তে রূপং ভূতানি ভক্ষয়তি তস্মৈ নমঃ ॥ ২৫ ॥ রুদ্রাত্মকস্ত রূপং
 ভক্ষয়িত্বা স্তৃত্যতীতি শেষঃ ॥ ২৬ ॥ রজসো ব্রহ্ম্যা যৎ কর্ম্মণাং
 কারকাত্মকং কর্তৃস্বভাবে তস্মৈ নরাত্মনে মনুষ্যাত্মনে নমঃ ॥ ২৭ ॥
 অষ্টাবিংশদ্বধোপেতমিতি পাঠে, একাদশ ইন্দ্রিয়বধাঃ, নব তুষ্টি-
 বধাঃ অষ্টৌ সিদ্ধিবধা ইতি প্রথমেহংশে বিবৃতাঃ ॥ ২৮ ॥ জগতঃ
 সিদ্ধিবর্ত্তনং ব্রহ্মাদিতেদৈর্যন্তেদি ভিন্নম্ । ষড়্ভেদীতি পাঠে,

রূপশ্রুতলতাবীরুৎহৃগস্বকুমারান্না বড়ভেদি । মুখ্যায়নে রূপা-
 যনে ॥ ২৯ ॥ 'তব সর্বম্যাদেঃ কারণস্য যক্ষপং তিৰ্য্যগ্নুয্যদেবাদী-
 ত্যন্বয়ঃ ॥ ৩০ ॥ ইদানীং নিগুণং ব্রহ্ম প্রণমন্তি, প্রধানাদিময়াদম্মা-
 দ্বিশ্বরূপাদন্যং পরমং রূপম্ অতএব যদন্যতুল্যং ন ভবতি নিরূ-
 পমং তস্মৈ নমঃ ॥ ৩১ ॥ পূর্বোক্তমেব দর্শয়ন্তঃ প্রণমন্তি, গুরুদীতি
 ত্রিভিঃ । গুরুত্বাদীনাং ক্রিয়তাং, নিষেধযুক্তা সর্ববিশেষগনিষেধ-
 মাহ, অগোচর ইতি ॥ ৩২ ॥ পরমপদান্নবতঃ পরমং পদং ব্রহ্ম-
 বাস্মা স্বরূপং সম্যাস্তি তস্য ॥ ৩৪ ॥ তব শরণার্থিনোহস্মান্
 দৈত্যোভ্যস্ত্রাহোতি তং হরিমুচুরিত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৬ ॥ স্থিতৌ স্থিতি-
 নিগন্তুং স্থিতস্য ব্রহ্মণোহধিকারস্য যে যানন্তঃ পরিপশ্বিনস্তে সর্বে
 মম বধ্যা ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীধরস্বামিকৃত্যায়ং
 তৃতীয়েঃশে সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ।

ইহোচ্যন্তে হতা দৈত্যা মায়ামোহবিমোহিতাঃ । নগসংসর্গ-
 দোষে তৈক্য গৈব্যাশতধনুঃকথাঃ ॥ ১ ॥ স্কন্ধং মনোহরম্ ॥ ২ ॥ ঐহিকম্
 ইহলোকভোগ্যং পারত্র্যং পরলোকভোগ্যম্ ॥ ৩ ॥ এবং ধর্ম্যমগ্রে
 বক্ষ্যমাণম্ । অসংবৃতমুদঘাটিতম্ ॥ ৫ ॥ অর্হঃ যোগ্যঃ । এতস্মাদ-
 পরো ধর্ম্যঃ ন পরো ন শ্রেষ্ঠঃ ॥ ৬ ॥ এবংপ্রকারৈর্বাকৈঃ, যুক্তি-
 দর্শনং শুদ্ধতর্কবাদঃ, তেন বর্জিতৈঃ । চর্চিতৈরিতি বা পাঠঃ ।
 অপারুতা দূরীকৃতাঃ ॥ ৭ ॥ বেদমার্গাপাকরণমেব সপ্তধা দর্শয়তি,
 সাক্ষীত্বাত্মাং ধর্ম্মায়েতি ॥ ৮ ॥ অনৈকান্তবাদং ফলব্যভিচারিকারণ-
 বাদং ভেদাভেদবাদং বা দর্শয়তা ইত্যেবং স্বধর্ম্মান্ ত্যাজিতা
 ইতু্যপসংহারঃ ॥ ১০ ॥ অর্হতানাং নামনিরুক্তিমাহ অর্হতেতি ॥ ১১ ॥

সম্প্রদায়গ্রহণ্তিমাং ত্রয়ীতি ॥ ১২ ॥ আহঁ তমতযুক্তা বৌদ্ধমত-
 মাহ পুনশ্চেতি সপ্তভিঃ । রক্তেতোতদাচরপ্রদর্শনম্ ॥ ১৪ ॥ অত্র
 হি বিজ্ঞানময়ং বুদ্ধিময়মিত্যাদিনা যোগাচারানামাখ্যাতিবাদ
 উক্তঃ ॥ ১৬ ॥ অনাধারমিতি মাধ্যমিকমতশূন্যখ্যাতিপক্ষোক্তিঃ ।
 ভ্রান্তিজ্ঞানঞ্চ তদর্থশ্চ তৎপরং তন্নিষ্ঠম্ ॥ ১৭ ॥ এবং বুধ্যতেত্যত্র
 পুনরুক্তিবৌদ্ধপদনিরুক্ত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥ * অন্যপাশু প্রকারৈর্লোকা-
 যতিকমতভেদৈঃ ॥ ২১ ॥ ত্রয়ীমার্গাশ্চিত্তাং কথামপি তত্য়জুঃ ॥ ২২ ॥
 ন কেবলমেতাবৎ কিন্তু কেচিৎ বিনিন্দাং বেদানামিতি । চক্রুরিতি
 শেষঃ ॥ ২৩ ॥ নিন্দামেব কুতর্কমহিতামাত্ৰ নৈতদिति । হিংসা পর-
 পীড়া ধর্ম্মায়েতি যদ্বচনম্ সন্নীষোমীয়ং পশুশালভেত" ইত্যাদিরূপং
 তন্ন যুক্তিসহং যতঃ "ন হিংসাং সর্গা ভূতানি" ইতি ঋগ্বেদে
 তন্মেঘাতে চেয্যত ইতি তু পাঠঃ স্মরণঃ ॥ ২৪ ॥ সমাদিসমিক্রপং
 কাষ্ঠং বহ্নৌ হতধেৎ ইন্দ্রেণ ভূজাতে তৎ তর্হি বনং শ্রেষ্ঠঃ পশুঃ
 যতোহসৌ কাষ্ঠাং কোমলপত্রভুক্ত ॥ ২৫ ॥ যজ্ঞে হতস্য পশোঃ সঙ্গাতি-
 শ্চেৎ তর্হি যজমানেন সঙ্গাত্যর্থং স্বপিতা কিং ন হন্যতে ? ॥ ২৬ ॥
 অনেন্যে আদ্রে অন্নং ভুক্তম্ অন্যস্যা তৃপ্তয়ে চেজ্জায়তে তর্হি প্রনা-
 সিনোহন্নং ন নহেয়ুঃ কিন্তু স্বগ্রামস্থিতঃ পুত্রাদিস্তমুদ্दिश्य আদ্রং
 দদ্যাৎ ॥ ২৭ ॥ ততো নিযুক্তিকং কেবলং পৃথগ্জনশ্রদ্ধেয়মেতদ্-
 যজ্ঞাদিবিষয়ং বচঃ, অতো যুস্মাকমত্রোপেক্ষৈব যুক্তা ॥ ২৮ ॥ নদ্বাপ্ত-
 বাদে বেদে কথম্ উপেক্ষা? তত্রাহ, ন হীতি । নহি আপ্তবাদাঃ স্বভা-
 নতঃ কেচন বর্ত্তন্তে, কিন্তু যদেব যুক্তিমদ্বচনং তন্ময়া অনৈশ্চ ভবদ-
 বিদৈশ্চ গ্রাহম্ । যুক্তিশ্চ পূর্ব্বোক্তরীত্যা বেদবাদেহু নাশ্তীতি
 ভাবঃ ॥ ২৯ ॥ তেষাং মধ্যে ॥ ৩০ ॥ গার্হস্থ্যং পরিত্যজ্য বানপ্রস্থঃ পরি-
 ব্রাজ্ণা যো ন জায়তে স চ নগ্নঃ ॥ ৩১ ॥ নগ্নস্ত তৎসংসর্গিণশ্চ দোষ-
 মাহ, নিত্যানামিত্যাদিনা যদেভিরবলোকিতমিত্যন্তেন । বিহিতং
 নিত্যং পততি পাপবান্ ভবতি ॥ ৩২ ॥ এবং পক্ষক্রিয়াহানেহেতোঃ
 প্রায়শ্চিত্তেন মহতা শুদ্ধিং প্রাপ্নোভীত্যর্থঃ । এবং মাসাদিক্রিয়া-

হানাবধিকং প্রায়শ্চিত্তং জ্ঞেয়ম্ ॥৩৮ ॥ তস্য সংবৎসরক্রিয়ালোপ-
কৰ্ত্তৃঃ ॥ ৩৯ ॥ অত্র পুণ্যব্যাগ্ ॥ ৪১ ॥ গৃহাদিভিঃ সঙ্করং সং-
সর্গম্ ॥ ৪২ ॥ সহায়্যামেকত্রং স্থিতিম্ । সাহায্যমিতি পাঠে পরস্পরং
সন্তাষাদিসমানক্রিয়াত্বং সংবৎসরং কুর্ন্ততঃ তেন নগ্নেন তুল্যত্বং
জায়তে ॥ ৪৩ ॥ ইদানীং ভোজনাদীনি যুগপৎ ক্রিয়মাণানি সদ্যঃ-
পাতহেতব ইত্যাহ অর্থোক্তি ॥ ৪৪ ॥ ব্রাহ্মণাদ্যাঃ স্বধর্মাদন্যতোমুখং
বিমুখং যাস্তি যে তে নগ্নসংজ্ঞাং যাস্তীত্যম্বয়ঃ ॥ ৪৬ ॥ সঙ্করো
গৃহাদিষু আস্থা স্থিতিঃ ॥ ৪৭ ॥ কৃতং শ্রাদ্ধনিত্যম্বয়ঃ ॥ ৫০ ॥ তত্র
পাষণ্ডালাপদোষং দর্শয়িতুম্ ইতিহাসমাহ, ক্রয়তে চেত্যাदिना
यावत् समाप्ति ॥ ৫১ ॥ তস্য রাজ্ঞশ্চাপাচার্য্যস্য পন্থবিদ্যাগুরোরমৌ
পাষণ্ডী সগেত্যম্বয়ঃ ॥ ৫৬ ॥ তেনাপচারেণ নগ্নসংসর্গেণ পাপেন ।
তদেবাহ, উপোষিতেন রাজ্ঞা পাষণ্ডসন্তাষ আলাপঃ ॥ ৬১ ॥
সর্গশ্লিষ্মর্থং বিজ্ঞানমবাপ্নিতজ্ঞানং তেন সংপূর্ণা স্বভাবতঃ পূর্ণা
সর্গজ্ঞেত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥ তয়া কাশিরাজস্তুতয়া তৃণা, বিনিবারিতঃ
সন্ ॥ ৬৩ ॥ দাক্ষিণ্যাদ্গুরোঃ সগেতি সন্তাবাৎ ললিতং প্রীতি-
সন্তাষণং স্মর্য্যতাং যেন ভবান্ সম চাটুকরো জাত ইত্যর্থঃ । চাটুঃ
প্রীতিচেষ্টা ॥ ৬৮ ॥ মরুপ্রপতনং গিরিশৃঙ্গাৎ পাতং নিরুদক-
দেশে মহাপথগমনং বা । শার্গালীং শৃগালসম্বন্ধিনীং যোনিম্ ॥ ৭১ ॥
রুকং বনস্থানং ক্ষুদ্রব্যাঘ্রং বা ॥ ৭৬ ॥ যদা আত্মা দেহশ্চ্যক্তস্তদা
গৃহপ্রতাং গতঃ । এনং গৃহম্ অবাপ রোদয়ামাস চ ॥ ৭৮ ॥ আত্মা
রাজ-দেহঃ স্মর্য্যতাম্ । ত্যজ্যতামিতি পাঠে আত্মা গৃহপ্রদেহঃ । অয়ং
যেন দোষেণ ॥ ৭৯ ॥ উপলভ্য জ্ঞাত্বা প্রাপ্য চ ॥ ৮০ ॥ বলিং করম্ ।
বলিভুক্ উপহারপিণ্ডভুক্ ॥ ৮১ ॥ তজ্জাতিভোজনৈর্ময়ূরজাতি-
ভোজনৈর্ভক্ষ্যৈঃ ॥ ৮৩ ॥ আত্মনঃ পতিং স্বয়ংবরে বরয়ামাসেত্যুক্ত্বা
পতিব্রতয়া স্বস্যা পত্ন্যঃ জ্ঞাতস্য তত্রাপি স্বয়ম্বরবিষয়ে বরণে স্ত্রীপুরু-
ষয়োর্জ্যোষ্ঠকনিষ্ঠতাবেহপি দোষাভাবঃ সূচিতঃ ॥ ৮৮ ॥ ঐন্দ্রান্
লোকান্ অতীত্য কামদূহঃ কামদূষান্ লোকান্ প্রাপ ॥ ৯৩ ॥ তাম্

অশ্বনেপাবভৃথুন্নানজাং সিদ্ধিং পাষণ্ডিনং সর্গজপাপক্ষয়পুণ্যবুদ্ধি-
 রূপাম্ ॥ ৯৪ ॥ ইদানীং কৈয়তিকন্যায়েন পূর্বোক্তেনৈব প্রায়শ্চিত্ত-
 মাহ, ক্রিয়াহানিরিতি ॥ ৯৭ ॥ যৈঃ ত্রয়ী' ত্যক্তা তেষাং দর্শনাৎ
 সূর্যাং পশ্যাদিতি কিং পুনর্দ্যাচ্যাং পরান্নভোজিভিঃ পাষণ্ডান্নভো-
 জিভিঃ ॥ ৯৮ ॥ পাষণ্ডাদয়ঃ সর্বৈ বেদবিরুদ্ধা এব, যদাহুঃ । 'ভ্রষ্টঃ
 স্বধর্ম্মাৎ পাষণ্ডো বিকর্ম্মস্থো নিষিদ্ধকৃতঃ' । 'বস্যা ধর্ম্মধ্বজো নিত্যং
 সুরাধ্বজ ইবোচ্ছিতঃ । প্রচ্ছন্নানি চ পাপানি বৈড়ালং নাম তদ্
 ব্রতম্ । প্রিয়ং বজ্র পুরোহন্যত্র বিপ্রিয়ং কুরুতে ভৃশম্ । ত্যক্তো-
 পরোধচেষ্ঠ্যশ্চ শঠোহয়ং কপিতো বুধৈঃ । সন্দেহকৃদ্ধেতুভিষ্ঠ
 সৎকর্ম্মসু সহৈতুকঃ । অর্ধাগভ্রুষ্টির্নৈকৃতিকঃ স্বার্থসাধনতৎপরঃ ।
 শঠো মিথ্যাভিনীতশ্চ বক্রান্তিরুদ্ধদাহতঃ ॥' ইতি । বাঙমাত্রোণপি
 নার্হয়েৎ । তৈঃ সম্ভাষণমপি ন কুর্বাৎ ॥ ৯৯ ॥ যদা চৈবং তদা
 পূর্বোক্তৈঃ পাপিভিঃ সহ সংপর্কঃ সহভোজনাদি-রূপো দূষাদ-
 পাস্তো নিষিদ্ধঃ, সহাস্যাপি নিষিদ্ধা । কিং বহুনা সর্ক্সান্না তান্ন
 পরিবর্জয়েৎ ॥ ১০০ ॥ নগ্নপাষণ্ডিনোঃ পূর্বদোষমনুবদন্ উপসংহরতি,
 এত ইতি দ্বাত্যাম ॥ ১০১ ॥ সর্বেষাং তেষাং সামান্যদোষম্ আহ
 পুংসামিতি । রুঠৈবেতি বিশেষণাদধর্ম্মশিরঃপ্রোক্তং শৈবপাশু-
 পতব্রতাদ্যঙ্গভূতজটাদারগাদ্যনুমন্যতে, অমোঘাশিনাং দেবতা-
 তিথ্যাদিপূজাং বিনা অন্নভোজ্যুগাম্ অখিলশৌচৈর্বাহ্যভ্যন্তর-
 শৌচৈর্নিরাকৃতানাং বর্জিতানাং ভোয়প্রদানাদিভ্যো মায়ামোহেন
 বহিষ্কৃতানামিতি । তপসোহপি স্তুতিঃ শ্রেষ্ঠেত্যাধিকূর্বন্ সুরে-
 তরান্ । তপস্তুতিরতান্ দেবৈঃ স্তুতো বিষ্ণুরমুমুহং ॥ ১০৩ ॥

ইতি ত্রিবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং ত্রিধরস্বামিকৃতয়াং
 তৃতীয়েংশে অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

সমাপ্তশ্চায়ং তৃতীয়োহংশঃ ।

বিষ্ণুপুরাণটীকা ।

চতুর্থোৎশঃ ।

প্রথমোধ্যায়ঃ ।

ত্রিগণেশায় নমঃ । ধর্মোপধর্ময়োঃ পূর্বমুক্তয়োঃ নু বর্ণ্যতে । মনু-
বংশশ্চতুর্থীংশে প্রবর্ত্তকনিবর্ত্তকঃ ॥ নেদিষ্টবংশঃ প্রথমেই কথয়দ্
যত্র রৈবতঃ । রেবতীং হলিনে প্রাদাৎ স্বমুতাং দ্রুহিণাজ্জয়া ॥
উক্তানুবাদপূর্ব্বকং মনুবংশঃ পৃচ্ছতি, ভগবন্মিতি । গুরুণা ত্বয়া
আখ্যাতম্ ॥ ১ ॥ বীর উৎসাহবান্, শূরঃ পরাতিভাবী, ব্রহ্মা আদিমূল-
কারণং যস্য সঃ । মানবো বৈবস্বতস্য মনোঃ সংবন্ধী । তত্র প্রথমং
বংশস্মরণাদিকলমাহ । ব্রহ্মাদ্যমিতি ॥ ৩ ॥ ব্রহ্মাণ্ডতো ব্রহ্মা প্রাগ্-
ভূব । কিং বিশিষ্টঃ ? জগতামাদিমূলকারণং স্বয়ধানাদিঃ দ্রুহ-
কারণশূন্যঃ । ভগবদ্বিষ্ণুময়স্য ভগবদ্বিষ্ণোর্মূর্ত্তিঃ । মূর্ত্তিরূপং
পরিচ্ছিন্নং স্বরূপম্ । হিরণ্যস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য গর্ত্তরূপশ্চেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

তত্র তাবৎ “অদিতির্হ্যজনিষ্ট দক্ষস্য দূহিতা তাং দেবা অনু-
জায়ন্ত” ইত্যাদি-ঐতিহ্যসিদ্ধাং বংশানুপূর্ব্বীমাহ, ব্রহ্মণ ইতি । দক্ষস্য
অদিতিঃ, কন্যোতি শব্দঃ । নাভাগনেদিষ্টেতি, নাভাগস্য পিতা
নেদিষ্ট ইত্যর্থঃ । কচিন্নেদিষ্টস্যৈব দিষ্টঃ ইত্যপি সংজ্ঞা ॥ ৫ ॥
ইতিহ্য পুত্রোৎপত্তেঃ পূর্ব্বমেব চকার । যথাহ বায়ুঃ “অকরোৎ পুত্র-
কামস্ত মনুরিষ্টিং প্রজাপতিঃ । অনুৎপন্নেন নবম্ পুত্রেষ্বেতেষু
সুত্রত !” ইতি ॥ ৬ ॥ সূদ্যুম্নসঃ প্রথমং কন্যাস্তাং রাজ্যানহং
দর্শয়মাহ, তত্র তস্মিন্ কর্ম্মণি মনুপত্ন্যা কন্যার্থং প্রার্থিতস্য
হোতুরূপচারাং কন্যাসঙ্কল্পরূপাদপহতে বিকল্পে জাতে সতি

কন্যাভূৎ । অপকৃত্তেরিতি পাঠে অপকৃষ্টাৎ হোমাক্ষেতোরি-
 ত্যর্থঃ ॥৭॥ ঈশ্বরকোপাদিতি, মহাদেবঃ কিল ইলারূতে পার্কত্য
 সহ রমমাণঃ কেনচিন্নিমিত্তেনাশপৎ, 'যোহস্মিন্ বনে প্রবে-
 ক্ষ্যতি, স যোষিত্ত্ববিষ্যতীতি । স্ত্রুদ্ব্যমস্তং শাপমজ্ঞানন্ তত্র
 এবিষ্টো যোষিত্ত্বভূবেতি* ॥ ৮ ॥ তস্মাৎ ত্রিযাং পুরুষবসমুৎ-
 পাদয়ামাসেত্যতঃ সূর্য্যবংশএব চন্দ্রবংশসমুদ্ভবঃ সূচিতঃ ॥ ৯ ॥

তস্মিংশ্চ জাতে পৈরমর্ষিত্তির্ভগবান্ যথাবদিতঃ, ব্যবহারত ইষ্ট্যা-
 দিময়ঃ বস্তুতত্ত্বকিঞ্চিন্ময়ঃ ॥ ১০ ॥ স্ত্রীপূর্ব্বকত্বাৎ পূর্ব্বং স্ত্রীত্বা-
 দিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥ পৃথঙ্গস্যাপি রাজ্যানহৃত্বং প্রসজ্জাদাহ, পৃথঙ্গ
 ইতি । বশিষ্ঠেন গোরক্ষণে নিযুক্তো রাজ্ঞৌ ব্রজে এবিষ্টং ব্যাঘ্রং
 জিহ্বাংসুঃ প্রসাদাৎ গাং জঘানেতি গুরুণা শপ্তঃ শূদ্রত্বমবাপে-
 ত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ অত্র পাঠক্রমো, ন বিবক্ষিতঃ, সূচীকটাহন্যায়েনা-
 প্যস্য পূর্ব্বকথনাদিত্যত্, আহ, করুষাদিতি ॥ ১৪ ॥ নেদিকপুত্রো
 নাভাগো বৈশ্যতাং গতঃ । “নাভাগো দিকপুত্রোহন্যঃ কৰ্ম্মণা
 বৈশ্যতাং গতঃ” ইতি শুকোক্তেঃ ॥ ১৫ ॥ তস্য চ পুত্রোৎপত্তে-
 রুত্তরকালমেব বৈশ্যত্বাপ্ত্যা তৎপুত্রস্য ভলন্দনস্য ক্ষত্রিয়ত্বম্
 অবিরুদ্ধমেব । অতএব তদন্বয়স্য মরুতস্য চক্রবর্ত্তিত্বং
 সংগচ্ছতে । অবিক্রেমেব কচিদবিক্রিদিতিাপি নান ॥ ১৬ ॥
 অমাদ্যৎ সোমপানেনাতিতৃপ্ত্যা হৃষ্টো বভূবেত্যর্থঃ । মরুতো দেবাঃ
 পরিবেষ্টারঃ অম্মাদিপরিবেশকাঃ ॥ ১৭ ॥ অতিতানং গেয়-
 বিশেষঃ । দিবাং দিবি ভবং পৃথিব্যাং তদভীবাৎ । গাঙ্কর্যং গঙ্ক-

• মহাদেবঃ কিল ইলারূতে পার্কত্য সহ রমমাণঃ (আসীৎ) । ঈশ। ভবং
 ত্রষ্টুং আগতান্ যুগ্মীন্ আলক্য (ভবাম্য) কুপিতয়া সলজ্জমস্বীয়ত । অথ
 তেহু তয়োৱতপ্রসঙ্গং দৃষ্ট্। সহ্য। নির্ধায়েহু ভবানীমসুসম্ (ভবঃ) কোপাৎ
 শাপমদাৎ, অতঃপরং যোহস্মিন্ বনে প্রবেক্ষ্যতি, স যোষিত্ত্ব তবিষ্যতি ইতি ।
 এষং স্থিতে কদাচিৎ যুগ্মাবস্তঃ স্ত্রুদ্ব্যমস্তং শাপমজ্ঞানন্ তত্র এবিষ্টো যোষিত্ত্ব
 বভূব ইতি পাঠান্তরম্ ॥ ৮ ॥

কীর্ণাং কুর্ষ্ম গীতম্ । গাক্ষারমিতি পাঠে গাক্ষারগ্রাসবহুলম্ ॥ ২০ ॥
 ত্রয়ো মার্গঃ ষড়্জ-মধ্যম-গাক্ষারার্থাশ্চিদ্রদক্ষিণবর্ত্তিকাথ্যা বা
 তেষাং পরিবর্ত্তৈরবর্ত্তনৈরনেকেষাং যুগানাং পরিবর্ত্তির্বিধা ভবতি
 তথা অনেকযুগপরিবর্ত্তি তিষ্ঠমপি তৎ শৃণুন্ যুক্তুর্ভমিব মেনে
 ইত্যর্থঃ । পরিবর্ত্তীতি পাঠে গাক্ষারবিশেষণম্ ॥ ২১ ॥ অবনতশিরাঃ
 চিস্তয়ৈবাবনতমুখঃ । অবনতশিরসমিতি পাঠে রৈবতবিশেষণম্ ॥ ২২ ॥
 অস্য রৈবতস্য মনোরম্যাবিশ্ণতিতমং চতুর্যুগং গতপ্রায়ম্ ॥ ২৩ ॥
 একাকিনা দেয়মিত্যত্র হেতুমাংস, ভবত ইতি ॥ ২৪ ॥ কন্যায়া বরা-
 ভাবাদুৎপন্নসাধ্বসঃ ॥ ২৫ ॥ পূর্ক্সং চিস্তিতেভ্যোহন্যোভ্যোহপ্যয়-
 মেব বরঃ শ্রেষ্ঠ ইতি বদন্ বলদেবায় কন্যাং দেহীত্যাং, ন হ্যাদি-
 মধ্যান্তমিতি দশভিঃ । পূর্ক্সযচ্ছকানাং স বিষ্ণুঃ ধরিত্র্যাং স্বাংশেনা-
 বতীর্ণ ইত্যষ্টমেনাস্বয়ঃ । আদিমধ্যান্ত্যজ্ঞানহেতুঃ কারণতয়া সর্ক-
 গতস্য স্বরূপং তত্ত্বং পরং স্বভাবম্ অসাধারণং ধর্মসারং বলম্ ॥ ২৬ ॥
 যস্য বিভূতেরবতাররূপায়াঃ পরিণামস্য সম্ভাববিকারস্য কালো
 ন হেতুঃ । অত্র হেতুঃ অজ্ঞান্যেতি ॥ ২৭ ॥ যস্যাত্মাত্ম্যং প্রসাদাদহং,
 ব্রহ্মা প্রজ্ঞান্ধিকরো ভূতঃ । ক্রোধাক্রান্তকারী ক্রুদ্রঃ, মধ্যে চ
 যন্মাৎ স্থিতিহেতুঃ পুরুষো বিশ্বাখ্যো ভূতঃ ॥ ২৮ ॥

তর্হি কিং পরমপুরুষো ন স্ট্র্যাদিকর্ত্তা কিন্তু, ভবদাদয়এব
 ইত্যত আহ, মজ্জপমিতি । অনন্তবপুঃ শেষমূর্ত্তিঃ ॥ ২৯ ॥ শক্রাদী-
 ত্যাদিশক্যাং স্থিতিহেতয়ো জ্ঞেয়াঃ । পঞ্চমহাভূতরূপেণাপি পাশ-
 কঙ্কমাংস, পাক্যয়েতি, সার্দ্ধেন ॥ ৩০ ॥ তর্হি কিং স্ট্র্যাদয়স্ততো
 ভিন্না ইত্যাশক্য্য অষ্টাদীননূদ্য স্ট্র্যাদিভিঃ সহাভেদেনাহ, যঃ
 স্ট্র্যত ইতি স্বাভ্যাম্ । বিশ্বাঅনো বিশ্বস্য অন্তকারী সংহ্রিয়তে চ ।
 অস্য অষ্টাদিত্রয়স্য স্ট্র্যাদিত্রয়স্য চ যঃ পৃথক্ শুদ্ধচিহ্নপঃ ।
 পৃথগ্ যস্যোতি পাঠে যন্মাৎ পৃথগন্ত্যো নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥ অম্বিন্
 জগত্যাশ্রিতঃ এতদ্ব্যাপ্য স্থিতঃ, “তৎ স্ট্র্যাদিতদেবানুপ্রাণিশং”
 ইতি শ্রুতং ॥ ৩২ ॥ অপ্পোজসোহপ্পসানর্থ্যান্ ॥ ৩৩ ॥ অন্যরূপাং

কৃষ্ণেন সমুদ্রাৎ দ্বাদশযোজনপরিমিতাং ভূমিং বৃহীত্বা বিশ্বকৰ্ম-
দ্বারা অন্যথানিৰ্মিতত্বাৎ । সীরধ্বজায় হলিনে ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীধরস্বামিকৃতয়াং

চতুৰ্থাংশে প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ ।

ধৃষ্টাদিসমুপুজ্যাণাং বংশাংশুচ্চরিতানি চ । দ্বিতীয়ে তৎপ্রসঙ্গেন
সৌভাগ্যার্থানমুক্তবান্ ॥ নৈবতস্য ত্রাতৃশতমধ্যে কিস্তাবৎ কোহপি
রাজা নাভবদিত্যাশঙ্ক্যাই, বাবচেতি । পুণ্যজনসংজ্ঞা ইতি বিশে-
ষণং সোপালম্ভং রাক্ষসজাতিবিশেষপৰং বা ॥ ১ ॥ এতে ক্ষত্রপ্রসূতা
ইতি । এতে রথীতরস্য প্রবরা গোত্রজাঃ ক্ষত্রপ্রসূতাঃ ক্ষত্রিয়া
অপ্রজস্য রথীতরস্য ভার্গ্যায়ামঙ্গিরস্য জাতত্বাৎ । তথাপি তয়ো-
র্যোগাৎ পুনরঙ্গিরসো ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ, অতঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজা-
তয়ঃ ইত্যম্বয়ঃ ॥ ২ ॥ ইক্ষাকুনামনিরুক্তিপূৰ্ব্বকং তস্য বংশমাহ ।
ক্ষুবতঃ ক্ষুতং কুৰ্বতঃ মনোযুগতঃ । পুত্রশতমৌকাধিকপুত্র-
শতস্য প্রবরাঃ ॥ ৩ ॥ বিকুঙ্করেব শশাদসংজ্ঞাং বক্তুমাহ, স চেতি ।
উৎপাদ্য ক্রিয়াদিকং বিনা স্বয়ং বৃগান্ হত্বৈত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ এবং
শশাদোহয়মিতি গুরুণোক্তঃ শশাদসংজ্ঞামবাপেত্যম্বয়ঃ ॥ ৬ ॥

পরঞ্জয়এব ককুৎসসংজ্ঞামবাপেতি বক্তুমিতিহাসমাহ, ইদংকো-
ত্যাদিনা সংজ্ঞামবাপেত্যন্তেন । ইদংন্যন্যং তস্য নামেতি শেষঃ ॥ ৭ ॥
সকলং জগদেব পরং শ্রেষ্ঠম্ অয়নমাশ্রয়ো যস্য নারায়ণস্য সর্কাস্ত-
ৰ্যামিত্বাৎ তদর্থং তন্নিষ্পত্তয়ে ॥ ৮ ॥ অবতীৰ্য্য প্রবিশ্য কার্য্যঃ
অবশ্যং বিধেয়ঃ উদ্যোগো যুদ্ধারম্ভো যেন পরঞ্জয়েন স তথাবিধঃ

কার্যঃ সম্পাদ্যঃ ॥ ৯ ॥ সাহায়কং সাহায্যম্ ॥ ১০ ॥ বাচ্যং তথেষ্যস্বী-
 প্তিতম্ অনুমতমিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ বিপ্লুটো দক্ষাঃ ॥ ১২ ॥ মধ্যরাত্রে
 নিবৃত্তায়াং সমাপ্তায়াম্ ॥ ১৩ ॥ স্তুপ্তাংশ্চ নোথাপয়ামাস, শয়ানং
 ন প্রবোধয়েদिति নিষেধাত্মক ॥ ১৪ ॥ অত্রৈতৎকলসংস্থে জলে পীতে
 সতি ॥ ১৫ ॥ যুনায়াং প্রভাবাদেব ন মমার ॥ ১৬ ॥ কং ধাম্যতি ?
 পাতব্যস্তনাতাবাৎ ॥ ১৭ ॥ যাবদिति । সাক্ষিপে মেরোঃ সর্ষতঃ
 সূর্যস্য উদয়াস্তমনোপলক্ষিতং সর্ষং যাক্ষাতুঃ ক্ষেত্রমধিষ্ঠেয়দেশ
 উচ্যতে ॥ ১৮ ॥

যাক্ষাতুঃ কন্যাবংশং স্বপ্নাদ্বাদত্যাশ্চর্য্যাত্মক প্রথমং বক্তুং সৌ-
 ভরিচরিতমুচ্যতে, বহু, চ ইত্যাদিনা । স্বাদশাক্ষরপং কালং ব্যাপ্য
 ॥ ১৯ ॥ ললিতং ক্রীড়াশুখম্ ॥ ২০ ॥ নির্দেষ্টুকাম উদ্বোঢ়ুকামঃ । মা প্র-
 গয়ং বিভাংক্ষীঃ প্রগয়ভঙ্গং মাকার্ষীঃ ॥ ২১ ॥ অর্থিতদানে মা দীক্ষা
 সঙ্কল্পঃ তত্র কৃতং ব্রতম্ অর্থিতমুখ্যাভাবরূপং যেন কুলেন তৎ
 ॥ ২২ ॥ যদ্যস্মাৎ প্রার্থনাতজ্ঞাদ্ভয়ং শঙ্কা তস্মাদ্ যদতিদুঃখং
 তস্মাদ্বিভেমি, তস্মাৎ ভ্রমেকাং কন্যাং প্রযচ্ছত্যান্ময়ঃ ॥ ২৩ ॥ যস্মৈ
 কস্মৈচিদবশ্যং বা কন্যা দেয়া তয়া যদি নোইস্মাকং কৃতার্থতা
 স্যাৎ, তর্হি কিং ন লক্ষ্যং ? লাভাভাবঃ কিং স্যাৎ ?* কিন্তু স্মাকং
 লাভঃ স্যাদেব । যদ্বা তর্হি ভ্রম্য কিং ন লক্ষ্যং মম্মনোরুধপূরণমেব
 তব মহান্ লাভ ইত্যর্থঃ । ন লক্ষ্যেতি পাঠে সা কন্যা কিং ন লক্ষ্য ?
 লক্ষ্যেবেতি সিদ্ধবিরিদ্দেশঃ ॥ ২৪ ॥ প্রত্যাখ্যানোপায়মেব দর্শয়তি,
 বৃদ্ধোইয়মিত্যাदि । এতৎ সংচিন্ত্য অমুন্য রাঙ্কা এবমভিহিতম্
 ইত্যন্বয়ঃ ॥ ২৫ ॥ তত্র প্রতীকারং বিচিন্ত্য স্বগতমাহ, এবমিতি ॥ ২৬ ॥
 কন্যাস্তঃপূরস্য রক্ষকো বর্ষধরঃ বশুঃ ॥ ২৭ ॥ তৎ তদা কন্যায়ান্ধ্রেন্দ
 ইচ্ছায়াং পরিপস্থানং প্রাতিকূল্যং নাহং করিষ্যামীতি প্রতি-
 জ্ঞাতম্, ইত্যাকর্ষোত্তীতি শব্দঃ ইত্যঙ্গীকৃতম্ ইত্যাকর্ষোতি
 কাকাক্ষিগোলকবদুভয়ত্র যোজ্যঃ । এবমগ্রেহপি । অহং পূর্ষমহং
 পূর্ষমিতি সংরস্তক্রিয়া অহমহমিকা তয়া ॥ ২৮ ॥

তামেবাহ্, অলং ভগিন্য ইতি দ্বাভ্যাম্ । স্ফটাহমস্য পক্ষীতি
শেষঃ । উপশমং ব্রজ, এতদর্থং যত্রং মা কুরু ইত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ বিহ-
ন্যসে বিহংসি বিঘাতং কিং কুরুষে । কলিঃ কলহঃ ॥ ৩১ ॥ অতি-
হর্দাৎ স্নেহাৎ । কন্যানামেবং পত্যর্থং কলহোহনুচিত ইতি বিনম্র-
মূর্ত্তিরাচষ্ট ॥ ৩২ ॥ সোপবনাঃ উপবনসহিতাঃ, পরিচ্ছদাঃ ভোগো-
পকরণানি ॥ ৩৩ ॥ তচ্চ বিশিষ্ট প্রাসাদরূপং কার্যং তথৈবানুষ্ঠিতং
দর্শিতবান্ ॥ ৩৪ ॥ আসাঞ্চক্রে অবস্থিতবান্ ॥ ৩৫ ॥ আগতা অতি-
থয়ঃ অনুগতভৃত্যদয়শ্চ তান্ ॥ ৩৬ ॥ ক্ষুরস্তোহংশু মালা যম্যা-
স্তাম্ ॥ ৩৭ ॥

প্ররস্তো যঃ স্নেহস্তেন যানি নয়নাশ্রুনি তান্যেব গর্ভে যয়োস্তা-
দ্রশে নয়নে যস্য সঃ । প্ররস্তস্নেহাশ্রুগর্ভনয়ন ইতি পাঠে প্ররস্তস্নেহে-
নাশ্রুগর্ভে নয়নে যস্য ইতি বিগ্রহঃ ॥ ৩৮ ॥ প্রোৎফুল্লানি যানি
পদ্মানি তদাকরভূতা জলাশয়াশ্চ । ভোগো ভক্ষ্যাদে রূপভোগেহ-
নুলেপনাদেঃ ॥ ৩৯ ॥ পরিতোষো দ্রুহিতূগাং স্মৃথেন, যোগৈশ্বর্য্যেণ চ
নিষয়ঃ, তয়োনির্ভরেণ বিবশং হৃদয়ং যস্য সঃ । কৃতা পূজা যেন
সঃ । অব্রণীৎ স্তুতিরূপাঞ্চ পূজামকরোদিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥ কিয়দেতৎ ?
ইতোহপ্যধিকং সংভাব্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

তত্র তেষু পুত্রেষু ॥ ৪২ ॥ মমতাক্ষষ্টত্বমেবাহ, অপ্যেত ইতি ।
অনুদিনং কালস্য সংপত্তিরাধিক্যং তস্যানুস্তিরনুবর্তনং যত্র মনো-
রথে তমবেত্য জ্ঞাত্বা অচিন্তয়ৎ এতদ্ব্যকামণম্ ॥ ৪৩ ॥ প্রসূতী
জাতাপত্যঃ । তেষাঞ্চ স্মৃতা দ্রষ্টাঃ । তস্য পৌত্রবর্গস্য তনয়-
প্রসূতিম্ অপত্যজন্ম ॥ ৪৫ ॥ মহত্যো বিধিৎসা ইতি কৃত্যেচ্ছাঃ
॥ ৪৬ ॥ একশরীরজন্ম দুঃখং দুঃখহেতুঃ ॥ ৪৭ ॥ এষাম্ ঋদ্ধিস্তস্য
তপসোহস্তরায়ো বিস্ময়ঃ । মুষিতো বঞ্চিতঃ ॥ ৪৮ ॥ আরুঢ়ো জাতঃ
যোগঃ সমাধির্যস্য সঃ ॥ ৪৯ ॥

ইদানীং পরিগ্রহগ্রাহণীতবুদ্ধিরপি জনস্য পরিজনস্য দুঃখৈ-
দুঃখী, যথাহং ন ভবিতা তথা চরিষো ॥ ৫০ ॥ অতিপ্রমাণং মহ-

তাং মহীয়াংসং প্রমাণং জ্ঞাপকমতিক্রম্য বর্তমানং স্বপ্রকাশত্বা-
দিতি বা । সিতম্ বক্তং জীবরূপেণ, অসিতঞ্চ তদ্বিপরীতমীশ্বর-
রূপেণ ॥ ৫৪ ॥ অশৌৰ্যোজসি সর্গশক্তৌ অব্যক্তং প্রধানং বিস্ময়ং
মহাদাদি তে তনুরূপাধির্ঘস্য তস্মিন্ ভূয়োহভবায় পুনর্জন্মান্বাভা-
বায় ॥ ৫৫ ॥ যস্মাদন্যৎ কিঞ্চিন্নাস্তি তমাশ্রয়ং শরণমেষমি গচ্ছামি ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকাস্থাং শ্রীধরস্বামিকৃতাস্থাং

চতুর্থাংশে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

তৃতীয়ে সৌভরেঃ সিদ্ধির্মাঙ্কাতৃতনয়াঘ্রয়ঃ । বর্ণ্যতে সগরস্যাপি
চরিতং রিপুঘাতিনঃ ॥ পরিপক্বা রাগাদিহীনা মনোরুদ্ধির্বিস্ময়া সঃ
ভিক্ষুর্ঘতিরভবৎ ॥ ১ ॥ ভগবত্যাশেষকর্ম্মকলাপমাসজ্য সমর্প্য অচ্যুত-
পদমবাপেতি সহজঃ । পরবতাং পরম্ “ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হার্থা
অর্থেষ্যশ্চ পরং মনঃ । মনসস্ত পরা বুদ্ধিবুদ্ধিরাত্মা মহান্ পরঃ ।
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাং পুরুষঃ পরঃ । পুরুষাশ্চ পরং কিঞ্চিৎ
সং কাক্তা সা পরা গতিঃ ॥ ” ইত্যুক্ত্যা পরবতামিন্দ্রিয়াদীনাং পর-
মান্তরমিতার্থঃ ॥ ২ ॥ রাজবংশপ্রস্থাবে উক্তসৌভরিচরিতস্য-
সঙ্গতিম্ অপাকরোতি, ইত্যেতদিতি ॥ ৩ ॥ অতঃ অতঃপরম্ ॥ ৪ ॥
অশ্বরীষস্য যুবনাশ্চ প্রপিতামহসনামা, যতো হরিতাঙ্কারিতা অজি-
রসো বিজ্ঞা হরিতগোত্রপ্রবরাঃ । অথ হরিতানামার্ষেয় আঞ্জি-
রসাস্বরীষ-যুবনাশ্চৈতি প্রবরপাঠাৎ ॥ ৫ ॥

ইদানীং মাঙ্কাতৃতনয়স্য পুরুকুৎসস্য বংশবজ্রুং কথং প্র-
স্তৌতি, রসাতল ইত্যাদিনা বরং দদুরিত্যন্তেন । যুনেঃ কশাপ-

পত্ন্যাঃ পুত্রাশ্চিত্রসেনাদায়াঃ । অপহৃতানি প্রধানরত্নানি আধিপত্যঞ্চ যেবাং তান্যক্রিয়ন্ত ॥ ৬ ॥ তৈর্ভগবান্ স্তত ইতি শেষঃ । অর্থাৎ তেবাং স্তবশ্রবণেন উন্নীলিতে উদ্ভিমে পুণ্ডরীকে ইব নয়নে যস্য । জলশয়নঃ কীরাক্ষিণায়ী । ঐকপদ্যপাঠে, জলশয়নরূপা বা নিদ্রা তস্যা অবসানাৎ । অবসানে ইতি বা পাঠঃ । বিবুদ্ধঃ সন্ । অপি কিং গন্ধর্কেভ্যো যদুয়ং তদুপশমমেবাভীতি, প্রণিপত্য তৈরতিহিতো ভগবান্ মাঙ্কাতুঃ পুরুকুৎসঃ পুত্রস্তমহমুপ্রবিশ্য গন্ধর্কানুপশমং নয়িষ্যামীত্যাহেতাস্বয়ঃ । নয়তেরিভাগম অর্ষিঃ । নেষ্যামীতি বা পাঠঃ ॥ ৭ ॥

নর্মদাং স্বভগিনীং পুরুকুৎসস্য ভার্য্যাম্ । “নর্মদা ভ্রাতৃভির্দত্তা পুরুকুৎসায় ঘোরগৈঃ । তয়া রসাতলং নীতো ভুজগেন্দ্রপ্রযুক্তয়া ॥” ইতি শুকোক্তেঃ ॥ ৮ ॥ আপ্যায়িত আত্মা দেহো বীৰ্য্যঞ্চ বলং যস্য সঃ ॥ ৯ ॥ অত্র চ নামগ্রহণপ্রকারে পুনর্নর্মদেত্যাদি অহি নিশি বা উচ্চাৰ্য্যম্ গর্ভগৃহে অন্যত্র বা অন্ধকারে প্রবেশে বাপি সর্পৈর্নদশ্যাতে ॥ ১০ ॥ কৃতানুস্মরণং নর্মদানুস্মরণপূর্ব্বকং অম্বাদি ভুঞ্জানস্য ॥ ১১ ॥ পুরুকুৎসস্য সন্ততিং বক্ষ্যান্ তদুপযুক্তং বরদানমাহ, পুরুকুৎসায়েতি ॥ ১২ ॥

অপ্রোক্ষিতভক্ষণ-শুক্লধেনু-বধ-পিত্রাজ্ঞালজ্ঞান-রূপৈত্রিভিঃ শক্-
ভিরিব হৃদি ব্যাধাহেতুভিত্রিশক্লুসংজ্ঞামবাপ । তথাচ হরিবংশে
“পিতৃশ্চাপরিতোষণে শুরোদ্ধোক্ষীবধেন চ । অপ্রোক্ষিতোপযো-
গাত্ত্রিবিধস্তে ব্যতিক্রমঃ ॥ এবং ত্রীণ্যশ্ব শক্লুনি তানি দৃষ্ট্বা
মহাবশাঃ । ত্রিশক্লুরিতি হোবাচ ত্রিশক্লুস্তেন স স্মৃতঃ ॥” ইতি ।
পরিণীয়মানবিপ্রকন্যাহরণাৎ ক্লুৎকেন পিত্রা শপ্তশাণ্ডালতায়ুপাগ-
তশ্চ । বিশ্বামিত্রকলত্রাপত্যপোষণার্থং কলত্রাদিপোষণনিমিত্তং
মাঙ্কাত্ চাণ্ডালপ্রতিগ্রহপরিহারায় বন্যন্যপ্রোধে বটবৃক্ষে
ববন্ধ ॥ ১৩ ॥ তৎ শ্রুত্বা পরিতুষ্টেন স্বর্গমারোপিতত্রিশক্লুঃ ॥ ১৪ ॥
অস্তর্কৃত্য গর্ভিণ্যাঃ ॥ ১৫ ॥

গরো বিষম্ । বৃদ্ধতাবাক্ষরায় হেতোঃ ॥১৬॥ চক্রবর্তীতি আশং-
সায়ান্ সিদ্ধমির্দেশঃ । সাহসেহবিচারিতকৰ্ম্মণি । অধ্যবসায়িনী
নিশ্চয়বতী ॥১৭॥ তৎকুলগুরুং সগরকুলগুরুম্ ॥ ১৮ ॥ অনুমৃতৈরনু-
গতৈঃ । অনুমৃতৈরিতি পাঠে, অনু পশ্চাৎ দেহত্যাগলক্ষণমরণ-
বস্তুরলং জ্ঞয়া পুনর্হৃতৈরলমিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥ জীবন্মৃতত্বং বিহ-
ণোতি, এতে চেতি । “যঃ স্বধৰ্ম্মাৎ পরিভ্রষ্টো বিপ্রৈশ্চৈব
বহিকৃতঃ । স জীবন্মেব লোকেহস্মিন্ মৃত ইত্যভিধীয়তে ॥”
ইতিস্মৃতেঃ ॥ ২০ ॥ অশ্বলিতম্ অপ্রতিহতং চক্রং সৈন্যমাজ্ঞা বা
যন্ত সঃ ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াম্ শ্রীধরস্বামিকৃতায়াম্
চতুর্থোহংশে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

কপিলঃ সাগরান্ যষ্টি-সহস্রাণি যথা দহৎ । সৌদামনকোভাবশ্চ
তথা তুর্যোহনুবর্ণ্যতে ॥ কশ্যপদুহিতেতি । কশ্যপস্ত মরীচিপুত্রস্য
বিনতাতনয়ায়া ইত্যগ্রে বক্ষ্যমাণজ্ঞাৎ ॥ ১ ॥ সমাধিনা চিত্তৈক্যাগ্রেণ
॥ ২ ॥ অপব্রজো দুর্হৃতঃ, অতীতবাল্যো গতবালত্বঃ । তত্র
বাল্যে অতীতেহপি ভদেব দুর্হৃতঃ চরিতং যস্য তম্ ॥ ৪ ॥ অনুচক্রুঃ
অনুসৃত্যঃ ॥ ৫ ॥ অপব্রজা নিরাকৃতাঃ যজ্ঞাদয়ঃ সম্মার্গাঃ
যস্মিন্ তথাভূতে জগতি সতি । তদর্থং যজ্ঞাদিলোপরূপমর্থম্ ॥ ৬ ॥
ভগবন্তিত্যাদিনা আর্তিস্বরূপকথনম্ ॥ ৭ ॥

অধিক্তিতং সংরক্তিতম্ ॥ ৮ ॥ ততোহনন্তরং ততনয়াঃ সগরতনয়াঃ ।
অতিনির্দোষেন গুরচিক্কাভাসারেণ বহুধাতলং বিবিধুরিতি পূর্বোক্ত-
সৈব বিশতের্দেচনবিপরিণামেনাস্ময়ঃ । তেষাকৈকৈকো যোজনং

যোজনমৈকৈকং যোজনং চখান গৰ্ভধকারণ ইত্যর্থঃ । চখু রিতি পাঠে
তন্তনয়া ভুবন্তলং চখু রিত্যেকং বাক্যম্ । তত্রৈয়ন্তামাহ । এতৈককঃ
অর্থঃ তেষামেব যোজনং যোজনং চখানেত্যন্যদ্বাক্যম্ ॥৯॥ অপ-
ঘনে অপগতমেঘে ॥ ১০ ॥ ঈষৎ পরিবর্তিতং তিৰ্য্যাক্কৃতং যদেকং
লোচনং তেন কিঞ্চিৎ বিলোকিতাঃ সন্তো বিনেশুঃ ॥১১॥ কপিলেন
নিগিস্তেন যৎ স্বদেহজং তেজস্তুন দক্ষম্ ॥ ১২ ॥ হে পুত্র !
তব পৌত্রো গঙ্গামানয়িষ্যতীতি ইড়াগমশ্চান্দসঃ । ভুবমিতি
তত্রার্থাদুক্তম্ ॥ ১৩ ॥ ব্রহ্মদণ্ডঃ অচিরাৎ বিনষ্টক্যতীতি কপি-
লোক্তো ব্রহ্মশাপো ব্রাহ্মণবধোদ্যমো বা, তদ্বলেন হতানাং
পিতৃণাং পিতৃব্যাণাং স্বর্গায় স্বর্গভোগায় তৎপ্রাপ্তিহেতুং বয়ং
স্বর্গং বত্রে ॥ ১৪ ॥

অভিসন্ধিপূর্বকং স্নানাদ্যুপভোগেষুপকারকং স্বর্গপ্রাপক-
মিতি যৎ তৎ কেবলং মাহাত্ম্যামিতি ন, কিন্তু অপেতপ্রাণস্য
মৃতস্যাস্ত্যাদি যত্রোৎসৃষ্টং কিঞ্চৎ সংসৃষ্টং বা অনভিসন্ধিহিতমপি
শরীরিণং স্বর্গং নয়তীতি যৎ তদপি মাহাত্ম্যামিত্যুক্ত ইত্যম্বয়ঃ ।
যস্য গঙ্গাজলস্য সম্বন্ধি ভূপতিতমস্ত্যাদি ইতি বা ॥ ১৫ ॥ সাগরং
সগরম্বতৈঃ খননাৎ বর্দ্ধিতম্ অতএবাত্মজপ্রীত্যা পুত্রস্তে কম্পয়া-
মাস স্থাপয়ামাস, তস্মিন্ পুত্রবুদ্ধিং কৃতবান্ ইত্যর্থঃ ॥১৬॥ ভাগী-
রথী সংজ্ঞা যস্যাস্তাম্ ॥ ১৭ ॥ নলস্য সহায়ঃ সখা অক্ষহৃদয়জঃ
দ্যুতাদৌ গণনানিপুণঃ ॥ ১৮ ॥

মিত্রং বশিষ্ঠং প্রতিশপ্তুং সমর্থোহপি সহতে স্ম, তেন মিত্রসহ
নামা ॥১৯॥ তস্মৈব কল্মাষপাদসংজ্ঞাং বক্তুং কথ্যং প্রস্তোতি,
ষোহসাবিতি ॥ ২০ ॥ অপমৃগং নিমৃগম্ ॥২১॥ তয়োর্ব্যাঘয়োঃ ॥২২॥
অতিকরালং দন্তরং বদনং যস্য সঃ ॥ ২৩ ॥ প্রতিক্রিয়াং বৈরনি-
র্যাতনম্ ॥ ২৪ ॥ পরিনিষ্ঠিতঃ সমাপিতো যজ্ঞো যেন তস্মিন্
নিষ্কান্তে সতি ॥ ২৫ ॥ অসাবপি রাজাপি ॥ ২৬ ॥

অত্র নরমাংসে লোলুপা সম্পৃহা বুদ্ধিঃ, রাক্ষসো ভবিষ্যসী-

ত্যাৰ্থঃ । বুদ্ধিপদং বিনা লোলুপেতি পাঠে সম্পূহতেত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥
 তেন রাজ্ঞা মাংসভোজনার্থং ভগবতৈবাভিহিতোহস্মীত্যুক্তঃ ।
 মৰ্য্যৈবাভিহিতমিতি, কিঞ্চ কিমিতি সত্ত্বমাং সমাধৌ তদ্বো ॥ ২৮ ॥
 সমাধিজ্ঞানেনাবগত্যাৰ্থঃ, রাক্ষসকৃতমেবৈতৎ নাশ্যাপরাধ ইতি
 জ্ঞাত্যাৰ্থঃ, এতমাংসভোজনং দ্বাদশাঙ্কং ভবতু ইতি নাত্যন্তং ন
 যাবজ্জীবমিত্যাৰ্থঃ ॥ ২৯ ॥ • ভগবানম্বদগুরুৱিত্যাদি—সোপপত্তি-
 বচনেন মদয়ন্ত্য। প্রসাদিতঃ তচ্ছাপান্নু বশিষ্ঠশাপার্থং বস্ত্ৰং
 শস্যরক্ষার্থং নোৰ্য্যাম্ অম্বুদরক্ষার্থং নাকাশে চ চিহ্নেপ কিন্তু তেন
 অম্বুনা স্বপাদৌ সিবেচ ॥ ৩০ ॥ ক্রোধশূতেন ক্রোধাগ্নিতপ্তেন
 দক্ষা ছায়া কাস্তিঃ যয়োঃ । কলুষাৰতাং কৃষ্ণপাগুতাম্ ॥ ৩১ ॥

রাক্ষসভাবমুপেত্য অতএব যষ্ঠে যষ্ঠে কালে তৃতীয়দিনান্তে ॥৩২॥
 ইদানীং তস্মৈব রাজ্ঞ ঔরসপুত্রাভাবং বক্তুং কথ্যং প্রস্তোতি,
 একদেত্যাদিনা স্ত্রীসন্তোগং তত্যাভ্যন্ত্যন্তেন ॥ ৩৩ ॥ দম্পত্যোঃ
 প্রধাবিতয়োঃ পলায়িতয়োর্মধ্যে ব্রাহ্মণং জগ্ৰাহ ॥ ৩৪ ॥ স্ত্রীধৰ্ম্মো-
 মৈথুনং তৎসুখাভিজ্ঞঃ ॥ ৩৫ ॥ অন্তং মৃত্যুতাম্ ॥ ৩৬ ॥ • দ্বাদশাঙ্ক-
 পর্যায়ে তং ব্রাহ্মণ্যঃ শাপং পত্নী স্মারয়ামাস ॥ ৩৭ ॥

অশ্বলিতগতিনা দেববিমানেন লঘিমন্তনোহতিশীঘ্রগতিঃ সন্
 মৰ্ত্ত্যালোকমুপেত্য ব্রাহ্মণপ্রিয়ত্বাদিনা ধৰ্ম্মেণ ভগবৎপ্রাপ্তিং
 প্রার্থয়ন্ সমাধৌ যততে স্মেত্যাহ, যথেষ্টাদিনা বাম্বদেবাথ্যে
 যুযোজেত্যন্তেন । প্রাপ্তিয়েং প্রাপ্নুয়াম্ ॥ ৩৮ ॥ • যুক্তুৰ্ত্তং জীৱিতং
 প্রাপ্য জাত্বা বুদ্ধ্যা বাম্বদেবঃ সৰ্ব্বমিতি জ্ঞানেন । যদ্বা দানং সমৰ্পণং
 খণ্ডনমিতি বা প্রবিলাপনমিতি যাবৎ তেনাতিসংহিতা বিষয়-
 কৃতাস্ত্রয়ো লোকা বিক্ষৌ প্রবিলাপিতা ইত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥ অযাসীৎ
 প্রাপ্তঃ ॥ ৪০ ॥ তাড়কাদ্যুপাখ্যানঞ্চ রামাগ্নপ্রসিদ্ধম্ ॥ ৪১ ॥
 বীৰ্য্যং পরাক্রম এব শূলকং মূল্যং যস্যাস্তাং সীতাং লেভে ॥ ৪২ ॥
 কেতুভূতং বিনাশকং, বীৰ্য্যং প্রভাবঃ, বলং শক্তিঃ । অপাস্তো
 বীৰ্য্যবলনিমিত্তোহবলেপো নদো যস্য তম্ ॥ ৪৩ ॥ অগণিতো

রাজ্যাভিলাষোহভিলষ্যমাণং রাজ্যং যেন । ভ্রাতৃত্যার্থ্যাত্যাং লক্ষণ-
সীভাত্যাং সমন্বিতঃ ॥ ৪৪ ॥ অপহতকলঙ্কামপি অপগতখেদাম্ ।
রামচরিতসহভাবেন লক্ষণচরিতমপ্যুক্তমেবেতি পৃথক্ নোক্তম
॥ ৪৫ ॥ অতুলবলপরাক্রমৈর্হানি বিক্রমণানি চরিতানি তৈঃ ॥ ৪৬ ॥
প্রমুখতঃ তস্য মরোঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতি ত্রিবিষ্ণুপুরাণটীকায়াম্ ত্রীধরস্বামি-কৃতায়াম্
চতুর্থেংশে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

৪: মাংধ্যায়ঃ ।

বশিষ্ঠস্য নিমেষঃ শাপাদ্বেহপাতঃ পরম্পরম্ । রাজন্তস্যৈব
বংশোহপি পঞ্চমে তু প্রপঞ্চ্যতে ॥ নিমিরেব বিদেহ ইতি সংজ্ঞাং
বক্তুং কথ্যং প্রকীতি, ইক্ষাকুতনয়ো যোহসাবিত্যাদিনা নিমেষং
চক্রুরিত্যন্তেন ॥ ১ ॥ তদনন্তরমাগতঃ তবাপি স্বত্বিক্ ভবিষ্যামি ।
তাবৎ প্রতিপাল্যতাং প্রতীক্ষ্যতামিতি বশিষ্ঠেনোক্তে নিমিনা চ
বশিষ্ঠভয়াৎ ধর্মবিলম্বানোচিত্যাচ্চ বশিষ্ঠঃ কিমপি নোক্তঃ ॥ ২ ॥
মৌনং সম্মতিলক্ষণমিতি যুক্ত্যেব সমন্বীপ্ততমনুমতমিতি মত্বা
তত্র গত্বা যাগমকরোৎ ॥ ৩ ॥ মামপ্রত্যাখ্যায়তি পূর্বং মহন্তরে
প্রভূন্তরমদন্তেব । যদ্বা ইন্দ্রবাগাং মামনিবার্হ্যেব এতৎ কর্ম্মান্তরং
নিমেষদনুষ্ঠিতপূর্বং পূর্বকর্ম্মবৎ এতৎ কর্ম্মান্তরং মদনুষ্ঠেয়ং
গৌতমায় সমর্পিতম্ কর্ম্মণি অন্তরমপ্স্যাবকাশো দন্ত ইতি বার্থঃ ।
শীঘ্রদেহপাতভয়াদিদং কর্ম্ম আরক্সমিত্যতো বিদেহ এব ভবতু ইতি
শাপং দদৌ ॥ ৪ ॥ মাম্ অসংভাষ্যেতি মাং বিনৈব গৌতমদ্বারা
কিমিতি কর্ম্ম কৃতমিতি মাং প্রত্যনুজ্ঞেত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ তেজসি
বীৰ্য্যে তেজো লিঙ্গশরীরক্ষেত ইতি পাঠে স এবার্থঃ । পশ্চাদু-
ক্ততো বীৰ্য্যপ্রপাতো বীৰ্য্যচ্যুতির্ম্মষোস্তাদৃশয়োঃ ॥ ৬ ॥

মৃতস্য দেহধারণং যজ্ঞসমাপ্তিং বংশপ্ররুত্তিং চোদ্দিশ্যেতি বক্তুং
 দেহধারণপ্রকারমাহ, নিমেরিতি ॥ ৭ ॥ ছন্দিতঃ বরার্থমিচ্ছাং
 কারিতঃ ॥ ৮ ॥ আসাম্ অবস্থিতিং কারিতঃ ॥ ৯ ॥ তৎপুত্রস্য
 সংজ্ঞাত্রয়ং তদ্বংশপ্ররুত্তিং চ বক্তুমাহ, অপুত্রস্যেতি ॥ ১০ ॥ জননাং
 মৃতদেহজননাং ॥ ১১ ॥ সম্ভুক্তিতে সমাপ্তিং যাতীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥
 আত্মবিদ্যাশ্রয়িণ আত্মবিদঃ ॥ ১৪ ॥

ইতি ত্রিবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং ত্রিধরস্বামিকৃতয়াং
 চতুর্থেংশে পঞ্চমাধ্যায়ঃ ।

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

সূর্য্যংশপ্রসঙ্গেন সৌমবংশস্তদন্বয়ে । ত্রৈলোক্যে বর্ণ্যতে ষষ্ঠে
 ত্রেতাগ্নির্ধেন নির্মিতঃ ॥ ১ ॥ অতিশয়িতং বলং সামর্থ্যং, পরাক্রমঃ
 শৌর্য্যং, দ্যুতিঃ কান্তিঃ, শীলমাচারঃ, চেষ্টা, দানভোগাদিলীলা ।
 অতিবলাদিভির্যুক্তৈঃ, গুণা গান্ধীর্ষ্যাদয়ঃ, অতিগুণান্বিতৈঃ চ
 অলঙ্কৃতঃ ॥ ৪ ॥ ভগবন্নারায়ণস্য নাভিসরোজিনী নাভিহৃদঃ তত্র
 জাতং যদজ্জং তদেব যোনিঃ কারণং यस্য তস্য জগৎস্রষ্টুর্ভ্রূক্ষণঃ
 পুত্র ইত্যন্বয়ঃ । সৌমস্য তারায়াং বুধঃ পুত্র ইতি সোপাখ্যানমাহ,
 তঞ্চ ভগবানিত্যাदिना लज्जाजडुमाह सौमस्येत्याন্তেন ॥ ৫ ॥
 তৎপ্রভাবাদভ্যুৎকৃষ্টানামোষধ্যাদীনা মাধিপত্যং সর্বাধিষ্ঠাতৃত্বাচ্চ
 এনং সৌমং মদ আবিবেশ ॥ ৬ ॥ মদ এবাবলেপো দোষস্তস্মাৎ ॥ ৭ ॥
 পার্শ্বগ্রাহঃ সহায়ঃ ॥ ৮ ॥ সকাশাং সমীপত উপলব্ধা বিদ্যা
 যেন সঃ ॥ ৯ ॥ যতো যত্র । বৃহস্পতেরপি সকলদেবসৈন্যং সহায়ো
 यस্য স শত্রোহভবৎ সহায় ইতি শেষঃ । তারকাময় ইতি নামনি-
 বচনং তারকানিস্ত ইতি ॥ ১১ ॥

দেবাস্থরাহবকোভেগ ক্ষুকং সোদ্বৈগং হৃদয়ং যস্য তজ্জগৎ ॥১২॥
 অন্তঃপ্রসবাৎ গৰ্ভিণীম্ ॥ ১৩ ॥ পতিব্রতা পত্ন্যঃ ছন্দানুসারিণী,
 সোমেন বলাদাহিতং গৰ্ভমুৎসসজ্জ । ইক্ষীকান্তেষু মুগ্ধগুচ্ছে ॥ ১৪ ॥
 আচিক্বেপ অভিভূতবান্ ॥ ১৫ ॥ মাতা ভ্রাতা পিতৃঃ পুত্র ইত্যাদি-
 বচনাৎ পিতুরেব পুত্রঃ মাতৈব পুত্রজনকং বেত্তি চেত্যতোহস্য কঃ
 পিতেতি তারামেব পপ্রচ্ছুরিতি ॥ ১৬ ॥ মন্থরবচনা অতিদিলম্বিত-
 বাক্ ॥ ১৭ ॥ আত্মজ উরসঃ ॥ ১৮ ॥ মন্থরস্তী উচ্ছ্বসিতয়োবি-
 কসিতয়োরমলয়োঃ কপোলযোগগুয়োঃ কান্তির্যস্য সঃ ॥ ১৯ ॥ বুধ
 ইলায়াং যথা পুরুষসং জনয়ামাস তথা প্রাগেবোক্তম্
 ন পুরুষা উরশ্যাং ষট্ পুত্রান্ জনয়ামাস ইতি বক্তৃৎ কথামাহ ।
 পুরুষাস্তিত্যাदिना यावत् समाप्ति, অতিক্রপং স্বং ধনং যস্যাস্তি তম্
 উরশী দদর্শ ইত্যন্বয়ঃ ॥ ২০ ॥ মানং গর্ভমপহায় উপতস্থে অভ-
 জৎ ॥ ২১ ॥ কান্তিঃ শোভা, সৌকুমার্য্যং মাদবৎ, লাভণ্যমঙ্গমুন্দরদ্বং,
 বিলাসঃ অঙ্গচেষ্টাস্থ তাৎকালিকো বিশেষঃ, অতিশয়িতাঃ স্বস্মিন-
 ধিকীকৃতাঃ সঙ্কল্লোকস্ত্রীণাং কান্ত্যাদয়ো গুণা যয়া তাম্ ॥ ২২ ॥
 এবমুভয়ং তৎ মিথুনরূপং তন্মনস্কম্ অন্যান্যাসক্তচিত্তমভূৎ ।
 তদেবাহ, মাশ্চান্যস্মিন্ দৃষ্টির্যস্য, পরিত্যক্তং সমস্তমন্যং প্রয়োজনং
 যেন তৎ ॥ ২৩ ॥ প্রাগলভ্যাদসংকোচাৎ ॥ ২৪ ॥ লজ্জয়া অবখণ্ডিতং
 ব্যক্তব্যক্তং শিথিলং বা যথা স্যাদেবং প্রাহ । লজ্জাখণ্ডিতমিতি
 পাঠে তু স্পষ্টোহর্থঃ ॥ ২৫ ॥ শাপাবসানে যদি গন্ধর্গা মাং নেতু-
 মিচ্ছন্তি তদা সময়ভঙ্গাপদাধমারোপ্য গমিষ্যামীতি সময়ং করোতি,
 ভবত্বেবমিতি ॥ ২৬ ॥ পুরুষস্যা, আখ্যাহি সময়মিতি পৃষ্ঠা উক্তা
 সূতী সময়মব্রवीৎ ॥ ২৭ ॥ উরগকো মেঘঃ ॥ ২৮ ॥ গন্ধর্গৈঃ সময়ভঞ্জন
 উরশ্যা নিগমং দর্শয়ামাহ, বিনা চোক্ষশ্যেত্যাদিনা তৎক্ষণাদেবা-
 পক্রান্তেত্যন্তেন ॥ ২৯ ॥ শয়নাত্যাসাচ্ছয়নিকটাৎ ॥ ৩০ ॥ গমনে
 হেতুঃ, অপহন্তোহপগতঃ সময়ঃ স্থিতিহেতুর্যস্যঃ সা ॥ ৩১ ॥

পুনরুর্ধ্বশীসঙ্গমাদায়ুঃপ্রভৃতিপুত্রোৎপত্তিং তল্লোকপ্রাপ্ত্যপা-

য়ামিঞ্চ বক্তুমাহ, কুরুক্ষেত্র ইত্যাদিনা যাবদধ্যায়সমাপ্তি। অন্তোজ-
 যুক্তে সরসিরূপে। জায়ে! তিষ্ঠ, মনসি বিষয়ে ঘোরে! নির্দয়ে!
 বচসি বাঙিপ্রণার্থে তিষ্ঠ। যদ্বা বচসি তিষ্ঠ, মন্বচনং কুর্কিত্যর্থঃ।
 ইত্যাদ্যনেকপ্রকারং সূক্তগতিপদং বেদস্বসূক্তসূচনার্থং। অনু-
 ক্তমিতি পাঠে উল্লস্তুপ্রলপিতমিত্যর্থঃ। এতেন “হয়ে জায়ে
 মনসি তিষ্ঠ ঘোরে বচসি মিত্রাণবাবহৈ তু” ইত্যাদ্যষ্টাদশার্চে তয়োঃ
 সংবাদাত্মকে ঋগ্বেদোক্তসূক্তে পুরুষবসো বাক্যানি সূচিতানি
 ॥ ৩৩ ॥ আহ চোক্ষশীত্যনেনোক্ষশ্যাঃ “প্রতিবচনানি “পুরুষবো
 মা মৃথা মা প্রবসো মা জ্বা ব্রুকাশো অশিবা বাস উক্ষন্। ন বৈ
 স্ত্রেণানি সখ্যানি সন্তি শালা ব্রুকাণাং হৃদয়ানোততা” ইত্যাদীনি
 সূচিতানি। অন্তর্ভুক্তী গর্ভিগ্যহ্নিদানীং মৎসস্তোগাসম্ভবাদ-
 দ্বাস্তে দ্বয়া আগন্তব্যমিত্যাদ্যুক্তেন সান্না প্রহৃষ্টঃ সন্ স্বপু-
 ন্নজগাম। পুরুষোৎকর্ষ উৎকৃষ্টঃ পুরুষ ইত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥ সর্ক-
 কালমিতি স্পৃহা সকলা ভবেদিত্যর্থঃ। আস্যেতি পাঠে আস্যা
 স্থিতিঃ। মনুষ্যালোকে তথাসম্ভবাৎ স্বর্গএবায়মানীয়তামিতি
 ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥ আয়ুঃ আয়ুর্নামানস্। একামেককাং নিশাম্। এতৎ
 বারংবারং পঞ্চপুত্রোৎপত্তয়ে গর্ভনবাপ। কেচিত্তু চতস্ভিরঙ্গ-
 রোতিঃ স্ববিভূতিভিঃ সহ স্বয়ং পুত্রোৎপত্তয়ে গর্ভনবাপেতি ব্যাচ-
 ক্ততে ॥ ৩৬ ॥ অস্মৎপ্রীত্যা ভূত্যাং সর্কে বরদা ইত্যম্বয়ঃ ॥ ৩৭ ॥
 নান্যদস্মাকমিত্যাং রাজা চাহেত্যম্বয়ঃ। অন্যদপ্রাপ্যং নাস্তীত্যত্র
 হেতুঃ। বিজিতেত্যাদি ইত্যুক্তে ইত্যত্রৈতি শব্দঃ পূর্বাপরয়োঃ
 সম্বধ্যতে ॥ ৩৮ ॥ উর্কশীলোকপ্রাপ্তিষ্ট অগ্নিহোত্রসাধোত্যগ্নি-
 স্থালীং দদুঃ ॥ ৩৯ ॥ আশ্বায়াবুসারী বেদবিধৌ দত্তচিহ্নঃ গাহপত্যাহব-
 নীয়দক্ষিণাগ্নিরূপেণাগ্নিং ত্রিধা কৃত্বা মনোরপমুদ্दिश्य কৃত্বা ॥ ৪০ ॥
 শমীগর্ভাস্থমথনাদুখিত এবাগ্নিরগ্নিহোত্রোপযুক্ত ইতি দর্শয়ন্মাহ,
 অন্তরটব্যমিতি। যদ্যপ্যাগ্নিং ত্রিধা কৃত্বা উর্কশীলোকমুদ্दिश्य যজ্ঞেথা
 ইত্যেবং গন্ধর্কৈরুক্তং ন দ্বয়মুর্কশীতি তথাপি মোহবশাৎ পু-
 ক-

ব্রবা উরুশীর্ষমিত্যবগতা ইদানীমচিস্তয়দিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥ শমীগর্ভঃ
শম্যা গর্ভে স্থিতমিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥ এতমেব যথা চিস্তিতমেব স্বপুর-
যুপগতোহরগীং চকার ॥ ৪৩ ॥ গায়ত্র্যক্ষরসংখ্যান্যঙ্গুলানি ব্যাপ্যারণির-
ভবদতি গায়ত্রীং পঠতা তদক্ষরসংখ্যাকাঙ্গুলপ্রমাণা অরগিঃ
কাম্যোতি ভাষঃ ॥ ৪৪ ॥ ইহ হোমে অভিসংহিতবান্ কামিতবান্ ।
অগ্নিবিধিনাং গ্ন্যুৎপাদনেম ॥ ৪৫ ॥ ত্রৈতাং অগ্নিত্রয়ম্ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াম্ শ্রীধরস্বামিকৃতায়াম্
চতুর্থেংশে ষষ্ঠোধ্যায়ঃ ।

সপ্তমোধ্যায়ঃ ।

আদাবমানসোবংশঃ সপ্তমেহম্পত্যোচ্যতে । তত্র জঙ্ঘাদি-
রাজর্ষিদৌহিত্রাস্তার্গবো হরিঃ । তস্য পুত্ররবসঃ ষট্ পুত্রা
অভবন্ ॥ ১ ॥ অথৈনং জঙ্ঘং দেবর্ষয়ঃ প্রসাদয়ামাসুঃ, ততস্তাং যুমোচ ।
ততো দৌহিতৃত্ত্বে অনয়ৎ ইত্যধ্যাহারেণ যোজনীয়ম্ । অমূর্ত-
রয়ামাবসব ইত্যত্র সন্ধিরার্থঃ ॥ ৩ ॥ আত্মনা স্বয়ম্বেবেশ্রঃ
পুত্রত্বমগচ্ছৎ ॥ ৪ ॥ তদেদাহ, গাধিরিতি । কন্যায়াঃ শুল্কং
মূল্যম্ ॥ ৬ ॥ তেনাপি ঋচীকেন অশ্বতীর্থং কান্যকুজৈ গন্ধা-
প্রদেশবিশেষঃ, তত্রোৎপন্নং জাতম্, তেন পথোদ্ধাতমিতি বা
উপলভ্য প্রাপ্য ॥ ৭ ॥ তৎপ্রসাদিতঃ সত্যবত্যা প্রসাদিতঃ
তস্মাত্রে সত্যবত্যা মাত্রে দাতুং ক্ষত্রবরপুত্রোৎপত্তয়ে তদর্থম্ ॥ ৮ ॥
এষ ভবত্যা অয়মপরন্তুস্মাত্রোপযোজ্যো ভক্ষণীয় ইত্যুক্তা কুশা-
দ্যর্থং বনং যযৌ ॥ ৯ ॥ আত্মনো জায়ায়া ভ্রাহ্মণেষু সর্বো
নাভীবাভ্রতো ভবতি । মম মহৎ হি বস্মাৎ ॥ ১০ ॥ কিয়ৎপ্রয়ো-
জনমিতি শেষঃ । ইত্যুক্তা সতী স্বং চরুং মাত্রে দত্তবতী, স্বয়ং

মাতৃচরুঃ ভুক্তবতীতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১২ ॥ সত্যবতীমৃষিরপশ্যাৎ, রৌদ্র-
রূপামিতি শেষঃ ॥ ১৩ ॥ মাত্রে সৎকৃতঃ । মাতৃসৎক ইতি পাঠে মাতৃঃ
সন্মাত্রসম্বন্ধীত্যর্থঃ । স্বার্থে ৬ঃ । মুনিরপ্যাহ, এবমস্থিতি ॥ ১৫ ॥
আত্মা বৈ জায়তে পুত্র ইতি ন্যায়াৎ মুনিব্রবণাচ্চ পুত্রে চরুফলা-
ভাবেন, ন চেৎ পুত্রেষু পৌত্রেষু স্থিতি ন্যায়াচ্চ তৎফলং পৌত্রে জাত-
মিতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥ ভার্গবঃ ভৃগুবাংশোদ্ভবঃ শুনঃশেকফঃ পিতৃবিক্রীতো
নরমেধে হরিশ্চত্ৰপরীবার্ত্তেন কৃতপশুভাবোহপি স্তুতৈর্দেবৈর্বিষ্ণা-
মিত্রস্য দন্তঃ পুত্রো দেবরাতনামা পুত্রোহভবদিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ তত-
শ্চান্যো মধুচ্ছন্দাদয়ঃ পুত্রা ঔরসা বভূবুঃ ॥ ১৭ ॥ এবং ভার্গবস্য
শুনঃশেকস্য কৌশিকগোত্রজং দেবরাতপ্রবরত্বঞ্চ উক্তম্, অন্যেবাং
চৌরসানাং মধুচ্ছন্দাদিপ্রবরত্বমিতি প্রবরভেদাৎ বহুনি কৌ-
শিকগোত্রাণি ঋষ্যস্তরেষু বৈবাহ্যানি ন তু সমানপ্রবরেষু ।
এতচ্চ গোত্রান্তরেষুপি তুল্যম্ । তথাহি “এক এব ঋষির্যত্র
প্রবরেষ্বনুবর্ত্ততে । তাবৎ সমানগোত্রত্বমন্যদ্ভৃগুজিরোহগণৎ ॥”
ইতি সূত্রকারোক্তেঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি ত্রিবিষ্ণুপুরাণটীকায়াম্ ত্রিধরস্বামিকৃতায়াম্

চতুর্থোহংশে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

আয়ুষঃ পঞ্চপুত্রেষু ক্ষত্ররক্ষস্য সন্ততিঃ । অস্পা প্রোক্তাষ্টমে
যত্র জাতো ধন্বন্তরিহরিঃ ॥ চাতুর্সর্বা প্রবর্ত্তয়িতা তদ্বংশে চত্বারো
বর্ষা অভবন্তিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

সংসিদ্ধানি মর্ত্যধর্ম্মরহিতানি কার্য্যকরণানি দেহেন্দ্রিয়াণি
যস্য সঃ । সকলসন্তুতিষু সর্কেষু জন্মসু অশেষজ্ঞানবিৎ সকল-
শাস্ত্রজঃ ॥ ২ ॥ অতীতসন্তুতো কীরাকৈর্জমনি ॥ ৩ ॥ অষ্টমোহিতি ।

অষ্টপ্রকারমাধুর্যেদং করিষ্যসি । অষ্টাঙ্গমিতি বা পাঠঃ । তদুক্তং
 “কায়বালগ্রহোহঙ্কা চ শল্যঃ দংক্রীং জরা বিষম্ । অষ্টাবজ্জানি
 তস্যাহুশ্চিকিৎসা যেযু সংস্থিতা ॥” যদ্বা “শল্যঃ, শলাকা, ভূত-
 বিদ্যা, কায়শুল্কিচ, অঙ্গং তন্ত্রং, রসায়নং, বাজীকরণং, কুমার-
 তন্ত্রম্,” ইত্যাক্ষা ॥৪॥ প্রতর্দনসৈব শত্রুজিৎ বৎস ইত্যাদ্যাশ্চতস্রঃ
 সংজ্ঞা নির্বক্ষি, তেন চেত্যাদিনা ঐখিত ইত্যন্তেন ॥ ৫ ॥ তেন
 দিবোদাসেনাস্বপুত্রঃ প্রতর্দনঃ বৎস বৎসেতু্যপলালনেনাভিহিত-
 স্ততো বৎসসংজ্ঞোহিবৎ ॥৬॥ কুলয়নামানং কুং পৃথিবীং বলয়তি
 বেক্ষয়তীতি পরিবর্তনেনাহা ভ্রমতীতি তথা তন্নামানমশ্বং লেভে
 ইতি কুলয়াশ্বসংজ্ঞা ইতি ॥ ৭ ॥ বটং ফলমহস্রবৎসরং যাবদলর্কাদ-
 পরো ন যুবা তাবৎ কালং চালর্কাদন্যো মেদিনীং ন চ বুভুজে
 ইত্যশ্বয়ঃ ॥ ৮ ॥ ভার্গভূমেঃ সকাশাচ্চাতুর্জর্জা প্রবৃজ্জির্জাতি ॥ ৯ ॥

ইতি ত্রিবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং ত্রীধরস্বামিকৃতাত্মাং

চতুর্থেংশেহৃষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

নবমোহধ্যায়ঃ ।

রজঃ পুত্রশতকৈশ্চান্নাং পাতিতং বর্ন্যতে পদাৎ । রস্তোহনপত্যো
 নবমে ক্ষত্ররজ্ঞাস্বয়ঃ পুনঃ ॥ আয়ুঃপুত্রস্য . ক্ষত্ররজস্য বংশমুক্ত্য
 তদ্ভ্রাতুরজৈর্জংশমাহ, রজেরিতি । রজঃ পুত্রশতপঞ্চকস্য পুত্র্য
 নাভবমিতি বক্তুং ৬থাং প্রস্তোতি, দেবাস্থরেতি ॥১॥ ন বয়সন্যথা
 ভবানিহ ইতীদানীং বদিষ্যামঃ, সিজ্জৈ কার্যোহন্যথা প্রহ্লাদমিহ
 করিষ্যামঃ কিন্তু সর্বদাস্মাকমিহঃ প্রহ্লাদ ইত্যাঙ্ক নিগতেহ সমস্বী-
 প্তিতমবুশতম্ ॥২॥ ভয়ত্রাণদানাদিতি “অন্নদাতা ভয়ত্রাতা কন্যা-
 দাতা তথৈব চ । জনিতা চোপনেতা চ পট্টকতে পিতরঃ স্মৃতাঃ ॥”
 ইত্যুজ্জৈঃ । ভবানিতি পদাবৃজ্জির্জাতিভেদাৎ ॥ ৩ ॥ অনেকবিধানি

চাটুনি প্রিয়াণি বাক্যানি গৰ্ভে যম্যাঃ সা প্রণতিঃ বৈরিপক্ষাদপি
বৈরিপক্ষস্থিতম্যাপি অনতিক্রমণীয়া বৈরিণা প্রণয়াদুক্তমনুমন্তব্যং,
কিং পুনর্ভবাত্তশেনেতি ভাবঃ ॥৪॥ পিতৃশ্চ স্বং পুত্রাণাং ভবতীতি
স্মৃত্যুক্তাচারাদ্রাজ্যমিত্তত্বমাপিতুঃ পুত্রত্বমাপন্নমিত্তং যাচিত-
বন্তঃ ॥ ৫ ॥ বহুতিথে দীর্ঘকালে অপহৃতং ত্রৈলোক্যং যজ্ঞভাগশ্চ
যস্য সঃ ॥ ৬ ॥ কিমকর্তব্যং কৰ্ত্তৃমশক্যং স্যাদিতি যোজ্যম্, রূপৈব
স্ববুদ্ধ্যা ত্বয়া ক্লেশ্যং কৃতং ময়ি জ্ঞাপিতে উপায়েন রজিরেব
স্বর্গাং পাতিতঃ স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥ পূর্বস্য ক্ষত্রব্রহ্মন্যায়ুঃ-
পুত্রস্য বংশ উক্তঃ, তস্যৈব বংশান্তরমাহ, ক্ষত্রব্রহ্মেত্যাদিনা
যাদৎসমাপ্তি ॥৮॥

ইতি ত্রিবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং ত্রিধরস্বামিকৃতয়াং .

চতুর্থোহংশে নবমোহধ্যায়ঃ ।

দশমোহধ্যায়ঃ ।

দশমে নাহ্মসমাখ যযাতের্কংশ উচ্যতে । উদ্যীতেনৈহ সর্কেষাং
বৈতৃষ্ণ্যমুপজায়তে ॥ উপযেমে দেবযানীং ব্রাহ্মণে শর্মিষ্ঠাং গান্ধর্বে-
ণেত্যবধেয়ম্ ॥ ১ ॥ অনুবংশো বংশমনুগতঃ শ্লোক ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥
কাব্যশাপাদিতি । শর্মিষ্ঠায়াং দাস্যাং যযাতিনা পুত্রোৎপাদনং
দেবযান্যা কথিতং শ্রুত্বা ক্রুদ্ধস্য শুক্রস্য শাপাদকালে জরাং
যযাতিরবাপ ॥ ৩ ॥ প্রসন্নশুক্রবচনাদিতি পুনঃ প্রসন্নশুক্রস্য
বহুচনং, যস্মিন্ জরাং সংক্রাময়িষ্যসি, তস্মিন্ স্থাস্যতি, তদীয়ং
যৌবনঞ্চ আপ্স্যসীতি, তস্মাজ্জরাং সংক্রাময়িতুমর্থো যৌবনঞ্চাদাতুই-
বদুমুবাচ । বয়স্য যৌবনেন ॥৫॥ চচার বুভুজে ॥ ৬ ॥ বিখ্যাচা অঙ্গ-
রসা ॥ ৭ ॥ উপভোগতন্ত্বাসনাতঃ । অতিরম্যান্ বিষয়ান্ অতীব
মেনে অতিশয়েনাভিলষিতবানিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ ততশ্চ নির্কেদাং

কামনিবৃত্তিপ্রকারমাহ, ন জাহ্নবিত্যাদিনা যাবৎসমাপ্তি । কৃষ্ণবস্মা ।
অগ্নিঃ ॥ ৯ ॥ 'যদিতি তৃক্ষাপূৰ্বেৱশক্যতয়া দুঃখং তুভ্যং দোষ-
দৃষ্টিং কুরুন্ তাত্ ত্যজ্যেদিতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

তর্হি বিষয়ত্যাগে কথং সুখপ্রাপ্তিস্তজাহ, যদা সৰ্বভূতেষু
বিষয়েষু ভাবং গুণাধ্যাসং পাপকং রাগাদিজনকং ন কুরুতে কিন্তু
তেষু ভৌতিকভেদে ন সমদৃষ্টিস্তদা, ঈদৃশভালাভজন্যদুঃখাভাবাৎ
সৰ্বা দিশঃ সুখময্যঃ, দুঃখাভাবে সুখত্বেপচারাৎ ॥ ১১ ॥ ননু সা
দুস্ত্যজ্যেতি চেৎ ? সত্যং দুৰ্ম্মতিভিদুঃস্ত্যজ্যামপি দোষদৃষ্টিপরশ্চেৎ
ত্যক্তুং শক্নোতীত্যাহ, বা দুস্ত্যজ্যেতি । সুখেনাভিপূর্য্যত ইতি
পূৰ্ণোক্তস্যানুবাদঃ ॥ ১২ ॥ দোষদৃষ্টিং দর্শয়ন্ তৃক্ষায়াঃ কাল-
তোহপি দুঃপূরতামাহ, জীৰ্য্যন্তীতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ১৩ ॥ পূৰ্ণোক্তং
নিগময়ন্ কর্তব্যমধ্যবস্যাতি, তস্মাদিতি । এতাত্ তৃক্ষাম্ ॥ ১৪ ॥
মণ্ডলিনঃ খণ্ডদেশাধিপান্ ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াম্ শ্রীধরস্বামিকৃতায়াম্

চতুর্থেহংশে দশমোহধ্যায়ঃ ।

একাদশোহধ্যায়ঃ ।

ইতঃ পঞ্চভিরধ্যায়ৈর্যদোর্বংশো নিরূপ্যতে । যত্রাম্বুরসুরাদ্যাঙ্ক্যা
হরিরাবিরভূৎ স্বয়ম্ ॥ একাদশেহর্জুনস্তত্র কার্ত্তবীৰ্য্যোহনুবর্ণ্যতে ।
যোগেনৈশ্বৰ্য্যমস্তোহসৌ রামেণ । বিনিপাতিতঃ ॥ অংশেনেতি ।
নীলাগৃহীতমৃত্যুপহিতস্তাদংশ ইবাংশস্তেন স্বরূপেণাবততার ॥ ১ ॥
স্বয়ন্ত নিরাকৃতি ব্রহ্মেব । নরাকৃতিতি বা পাঠঃ ॥ ২ ॥ অনষ্টদ্রব্যতা
চ তদ্রাজ্যেহতবদিত্যত্রাতীতকালো ন বিবক্তিতাঃ যত ইদানীমপি
তন্মামাখ্যানেন দ্রব্যপ্রাপ্তেঃ । “অনষ্টদ্রব্যতা চৈব তব নামান্তি-

কীৰ্ত্তনাৎ” ইতি কূৰ্মোক্তেঃ ॥৩॥ মাহিষ্যত্যাং পূৰ্ণ্যাং দিগ্বিজয়ার্থ-
 *মগতো রাবণন্তেনার্জুনেন বদ্ধা স্বনগরৈকান্তে স্থাপিত ইত্যন্বয়ঃ ।
 কথন্তু তেন ? নৰ্মদাজলাবগাহনক্ৰীড়ায়াং যন্ত্রপানমতিপানং তেন
 যো মদো মত্ততা তদাকুলেন । এবং হি হরিবংশে জলক্ৰীড়া-
 সক্তার্জুন—বাহুসহস্রবদ্ধনৰ্মদা প্রতিস্রোতঃ প্রসরাপ্পিতস্মিগিরো
 রাবণঃ তদভিতবায় প্ররম্ভোহৰ্জুনেন বদ্ধা স্বনগরে স্থাপিত ইতি ।

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীধরস্বামিকৃতায়াং
 চতুর্থেংশে একাদশোহধ্যায়ঃ ।

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

দ্বাদশে ক্রোড়ৈসংজ্ঞস্য যদুপুত্রস্য সন্ততিঃ । বংশকৃৎসর্গাতে যত্র
 জ্যামঘঃ স্ত্রীজিতাশ্রমীঃ । চতুর্দশ মহাস্তি রত্নানি যস্য সঃ । রত্নানি
 চাত্র স্বস্বজাতিশ্রেষ্ঠানি ধর্মসংহিতোক্তানি “চক্রং রথো মণিঃ
 খড়্গশ্চর্মরত্নঞ্চ পঞ্চমগ্ । কেতুর্নিধিচ্চ সশ্বেন প্রাণহীনানি চক্ষতে ।
 ভার্যা পুরোহি তশ্চৈব সেনানী রথকৃচ্চ যঃ । পত্ন্যশ্চৌ কলভাশ্চৈতি
 প্রাণিনঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ চতুর্দশেতি রত্নানি সর্বেষাঞ্চ বর্ত্তিতান্” ॥১

জ্যামঘস্য বক্ষ্যাপতেঃ অপুত্রস্য ভার্যাবশ্যত্বমেব পুত্রপ্রদগা-
 মীদিতি বক্ষ্যন্ কথামাহ, অত্রাদ্যাপীতি যাবৎসমাপ্তি । অধিষ্ঠানং
 নিবাসম্ ॥ ৩ ॥ লোলপঞ্চলম্ আয়তঞ্চ দীর্ঘং লোচনযুগলং যস্য
 কন্যারত্নস্য তৎ । আকুলবিলাপঞ্চ তদ্বিধূবং বন্ধুবিরুদ্ধঞ্চ ।
 অনুরাগস্যানুগতোহধীনোহন্তরাঙ্গা মনো যস্য সঃ ॥ ৫ ॥ উদ্ধহানি
 পণিণেষ্যামি ॥ ৬ ॥ শৈব্যয়াহ্মনুজাতঃ সমুদ্রক্ষ্যামীতি নিশ্চিতত্বাৎ
 শৌৰ্য্যানুজ্ঞাভাবে কন্যারত্নস্য স্মৃষাত্তেহপ্যদোষঃ ॥ ৭ ॥ অধিষ্ঠানদ্বারং
 পুরদ্বারম্ ॥ ৮ ॥ ঐষদুদ্ভূতামর্ষণে ক্ষুরম্বধরপল্লবো যস্যঃ । অনা-
 লোচিতমবিচারিতমুক্তরবচনং যেন সঃ ॥ ৯ ॥ নাহং প্রসূতাপত্য-

বতী, অন্য চ পুত্রের বিশিষ্টা তে পত্নী নাতবৎ । কতমেন, স্মৃতেন
নিমিত্তেন স্ন্যাসম্বন্ধেন উপাধিনা বাচ্যাঃ ? অপি তু ন কেনা পীত্যা-
ক্ষেপঃ ॥ ১০ ॥ আত্মনি রাজ্ঞি শৈব্যায়া জৈব্যা কোপাত্যাং কলু-
ষিতং ক্ষুভিতং যদ্বচনং তেন মুষিতে বিবেকো যস্য তন্তয়া
দুরুক্তম্ অসম্ভাবিতার্থমপি যদ্বচনং তৎপরিহারার্থম্ ॥ ১১ ॥ সূর্য্যা
নববধূঃ নিক্রপিতা কল্পিতা ॥ ১২ ॥ অনন্তরঞ্চ শৈব্যা গর্ত্ত-
মবাপেত্যম্বয়ঃ । তত্র হেতুঃ, অতিশুদ্ধা যে লগ্নহোরাংশকাবয়বা-
শ্বেষুক্তং তথাস্থিতি । অস্ত্র-দেবতয়োক্তযুক্তিস্তেন সহকৃতো যঃ
শৈব্যারাজাত্যাং পুত্রজন্মাত্মকঃ আলাপস্তস্য গুণাৎ সাদৃশ্যাৎ ।
অস্ত্রদেবতাখ্যা কাচিদ্ভেদতা হি শুভাশুভবচনং তথাস্থিতি
অনুমোদতে, তত্র রাশীনায়দয়ো লগ্নং, রাশেরক্ষং হোরা, রাশের্ন-
বমো ভাগোহংশকঃ, অবয়বঃ দ্বাদশাদিঃ, এতেষু শুভেষু উক্তং
কৃতঞ্চাবশ্যং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ ন চ বিদগ্ধঃ কথং জ্যেষ্ঠায়ুপযমে ?
জ্যামঘস্য পূর্বপ্রতিজ্ঞাতত্বাদিতাদুহ্যম্ ॥ ১৪ ॥ স্ন্যাসাঃ
জ্যামঘস্য স্ন্যাসাঃ সত্যঃ পুত্রস্য ॥ ১৫ ॥ সত্ত্বতা এতে
বক্ষ্যমাণাস্তদ্বংশাঃ সাত্বতাঃ ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীধরস্বামিকৃতায়াম্

চতুর্থোহংশে দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

ত্রয়োদশে জ্যামঘস্য সত্ত্বতো সত্ত্বতাম্বয়ঃ । স্যামস্তকস্য চাখ্যা-
নং প্রসঙ্গাদনুবর্ণাতে । সত্ত্বতস্য ভজিনাদয়ঃ সন্ত পুত্রা বহুবুঃ ॥ ১ ॥
তদ্বৈমাত্রাঃ তেষাং নিম্যাদীনাম্ বৈমাত্রাঃ সাপত্নাঃ ॥ ২ ॥ তস্য
বভ্রোঃ, চকারাদ্ভেদান্নধন্যাপি স্নোকে যশো গীয়তে ॥ ৩ ॥ দুরাৎ

দূরে স্থিতং যথা শৃণুমঃ স্তম্বিকাং সমীপে স্থিতমপি, প্রত্যকৃতয়া
তথৈব পশ্যামঃ, ন ততঃ কিঞ্চিদপি ন্যূনম্। অতো বক্রমবুধ্যাণাং
মধ্যে শ্রেষ্ঠো দেবারুধস্ত দেবৈঃ সম ইতি ॥ ৪ ॥ বক্রোর্দেবারুধাদপি
তাভ্যামুদ্ভিষ্টমার্গেণ পুরুষাস্তংশিষ্যাঃ ক্রমেণ ষট্‌ষষ্ঠ্যাদয়োহ-
মৃতত্বং প্রাপ্তাঃ। বক্রদেবারুধাবিতি পাঠে বক্রং দেবরুধাঙ্গাসাদ্য
ইতি শেষঃ। স এবার্থঃ ॥ ৫ ॥ স্তম্বিকাবতং নাম পুরং তত্র স্থিতা
স্তপা মার্ভিকাবতাঃ ॥ ৬ ॥ রক্ষঃ স্তমিত্রযুধাজিতৌ পুত্রাবিত্যর্থঃ।
ততঃ স্তমিত্রাং ॥ ৭ ॥ সত্রাজিতঃ প্রসঙ্গাৎ স্যামস্তকোপখ্যানমাহ,
তস্যেত্যাদিনা যাবৎসমাপ্তি ॥ ৮ ॥ যথাবিশেষমুপলক্ষয়ামি তথা
কুর্কিতি প্রথমং বরপ্রার্থনা ॥ ৯ ॥

স্বধিক্ষ্যং স্বস্থানম্, অমলেন মণিরত্নেন মণ্যুস্তমেন সনাথকণ্ঠতয়া
অলকৃতকণ্ঠতয়া ॥ ১১ ॥ বিশ্রুকাঃ নিঃশ্রুকাঃ ॥ ১২ ॥ আত্মনিবে-
শনে স্বর্গহে চক্রে স্থাপয়ামাস ॥ ১৩ ॥ মণিরত্নেযু মণ্যুস্তমেষু প্রবরং
শ্রেষ্ঠং কনকস্রাবকত্বাৎ। ভারপ্রমাণং গণিতশাস্ত্রোক্তম্ “মাষৌ
দশার্জীপ্তপ্পঃ ষোড়শমাসৌ নিগদ্যতে কর্ঘঃ। স সুবর্ণশ্চ স্তু বৈষ্টৈ-
রেণ পলং চতুর্ভিষ্চ। তুলা পলশতং প্রোক্তং ভারঃ স্যাৎষিংশতি-
স্তুলা” ইতি ॥ ১৪ ॥ উপসর্গো রোগাদিঃ ॥ ১৫ ॥ তদ্রত্নবরলকং শুভদ-
মপি ভগবল্লিপ্সাভঙ্গাৎ বহুবর্ণপ্রদং জাতমিতি বক্তুমাহ, অচ্যু-
তোহপীতি ॥ ১৬ ॥ কৃষ্ণস্যাবগতো রত্নে লোভো যেন সঃ ॥ ১৭ ॥ ক্রী-
ড়নং ক্রীড়ামানম্ ॥ ১৮ ॥ বর্গাকর্ণি কর্ণে কর্ণে। কর্ণাকর্ণ্য ইতি পাঠে
কর্ণপরম্পরয়া ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥ সিংহপদদর্শনেন কৃতা পরিশুদ্ধির্য়স্য সঃ।
সিংহেনৈব প্রসেনো হতো ন কৃষ্ণেনেতি জনপদেন জাতত্বাৎ।
তথাপি মণিরত্নলোভাৎ সিংহপদমনুসার ॥ ২০ ॥ উল্লাপয়ন্ত্য
আকাজ্জজনকং বচনমুল্লাপনং তৎ কুর্কস্ত্যাঃ ॥ ২১ ॥ তদেবাহ,
সিংহঃ প্রসেনম্ ইতি ॥ ২২ ॥ লক্কঃ স্যামস্তকস্যোদন্তো বার্তা। যেন সঃ।
লক্কস্যামস্তকোহস্তুরিতি পাঠে জাতঃ স্যামস্তকঃ যেন সঃ, অস্তঃপ্রবিষ্ট
ইত্যর্থঃ। জাঙ্ঘল্যামানমতিপ্রকাশমানম্ ॥ ২৩ ॥ তৎ কৃষ্ণং স্যামস্তক-

স্মৃতিলাবসূচকং চক্ষুর্মস্য তন্ ॥২৪॥ তন্নিজ্জাতিং কক্ষমিধবক্ষঃ স্যা-
 কেপো বিলম্বঃ । কৃত্যধাবসারঃ কৃতনিশ্চয়াঃ ॥ ২৫ ॥ উপকৃতক্রিয়া-
 কলাপং হৃতক্রিয়াসমূহং প্রাজ্ঞাদিকম্ ॥ ২৬ ॥ বলপ্রাপ্তিরিতু-
 দিতি প্রসঙ্গাৎ প্রাজ্ঞপ্রশংসা উক্তা । তন্মাদবশ্যং প্রাজ্ঞাদিকং
 কর্তব্যমিতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥ কিমুতাবনিগোচরৈর্দ্রবুৈষ্যন্তত্রাপি নরা-
 ণামবদভূতৈতজভূতৈঃ ক্রীড়াসাধনৈরশ্বর্ষিধৈর্জৈতুং ন শক্য ইতি
 কিং পুনর্বক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ অবনেষ্ঠারস্যাগতানো যন্মাৎ তমা-
 জ্ঞানমখিলং জন্মাদিসমুহিতম্ আচচক্ষে আখ্যাতবান্ । যথা ভায়াব-
 তানং কৃতং করিষ্যমাণধাখ্যাতবান্ ॥ ২৯ ॥ যথা তিলাদিম্লেহ-
 যুক্তকবেণ মর্দয়ন্ প্রাস্তস্য প্রমমপনয়তি কশিৎ তথা প্রীত্যাঞ্জিতং
 মুক্তিং যুক্তং যৎ করতলং তস্য স্পর্শনেনৈনং জাম্ববন্তং বিগত-
 যুক্তপ্রমং চকারেত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ কন্যাং গ্রাহয়ামাস দত্তবান্ ॥ ৩১ ॥
 আশ্বশোধনার লক্ষণমপি মণিৎ কুচিমিধায়াগত ইতি দূর্জনবচন-
 নিবারণায় ॥ ৩২ ॥ দিষ্টা দিষ্টা ভদ্রং ভদ্রম্ ইত্যনন্দেনাপুত্রয়ং ॥ ৩৩
 প্রসঙ্গাগত-দ্যমন্তকাখ্যান-জাম্ববতীবিবাহবৎ, সত্যভামাবিবাহমাহ,
 সত্রাজিতোহপীতি । অভূতমলিনং মিথ্যামূর্খশঃ ॥ ৩৪ ॥ কক্ষে মিথ্যা-
 দোষারোপে ফলং বক্তুমাহ । ভাঞ্চেত্যাদিনা মণিরত্নমলভ্যতমিত্য-
 স্তেন । অতু্যপপৎস্যামঃ সাহায্যং করিষ্যামঃ । যদি বৈরানুবন্ধমণ্য-
 চ্যুতঃ করিষ্যতীত্যঙ্গীকৃতদ্বাদচ্যুতবলভ্যাতামুভাভ্যাং বৈরানু-
 বন্ধে সাহায্যাকরণেহপি ন দোষ ইতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥ কক্ষস্যান্যত্র
 গমনং বিনা সত্রাজিতবধাসম্ভবাৎ তৎ প্রসঙ্গমাহ, জতুগৃহেতি ।
 সর্বজ্ঞোহপি কক্ষঃ কুল্যার্থমাগতশ্চেত্ত্বহি পাণ্ডবা যুতা এবেতি
 সুর্যোধনস্য তদন্তেষণাদিবদ্রশৈথিল্যার্থং কুলোচিতকরণায় বারণা-
 বতঃ স্তুতিনাপুরং গত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

ইদানীদর্শনিমিত্তান্ বহুননখান্ বক্ষ্যাম্ কক্ষস্য পুরমপি মিশ্রণ-
 মিবোপসঙ্গমাহ, পিতৃবধার্বৈত্যাঙ্গিনা সারকং সাক্ষুদিত্যন্তেন ।
 (৩৭) এতৎ কর্তব্যবহিঃসিদ্ধা পরিভাষা ॥ ৩৭ ॥ পরিভুক্তান্তঃকরণেহপি

ইত্যস্যাং ভাবঃ । মদাজ্জালজ্জনকলমেতাংগণমেব । তস্য চ-
 পুত্রস্য তন্মণিরত্নং সত্যভামায়া এবৈতি মম মদ্বিষয়িনী অব-
 হাসনা । সত্রাজিতস্য বধে কথং ভগবতোহবহাসনেনত্যত আই,
 অনুজজ্যোতি । অত্র পাদপস্থানে ভগবান্, পক্ষস্থানে সত্রা-
 জিতঃ ॥৩৯॥ আবার্যামাবয়োঃ ॥৪০॥ ভগবতা চক্রিণা কৃকেন, সীরিণা
 বলভজ্ঞেণ চ সহানরবরাণাং মধ্যে কশ্চিদযোজ্যুং ন সমর্থঃ, ইত্য-
 স্বয়ঃ । ত্রিবিজ্ঞমাবতারে পাদপ্রহারেণ পরিকল্পিতং জগজ্জয়ং যেন ।
 প্রবলগ্নিপুচক্রেষু শত্রুসৈন্যেষু প্রতিহতং চক্রং বস্য তেন চক্রিণা,
 সীরিণা চ কিস্তু তেন ? মদযুদিতনয়নাভ্যাং বিলোকিতে নৈব অগ্নিবলং
 বিনাশয়তীতি তথা তেন, অতিগুরবে । মহাত্মো বৈরিণ এব বারিণাঃ
 তেষামাকর্ষণেনাবিকৃতো মহিমা যেন তথাবিধঃ উরুর্মহান্ সীমো
 হলমস্যাভীতি তথাভূতেন ॥৪১॥ স্যামন্তকমগ্নিন্যাসে বিদিতে
 ভগবান্ জাম্যতি, সত্রাজিতবধে অক্রুরস্যাপি সাহায্যমভীতি,
 তন্মাতৃদিত্যুক্তং, বদ্যন্তায়ামপীতি ॥৪২॥ অতুলবেগাম্ অতি-
 শীঘ্রগামিনীং শতযোজনবাহিনীং তাবদ্বজ্র একেনাচ্ছা গজ্জং
 সমর্থাম্ ॥৪৩॥ বাহুমানা বহনায় প্রের্যমাণা ॥৪৪॥ লোকে হি
 সর্কস্য সর্কজ ধনর্থমবিশ্বাস ইতি দর্শয়িতুং সর্কজোহপি ভগবান্
 বলদেবং প্রতি পুনরাহ, অত্রৈবেতি ॥৪৫॥ তং ত্রীকৃষ্ণমাক্ষিপ্য
 তিরস্কৃত্য ॥৪৬॥ প্রাসঙ্গিকমাহ, বাবজ্জেতি । অশিক্ত শিক্কাম্
 অকরোং ॥৪৭॥ তদেবং সর্কজয়োঃ ত্রীকৃষ্ণবলভজ্ঞয়োঃ মণ্যার্থে
 শপথাদিকং ভক্তস্যাক্রুরস্য চ জ্ঞাত্বা কৃষ্ণায় মণ্যপ্রদানং
 ধমদোষপ্রদর্শনার্থমেবোক্তম্ । বলভজ্ঞাগমনমাহ, বর্ষজয়েতি ।
 সংপ্রত্যাহ্য শপথাদিনা বিশ্বাস্য ॥৪৮॥ সুবর্ণধ্যানপরঃ এতা-
 বক্তিঃ সুবর্ণৈঃ কিং ক্রিয়ত ইতি বিচারপরঃ ॥৪৯॥ সঘনগতো
 দীক্ষিতো ॥৫০॥ মরকো জনমারী ॥৫১॥ অথ রামাদীনাং কৃষ্ণে
 স্যামন্তকাপহারশঙ্কানিরাসং বক্তুমাহ, অথাক্রুরেত্যাদিসা^{১১} বাহ-
 দধ্যায়সমাপ্তি ॥৫২॥ উরগারিকেতনো গরুড়ধ্বজঃ । বদ্যত ইদং

প্রচুরোপদ্রব্যাগমনম্ । এতন্নিমিত্তমালোচ্যতামিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥
 শ্রুতকগান্ধিন্যোর্থ্যাহাশ্রোয়াক্তিস্তৎপুত্রাক্রমহিসজ্ঞাপনার্থা ॥ ৫৪ ॥
 গর্ভে কন্যা পূর্বমাসীদিতি নিশ্চয়ো • জ্যোতিঃশাস্ত্রাদিনা ॥ ৫৫ ॥
 এবং পূর্বোক্তা গুণা যস্য মিথুনস্য তস্মাৎ ॥ ৫৬ ॥ ইতি পূর্বোক্ত-
 প্রকারেণাতিগুবতাকুরে ইতো নিক্সান্ততয়া নিমিত্তে সতি অপর-
 নিমিত্তানুসরণেনালং ব্যর্থমিত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥ কৃষ্ণশ্চিস্তয়ামাসেত্যতো
 ভগবতস্তস্য সৰ্বজ্ঞস্য তৎপরামর্ষণ মণিসম্ভাবনং লোকব্রহ্মানুসরণ-
 মাত্রং ন তদ্বৃত্তঃ, অন্যথা সমস্তমঙ্গলযুক্তো ভগবতি কৃষ্ণে সতি
 তদরিষ্টদর্শনমপি দূষটমিতি । তথাহি শ্লোকঃ “ইত্যাক্রোপদিশস্ত্যেকে
 বিন্মৃত্যু প্রাপ্তদাহতম্ । মুনিবাসনিবাসে কিং ঘটেতারিষ্টদর্শনম্ ॥”
 ইতি । তস্মাদেতল্লোকানুসরণং পরপ্রত্যয়েন স্বাপবাদপরিহার-
 পরমেবেতি ॥ ৫৮ ॥

অপ্পোপাদানং স্বপ্পজীবিকাদ্রব্যম্ । অন্যৎ প্রয়োজনং বিবা-
 হাদিকমুদ্दिश্য সমাজং সমুদায়মটীকরং কারয়ামাস ॥ ৫৮ ॥ বদার্থং
 যাদবাঃ সমাজতান্তদুপন্যস্য যুক্তমযুক্তং বেতি পৃষ্টা ॥ ৫৯ ॥ দান-
 পতে ! ইতি সম্বোধনং সাকুতম্ ॥ ৬০ ॥ ধারণোপক্লেপেন ক্লেপহেতু-
 নিয়মেন । ‘ভোগেষু অসঙ্গি মানসং যস্য সোহহং স্বমুখস্য কলাং
 লেশমপি ন বেদ্বি ॥ ৬১ ॥ তর্হি কিমিতি ময়ি নোক্তং ? তত্রাহ. এতা-
 বজ্ঞাত্রং স্বপ্পমপি অশেষরাক্রোপকারকমপি অয়ং ধারয়িতুং ন
 শক্নোতীত্যশক্তং মাং ভবান্ মংস্যাতে ইতি ভিয়া আত্মনা ময়া
 ভূভ্যাং নোদিতঞ্চ । অন্যাশেষরাক্রোতি পাঠেহস্য রাজঃ উগ্রসেন-
 স্যোত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥ কনকসয়দাকং স্তবর্ণসংপুটকম্ ॥ ৬৩ ॥ আস্থানং
 সভা ॥ ৬৪ ॥

মম বলভক্তস্যাত্মনা সহ অয়ং মণিঃ সামান্যঃ সাধারণ ইতি অচ্যু-
 তেন কৃষ্ণেনৈব সমম্বিচ্ছিতঃ স্বীকৃত ইতি হেতোঃ সম্পূহোহভবৎ ।
 ইহৈবৈকধাতোঃ ক্রঃ ॥ ৬৫ ॥ চক্রয়োঃস্তরাবস্থিতমিব সংশ্লিষ্টমা-
 স্ত্রানং মেনে । গোচক্রান্তরেতি পাঠে শকটচক্রবলীবর্জ্যস্তর্গতমি-

যেত্যাৰ্থঃ ॥ ৬৬ ॥ নান্যস্য এতজ্ঞয়ভিন্নস্য ॥ ৬৭ ॥ ততঃ কিমত আহ,
এতদিত্তি । অধারং ধারকমেব হস্তি ॥ ৬৮ ॥ বোড়শত্ৰীমহত্পরি-
গ্রহাদিত্তি ব্রহ্মচর্য্যং নৈব স্বটত ইতি কথনার্থং হেতুঃ ॥ ৬৯ ॥ ততঃ
প্রভৃতি প্রকটেনেতি বলতদ্রসত্যভামাদ্যভ্যুপাভাবাৎ । ভক্তে
অক্রূরে ভগবতা স্থাপিতমিতি লোকভয়াচ্চ মণিঃ শুভ্রং ভগবদ-
নুমতমেবাধারয়ৎ । ইদানীমভিশস্তিপরিহারায় স্বয়মেব কেবলং
প্রকটীকৃতমক্রূরো ধৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥

• মিথ্যাভিশস্তিকালনাং মিথ্যাভিশাপনিবর্তনোপায়ভূতং হরি-
চরিতং যঃ স্মরতি, তস্য মিথ্যাভিশাপো ন ভবতি । কৃষ্ণেন স্বভক্তে
মণিঃ স্থাপিত ইতি কৃষ্ণাভিযোগপরিহারায় পূৰ্ব্বং শুভ্রং দধার,
অনেনৈবাবতি প্রায়েণ শতধন্বনা মণৌ সমর্প্যমাণে যদ্যন্তাবস্থায়ামপি
নান্যস্য কথয়সি তহ্যাদাস্যামীত্যাচ, ন তু সৰ্ব্বজ্ঞ-কৃষ্ণবধনায়,
যজ্ঞকবচ-ধারণঞ্চ যাদবভয়াদেব ন তু কৃষ্ণভয়াং, অন্যথা মণিনা
সহ সত্যপ্রবেশো ন ঘটতে । অতোহক্রূরে মহাভাগবতে মণি-
স্পৃহাদিকপ্পেনমতিমন্দমিত্যুপেক্ষণীয়মিতি ভাবঃ ॥ ৭১ ॥

ইতি ত্রিবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীধরস্বামিকৃতান্নাং

চতুর্থেংশে ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

ক্রমাগতা বৃক্ষিবংশাঃ শৈলেনেয়াদ্যাস্ততুর্দশে । বর্ষ্যন্তে শিশুপালস্য
সায়ুজ্যধাত্ব সূচ্যতে ॥ সত্বতস্য সপ্তমঃ পুত্রো বৃক্ষিস্তৎপুত্রো অন-
মিত্রাশিনী । তত্রানমিত্রস্য নিম্নতঃ তস্য প্রসেন-সত্রাজিতাবিত্যেকো
বংশ উক্তঃ । তত্র প্রসঙ্গাগত-স্যমন্তকোদাহরণযুক্তম্, ইদানীমন-
মিত্রানুজস্যান্যস্য শিনেৰ্বংশ উচ্যতে । অনমিত্রস্যানুজ ইত্যা-

দিনা ইতি শৈনেনয়া ইত্যন্তেন । শিনেৰ্ৰংলঃ শৈনেনয়াঃ ॥ ১ ॥ পুনশ্চান-
মিত্রস্য বংশান্তরমাহ, অনমিত্রস্যোত্যাদিনা বহবোহভবমিত্যন্তেন ।
চিত্রকস্য স্বককস্যানুজস্য পুথুপ্রযুখাঃ পুত্রাঃ ॥ ২ ॥ অন্ধকস্য
সাত্ততপুত্রস্য কুকুরাদয়ঃ পুত্রাঃ ॥ ৩ ॥

তত্র কুকুরস্য বংশমাহ, কুকুরাদিত্যাদিনা উগ্রসেনতনুজা ইত্য-
ন্তেন । ভবসংজ্ঞসৈব উপনাম চন্দ্রনোদকদুন্দুভিরিতি ॥ ৪ ॥ তনু-
জাঃ কন্যাঃ ॥ ৫ ॥ ভজমানস্য সাত্ততপুত্রস্য কুমিল্লকগন্ধক ইত্যেকো
বংশ উক্তঃ, ইদানীং তসৈব বংশান্তরমাহ, ভজমানাদিত্যাদিনা
যাবদধায়সমাপ্তি ॥ ৬ ॥ হৃদিকাং কৃতবর্ষ-শতধনু-র্দেবমীচুবায়াঃ
পুত্রা বভূবুঃ । দেববাহাদ্যা ইতি পাঠে তু দেবপদেন দেবমীচু-
ব ইত্যোবোক্তঃ ॥ ৭ ॥ দেবমীচু বস্য পুত্রো যঃ শূরস্তস্য মারিষ্য নাম
পত্ন্যভূদিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ আনকাঃ পটহাঃ দুন্দুভয়ো ভেৰ্য্যঃ ॥ ৯ ॥ কানীনঃ
কন্যাকাবস্থায়ং জাতঃ ॥ ১০ ॥

অনাচারঃ স্বপুত্রাদিঘেবঃ, বিক্রমঃ শৌর্য্যং, তাত্য্যং সম্পন্নঃ ॥ ১১
অজতাঃ পূৰ্ণা বীৰ্য্যাদিশুণা বস্যা সঃ । বীৰ্য্যং-বলং, শৌর্য্যমুৎসাহঃ,
পরাক্রমঃ প্রভাবঃ, সমাক্রান্তাঃ ত্রৈলোক্যেশ্বর। যেন তথাভূতঃ প্র-
ভাবো বস্য সঃ ॥ ১২ ॥ বহুকালমুপভুক্তং ভগবৎসকাশাদেবাপ্ত-
শরীরপাতোন্তব-পুণ্যফলং যেন সঃ ॥ ১৩ ॥ অবাস্তরান্বয়ভয়ান্ত্র
শকস্য পুনরুক্তির্ন দোষায় ॥ ১৪ ॥ ভগবদ্ঘেবাদপি সায়ুক্ত্যমুপপাদ-
য়তি, ভগবান্ হীতি । দিব্যত্বেহপ্যনুপমস্থানং তথা প্রযচ্ছ-
তীতি ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াম্ শ্রীধরস্বামিকৃতায়াম্

চতুর্থেহংশে চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

হরৈর্জনিঃ পঞ্চদশে সংখ্যানুক্তিচ্চ বাদবে । সানুজ্যং শিশু-
পালস্য সোপপত্তিকমুচ্যতে ॥ বিষ্ণুনৈব নিহতজ্ঞাৎ প্রাগ্জন্মন্যেব
কিং ন মুক্ত ইতি, হিরণ্যকুশিপুস্ত ইত্যাদিপ্রমাণার্থঃ ॥ ১ ॥ বস্তুশক্ত্যা-
ভগবন্মামকীর্তনধ্যানাদিনা ক্ষীণকল্মষস্য তৎসাক্ষাৎকারেণৈবান্যেষা
মপি মোক্ষঃ, ততঃ শিশুপালস্তে চ তৎসম্ভবাৎ স মুক্তো নাতঃ
প্রাগিত্যস্তরার্থঃ । সনকাদ্যনুগ্রহাৎ তৃতীয়জন্মন্যেবাবশ্যং ভাবিত্বা-
ন্যোক্ষস্য তত্রৈব তজ্জৈতুসম্ভবমাহ, দৈত্যেশ্বরস্যেত্যাদিনা কিমুত
সম্যক্ ভক্তিমতামিত্যন্তেন ॥ ২ ॥ রজোদ্রেকেনি সঙ্কির্য্যার্থঃ । নির-
তিশয়পুণ্যেত্যাদিরূপা রজস উদ্রেকেণ প্রেরিতা একাগ্রা তমাত্র-
বিষয়িণী মতির্থস্য সঃ । তদ্ভাবনারূপাৎ যোগাৎ ততোহবাপ্তবধ এব
হেতুর্য়স্যাস্তামখিলত্রৈলোক্যমধ্যে আধিক্যধারিণীমতিশয়িতাৎ
ভোগসম্পদমবাপেত্যশ্বয়ঃ ॥ ৩ ॥

অতস্তস্মিন্ মনসোহনালঘনীকৃতেহবিষয়ীকৃতে পরব্রহ্মভূতে তদা
লয়ং সানুজ্যং নাবাপেত্যনুষঙ্গঃ ॥ ৪ ॥ দশাননভ্বেহপি অস্য দাশ-
রথিরূপদর্শনমেব পূর্ব্বমাসীৎ । বিপদ্যমানস্য চ তস্যাস্তঃকরণে
মানুষবুদ্ধিরেবাভূৎ, নায়মচ্যুত ইত্যাসক্তিনিশ্চয়োহভূদিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥
অচ্যুতবিনিপাতনমাত্রাৎ ফলং শ্রেষ্ঠং জন্ম ঐশ্বর্য্যাকাব্যাহতং কেব-
লমভূদिति ॥ ৬ ॥ তদন্তে চ মোক্ষং সহৈতুকমাহ, তত্র দ্বিত্যাদিনা
লয়মুপষ্যাবিত্যন্তেন । তত্র শিশুপালস্তে অচ্যুতনান্নামুচ্চারণমকরো-
দিতি সম্বন্ধঃ । কিং বিশিষ্টানাং ভগবন্মামকারণানি কেশিকংসবধ-
চক্রধারণাদীনি যান্যভবন্-তৈঃ কারণৈঃ প্রবৃন্তিনির্মিত্তৈঃ কৃতানাং
সঙ্কেতিতানাং কেশব-কংসধ্বংসি-চক্রপাণি-প্রভৃতীনাং সংতর্জনং
বাক্তাড়নং, তদনেন ভগবন্মামকীর্তনাবৃন্তিরুক্তা ॥ ৭ ॥

সাকারধ্যাননিষ্ঠামাহ, তচ্চ রূপমিতি । তজ্জগৎটনাংদ্বিষু আশ্রয়ঃ

শিশুপালস্য চেতসো নৈবাপবধাবিত্যম্বয়ঃ । আত্মনো বুদ্ধেষ্টেত-
সশ্চ নৈবাপবধাবিত্তি চার্থঃ ॥৮॥ ততশ্চ কীর্ত্তনধ্যানাত্মাং শুদ্ধান্তঃ-
করণস্য মোক্ষহেতু-সাক্ষাৎকারমাহ, তত ইতি । আক্ৰোশেষস্বাক্ষে-
পোক্তিস্থ ভগবতা অন্তঃ ক্ষিপ্তং যৎ চক্রং তস্যাংশুমালান্তিরু-
জ্জলম্ ॥ ৯ ॥ শিশুপালমুক্তিং নিগময়তি, এতদিত্তি । সুরাদি-
দূলভং ফলং মুক্তিরূপম্ ॥ ১০ ॥ . .

শিশুপাল-জন্মপ্রসঙ্গাগতং সমাপ্য প্রকৃতবংশমাহ, বহুদেবস্যোতি ।
পৌরবী পুরবংশোদ্ভবেতি রোহিণ্যা বিশেষণম্, অতএব পৌরব্যা
ন পৃথগ্বংশকীর্ত্তনম্ ॥ ১১ ॥ রোহিণ্যাঃ প্রাধান্যেন বলতদ্রাদীন্
বংশানুজ্ঞা অন্যানপি বংশানাহ, তদ্রাশ্বেতি । আদ্যশব্দেন পিণ্ডার-
কৌশীনরয়োগ্রহণম্ । অত্র পৌরব্যা ইতি পাঠেষ্পি রোহিণী-
নাম্না ইত্যর্থঃ । এতেষামেব রোহিণ্যস্তনয়া দশেতি হরিবংশে গ্রহ-
ণাৎ কুলজা বংশাঃ ॥ ১২ ॥ কীর্ত্তিমদাদীনাং প্রাগ্জন্মসংজ্ঞ্যেব
কীর্ত্তনমকৃতনাম্নামেব তেষাং কংসেন হননাৎ ॥ ১৩ ॥ রোহিণ্যা-
স্তনয়স্য সত্যো দেবকীপুত্রস্তং বলদেবস্য সমর্থয়িতুমাহ, অনস্তর-
ঞ্চোতি । দেবকীজঠরাদাক্ষ্য রোহিণীজঠরং নীতবতী ॥ ১৪ ॥ অনে-
নোপাধিনা স্বকর্ষণসংজ্ঞাং নির্বক্তি, কর্ষণাচ্চেতি ॥ ১৫ ॥

সকলং জগদেব মহাতরুস্তস্য মূলভূতঃ, ভূতা বর্ত্তমানাঃ অতী-
তাশ্চ ভবিষ্যন্তশ্চ আদিশব্দাৎ তন্তুল্লোকবর্ত্তিনো মহান্তশ্চ সকলা
যে সুরাসুরাদয়ন্তেষাং মনসামপ্যগোচরঃ । অজ্ঞতবো ব্রহ্মা তৎ-
প্রমুখৈরীশ্বরীবতাররূপৈঃ অনলপ্রমুখৈঃ দেবৈশ্চ প্রসাদিতো
বাসুদেবো দেবকীগর্ভে সমবততার ইত্যম্বয়ঃ ॥ ১৬ ॥ মানঃ সন্মানঃ,
অভিমানো মহিমা, তৎপ্রসাদেন বর্জিতো তৌ যম্যাঃ সা যোগ-
নিদ্রা যশোদাগর্ভমধিক্তিতবতী প্রাপ্তা ॥ ১৭ ॥

তস্মিন্ জায়মানে স্তু প্রসঙ্গাদিত্যচক্ষাদিগ্রহমিত্যাदि-বিশেষণেন
বিশিষ্টং জগদভবদিত্যম্বয়ঃ ॥ ১৮ ॥ আস্ম সর্কাস্ম অষ্টায়ুতানি লক্ষ-
ণোতি । এতেন রুক্মিণ্যাদীনামষ্টপনত্রীং দশ দশ পুত্রা জেমাঃ ।

অন্যাস্মাং যথাসম্ভবং পুত্রা জেয়াঃ । অনাদিমানাদিমন্তিঃ ॥ ১৯ ॥
চরিতার্থো যথার্থো ॥ ২০ ॥ অষ্টাশীতিলক্যাধিক-কোটিত্রয়পরি-
মিতাশ্চাপযোগ্যাসু চাপ্তশিক্ষাসু গৃহস্থিতা আচার্যাঃ শিক্ষকাঃ ।
এক আচার্য্যো বহুন্ পাঠয়তীত্যতঃ শিষ্যা অধিকাঃ কৃতবিদ্যা
বালাশ্চ ততোহধিকা ইত্যতো যাদবা অসম্ভ্যাতা ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

যত্র যদুকুলে সম্ভ্রানন্ অযুতানাং লক্ষণং সহায়ুতং দশো-
স্তরং শতকোটিঃ তদপি শতাধিকমান্তে অধিকস্যা জ্ঞাতুমশক্য-
ত্বাৎ সম্ভ্রানং নাস্তীতি ভাবঃ । অযুতলক্ষণান্তে সদাহক ইতি
পাঠে আহক উগ্রসেনপিতা অযুতানামযুতঞ্চ তেন দশোস্তরকোটি-
মিতেন বিশিষ্ট আস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥ যাদবানামসম্ভ্র্যে দুর্জয়দ্বৈ চ
হেতুমাহ, দেবাস্মুরেতি । দেবাস্মুরসংগ্রামে দেবৈর্হতা ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥
একাভ্যধিকং কুলশতং বৃষ্ণি-মধু-সাত্বতেত্যাদিতেদেন ॥ ২৪ ॥
প্রমাণে কার্য্যাকার্য্যনিয়মে প্রভুদ্বৈ পালকদ্বৈ চ নিদেশস্থায়িনঃ
বচনস্থা বভূবুঃ । বহুধুরিতি পাঠে পুত্রপৌত্রৈঃ বৃদ্ধিং প্রাপ্তা
ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

ইতি ত্রিবিম্বুপুরাণটীকায়াং ত্রিধরস্বামিকৃতত্য়ায়াং
চতুর্থেংশে পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

ষোড়শে তুর্বসৌর্কংশে মরুস্তাস্তোহনুবর্ণ্যতে । যযাতিশাপাৎ দুয়-
স্তং পৌরবং যঃ সমাস্থিতঃ ॥ এষ যদৌর্কংশঃ এবং যদুবংশং বিস্ত-
রমভিধায় তদনুজস্য তুর্বসৌর্বংশমাহ, তুর্কসৌরিতি যাবৎসমাশ্রিত ।
যযাতিশাপাদিতি । অত্র যদ্যপি রাজ্যানহংসরূপ এব শাপঃ প্রতী-

য়তে তথাপি তুব্ধং প্রতি বিশিষ্য সন্তত্যাচ্ছেদলক্ষণঃ শাপোহনীত
এব জায়তে ॥ ২

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীধরস্বামিকৃতায়াম্

চতুর্থেহংশে ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

ক্রহোঃ সপ্তদশে বংশঃ সংক্ষেপাদনুবর্ণ্যতে । স্নেহানাম্ য
উদীচ্যানামাধিপত্যমথাকরোৎ । জ্যেষ্ঠানুক্রমবশাৎ তুর্ক্বম্বকনিষ্ঠস্য
শর্ক্বিপুত্রস্য ক্রহোর্কংশমাহ, ক্রহোরিতি ॥ ১ ॥ স্নেহানামিতি
স্নেহাধিপত্যকথনাদব্যযাতিশাপপরিণামো স্নেহভাবঃ সূচিতঃ ॥ ২

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীধরস্বামিকৃতায়াম্

চতুর্থেহংশে সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ।

অষ্টাদশেহনুজস্যানোর্কংশঃ সমনুবর্ণিতঃ । প্রাতিলোম্যাৎ
সমুৎপত্তের্যোহনৌ সূতত্বমাগতঃ ॥ বলেঃ ক্ষেত্রে ভার্য্যায়াং জাত-
ত্বাৎ বালেয়ম্ ॥ ১ ॥

তন্মামেতি তেষামঙ্গাদীনাং নামানি ষাশাং সন্ততীনাং
তাসাং সংজ্ঞা যেষাং তে বিষয়া দেশা বভূবুঃ ॥ ২ ॥ ততশ্চিত্ররথ
ইতি বস্য পুত্রো রোমপাদসংজ্ঞো দশরথো জজ্ঞে যস্মৈ অজপুত্রো
দশরথঃ স্বকন্যাং দুহিতুং যুযোজ, দস্তবানিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ চম্পাং
পুরীম্ ॥ ৪ ॥ প্রাতিলোম্যেন ব্রহ্মকলয়োরন্তরালে সন্ধরে সন্তুতির্জম
বস্যাস্তম্যাং সূতায়ামিত্যর্থঃ । “ব্রাহ্মণ্যাং কত্রিয়াং জাতঃ সূতঃ” ইতি

মৃত্যেঃ অতো বাত্ববর্ণসকরা ইতি বচনাবিভয়ঃ সূত্র এব, অতচ্চ
কর্ণোহপি তৎসংশ্যাত্বং সূত্রেন ব্যাতিঃ ॥৫॥

সঙ্গুবাগতং কাৰ্ত্তিপঞ্জরস্থং পৃথগ্না কৃত্য্য অপবিদ্ধং কন্যা-
ব-
হায়াং জাতত্বাৎ সঙ্গুয়া পরিত্যক্তং কৰ্ণং পুত্রসংবাণ । “মাতাপিতৃ-
ভায়ুৎসৃষ্টং তয়োন্ন্যতরেন বা । যং পুত্রং পরিগৃহীয়াদপবিদ্ধঃ স
উচ্যতে” ইতি মৃত্যেঃ ॥ ৬ ॥ ইত্যোক্তে অজাঃ অজবংশাঃ ॥ ৭

ইতি ঐবিষ্ণুপুরাণটীকাসাং ঐধরস্বামিকৃতাসাং
চতুর্বেহংশে অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ।

উনবিংশোহধ্যায়ঃ ।

উনবিংশে ক্রমপ্রাপ্তঃ পুরোবংশো নিরুপাতে । দুয়ন্তাদ্বজ
ভরতো বস্মারা ভারতাস্ত্রিমে ॥ ঋতেমুন্নিভ্যাদিশক্কাঃ প্রাথমৈকবচ-
নাস্তানুকরণান্যেতানি নামানি যেষামাস্ত্রজানাত্তে তে ইত্যোক্তে
রৌজাশ্চস্যাশ্রজা ইতি পাঠঃ স্বগমঃ ॥১॥ দুয়ন্তো বৃগস্বার্থমরণ্যং
গতো বিশ্বামিত্রান্মনকারাং জাতাং শকুন্তলাং নাম কন্যাং কণ্ণা-
শ্রমে হুত্বা গাঙ্ঘর্ষণেণ বিবাহেন সঙ্গম্য গর্ভনাথায় স্বপুত্রং গতঃ সর্বং
বিসম্ভার । তাক জাতপুত্রাং কণ্ণপ্রহিতেন শিষ্যেণানীতাং মৃত্যুশ্চাপি
লোকাপবাদতরাদবীকুর্লস্তং দুয়ন্তং এতি দেবৈবর্গীতোহয়ং মোকঃ,
মাতোতি । ভদ্রা চর্ম্মপুটকং, তৎস্থানীয়া মাতা বীৰ্য্যাধারমাত্রং কিছু
পিতৃনিষেকুরেব পুত্রঃ । কিঞ্চ যেন পিত্রা জাতো জনিতঃ স এব
পুত্রঃ তদংশভূত-বীৰ্য্যোপাদানত্বাৎ, আস্মা তৈব জায়তে পুত্র
ইতি বচনাত । অতঃ পুত্রং ভরস্ব বিজুহি, শকুন্তলাঞ্চ নির্দোষাং
মাবসংহা ইতি ভরতনামনিরুক্তিরপি ॥২॥ কিঞ্চ রেতোধাঃ রেতসং
ধীমতে বিধীয়তে রেতোধাঃ কর্ম্মণ্যম্বন্ । উরসঃ পুত্রোহয়ংসকরাং
সরকাং ভজহং পিতরম্ উন্নয়তি উন্নং স্বর্গং নয়তি । বহা রেতো-

ଧାଃ ରେତଃସେକ୍ତା ତଂ ପୁତ୍ରଂ ଉନ୍ନୟତି । ତତଃ କିଂ ? ଅତ ଆହ, ହ୍ରଂ
ହ୍ରସ୍ତ ଭରତସ୍ତ ରେତୋଧାଃ ରେତଃସେକ୍ତା ଇତି ସତ୍ୟମେବାହ, ଅତୋ ଭର-
ତସ୍ତେତ୍ୟର୍ଥଃ । ନାମନିରୁକ୍ତିରୂପେକାର୍ଥପରସ୍ତାଂ ଶ୍ଳୋକ ଇତ୍ୟେକବଚନ-
ବିରୁଦ୍ଧଂ ॥୩॥

ନୈତେ ପୁତ୍ରା ମମାନୁରୂପା ମଂସଦୃଶା ଭବନ୍ତୀତି ଭରତେନୋକ୍ତାନ୍ତେଷାଂ
ମାତରୋଽସଂପୁତ୍ରମାତୃଦ୍ବେନ ବେଶମାତରମଜ୍ଜ ଇବାନ୍ୟାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ବନଂ
ବାସ୍ତୁତୀତି ପରିତ୍ୟାଗଭୟାଂ ତାନ୍ ପୁତ୍ରାନ୍ ଜନ୍ମସ୍ମୃତୀତିବତ୍ୟଃ ॥୪॥
ବିତଥେ ବ୍ୟର୍ଥେ ସତି । ଦୀର୍ଘତମସେତି । ଅତ୍ରେୟଂ କଥା, ବ୍ରହ୍ମସ୍ପତିରଶ୍ର-
ଜନ୍ୟା ଉତଥାନ୍ୟା ମମତାଧ୍ୟାୟାଂ ଭାର୍ଯ୍ୟାୟାଂ ବ୍ରହ୍ମସ୍ପତିଃ କାମାଭିଭୂତୋ
ରେତୋଽହସ୍ତଜଃ । ତତ୍ତ୍ୱ ଗର୍ଭଂ ପ୍ରବିଶଂ ଗର୍ଭସ୍ଥିତେନ ସ୍ଥାନସଙ୍କୋଚଭୟାଂ
ପାର୍ଶ୍ଵାଘାତେନାପାସ୍ତଂ ବହିଃ ପାତ୍ତିତମପି ଅମୋଘବୀର୍ଯ୍ୟତୟା ଭରତାଞ୍ଜ-
ନାମା ପୁତ୍ରୋଽଭବଂ । ଗର୍ଭସ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମସ୍ପତିନା ଶମ୍ଭୋଽହସ୍ତୋ ଦୀର୍ଘତମା
ନାସ୍ମାଭବଂ । ସ ଭରତାଞ୍ଜୋ ଦେବୈର୍ଦ୍ଦଣ୍ଡଃ ॥୫॥ ତତ୍ର ଚ ଭରତାଞ୍ଜନାମନି-
ରୁକ୍ତିପରସ୍ତନ୍ମାତାପିତ୍ରୋର୍ଭିବାଦରୂପଃ ଶ୍ଳୋକୋ ଦେବୈଃ ପଠିତଃ ॥୬॥

ମୁଢ଼େ ! ମମତେ ! ହାଜଂ ହାତ୍ୟାମାବାତ୍ୟାଂ ଜାତମିମଂ ପୁତ୍ରଂ ଭର-
ପୁତ୍ରାଂ, ଏବଂ କ୍ରବନ୍ତଂ ବ୍ରହ୍ମସ୍ପତିଂ ମମତାହ, ହେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ପତି ! ହ୍ରମେବେମଂ
ହାଜଂ ଭର, ଇତି ପରମ୍ପରମୁକ୍ତ୍ୱା ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ପିତରୋ ମମତା-ବ୍ରହ୍ମସ୍ପତି
ଯଦ୍ୟନ୍ୟାଂ ଯାତୋ, ତତଃ ଭରତାଞ୍ଜନକୋକ୍ତେଭରତାଞ୍ଜନଂ ଜ୍ଞୋତୁଦି-
ତ୍ୟର୍ଥଃ । ଯାତୋ ଯଦ୍ଦୁଃଖାଦିତି ପାଠେ ବିବଦମାନାବିତାଧ୍ୟାହାର୍ଯ୍ୟାମ୍ ॥୭॥
ଭରତାଞ୍ଜନୈସ୍ତେ ଭରତପୁତ୍ରହ୍ରଦଶାୟାଂ ବିତଥନାମ୍ନୋ ନିରୁକ୍ତିମାହ, ଭର-
ତାଞ୍ଜନେତି । ପିତୃଭ୍ୟାଂ ଗତେ ସତି ମରୁନ୍ତିଭୂତୋଽପି ମରୁତ୍ସେନା-
ସାଗତୁର୍ଦୈନ୍ତନ୍ୟା ବିତଥେ ପୁତ୍ରଜନ୍ମାନି ଯତୋ ଦନ୍ତସ୍ତତୋ ବିତଥସଂଜ୍ଞା-
ମବାପେତ୍ୟର୍ଥଃ ॥୮॥

ତତସ୍ତାତ୍ୟାଂ ଗାର୍ଗ୍ୟାଃ ନୈମନ୍ୟାଶ୍ଚ ଗର୍ଗବଂଶ୍ୟସ୍ତାଞ୍ଛିନିବଂଶ୍ୟସ୍ତାଞ୍ଚ
ନମାଧ୍ୟାତାଃ କ୍ରତ୍ରିୟା ଏବ କେନଚିଂ କାରଣେନ ବ୍ରାହ୍ମଣାଶ୍ଚ ବଭୂବୁଃ ॥୯॥
ଅଜମୀଠସ୍ୟ କଣ୍ଠାଦିରେକୋ ବଂଶଃ, ବ୍ରହ୍ମଦିକ୍ଷାଦିରପରୋ ବଂଶଃ, ନୀଳାଦି-
ରପରଃ କଞ୍ଜାଦିଚ୍ଚାପରଃ ॥୧୦॥ କାମ୍ପିକ୍ଷାଂ ନଗରଂ ତସ୍ୟାଧିପତିଃ ॥୧୧॥

শুকস্যাব্যাসপুত্রস্য দ্বিহিতরং, হরিবংশে তথৈব দর্শনাৎ । তথো-
ক্তম্ “পরশরকুলোৎপন্নঃ শকো নাম মহাবিশাঃ । ব্যাসাদরণ্যং
সম্ভূতো বিধূমোহগ্নিরিব জ্বলন্ । স তস্যাং পিতৃকন্যায়াং পীবর্যাং
জনয়িষ্যতি । কৃষ্ণং গৌরপ্রভুং শম্ভুং তথা ভূরিশ্রুতং জয়ম্ । কন্যাং
কীর্ত্তিমতীং বর্ষ্ঠীং যোগিনীং যোগমাতরম্ ॥ ব্রহ্মদত্তস্য জননীং
মহিষীমনুহস্য চ ॥” ইতি বায়ুপুরাণেহপীদমেব বচঃ ॥১২॥ যঃ
কৃতশ্চতুর্কিংশতিং সংহিতাশ্চকার ॥১৩॥

নীপাঃ ক্ষত্রিয়বিশেষান্তেষাং ক্রয়ঃ কৃতঃ । পঞ্চানাম্ বিবরণাং
মদীরানাং দেশানাম্ ॥১৫॥ শরদ্বতো গোতমাৎ স্কন্দং স্থলিতম্ ।
ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয় ইতি, ক্ষত্রিয়া এব সন্তঃ কেনচিৎ কারণে
ব্রাহ্মণা বভূবুরিত্যর্থঃ ॥১৬॥ কুপয়েতি নাম নিরুক্ত্যর্থম্ ॥১৭॥
কুরুণা স্বেনোপলক্ষিতং ক্ষেত্রং দেবপ্রসাদাক্ষর্যকারণং ক্ষেত্রং
চকার ॥১৮॥ সকলদ্বয়রূপং জন্ম যস্য জরয়া রাক্ষস্যা সন্ধিতো
যোজিতঃ ॥১৯॥

ইতি ত্রিবিম্বুপুরাণটীকায়াং ত্রিধরস্বামিকৃতান্নাং

চতুর্থেংশে উনবিংশোহধ্যায়ঃ ।

বিংশোহধ্যায়ঃ ।

বিংশে ভু কুরুপুত্রাণাং বংশানাহ পরশরঃ । যত্র স্বপুত্রসন্তান-
ধৃতরাষ্ট্রাদিসন্ততিঃ ॥ কুরোঃ পুত্রাণাং মধ্যে স্ত্রধনুষো বংশ উক্তঃ,
ইদানীং কুরুপুত্রস্যেব পরিক্রিতো বংশ উচ্যতে, পরিক্রিত ইতি ॥১॥
কুরুপুত্রস্যেব জহোর্কিংশমাহ, জহোরিতি ॥২॥ পুরৌক্তাৎ অজমীঢ়-
পুত্রাষ্ট্রাদন্যঃ ॥৩॥ দেবাপেক্ষংশো নাভবদিত্যাশয়েনাহ, দেবা-
পিরিতি ॥৪॥ যং যং জন্তুং স্পৃশতি, স স যৌবনমেতি, শাস্তিধা-
প্নোতি । এতাবতা যৌবনাদিরূপং শং কল্যাণং তনোতীতি শাস্ত্র-
নু-

নামনিরুক্তিরুক্তেতি জ্ঞেয়ম্ ॥৫॥ প্রসঙ্গাৎ পরিবেদনদোষমাহ,
তস্যোত্যাদিনা ন বর্ষ ভগবান্ পঙ্কন্য ইত্যন্তেন ॥৬॥

অশ্বসারিণা অশ্বসারিনাম্না স্বয়মেব তপস্বিবেশধারিণঃ প্রয়ো-
জিতাঃ ॥৭॥ অতি-ঋজুমতেঃ যথাক্রতার্থগ্রাহিণঃ ॥৮॥ শাস্ত্রনো-
র্কংশমতিবিস্তরেণাগ্রে বক্ষ্যন্ প্রথমং বাহ্লীকবংশমাহ, বাহ্লীকস্যোতি
॥৯॥ যম পরাশরস্য পুত্রঃ মৎপুত্রঃ তুর্জিষায়াং দাস্যাম্ ॥১০॥
মণিপূরং নাম নগরং তৎপতেঃ পুত্র্যাং পুত্রিকাধর্মেণ “অস্যাং
যো জায়তে পুত্রঃ স মে পুত্রো ভবেদिति” কন্যাদাতুর্দ্বাধ্বেন ॥১১॥
পরিক্ষীণেষু কুরুষ্বিতি ভগবতস্তদ্রক্ষণে পরিক্ষিণামনিরুক্তৌ চ
হেতুঃ । আশ্বেচ্ছামাত্র-কারণেন মানুষরূপং ধর্তুং শীলং যস্য
তস্য পুনজ্জীবিতমবাণ্য পরিক্ষিতং যজ্ঞে ॥১২॥

সাম্প্রতিমিত্যানেন পরিক্ষিত্রাজ্যকাল এব পরাশরমৈত্রেয়-
সংবাদ ইতি গম্যতে । অখণ্ডিতা আয়তিঃ প্রভাবো যত্র তদ্ব্যথা
স্যাদिति ক্রিয়া বিশেষণং স্যাৎ প্রভাবেহপি চায়তিরিত্যমরঃ ।
আয়তিরুক্তরফলং ধনাদিসম্পদং, সা অখণ্ডিতা যত্র তদ্ব্যথা
স্যাদिति বা ॥১৩॥

ইতি ত্রিবিষ্ণুপুরাণটীকায়াম্ ত্রিধরুশ্বামিকৃতায়াম্
চতুর্থেংশে বিংশোহধ্যায়ঃ ।

একবিংশোহধ্যায়ঃ ।

একবিংশে পুরোর্কংশো ভবিষ্য উপবর্ধ্যতে । ক্ষেমকং প্রাপ্য যঃ
সংহ্রাৎ কলাবুপগমিষ্যতি ॥ কুরুপুত্র-পরিক্ষিত ইবাস্যাপি জনমে-
জয়াদি-সংজ্ঞা এব চত্বারঃ পুত্রাঃ ॥১॥ তস্য জনমেজয়স্য । আশ্ব-
বিজ্ঞানপ্রবণস্তৎপরঃ ॥২॥ পুরৌজ্যাজনমেজয়পুত্রাদপরঃ শতা-
নীকঃ ॥৩॥ ব্রাহ্মণঃ ব্রাহ্মণস্য, ক্ষত্রিয়ঃ ক্ষত্রিয়স্য চ যোনিঃ কারণং

কল্পিতৈরেব কৈশিকস্তপোবিশেষাৎ ব্রাহ্মণ্যং লুক্মিতি পূৰ্বং
তথোক্তত্বাৎ । সংস্থাৎ সমাপ্তিম্ ॥৪॥

ইতি ত্রিবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং ত্রিধরস্বামিকৃত্যাং
চতুৰ্থেংশে একবিংশোহধ্যায়ঃ ।

দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

সোমবংশে ভবিষ্যাণাং রাজ্যমত্র প্রসঙ্গতঃ । দ্বাবিংশে সূর্য্য-
বংশানাং ভবিষ্যে বংশ উচ্যতে ॥ বৃহৎলসোতি, চতুৰ্থেহধ্যায়ে
অৰ্জুনতনয়েনাভিসমু্যনা ভারতে যুদ্ধে কয়মনীয়তেত্যত্র দর্শিত-
স্তস্যোত্যর্থঃ ॥ ১ ॥ যত্র যত্র নাম্নাং বৈলক্ষণ্যং দৃশ্যতে তত্র কল্প-
যুগাদি-ভেদেন ব্যবস্থাপনীয়ম্ ॥২॥

ইতি ত্রিবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং ত্রিধরস্বামিকৃত্যাং
চতুৰ্থেংশে দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ।

বাহুদ্রথানাং বংশেহপি ভবিষ্যানবদনুস্থপান্ । অস্ত্যো রিপুঞ্জয়ে
যত্র তদন্তে প্রাভবৎ কলিঃ ॥ সোম-সূর্য্যবংশয়োভবিষ্যানু স্থপা-
নুজ্ঞা সোমবংশ-পল্লবভূতানাং বাহুদ্রথানাং ভবিষ্যানাহ, মাগধা-
নামিতি । তত্র চ সঙ্গত্যর্থং কীর্তিতানামপি অরাসঙ্কাদীনামমু-
বাদং কুর্কময়ুতায়ুঃপ্রভৃতীন্ ভবিষ্যানাহ, অত্র হীত্যাদিনা যাবৎ-
সমাপ্তি ॥২॥ বাহুদ্রথা বৃহদ্রথবংশোন্তবাঃ ॥৩॥

ইতি ত্রিবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং ত্রিধরস্বামিকৃত্যাং
চতুৰ্থেংশে ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ।

চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

চতুর্বিংশে কলেক্ষ্মসম্ব্যে কুদ্রাস্তথ্য স্থপাঃ । ভূমেগীতাব-
শিক্ষা চ বৈরাগ্যায় নিরূপিতাঃ ॥ ইদানীন্তু তৎশাণ্যানেব ভূভুজঃ
কালেনাপ্পবলপৌরুষান্ মলীমসান্ দম্ব্যপ্রায়াংশ্চাহ, যৌহয়মি-
ত্যাদিনা সর্কে পৃথিব্যাং ভূভুজো ভবিষ্যন্তীত্যস্তেন ॥১॥ প্রদ্যোতাঃ
প্রদ্যোতনামানঃ । অত্র চ রাজ্ঞাং তদ্রাজ্যানাং বর্ষসম্ব্যায়ায়ু-
দ্যম্পদ্ব প্রদর্শনেন বৈরাগ্যার্থ্য ॥২॥ শৈশুনাগাঃ শিশুনাগাপ-
ত্যনি ॥৩॥ মহাপদ্ম ইতি । কোটিঃ শতশৃণং পদ্মং, পদ্মশতশৃণং
খর্কং, তদ্বশশৃণং পুনঃ নিখর্কং, তদ্বশশৃণং মহাপদ্মমিহেযাতে,
ইত্যুক্তেষ্টাবৎসম্ব্যাকস্যা সৈন্যস্য ধনস্য বা স্বামী মহাপদ্মো নন্দঃ
॥৪॥ একমেব ছত্রং যস্যাত্ তাম্ ॥৫॥ নন্দান্ নন্দ-তৎপুত্রাংশ্চ
কৌটিল্যঃ কৌটিল্যপ্রধানঃ বাৎসায়ন-বিষ্ণুশৃঙ্গাদি-পর্যায়শ্চাণক্যঃ
সমুজ্জরিষ্যতি উম্মলয়িষ্যতি ॥৬॥

চন্দ্রশৃণং নন্দসৈন্যেব পত্ন্যস্তরস্য যুরাসংজ্ঞস্য পুত্রং মৌর্য্যাণাং
প্রথমন্ ॥৭॥ শুক্রাঃ শুক্রসংজ্ঞাঃ ॥৮॥ তানেবাহ, পুষ্পমিত্র ইতি,
পুষ্পমিত্রঃ শুক্রানাং প্রথমঃ ॥৯॥ অনমিত্রাদয়ো নব এবং শুক্রা
দশ ॥১০॥ কণান্ কণনংজ্ঞপান্ ভূর্যাস্যতি প্রাপস্যতি । ততঃ কণা-
নেষা ভূর্যাস্যতি ॥ ১১ ॥ কণান্ কথং ভূর্যাস্যতি ? তত্রাহ, দেবভূতি-
মিতি । শাতকর্ণীতু্যপনাম ॥১২॥ এতে স্বকৃভৃত্যত্রিংশদিত্য-
ন্বয়ঃ ॥১৩॥ আভীরাদ্যা মৌনাস্তা একোনাশীতি-রাজান একোন-
চতুর্দশ-শতবর্ষাণি পৃথিবীং ভোজ্যন্তি ॥১৪॥ ততশ্চ পৌরাত্নীগ্যদ-
শতানি ভোজ্যন্তি । কচিৎ পৌরা ইত্যত্র পুনর্মৌনা ইতি পাঠঃ ।
তদা আভীরাদিমধ্যগণিতানামপি মৌনানাং ব্যতিরেকেণ পূর্ক-
রাজ্যবর্ষসম্ব্যায়, ইয়ন্ত ততঃ পৃথগেব মৌনানাং রাজ্যবর্ষশতত্রয়-
সংখ্যেতি জ্ঞেয়ম্ ॥১৫॥

কেলিকিলা নগরী তত্র তবাঃ কৈলিকিলাঃ, তেষাং মুর্দ্ধাভি-

বিভক্তাঃ মুখাঃ । বিজ্ঞানশক্তিৰ্ম্মুক্তাভিবিক্ত ইতি পাঠে কল্পিয়মুখা
ইত্যর্থঃ ॥১৬॥ তেষাং বিজ্ঞানজ্ঞানাদীনাং যথাযথং ত্রয়োদশ পুত্রাঃ,
বাহ্লীকান্চ ত্রয়ঃ, পুষ্পমিত্রাদয়স্ত্রয়ো দশ মেকলা । মেকলদেশজাঃ,
সপ্তকোশলায়াং নবৈব নৈষধাস্তাবস্তঃ নবৈব ভূপতয়ো ভবিষ্যন্তি ।
মেকলাদিদেশানাং মধ্যে ত্বগ্রসিদ্ধা । দেশান্তস্তদ্রদেশীয়া জ্ঞেয়াঃ ॥১৭॥
কক্ষজাতিং কক্ষজাং সঙ্করজাতিম্ উগ্রসূতাদিরূপাম্ । এতে তত-
স্তৎপুত্রা ইত্যরভ্য শূদ্রা ইত্যন্তান্তুল্যকালঃ খণ্ডমণ্ডলপতয়োহপ-
প্রসাদদ্বাদিবিশিষ্টা ভূভূতো ভবিষ্যন্তীত্যম্বয়ঃ ॥১৮॥

রাজাশ্রয়েণ শুশ্রূণো বলিনঃ ন তু ধৰ্ম্মেণ, স্নেহাশ্চাৰ্য্যাশ্চ বিপর্য-
য়েণ স্নেহা মধ্যে আৰ্য্যাশ্চাস্তে ইত্যোতক্রপেণ ॥১৯॥ জগতি ধৰ্ম্ম-
স্যানুদিনং জ্ঞানাদর্থস্য চ ব্যবচ্ছেদাং সঙ্কর্যো ভবিষ্যতি ॥২০॥
রত্নতানুভাগিতা রত্নভূত-তানুদিনস্ত্বমেব পৃথিবীহেতুরুত্তমভূমি-
ত্বৈ কারণং নতু পুণ্যতীর্থাদিসত্ত্বম্ । উন্নতাস্থমন্তেতি পাঠে উন্নতে
গিরিতটাদাবস্থমত্ত্বম্ ॥২১॥ রক্তিঃ জীবিকা ॥২২॥ ভয়গর্ভোচ্চারণং
ভয়োপদর্শনপূর্ব্বকমুচ্চারণম্ ॥২৩॥ দানমেব ধৰ্ম্মহেতুঃ, নতু যাগাদিঃ ।
আচার্যৈব সাধুত্বহেতুঃ ॥২৪॥

স্বীকরণমেব বিবাহহেতুর্ন তু স্মৃত্যদ্যুক্ত-বিধিপ্রকারঃ । সন্দেশধারী
দাস্তিকঃ । কলিযুগে ক্রয়মশেষং যাতি সতি জনঃ ক্রয়মুপৈষ্যতীত্য-
ম্বয়ঃ ॥২৫॥ এবং কলেরন্তে কংক্যবতারেণ সত্যযুগপ্ররুতিমাহ, শ্রৌত-
স্মার্ত্তে তাদিনা । আদিময়স্য সর্গকারণরূপম্যাস্তময়স্য নিষেধাবধি-
ভূতস্য, অতএব সর্গময়স্য নিখিলকার্যময়স্য । ততো বিকারাদি-
প্রাপ্তাবাহ, ব্রহ্মময়স্য অষ্টগুণক্ৰিসমম্বিতঃ । “অগ্নিমা লবিমা প্রাপ্তিঃ
প্রাকাম্যং বশিতা তথা । যত্র কামাবসায়িত্বং মহিমেতি গুণাষ্টকম্”
ইতি প্রোক্ত-গুণযুক্তঃ । অন্যে অন্যথা গুণাষ্টকং বদন্তি । “অগ্নিমা
মহিমা চৈব লবিমা গরিমা তথা । ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ প্রাকাম্যং
কামমেব চেতি ॥২৬॥

প্রবুদ্ধানামিত্যেনেব সত্ত্বগুণোদ্রেকো দর্শিতঃ । তেন কালেন কৃতা-

নামাহিতশক্তিানামিতার্থঃ ॥২৭॥ তৎকাল কৃতেনি পাঠে প্রসূতে-
 র্মিলেষণম্ ॥২৮॥ কালস্বভাবাদেব কৃতযুগধৰ্ম্মানুসারীনি ॥২৯॥
 এতৎ সৰ্বং কস্মিন্ বোগে ভবিষ্যতীতাপেক্ষায়ামাহ, অত্রোচ্যত
 ইতি । তিষ্যঃ পুষ্যঃ, চন্দ্রার্কবৃহস্পতীনাং তিষ্যযোগে কৃতং সত্য-
 যুগং ভবিষ্যতি । যদ্যপি প্রতিবাদশাকং কর্কটস্থে বৃহস্পতৌ অমা-
 বাস্যায়াং ত্রয়াণাং পুষ্যার্কেণ যোগঃ স্যাৎ তথাপ্যেকরাশৌ সমেষ্য-
 স্তীতি সহপ্রবেশোক্তেনাতিপ্রসঙ্গঃ ॥৩০॥

উক্তং রাজবংশং নিগময়তি, অতীতা ইতি । অনাগতা ভূপালাশ্চ
 উক্তাঃ ॥৩১॥ অনাগতাঃ ক্ষত্রিয়বংশঃ কিয়ৎকালং স্থাস্যতীত্যপে-
 ক্ষায়ামাহ, যাবদिति । পঞ্চদশোত্তরসহস্রবর্ষপর্যন্তং শুদ্ধঃ ক্ষত্রিয়-
 বংশঃ স্থাস্যতি, অনন্তরং নন্দেন সৰ্বক্ষত্রিয়নাশাদিত্যর্থঃ ॥৩২॥
 কলেঃ প্রবৃন্তিং বুদ্ধিঞ্চ বজ্রং তৎকাললক্ষণমাহ, সপ্তর্ষীগামিতি ।
 প্রাগগ্রং শকটাকারং তারাসপ্তকং সপ্তর্ষিমণ্ডলং, তত্র পূৰ্ব্বত
 ঐষাকারেঃ প্রমধ্যস্থলেনু মরীচি-সভার্য্যবসিষ্ঠাদিরসঃ, ততঃ পশ্চিমে
 খট্টাকারে তারাততুক্ষে ঐশানাগ্নেয়-নৈর্ঋতি-বায়ব্য-কোণেষজি-
 পুলস্ত্য-পুলহ-ক্রতবো যথাক্রমং তত্র যৌ পূৰ্ব্বৌ প্রথমোদিতৌ
 পুলহ-ক্রতুসংজ্ঞৌ দৃশ্যেতে, তয়োস্তৎপূৰ্ব্বয়োশ্চ মধ্যে সমং দক্ষি-
 ণোত্তররেখায়াং সমদেশাবস্থিতং যদস্থিন্যাদিনক্রেত্বন্যতমনক্রেত্বং
 দৃশ্যেতে, তেন তথৈব যুক্তা নৃণামক্ষতং তিষ্ঠতি ॥৩৩॥

কাললক্ষণযুক্তা কলিপ্রবৃন্তিমাহ, ত ইতি । ১০ তদা সঙ্ক্যাসঙ্ক্যাং-
 শাভ্যাং সহ দ্বাদশাকশতায়কঃ কলিঃ পূৰ্ব্বসঙ্ক্যা পূৰ্ব্বং সঙ্ক্যারূপেণ
 প্রবৃন্তোহপি সঙ্ক্যারূপমতিক্রম্য স্তেন রূপেণ প্রবৃন্তঃ প্রকর্ষণে বৃন্ত
 ইত্যর্থঃ ॥৩৪॥ এতদেব স্পষ্টীয়তি, যদেবেতি দ্বাভ্যাম্ ॥৩৫॥ পৃথ্বী-
 পরিষ্বে ভূমেঃ পরিভবে সমর্থ ইত্যুক্তেঃ পূৰ্ব্বমপি কলিঃ প্রবিষ্ট
 ইতি গম্যতে ॥৩৬॥ সাক্ষাৎ কলিপ্রবেশে তু যুধিষ্ঠিরাদিভিঃ স্বরাজ্যং
 পরিত্যজমিত্যাহ, গত ইতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৩৭ ॥ কলেঃ প্রবৃন্তিযুক্তা
 বুদ্ধিমাহ, প্রয়াস্যান্তি ইতি ॥৩৮॥ পূৰ্ব্বোক্তমেব কলিপ্রবেশকাল-

মহুদ্য তৎসম্ভাষ্যাহ, যন্মিত্তি ত্রিভিঃ ॥৪০॥ ত্রীণীতি সঙ্খ্যা-
সঙ্খ্যাংশভাষ্যং বিনেতি জেয়ম্ ॥৪১॥

দিব্যানি দিব্যসম্ভাষ্য সঙ্খ্যাতানি মপ্তপঞ্চসম্ভাষ্য দ্বাদশাক-
শতানীত্যর্থঃ । নিঃশেষেণ তস্মিন্ গতে সতীতি শেষঃ । কৃতং কৃত-
যুগম্ ॥৪২॥ ব্রাহ্মণাদিবংশঃ ক্ষত্রিয়বংশশ্চ সকলঃ কিমিতি নোক্তঃ,
ইত্যত আহ, ব্রাহ্মণা ইতি দ্বাভ্যাম্ ॥৪৩॥ কুলে কুলেহবাস্তরকুলেষ্ণু
নামধেয়ানাং পরিসম্ভাষ্য বহুত্বাৎ সমাননামতয়া পৌনরুক্ত্যাক্ত
নোক্তা ॥৪৪॥ মহাপদ্মাত্মনন্দাৎ ক্ষত্রিয়াণাং নাশেইপি পুনঃ প্রবৃ-
ত্তিমাহ, দেবাপিরিতি দ্বাভ্যাম্ ॥৪৫॥ ক্ষত্রস্য অবৰ্ত্তকৌ ভবিষ্যতঃ,
যতো মনোর্বংশে সোমসূর্য্যাবংশরূপে বীজভূতৌ ব্যবস্থিতৌ ॥৪৬॥
কলেঃ সঙ্খ্যায়ামেব ক্ষত্রিয়সম্ভাষ্য ত্রীণি যুগানি ভুক্ত্যত ইত্যুক্তম্
॥৪৭॥ দেবাপি-সম্ভবদন্যত্রাপি কলৌ ব্রাহ্মণাদীনাং বীজভূতানাং
স্থিতিমাহ, কলৌ স্থিতি ॥৪৮॥ বংশকথনস্য বৈরাগ্যে তাৎপর্য্যমাহ,
এতে চেতি । ভূমণ্ডলে নিত্যে কল্পান্তস্থায়িনি তদপেক্ষয়া অনি-
ত্যানি অস্থিরাণি কলেনরাণি যেষাং তথাভূতৈরপি মনস্ত্বং কৃতম্ ॥
৫০॥ মোহান্ধম্ভমেবাহ, কথং মমেয়মিতি দ্বাভ্যাম্ ॥৫১॥ তেভাস্তেভাঃ
পূৰ্ব্বতরা ইত্যেনেনাতীতানাং মোহানবস্থা দর্শিতা, এবং ভবিষ্যা
ইত্যানাগতানাং মোহানবস্থা ॥৫২॥ এতদেব পৃথিবীগীতৈঃ প্রপঞ্চ-
য়তি, কথমেবা ইতি নবভিঃ । ফেনধর্ম্মাণঃ কণভঙ্গুরা ইত্যর্থঃ ॥৫৫॥

পূৰ্ব্বমাত্মজয়মিতি অজিতেন্দ্রিয়াণাং মজ্জিতৃত্যাদিজয়াভাবাৎ
॥৫৬॥ কিত্বং বৎ সর্ব্বমাত্মবশীকৃত্বতাং মম ভূবে মণ্ডলং বশং যাতি ।
যদ্যপি তথাপ্যাত্মনামিন্দ্রিয়াদীনাং জয়াৎ জাতমেতদনিত্যং রাজ্যং
কিয়দত্যাগম্ । যস্মাদাত্মজয়ে সতি মুক্তিরত্যন্তং ফলম্ ॥৫৮॥
অনিত্যম্ভমেবাহ, উৎসৃজ্যতি পূৰ্ব্বজাঃ পূৰ্ব্বেষামিতি বা পাঠঃ ॥৫৯॥
রাজ্যে পিত্রাদিভৈরমপি দোষমাহ, মৎকৃতমিতি ॥৬০॥

কিঞ্চ ময়ি রাজ্যং মমত্ববুদ্ধির্হৃদৈবেত্যাহ, পৃথ্বী মমেতি । অত্র
ময়ি যো যো রাজা যতো বভূব, তস্য তস্মৈবেয়ং কুবুজরাসীৎ, ততঃ

৫৫

পারমার্থিকফলাভাবাৎ । অন্যত্রৈতি পাঠে মৃতঃ স ত্বন্যত্র রাজা
বভূব, তস্তাপি বাসনাবশাদিয়মেব কুবুদ্ধিঃ সংসারপ্রদানীত্যর্থঃ
॥৬১॥ কিঞ্চিদং চিত্রমিত্যাং, দৃষ্টেতি । যয়ি মমত্বাদৃতচিন্তাং সমু-
মেব স্বকৃতং দৃষ্ট্য তদবয়বস্য হৃদি মৎপ্রভাৎ মদ্বিষয়ং মমত্বং কপ-
মাপ্পদং করোতীতি ॥৬২॥

অপিচ এতেহতিশোচ্য ইত্যাং, পৃথ্বীতি । তেহু মম হাসো
ভবতি, মুচুত্বাৎ দয়াভূতপৈতি মমেতি শেষঃ ॥৬৩॥ চতুর্থাংশস্য
শ্রবণকলমাহ, শৃণুয়াদিতি । মনুবাংশস্থানাং পুণ্যকীর্তীনাং শ্রবণাৎ
পাপক্ষয়ো ধনাদিবুদ্ধিশ্চ ভবতি ॥৬৬॥ নিক্কাং নাশম্ । তাত্ত্বশানা-
মপি নাশানুসঙ্গানাং মমতানিবুদ্ধিশ্চ ভবতীত্যর্থঃ ॥৬৮॥ ন চ
তেষাং তপঃপ্রভাবাদ্যভাবাৎ কপাবশেষত্বমিত্যাং, তপ্তমিতি ॥৭০॥
তানোহ, পুথুরিতি স্বাভ্যাম্ ॥৭১॥

সকল্পবিকল্পয়োঃ কেষাঞ্চিৎ সকল্পস্য তথৈতি প্রত্যয়স্য,
কেষাঞ্চিৎবিকল্পস্য কিমাসীম বেতি সন্দেহস্য হেতুনিমিত্তং সঙ্ক-
ল্পস্য মনসো বিকল্পহেতুঃ ॥৭২॥ উদ্ভাসিতানি দিঙ্মুখানি যৈঃ ।
উদ্ভাসিতদিগ্বিতানমিতি পাঠে, ঐশ্বর্য্যবিশেষণম্ । তেষাং রাবণা-
দীনাংৈশ্বর্য্যম্ অন্তকস্যা জ্ঞতরূপাতেন কথং ভস্ম ন জাতং ? কিন্তু
জাতমেব, তস্মাদৈশ্বর্য্যং দিক্ । যদ্বা কাষ্ঠং দক্ষমপি ভস্ম ভবতি ।
ঐশ্বর্য্যং তু ভস্মাপি ন জাতং কিঞ্চিদবশিষ্টমপি কথং ন জাতং,
ভস্মাৎ দিক্ ॥৭৩॥ আত্মন্যত্কারাপ্পাদে দেহেহপি কিং পুনঃ পুত্র-
দারাদৌ ॥৭৪॥ ভগীরথাদ্যাঃ সত্যং জাতাঃ কিন্তু ক তে ইতি ন
বিদ্ধ্যঃ, কালেনাদর্শনং নীতা ইত্যর্থঃ । অত্র রাঘবাদীনাং গ্রঃণং
লোকদৃষ্ট্যা বৈরাগ্যার্থম্ ॥৭৫॥ তথানোহনুক্রান্তথাতিধেয়াঃ কপা-
মাত্রাবশেষা ভবিষ্যন্তীত্যর্থঃ ॥৭৬॥ এতদংশতাৎপর্য্যার্থং সংক্টি-
প্যাহ, এতদিতি । তনয়াদয়ন্তিষ্ঠন্ত, মমত্বং সুতরাং ন কার্য্যমি-
ত্যর্থঃ ॥ ৭৭ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীধরস্বামিকৃততায়াম্

চতুর্থাংশে চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

সমাপ্তা চেয়ং চতুর্থাংশটীকা ।

